থানায় পৌঁছায় না। সেখান থেকে সংখ্যা সংগ্রহ করার আপনার কোন বন্দোবস্ত নেই বা গড়ে উঠেনি। এখানে তাই মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যখন বলেন কটা মরেছে, কটা বেঁচেছে, সেই সংখ্যাগুলি আপনি মেনে নেবেন না। কেন বলছি। উনি দেখাতে গিয়েছেন বই, আমি খুঁজে বের করলাম স্টেট ভলিয়ুম ১৯৫৪, ডাঃ পি, জি, চৌধুরীর নোতুন যেটা বেরিয়েছে ১৯৫৪ ভাইট্যাল স্ট্যাটিষ্টিক্‌স। আমি জেলাতে গিয়ে প্রথম দেখলাম মন্ত্রীমহাশয় সেখানে লিখেছেন, এই হস্‌পিট্যাল বেড বেড়েছে, দশ হাজার, নয় হাজার থেকে পনের হাজার ইনক্লুডিং ১,৮৫৯ বেড, ওই বইতে দেখলাম ১৯৫৪এ লেখা আছে, পৃষ্ঠা ২৫এ ১৯৫৪এ পনের হাজার বেড নিয়ে ২০,৯০০। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ১,৮৫৯টি টি, বি, বেড উদ্বাস্তুদের জন্য রাখা হয়েছে ১৯৫৪ সালেতে। আরও এরকম ২।১টা ব্যাপার সেখানে ছিল দেখেছি। তাই বলছি সংখ্যা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যারা সংখ্যা নিরূপন করেন, তাঁরা তথ্যের উপর নির্ভর করে নিরূপন করেন না, মন্ত্রী কি মন্তব্য করতে চান, সেই মত করে তথ্য করে দেন। এক মন্ত্রী দপ্তরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং ভাইটাল স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স এই দুই জায়গায় দুই রকম রয়েছে কি করে?

[4-40—4-50 p.m.]

মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, মৃত্যুহার কিছু কমেছে। এটা due to efficiency of the Health Service.
এই প্রশ্নটা সম্বন্ধে আমার কথা হচ্ছে, সত্যি সত্যি আগেকার দিনে টাইফয়েডে ও টি, বিতে যত লোক মরতো, এখন তা মরে না। এর প্রতিশেধক নানারকম এ্যান্টিবাওটিকস ওষুধ বেরিয়েছে। তার কল্যাণে আজকাল মৃত্যুহার সত্যিই কমে গেছে। এটা এফিসিয়েন্সী অব হেল্‌থ সার্ভিস নয়। মন্ত্রীমহাশয় যদি এই দাবি করে থাকেন, তাহলে সেটা তাঁর মত লোকের পক্ষে একথা উচ্চারণ করে দাবী করা অত্যন্ত অসংগত হয়েছে। ক্লোরোমাইসিটিন খাইয়ে, স্টেপ্‌টো-মাইসিন ও পেনিসিলিন দিয়ে লোকে নিজের ছেলে, ভাইবোনকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তার জন্য টাকা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় দিয়েছেন, এ কথা কোথায় আছে? আজ সাধারণ মানুষ, সাধারণ দায়িত্ববোধে, সাধারণ ভালবাসাহেতু নিজের খাওয়া বন্ধ করে, শুধু নিজের ভাইকে নয়, নিজের চাকরকে পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। সেখানে সাধারণ মানুষকে সম্মান না দেখিয়ে—সম্মান দেখাচ্ছেন, আপনাদের হেল্‌থ সার্ভিসকে। আপনারা কলিকাতা থেকে গ্রামে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা কি মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে একমত? কারো মুখে শুনতে পাবেন কি, আমরা সরকারী দপ্তরের জন্য বেঁচে আছি? এ কথা এই সরকারের কোন লোকের মুখে শুনবেন কি?

আজকে মন্ত্রীসভা এখানে লিভিং ইণ্ডেক্স, ন্যাশন্যাল ইনকাম ইত্যাদি অনেকগুলি কথা বলেছেন। আরও বলবেন—ন্যাশন্যাল ইনকাম বেড়েছে ও নিত্য নিত্য লোকের আয়ও বেড়েছে। এ পর্য্যন্ত সাধারণ মানুষের ঘরের বাজেট কি হয়েছে, সেটা শোনান। আমরা জানি—অত্যন্ত দরিদ্রের চিকিৎসক, তিনি শিষ্যদের একদিন বলে বসলেন, যেকথা এর আগে ডাঃ হীরেন চাটার্জীও এখানে দু-একবার বলেছেন, মধ্যবিত্তদের যে আয়ের টাকা, যে মাইনের টাকা আসে, তার প্রতিটি টাকার উপর নাম লেখা থাকে—ছেলের দুধ, ছেলের স্কুলের মাইনে, ছেলের জামা, স্ত্রীর পরার কাপড়, কিন্তু থাকে না লেখা কোনটা ব্যাধির। বাড়ীঘরের ইকনমিতে মেডিক্যাল বাজেট বলে কিছু থাকে না। কাজেই ডাক্তারদের যখন দরিদ্রের ঘরে যেতে হয়, তখন সে টাকা ব্যয় করতে হয় পরিবারকে, সেই টাকায় হয় খুকুর দুধ, না হয় বৌমার কাপড়, না হয় অন্য কোনভাবে গৃহস্থের বঞ্চিত হবার লক্ষণ। যে দামী দামী সব ওষুধ। অথচ মানুষকে পয়সা খরচ না করলেও হবে না। ঋণ করেও তার চিকিৎসা করতে হয়। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, তাঁর হেল্‌থ সার্ভিস লোককে বাঁচিয়ে রেখেছে। একি পরিহাস নয়? আপনারা বারেবারে শোনাচ্ছেন, পথেঘাটে রেডিও মারফত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা। এখানেও সে দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছেন, অথচ তা আমরা এখানে আলোচনা করতে পারলাম না। তার খরচটা এখানে মিলান উচিত ছিল না? আমাদের পার্টি থেকে ও সাধারণ মানুষের তরফ থেকে অনেক কিছু জানাবার ও বলবার ছিল। কারো কাছ থেকে উপদেশ বা সহযোগিতা পেলে মন্ত্রীর মান যায় না। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আজ হয়ত মন্ত্রী আছেন;

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

...CIPAL OFFICERS AND OFF...

MEMBERS OF ...L OF MINISTERS*

The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY, Chief Minister and Minister-in-charge of the Home, Development, Finance, Commerce and Industries and Social Welfare Departments.

The Hon'ble JADABENDRA NATH PANJA, Minister-in-charge of the Cottage and Small Scale Industries Department.

The Hon'ble HEM CHANDRA NASKAR, Minister-in-charge of the Forests and Fisheries Department.

The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI, Minister-in-charge of the Department of Irrigation and Waterways.

The Hon'ble SYAMA PRASAD BARMAN, Minister-in-charge of the Excise Department.

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Housing and Works and Buildings Departments.

The Hon'ble RADHAGOBINDA ROY, Minister-in-charge of the Department of Tribal Welfare.

The Hon'ble RENUKA RAY, Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department.

The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Minister-in-charge of Food, Relief and Supplies and Co-operation Departments.

... Hon'ble Dr. RAFIUDDIN AHMED, Minister-in-charge of the Agriculture and Animal Husbandry Department.

... Hon'ble PANNALAL BOSE, Minister-in-charge of the Department of Education.

... Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE, Minister-in-charge of the Department of Labour.

... Hon'ble SATYENDRA KUMAR BASU, Minister-in-charge of the Judicial and Legislative and Land and Land Revenue Departments.

...he Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Local Self-Government Department.

...e Hon'ble Dr. JIBAN RATAN DHAR, Minister-in-charge of the Jails Branch of the Home Department.

...e Hon'ble Dr. AMULYADHAN MUKHARJI, Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department.

MINISTER OF STATE

...e Hon'ble GOPIKA BILAS SEN GUPTA, Minister of State for the Publicity and Public Relations Branch of the Home Department and Chief Government Whip.

---

*Member of the West Ben...

Sj. Satish Chan...
Home Departmen

Sj. Satyendra Chandra Ghosh M... ...ister for the Defence ... of the Home Department.

Sj. Tarun Kanti Ghosh, Deputy Minister for the Local Works Schemes and ships Branches of the Development Department and for the Relief Bra... the Food, Relief and Supplies Department.

Sj. Sowrindra Mohan Misra, Deputy Minister for the Commerce and Ind... Department.

Sj. Tenzing Wangdi, Deputy Minister for the Tribal Welfare Department a... the Excise Department.

Sj. Bijesh Chandra Sen, Deputy Minister for the Rehabilitation Branch ... Refugee Relief and Rehabilitation Department.

Sj. Smarajit Bandyopadhyay, Deputy Minister for the Food Branch of the ... Relief and Supplies Department.

Sj. Rajani Kanta Pramanik, Deputy Minister for the Supplies Branch of the ... Relief and Supplies Department.

Janab Abdus Shokur, Deputy Minister for the Agriculture and A... Husbandry Branch of the Department of Agriculture, Animal Husb... and Forests.

*Sj. Chittaranjan Roy, Deputy Minister for the Co-operation Departme... for the Cottage and Small Scale Industries Department.

Srijukta Purabi Mukhopadhyay, Deputy Minister for the Women's Edu... Branch of the Education Department and for the Relief Branch of the R... Relief and Rehabilitation Department.

Sj. Shiva Kumar Rai, Deputy Minister for the Labour Department.

PARLIAMENTARY SECRETARIES

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar, Parliamentary Secretary for the Home D... ment.

*Janab Mohammad Sayed Mia, Parliamentary Secretary for the Land and Revenue Department.

Janab A. M. A. Zaman, Parliamentary Secretary for the Labour Departme...

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Speaker ..	..	The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE.
The ...ty Speaker ..	..	SJ. ASHUTOSH MALLICK.

The
The
The

SECRETARIAT

...tary to the Assembly	..	Sj. AJITA RANJAN MUKHERJEA, M.SC., B.L.
...ecial Officer ..	..	Sj. CHARU CHANDRA CHOWDHURI, B.L., Advocate.
...ssi...ant Secretary	..	Sj. AMIYA KANTA NIYOGI, B.SC.
...he ...rar ..	..	Sj. SYAMAPADA BANERJEA, B.A.
...egal Assistant ..	..	Sj. BIMALENDU CHAKRAVARTY, B.Com., B.L.
...tor of Debates	..	Sj. KHAGENDRANATH MUKHERJI, B.A., LL.B.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Hameed, Janab Hajee Sk. [Hariharpara—Murshidabad.]
(2) Abdullah, Janab S. M. [Garden Reach—24-Parganas.]
(3) Abdus Shokur, Janab. [Baruipore—24-Parganas.]
(4) Abul Hashem, Janab. [Magrahat—24-Parganas.]
(5) Atawal Gani, Janab, Abul Barkat. [Kaliachak North—Malda.]

B

(6) Baguli, Sj. Haripada. [Sagore—24-Parganas.]
(7) Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath. [Khayrasole—Birbhum.]
(8) Bandyopadhyay, Sj. Smarajit. [Chapra—Nadia.]
(9) Bandopadhyay, Sj. Tarapada. [Ketugram—Burdwan.]
(10) Banerjee, Sj. Biren. [Howrah North—Howrah.]
(11) Banerjee, Sj. Profulla. [Basirhat—24-Parganas.]
(12) Banerjee, Dr. Srikumar. [Rampurhat—Birbhum.]
(13) Banerjee, Sj. Subodh. [Joynagar—24-Parganas.]
(14) Barman, Sj. Syama Prasad. [Raiganj—West Dinajpur.]
(15) Basu, Sj. Ajit Kumar. [Singur—Hooghly.]
(16) Basu, Sj. Amarendra Nath. [Jorasanko—Calcutta.]
(17) Basu, Sj. Hemanta Kumar. [Shampukur—Calcutta.]
(18) Basu, Dr. Jatindra Nath. [Raipur—Bankura.]
(19) Basu, Sj. Jyoti. [Baranagar—24-Parganas.]
(20) Basu, Sj. Satindra Nath. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(21) Basu, Sj. Satyendra Kumar. [Alipore—Calcutta.]
(22) Bera, Sj. Sasabindu. [Shyampur—Howrah.]
(23) Beri, Sj. Dayaram. [Bhatpara—24-Parganas.]
(24) Bhagat, Sj. Mangaldas. [Central Duars—Jalpaiguri.]
(25) Bhandari, Sj. Sudhir Chandra. [Maheshtola—24-Parganas.]
(26) Bhattacharjee, Sj. Shyamapada. [Sagardighi—Murshidabad.]
(27) Bhattacharjya, Sj. Mrigendra. [Daspur—Midnapore.]
(28) Bhattacharya, Dr. Kanailal. [Sankrail—Howrah.]
(29) Bhattacharyya, Sj. Syama. [Panskura South—Midnapore.]
(30) Bhowmick, Sj. Kanai Lal. [Moyna—Midnapore.]
(31) Biswas, Sj. Raghunandan. [Tehatta—Nadia.]
(32) Bose, Dr. Atindra Nath. [Asansol—Burdwan.]
(33) Bose, Dr. Maitreyee. [Bijpur—24-Parganas.]
(34) Bose, Sj. Pannalal. [Sealdah—Calcutta.]
(35) Brahmamandal, Sj. Debendra. [Alipur Duars—Jalpaiguri.]

C

(36) Chakrabarty, Sj. Ambica. [Tollygunge South—Calcutta.]
(37) Chakravarty, Sj. Bhabataran. [Sonamukhi—Bankura.]

Note.—Sj. stands for Srijut, and Sjkta. stands for Srijukta.

(38) **Chatterjee, Sj.** Bejoylal. [Krishnagar—Nadia.]
(39) **Chatterjee, Sj.** Haripada. [Karimpur—Nadia.]
(40) Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar. [Chandernagore.]
(41) Chatterjee, Sj. Rakhahari. [Bankura—Bankura.]
(42) Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna. [Mekliganj—Cooch Behar.]
(43) Chatterjee, Sj. Dhirendra Nath. [Gangajalghati—Bankura.]
(44) Chattopadhya, Sj. Brindaban. [Balagarh—Hooghly.]
(45) Chattopadhyay, Sj. Saroj Ranjan. [Balurghat—West Dinajpur.]
(46) Chattopadhyaya, Sj. Ratan Moni. [Bally—Howrah.]
(47) Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar. [Dantan—Midnapore.]
(48) Choudhury, Sj. Subodh. [Katwa—Burdwan.]
(49) Chowdhury, Sj. Benoy Krishna. [Burdwan—Burdwan.]

D

(50) Dal, Sj. Amulya Charan. [Ghatal—Midnapore.]
(51) Dalui, Sj. Nagendra. [Keshpur—Midnapore.]
(52) Das, Sj. Banamali. [Itahar—West Dinajpur.]
(53) Das, Sj. Bhusan Chandra. [Mathurapur—24-Parganas.]
(54) Das, Sj. Jogendra Narayan. [Murarai—Birbhum.]
(55) Das, Sj. Kanailal. [Ausgram—Burdwan.]
(56) Das, Sj. Kanai Lal. [Dum Dum—24-Parganas.]
(57) Das, Sj. Natendra Nath. [Contai South—Midnapore.]
(58) Das, Sj. Radhanath. [Chinsurah—Hooghly.]
(59) Das, Sj. Raipada. [Malda—Malda.]
(60) Das, Sj. Sudhir Chandra. [Contai North—Midnapore.]
(61) Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra. [Sabang—Midnapore.]
(62) Das Gupta, Sj. Khagendra Nath. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(63) Dass, Sj. Alamohan. [Amta North—Howrah.]
(64) Dey, Sj. Haridas. [Santipur—Nadia.]
(65) Dey, Sj. Tarapada. [Domjur—Howrah.]
(66) Dhar, Dr. Jiban Ratan. [Bongaon—24-Parganas.]
(67) Digar, Sj. Kiran Chandra. [Vishnupur—Bankura.]
(68) Dutt, Dr. Beni Chandra. [Howrah South—Howrah.]
(69) Dutt, Sj. Probodh. [Chhatna—Bankura.]
(70) Dutta Gupta, Sjkta. Mira. [Bhowanipur—Calcutta.]

F

(71) Fazlur Rahman, Janab S. M. [Kaliganj—Nadia.]

G

(72) Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh. [Darjeeling—Darjeeling.]
(73) Garga, Kumar Deba Prasad. [Mahisadal—Midnapore.]
(74) Gayen, Sj. Brindaban. [Mathurapur—24-Parganas.]
(75) Ghosal, Sj. Hemanta Kumar. [Haroa-Sandeshkhali—24-Parganas.]
(76) Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon. [Uluberia—Howrah.]
(77) Ghose, Sj. Jyotish Chandra. [Chinsurah—Hooghly.]
(78) Ghose, Sj. Kshitish Chandra. [Beldanga—Murshidabad.]
(79) Ghosh, Sj. Amulya Ratan. [Khatra—Bankura.]

) Ghosh, Sj. Bejoy Kumar. [Berhampur—Murshidabad.]
) Ghosh, Sj. Ganesh. [Belgachia—Calcutta.]
2) Ghosh, Dr. Jatish. [Ghatal—Midnapore.]
3) Ghosh, Sj. Narendra Nath. [Goghat—Hooghly.]
84) Ghosh, Sj. Tarun Kanti. [Habra—24-Parganas.]
85) Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra. [Burwan-Khargram—Murshidabad.]
(86) Giasuddin, Janab Md [Farakka—Murshidabad.]
(87) Golam Hamidur Rahman, Janab. [Raiganj—West Dinajpur.]
(88) Goswamy, Sj. Bijoy Gopal. [Salbani—Midnapore.]
(89) Gupta, Sj Jogesh Chandra. [Beniapukur-Ballygunge—Calcutta.]
(90) Gupta, Sj. Nikunja Behari. [Malda—Malda.]
(91) Gurung, Sj. Narbahadur. [Kalimpong—Darjeeling.]

H

2) Haldar, Sj. Kuber Chand. [Sagardighi—Murshidabad.]
3) Haldar, Sj Nalini Kanta. [Kulpi—24-Parganas.]
4) Halder, Sj. Jagadish Chandra. [Diamond Harbour—24-Parganas.]
5) Hansda, Sj. Jagatpati. [Gopiballavpur—Midnapore.]
6) Hansdah, Sj. Bhusan [Bolpur—Birbhum.]
7) Hasda, Sj. Lakshan Chandra. [Balurghat—West Dinajpur.]
98) Hasda, Sj. Loso. [Dhaniakhali—Hooghly.]
99) Hazra, Sj. Amrita Lal. [Jagatballavpur—Howrah.]
00) Hazra, Sj. Monoranjan. [Uttarpara—Hooghly.]
101) Hazra, Sj Parbati. [Tarakeswar—Hooghly.]
'02) Hembram, Sj. Kamala Kanta [Chhatna—Bankura.]

J

3) Jalan, Sj. Iswar Das. [Barabazar—Calcutta.]
4) Jana, Sj. Prabir Chandra. [Nandigram South—Midnapore.]
) Jha, Sj. Pashu Pati. [Manikchak—Malda.]
) Joarder, Sj Jyotish. [Tollygunge—24-Parganas.]

K

Kamar, Sj. Prankrishna. [Kulpi—24-Parganas.]
) Kar, Sj. Bankim Chandra [Howrah West—Howrah.]
Kar, Sj. Dhananjoy. [Gopiballavpur—Midnapore.]
Kar, Sj. Sasadhar. [Western Duars—Jalpaiguri.]
Kazim Ali Meerza, Janab. [Lalgola—Murshidabad.]
Khan, Sj. Madan Mohon. [Jhargram—Midnapore.]
Khatick, Sj. Pulin Behari. [Beniapukur-Ballygunge—Calcutta.]
Kuar, Sj. Gangapada. [Keshpur—Midnapore.]

L

Lahiri, Sj. Jitendra Nath. [Serampore—Hooghly.]
Let, Sj. Panchanon. [Rampurhat—Birbhum.]
17) Lutfal Hoque, Janab. [Suti—Murshidabad.]

M

(118) Mahammad Ishaque, Janab. [Sarupnagar—24-Parganas.]
(119) Mahapatra, Sj. Balailal Das. [Ramnagar—Midnapore.]
(120) Mahata, Sj. Mahendra Nath. [Jhargram—Midnapore.]
(121) Mahbert, Sj. George. [Kurseong-Siliguri—Darjeeling.]
(122) Maiti, Sjkta. Abha. [Khejri—Midnapore.]
(123) Maiti, Sj. Pulin Behari. [Pingla—Midnapore.]
(124) Maiti, Sj. Subodh Chandra. [Nandigram North—Midnapore.]
(125) Majhi, Sj. Nishapati. [Suri—Birbhum.]
(126) Majumdar, Sj. Byomkesh. [Bhadreswar—Hooghly.]
(127) Mal, Sj. Basanta Kumar. [Bishnupur—24-Parganas.]
(128) Maliah, Sj. Pashupatinath. [Raniganj—Burdwan.]
(129) Mallick, Sj. Ashutosh. [Khatra—Bankura.]
(130) Mandal, Sj. Annada Prosad. [Manteswar—Burdwan.]
(131) Mandal, Sj. Umesh Chandra. [Dinhata—Cooch Behar.]
(132) Massey, Sj. Reginald Arthur. [Nominated.]
(133) Maziruddin Ahmed, Janab. [Cooch Behar—Cooch Behar.]
(134) Misra, Sj. Sowrindra Mohan. [Kaliachak South—Malda.]
(135) Mitra, Sj. Keshab Chandra. [Ranaghat—Nadia.]
(136) Mitra, Sj. Nripendra Gopal. [Binpur—Midnapore.]
(137) Mitra, Sj. Sankar Prasad. [Muchipara—Calcutta.]
(138) Modak, Sj. Niranjan. [Nabadwip—Nadia.]
(139) Mohammad Hossain, Dr. [Khandaghosh—Burdwan.]
(140) Mohammad Momtaz, Maulana. [Kharagpur—Midnapore.]
(141) Mohammed Israil, Janab. [Nowada—Murshidabad.]
(142) Mojumder, Sj. Jagannath. [Nakashipara—Nadia.]
(143) Mondal, Sj. Baidyanath. [Kulti—Burdwan.]
(144) Mondal, Sj. Bijoy Bhuson. [Uluberia—Howrah.]
(145) Mondal, Sj. Dhajadhari. [Raniganj—Burdwan.]
(146) Mondal, Sj. Rajkrishna. [Hasnabad—24-Parganas.]
(147) Mondal, Sj. Sishuram. [Sonamukhi—Bankura.]
(148) Mondal, Sj. Sudhir. [Burwan-Khargram—Murshidabad.]
(149) Moni, Sj. Dintaran. [Joynagar—24-Parganas.]
(150) Mookerjee, Sj. Naresh Nath. [Entally—Calcutta.]
(151) Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(152) Mukharji, Dr. Amulyadhan. [Baraset—24-Parganas.]
(153) Mukherjee, Sj. Ananda Gopal. [Ausgram—Burdwan.]
(154) Mukherjee, Sj. Kali. [Watgunge—Calcutta.]
(155) Mukherjee, Sj. Saila Kumar. [Howrah East—Howrah.]
(156) Mukherjee, Sj. Sambhu Charan. [Bagnan—Howrah.]
(157) Mukherji, Sj. Ajoy Kumar. [Tamluk—Midnapore.]
(158) Mukherji, Sj. Bankim. [Budge-Budge—24-Parganas.]
(159) Mukherji, Sj. Pijush Kanti. [Alipur Duars—Jalpaiguri.]
(160) Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi. [Taldangra—Bankura.]
(161) Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath. [Barrackpore—24-Parganas.]
(162) Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar. [Beliaghata—Calcutta.]
(163) Munda, Sj. Antoni Topno. [Western Duars—Jalpaiguri.]

(164) **Murarka, Sj. Basant Lall. [Nanur—Birbhum.]**
(165) **Murmu, Sj. Jadu Nath. [Raipur—Bankura.]**

N

*(166) Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar. [Magrahat—24-Parganas.]
(167) Naskar, Sj. Gangadhar. [Bhangar—24-Parganas.]
(168) Naskar, Sj. Hem Chandra. [Bhangar—24-Parganas.]

P

(169) Pal, Dr. Radhakrishna. [Arambagh—Hooghly.]
(170) Panda, Sj. Rameswar. [Bhagawanpur—Midnapore.]
(171) Panigrahi, Sj. Basanta Kumar. [Mohanpur—Midnapore.]
(172) Panja, Sj. Jadabendra Nath. [Galsi—Burdwan.]
(173) Paul, Sj. Suresh Chandra. [Naihati—24-Parganas.]
(174) Platel, Mr. R. E. [Nominated.]
(175) Poddar, Sj. Anandi Lal. [Colootola—Calcutta.]
(176) Pramanik, Sj. Mrityunjoy. [Raina—Burdwan.]
(177) Pramanik, Sj. Rajani Kanta. [Panskura North—Midnapore.]
(178) Pramanik, Sj. Sarada Prasad. [Mathabhanga—Cooch Behar.]
(179) Pramanik, Sj. Surendra Nath. [Narayangarh—Midnapore.]
(180) Pramanik, Sj. Tarapada. [Amta Central—Howrah.]

R

(181) Rafiuddin Ahmed, Dr. [Deganga—24-Parganas.]
(182) Rai, Sj. Shiva Kumar. [Jore Bungalow—Darjeeling.]
(183) Raikut, Sj. Sarojendra Deb. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(184) Ray, Sj. Jajneswar. [Central Duars—Jalpaiguri.]
(185) Ray, Sj. Jyotish Chandra. [Falta—24-Parganas.]
(186) Ray, Sj. Jyotish Chandra. [Haroa-Sandeshkhali—24-Parganas.]
(187) Ray, Dr. Narayan Chandra. [Vidyasagar—Calcutta.]
(188) Ray, Sjkta. Renuka. [Ratua—Malda.]
(189) Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra. [Burtola—Calcutta.]
(190) Roy, Sj. Arabinda. [Amta South—Howrah.]
(191) Roy, Sj. Bhakta Chandra. [Mangalkot—Burdwan.]
(192) Roy, Dr. Bidhan Chandra. [Bowbazar—Calcutta.]
(193) Roy, Sj. Bijoyendu Narayan. [Bharatpur—Murshidabad.]
(194) Roy, Sj. Biren. [Behala—24-Parganas.]
(195) Roy, Sj. Biswanath. [Cossipur—Calcutta.]
(196) Roy, Sj. Hanseswar. [Bolpur—Birbhum.]
(197) Roy, Sj. Nepal Chandra. [Kumartuli—Calcutta.]
(198) Roy, Sj. Prafulla Chandra. [Barjora—Bankura.]
(199) Roy, Sj. Provash Chandra. [Bishnupur—24-Parganas.]
(200) Roy, Sj. Radhagobinda. [Vishnupur—Bankura.]
(201) Roy, Sj. Ramhari. [Harishchandrapur—Malda.]
(202) Roy, Sj. Saroj. [Garbeta—Midnapore.]
(203) Roy, Sj. Surendra Nath. [Mainaguri—Jalpaiguri.]
(204) Roy Singh, Sj. Satish Chandra. [Dinhata—Cooch Behar.]

---

*Parliamentary Secretary.

S

(205) Saha, Sj. Madan Mohon. [Arambagh—Hooghly.]
(206) Saha, Dr. Saurendra Nath. [Singur—Hooghly.]
(207) Saha, Dr. Sisir Kumar. [Nanur—Birbhum.]
(208) Sahu, Sj. Janardan. [Patashpur—Midnapore.]
(209) Santal, Sj. Baidya Nath. [Kalna—Burdwan.]
(210) Saren, Sj. Mangal Chandra. [Binpur—Midnapore.]
(211) Sarkar, Sj. Bejoy Krishna. [Ranaghat—Nadia.]
(212) Sarkar, Sj. Dharani Dhar. [Gazole—Malda.]
(213) Satpathi, Dr Krishna Chandra. [Narayangarh—Midnapore.]
(214) Sen, Sj. Bijesh Chandra. [Hasnabad—24-Parganas.]
(215) Sen, Sjkta. Manikuntala. [Kalighat—Calcutta.]
(216) Sen, Sj. Narendra Nath. [Fort—Calcutta.]
(217) Sen, Sj. Priya Ranjan. [Tollygunge North—Calcutta.]
(218) Sen, Dr Ranendra Nath. [Maniktola—Calcutta.]
(219) Sen, Sj. Rashbehari. [Kalna—Burdwan.]
(220) Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas. [Suri—Birbhum.]
(221) Shamsul Huq, Janab. [Taltola—Calcutta.]
(222) Sharma, Sj. Joynarayan. [Kulti—Burdwan.]
(223) Shaw, Sj. Kripa Sindhu. [Sankrail—Howrah.]
(224) Shaw, Sj Mahitosh. [Galsi—Burdwan.]
(225) Shukla, Sj. Krishna Kumar. [Titagarh—24-Parganas.]
(226) Sikder, Sj. Rabindra Nath. [Dhupguri—Jalpaiguri.]
(227) Singh, Sj. Ram Lagan. [Jorabagan—Calcutta.]
(228) Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath. [Cooch Behar—Cooch Behar.]
(229) Sinha, Sj. Durgapada. [Murshidabad—Murshidabad.]
(230) Sinha, Sj Lalit Kumar. [Baruipur—24-Parganas.]

T

(231) Tafazzal Hossain, Janab. [Kharba—Malda.]
(232) Tah, Sj. Dasarathi. [Raina—Burdwan.]
(233) Tarkatirtha, Sj. Bimalananda. [Purbasthali—Burdwan.]
(234) Tripathi, Sj Hrishikesh. [Sutahata—Midnapore.]
(235) Trivedi, Sj Goalbadan. [Kandi—Murshidabad.]

W

(236) Wangdi, Sj Tenzing. [Kurseong-Siliguri—Darjeeling.]

Y

(237) Yeakub Hossain, Janab Md. [Nalhati—Birbhum.]

Z

(238) Zainal Abedin, Janab Kazi. [Raninagar—Murshidabad.]
(239) Zaman, Janab A. M. A. [Jallangi—Murshidabad.]
(240) Ziaul Haque, Janab M. [Gaighata—24-Parganas.]

---

*Parliamentary Secretary.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 24th February, 1956, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 17 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 115 members.

[3—3-10 p.m.]

NON-OFFICIAL RESOLUTIONS

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: In view of the fact that none of the Opposition members are here to move the non-official resolutions would be better if we go on to our ordinary business on the Agenda and have another non-official day later on.

Mr. Speaker: Under rule 96 of the Assembly Procedure Rules which says,

"A member in whose name a resolution appears on the list of business shall, when called on, either—

(a) withdraw the resolution, in which case he shall confine himself to a mere statement to that effect; but may make such brief statement of his reasons for withdrawal as he may consider necessary; or

(b) move the resolution, in which case he shall commence his speech by a formal motion in the terms appearing in the list of business.

If the member when called on is absent, the resolution standing in his name shall be considered to have been withdrawn:

Provided that the Speaker, in his discretion, may allow another member to move such resolution, or may postpone it."

I call on the members to move their non-official business, but since they are not present in this House I hold over all the non-official resolutions to the next non-official day and another day may be fixed by the Government.

Sj. Jogesh Chandra Gupta: Sir, following the precedent that when a Minister is not present here to answer his questions, the questions are held over, I would——

Mr. Speaker: There are no questions but I have held over the non-official resolutions till the next non-official day.

I would now pass on to the official business.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956

Clause 17

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, this clause corresponds to section 14 of the West Bengal Premises Rent Control Act, 1950, which i"

ı force. Section 14 provides that if in a suit for ejectment the ten: ays all arrears of rent as also interest on arrears of rent at the rate of n nd a three-eighths per cent. per annum—if he pays up the entire amoı ue—as also the cost of the suit, then no decree will be made against him jectment. There is a proviso—provided he does not make default in p: ıent of the rent on three occasions within a period of eighteen mont ir, we have reduced the rate of interest to eight and one-third per ce er annum, and this is to ensure easy payment. With regard to the d f deposit under section 14(4) of the present Act the deposit is to be ma 'ithin 15 days of the order. In this case we have provided for payment e made within thirty days of the service of the writ of summons ε ubsequent rent will be paid within 15 days following the month for wh ; is due. One of my friends suggested that payment should be made ıe first date of hearing of the suit. The case may come on for heari fter a long time of the institution of the suit and this would mean ha ıip to the parties.

We have followed the provisions contained in section 14 of the prese .ct. We have made very slight modification and we have provided tl ḟ the tenant makes default in payment of four months' rent he will ı ıe entitled to the benefits against eviction.

I oppose all the amendments proposed by my friends.

Dr. Srikumar Banerjee: Sir, I have got a submission to make. Is our idea that the whole Bill will be passed in the absence of the memb f the Opposition?

Mr. Speaker: As far as we can go.

Dr. Srikumar Banerjee: Or any particular clause which was par iscussed yesterday?

Mr. Speaker: I think some of them may come in the meantime.

Dr. Srikumar Banerjee: In case all the provisions of the Bill are tal ıp today in the absence of the Opposition, the people of Calcutta may f ery sore about it because they will think that the Bill has been pas ithout any discussion. In that case I would request you not to take echnical view of the matter but to ensure full discussion of all ontroversial clauses of the Bill.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I may mention that the tl eading will be certainly open to the members if they come. The difficu s that if they do not come and if the others come, we cannot postp ndefinitely. But if there is any very contentious motion we may proba vait for that particular motion. The rest of the motions can go throug

Dr. Srikumar Banerjee: I think, as the amendments are tabled, alm ıll the clauses are contentious.

Mr. Speaker: So far as clause 17 is concerned, all members h: ıpoken except only one or two members. Clause 17 has been fı liscussed. Now I shall put all the amendments to clause 17.

The motion of Sj. Tarapada Bandopadhyay that in clause 17(1), l ł, for the words "one month" the words "two months" be substitut vas then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in clause 17(1), lines 3 and 4, for the words "within one month of the service of the writ of summons on him" the words "on the first hearing of action for ejectment after due service" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 17(1), line 3 and 4, for the words "the service of the writ of summons on him" the words "his filing the written statement" be substituted, was then put and lost.

[3-10—3-20 p.m.]

Dr. Srikumar Banerjee: Sir, may I enquire if a division can be called by anyone excepting the person who gave notice of the amendment? I think it was your ruling the other day that unless the Opposition called for a division, nobody on this side of the House could call for a division.

Mr. Speaker: There was the call "Ayes" and "Noes" and then when I said "Noes have it", they called for a division. The gentleman who called "Ayes" has the right to call for a division and it is not that the mover of a motion only can call for a division.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 17(1), lines 9 to 12, the words beginning with "together with interest" and ending with "date of deposit" be omitted was then put and a division taken.

AYES—1.

Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath

NOES—130.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Das, Sj. Banamali
Das, Sj Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Golam Hamidur Rahman, Janab
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Majti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath

Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja The Hon'ble Jadabendra Nath
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed The Hon'ble Dr.
Rai Sj. Shiva Kumar
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 1 and the Noes 130, the motion was lost.

The motion of Sj. Tarapada Bandyopadhyay that in clause 17(1), line 10, for the words "eight and one-third" the word "three" be substituted was then put and lost.

The motion of Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury that in clause 17(1), line 10, for the words "eight and one-third" the word "four" be substituted was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that in clause 17(1), line 13, for the figure and words "15th of" the words "end of" be substituted was then put and lost.

The motion of Dr. Jatish Ghosh that clause 17(4) be omitted was then put and lost.

The motion of Sj. Jyotish Joarder that the proviso to clause 17(1) be omitted was then put and lost.

The motion of Sjkta. Mani Kuntala Sen that for the proviso to clause 17(4) the following proviso be substituted, namely:—

"Provided that, if the tenant at any time before his eviction from the accommodation deposits the amount in the office of the Controller or pays the landlord or his agent or to the officer charged with the execution of the order for the delivery of possession the amount of arrears together with all the cost of the application and execution and interest at the rate of 4 per centum possession shall not be delivered."

was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in the proviso to clause 17(4), line 3, for the word "four" the word "eight" be substituted was then put and lost.

The motion of Sj. Raipada Das that in the proviso to clause 17(4), line 3, after the word "four" the word "successive" be inserted was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the following further proviso be added to clause 17(4), namely:—

"Provided further that the tenant shall not be considered to have made default in payment of rent if the rent is not actually in arrear."

was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that after clause 17(4), the following sub-clause be added, namely:—

"(5) Where before the commencement of this Act a decree for recovery of possession for default has been passed by the court, but the possesion had not been delivered, the court passing the decree, shall, within 30 days from the commencement of this Act on application of the tenant, not deliver possession if the tenant deposits in the court all arrears of rent up-to-date (with interest thereon at 6¼ per centum with all the costs of the decree)".

was then put and lost.

The question that clause 17 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I would not take up all the other clauses on which there are so many amendments. I would take up only those clauses on which there are no amendments.

On clause 19 there is only one amendment.

Dr. Srikumar Banerjee: Sir, have you ascertained whether the previous clause has any bearing upon the subsequent clauses? You are putting a subsequent clause to division. Have you ascertained whether the previous clauses which you passed over today have any bearing upon the subsequent clause to be taken up?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Mr. Banerjee may wait a little.

Dr. Srikumar Banerjee: There may be complications afterwards.

Mr. Speaker: What I wanted to do is that I am calling only those clauses to which there is no amendment and they have technically no bearing upon the previous clauses.

Dr. Srikumar Banerjee: The point which I was going to suggest is whether if you pass a clause in a particular form, the amendments which have been tabled with respect to a previous clause will not be found out of order because the subsequent clauses have been passed already.

Mr. Speaker: No. There will not be any technical difficulty. At least I can assure you that none of the other clauses on which there are amendments will be shown out of order by reason of these clauses being passed.

Clause 19

Mr. Speaker: There is only one amendment of Shri Narendra Nath Ghosh and he has not moved his other amendments.

The question that clause 19 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 20

The question that clause 20 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 23

Mr. Speaker: There is only a formal amendment.

The question that clause 23 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 24

The question that clause 24 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 25

The question that clause 25 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 32

Mr. Speaker: There is an amendment for merely a comma.

The question that clause 32 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 33

The question that clause 33 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 38

The question that clause 38 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 39

The question that clause 39 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 40

Mr. Speaker: There is only one formal amendment.

The question that clause 40 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 41

The question that clause 41 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 42

The question that clause 42 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I would prefer, in view of the fact that the entire Opposition is absent and this is a very important Bill, that the other clauses on which several amendments have been tabled and there are controversial provisions be held over till tomorrow.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Can we go on with the West Bengal *Panchayet* Bill?

Sj. Byomkes Majumdar: On a point of information—whether this will be treated as a precedent, otherwise the Opposition will take off and on to these tactics of being absent from the meeting.

Mr. Speaker: No, it will not be taken as a precedent. Every situation will be judged upon circumstances as they appear.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is only quarter past three. We have waited the whole day. We want to do some work.

Mr. Speaker: Let Mr. Jalan move his motion.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Jogesh Chandra Gupta: Sir, will you kindly consider the position? While one Bill is on the anvil can the other Bill be taken up?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is often done in Parliament: one Bill is partially gone into and the other Bill is taken up.

Mr. Speaker: This is an important Bill. It has come from the Joint Select Committee and there are circulation motions. The members will hear the Minister moving the consideration motion and some of the members may not move their circulation motions.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, my difficulty is that here there are members who have walked seven miles to reach the Legislative Assembly today. Other members could have walked also. There is nothing to prevent them from walking to the Legislative Assembly. We should not give a premium to people who do not want to come and take part in the business of the House. Here there are members who have remained here the whole night in order to attend this meeting. Why should they be pilloried and made to suffer because others do not choose to come? On the other hand, I do say with a great deal of emphasis that we have got to get through certain things in this session. Tomorrow is the last date for this particular Bill to be finished and then we begin to take up the budget. Secondly, this particular Act terminates on the 31st March, 1956. Its term will be over by that date. I have to finish it before that date. It is possible that we may be able to finish it after taking up the budget, but it is very unfair to those who have come to take part in the business before the House to be told to go away at 3-20 and come again tomorrow.

Mr. Speaker: This is an important Bill coming from the Select Committee.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I was talking of the West Bengal Premises Tenancy Bill which has to be passed by both the Houses here and then we must get the consent of the President before the 31st March, 1956. We are very tight so far as our time is concerned. If some sections are left and if you are prepared to sit tomorrow from 9 to 12 you may not be able to finish the third reading. You will have to sit tomorrow in the afternoon also. If there are people who are sad about the whole thing and cannot come to the Assembly they may not come. My point is that I am in a fix. I have got to get this Bill passed through this House and the Upper House and also to get the consent of the President before the 31st March, 1956. The Opposition members do not come. They do

not take things seriously. The other day they came and asked us to have the House adjourned on account of the death of Dr. Meghnad Saha. Because it was in memory of a very great man in Bengal, but then they ought to consider our point also. They cannot just carry on as they like. Remember I have got to go to the Upper House for the same Bill and they will take four or five days, and then there is the President's assent also.

Sj. Byomkes Majumdar: More than half of the members are present here.

Mr. Speaker: The Leader of the House has given the reasons why the Bill has to proceed. The question of the shortness of time has been raised. The difficulty of the Government is that the Bill has got to go through before the 31st March. Because the budget starts from day after tomorrow, from Monday onwards, we cannot take up any Bill up till the 19th of March.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Therefore, according to the time-table, we'may get another day only after the 19th of March. Then there is the Appropriation Bill in the Upper House. Then this Rent Bill has to go to the Upper House and they will take four or five days on it. Then I will have to get the assent of the President before the 31st of March. I don't know how I am going to do all that.

Mr. Speaker: Very well. To save time Mr. Jalan may move the Panchayet Bill. I will try and see if we can sit for longer hours tomorrow. As I have already indicated, today on the basis of that I have called the other motions.

Sj. Naresh Nath Mookerji: If as the Leader of the House has pointed out there is no time to get this Bill through the various stages before the 31st of March, I am afraid there will be no Rent Act at the end of March, and then the hardship and misery to the tenants of Calcutta will be very much more than has been contemplated by the members of the Opposition who have thought it fit not to be present here. I do not know, Sir, but it will be a most irresponsible act if we fail to get this Bill passed before the 31st of March simply because some members choose to be absent, some members deliberately abstain from the House. I feel, Sir, there is sufficient ground—the Bill has been placed on today's Agenda and it was known to everybody that the clauses would be completed today. I feel, Sir, that due consideration should be given to the aspect that I have pointed out.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Pursuant to our ex-Mayor's remarks, I say that it is in the interests of the very people for whom the Act is being passed that it is necessary to get it through. We are thinking in terms of the difficulties of tenants. After all it is a contentious Bill, it affects the people. But those who have given the amendments in the interests of the tenants do not see it necessary to come here and take part in the discussion. I do not see why we should postpone this particular measure. I do urge upon you, Sir, to reconsider your decision in view of the difficulties with which we are faced today.

Mr. Speaker: In view of the points that have been urged I had better ask Mr. Basu to proceed with the clauses as far as possible.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, if you like, I may explain the clauses as we proceed. I can explain clause 17A, a new clause which has been proposed by one of the members of the Opposition.

Mr. Speaker: That is not necessary. That will be necessary only in reply to the Opposition's points.

3-30—3-35 p.m.]

Clause 18

The question that clause 18 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 21

The question that clause 21 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 22

The question that clause 22 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 26

The question that clause 26 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 27

The question that clause 27 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 28 to 32

The question that clauses 28 to 32 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 34 to 37

The question that clauses 34 to 37 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Schedule

The question that the Schedule to the Bill do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to move that the West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal *Panchayat* Bill, 1955, as reported by the Joint Select Committee.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the West Bengal *Panchayat* Bill, 1955, as reported by the Joint Select Committee be taken into consideration.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I think I shall stop here today. The House stands adjourned till 9 a.m. tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 3-35 p.m. till 9 a.m. on Saturday, the 25th February, 1956, at the Assembly House, Calcutta.

roceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the th February, 1956, at 9 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 187 Members.

[9—9-10 a.m.]

Intimation re: Arrest of Sj. Jyotish Joarder, M.L.A.

Mr. Speaker: I have got a notice from the Commissioner of Police that one of our members Sj. Jyotish Joarder has been arrested under sections 143/145 of the Indian Penal Code.

Point of Privilege.

Sj. Jyoti Basu: On a point of privilege, Sir. With regard to yesterday's proceedings you know, Sir, that day before yesterday we gave notice that it would be practically impossible for us to attend the House in view of the fact that it was the people's mandate that we should not attend the House, and it was not possible for us to attend the House. Despite that, you said that you would see what would happen. If there is attendance, the House may go on; if there is no attendance, the House will not go on. But we were surprised to find that some of the members on the Congress Side made arrangements to stay here overnight. And I do not know how you, Sir, attended or whether you were also here.

Mr. Speaker: I was not in the House.

Sj. Jyoti Basu: That is why I wanted to know how you attended the House and whether you were here. I am not going into that.

My main point is that yesterday, the West Bengal Premises Tenancy Bill was passed. I was surprised to see that even the third reading was not postponed and the whole Bill was passed. Now, with regard to that I wish to reopen the matter. Sir, I would not talk about democracy as far as the Government is concerned. I have seen that you made very feeble attempts, which were overruled by the Chief Minister, to postpone at least the last reading of the Bill. However, we know that the Chief Minister does not care for the requests of the Speaker also in such a grave situation. Now, I wish to move formally a resolution from this side of the House.

Mr. Speaker: You give proper notice.

Sj. Jyoti Basu: The resolution will be in this form. I shall explain to you first. Of course, I want your permission to move it after you hear what I have got to say. The resolution stands in this form:—

> "The decision of the House taken on the 24th of February, 1956, that the West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956, is passed be rescinded, as also the consideration motion that the West Bengal Panchayat Bill, 1955, is passed be rescinded."

On both these I wish to move two separate resolutions. This is the form in which I wish to move. I shall hand it over to you after I write it out properly. This is a novel procedure we wish to adopt, but it is not unknown in parliamentary practice. It is not in our rules, but according to the British practice I find that every question, for instance "that a Bill be passed" when agreed to assumes the form either of an order or of a resolution of the House. By "resolution", May says, "the House declares its own opinions and purpose". The term "resolution" in this context is restricted to the recommendatory resolution by means of the decision of the House. The procedure by which the House varies its previously expressed opinions, directions or proceedings varies according to the object to be attained. The forms of procedure are: Discharge in the case of an order, and recission in the case of a resolution. At one time the decision of the House was attended with some difficulties. May says at page 398 "The practical inconvenience of a rigid rule of consistency, has proved too great for a body confronted with the ever-changing problems of Government; and the rule prohibiting reconsideration of a decided question has come to be interpreted strictly according to the letter so as not to prevent open recission when it is decided that it is desirable." There seems to be no doubt, therefore, that a motion for recission of a decision is admissible according to May. The form in which the motion I shall move would be, as I have stated earlier, "that a decision previously taken be rescinded". Such a motion for recission of a verdict of the House was recently moved and agreed to in the Lok Sabha in the case of the Constitution (Amendment) Bill. Of course, I do not know whether in this House we have ever moved such a resolution, because no such occasion arose. But this is a very serious occasion and I feel that democracy is in jeopardy. Therefore, I would earnestly request you to give the most serious consideration to my resolution which I am moving with regard to both these matters before we proceed with the next business of the House, viz., West Bengal Tenancy Bill and the consideration motion which was passed with regard to the *Panchayat* Bill. This is the first point which I wish to make.

Secondly, I would like to remind you also that the time of two hours was fixed yesterday for the non-official resolutions. I do not know what is the fate of those resolutions—whether they will come up again or not. I hear that you said something but whatever it is even before the two hours' time expired, the other official business was suddenly taken up. Now this is of course a theoretical point: though ultimately we did not attend the House—supposing, I am speaking on my right, having known the business of the House as it was fixed by you we had come one hour later, or 40 minutes later in order to take up the other business, i.e., the West Bengal Tenancy Bill, then where do we stand? Had we come then and seen that the first item on the agenda was not being taken up and somehow or other the second business had come up and finished. That also is a very serious matter. I think it is not expected that every minute changes in the agenda may come about and therefore every member, whatever be the business on the agenda paper and whatever be the timings, he should be always in attendance in the Assembly. That is how we interpret our rights and privileges in this House.

[9-10—9-20 a.m.]

My last point is that at least an attempt was made by you, twice I believe, to postpone the discussion with regard to the Tenancy Bill. I do not know whether you attempted to postpone the discussion with regard to the other Bill also—the Panchayet Bill. Sir, I do not know, I cannot remember as yet the dates but I seem to remember that once at least, it was in 1930's,

ri V. J. Patel in one of his declarations said that he would stop the oceedings of the House if the Opposition was imprisoned or if they were t—the Opposition members—permitted to continuously attend the House. me such statement he made. I have not been able to lay my hands last ght on the exact date or the exact ruling. That also I shall bring before u. This I am stating because I think that it is within the powers of the eaker. You have always doubted as to what your powers are. I think you had stated categorically and if you had stood by your right then the overnment could not have proceeded with the business of the House. Even e Chief Minister of West Bengal would have no power, no authority or ould not have the courage, had you left your Chair, to proceed with the usiness of the House. In those circumstances that is what you should have one. Perhaps you had a mind to do it but you could not do it. It was a rave situation yesterday, it was a grave problem and it was not for othing that we did not come to the House and attended our duties. Greater duties called us away. The fate of Bengal was being decided in the Bihar Assembly and here the Chief Minister of West Bengal have stated that opinions have been expressed, Bengal's opinions have been expressed with regard to the merger question. We wanted to demonstrate what that opinion was and you have seen yesterday what that opinion was. Throughout Bengal there was *hartal* That is why, because it was a mandate of the people, we could not attend the Assembly as some blacklegs, as some members would do. That is why we were absent. It was no child's play that we were staying away from our duties. Even when we were arrested under the Preventive Detention Act we had written to you times without number that you allow us and you make arrangements so that we can attend to our duties. Therefore, I think, because of that grave situation you should reconsider the whole thing and see whether our rights can be restored with regard to yesterday's proceedings.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I have several points to raise. First of all, I would point out that we are creating precedents after precedents but on a situation on which you should have asserted your will you have not seen to the convenience of the Opposition. We are not following the procedure rules. Today we are sitting irregularly. According to rule 4 of the Procedure Rules we cannot sit on a Saturday like this. The rule says, "Whilst in session, the Assembly shall ordinarily meet at 4 p.m. except on Saturdays when the hour of meeting shall ordinarily be 11 a.m.". A matter which is taking place every day cannot be an extraordinary thing. Ordinarily we should sit at 4 p.m. and on Saturdays at 11 a.m. But to accommodate Government's convenience we have agreed to sit at other times but the Government has not been considerate enough to suit our convenience. But I am not pressing this point now. What I now want to state is that we should strictly follow the procedure rules henceforth. You know, Sir, that times without number I have asked you to change the procedure rules. Ultimately the Rules Committee was formed but up to this time it has not sat. So if you want to change the rules you should do it in a proper way. When the Constitution came into operation and a new Assembly came into force, the procedure rules should have been changed. The old procedure rules are continuing. When you were in China and the Deputy Speaker was in the Chair, I moved some amendments but the Deputy Speaker could not agree to them and they were overruled. We cannot take all these things before a court of law and if our rights are trampled in this way we have no other way to vindicate our rights. However, I am not pressing yesterday's irregularity also. I shall do it later. According to rule 22 yesterday's proceedings were irregular. Rule 22 says: "A list of business for the day shall be prepared by the Secretary and shall

be circulated to all members. No business not included in the list of business for the day shall be transacted at any meeting without the leave of the Speaker." Sir, these procedure rules are full of so many inaccuracies and so many loopholes that we cannot strictly follow. There is no mention about the time when the House should be adjourned and I do not know, Sir, according to what rule you adjourn the House everyday. There are so many unmentioned practices. Then again the rule—22—says "shall be circulated to all members", but when? On the very day? I think the list of business must be known to the members beforehand. Saturday's list of business at least should have been received by us on Friday, if not earlier, to suit our convenience. The rule gives no time. It may be circulated just before the sitting on the very day. I would request you not to interpret this rule according to the very letters. That is our experience that the list of business is circulated at a time when there is not much time left for going through it. Friday's first half was for non-official resolutions, and the second half was reserved for the Government Bills. About this point also I am not mentioning now, though we think that Friday should be given to us completely and in this way injustice is being done to us. Only in extraordinary case the Speaker may allow the Government Bills to be considered on non-official days. In this way, Sir, many non-official days have been taken away. We have been deprived of our days. This should also be seen that the whole Friday is reserved for us except in extraordinary circumstances. Now yesterday—Friday—I understand that the House was adjourned at 3-35 p.m. That is a most irregular thing and then immediately after it sat the Government Bills were taken up. I consider it to be a most irregular thing. You should have adjourned the House till 5 p.m. as two hours were set apart for non-official business. Sometimes more time is given. That is, generally we used to sit after tea recess. First some questions are taken up. Then two hours non-official business and after tea recess we use to take up official business.

[9-20—9-30 a.m.]

But in any case it should not have been done earlier than 5 p.m. because two hours were fixed for non-official business. Any member would have known on seeing the list of business that the Government business was to be taken up at 5 p.m. The proper thing was that the House should have been adjourned up to 5 p.m. if the Government insisted on their Bill being taken into consideration, and after 5 p.m. they could take up any Government Bill. Now, you have adjourned the House till 9 a.m. today. There is nowhere in the procedural rules, in the list of business and so on, that the House has got to sit at 9 a.m. Suppose we come at 8 o'clock—some of the members come at 8 o'clock. When you adjourn the House till 9 a.m. there is nothing in the procedural rules to make us obey the thing that we come at 9 a.m. Suppose we come at 8 a.m. and pass a resolution—some of us come and pass a resolution—it won't be a resolution. Official Bills were fixed for 5 p.m. and not earlier than that but the House at 3-30 considered those Bills. I consider the whole procedure was irregular and *ultra vires* of the Constitution and the Procedure Rules. Therefore, the Tenancy Bill as it has been supposedly so called passed has not been passed. Mr. Basu has asked for rescinding it. I go further and say that it was not passed. It was not the Assembly properly sitting that passed the Bill; it should have sat at 5 p.m. and then considered the Bill. I consider all the things done after the non-official business are quite irregular, illegal and *ultra vires*. The Assembly did not pass this Bill. If you hold those are Bills, you have got to consider Mr. Basu's point and rescind the same. There have been several other irregularities.

I understand that there was an amendment in the name of Dr. Kanailal Bhattacharya. He was not present here to move it. How was that taken into consideration? How was that or any amendment taken into consideration? There was a division called.

Mr. Speaker: Division was on the main clause.

Sj. Bankim Mukherji: The division was on the amendment. So far as my information goes it was Dr. Kanailal Bhattacharya's amendment which was moved by somebody.

Dr. Kanailal Bhattacharya: There is a report in the newspaper that in respect of one amendment there was a division called by Mr. Khagendra Nath Banerji?

Mr. Speaker: No amendment was moved yesterday.

Dr. Kanailal Bhattacharya: It was moved on the previous day but I did not call for a division. Sir, you had given earlier the ruling that the member in whose name the amendment stands is only eligible to call for division. You did not allow the Government side to call for division on the amendment of Sj. Subodh Banerjee. Sir, on that point you will have to give your ruling.

Sj. Bankim Mukherji: My contention is that Dr. Kanailal Bhattacharya did not move the amendment. I have heard him and that is my contention. The procedure adopted so far in this House is to call the amendments by name and ask "moved, moved" and so on; it is just informal which of the amendments are to be moved. But unless a member rises and speaks on the amendment we do not consider it to be moved.

Mr. Speaker: Dr. Kanailal Bhattacharya's amendment was moved and finished day before yesterday.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: About the calling of the division?

Mr. Speaker: That is a different point.

Sj. Bankim Mukherji: I understand that a Congress member called for division. I think any member can call for a division but your previous rulings have been different. Your ruling has been that either the member in whose name the amendment stands or the Chief Whip of the party concerned would call for a division. On several occasions you did not allow division which was called by a member other than the member in whose name the amendment was or which was not called by the Chief Whip of the party. But somehow it is very strange that in order to give a show that the whole business was real—that it was not faked—that the Government party thought that it was not their playing with the Assembly—in order to show that it was a real Assembly in actual fact, they started calling for division by their own member and made mistakes in recording the vote—that is what I gather from the newspaper report. In any case that division was against your ruling.

My last point is that the third reading of the Bill was taken up in the same meeting. According to rule 66 "If any amendment be made, any member may object to the passing of the Bill at the same meeting; and such objection shall prevail, unless the Speaker in exercise of his powers to suspend this rule, allows the motion that the Bill be passed to be made. Where the objection prevails, the Bill shall be brought forward again at a future meeting, and may then be passed with or without further amendment". Up to this time the procedure has been that for the third reading another day is fixed.

Mr. Speaker: Do you mean that that is always the procedure?

Sj. Bankim Mukherji: For the third reading we are given an opportunity. We did not get the opportunity for the third reading.

Mr. Speaker: Third reading is taken in continuation of the second reading of the Bill.

[9-30—9-40 a.m.]

Sj. Bankim Mukherji: We were not given opportunity for consideration of the third reading of the Bill; there were amendments to be discussed and so on. Now, if you say that Government business could not stop, why was the House adjourned at 3-35 p.m.? Why did it not continue up to 7 p.m.

Mr. Speaker: It was my order.

Sj. Bankim Mukherji: Why? You will have to satisfy us why was the Assembly adjourned at 3-35 p.m. If you wanted that the Panchayet Bill should be considered by us, you should have thought that the Rent Control Bill should also have been considered by us. If you were of opinion that the Panchayet Bill should not be passed without giving an opportunity to us for discussion, then the Opposition should also get opportunity with regard to the third reading of the Tenancy Bill, and the amendments thereto.

But at least the third reading of the Bill should have been postponed. And, Sir, last of all I would say that on Thursday I mentioned about the *hartal*, and Mr. Basu and Mr. Ray Chaudhuri pointed out about the practical difficulty of attending the session. You said that you were not going to create a precedent. I understand that you did not want to adjourn the House and thereby create a precedent. Thereby I understood that the House would normally meet and then it would be adjourned. You know, Sir, it was practically impossible for any member to come and attend the session. Sir, that was pointed out to you and you could have made arrangements. After you had made arrangements for the members to come and even then if they did not come, then perhaps this question could not have arisen because you had made arrangements. I understand, Sir, that the Government made arrangements for some of their members to sleep in the Assembly Hall, some in the Raj Bhavan, some in the nearby Ministers' houses and so on, and you, Sir, also, I understand, took shelter in the Raj Bhavan... ....

Mr. Speaker: Mr. Mukharji, I would request you to withdraw your observation. It is an absolute untruth. Will you kindly withdraw it?

Sj. Bankim Mukherji: Oh yes, Sir. But my information was that you were not at home.

Mr. Speaker: Like many of your informations this is based on absolute hundred per cent. untruth.

Sj. Bankim Mukherji: I may be corrected, Sir. Do you mean this one information or other informations?

Sj. Jyoti Basu: Why is this generalisation, Mr. Speaker?

Mr. Speaker: I said this information.

Sj. Bankim Mukherji: You said many of my informations.

Mr. Speaker: On previous occasions I pointed them out.

Sj. Bankim Mukherji: My other information is that on the point of privilege which I brought before you about "Jugantar" and "Amrita Bazar Patrika" you had made certain observations. After that you went to see Dr. Roy and changed that.

Mr. Speaker: I consider it absolutely untrue. I deny it. I consider it as a serious reflection on the Chair. I would ask you to withdraw it unconditionally. Will you kindly withdraw your observation that I saw the Chief Minister before giving my ruling unconditionally? It is an absolute untruth.

Sj. Bankim Mukherji: I know definitely, Sir, that you went to see Dr. Roy before giving your ruling.

Mr. Speaker: Will you kindly withdraw that? Please be silent. Will you kindly withdraw, Mr. Mukharji, your observation that I went to see Dr. Roy to consult him before giving my ruling?

[Interruptions.]

Sj. Bankim Mukherji: Unfortunately I cannot. I am sure about my information on this point.

Mr. Speaker: Then I have got to take disciplinary action against you.

Sj. Bankim Mukherji: I would like that this matter goes before the Privilege Committee so that I can prove my contention.

Mr. Speaker: I will give you a second opportunity to withdraw that. I request you to prove your statement here. I hereby categorically deny it. It is a malicious, mischievous and untrue statement.

Sj. Bankim Mukherji: I know perfectly well that you had something written and then it was changed after you went to see Dr. Roy. Your own intention was that the "Amrita Bazar Patrika" and "Jugantar" shall be brought before the Privilege Committee.

Mr. Speaker: By repeating false statements you are guilty of further disciplinary action. I would request you again to withdraw it. I am giving you another opportunity unconditionally to withdraw it.

Sj. Haripada Chatterjee: You are often dictated by Dr. Roy. [Loud interruptions.]

Mr. Speaker: I am addressing Mr. Bankim Mukharji. Mr. Mukharji, I am categorically stating that your information is absolutely incorrect. I am requesting you again to withdraw it.

Sj. Bankim Mukherji: I am very sorry, I cannot do it because I know that so far as my information is concerned it is true.

Mr. Speaker: I consider it a serious reflection on the Chair. I would request Mr. Bankim Mukharji to withdraw from the House unless he unconditionally withdraws it.

Sj. Bankim Mukherji: You are often dictated by Dr. Roy. He wants you to ask us to sit down and you at once comply with that. You are dictated by Dr. Roy.

[Sj. Bankim Mukherji at this stage left the Chamber.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে আমার একটা কথা বলার আছে। কালকে আমরা খবরের কাগজে পড়লাম, বঙ্কিমবাবু যা বললেন, হরিপদবাবু যে কথা বললেন যে, টেনান্সি বিলের কয়েকটা ক্লজ বাদ দিয়ে, থার্ড রিডিং বাদ দিয়ে বিল পাস করিয়ে মিঃ জালানকে ডাকা হয়েছিল। তারপর ডাঃ রায় যখন আপনাকে বললেন, তখন আপনি সেটা ফের রিপিট করলেন।

কাজেই এটার সম্বন্ধে আমরা জানতে চাই, এইভাবে ডাঃ রায়ের যদি আপনার উপর ইনফ্লুয়েন্স পড়ে সেটা আমরা ভাল চোখে দেখি না।

Mr. Speaker: That again is a serious reflection on the chair.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমি বলছি, আমার বক্তব্যটা শুনুন। ইট হ্যাজ বিন রিপোর্টেড টু আস যখন এই টেনান্সি বিলের গোটাকতক ক্লজে ভোট দেওয়া হ'ল এবং যেগুলি কনটেনসাস ক্লজ ব'লে যেগুলোয় দেওয়া হ'ল না, সেগুলো পরে ডিসকাশনের জন্য রেখে দিলেন তখন আপনি শ্রীজালানকে ডেকেছিলেন যে, আপনারা এই করুন। কিন্তু তার পরে সত্যেনবাবু ডাঃ রায়ের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বললে ডাঃ রায় বলেন যে, না, এটা হ'তে পারে না। আপনি একবার যেগুলো পাস হয়ে গেল সেগুলো আবার রিওপেন করলেন। দ্যাট ইজ আওয়ার ইনফর্মেশন।

Sj. Haripada Chatterjee:

আপনার প্রথম কাজ হাউসের সকলকার প্রিভিলেজ দেখা। কিন্তু কাল যা হ'ল তা এই হাউসে কখনও হয় নাই, অপোজিশনকে বাদ দিয়ে যা করা হয়েছে এই রকমের কাজ। আপনি যে চেয়ারে ব'সে আছেন তার একটা ডিগনিটি আছে। তার ডিগনিটি আপনাকে রক্ষা করতে হবে। আপনার কাজ সকলের প্রিভিলেজ দেখা। আমি এই হাউসের ওল্ডেস্ট মেম্বার। কাল যা ঘটেছে এরকম কখনও দেখি নি।

You have insulted the Chair you are occupying.

Sj. Jyoti Basu: Just now we have received a report on yesterday's proceedings and as such very valuable materials are contained in it—your observations, Dr. Roy's observations, Dr. Srikumar Banerjee's observations, and so on. We have been unable to study these proceedings, and therefore I would request you to stop the proceedings today and adjourn the House so that we can study this, and after that it may be that we shall bring some more points before you for your consideration. Therefore the House should be stopped. We cannot go on—the next Agenda is the Panchayat Bill—we may find some other points of procedure or some other irregularities which we may have to raise. Therefore, I think the proceedings should be stopped. Since this has been circulated we would like to go through it.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি বোধ হয় দেখেছেন সংবাদপত্রে যে কাল আমরা উল্লেখ করেছি আপনার কাছে......

[Loud interruptions.]

Mr. Speaker: You just address me. What is your point of order?

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

সংবাদপত্রে আমরা দেখেছি, কাল আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে গভর্নমেন্ট টেনান্সি বিল পাস করিয়েছেন। [এ ভয়েস ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চেস: আপনারা কেন এলেন না?] চোরের মতন খিড়কির দরজা দিয়ে পাস করিয়ে নিতে লজ্জা করছে না? একজন গভর্নমেন্ট পক্ষীয় সদস্য

বার প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করেছিলেন গভর্নমেন্টের এই হীন মনোভাবের এবং দুঃখের গ এই কথা বলতে হচ্ছে, আপনি তাতে গভর্নমেন্টকে একথা জানিয়েছিলেন এবং আপনি জে রুলিংও দিয়েছিলেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে এইরকম ধরনের একটা বিল যাতে মাদের অতি প্রয়োজনীয় অ্যামেন্ডমেন্ট দেওয়া রয়েছে, সেগুলি আমাদের অনুপস্থিতিতে স হ'তে দেওয়া উচিত নয়। এরপর ডাঃ রায়ের কথায় আপনি এই হাউসের অমর্যাদা ক'রে পনার নিজের সম্মান নষ্ট ক'রে ডাঃ রায়ের কথায় শেষ পর্যন্ত আপনার কথা উইথড্র লেন, এই কথা আমরা খবরের কাগজে পেয়েছি এবং এখানেও যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে ই রিপোর্টেও আমরা পেয়েছি। আমরা মনে করি এবং অনেক সময় আমরা দেখেছিও যে, ধানে আপনার স্বাধীন মত ডাঃ রায়ের স্বারা প্রভাবিত হয়।

Mr. Speaker: You are saying the same thing which Bankim Babu has aid. I will consider that point. That is a reflection on the Chair.

9-40—9-50 a.m.]

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আমি আবার বলছি আপনার মত প্রভাবিত হয়েছে ডাঃ রায়ের স্বারা।

Mr. Speaker: You must withdraw it. It is very unparliamentary.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আমাদের অভিযোগ হচ্ছে আপনার মত প্রভাবিত হয়, সেটাই আমি বলতে চাই।

Mr. Speaker: I have got to give my judgment to Sj. Jyoti Basu's point.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

এখানেও তা হয়েছে। আপনি প্রথমে যা বললেন সেটা উইথড্র করলেন ডাঃ রায়ের কথামত। সুতরাং আমাদের কথা আপনার স্বাধীন মত আপনি শেষ পর্যন্ত রাখতে পারেন নি ডাঃ রায়ের স্বারা প্রভাবিত হয়ে।

Mr. Speaker: That is what Bankim Babu said. You must withdraw it.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: I will not withdraw the word.

Mr. Speaker: Then you must leave the House. You must keep the dignity of the House. I ask you to withdraw from the House.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: No, I cannot.

Mr. Speaker: If you do not withdraw, then action will be taken against you.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আমরা যেটা বার বার এখানে দেখেছি তাই বলছি—আপনি প্রভাবিত হন ডাঃ রায়ের স্বারা। এই উক্তি প্রত্যাহার করব কেন?

Mr. Speaker: Mr. Ghose, your statement is a serious reflection on the Chair and, unless you withdraw it, I would request you to withdraw from the House, as Bankim Babu has withdrawn at my request. [Noise and interruptions.]

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: No. I am correct in what I have said.

Mr. Speaker: It is for me to say whether your allegation against me is correct or not. I consider it as a serious reflection on the Chair—I categorically say that it is a serious reflection on the Chair—I would request you to withdraw it and if you do not do it, I would request you to withdraw from the House.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: I cannot withdraw it—I would rather withdraw from the House.

[At this stage Sj. Bibhuti Bhushon Ghose withdrew from the House.]

Sj. Nripendra Gopal Mitra: Sir, You are practically the custodian of our rights and privilege.

আমার পয়েন্ট হচ্ছে, কালকের প্রোসিডিংস সম্বন্ধে খবরের কাগজে যা পড়েছি এবং আজকে এখানের প্রোসিডিংস যা দেখছি, তাতে ডাঃ রায় দেখছি বলেছেন যে, সাত মাইল দূর থেকে তাঁর দলের মেম্বার্স'রা এসেছেন হেঁটে। তা দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চান? আর উই এক্সপেক্টেড টু কাম অন ফুট? তাই যদি হয় আমাদের কনভেয়ান্স অ্যালাউন্স দেওয়া হয় কেন? তাতে এটাই কি বুঝায় না যে,

You expect that one should come by some conveyance! State conveyance—Government State Bus

বা অন্য কোন কনভেয়ান্সে আমরা আসব। কিন্তু কালকে গভর্নমেন্ট তরফ থেকেও কনভেয়ান্সের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং আমাদের কনভেয়ান্স বন্ধ ক'রে যদি আমাদের রাইট ইনফ্রিঞ্জ করা হয় তবে আপনার উচিত ছিল নাকি অ্যাসেম্বলি সিটিং কালকের দিনে বন্ধ রাখা? তা না ক'রে আমাদের ট্রান্সপোর্ট ফেসিলিটি বন্ধ ক'রে যদি বলেন, সভার কাজ চালিয়ে যান, তাতে কি এটাই আমরা বুঝব না যে, আপনার পক্ষপাতিত্ব হয়েছে?—এটাই আমার জিজ্ঞাস্য।

Mr. Speaker: Sj. Jyoti Basu categorically raised that point and I will reply to that.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I will raise one point. You will remember that day before yesterday you said that to prevent members from attending the Assembly is a serious breach of privilege. Don't you consider that by suspension of the State bus service and by suspension of the railway service the State Government and the Central Government stand accused of preventing members from coming in. That is one point.

Secondly, if there was some difficulty and the Chief Minister wanted to rush through because there was want of time, you will please remember that for the Amritsar Congress we lost six days and, if there was any urgency, why was yesterday's sitting ended abruptly and not continued up to 8 o'clock, if the assertion of the Chief Minister is correct. The question is, it was simply to get through that Bill—it was certainly a manoeuvring.

Mr. Speaker: That point has been raised.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: You said, because of *hartal* if you adjourn, it will be a bad precedent. With all respect, would it not have been in the fitness of things to have the session only technically and then adjourn. Why did you adjourn after half an hour or thirty-five minutes? If there was any pressure of work, the Chief Minister ought to have been here up to 7 o'clock and carried on even with the Panchayat Bill. Why was it adjourned earlier? It was simply because the Opposition was not there and to deprive the Opposition of the opportunity of taking part in this important Bill. That is not in keeping with democracy. I should say that when the State Government failed to have the State bus service and the railway authorities failed to have the railway service, certainly it was within your right to have passed such an order that because the members were physically prevented from coming from mufassil—say from Serampore or Uttarpara—how could they come? Therefore, I would say that the point raised by Sj. Jyoti Basu is absolutely correct and it should have been in the fitness of things if you had suspended the session after holding it for one minute.

Sj. Ananda Gopal Mukherjee: May I ask whether he comes from mufassil or not. He is getting Conveyance Allowance and Daily Allowance every day. [Noise and interruption.]

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, we wholeheartedly associate with the points raised by Shri Basu, Shri Mukherji and others in the Opposition. Apart from the question of constitutional and procedural regularity I ask you to consider what the people will think about us when they see that the important business of the House—that such an important Bill like the West Bengal Tenancy Bill—is disposed of within a few minutes without a single voice to speak on the side of the Opposition. As it has been amply made clear to you we were not absent out of frivolity, we were absent to attend to a more serious call of the people of West Bengal.

Sj. Ananda Gopal Mukherjee:

এখানের কাজ কি সিরিয়াস নয়?

Sj. Jyoti Basu: Shut up, you scoundrel.

[Shouts from the Government benches and counter-shouts from the Opposition Benches.]

Sj. Ananda Gopal Mukherjee: What do you mean? I take serious objection to it.

Sj. Jyoti Basu: Shut up.

[Loud noise and interruption.]

Sj. Ananda Gopal Mukherjee: Shri Jyoti Basu is the Leader of the Opposition. Being the Leader of the Opposition he has proved himself to be absolutely unworthy of it.

Mr. Speaker: Order, order; certainly scoundrel is not a parliamentary word.

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, I ask you to consider what parliamentarians in other countries will think about us and about this House. Sir, yesterday's proceedings have been just circulated to us; we have not yet had time to go through the lines, and whatever information we have about the proceedings of yesterday are from reports of newspapers.

Sir, in this paper "Ananda Bazar Patrika" we find yesterday's proceedings reported like this—

Mr. Speaker: You read the official proceedings.

[9-50—10 a.m.]

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, we have not had time to read yesterday's proceedings before we attended the House because it is circulated just now. Here it is reported:—[Reads from "Ananda Bazar Patrika"]—

"ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জি উঠিয়া আবার বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে বিতর্কমূলক ধারাগুলি এই দিনে পাস করানো উচিত হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কারণ, অনেকগুলি ধারায় বিরোধী পক্ষের অনেক সংশোধনী প্রস্তাব আছে। স্পীকার ঐ উক্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং বিতর্কমূলক ধারাগুলির আলোচনা শনিবার পর্যন্ত মুলতুবি রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করিতে চাহেন। এই সময় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় পুনরায় উঠিয়া বলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারপর মিঃ স্পীকার বলিলেন, আচ্ছা, তাহাই হ'ক।"

Sir, I had time only to glance through a few lines of yesterday's proceedings and here I find at page 10:—

"**Dr. Srikumar Banerjee:** Mr. Speaker, I would prefer, in view of the fact that the entire Opposition is absent and this is a very important Bill, that the other clauses, on which several amendments have been tabled and there are controversial provisions, be held over till to-morrow.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Can we go on with the West Bengal Panchayat Bill?"

Then Sj. Byomkes Majumdar said something. I need not repeat that. Then, Sir, you said:—

"**Mr. Speaker:** No, it will not be taken as a precedent. Every situation will be judged upon circumstances as they appear.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is only quarter past three. We have waited the whole day. We want to do some work.

Mr. Speaker: Let Mr. Jalan move his motion."

I submit that Mr. Jyoti Basu's motion should be accepted unless yesterday's business is rescinded; and before you admit Mr. Jyoti Basu's motion I think you should allow us time to go through the proceedings of yesterday and come prepared for discussion on this subject. From a cursory glance at the proceedings I find that your sympathy was on the side of postponing the business of the House yesterday in view of the total absence of the Opposition members. I think that the damage that has been done may be partially repaired if these motions are admitted and the House has a chance to express itself on those motions.

Sj. Subodh Banerjee:

স্যার, গতকালের সমস্ত প্রোসিডিংসটাই গঠনতন্ত্রবিরোধী। আমাদের যে ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি প্রোসিডিওর রুলস আছে তা থেকে আইন উদ্ধৃত ক'রে আমি তা দেখাব।

Mr. Speaker:

নতুন পয়েন্ট বলুন।

Sj. Subodh Banerjee:

হ্যাঁ, নতুন পয়েন্টই বলছি। যতদিন এই বইখানা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি প্রোসিডিউর রুলস্ বইখানা আছে, ততদিন যত শক্তিশালীই আপনি হোন না কেন, এর দ্বারা চালিত আপনাকেও হ'তে হবে। যদি এর বাইরে যাবার দরকার বোধ করেন তা হ'লে আগে এই আইনটিকে বদলান; বদল করার পর যা ইচ্ছা তাই করবেন। আমি এটা প্রথমেই ব'লে রাখছি। সুতরাং এই আইনে যা যা লেখা আছে তার দ্বারা আপনি এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মত স্বেচ্ছাচারী শাসকও চালিত হ'তে বাধ্য। প্রথমত, আমি এই অ্যাসেম্বলি প্রোসিডিওর রুলসের ৯৯ ধারার ১নং ও ২নং উপধারা প'ড়ে শোনাচ্ছি। সেখানে পরিষ্কার বলা আছে—

"The Speaker may, if he thinks fit, allot a maximum limit of time which shall be available for the discussion of any resolution of a private member in any day allotted for the discussion of such resolutions.

(2) As soon as such maximum limit of time for discussion is reached, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of the resolution under discussion."

৩নং উপধারার আমাদের এই বিশেষ ঘটনার সংগে কোন সম্পর্ক নাই, তাই আমি ওটা পড়লাম না। তারপর কথা হচ্ছে, কালকের লিস্ট অফ বিজিনেসে কি দেখছি? নন-অফিসিয়াল মোশনস—টু আওয়ারস—এখানে লেখা আছে।

(A VOICE FROM CONGRESS BENCHES: Two hours maximum.) No question of maximum or minimum; What is written is: Non-official members' resolutions—two hours—

দু' ঘণ্টা ধ'রে এই বেসরকারী প্রস্তাবগুলি আলোচিত হবে, এটা আপনিই স্থির করেছিলেন। এবং ৯৯ ধারা অনুযায়ী আপনি এই দু' ঘণ্টা সেই আলোচনা চলতে দিতে বাধ্য। তার আগে আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটলে অন্য কথা। তা ঘটে নি। এই হ'ল আমার প্রথম বক্তব্য বিষয়। অ্যাসেম্বলি প্রোসিডিওর রুলসের কোথাও নাই যে, একবার কোন প্রস্তাব আলোচনার সময় স্থির হয়ে গেলে স্পীকার সেই সময় কমিয়ে দিতে পারেন। আপনি পারেন কি? স্পীকার একজন বক্তার বক্তৃতার সময় কমিয়ে দিতে পারেন। একজন বক্তা কত সময় বলবেন সেটা কমাবার বা বাড়াবার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু প্রস্তাব আলোচনার মোট যে সময় স্থিরীকৃত হয়েছে তা কমাবার অধিকার আইনের মধ্যে কোথাও স্পীকারকে দেওয়া নাই। ৯৯(১) ধারায় পরিষ্কার তা বলা আছে। সুতরাং যে দু' ঘণ্টা বেসরকারী প্রস্তাব আলোচনার জন্য স্থির হয়েছিল, লিস্ট অফ বিজিনেসে যা উল্লিখিত হয়েছে, সেই দু' ঘণ্টা না দিয়ে কিংবা প্রস্তাবগুলিকে তার মধ্যে ডিসপোজ অফ না ক'রে তার মাঝখানে অন্য জিনিস নিয়ে আসা আইন অনুসারে বিধিবহির্ভূত। কাজেই অসময়ে প্রেমিসেস টেনান্সি বিল এবং পঞ্চায়েত বিল আনা বেআইনী হয়েছে। এভাবে আনতে দেওয়াও আপনার অধিকারে নাই।

Mr. Speaker: That has been pointed out by Bankim Babu. That is not a new point.

Sj. Subodh Banerjee:

যদি ব'লে থাকেন ভাল, সেইটে না হয় আমি আবার বললাম।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য আপনাকে বলি। ২২নং ধারার ২নং উপধারায় বলা আছে—

"No business not included in the List of Business for the day shall be transacted at any meeting without the leave of the Speaker."

পঞ্চায়েত বিল আপনি আনতে দিয়েছেন, অথচ লিস্ট অফ বিজিনেসে তাকিয়ে দেখুন পঞ্চায়েত বিল আলোচ্য বিষয় হিসাবে উল্লিখিত নেই।

Mr. Speaker:

আপনি কোন্‌টা দেখছেন?

Sj. Subodh Banerjee:

আপনার অফিস থেকে যা লিখে দিয়েছেন সেটাই পড়ছি—

"QUESTIONS AND ANSWERS."

Mr. Speaker: Printed list

দেখুন, সেক্রেটারির হাতে লেখা সেটা দেখুন।

Sj. Subodh Banerjee:

আমি যেটা পেয়েছি সেটাই পড়ছি—

"NON-OFFICIAL BUSINESS

Resolutions—2 hours

(Resolutions have been printed and circulated separately.)

GOVERNMENT BUSINESS

Legislation

Business remaining from the 23rd February, 1956."

From clause 17 of the West Bengal Premises Tenancy Bill.........Where is the consideration motion of the Panchayet Bill?

Mr. Speaker: Printed list

দেখুন, সেক্রেটারীর হাতে লেখা সেটা দেখুন।

Sj. Subodh Banerjee:

আমি যেটা পেয়েছি সেটাই পড়েছি, এ ছাড়া অন্য কিছু যদি ছাপা হয়ে থাকে সেটা বিলি করা হয় নি।

Mr. Speaker: You are reading the pencil note of the Secretary. You see the List of Business—Business remaining from 23rd February.

[10—10-10 a.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

তারপর আমার তৃতীয় বক্তব্য বিষয়, স্পীকার একবার রুলিং দিয়ে আবার তা পরিবর্তন করতে পারেন কিনা। একবার স্পীকার রুলিং দিয়েছেন, সেই রুলিং ফের কনফার্ম করেছেন। তা হ'লে একবার নয়, দু, দু'বার রুলিং দেবার পর স্পীকার সেটা পরিবর্তন করতে পারেন কিনা এবং নিজের দেওয়া রুলিং এইভাবে পরিবর্তন করলে চেয়ারের সম্মান থাকে কিনা—কারও উপর কোনও কটাক্ষ না ক'রেই এ প্রশ্ন তুলছি।
The speaker is the custodian of the privileges and rights of the members of the House. When he gives a ruling then it is binding not only on the opposition members but also on the Treasury Bench. The Ministers are bound to obey the Chair.
তা না ক'রে কথায় কথায় সরকারপক্ষ স্পীকারের রুলিং চ্যালেঞ্জ করবেন; দু'বার রুলিং দেওয়া সত্ত্বেও সেই চ্যালেঞ্জের ফলে স্পীকার তাঁর রুলিংএর পরিবর্তন করবেন—এই অবস্থা কল্পনাও করতে পারি না।

এই ঘটনা ঘটেছে তা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। গতকালের প্রোসিডিংসএর যে কপি আমাদের দিয়েছেন তার দশম পাতার শেষ লাইনে দেখুন। স্পীকার বলছেন, "লেট মিঃ জালান মুভ হিজ মোশন।" সরকারপক্ষের বহু কথা শোনার পরও আপনিই নির্দেশ দিলেন এবং জালান সাহেবকে পঞ্চায়েত বিল মুভ করতে বললেন। তারপর ১৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন—

> "**Mr. Speaker:** The Leader of the House has given the reasons why the Bill has to proceed. The question of the shortness of time has been raised. The difficulty of the Government is that the Bill has got to go through before the 31st March. Because the Budget starts from day after to-morrow, from Monday onwards, we cannot take up any Bill up till the 19th of March."

রপর ফের আসুন যেখানে আপনি বলেছেন, অর্থাৎ

"**Mr. Speaker:** Very well. To save time Mr. Jalan may move the Panchayet Bill. I will try and see if we can sit for longer hours to-morrow. As I have already indicated, today on the basis of that I have called the other motions".

Thus it is clear that you rightly adhered to your previous ruling.

আমরা জানি, যখন স্পীকার কোন রুলিং দেবেন তার আগে সকলের আলোচনা তিনি নবেন এবং তারপর রুলিং দেবেন এবং

he must stick to his ruling. He cannot allow the Ministers nor any one else to challenge his ruling every now and then. After this ruling of yours Mr. Jalan also moved his motion for consideration of the Panchayet Bill. But what happened then? After your ruling Dr. Roy, the grand great despot, challenged your ruling and delivered a lengthy speech. And the result was that you changed your ruling. You said, "In view of the points that have been urged, I had better ask Mr. Basu to proceed with the clauses as far as possible". I think that is not fair,

আমি আপনার প্রতি কটাক্ষ না ক'রে, কোনরূপ অ্যাস্‌পারসন না দিয়েই বলছি, যদি এই বিধান-সভার কাজ এই ভাবে চলে তা হ'লে

dignity of the Chair may be questioned. And if the dignity of the Chair is questioned, the dignity of the whole House not excluding the members belonging to the opposition is also questioned.

এতে আপনার ব্যক্তিগত মান-অপমান প্রশ্ন শুধু জড়িত নয়; সংগে সংগে আমাদের সকলের মান-অপমানও জড়িত। আমরা এইভাবে অপদস্থ হ'তে রাজী নই।

In view of the things that took place yesterday, you should reconsider the resolution that has been moved on the floor of the House and rescind the proceedings of yesterday. We request you to allow us to discuss the Premises Tenancy Bill from clause 17(a).

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, you have always talked of creating healthy precedents and conventions for this our august Assembly. You have always eloquently told about parliamentary democracy. My opinion is that parliamentary democracy has been in jeopardy by what has happened in this Parliament—in this Assembly—yesterday. I would request you seriously to consider whether it is a healthy precedent or a healthy convention or it is inconsistent with parliamentary democracy to have allowed the consideration and passing of a Bill to be rushed through, as it has been done yesterday, in the absence of the whole Opposition Bloc. [Sj Ananda Gopal Mukherjee rose to speak. Sj. Alamohan Dass, Sj. Krishna Chandra Satpathi, Sj. Saroj Roy, Dr. Kanailal Bhattacharya and Sj Suhrid Kumar Mullick Chowdhury rose simultaneously and requested the Speaker to ask Sj. Ananda Gopal Mukherjee to take his seat].

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, please sit down.

Sj. Alamohon Dass:

আনন্দগোপাল মহাশয়ের কি স্থান আছে, কি অধিকার আছে যে, প্রত্যেকবারই উনি এই-রকম ক'রে ইন্টারাপশন করবেন, বাধা দেবেন? আপনি কেন ওঁকে হাতুড়ি মেরে থামিয়ে দেন না?

(Voices: Shame, shame.)

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I rise on a point of privilege.

[Sj. Ananda Gopal Mukherjee rose to speak.]

[Loud interruptions.]

Sj. Biren Banerjee:

মিঃ স্পীকার, মহাশয়, আপনার হাতুড়িটা আমাদের হাতে দিয়ে দিন। হাতুড়িটা ওদিকে আপনি মারতে পারেন না?

[Noise and disturbances.]

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I consider that it is a serious breach of the privilege of this House as also of the privilege of the Opposition Benches to have allowed that Bill to be rushed through in that manner as it has been done yesterday. You know, Sir, that the Opposition members were absent *en bloc* not for nothing as it has been pointed out. They had more serious duty to do to the general public of the State of West Bengal. You should have taken the Speaker's notice, judicial notice as it is called in the law courts, that it was not mere child's play that the Opposition members stayed away from their duty yesterday. Now, Sir, therefore I should say that a very dangerous and a very bad, unhealthy and unwholesome precedent has been created by what has been allowed to be done yesterday. I should submit that it is absolutely inconsistent with parliamentary democracy to pass a Bill in the absence of the entire Opposition Bloc. The other side, the autocratic Congress Party, was allowed to proceed according to their sweet will and to do whatever they liked with the fates of so many of the people of Bengal. You know, Sir, that the Tenancy Bill decides the fate of a large number of poor tenants, either for the worse or for the better, and therefore we as Opposition members had our duty to do in that matter. You have seen, Sir, that we had been very earnestly trying to improve upon that Bill according to our conscience, according to our sense of fairplay, justice, equity and good conscience.

[10-10- 10-20 a.m.]

Therefore, we have been prevented from doing our duty to these poor people by what has been done in this House yesterday. Parliamentary democracy has been stabbed at the back. Therefore, in order not to perpetuate this bad precedent the whole proceedings of yesterday's meeting should be declared by you, Sir, to be *ultra vires;* at least the proceedings should be rescinded, and the Bill should again come up in this Assembly for discussion, so that we may do our duty to the vast number of tenants whose fate had been sealed yesterday by this one-sided game.

Sj. Ananda Copal Mukherjee: Sir, I wanted to draw your attention, to the movement of Sj. Subodh Banerjee. At that time he was canvassing his views among other members. [Interruption.] My second point is a point of privilege. They want to assert the right by not being present in this House. We, the members of the House, have got our fixed rights and responsibilities. If the members of the Opposition do not come and if they abstain themselves from the meeting, they cannot force us to abstain from our business. [Interruption.] My first point was—I wanted to draw attention to the movement of Sj. Subodh Banerjee who at that time was trying to convince other members of the party and bring them to his view

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

আমি আমার বন্ধু জ্যোতিবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা সমর্থন করছি। এই যে প্রেমিসেস টেনান্সি বিল, তার আমরা আগাগোড়া বিরোধিতা করছি।

আমরা বহু সংশোধনী প্রস্তাব এতে দিয়েছি এবং এখানে যে ডিবেট হয়েছে তাতে আমরা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছি। আমরা এই বিলে যে ধারাগুলি টেনান্টদের স্বার্থবিরোধী, তা প্রতি ছত্রে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি।

কালকে দেশের মধ্যে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, যে ব্যাপক আন্দোলন আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই আন্দোলনকে শুরু ক'রে হরতাল ডাকা হয়েছে। আপনারা সকলে জানেন যে, গতকাল কলকাতা শহরে কোন গাড়িঘোড়া, ট্রামবাস কিছুই চলে নি। সরকারপক্ষ থেকে যে যানবাহনের উপর কর্তৃত্ব আছে, তা পর্যন্ত বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল; মানুষের চলাচল করা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সেক্ষেত্রে দূর থেকে সকলে এখানে এসে উপস্থিত হবে, এটা আশা করা ঠিক হয় নি। আমরা তো ঠিক সরকারীপক্ষের মত রাত্রি জেগে এখানে শুয়ে থাকা সম্ভবপর ব'লে মনে করি নি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছেন, এক ভদ্রলোক সাত মাইল হেঁটে এখানে এসেছিলেন; কিন্তু তাঁর নাম বলেন নি। এটা একেবারে মিথ্যা কথা। তিনি এখানেই শুয়েছিলেন কিংবা আশেপাশে কোথাও লুকিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি এসে ডাঃ রায়ের মন ভোলাবার জন্য চেষ্টা করেছেন।

Sj. Dayaram Beri:

मैं साफ कहता हूं कि मैं टबिन रोड से जो यहां से सात मील नहीं बल्कि आठ मील है वहां से पैदल चलकर आया हूं।

[Noise and uproars.]

[10-20—10-30 a.m.]

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

এইসব স্তাবকের দ্বারাই ডাঃ রায়ের মাথা আরও খারাপ হয়। আমার কথা এই যে, বিলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সমস্ত টেনান্টদের স্বার্থ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। কালকে যেভাবে ৩৫ মিনিটের ভিতর বিলের বাকি কয়েকটি ধারা পাস করিয়ে নেওয়া হয়েছে এটা অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। আপনি, স্যার, খবরের কাগজে পড়েছেন এবং প্রোসিডিংসএর কপিতেও দেখছি আপনি বলেছেন—

> "I would prefer, in view of the fact that the entire Opposition is absent and this is a very important Bill, that the other clauses on which several amendments have been tabled and there are controversial provisions be held over till tomorrow."

আপনার এই অভিমতকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমরা দাবি করছি বিলের যে ধারাগুলো কালকে পাস করিয়ে নিয়েছেন সেগুলো আবার এখানে উত্থাপিত হউক। ল-মিনিস্টার মহাশয় ঠিক সময়মত স'রে পড়েছেন। তাঁর থাকা উচিত ছিল যখন এই ডিসকাশন চলছে।

Mr. Speaker:

আজকের দিন তাঁর কোন কাজ নেই ব'লেই বোধ হয় চ'লে গেছেন।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

আপনি যদি অনুমতি দেন তা হ'লে ভালই হবে। আমাদের দাবি যে, বিলটা আবার আনা হউক। যতক্ষণ তা না করা হবে ততক্ষণ আমরা বুঝব যে, এই ডিসকাশনের বা এই রেজোলিউশনের কোন মূল্য নাই। আপনার মত যেরকমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে তাতে আপনি আপনার দিকে তাকিয়ে, হাউসের দিকে তাকিয়ে, পার্লামেন্টারি প্রোসিডিওরের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে প্রচার করুন যে, এসব চলবে না, ধাপ্পাবাজী, জুয়াচুরি চলবে না, মানুষের মত কাজ করতে হবে। আপনি, স্যার, একটু ওঠান আপনার গলার স্বর, একটু শোনান ওদের; তা না হ'লে এখানে থাকার আর কোন অর্থ হয় না। যদি দেশের জনসাধারণের স্বার্থ এমন হীন চক্রান্তে উপেক্ষিত হয়, আর আপনি যদি এসে না দাঁড়ান, তা হ'লে কি আর বলব? এই হাউসের যা কিছু প্রেস্টিজ ছিল সমস্তই গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। এইজন্য হাউসের দাবি যাতে সরকারপক্ষ মানেন তা বিবেচনা ক'রে আপনি কাজ করুন—এই অনুরোধ।

Sj. Jyoti Basu: I would request you to place Mr. Bankim Mukherji's case—his charges against you—before the Privilege Committee.

Sj. Saroj Roy: On a point of privilege, Sir,

আমার প্রশ্ন হ'ল যে, আপনি যেখানে আছেন এবং আমরা যেখানে আছি অর্থাৎ এই আইনসভায়, তাতে আজকের দিনে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বলতে যা বোঝায়, তার সম্মান আমরা রক্ষা করব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করা উচিত এবং দেখার প্রয়োজন আছে যে, এখানে যে সমস্ত আইন ইত্যাদি আসে, জনসাধারণের স্বার্থে সেটা কতখানি কাজে লাগানো যায়। বিরোধীপক্ষের সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল সরকার যে সমস্ত আইন আনেন তার সম্পূর্ণ সমালোচনা করার সুযোগ আপনাকে দিতে হবে, কেন না এর সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত রয়েছে, এবং এই দায়িত্ব পালন করার জন্যই তাঁরা আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। এই হাউস সাধারণত একটা সময়মত চলে, কিন্তু কালকে বিশেষ ঘটনা যা হয়েছিল তাতে সাধারণ সময় না নিয়ে নামমাত্র ৩৫ মিনিট সময় আপনি এই হাউস চালিয়েছিলেন। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল যে, ঐ আইনের সঙ্গে যে আইন কাল বেআইনী ও গণতন্ত্রবিরোধী পদ্ধতিতে পাস করানো হয়েছে তার লক্ষ লক্ষ ভাড়াটিয়ার জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আমরা এই হাউসে খামখেয়ালী কাজ করার জন্য একটা মক ফাইট করতে আসি নি; আমরা জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য এসেছি এবং তার জন্য সমস্ত প্রকার সুযোগ ও সুবিধা এই হাউস হ'তে আমরা পেতে চাই। সেই কারণে আপনি কালকে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির কোন সম্মান না রেখে, তার কোন সুযোগ না দিয়ে, শয়তানের হাতে কালকে আত্মসমর্পণ করেছেন কেন?

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: On a point of privilege.

আমরা বলেছিলাম, হরতাল হ'লে গাড়িঘোড়া চলবে না, অতএব অ্যাসেম্বলি বন্ধ ক'রে দেওয়া হউক। আপনাকে বারবার একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় আপনি বলেছিলেন, যদি সেরকম অসুবিধা হয় তা হ'লে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন এবং আপনি কোরামের কথাও বলেছিলেন। আপনি জানেন ট্রাম, বাস, ট্রেন কমিউনিকেশন, সরকারী পরিবহন ব্যবস্থা সব বন্ধ ছিল। এ অবস্থায় আমরা আসতে পারি নি। তা সত্ত্বেও এখানে এইরকম গুরুত্বপূর্ণ বিল, যাতে প্রত্যেকের বক্তব্য আছে, যে বিলে সমস্ত ভাড়াটের জীবন জড়িত রয়েছে, সেই বিল আলোচনা করতে না দিয়ে যে ব্যবস্থা করেছেন তা অত্যন্ত দুঃখের এবং আপনি ঐ চেয়ার থেকে পদত্যাগ ক'রে আসুন।

Dr. Ranendra Nath Sen:

এখানে আমাদের এই হাউসের একজন অতি পুরাতন সভ্য শ্রীবঙ্কিম মুখার্জিকে আপনি এই ঘর থেকে বার ক'রে দিলেন। গতকাল আপনার সম্পর্কে কথা বলায় তাঁকে এবং শ্রীঘোষকে বার ক'রে দিয়েছেন। বিশেষ ক'রে শ্রীমুখার্জি এ সম্বন্ধে একটা অভিযোগ করেন যেটা আপনি পরিষ্কার দাঁড়িয়ে বলেন যে, সর্বৈব অসত্য। তিনি এই যে বলেছেন যে, আপনি রুলিং হিসাবে একটা লিখেছিলেন এবং সেটা ডাঃ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করার পরে বদলেছেন। আপনি সেটা অসত্য বলেছেন। কিন্তু আমাদের বিরোধীদলের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে গেল এবং আমরা তাই আপনাকে বলছি যে, সেটা অসত্য যদি হয় তা হ'লে আপনি তাঁকে প্রিভিলেজ কমিটির সামনে উপস্থিত করুন। সেখানে যদি তাঁর কিছু প্রমাণ করবার সুবিধা থাকে তো তা করবেন। নতুবা গতকাল এখানে যা ঘটেছে তাতে বিরোধীপক্ষের গভীর সন্দেহ করবার অবকাশ থাকবে তা নয়, বাহিরের জনসাধারণের মধ্যেও গভীর সন্দেহের অবকাশ থাকবে। সেইজন্য আমি আশা করি এবং দাবি করি যে, আপনি সেই সৎসাহস দেখিয়ে প্রিভিলেজ কমিটির সামনে দেবেন।

Sj. Haripada Chatterjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এটা চেয়ারের ডিগনিটির ব্যাপার। চেয়ারের উপর যখন গুরুতর রিফ্লেকশন করা হয়েছে তখন আপনার অ্যাট ওয়ান্স এই চেয়ার থেকে নেমে যাওয়া উচিত। আগে এই চেয়ারের ডিগনিটি রক্ষা করুন। এই হাউসের একটা প্রোসিডিওর আছে। চেয়ারের উপর যদি কোন এইরূপ গুরুতর রিফ্লেকশন কেউ করে এবং তাকে পুনঃপুনঃ ঐ রিফ্লেকশন উইথড্র করতে বললেও যদি সে না করে, তখন তৎক্ষণাৎ চেয়ার থেকে স্পীকারের নেমে যাওয়া উচিত। আর সেই মেম্বারকে প্রিভিলেজ কমিটিতে দিয়ে তার

উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে ভোট অফ কনফিডেন্স নিয়ে পুনরায় চেয়ারে বসা উচিত। এই হাউসের ডিগনিটির দিক থেকে আমি বিরোধীসভ্য হিসাবে বলছি যে, বঙ্কিমবাবু গুরুতর রিফ্লেকশন করেছেন, যার জন্য আপনি তাঁকে বার ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু আপনি তো চেয়ার থেকে এখনও নেমে যান নি। আপনার এখনই নেমে যাওয়া উচিত। নেমে গিয়ে প্রিভিলেজ কমিটিতে দিয়ে তারপরে ভিতরে হাউসে এসে বসা উচিত। আপনি অলরেডি ডেমোক্রেসিকে ফার্স ক'রে ফেলেছেন। বাংলাদেশে ডেমোক্রেসি নাই। কতকগুলো স্তাবকের দ্বারা গভর্নমেন্ট পরিবৃত হয়ে আছে। আজ বাংলাদেশে বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমি এখানকার পুরাতন সভ্য; আমি তাই বলছি আপনার কি করা উচিত। চেয়ারের ডিগনিটি যদি না থাকে তা হ'লে কি ক'রে কাজ হবে? প্রধানমন্ত্রী অনেক সময় আপনাকে হুকুম করেন, যেমন ওকে আর বলতে দেওয়া উচিত না, এখনি বসিয়ে দেওয়া হ'ক; আর আপনি সঙ্গে সঙ্গে সেই হুকুম তামিল করেন। এ হাউসের কে না এ কথা জানে। প্রধানমন্ত্রী যেসব হুকুম আপনাকে করেন তা জোরে জোরেই করেন, অনেকেই শুনতে পায়।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

লীগের আমলের ওল্ড প্রোসিডিংসএ দেখেছি যে, কোন সভ্য যদি স্পীকারের ব্যবহার পক্ষপাতদুষ্ট ব'লে জানালে স্পীকার মহাশয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়ের উপর সভার ভার দিয়ে চ'লে গিয়েছেন। ডেপুটি স্পীকার মহোদয় স্পীকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রিভিলেজ কমিটির কাছে পাঠিয়েছেন। তা ছাড়া স্পীকারের বিরুদ্ধে কোনও সদস্য যদি কোনও অভিযোগ আনেন তা তাঁর বিরুদ্ধে নো কনফিডেন্স আনারই সামিল। সুতরাং আপনার পক্ষে উচিত আপনার সভা ত্যাগ ক'রে যাওয়া এবং যদি এই হাউস আপনার ওপর কনফিডেন্স মোশন এনে তা পাস করে তবেই এই সভায় পুনরায় স্পীকাররূপে আসা।

[10-30—10-40]

Sj. Ambica Chakrabarty:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, গতকালের মিটিংএর যে প্রোসিডিংস সার্কুলেট করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, ডাঃ রায় এক জায়গায় বলছেন—"ইফ দি অপোজিশন মেম্বার্স ডু নট কাম"; এবং আর এক জায়গায় আছে—"ইফ দে ডু নট টেক থিংস সিরিয়াসলি"। এই যে ডাঃ রায়ের উক্তি, তার দ্বারা অপোজিশন মেম্বারের উপর সিরিয়াস অ্যাসপার্শন করা হয়েছে যে, দি অপোজিশন মেম্বার্স ডু নট কাম, অর্থাৎ তারা আসে না; কিন্তু অফিসিয়াল মেম্বার্সরা আসে এবং তারা ডু নট টেক থিংস সিরিয়াসলি—এটা একটা মস্ত বড় অ্যাসপার্শন। আমাদের যে সমস্ত ভোটাররা নির্বাচন ক'রে পাঠিয়েছেন তাদের প্রতি দায়িত্ব আমরা পালন করছি না, এইরকম কথা লীডার অফ দি হাউসের মুখ থেকে বলা কেবলমাত্র সমস্ত মেম্বারদের প্রতি অপমান নয় যারা আমাদের পাঠিয়েছেন তাদের প্রতিও অপমান করা হয়েছে এবং এর দ্বারা এই হাউসের প্রতিও অপমান সূচিত হয়। এইরকম সিরিয়াস অ্যাসপার্শন, যে কথা এই প্রোসিডিংসএ আছে যে, তাদের মেম্বাররা সাত মাইল দূরে থেকে আসতে পেরেছেন। তার অর্থ যা দাঁড়ায় সেটা আমি অত্যন্ত সিরিয়াস ব্যাপার ব'লে মনে করি। এজন্য গতকালের প্রোসিডিংস ব্যাপারটা প্রিভিলেজ কমিটিতে দেওয়া আবশ্যক ব'লে মনে করি। তাই আপনার কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি, ডাঃ রায়ের এইসব কথা এবং তার নির্গলিত অর্থ যা দাঁড়ায় তা বিচার করার জন্য যেন প্রিভিলেজ কমিটিতে দেওয়া হয়, কারণ এটা অ্যাসপার্শন অন দি হোল অপোজিশন এই হ'ল আমার প্রথম কথা। আমার সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে—আপনি জানেন, আমরাও শুনেছি—কতক মেম্বাররা কাল এই অ্যাসেম্বলি হাউসে রাত্রিবাস করেছেন। আমি আপনার কাছে জানতে চাই এই থাকার ব্যবস্থা কে করেছেন? লীডার অফ দি হাউস করেছেন? যদি না ক'রে থাকেন তবে কে করেছে? যদি কোন ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বার ক'রে থাকেন তবে কত ব্যয় করা হয়েছে, অ্যামাউন্ট ড্রন। তৃতীয় কথা আমার, এই যে ব্যবস্থা করা হ'ল তার জন্য কোন অনুমতি—মৌখিক বা লিখিত—কোন অনুমতি আপনি দিয়েছিলেন কিনা এবং যদি দিয়ে থাকেন, কি গ্রাউন্ডসে তা দিয়েছেন? তারপর ডাঃ রায়, লীডার অফ দি হাউস, বলেছেন পায়ে হেঁটে কেউ কেউ এসেছেন অ্যাসেম্বলি হাউসে। আসার পক্ষে কোন বাধার কারণ ছিল না, তবুও অপোজিশন মেম্বাররা আসে নি। তাই যদি অবস্থা হয়, তবে কালকে এইস

মেম্বাররা এখানে অ্যাসেম্বলি হাউসে কেন ছিলেন, অন হোয়াট গ্রাউণ্ড? এবং তাদের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা, মুরগির মাংস, পোলাও ইত্যাদি খাবার ব্যবস্থা কেন করা হয়েছিল? এবং কে সেটা করেছেন? এটা হ'ল আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। তৃতীয় প্রশ্ন, এ বিষয়ে আপনি অনুমতি দিয়েছেন কিনা? দিয়ে থাকলে, কি গ্রাউণ্ডে দিয়েছেন?

Sj. Biren Roy: Sir, every party member has spoken. As an independent member of the House............

Mr. Speaker: Haripada Babu is an independent member and he has spoken.

Sj. Biren Roy: He still represents certain party, but they are independent now because they have seceded. I am an independent member of the House from the beginning and still now, and therefore after having heard a part of the proceedings here today and also having seen a copy of the proceedings which have been distributed I understand that a certain hon'ble member of this House has been asked to withdraw from the Chamber, and later I hear that another member was also asked to withdraw from the House because of certain reflections on the Chair, and it has been suggested that you have already asked Mr. Mukherji to withdraw from this House because of the reflection on the Chair, and they have asked the matter to be placed before the Privilege Committee. It was suggested by Mr. Chatterjee also but he did not finish it; I think I should finish it because I am an independent member. You should have asked the Deputy Speaker to take the Chair at that time and then decide. That should have been fair and would have shown your independent outlook as Speaker of the House. I have nothing else to say.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

মিঃ স্পীকার, স্যার, কালকের আনপ্লেজান্ট যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনা সম্বন্ধে অবশ্য আগে থেকেই দুঃখের সঙ্গে আপনাকে বলেছি। কালকের প্রোসিডিংস, পেজ সেভেনে দেখলে দেখতে পাবেন, আপনি বলেছেন—

> "I would not take up all other clauses on which there are so many amendments. I would take up only those clauses on which there are no amendments."

তারপর আবার সেই পেজ সেভেনেই আমরা দেখছি—এখানে যে ক্লজগুলি পাস হয়ে গিয়েছে—তার মধ্যে এভিকশন ক্লজও পাস হয়েছে। এর উপর আমাদের বহু অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল। আপনি আগে একবার বলেছিলেন, ইমপরটান্ট ক্লজগুলি হবে না, বাকি আনইমপরটান্ট ক্লজগুলি হবে। কিন্তু কেন জানি না, আপনি পরে মত বদলালেন। এবং ডাঃ রায় যেই বললেন তার সঙ্গে কি ক'রে একমত হয়ে গেলেন সেটাই আমি জানতে চাই।

Sj. Dasarathi Tah:

অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার দুঃখ হচ্ছে এই আমরা যখন দেখলাম আপনার মত ভাল লোককেও খারাপ হ'তে হয়। এই কয়েকদিন আগে আপনি যে ঐতিহাসিক রুলিং দিলেন, যাতে সমস্ত দেশের লোক আপনাকে শ্রদ্ধা জানাল এবং এজন্য ধন্য ধন্য ক'রে উঠল) আর একদিনের মধ্যে এমন কি পরিস্থিতি হ'ল, এমন কি গোলমাল হ'ল, যাতে আপনি এরূপ বদলে গেলেন? আপনি এই হাউসের গার্জেন। এই হাউসে এক রাত্রে বাস ক'রে, একসঙ্গে থাকার পর, যা এই হাউসে কোনদিন হয় নি, অস্বাভাবিক ব্যাপার, যেখানে ডাঃ রায় তাঁর বল পরীক্ষার যে ব্যাপারটা করলেন, সেটা আপনি বরদাস্ত ক'রে গেলেন?

আর একটা জিনিস, সেটাতে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমাদের এখানের দু'জন সদস্য, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও বিভূতি ঘোষ মশাইকে আপনি বের ক'রে দিলেন।

বঙ্কিমবাবু মাথাঠাণ্ডা লোক, ধীর, স্থির, সুবিবেচক এবং বহুদিন ধ'রে এই সভার সদস্য বিভূতিবাবুর কথা জানি না। বঙ্কিমবাবু বহুদিন বিধানসভায় আছেন। তিনি যখন থেকে বিধানসভার সভ্য তখন আপনি ও আমি ভলেন্টিয়ার ছিলাম। সেই হিসাবে আমার অনুরোধ তাঁকে আপনি পুনর্বার এখানে ফিরিয়ে আনুন, নতুবা এই হাউসের কোন মূল্য থাকে না তা ছাড়া যখন এই হাওয়া বইছিল, তখন আগে থেকেই আপনাকে সচেতন করেছিলাম, শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম, বাঙ্গালীকে বাঁচাবার এই আন্দোলনে আপনি পদত্যাগ করুন। যদি সেই কথা আপনি শুনতেন, তা হ'লে আজকের এই কেলেঙ্কারি ব্যাপারটা ঘটত না। আপনি এই হাউসের কাস্টোডিয়ান, কিন্তু আপনার কোন সম্মান নেই। ডাঃ রায় আপনার হাতে তামাক খেয়ে গেলেন [লাফটার]। তারপর বাড়িভাড়া বিল, যেখানে আমি ভয়ানক ইন্টারেস্টেড, যেখানে গরিব ভাড়াটিয়াদের স্বার্থের সম্পর্ক আর সেটাই পাস ক'রে নিলেন আমাদের অনুপস্থিতিতে। শেষ পর্যন্ত একরাত্রি একত্র বাস ক'রে ডাঃ রায়ের সঙ্গে সহবাস ক'রেই [লাফটার] এইরূপ কাণ্ড হয়ে গেল। এইটা বেআইনী, নীতিবিরুদ্ধ এবং অন্যায় ব'লে মনে করি। হাউসে যে নীতি নিয়েছেন, সেটা প্রত্যাহার ক'রে বঙ্কিমবাবুকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন এবং এইভাবে এই হাউসের সম্মান বজায় রাখুন এবং নিজের সম্মানও বজায় রাখুন—এই আমার নিবেদন।

[10-40—10-50 a.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার সামনে প্রথমে উঠে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম পয়েন্ট অফ অর্ডারে, কিন্তু আপনি সেটা বলতে দেন নি। সেটা আমি এখন বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে, কিছুদিন আগে যখন সুবোধ ব্যানার্জি মহাশয়ের প্রস্তাবের উপর কংগ্রেসপক্ষ একটা ডিভিশন ডাকতে যান, তখন আমরা বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে বলি যে, যাঁর অ্যামেন্ডমেন্ট তিনি যখন এটাকে ডিভিশনে প্লেস করেন নি তখন ডিভিশন ডাকা হবে না আপনি রুলিং দিয়েছিলেন যে, বিরোধীপক্ষের লোকেরা যখন ডাকেন নি, তখন ডিভিশন ডাকা যেতে পারে না। এখানে কালকের যে প্রোসিডিংস সার্কুলেট করা হয়েছে, তার পাঁচ পাতায় দেখতে পাচ্ছি যে, আমার নামে যে অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল ১৭ নম্বর ধারায়, তার একটা অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে সরকারীপক্ষের একজন ডিভিশন ডাকেন এবং তাতে যদিও ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জি মহাশয় আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁর সেই আপত্তি গ্রাহ্য করেন নি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে রুলিং আপনি তিনদিন আগে দিয়েছিলেন, হঠাৎ সেটাকে পরিবর্তন করার কি কারণ ঘটল, সেটাই আপনার কাছে জানতে চাই।

আর একটা প্রশ্ন আমি আপনার কাছে তুলতে চাই যে, মাননীয় বঙ্কিমবাবু এবং বিভূতি বাবুকে আপনি বললেন যে, গোটাকয়েক অ্যাসপার্শন করেছেন, তাঁদের ঘর থেকে বের ক'রে দিয়েছেন। অন্তত বিভূতিবাবুর সম্বন্ধে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে গতকালের প্রোসিডিংস প'ড়ে তার মধ্যে আপনার মতামত দেওয়ার ব্যাপারে যে কন্ট্রাডিকশন রয়েছে, সেটার সম্বন্ধে অনেক সদস্যই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তিনিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আমি জানি না, কেন আপনি তাঁকে হঠাৎ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে, তাঁকে এবং বঙ্কিমবাবুকে আবার ডেকে এনে সভার কাজ শুরু করা হ'ক।

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, before you finally get up to say whatev you have got to say, I would endorse what Shri Haripada Chatterjee h said. It is a very painful thing, but all the same I would request y under the circumstances—when I have asked for Bankim Babu's case to placed before the Privilege Committee, Shri Bibhuti Ghose's case may al be placed before the Privilege Committee—under the circumstances y should vacate the Chair and the Deputy Speaker should be asked to s there to carry on with the proceedings of the House.

The Hon'ble Gopika Bilas Sen Gupta: Sir, so far as the resolutions brought forward by Shri Jyoti Basu are concerned, I have nothing to say, but I cannot see eye to eye with the reasons he has expounded for the same. You know under what terrible circumstances the House met yesterday and transacted the business and those who participated in the business of yesterday were certainly actuated by a keen sense of responsibility. (Sj. JYOTI BASU: Traitors.) Since the Bill that was passed yesterday was a very important Bill—they have not the sense that this particular Bill is so important and so vital for the interests of the tenants in Calcutta that it has got to be pushed through, it has got to be passed within a certain date—the House had to consider this Bill. The reason was given by the Chief Minister when he sought your permission to carry on with this Bill. It was not a fact that the Chief Minister challenged your ruling. You certainly gave your ruling—undoubtedly you made your suggestions—but the Chief Minister implored you, the Chief Minister requested you, the Chief Minister appealed to you adding reasons for you to reconsider your decision and to allow this House to go on with this Bill, and having considered the viewpoints raised by the Chief Minister you simply reconsidered your decision. I do not think that there was any constitutional difficulty in that respect. Sir, I have heard so many things but you will be surprised to know that those who are talking that they could not come, some of our friends were found leading the procession, some of our friends in the Opposition were arrested while in the procession......

[10-40—11-5 a.m.]

Some of our friends who addressed public meetings roamed nearabout the precincts of the Assembly House. They could do all these things but their conscience did not dictate them to carry on the business that was placed on the agenda, when they have come here as representatives of the people.

The next question raised is, two hours ought to have been kept separately fixed for the consideration of the non-official resolutions. Sir, I do not think that it was incumbent upon the Speaker to do it. For questions and answers one hour is fixed, and it sometimes so happens that we finish our questions and answers within half an hour. Do you mean to say that we will sit idle and will not take up any other business? When the business on the agenda was over before the fixed time, and when there was nobody on the Opposition side, you asked the members one by one to move their amendments, and when you found that there was nobody to move those amendments, you took up the next business. There is nothing wrong in it. In the business paper circulated yesterday you will find a notice "business remaining from the 23rd of February, 1956—(1) West Bengal Premises Tenancy Bill, (2) The West Bengal *Panchayat* Bill, 1955, as recommended by the Joint Select Committee." That was circulated day before yesterday. Therefore, Sir, there was nothing wrong. There was nothing unconstitutional for you to call upon the Minister-in-charge of the Local Self-Government to introduce the Bill in the House.

With these word, I resume my seat.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

আমি একটু বলতে চাই।

Mr. Speaker:

নিউ পয়েন্টস কিছু আছে?

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

আমি আগে একটু ব'লে নিই, স্যার। কথা হচ্ছে, প্রশ্ন উঠেছে আপনি চেয়ারে ব'সে আ কাজ চালাবেন কিনা? আমাদের সকলের ইচ্ছা যে, যতক্ষণ না বঙ্কিমবাবু এবং বিভূতিবাবুে প্রিভিলেজ কমিটিতে দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ আপনার ঐ চেয়ারে বসা উচিত নয় এবং ডেপুটি স্পীকারের ঐখানে বসা উচিত [কংগ্রেস বেঞ্চ হইতে: না, না, স্পীকারই ওখানে বসবেন] আপনি ওখানে বসবেন কি বসবেন না সেই সিম্ধান্ত কি আপনি করবেন? দয়া ক'রে আপি ওখান থেকে স'রে গিয়ে ডেপুটি স্পীকারকে ওখানে বসতে দিলে ভাল হয় না?

Mr. Speaker: There are charges against me and I have to reply.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কালকে আমার অ্যামেন্ডমেন্টস ছিল এ বাড়িভাড়া সংক্রান্ত বিলের উপরে। দেখা যাচ্ছে গতকাল আমার অবর্তমানে এখানে যাঁ উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এই বিল সম্পর্কে এক তরফা একটা জঘন্য সিম্ধান্ত নিয়েছেন। আমা বক্তব্য শুনা হয় নি, অথচ সে সম্পর্কে স্থির হয়ে আছে। আমাদের বলা হয়েছে যে, গতকা আমরা আসি নি, সেইজন্যেই তাঁরা এই ব্যবস্থা করেছেন। কাল যে দিনটি গিয়েছে তাে সমস্ত জাতি ভারডিক্ট দিয়েছে যে, বাংলাদেশের মানুষ বাংলা-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে গতকাল সর্বাত্মক হরতাল ক'রে এই রায় তাঁরা দিয়েছেন। আমরা লজ্জা ও ভয়ের সংগে দেখে পেয়েছি, কালকে এখানে একদল মানুষ, যারা বাঙ্গালী নামের উপযুক্ত নয়, তারা দেশদ্রোহ বিশ্বাসঘাতক, নপুংসক ও হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক [আপরোর]। চীফ হুইপ বিধানসভা [আপরোর] বলেছিলেন, আমরা নাকি মিটিং ক'রে প্রোসেশন লীড ক'রে এনেছি, ইত্যা ইত্যাদি। তিনি যা বলেছেন সেই সম্পর্কে আমরা বলি—হ্যাঁ, আমরা এই কাজ করেছি এ দরকার হ'লে আরও কঠিনতম ও অপ্রত্যাশিত কাজ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকব যদি এই মন্ত্রিস বংগ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব এই অধিবেশনে আনেন।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি বাড়িতে ছিলেন, না কোথাও পালিয়েছিলেন? পরশুদিন রা কোথায় ছিলেন দয়া ক'রে জানাবেন কি?

Mr. Speaker: Order, please. I consider Sj. Hemanta Kumar Ghosal statement is a very serious thing and that is also very unparliamentary.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমরা যা জানি তাই বলেছি, আপনি দয়া ক'রে সত্যি কথাটা বলুন না।

Sj. Saroj Roy:

পরশুদিন রাত্রে কোথায় ছিলেন? বাড়িতে ছিলেন কি? আমরা জানি আপনি ছিলেন ন

Mr. Speaker: Both the statements are absolutely and hundred per cen lies. [Uproar.]

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

যা খুশি তাই বলছেন যে! "লাইজ" কথাটা কি পার্লামেন্টারি?

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

আমাদের সময় একরকম নিয়ম আর নিজের বেলায় আর একরকম। আপনার "লাই কথাটা কি আনপার্লামেন্টারি হ'ল না? [আপরোর।]

[At this stage some members from the Opposition as well as some membe from the Government benches rushed to the Speaker's dais and began to talk together amidst tumultuous uproar.]

Mr. Speaker: I adjourn the House for 15 minutes.

[Accordingly the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment.*]

[11-5—11-15 a.m.]

Mr. Speaker: Before any further observations are made, I ought to explain to the House that I am very sorry that the excitement was caused over my statement for the word "lie" which was taken to be meant against a member. I never meant it against the member. It referred to statements. Still if it has hurt the member, certainly I withdraw that word "lie". [Cheers from the Congress Benches.]

Sj. Jyoti Basu: Sir, I would even at this late hour ask you not to give your ruling today.....

Mr. Speaker: No, I am not giving it today.

Sj. Jyoti Basu: Sir, some members have drawn my attention to yesterday's proceedings and if you read the proceedings carefully you will find that some words have been used by Dr. Roy to which we take objection. Dr. Roy has said "The Opposition members do not come. They do not take things seriously. The other day they came and asked us to have the House adjourned on account of the death of Dr. Meghnad Saha." Then he says "Because it was in memory of a very great man in Bengal, but then they ought to consider our point also. They cannot just carry on as they like, etc." Sir, it is not correct to say that we wanted adjournment for the death of Dr. Saha. You yourself adjourned the House for that. To say that "They do not take things seriously" is a serious aspersion on the Opposition. This is only one point. There may be other things on which questions of privilege will be raised. Therefore once again I should ask you to consider all these questions, i.e., regarding the vacation of the Chair, etc.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: That report of yesterday's proceedings is unrevised..........

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি আর এক্সপ্লেন করবেন না। তাঁকে ডাকুন না।

Sj. Biren Banerjee: Where is the Chief Minister? Is he sleeping in his chamber? You can ask him to come to the House. If he does not come that is an insult to the Chair.

Sj. Jyoti Basu: Sir, first Sj. Prafulla Chandra Sen asked me to read and when I read it because that does not help him he says now that it is an unrevised copy. (The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN: Sometimes the honourable members also revise their own speeches.) Sir, my difficulty is that as I stated earlier that it is surprising that Dr. Roy is not here today in the Chamber and in his absence we are fighting against his shadow, as some members have suggested. This difficulty again has been created by you. Dr. Roy may say that I was listening to the speeches through the microphone which has been set up in his room. This point also I shall raise on Monday—whether this arrangement should be allowed to continue. This is a dereliction of duty on the part of the Ministers not to be present here in the House but to listen to the speeches through the microphones installed in their rooms. So, I would again request you to give your serious consideration before you rule my resolution out of order.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

স্যার, এই যে এটা সার্কুলেট করা হয়েছে, এক্ষুনি প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় বললেন আনরিভাইসড, এটা রিভাইসড ক'রে আমাদের দেওয়া হবে কিনা জানতে চাই?

Mr. Speaker: You will get copies of revised proceedings.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

এই যে যেটা আমাদের দিলেন, এটা প'ড়ে'শুনে আগে দেখি, তারপর আমাদের যা বক্তব্য তা বলব। আজকের দিনে এখানেই শেষ ক'রে দিন। আজকে আর আপনি রুলিং দিবেন না। আর একটা কথা, স্যার। সেটা হচ্ছে এই সুবোধবাবুর সংশোধন প্রস্তাব সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রে গোপিকাবিলাসবাবু যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আমার খবর হচ্ছে—আপনি, গোপিকাবিলাসবাবু ও ডাঃ রায়—প্রেসকে অপেক্ষা করতে ব'লে সেটা তৈরি করেছিলেন—এটা সত্য কিনা?

Mr. Speaker: That is not true.

Sj. Ambica Chakrabarty: I wish to place another new point.

সেটা হচ্ছে এই, আপনি যখন হাউস অ্যাডজোর্ন করলেন তার আগে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন কংগ্রেসের তরফ থেকে তিনজন সদস্য—জনাব জামান, শ্রীযুক্ত বেরী এবং শ্রীযুক্ত ব্যানার্জি—এই তিনজন সদস্য তাড়াহুড়া ক'রে এসে মেসটা ধরেছিল, তখন অন্য সকলে যার যার সিটে ছিলেন। আপনার সমক্ষে এটা ঐভাবে ধরা আমি মনে করি অন্যায়। দুনিয়ার সকলে মনে করেন পার্লামেন্টারি সিসটেমএ ঐ মেস হচ্ছে সিম্বল অফ জাস্টিস অ্যান্ড ডিগনিটি অফ দি হাউস। একটা সেক্রেড জিনিস, যেটা স্পীকারের সমক্ষে রাখা হয়, এইটা নিয়ে আপনার সামনে ঐভাবে টানাহ্যাঁচড়া করা শুধু আপনার অপমান নয়, সমস্ত হাউসের অপমান। এ সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি; এ বিষয়ে আমি আপনার একটা রুলিং চাই।

[11-15—11-25 a.m.]

Mr. Speaker: I am not going to give any decision now, but one motion has been tabled by Sj. Jyoti Basu regarding rescission of the previous day's proceedings. A rescission motion is always admissible. Since for the first time a rescission motion has been tabled I will give my considered ruling on it on a subsequent day at the earliest opportunity.

Now, many things have been said about yesterday's proceedings in which I personally have been involved. I think I owe a duty to the House to make certain clarifications. One point has been raised that the House yesterday sat for 35 minutes only, and not the whole day. The House was adjourned after 35 minutes and it was in the interest of the Opposition that I did not allow the continuance of the meeting for the rest of the day, otherwise the *Panchayet* Bill would have gone on. There were three items on the agenda yesterday; first, there was the item of nine non-official resolutions; the second item was the continuation of the West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956; and the third item was the West Bengal *Panchayat* Bill, 1955. So far as the first item was concerned every motion was called; no one was there. Although under the rules I had the power to take the resolutions as dropped, I did not drop them but held them over and fixed that all of them be taken up on a subsequent non-official day. That decision was, I believe the Opposition will agree, in the interest of the Opposition; it was not usurping the rights of the Opposition. So far as the third item, the West Bengal *Panchayet* Bill, is concerned, it was a Bill from the Select Committee. Only the consideration motion was moved and I did not allow further proceedings to go on, in that the Opposition members were not present. With regard to the remaining item on the Agenda yesterday, the West Bengal Premises Tenancy Bill, the debate on clause 17 concluded the day before. There were 12 clauses on which there were no amendments tabled. I first put the 12 Clauses on which there were no amendments. With regard to the remaining clauses, as it appear

from the proceedings, I considered that they might be held over. But not only Dr. Roy but also Sj. Naresh Nath Mookerjee and Sj. Byomkes Majumdar spoke for the rest of the Bill to be taken up. Listening to the views of the members of the House I thought it fit to change the decision and to accede to their request. To change my decision after hearing the members is not prevaricating nor is it anything undignified. I think the Speaker should keep his mind open and after hearing the views of the members he has the right to change his decision. There were three points raised, and I gave my decision. The first was the time factor. They said that from Monday Budget will be taken up. Only Saturday would be left on which day the Bill could not be finished. The Budget would take up to the 20th March, while the Bill lapses on the 31st March, 1956. The President's assent has to be taken before the 31st March. After the 30th March there will be no tenancy law in Bengal if the Bill is not passed by both Houses. That was the difficulty that was pointed out to me—the time factor had to be taken into consideration. At one time I considered whether it would be possible to sit on Saturday (today) both in the morning and in the afternoon to enable the passage of the Bill. Even then it was argued that it would not be possible to complete the Bill. In that view I reconsidered the matter. But since the rescission motion has been tabled, I shall consider it. There is precedent I know in the House of the People where this matter was considered. Since for the first time it comes before the House, the rescission motion requires mature consideration. Today there will be no further proceedings, since the rescission motion is there.

With regard to the point of privilege about the cases of Sj. Bankim Mukherji and Sj. Bibhuti Bhuson Ghose, the question of the breach of privilege has to be referred to the Privilege Committee. There are stages in the matter of reflection on the Chair. There is a stage at which the member is asked to withdraw from the House; he obeys the order of the Chair and withdraws. If the member does so, there is no question of further punishment arising. But if he disobeys the order, it would be different. Since Sj. Bankim Mukherji and Sj. Bibhuti Bhuson Ghose have been good enough, gracious enough to accede to my request for withdrawal, I do not consider that any breach of privilege arises.

The House is adjourned till 3 p.m. on Monday next and I will give my ruling on the rescission motion at the earliest possible time.

Sj. Jyoti Basu: With regard to the cases of Sj. Bankim Mukherji and Sj. Bibhuti Bhuson Ghose, we had insisted that we are not clear yet—though they may have withdrawn from the House—who is right and who is wrong. Their cases may be placed before the Privilege Committee. We have a right to place them before that Committee.

Mr. Speaker: A case is to be sent to the Privilege Committee if only the member disobeys the order of the Chair, but the members concerned have withdrawn from the House and have obeyed the order of the Chair.

Adjournment.

The House was then adjourned at 11-25 a.m. till 3 p.m. on Monday, the 27th February, 1956, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 27th February, 1956, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 178 Members.

[3—3-10 p.m.]

Obituary reference to the death of G. V. Mavalankar

Mr. Speaker: Honourable members, before we go on with the proceedings of today, I have again a sad duty to make, viz., to make an obituary reference to another great son of India, **Shri G. V. Mavalankar,** who passed away this morning. As we all know, he has been ailing for some time from an attack of coronary thrombosis and the country was anxiously waiting for the news of his recovery, but the inevitable has happened.

I had the good fortune of coming into very close personal contact with him and I feel it a personal loss. Often did I seek his advice and guidance and got inspiration from him in parliamentary affairs. As the first Speaker of the First House of the People of the first Indian Parliament under our first Constitution, he has shown the way and helped in building up certain solid achievements for the guidance of Speakers of different Legislatures in India. In successive Conferences of Presiding Officers of Legislative bodies in India whose deliberations he piloted with ability, calmness and equanimity, future historians of our country will find ample materials to record the march of parliamentary democracy in India in its earlier stages and on right lines. Only recently when I attended the Commonwealth Parliamentary Conference General Council Meeting at Jamaica he was elected unanimously by the representatives of twenty-two nations of different continents of the world as President for two years of the General Council of the Commonwealth Parliamentary Association—a unique honour for India. It is an irony of fate that the world outside could not avail of the services of this Indian leader in the cause of parliamentary democracy. By tact, persuasiveness and eloquence he was slowly building up through these Presiding Officers' Conferences a uniform tradition and convention for the different Legislatures of India and of the Indian Parliament so far as conducting their deliberations were concerned. As such his loss at this juncture is a terrible blow to the building up of such traditions.

He was a sweet, genial and lovable personality of truly Indian type. His past life has been full of glory, honours and active service. As General Secretary of the 36th Indian National Congress at Ahmedabad, as President of the Ahmedabad Municipality, as Trustee of the Harijan Ashram, Sabarmati, as Chairman of the Ashram Memorial Trust, as member of the Gujerat Law Society, as Chairman of the Ahmedabad Education Society, as President of the Gujerat Vidya Sabha and University, as Chairman and Trustee of the Gandhi Memorial Fund and as Chairman and Trustee of the Kasturba Gandhi Memorial Trust and in many other social service organisations of provincial and all-India character, he was a personality to whom work was worship and the country's welfare a passionate love. He

represented India several times as leader of the Indian Delegation to Commonwealth Parliamentary Conferences and Inter-Parliamentary Conferences outside India. As staunchest follower of Mahatma Gandhi he several times courted imprisonment for participating in national movements in 1930-33, 1940-41 and 1942-44.

Only this morning I received a letter from his eldest son from Ahmedabad, dated the 23rd February, in which he concluded that "We all hope that by God's grace he will recover from this illness." But, alas, it is not to be, and when the letter reached my hand this morning he was already no more in the land of living.

May his soul rest in peace!

Now, I request you, Ladies and Gentlemen, to stand for two minutes in silence to pay homage to his memory.

[Members then stood for two minutes in silence.]

Thank you, Ladies and Gentlemen. Secretary will do the needful to convey the condolence of this House to the members of the bereaved family. As a mark of respect I adjourn the House for the day. It will meet tomorrow at 3 p.m.

Adjournment

The House was then adjourned at 3-10 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 28th February, 1956, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 28th February, 1956, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 194 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Hindi rendering of the speech of Mr. Khrushchev at Maidan meeting

***50A. (Short Notice.) Dr. Narayan Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

(*a*) who was responsible for making arrangements for Hindi translation of the speech of His Excellency Mr. N. S. Khrushchev on the occasion of the public reception given to Their Excellencies Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev on the 30th November, 1955, at the Brigade Parade Ground;

(*b*) whether the Government is aware that the Hindi translation was as bad and ineffective as misleading;

(*c*) the reasons as to why no arrangements for translating the speech of His Excellency Mr. Khrushchev into Bengali was made?

The Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*)The Government of India.

(*b*) The *ex tempore* translation it appears was, at places, not so effective as a prepared translation could have been.

(*c*) Advance copies of the speech were not available. The Russian interpreters and those sent by Government of India could translate from Russian to Hindi but not to Bengáli.

Dr. Narayan Chandra Ray: Was the Government of Bengal aware of the arrangements to be made in the maidan?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The Government of India made the arrangements.

Dr. Narayan Chandra Ray: Did not the Bengal Government think it necessary that their speeches should be translated into Bengali?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: You can easily understand that from the fact that my speech in the Dum Dum aerodrome and the Mayor's speech were in Bengali, but as I have mentioned there was no speech available before, which could be translated into Hindi, much less in Bengali.

Dr. Narayan Chandra Ray: What I am pointing out is this: If the Bengal Government were aware that there was only Hindi translator, they could arrange for an *ex tempore* Bengali translation. That is why I put the question: Were you aware of any arrangements being made for translation into Bengali?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No; the arrangements were made by the Government of India. The Bengal Government was not told, but I asked afterwards whether translation in Bengali could not have been done. The reply was that the speech was not available. Although the physical arrangements were made by the Bengal Government, the whole arrangements about translation, choice of the translators, etc.—all was done by the Government of India.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Was there any suggestion made by the Government of Bengal to the Government of India regarding the availability of the speech beforehand?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I was not asked for any suggestion.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Did not the Government of Bengal take initiative to ask the India Government?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: They informed us that they would make arrangements.

Sj. Ganesh Ghosh: When at the eleventh hour it was found that the Government of India had made no arrangements for Bengali translation why was not a person set up for that purpose?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have already told you—perhaps you have not followed me—that the arrangements for translation, etc., were done by the Government of India. We were not even informed what arrangements had been made. I was afterwards told that the lady, who was translating had complained that she did not get the speech in time to translate it properly in Hindi.

Sj. Ganesh Ghosh: Was any protest afterwards made to the Government of India about bad translation?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There was no room for any such suggestion.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এরকম কোন ব্যবস্থা ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট আগে থেকে করেছিলেন কিনা যাতে যেকোন ভাষাতেই হোক বাংলাতে অন্ততঃ তা থেকে সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে পারত?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি তো তিনচারবার বললাম এ বিষয়েতে গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আমাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নি, তাঁরাই সব এ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিলেন।

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমার প্রশ্ন এই যে, আপনার তরফ থেকে এরকম কোন উদ্যোগ করা হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না সে অপরচুনিটি পাই নি।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আপনি কি অবগত আছেন যে সাধারণ মানুষ মনে করেছে এ বিষয়ে যথাযোগ্য চেষ্টা করা হয় নি?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Invitees to the State Reception given to Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev

***50B. (Short Notice) Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

(*a*) the names and designation of persons invited at the State Banquet given in honour of Their Excellencies Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev during their recent visit to Calcutta;

(*b*) whether all the members of the West Bengal State Legislature were invited on the occasion;

(*c*) if not, why not;

(*d*) whether all the members of the State Legislature were invited at the Dum Dum Airport on the occasion of arrival of Their Excellencies Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev; and

(*e*) if not, why not?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: (*a*) A list of invitees is laid on the Table.

(*b*) and (*d*) No.

(*c*) A Dinner Party list has obvious limitations. Within these limitations the list, which included a good number of legislators, was representative of different sections of the citizens of Calcutta.

(*e*) As the time available for the introduction at Dum Dum was limited, it was not possible to invite all the members of the State Legislature. Only representative members from different walks of life including M.L.A.s were, therefore, invited to be present on the occasion of arrival.

List referred to in reply to clause (a) of Short Notice starred question No. 50B

Shri Jawaharlal Nehru, Prime Minister.

Dr. B. C. Roy, Chief Minister.

Shri J. N. Panja, Minister, Cottage and Small-scale Industries Department.

Shri H. C. Naskar, Minister, Fisheries Department.

Shri S. P. Barman, Minister, Excise Department.

Shri K. N. Das Gupta, Minister, Works and Buildings Department.

Shri R. G. Ray, Minister, Tribal Welfare Department.

Shri I. D. Jalan, Minister, Local Self-Government Department.

Shrimati Renuka Ray, Minister, Refugee Relief and Rehabilitation Department.

Shri P. C. Sen, Minister, Co-operation and Food, Relief and Supplies Department.

Dr. R. Ahmed, Minister, Agriculture Department.

Shri P. L. Bose, Minister, Education Department.

Shri K. P. Mookerjee, Minister, Labour Department.
Shri S. K. Basu, Minister, Judicial and Legislative Departments.
Shri A. K. Mukherji, Minister, Irrigation and Waterways Department.
Shri Nityanand Kanungo, Minister for Industries, Government of India.
Shri P. B. Chakravartti, Chief Justice of West Bengal.
Dr. Suniti Kumar Chatterji, Chairman, Legislative Council.
Shri Saila Kumar Mukherjee, Speaker, Legislative Assembly.
Mr. Justice P. B. Mukharji, Judge, High Court, Calcutta.
Shri Atulya Ghosh, M.P.
Shrimati Renu Chakravarty, M.P.
Shrimati Santi Das, M.L.C.
Shri Musharruf Hossain, M.L.C.
Shri K. P. Chattopadhyay, M.L.C.
Shri Rabindralal Sinha, M.L.C.
Shri Pannalal Saraogi, M.L.C.
Shri Nirmal Chandra Bhattacharya, M.L.C.
Shri Annada Prosad Chowdhury, M.L.C.
Shrimati Labanyaprova Dutt, M.L.C.
Shri Tarasankar Banerjee, M.L.C.
Shrimati Mani Kuntala Sen, M.L.A.
Dr. Srikumar Banerjee, M.L.A.
Shri Ganesh Ghosh, M.L.A.
Shri Jyoti Basu, M.L.A.
Shri Naresh Nath Mookerjee, M.L.A.
Shri Hemanta Kumar Basu, M.L.A.
Shri Sudhir Ray Chaudhuri, M.L.A.
Shri Jnanendra Kumar Chaudhuri, M.L.A.
Shrimati Mira Datta Gupta, M.L.A.
Dr. Shrimati Maitreyee Bose, M.L.A.
Flight-Lieut. Maharaja Sir Pratap Chandra Bhanj Deo, K.C.I.E., Maharaja of Mayurbhanj.
Maharajadhiraja Bahadur Uday Chand Mahtab, of Burdwan.
Shri Asoke K. Roy, Barrister-at-Law.
Shri Satish Chandra Ghosh, Mayor of Calcutta.
Dr. Amarnath Mukherji, Deputy Mayor of Calcutta.
Shri B. P. Singh Roy, Former Sheriff of Calcutta.
Shri Dhiren Mitra, Former Sheriff of Calcutta.
Shri G. A. Dossani, Former Sheriff of Calcutta.
Dr. A. C. Ukil, Sheriff of Calcutta.
Shri Yousuf Mirza, Leading member of the family of the King of Oudh.
Shri N. K. Sidhanta, Vice-Chancellor, Calcutta University.
Shri Jadunath Sarkar, Eminent Historian.
Shri P. C. Mahalanobis, F.R.S., Statistical Institute.
Shrimati Ranu Mookerjee, President, Academy of Fine Arts.

Dr. Triguna Sen, Principal, Jadavpur College of Engineering and Technology.

Shrimati Protima Mitter, Prominent Social Worker.

The Maharani Adhirani of Burdwan, Prominent Social Worker.

Shrimati Ramola Sinha, Prominent Social Worker.

Dr. Shrimati Phulrenu Guha, Prominent Social Worker.

Shrimati Asoka Gupta, Prominent Social Worker.

Shrimati Gita Mallik, Prominent Social Worker.

Mr. G. A. S. Sim, President, Bengal Chamber of Commerce.

Shri G. Basu, President, Bengal National Chamber of Commerce.

Shri R. N. Bangur, President, Bharat Chamber of Commerce.

Shri D. C. Driver, Chairman, Durgapur Board of Industries.

Shri A. Ramaswami Mudaliar.

Shri M. P. Birla, Industrialist.

Shri B. M. Birla, Industrialist.

Shri Badridas Goenka, Industrialist.

Dr. N. N. Law, Merchant.

Shri B. L. Jalan, Industrialist.

Shri L. P. Misra, Hindusthan Motors, Ltd.

Shri L. P. Singhania, Industrialist.

Dr. B. C. Law, Merchant.

Mr. Liu Yu-Feng, Consul-General for the People's Republic of China.

Mr. K. Fukuda, Consul-in-Charge, Japanese Consulate.

Mr. R. Borden Reams, Consul-General for U.S.A.

Mr. Jacques Grellet, Consul-General for France.

Mr. Luang Ratanadeb, Consul-General for Thailand.

U. Zaw Win, Consul-General for Burma.

Mr. J. B. Shah, Consul-General for Nepal.

Mr. M. A. Zaki, Consul-General for Egypt.

Mr. B. Darusman, Consul for Indonesia.

Dr. D. Bocchetto, Consul for Italy.

Dr. Leopold Krafft von Dellmensingen, Consul for the Federal Republic of Germany.

Mr. Murillo de Miranda Basto, Consul for Brazil.

Mr. R. Thimister, Vice-Consul for Belgium.

Dr. Walter Weissel, Consul for Austria.

Mr. G. B. Shannon, Deputy High Commissioner for the United Kingdom.

Mr. Murtaza Raza Chowdhury, Deputy High Commissioner for Pakistan.

Shri K. P. S. Menon, I.C.S., Ambassador for India to U.S.S.R.

Shri S. Dutt, I.C.S., Commonwealth Secretary.

Group Captain Sita Ram, I.A.F.

Major-General Yadunath Singh, M.V.C., Military Secretary to the President, and Director-General, Government Hospitality Organisation.

Shri G. K. Handoo, Deputy Director of Intelligence Bureau, Government of India.

Shri K. F. Rustomji, Deputy Director of Intelligence Bureau.
Shri S. N. Ray, I.C.S., Chief Secretary.
Shri S. Banerjee, I.C.S., Member, Board of Revenue.
Major-General T. B. Henderson Brooks, G.O.C., 20 Inf. Division.
Shri H. N. Sircar, I.P., Inspector-General of Police.
Shri J. N. Talukdar, I.C.S., Director-General of Transportation.
Shri K. C. Basak, I.C.S., Commissioner, Presidency Division.
Shri B. Sarkar, I.C.S., Commissioner, Burdwan Division.
Shri S. K. Gupta, I.C.S., Chairman, Improvement Trust.
Shri H. Banerjee, I.C.S., Development Commissioner.
Dr. D. M. Sen, Secretary, Education Department.
Lieut.-General D. N. Chakravarti, Director of Health Services
Shri H. S. Ghosh Chaudhuri, I.P., Commissioner of Police, Calcutta.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

সমস্ত এম, এল, এদের নেমন্তন্ন করা সম্ভব হয় নি বলেছেন, কিন্তু কলকাতার এম, এল, এদের নেমন্তন্ন করা সম্ভব হল না কেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমরা যতদূর পেরেছি করেছি।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

কলকাতার চার মাইলের মধ্যে আমি থাকি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনি হয়ত বাদ পড়েছেন।

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই যে নিমন্ত্রিতদের লিষ্ট এই লিষ্ট কে করেছিলেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We wanted to let the guests see as many people of different walks of life as possible. We invited some legislators, some public men, some men of eminence, some educationists, and so on.

Dr. Ranendra Nath Sen: The Maharani Adhirani of Burdwan—
কবে থেকে প্রমিনেন্ট সোস্যাল ওয়ার্কার হলেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: She was one of the important social workers.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই যে লিষ্ট দেখছি এর মধ্যে আপনি এরকম অবগত আছেন একই ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কোয়েট পার্টি এবং দমদম এরোড্রাম দু'জায়গাতেই নেমন্তন্ন করা হয়েছিল—
the same person invited into two different occasions?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I was to the Dum Dum aerodrome as well as to the Banquet party.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আপনি চিফ মিনিষ্টার আপনার কথা বাদ দিন, আদার ইনভাইটেড গেষ্টসএর বেলায় কি হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: May have been. It depended upon the persons concerned.

Sj. Biren Banerjee:

এই লিষ্টএর মধ্যে সোভিয়েট ট্রেড এজেন্সি এবং ট্রেড কমিশনার কারও নাম দেখছি না কেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এতদিন পরে বলতে পারব না কি হয়েছে।

Sj. Biren Banerjee:

এখানে সব জায়গার কনসাল জেনারেল ট্রেড এজেন্ট আছেন আমাদের দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী এম, পি, বিড়লা, বি. এম. বিড়লা, প্রভৃতির নাম আছে অথচ.........

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এই তো নাম রয়েছে অফিসার এ্যান্ড ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভ, ইউ, এস, এস, আর।

Sj. Ganesh Ghosh: The Chief Secretary was introducing the guests to Mr. Bulganin and to Mr. Khrushchev. Was it known to the Chief Minister, that the Chief Secretary introduced Mrs. Renu Chakrabarty not as an M.P. but as a prominent social worker?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: May be. I do not know. Unfortunately owing to too much work, I was a little late, five minutes late for arrival. Before that some of the introductions had taken place.

Sj. Biren Banerjee:

আপনি যে লম্বা প্রিন্‌টেড লিষ্ট পড়লেন তার কোথায় এই নাম পেলেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আছে, আছে, দেখে নিন্‌।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Biren Banerjee:

আবার আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এখানে বলা আছে, "দি লিস্ট অফ ইনভাইটিজ ইজ লেড অন দি টেবল" এ্যান্ড দ্যাট (এ) রেফার্স টু দিস লং লিষ্টএর মধ্যে আপনি যেসমস্ত আইটেমগুলি পড়লেন তা নাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ভাল করে দেখবেন, টেবিলে দেওয়া আছে।

Sj. Dasarathi Tah:

নিমন্ত্রিতদের জন্য কি মেনু ছিল, যা জানতে পারলে বুঝতে পারতাম যে আমরা কতটা ঠকেছি?

[No reply.]

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

উপমন্ত্রীদের বাদ দেওয়া হল কেন?

Mr. Speaker: That is not a proper question.

Matriculate teachers of recognised High Schools appearing at the School Final Examination in 1955

*51. **Sj. Gangapada Kuar:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state whether it is a fact that many Matriculate teachers of recognised High Schools appeared on the strength of the circular No. 28/54, dated the 27th July, 1954, from the Secretary, Board of Secondary Education, at the School Final Examination in the year 1955 in one or more subjects which they teach in their respective schools?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether he is aware of the reasons of such privileges granted to those teachers; and

(*ii*) if so, what are those reasons?

Minister-in-charge of the Education Department (the Hon'ble Pannalal Bose): (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Sj. Gangapada Kuar:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি, এই ধরণের কোন পরীক্ষা স্বাধীনতা লাভের পর একটা বিষয়ে মেট্রিকুলেশানে নেওয়া হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

ঐরকম কোন খবর আমার নাই।

Sj. Gangapada Kuar:

আপনার সোরস অফ ইনফরমেশন কি?

Mr. Speaker:

আপনার প্রশ্ন হচ্ছে একটা সালের, এখন সারা সালের প্রশ্ন করলে কি করে হবে? দ্যাট ডাজ নট এ্যারাইজ।

Sj. Gangapada Kuar:

আমার প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তার সোরস অফ ইনফরমেশন কি?

Mr. Speaker:

উঁনিত "নো" বলেছেন।

Payment of dearness allowance at increased rate to Primary School teachers of all categories including those of Municipal Primary Schools

*52. **Dr. Kanailal Bhattacharya:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact that he gave an assurance during the last Budget Session that all categories of Primary School teachers will be given dearness allowance at an increased rate of Rs. 10 per mensem?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether all categories of such teachers are being paid dearness allowance at an increased rate?

(*c*) Will the Hon'ble Minister be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that teachers of the Primary Schools managed by the Municipalities are not getting dearness allowance at increased rate as the Municipalities are getting subvention from Government; and

(*ii*) that teachers of Colleges and Secondary Schools are getting the increased dearness allowance though the Colleges and Secondary School Board are getting Government grants?

(*d*) If the answer to (*c*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the number of teachers of Primary Schools managed by the Municipalities;

(*ii*) the reason for such differential treatment; and

(*iii*) whether Government consider the desirability of granting increased dearness allowance to the teachers of the Municipal Primary Schools?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) Not to all categories of Primary School teachers but teachers of Primary Schools in rural areas only.

(*b*) Yes, in rural areas.

(*c*)(*i*) These teachers are not getting increased dearness allowance because they are already in receipt of a larger dearness allowance.

(*ii*) Yes, but the Colleges and Schools are contributing amounts equivalent to Government dearness allowance by increasing their income and not from Government grants to such institution for their maintenance.

(*d*)(*i*) 1,848 (as corrected in 1954).

(*ii*) There has been no differential treatment.

(*iii*) No.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আচ্ছা গভর্নমেন্ট স্কুলে যেসমস্ত সেকেন্ডারী টিচার্স আছেন, তাঁদের কি ইনক্রিজড ডি,এ, দেওয়া হয়?

The Hon'ble Pannalal Bose:

হ্যাঁ।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

গভর্নমেন্ট কলেজেও এটা দেওয়া হয় বলে আমরা মনে করতে পারি কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

আমার যতদূর মনে হয়, এটা দেওয়া হয়।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

তা যদি দেওয়া হয়, সমস্ত গভর্নমেন্ট স্কুল ও কলেজে তাহলে আপনি কি জানেন যে মিউনিসিপ্যাল ম্যানেজড ও মিউনিসিপ্যাল এডেড স্কুলে টিচার্সদের ডি,এ, তাদের চেয়ে অনেক কম?

The Hon'ble Pannalal Bose:

তা হতে পারে, কিন্তু ডিয়ারনেস এলাউন্স তাঁরা পান—

Rs. 15 if the salary is over Rs. 35

আর তা না হলে সেখানে তাঁরা দশ টাকা পান।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

সেখানে ইনক্রিজড ডি,এ, সেকেন্ডারী স্কুলস ও প্রাইমারী স্কুলসএর টিচার্সরা পায়?

The Hon'ble Pannalal Bose: Rs. 10 is the full amount.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমি জবাবে বুঝতে পারলাম না।

The Hon'ble Pannalal Bose:

সেখানকার যাই হোক না কেন? ধরুন এ, বি, সি, তিনটা ক্লাসে প্রত্যেকে দশ টাকা করে পায়; ঠিক তেমনি মিউনিসিপ্যাল এডেড স্কুলেও তারা সকলে প্রায় দশ টাকার উপর পায়।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

সেকেন্ডারী টিচার্সদের বেলায় স্কুল থেকে তারা যা পায়, তার উপর ইনক্রিজড ডি,এ, গভর্নমেন্ট দেন কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

হ্যাঁ। এতো বলা হয়েছে, তারা সাড়ে সতর টাকা করে পায়।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

তাহলে মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতে প্রাইমারী টিচারদের বেলায় দেওয়া হবে না কেন?

Mr. Speaker: That is a hypothetical question.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এটা হাইপথেটিক্যাল কোশ্চেন নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যখন সমস্ত সেকেণ্ডারী টিচারদের ইনক্রিজড ডি, এ, দেওয়া হচ্ছে, তখন মিউনিসিপ্যাল টিচারদের দেওয়া কেন হবে না?

The Hon'ble Pannalal Bose:

সেটা বলতে পারেন মিচফরচুন। সবাইকে একটা করে টাকা দিতে গেলে সাড়ে সাত লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সকলকে এইভাবে স্যালারী দেওয়া হয় না।

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি অবগত আছেন যে অনেক সেকেণ্ডারী স্কুলেতে পোরসন অফ ইনক্রিজড ডি,এ, দিতে না পারার জন্য গভর্নমেন্টও দিচ্ছেন না, এবং এই নিয়ে বহু কেস হচ্ছে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

সকলের মাইনে কিছু কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

Appointment of Shri D. M. Sen as Secretary, Education Department

***53. Sj. Haripada Chatterjee:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state whether Shri D. M. Sen, Secretary to the Education Department, has been re-employed after his retirement in 1952?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) on what salary and for how long;

(*ii*) whether the Public Service Commission was consulted in making the re-employment; and

(*iii*) if not, the reasons therefor?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) No. He has been employed on contract.

(*b*)(*i*) On Rs.2,750 per mensem. He was initially employed on contract for five years from 16th April, 1948, which has been renewed till he attains the age of 55 years.

(*ii*) It was not necessary to consult the Public Service Commission.

(*iii*) Does not arise.

Sj. Haripada Chatterjee:

আমার প্রশ্ন ছিল (এ)তে

'Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state whether Shri D. M. Sen, Secretary to the Education Department, has been re-employed after his retirement in 1952",

এবং তার-উত্তরে মন্ত্রীমহাশয় 'নো' বলেছেন। অথচ তিনি বলছেন প্রথম বারে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য রি-এমপ্লয়েড করলেন ১৯৪৮ সাল থেকে. ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত। তারপর ১৯৫৩ সালের পর থেকে হি ওয়াজ এমপ্লয়েড আন্ডার কনট্রাক্ট বেসিস ; তাহলে এটা কি রি-এমপ্লয়মেন্ট হল না?

The Hon'ble Pannalal Bose:

এখানে একটা কথা বলবার আছে, ইউনিয়ন পাবলিক সারভিস কমিশন, ওঁকে সিলেক্ট করেন এবং এডুকেশনাল পোস্টএ রাখেন ফ্রম দেয়ার হি ওয়াজ ট্রান্সফারড টু দিস প্রভিন্স।

Sj. Haripada Chatterjee:

তাহলে তাঁকে যে রি-এমপ্লয়েড করা হয়েছে তা অস্বীকার করতে পারছেন না ; অথচ মন্ত্রী-মহাশয় বলছেন 'না'। এই কন্ট্রাডিকসনটা মন্ত্রীমহাশয় এক্সপ্লেইন করবেন কি? কারণ, এর উপর আমার আরও অনেক প্রশ্ন আছে।

The Hon'ble Pannalal Bose: He was re-employed before I assumed office.

Sj. Haripada Chatterjee:

তাহলে এর উত্তর ঠিক 'নো' হয় না। এখন আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে পাবলিক সারভিস কমিশনকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হল না কেন?

Why? Whether the P.S.C. was consulted in making re-employment.

তার উত্তরে বলেছেন,

"it was not necessary to consult the Public Service Commission",

কেন হয় নি?

The Hon'ble Pannalal Bose: Because, it was thought at that time by legal adviser that as he had been selected by the Union Public Service Commission, no further examination or test by the Provincial Public Service Commission was necessary.

Sj. Haripada Chatterjee:

আপনি বলেছেন পাবলিক সারভিস রেগুলেশন অনুযায়ী তাঁকে রি-এমপ্লয়েড করা হয়েছে। তাহলে, রাজ্য পাবলিক সারভিস কমিশনএর দ্বারা কেন করা হল না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: He was originally appointed by the Central Public Service Commission and therefore under the rules no further test by the State Public Service Commisison is necessary.

Sj. Haripada Chatterjee: Sj. B. K. Basu, the then Chairman of the P.S.C.

এ রকম ক্ষেত্রে পি, এস, সিতে পাঠাবার জন্য বাধা দিয়েছিলেন, এটা সত্য কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: That question does not arise.

Sj. Haripada Chatterjee: *"That question does not arise"* এটা আপনি বলবার কেউ নন, সেটা স্পীকার মহাশয় বলবেন। বি, কে, বাসু, দি দেন চেয়ারম্যান এইসব কেস তাঁর কাছে পাঠাতে বলেছিলেন কিনা, এবং কেস না পাঠানোতে তিনি গভর্ণরকে বললেন—দি দেন গভর্ণর তাতে বলেন, যে মিনিষ্টারদের সঙ্গে যদি আপনার বনিবনা না হয় তাহলে রিজাইন করুন? তিনি বলেছিলেন আমি রিজাইন করব না, আমাকে ডিসমিস করা হোক। একথা সত্য কিনা?

[3-20—3-30 p.m.]

The Hon'ble Pannalal Bose: I have no such information.

Sj. Haripada Chatterjee:

এই যে প্রেসেন্ট কন্ট্রাক্টটা করেছেন, এটা ক বৎসরের জন্য?

The Hon'ble Pannalal Bose: The contract was for a period of five years.

Sj. Haripada Chatterjee:

কন্ট্রাক্ট যখন প্রথম করেছিলেন তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, may I ask my friend to be a little less aggressive because he is an old man?

Sj. Haripada Chatterjee:

তাঁর বয়স বর্তমানে কত?

The Hon'ble Pannalal Bose:

আমি দেখি নি তবে শুনেছি ৫৫ বছর এখনো হয় নি।

Sj. Haripada Chatterjee: What is his exact age? এ পোষ্টএ যখন তাকে রি-এমপ্লয় করা হয় তখন কি এই পোষ্টএর জন্য এ্যাডভারটাইজমেন্ট করা হয়েছিল?

The Hon'ble Pannalal Bose:

না, করা হয় নাই।

Sj. Haripada Chatterjee:

কেন করা হয় নাই?

The Hon'ble Pannalal Bose: It was supposed that Public Service Commission's advice was not necessary in this case.

Sj. Haripada Chatterjee:

পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে কনসাল্ট না করে ত একটা অন্যায় করেছেন কিন্তু এই পোষ্টটার জন্য এ্যাডভারটাইজড করা হল না কেন যখন তাকে রি-এমপ্লয় করা হয়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: About the decision of the Public Service Commission, if a person is employed on a contract basis after his appointment having been voted by the Public Service Commission in the first instance, his re-employment does not require advertisement or reference to the Public Service Commission.

Sj. Haripada Chatterjee:

ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্রেশন সার্ভিসের সর্বোচ্চ বেতন বেঁধে দেওয়া হয়েছে ২,১৫১ টাকা। বহু জায়গায় ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসের কর্মচারীরা এত বেতন অর্থাৎ ২১শত বা ২২ শত টাকা পান না, এক্ষেত্রে কেন গভর্নমেন্ট এত টাকা দিয়ে কনট্রাক্ট করেছেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The question does not arise, but I may say that it is a contract post on a particular salary.

Sj. Haripada Chatterjee:

জনসাধারণের টাকা এইভাবে খরচ করার জন্য জবাবদিহি কে হবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I do not want to be *jabahdihit* to Sj. Haripada Chatterjee.

Sj. Ganesh Ghosh: What are the particular reasons for fixing this particular pay for Dr. Sen?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: He is a brilliant man and a most indispensable officer.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Is it a fact that this Secretary of the Education Department, whose hands are very full and who is so efficient, has also been working as the Secretary to the Chancellor of the University?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: According to the Constitution he has to do it.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Would you kindly refer to that portion of the Constitution?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Give me notice.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: I am fully conversant with the University Act. There is nothing written that the Secretary of the Education Department should be ex-officio Secretary to the Chancellor.

Mr. Speaker: That is not how you put supplementaries.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: He was appointed a second time on Rs. 2,750 per month. May I know what was his salary under the initial agreement?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Same salary.

Sj. Jyoti Basu: On whose advice was this brilliant gentleman transferred to West Bengal?

The Hon'ble Pannalal Bose: You are talking of what happened in 1948. I want notice, because I have no personal knowledge.

Sj. Jyoti Basu: Is the Education Minister aware that this brilliant officer was transferred to West Bengal under the advice of the brilliant Chief Minister of West Bengal?

The Hon'ble Pannalal Bose: No.

Sj. Jyoti Basu: Under whose advice was he transferred?

The Hon'ble Pannalal Bose: Please repeat your question.

Sj. Jyoti Basu: He has not understood the question. My supplementary question is whether this brilliant gentleman of the Education Department was transferred to West Bengal under the advice of the most brilliant Chief Minister of West Bengal.

The Hon'ble Pannalal Bose: I have no personal knowledge.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: His services were recommended to me by the Minister of the Education Department at the Centre, Maulana Abul Kalam Azad, and as his term was expiring he asked me whether we would utilise his services. I may be brilliant and Sj. Jyoti Basu may be twice as brilliant, but I act according to my brilliance and not according to his brilliance.

Dr. Atindra Nath Bose: Was this recommendation made by the Union Government because the Union Government wanted to get rid of this gentleman?

Mr. Speaker: No, no. Next question, please.

Primary Schools and pay-scales of Primary School teachers in Mekligunge subdivision of Cooch Behar

***54. Dr. Kanailal Bhattacharya:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*i*) how many Primary Schools are there in the Mekligunge subdivision of the district of Cooch Behar; and

(*ii*) how many of these are (1) under special cadre scheme, (2) under refugee rehabilitation scheme, and (3) under the old order?

(*b*) Will the Hon'ble Minister be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the different scales of pay of teachers obtain in different categories of schools; and

(*ii*) that the teachers of the schools under old system do not get the increased pay of Rs.10, which had been sanctioned by the Government a year back to all the categories of Primary teachers?

(*c*) If the answer to (*b*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps the Government have taken or proposed to take to rectify disparity in the scales of pay of the teachers of Primary Schools of Mekligunge subdivision?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*)(*i*) 62.

(*ii*) (1) 4; (2) 2; (3) 24 State Primary and 32 Aided Primary.

(*b*)(*i*) Teachers are paid according to their qualifications and not according to the categories of schools.

(*ii*) Yes.

(*c*) The enhanced pay is admissible to the teachers of Free Primary Schools managed by the District School Board. As the District School Board has not been set up at Cooch Behar the *status quo* is maintained. Establishment of a District School Board in Cooch Behar is now under consideration of Government.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি এই যে এডেড প্রাইমারী স্কুল রয়েছে, আর ষ্টেট প্রাইমেরী স্কুল সব মিলিয়ে যতগুলি প্রাইমারী স্কুল আছে সেখানকার সমস্ত টিচার্স মাইনেটা কি গভর্ন-মেন্টের কাছ থেকে পান, না কিছু কিছু সেখানকার পাবলিকের কাছ থেকে ডোনেশান আদায় করে দেওয়া হয়?

The Hon'ble Pannalal Bose: A large portion of the teachers are Government servants unlike the teachers of West Bengal. They are Government servants and they are entitled to pension.

Sanskrit College at Contai

***55. Sj. Natendra Nath Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) the strength of the teaching staff serving in the Sanskrit College at Contai with their scales of pay and allowances;

(*b*) how many students are on the roll in the said College in 1955;

(*c*) how many students have been granted stipends in 1955-56 and at what rate; and

(*d*) how much was spent for establishment and other miscellaneous charges in 1954-55?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) Principal—1 post on Rs. 200—5—250 plus a special pay of Rs. 50, and dearness allowance as admissible for the time being.

Teachers—4 posts on Rs.200—5—250 and dearness allowance as admissible for the time being.

(*b*) 46.

(*c*) 20 students at Rs.20 each per month.

(*d*) Rs.27,339-11-0.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Natendra Nath Das: Does any student pay any tuition fee? The Hon'ble Minister has stated that 20 of them get Rs. 20 each as stipend. What about the others? Does any student pay any tuition fee?

The Hon'ble Pannalal Bose: I could not say off-hand.

Sj. Natendra Nath Das: Does the Government pay anything for the boarding and lodging of the students?

The Hon'ble Pannalal Bose: For boarding and lodging Government does not pay anything. Only Rs. 20 stipend.

Sj. Natendra Nath Das: In answer to (*d*) it tas been stated that Rs. 27,339-11 was spent over the establishment and other miscellaneous charges in 1954-55. Will you please give some details about the main heads of this expenditure? So much money has been spent in one year.

The Hon'ble Pannalal Bose: Regarding details of expenditure I want to ask for notice. But I may tell you that for 46 students it costs Rs. 27,000.

Sj. Natendra Nath Das: Has any student from that institution got any scholarship since its establishment?

The Hon'ble Pannalal Bose: I ask for notice?

Sj. Natendra Nath Das: What is the utility of running such an institution? He may easily invest that money on other Tols.

The Hon'ble Pannalal Bose: This is a Tol run by the Government.

Sj. Madan Mohon Khan:

আপনি বলেছেন ১৯৫৫ সালে ৪৬ জন ছাত্র ছিল, তার মধ্যে কয়জন পরীক্ষা দিয়েছে এবং কয়জন পাশ করেছে?

Mr. Speaker: That does not arise out of this question.

Sj. Jyoti Basu: Sir, before you go on to the next question may I know, whether there is any Deputy Minister for Education? Unnecessarily we are troubling the Minister... .....

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sjkta. Purabi Mukhopadhyay is the Deputy Minister. But unfortunately she does not know that these questions will be taken up today. In future that will be done.

B. T. Colleges in West Bengal

***56. Sj. Mrigendra Bhattacharjya:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে বি টি ট্রেনিংএর জন্য কোথায় কোথায় সরকার পরিচালিত কতগুলি কলেজ আছে;

(খ) কোন্ কোন্ কলেজে ১৯৫২, ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ সালে কতজন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইয়াছেন এবং কতজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন;

(গ) কোন্ জেলা হইতে কতজন শিক্ষক বি টি ট্রেনিংএর জন্য ১৯৫২, ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ সালে আসিয়াছিলেন;

(ঘ) নূতন বি টি কলেজ খোলার জন্য সরকারের কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা; এবং

(ঙ) থাকিলে, কবে খোলা হইবে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) কলিকাতায় দুইটি এবং হুগলীতে একটি।

(খ) এবং (গ) "ক" এবং "খ" বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(ঘ) হ্যাঁ।

(ঙ) ইহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Statements "ক" and "খ" referred to in reply to clauses (খ) and (গ) of starred question No. 56

STATEMENT "ক"

সাল।	ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ (কলিকাতা)।		ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন ফর উইমেন (কলিকাতা)।		গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ (হুগলী)।
	ভর্তি	উত্তীর্ণ	ভর্তি	উত্তীর্ণ	
১৯৫২ ...	২৬২	২২৩	১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।		১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
১৯৫৩ ...	২৮৮	২৬৪			
১৯৫৪ ...	২৩২	১৪*	৯১	৮১	

*কেবলমাত্র ১৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন, অন্যান্য ছাত্রগণ পরীক্ষা না দিয়া পরীক্ষাকেন্দ্র ত্যাগ করেন।

STATEMENT "খ"

	ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ।			ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন ফর উইমেন। (কলেজ ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।)			গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী। (১৯৫৫ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।)
	১৯৫২	১৯৫৩	১৯৫৪	১৯৫২	১৯৫৩	১৯৫৪	
কলিকাতা ...	১২২	৮৮	৪৩	...	...	২৩	
চব্বিশ-পরগনা ...	৩১	৪৬	৩৬	...	...	১১	
মেদিনীপুর ...	৩৩	৩৪	৩৭	...	...	১	
হাওড়া ...	১০	১৭	১৭	...	...	২	
নদীয়া ...	৮	১৫	১৫	...	...	৩	
বাঁকুড়া ...	৭	১২	১২	...	...	...	
হুগলী ...	১৫	১৭	১৭	...	...	৮	
বর্ধমান ...	৯	১৫	১৫	...	...	৬	
বীরভূম ...	৫	১২	১০	...	...	...	
মালদহ ...	৪	৯	৭	...	...	...	
পশ্চিম দিনাজপুর	৩	২	২	...	...	১	
দার্জিলিঙ ...	১	৪	৪	...	..	...	
জলপাইগুড়ি ...	৬	৮	৮	...	...	৩	
কুচবিহার ..	৩	৩	৩	...	...	...	
মুর্শীদাবাদ ...	৫	৬	৬	...	...	১	
						৩২	(উদ্বাস্তু শিক্ষক)।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, ১৯৫৪ সালে ২৩২ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল ; তার মধ্যে মাত্র ১৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছে এবং বাকি সব পরীক্ষা না দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র ত্যাগ করেছে —এই ত্যাগ করার কারণ কি ?

The Hon'ble Pannalal Bose:

কোন সালের কথা বলছেন ?

Sj. Ganesh Ghosh:

সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে বি, টি, ক্লাসএ কয়জন ছাত্র ভর্তি হতে পারে অর্থাৎ কয়টি সিট আছে ?

The Hon'ble Pannalal Bose:

বলতে পারি না ; নোটিস চাই।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

(ঘ) প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন যে, ইহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় কোথায় আরো বি, টি, কলেজ করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন ?

Mr. Speaker: That does not arise out of this question.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Introduction of compulsory Primary Education in rural areas

26. Sj. Lalit Kumar Sinha: Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্যাপক এবং বাধ্যতামূলক করিবার জন্য সরকারের দশসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী কতগুলি নূতন স্কুল খুলিবার কথা আছে এবং তাহার মধ্যে কতগুলি স্কুল এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে;

(খ) এই সকল স্কুলে ১৯৫১-৫২ সালে কত ছাত্র ভর্তি করা হইয়াছে;

(গ) চব্বিশ-পরগনার ক্যানিং ইউনিয়নে এইরূপ কয়টি স্কুল খোলা হইয়াছে এবং সেগুলিতে কত ছাত্র ভর্তি করা হইয়াছে; এবং

(ঘ) কতগুলি প্রাথমিক শিক্ষক এই সকল স্কুলে চাকরি পাইয়াছেন এবং মাসিক ৩০ টাকা বেতনের শিক্ষকের সংখ্যা কত?

The Minister for Education (The Hon'ble Pannalal Bose): (ক) সরকারের দশসালা পরিকল্পনায় নূতন কোন বিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব নাই। পল্লী অঞ্চলে বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দুই দফায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় ২৩,০০০ বর্গ মাইল পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও আবশ্যিক করা হইবে। ১৯৫৪-৫৫ সালের শেষ পর্যন্ত ২,০৭৮টি বিদ্যালয় এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

(খ) ৮২,৭৫২ জন।

(গ) ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত ২৪টি বিদ্যালয়কে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহাতে ছাত্রসংখ্যা ৬৯২ জন।

(ঘ) ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে ৮ জন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের বেতন ৩০ টাকার উপরে।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

এই যে আপনি বলেছেন (ক) প্রশ্নের উত্তরে, সরকারের দশসালা পরিকল্পনায় নতুন কোন বিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব নেই। আপনি এই পরিকল্পনায় কি আছে জানেন কি, এই পরিকল্পনা দেখেছেন কি?

Mr. Speaker: That question does not arise. That will take long to answer. It cannot be a verification of matters of record. You may utilise it for such purposes as you like.

Sj. Lalit Kumar Sinha:

আপনি (গ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত ২৪টি বিদ্যালয়কে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, এটা কোন পরিকল্পনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

এই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলেছি, যখন কমপালসারি এডুকেশনএর কথা চলেছে সেই সমস্ত জিনিসই—সোয়েপ্ট এ্যাওয়ে বাই সার্বসিকোয়েন্ট প্রোগ্রেস। সারটেন এরিয়াতে আগে যে সংখ্যক টিচার ছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং এর কোন ভ্যালু নেই।

Increase of literacy under Social (Adult) Education Scheme

27. **Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state how many persons have been made literate between 1951 and 1955 through—

(a) adult literacy scheme; and

(b) other schemes of the Government of West Bengal?

The Hon'ble Pannalal Bose: (a) 145,110 persons under Social (Adult) Education Scheme, Government of West Bengal.

(b) There is no other scheme.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এই যে বলেছেন,

'145,110 persons under Social Education Scheme"এ তাদের নেওয়া হয়েছে, তাদের এই এডুকেশন স্কিমএর জন্য কোন পরীক্ষা দিতে হয় কিনা, কোন টেষ্ট দিতে হয় কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

এখানে লেখাপড়া জানার ইমপরটেনস নেই। আনএডুকেটেড নিরক্ষর স্কুল গোইং এজ যারা তাদের জন্য নানা রকম আয়োজন হয়েছে, যেমন গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী, লেকচার, মিটিং, ডিসকাশন ও রিক্রিয়েশনাল এ্যাকটিভিটি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে—আইডিয়াল ইনফিউজ করার জন্য।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

লিটারেসি মানে লেকচার দেওয়া নয়, লিটারেসি মানে লেখাপড়া জানা। এবং সেটি টেষ্ট করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

আপনার যদি আমার মত এক্সপিরিয়েন্স হত তাহলে বুঝতেন। আমি "চাহার দরবেশ" পড়েছিলাম, কিন্তু একটা কথাও মনে নেই।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আপনি যখন এক্সপিরিয়েন্সএর কথা বললেন তখন জিজ্ঞাসা করছি, এই যে এতগুলি লোককে লিটারেট করার পর তাদের কি কিছুই মনে নেই?

Mr. Speaker: That does not arise.

High English Schools under Multipurpose Scheme in Bankura district

28. **Sj. Amulya Ratan Ghosh:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) বাঁকুড়া জেলায় কতগুলি হাইস্কুল Multipurpose Scheme-এ গৃহীত হইয়া মঞ্জুরী পাইয়াছে এবং তন্মধ্যে বাঁকুড়া সাবডিভিসনে কয়টি ও তাহাদের নাম কি;

(খ) বিষ্ণুপুর সাবডিভিসনে কোন স্কুল উক্ত Scheme-এ গৃহীত হইয়াছে কিনা;

(গ) হইয়া থাকিলে তাহাদের নাম কি;

(ঘ) উক্ত Scheme-এ গৃহীত না হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি;

(ঙ) উক্ত সাবডিভিসনে কোন স্কুলকে Scheme-এ লইবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং

(চ) থাকিলে তাহা কোন্ স্কুল?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) ছয়টি। বাঁকুড়া সাবডিভিসনে একটি—বাঁকুড়া জেলাস্কুল।

(খ) হ্যাঁ, হইয়াছে।

(গ) রামসাগর হাইস্কুল এবং বিষ্ণুপুর হাইস্কুল।

(ঘ) হইতে (চ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Amulya Ratan Ghosh:

আপনি এই যে মালটি-পারপাজ স্কুলের কথা বলেছেন, যে বাঁকুড়া সাবডিভিসনে একটি এবং বাঁকুড়া জেলায় ছয়টি আছে। তাহলে কোথায় কোথায় এই ছয়টি স্কুল হয়েছে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

বাঁকুড়া সাব-ডিভিসনে একটি, বাঁকুড়া জেলা স্কুল, ও রামসাগরে একটি।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Amulya Ratan Ghosh:

বাঁকুড়া জেলায় আপনি বলেছেন ছয়টি স্কুল, বাঁকুড়া সাবডিভিসনে একটি—বাঁকুড়া জেলাস্কুল। বাকিগুলির নাম কি এবং বিষ্ণুপুর সাবডিভিসনে কটি হয়েছে এবং তার নাম কি? আপনি তো বল্লেন ৬টি স্কুল হয়েছে—তার মধ্যে একটি জিলা স্কুল, রামসাগর হাই স্কুল এবং বিষ্ণুপুর হাই স্কুল—তিনটির নাম পাওয়া গেল বাকি তিনটির নাম জানতে চাইছি।

The Hon'ble Pannalal Bose:

মালিয়াড়া, বেনিয়াতোলা এবং বাকিটির নাম এখানে দেখছি না।

Sj. Amulya Ratan Ghosh:

এগুলি কোন সাবডিভিসনে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

সদর সাবডিভিসনে।

Sj. Amulya Ratan Ghosh:

আপনি বল্লেন বিষ্ণুপুর সাবডিভিসনে দুইটি, রামসাগর হাই স্কুল কোন সাবডিভিসনেএ? কি অবস্থা এডুকেশন মিনিস্টারএর যদি সাবডিভিসনএর জ্ঞান না থাকে তবে চলে কি করে?

Mr. Speaker:

আপনি কি জিওগ্রাফির জ্ঞান টেষ্ট করছেন? সে হয় না।

Conversion of High Schools into Technical Schools in Midnapore district

29. **Sj. Mrigendra Bhattacharjya:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ১৯৫৬ সাল হইতে মেদিনীপুর জেলায় কয়টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়কে Technical School-এ পরিবর্তিত করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে;

(খ) এই সমস্ত Technical School-এ শিক্ষার বিষয় কি কি থাকিবে; এবং

(গ) উক্ত Technical School-গুলি চালু করার জন্য স্থানীয় School Committee গুলির উপর কি কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) ঐরূপ কোনও সিদ্ধান্ত হয় নাই, তবে Multipurpose বিদ্যালয়রূপে [illegible] ৭টির মধ্যে দুইটিতে Technical এবং Science উভয় Course থাকিবে।

(খ) বিগত ২৮এ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত ২৩০নং প্রশ্নের (গ) দফার উত্তর দ্রষ্টব্য।

(গ) এই বৎসরের মধ্যেই গৃহনির্মাণ ও যন্ত্রাদি ক্রয় আরম্ভ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

আপনি উত্তরে বলেছেন—৭টি স্কুল তার মধ্যে দুটিতে টেকনিক্যাল স্কুল এবং সায়েন্স কোর্স থাকবে, কোথায় কোথায় হবে সে দুটি? এবং মালটিপারপাস স্কুলগুলি কোথায় কোথায় হবে?

[No reply.]

Notice of an adjournment motion

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, Sir, before you go on to the next agenda, I would like to mention that I gave notice of an adjournment motion with regard to the postponement of the Calcutta Corporation election which was to take place on the 29th March, but I find that consent has been refused. You had stated that you would take it up yesterday but that programme has come today.

Now, this is a very important matter. It is not an ordinary routine administrative affair and the Corporation is not the zemindary of the West Bengal Government that they will treat with it as they like. At least there should have been a statement by the Government as to what are the difficulties for which this postponement has taken place. I know that under the Act they have got the power to postpone it for one year, but it is expected in a democracy, that, when such things are done and extraordinary powers are availed of, at least a statement should have been made.

Mr. Speaker: I will tell you the reason. Whatever you are wanting you are sure to get it because today the Budget discussion will start and during the general discussion you can fully raise that question and you are certainly entitled to get an answer on that. That is why consent to the adjournment motion was refused. For four days any member can raise any question and the question of the adjournment motion, that is, the Calcutta Corporation matter, can also be raised.

Sj. Jyoti Basu: I understand why you have refused consent, but the point is, would you agree with me when I make the statement on the floor of the House, that in a democratic set-up the Government is obliged to make a statement at least informing us about the reason—what is the difficulty for which they have postponed?

Mr. Speaker: Certainly you are expected to get a reply. Certainly you can raise that question in the course of the Budget discussion and you are entitled to get a reply.

Sj. Bankim Mukherji: The thing is, of course in the Budget discussion we have a right to discuss anything and everything, but the adjournment motion is not exactly a matter to discuss for a few minutes a particular item. In the Budget discussion, we have got to discuss everything under the sky, which happens in this province of West Bengal, but in an adjournment motion, we get full two hours to discuss a particular matter which is of a very serious nature. We won't get much time in the Budget discussion, because there would be half an hour, in which there

would be hundreds of speakers speaking on hundreds of items of Local Self-Government. An adjournment motion is not the same thing as discussing a cut-motion, because it deals with such a vital thing, and it is of such great public importance, that we want to consider this thing and bring home to the Government, that they cannot at any time dictate that they will hold the election and then again drop it by announcing, that they will postpone it. In that way they cannot carry on. On this we want to have a discussion. Therefore, an adjournment motion has been sent. It is not the same thing as giving us some time during the budget discussion—we have always the time to discuss it in the budget session. But that is not the same thing as discussing its full implications in full details. Therefore, we want this leave for adjournment.

Mr. Speaker: I have already stated—and this has been very clearly and unequivocally established—why adjournment motions are refused during the Budget discussion, because the same question, which they want to raise through the adjournment motion, they can fully raise during the four days' Budget discussion and Government is bound to give a reply. There will be specific cut-motion on that too. It is a very well-settled principle that adjournment motions are not allowed during the Budget discussion.

Point of Privilege

Dr. Jatish Ghosh:

পয়েন্ট অফ প্রিভিলেজএ বলছি স্যার, ফ্রিডম ফ্রম এ্যারেষ্ট সম্বন্ধে একটা ডিসিশন চাই। এই যে জ্যোতিষ জোয়ারদার মহাশয়ের এ্যারেষ্ট—হাউস অফ কমনস্‌এ.........

Mr. Speaker: I have already intimated to the House. You were not perhaps present in the House.

Dr. Jatish Ghosh:

হাউস অফ কমন্সএ প্রাকটিস আছে সেটা সম্বন্ধে বলছি—

"before 40 days of the commencement and after 40 days".

Mr. Speaker: I would refer you to Captain Ramsay's case. If the Government arrests a member and brings it to the notice of the Speaker and the Speaker informs the House, the House is in possession of the information. There is no question of privilege. That is a well-settled principle. I will give you Ramsay's case. You read it and you will be quite satisfied.

Dr. Jatish Ghosh: "Recently in a case the learned Counsel of the High Court"

এই পয়েন্টএ আরগ্‌মেন্ট করলেন যে এই সর্তে এম. এল. এ.এর বিরুদ্ধে কোন কেস হতে পারে না, এ সম্বন্ধে এখনও কিছু জাজমেন্ট দেন নি। কিন্তু এতে ক্লিয়ারলি বলছে

"freedom from arrest, 40 days before or after"

এটা যদি আপনি ভাল করে দেখেন—তাহলে সুবিধা হবে।

Mr. Speaker: That freedom from arrest refers to civil case, not criminal case.

[3-50—4 p.m.]

Ruling by Mr. Speaker on the motions of Sj. Jyoti Basu

Mr. Speaker: The other day I reserved my ruling on the two motions tabled by Shri Jyoti Basu. I propose to give the ruling now.

Sj. Jyoti Basu brought two motions on Saturday last for the rescission of two decisions of the House taken in regard to (1) West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956 and (2) West Bengal *Panchayet* Bill on the 24th February, 1956.

I have considered the matter carefully and have also looked into the precedents and I find that in the House of Commons, such motions for rescission of previous decisions of the House taken in the current session are admitted, although it is done sparingly.

It is a rule of general application in all parliaments that no question shall be offered that is substantially the same as one on which a verdict has already been given by the House. This rule, however, applies only when a question substantially the same as one on which a previous decision is given is proposed. This rule does not apply and has not been applied to the case of an open rescission of a previous decision of the House; because a motion that a decision be rescinded cannot be said to be the same as, for example, that a bill be passed. And May has expressed the same proposition in the following terms:—

"But the practical inconvenience of a rigid rule of consistency especially where the House as a whole wishes to change its opinion has proved too great for a body confronted with the ever changing problems of the Government; and the rule prohibiting reconsideration of a decided question has come to be interpreted strictly according to the letter so as not to prevent open rescission when it is decided it is desirable" (*Vide* May 15th Ed., page 395).

No less a person than the late Lord Asquith, the then Prime Minister, said in moving a motion for the rescission of a previous decision,

"Any other rule or law would really reduce the House to a condition of almost ludicrous impotence. To say that this House is not able, if it is so minded, under any circumstances whatever, to rescind a resolution which upon reconsideration it thinks ought not to have been passed, *is to deny to the House the first quality of a really deliberative Assembly.*"

Asquith goes on to cite two previous precedents in which the House of Commons had rescinded its previous decisions taken during the current session once, in 1834 and the other in 1864. Asquith also points out that there is no distinction of any sort or kind between cases of resolutions strictly so-called and motions passed during the course and in relation to the operation of a Bill. This happened in 1912 and the motion that was moved by Asquith was:

"That the decision of this House on the amendment moved on........... by.................by which it was proposed to insert certain words in the Government of Ireland Money Resolution as reported to the House be rescinded."

This related to the Government of Ireland Bill (*See* Parly. Debates, 1912, Vol. XLIII, Col. 2003).

The circumstances which led to the moving of the motion by Asquith are contained in his speech and I think certain extracts from it are worth quoting:—

"It is within the knowledge of the House that on Monday last an amendment moved by the Hon'ble Barnet, the Member for the city of London on the report stage of a resolution passed in Committee on the Government of Ireland Bill was carried by a majority of 21. Of that amendment, no notice had been given. It was, I think, very briefly debated and

it was not supported in debate by any gentleman sitting on the front Opposition Bench opposite and although it was carried by the House, I think there is some doubt even now whether Hon'ble gentleman either upon the one side or upon the other thoroughly appreciated its importance".

"Next, a matter to which I attach no less importance the consideration which we have always put forward and which I strongly hold myselt that in order that a Bill passing through this House should become law under the operation of the Parliament Act, it should receive upon all substantial and vital points the assent of a majority of this House. It follows that one ought, critical as the circumstances are, to consider—I think it is the duty of the House to consider—whether or not the ordinary presumption which I agree under normal condition apply, that a decision of the House is the *considered judgment* of the House is applicable to this particular case and I am going to submit to the House stray reasons for thinking it is not."

Redlich in his "Procedure of the House of Commons", Vol. III, states the same proposition in the following terms:—

"It is necessary finally to refer to one principle which is of vital importance to the course of business and to the whole procedure of the House. A motion or a bill on which the House has given a decision may not be brought before the House again in the same session. The rule is of great importance from a constitutional standpoint. It protects the judgment of the House on any point from being attacked in the same session as that in which it is given and thus provides for some amount of stability in legislation. To a certain extent it is analogous to a rule of law which prevents *res judicata* from being tried over again."

He goes on however to state "The rule has important practical results in the not impossible event of its being absolutey necessary to reconsider some decision at which the House has arrived. If the decision is positive in form, the rule causes no difficulty; the direct negative (a motion to rescind) is technically a new matter." (*See* Redlich, Procedure of the House of Commons, V.III, p. 36).

The same practice also prevails in the House of Commons in Canada (*See* Beauchesne's Parliamentary Rules and Forms, para. 317).

A motion for rescission of a resolution or other vote of the House is also allowed in the other Legislatures, e.g., Newzealand (Standing Order 114), New South Wales (*See* Standing Order 115). This is also the practice in all the Commonwealth Parliaments. I do not think I need quote further references.

Sj. Jyoti Basu has referred to the case of rescission of a decision of the Lok Sabha in regard to the Constitution Amendment Bill. I have not been able to get a copy of the proceedings of the 12th of December 1955 on which a ruling was given and I have not been able to see the exact terms of the ruling. In the House of Commons it appears that the order for the third reading is discharged in order to allow amendments to clauses to be made (*See* May, page 554). But as there are direct precedents of the House of Commons on the matter at issue, I think therefore that the motions proposed by Sj. Jyoti Basu are in order.

At the same time, I would request the House which is the ultimate authority, to give its verdict on the motion. I do hope that the House will come to an agreed decision on the motion.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I desire to make a short statement on this issue. You have been pleased, Sir, to admit the motion that stands in the name of Sj. Jyoti Basu. It is obvious that this is the first case when this Assembly has been called upon to exercise its judgment on this matter, on such a motion. I may say in advance that I hope and trust that what I am going to say now will not be a precedent for future occasions of this type. The motion has two parts. The first part relates to the West Bengal Premises Tenancy Bill. This motion states that the decision of the House taken on the 24th February, 1956, on the West Bengal Premises Tenancy Bill be rescinded. In the usual course this motion is now before the House, for it either to accept it or reject it. We, on this side of the House accept it. I will presently mention the reasons. I may say at the outset that we will be prepared to re-open discussion on those unfinished clauses of the Tenancy Bill after Clause 17 on which there were amendments proposed as also the third reading of the Bill. We say this for the following reasons. You, Sir, on the 24th instant, were anxious to let these clauses of the Bill as well as the third reading stand over till the next working day. Shri Naresh Nath Mookerji and myself pointed out to you that your decision might lead to this difficulty that if this Bill, the term of which, was going to expire on the 31st March was not considered by the Assembly in time and passed early enough to be considered by the Upper House, accepted by them and sent to the President of the Indian Union and his assent obtained before the 31st March the tenants of Calcutta will have no protection whatsoever, for the intervening period. When this view was placed before you, you were pleased to reconsider your decision to defer discussion on the unfinished sections of the Bill on which amendments had been proposed as also the third reading of the Bill till the next working day. You then allowed all clauses of the Bill to be put to the vote as also the motion for passing of the Bill. We realise that this Bill affects every householder in Calcutta and all municipal towns in the State of West Bengal; and naturally a very large number of people are interested in the progress of the Bill. We have no desire to stifle legitimate discussion on the provisions of the Bill. It is unfortunate that we did not get the help of the movers of the amendments on 24th instant which would have enabled us to finish the Bill in proper time.

4—4-10 p.m.]

But as the matter now stands I think the clear course would be for us to sit extra hours in order that the Bill might be finished by the 3rd March. Government has to issue a revised programme of work. I have had a personal discussion with Shri Jyoti Basu regarding the provisional programme and we have come to the following conclusions, namely, that we have extra sittings on the morning of the 2nd and afternoon on the 3rd March in order that we might not only finish discussion on the Tenancy Bill before that period but also finish the general discussions on the Budget and start voting on demands for grant on the evening of the 3rd March. Separate dates will be announced for discussion of the report of the Joint Select Committee on the "*Panchayet* Bill."

Mr. Speaker: I take it that the two motions of Sj. Jyoti Basu are unanimously agreed to by the House.

[Cries of "yes", "yes"]

The motions were then unanimously agreed to.

Enquiry re: the date of discussion on Second Five-Year Plan

Dr. Ranendra Nath Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অন্‌ এ পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন, আমরা এইমাত্র একখানা বই পেলাম, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গলএর দ্বারা সারকুলেটেড সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানএর রিভাইসড প্রোগ্রাম সম্পর্কে,—আমি চিফ মিনিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—এ সম্বন্ধে আলোচনা কি আলাদা সাবজেক্ট হিসাবে হবে? অর্থাৎ এর আলোচনা এই সেসনএর বাজেট ডিসকাসনএর সঙ্গে হবে, না, পরে অন্য আর একটা সেসনএ হবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

পরে হবে।

The first year for the Second Five-Year Plan is the Budget for 1956-57. I have circulated these papers to the members so that they might refer to it while discussing the Budget. At this stage it would be rather unrealistic to consider any budget beyond 1956-57. You must have seen in the papers that discussions in the Planning Commission are still going on necessitating the alteration of physical target and the resources. I suggest, therefore, these papers will be used by members so far as they need information as far as the first year of the Second Five-Year Plan is concerned.

Sj. Bankim Mukherji: We have been assured by the Chief Minister that we will have a discussion on it but now we are confronted with a *fait accompli.*

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Nothing can be a *fait accompli.* No Budget or no plan can ignore to take new ideas. Therefore, you may give any suggestions and those will be welcomed.

Dr. Ranendra Nath Sen: While discussing the budget we want to lay stress on the Second Five-Year Plan and unless we know the policy involved in the 2nd Five-Year Plan it would be difficult for us to make any useful comment. As far as the Central Parliament is concerned they have also recommended certain changes in the Second Plan and modifications have been made accordingly. So it would be useful if we could get an opportunity to discuss the Second Plan.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Is it in the contemplation of Government to have a short session of the Assembly for the discussion of the Second Plan or it will be discussed in this session?

Sj. Jyoti Basu: Sir, I would like to remind the Chief Minister, though I have stated earlier in a letter to him, that in the Uttar Pradesh Assembly and in other Assemblies in India—in the Bihar Assembly—they have a discussion on the Second Five-Year Plan separately and not as a part of the budget. The Chief Minister had wanted some information, I remember, at an earlier stage when I raised this question and I have given him this information. We want to have discussion on this Plan so that Government may also be helped in the course of the discussion but it is unfortunate that we are not getting an opportunity to discuss it. Even at this late stage I would request the Chief Minister through you to allot a separate day for the discussion of the Second Plan after these 14 days. We want to discuss the entire Plan and not year by year.

In this connection I would remind you that the proceedings of the House on the 24th which were circulated is an unrevised version and no revised version has been given to us. There

of the proceedings and I would request the Chief Minister to go through I would like to draw his attention to the wrong information or statement where he has said that the Opposition members asked for the adjournment of the House on account of the death of Dr. Meghnad Saha.

Sj. Jagannath Mojumder: On a point of information, Sir. The text of the motion brought by Sj. Jyoti Basu on 25th February, 1956, was that the decision on the West Bengal Tenancy Bill taken on the 24th February that the Bill be passed be rescinded? Now, Sir, what do you mean by these wordings—whether we should begin from the third reading or from the stage at which we left.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have already stated that we shall begin from the stage at which we had left it.

Sj. Jogesh Chandra Gupta: Sir, I still want you to consider that we do not want to make a mistake. You have no doubt cited precedents of the House of Commons but the rules of the House of Commons do not apply where our Indian Constitution and other rules provide otherwise. This is the difficulty. Of course it is a very happy sign that both sides have come to an agreement. I am afraid that otherwise some constitutional difficulties may arise.

Mr. Speaker: I have given my decision.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, are we still discussing the point?

Mr. Speaker: No, that is over.

General Discussion of the Budget

Sj. Jyoti Basu: Sir, the Budget speech of the Finance Minister is lacking in seriousness as can be seen from the fact, that he deliberately omits to mention the drawbacks, the negative features and the grave contradictions developing in the economy of the State. The partial improvements and changes scattered, developments which do not lay the basis for fundamentally changing our economy are sought to be presented as the whole truth and the reality in West Bengal. From a perusal of the Budget figures and the outlines of the Second Five-Year Plan, which was stated before us by the Finance Minister, there is no indication that a rapid change in our economy and the condition of the people is envisaged. About the lack of seriousness in grapling the reality, I shall give you only a few examples. Dr. Roy himself—if you remember—in his last Budget speech, had referred to the—I am quoting his words—"increasing unemployment population".........

[4-10—4-20 p.m.]

and after giving statistics had stated "tremendous investment is necessary, if the economy is not to disintegrate completely." He went on further in last year's budget speech to state "the agricultural sector of the economy is in a decadent state". "Further relief must come almost wholly through industries both cottage industries as well as big industries". This is what Dr. Roy had stated last time in his Budget speech. I think he was more realistic than this year's Budget speech. But still neither in discussing the results of the First Five-Year Plan nor the prospects of the Second Five-Year Plan, nor in the provisions of the budgetary expenditure, is there any mention whatsoever about the unemployment situation and how it will be tackled. Yet, throughout the plan period, the unemployment position has deteriorated and assumed

menacing proportions. If there were 12 lakhs employment seekers last year the total in five years will increase to 18.1 lakhs but Dr. Roy does not think it necessary even to mention this problem or its solution. I shall deal with this problem later while discussing the Second Plan. Similarly he refuses to inform us, whether the Budget expenditures have been so devised during the first year of the Second Five-Year Plan as to provide employment through cottage and other big industries, as he had stated last year. The Finance Minister also conveniently leaves out of account the fact that despite the aim of a socialistic pattern of society, during the First Plan there has been a concentration of wealth in a few hands and the gulf between the rich and the poor has increased. He makes an assertion this year, about the relatively greater improvement in the income of the lower classes than in the income of the middle and upper classes but strangely enough, it is not backed by facts or figures. It is only backed by his experience as he states. Can irresponsibility go any further? Here is a quotation from Government sources to prove my contention and the opposite of what Dr. Roy says about the lower income group. The Taxation Enquiry Commission observes "On the other hand, the economic position of fixed income earners who generally constitute the middle classes in the urban areas and of agricultural labourers in rural areas has deteriorated. There has apparently been an accentuation of inequality owing to the familiar effects of inflation in raising business incomes and the larger agricultural incomes". The Commission goes on "at the same time there has been a fall in real incomes of considerable sections of the population comprising agricultural labour remunerated in cash and the lower salaried groups in both the public and private sectors". This is from the Commission's Report, Volume I. The Finance Minister makes much of the fact that the new tax burden imposed during the period of the plan is quite moderate but it must be remembered that the per capita taxation in West Bengal is already the highest in India. This fact had been stated by the Finance Minister in his earlier budget speeches but this time while dealing with the question of taxation, he leaves it out of account altogether. In 1955-56 budget the per capita taxation was Rs. 9.41 and in 1956-57 budget the per capita taxation comes to Rs. 11 as far as I have been able to calculate. Now the per capita Central tax in West Bengal is Rs. 11. That is Rs. 22 in all. This will rise to a larger extent as new taxation has been threatened both by the Centre and the State under the Second Five-Year Plan because you will remember that 450 crores of rupees has to be found out from internal sources. That means it will be raised by extra taxation by the Centre and by the State Government.

Now a few words on the revenues of the State. The total revenue receipts have been placed at Rs. 49 crores of which Rs. 28 crores 65 lakhs will come from State taxes. The contribution from these sources was Rs. 21 crores 66 lakhs in 1950-51. Thus the State taxes which had already been increased by 17 per cent. over 1950-51 in 1956 will be further enhanced representing an increase of nearly 32 per cent. over 1950-51 level and 12.9 per cent. increase over 1955-56 level. In short the revenues still come from taxes, State and Central Excise, Betting, Water Rates, etc. In this connection it must be noted that the revenues from other State sources which include all the important productive schemes of the Government is estimated to be only Rs. 6 crores 75 lakhs in 1956-57 as against Rs. 8 crores 10 lakhs in the revised estimate for 1955-56. It may be recalled in this connection the Planning Commission in their discussion in August 1955 totally ignored the West Bengal Government's estimate of recoveries from their productive schemes while computing the resources of the State

r financing the Second Five-Year Plan. This is a sad commentary on ie capacity of the West Bengal Government to raise revenues from oductive schemes.

Thus the sources are stereotyped and same as ever and no new avenues ... the revenues have been opened up. Nor has any relief been given to the people to lighten their tax burdens. According to us the State must more and more occupy positions in the economy of the State and augment its revenues from productive schemes and State business and industries. Secondly, the State could begin nationalising such British concerns as the Calcutta Electric Supply Corporation, Tramway Company, coal mines, etc. and realise the profits for nation building purposes. Thirdly, the Central Government should be pressed upon to impose a ceiling on the profits of big business, both Indian and foreign, in order to enhance the resources of the State. Fourthly, prevent remittance of profits outside the country by Britishers and others. Fifthly, stop payment of compensation to landlords for about ten years and make only rehabilitation grants to needy smaller landlords. I find that in the budget for 1956-57 Rs. 74 lakhs have been provided for payment of *ad interim* compensation to landholders. I do not know but I am almost sure that even the biggest landholders are included in this payment of compensation. Sixthly, serious efforts must be made to curtail non-developmental expenditures. But nothing of the kind is attempted as is clear from the budget expenditure. The Finance Minister often takes great pride in spending huge sums of money. I think somewhere he has stated that about Rs. 94 crores had been spent by him although the West Bengal Government had begun from a scratch, about Rs. 2¼ crores. But there is no fundamental change either in the proportion or pattern of expenditure although the expenditure on education has gone up by about a crore of rupees and, of course, this is welcome. Here is the allocation of expenditure for 1956-57. I just quote a few figures. I find that the police including loss on sale of subsidised food, extra police force, N.C.C., Excise, etc., totals up to an expenditure of Rs. 11 crores 33 lakhs 4 thousand eight hundred rupees, that is about 18 per cent. of the total revenue expenditure. General Administration—3 crores 74 lakhs 19 thousand three hundred rupees, i.e. 6.3 per cent. of the total revenue expenditure. Medical and Public Health—Rs. 8 crores 24 lakhs 2 thousand three hundred which is 12.9 per cent. of the total revenue expenditure. Education—Rs. 9 crores 74 lakhs 56 thousand five hundred which is 15.3 per cent. of the total revenue expenditure. That is expenditure on police continues to be the largest single item of expenditure together with loss on sale of subsidies of food, extra police force, N.C.C., Excise, etc. Police and Administration together account for more than 27 per cent. of the revenue expenditure even during the first year of the Second Plan period.

[4-20—4-30 p.m.]

Expenditure on industries and cottage industries on the other hand is as usual meagre and the bulk of the amount under these heads is spent on administration, not for the development of industries.

In respect of capital expenditure for 1956-57, the welcome feature is the provision for khatal removal scheme, expenditure on Mayurakshi and Kangsabati reservoir projects, expenditure on Damodar Valley project, Coke Oven Plant, irrigation-*cum*-power project at Durgapur, subsidised industrial housing scheme, building programme and colonisation scheme

for displaced persons. These expenditures, although inadequate for some items, if made in time and without wastage, will lead to beneficial results in the long run, specially if indirectly the people are not forced to make contributions and sacrifices even before any benefit accrues to the people.

Now, let me examine the two 5-Year Plans, the one in retrospect by its results, and the other in prospect. Of course, I may state at this stage that with regard to the Second Five-Year Plan I have been placed in great difficulty because the details are not known to me, and just now I have received a copy of that Second Five-Year Plan, a booklet. Had I received it earlier, I might have been helped in these discussions, but whatever had appeared in the Press and from the statements of the Chief Minister I have gathered my facts from them, and I have discussed the Second Five-Year Plan according to those facts. In the First Five-Year Plan in West Bengal the emphasis was laid on construction and development of roads, irrigation projects and agriculture, and these three heads account for 50 per cent. of the expenditure target of 71.58 crores. But the tempo of progress is still very low, and this one can gather from the fact that even according to Government an expenditure of 200 crores is necessary for what the Government says "a reasonably complete road plan". This is the statement by the Government itself. At the present rate it will require over thirteen years to implement a reasonable complete road plan according to my calculation. But one must attach due importance to the construction of roads that serve the needs of the people in the rural areas. With regard to irrigation I repeat what I stated during the debate on the Governor's Speech, that even if the plan target of 9.17 lakh acres is reached—I want a categorical answer on this whether my figure is correct or not, and if it is not correct I may be given the correct figure because in different publications of the Government different figures appear—I repeat that even if the plan target of 9.17 lakh acres is reached, only 25 per cent. of the cultivated land will be affected as a result of irrigation; the rest would not receive any irrigation benefits. Only 25 per cent. of the cultivated land in West Bengal will be affected as a result of irrigation. This surely is not a very encouraging result. Under Agriculture some moneys are no doubt spent for minor irrigation schemes, manures, fertilisers, seeds, reclamation and so on. These have certainly meant some improvement in scattered areas, but our agriculture remains nonetheless in a state of decay. This is my conclusion despite the expenditures made on big and small irrigation schemes, that agriculture remains nonetheless in a state of decay. We have all along demanded greater concentration and expenditure on minor projects to be undertaken with the help of the people because these give quicker results and thereby the costs can be kept very low, but unfortunately as yet there is no indication that the West Bengal Government seeks the help of the people in undertaking these small irrigation projects in the rural areas. Despite all the emphasis on food production and improvement in the situation, it cannot be denied that West Bengal's food production remains deficit and we are meeting our current needs from old Government rice stocks, much of which incidentally have been built up by denying food to scarcity areas like Midnapore, 24-Parganas, Bankura and other places. The food position was such that even Dr. Roy could not help confessing—I think it was last year—that there was a delicate balance between demand and supply. If that situation has changed for the better, we should be told, but according to our figures—again gathered from Government sources—the conclusion remains the same that there is a delicate balance between demand and supply.

West Bengal has got its own taste of the Community Projects which ıt only the Chief Minister here but the Prime Minister Shri Nehru scribe as revolutionary. There are 11 Community Development Projects ɾw in operation in West Bengal. Besides, 15 National Extension Blocks ave been started. The Community Projects in West Bengal cover 1,416 iles and a population of 850,000. These revolutionary projects of our hief Minister, as we all know, are concerned with distribution of seeds, nimal husbandry, minor irrigation, land reclamation, certain education, ealth and sanitary services. No one will dispute the importance of these r our rural people who are condemned to live in utter backwardness and ithout any amenities of life. So, even a little helps them. But the uestion is, what difference has it meant to the life of the people ındamentally?

Out of about 4 crores set aside for the Community Development Projects ,24,90,000 has been spent in all by March 1955 including 19,96,000 which the people's own contribution to the programme as the Government puts . In most cases this voluntary contribution is nothing but an exaction om the people who are told "unless you pay you would not get anything". ow, this statement of mine had been mis'nterpreted by the Chief Minister ıring the debate on the Governor's Speech. So I am repeating it again. have found from the India Government's Evaluation Report of April, 1955, statement in which it is stated that 50 per cent. of the people contributing project activities in money "feel that the contribution is of a compulsory pe". This is not what I am saying, this is not my own conclusion. his conclusion has been reached by the Government of India's Evaluation eport, April, 1955. I would ask the Finance Minister to look it up and to ate whether it is correct or not.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: What report is it?

Sj. Jyoti Basu: It is the Evaluation Report of the Government of India here it discusses the Community Development Projects and their results, om which I have quoted—50 per cent. of the people contributing to project tivities in money "feel that the contribution is of a compulsory type". ıch then is how the voluntary contributions from the population in the ral areas are collected.

The benefits under the Community Projects and the National Extension ervice are so limited and meagre that they cannot at all be expected to ing about any radical change in the rural life. Large sections of village pulation, particularly the agricultural labourers and poor peasants who e in these Community Project areas, due to their extreme poverty, can-t take advantage even of these meagre benefits. Community Project ea like Fulia with its dilapidated and unoccupied houses and with its idle oms and unemployment tells a rather disappointing tale. What is true Fulia is more or less true of other places. Therefore, I say that these e being imposed upon the people from the top without any plan whatso-er to fundamentally change the economy in these areas. Similar fate is aiting, it seems, the Kalyani Project of Dr. B. C. Roy, where I find that large number of houses which have been built remain unoccupied.

The State Government had no projects for the generation of power. All at it is doing is to purchase in bulk electricity from the British-owned ılcutta Electric Supply Corporation and then supply it to certain urban ıd rural areas. How insignificant has been the role of the State Govern-ent can be gathered from the fact that the total State expenditure under is head "Electricity" comes to about 76 lakhs. It may have been a little ore increased—I have not been able to look into figures in greater detail.

Although it is admitted on all hands that without rapid industrialisation there can be no solution of West Bengal's problems, the First 5-Year Plan has totally neglected this vital task. Only 98 lakhs has been spent up to the end of 1954 for industries, and almost the whole amount has gone to meet the requirements of certain departments and industries. Cottage industries which employ about 7 lakhs persons have received hardly any better treatment under the First 5-Year Plan. Of the paltry allocation of 76 lakhs only 20 lakhs was spent up to the end of 1954. Of course some additions have been made in this year's budget. No wonder that the cottage industries in our State, specially the handloom industry, which used to employ 467,000 persons, are in a state of breakdown. Of course I have seen that in the summary of the Second 5-Year Plan of West Bengal it is expected that this handloom industry will be revived and that attempts are being made through co-operatives, but I have not got the details to come to any conclusion with regard to results.

From what we have discussed above it should be clear that the First Five-Year Plan has not led to any rural development of the productive forces in our State. Notwithstanding increased production in certain industries through increased work load and intensified exploitation of labour, the industrial sector of our economy has not registered any real growth.

[4-30—4-40 p.m.]

Although the number of Joint Stock Companies has risen from 10,745 in 1951 to 12,196 in 1955 and the paid up capital has gone up from Rs. 2,59,68,000 to Rs. 3,18,43,000 in the same period, there has not been any industrial progress. Much of the capital resources have been used in "modernisation" and other extension of the existing big concerns with a view to keeping higher profits. Indeed, the industrial activity has been guided not by the needs of a balanced development of our economy but by the motive for higher profits. The last two years have seen a real bumper harvest of profits by big concerns at the cost of the working people and the consumers despite the fact that declarations have off and on been made about the socialistic pattern of society. Many smaller industries have suffered due to this competition and higher profits made by bigger concerns.

As far as agriculture and cottage industries are concerned, the state of decline has not been halted as yet.

Now, let us examine the result of the Plan and of the policies of the government in terms of the life of the people.

As far as the big industrial elements are concerned, they have earned sky-rocketting profits during the Plan period. Before we come to the profits, it is necessary to stress that there is already a heavy concentration of financial power in the hands of a few big concerns. We have listed 24 concerns each with a paid up capital of Rs. 15 lakhs or more. These 24 concerns comprise .18 per cent. of the total joint stock companies, but their paid-up capital amounts to Rs. 58 crores and 30 lakhs, or 18.3 per cent. of the total joint stock paid-up capital. In this group it is the British again that dominates in West Bengal. The paid-up capital of the three giant British concerns—Imperial Tobacco, Dunlop and Macneil and Barry—amount to Rs. 22 crores and 1 lakh. Such financial concentration of power is maintained through a network of interlocking and the managing agency system. In Jute industry, for example, 10 managing houses manage 46 jute mills or over 45,450 looms out of the total loom strength of 7,272,702.

We have gone into the balance sheets of 21 British concerns of West Bengal whose paid-up capital total Rs. 44 crores 87 lakhs. During the four years between 1950 and 1954, they have earned, after deducting taxes and managing agency commissions, a total net profit of Rs. 33 crores and 57 lakhs and 86 thousand. We are reminded of that British officer in the old days who before he left for India to take up a job here wrote to his friend: "I am going to join that grand loot called the British Empire!" Forty tea gardens of West Bengal, mostly British owned, made a total profit of Rs. 2 crores 11 lakhs in 1953 and Rs. 4 crores 40 lakhs in 1954 against the total paid-up capital of Rs. 2 crores 53 lakhs. Today India is free and British officers are not ruling here but the "grand loot" continues and the booty under the benign Congress regime also attracts the British businessmen. There are now over 6,000 British business personnel in India most of whom have of course made our State a happy hunting ground for profits for shipping them abroad.

The British capital are notorious for its most unfair competition against Indian interests as a result of which many medium and small indigenous concerns are faced with a serious crisis. Some of them are forced to close down. Yet, the government is favouring the British interests with fresh opportunities instead of restraining their invidious competition.

At a time when 1,300 small and medium units in the engineering line in Howrah alone are faced with serious crisis due to competition by the British concerns and lack of assistance and market facilities, Guest, Keen and Williams—I name only one—has been allowed to establish a new unit with a paid-up capital of over Rs. 2 crores and 50 lakhs for the manufacture of screws, nuts and bolts—the articles that may well be manufactured by the Indian concerns if only the government would assist them. In various other ways the British concerns are patronised by the government in preference to Indian concerns. The heavy purchase of Government stores from the British concerns is one of these ways.

In 1955-56 budget—on this also I would seek some information from the Government, because I have not been able to understand—in 1955-56 budget we have seen the statement that Rs. 16 lakhs had been allocated for the Howrah industries; it was reduced to Rs. 1.9 lakhs the same year, that is, in 1955-56. Now for 1956-57 no further provision is made as far as Howrah industries are concerned. I do not know what has happened to these 16 lakhs of rupees.

We often hear about Indianisation, of how British interests are being bought over by our own nationals. It is, of course, a fact that a number of British concerns like Jessop & Co., Richardson & Cruddas have been purchased by the Indian businessmen. But exorbitant prices are being paid and the British sellers are allowed to remit the sale proceeds to their own country. This also should be stopped—this indirect loot of Indian capital. In some cases, in order to take control of the British undertaking, the Indian big business buy blocks of shares from the British investors offering tempting prices as has been recently done in the case of the British India Corporation. Mr. Mundhra bought the shares of this Corporation from British investors at Rs. 16 when their market price was about Rs. 9/8/. The sale proceeds of such shares too are allowed to go out of our country. Earlier, the same gentleman purchased the Jessops paying Rs. 42 for shares whose market price at that time was only Rs. 35. No Government which declares that it is building a Welfare State would ever dream of wasting public money or private money in this manner.

What does all this mean? It means that capital accumulations that should have been used for the development of new basic industries in our country for the reconstruction of our economy are being used to buy the concerns that we have every right to nationalise on our own terms and place them in the public sector. Secondly, this means that vast capital resources of our country are being dissipated through such private deals and even allowed to be drained out of the country. If the British concerns can dictate heavy prices, it is because the Government policy guarantees the sanctity of British capital and permits such plunder in the name of sale.

No doubt the British sellers and the Indian buyers who seek to strengthen their position all gain through such deals; but ultimately it is the nation that suffers. Such deals are not rare occurrence in West Bengal today.

This, of course, is not the only way in which the Indian big businesses are strengthening their position. They are being allowed to earn inconceivable profits at the cost of the workers, consumers and even the small and medium businesses and concerns. The big businesses are encouraged to carry on rationalisation, increase the work-load. retrench workers, deny them their very legitimate demands and dictate high prices for manufactured goods.

From what we have stated earlier it should be clear that the economic regeneration of West Bengal requires every possible assistance and encouragement to the numerous small and medium industries in addition to a democratic labour policy. But on all these scores, the policy of the Government is essentially contrary to the interests of the country and the people.

I would like to give another example as to how big business is preferred to small and medium businesses—I am referring to the State Finance Corporation. This body was set up with the object of helping small and medium industries. But the whole management of this Corporation has been entrusted to a group of monopolists and big businessmen with Mr. B. M. Birla as its Chairman. During the year ending March, 1955, the Coporation sanctioned only Rs. 10,25,000 as loans, but out of this Rs. 8 lakhs has gone to one single glass manufacturing industry. Another Rs. 1,50,000 has been given to a rubber concern, as we could gather from the reply given to a question.

Thus the First Five-Year Plan in our State has left the British capital untouched, while, of course, strengthening the position of the Indian big business interests. In the agrarian sector of our economy too, it is the landlord element—the zemindars—who have received generous support from the Government in evicting peasants and even in evading the provisions of law.

How have our people— the workers, peasants, middle classes, the refugees—fared under the First Five-Year Plan? It does not require to be argued that conditions of the vast masses have not improved. In some cases, they have even deteriorated. However, it is necessary to refer briefly to at least some outstanding facts relating to the conditions of the life of the people.

[4-40—4-50 p.m.]

Notwithstanding an increase in the number of factory establishments, factory employment has continuously declined. In 1951, there were 654,901 persons employed in factories. By the first half of 1954, in the

lanned period it came down to 608,729—a decline of 46,172. In the same eriod the number of factories went up from 2,742 to 2,899—an increase of 57. Behind all this lies the infamous policy of rationalisation and systematic increase of work load. Even Dr. B. C. Roy cannot escape the confession that "West Bengal is the only State in which the volume of factory employment has been decreasing for some years now."

The increase of work-load upon the workers has resulted in growth of accidents and of the incidence of sickness. Compared to 1951, the monthly average of factory accidents by January 1955 has gone up by 28 per cent., while absenteeism due to sickness and accidents went up by 75 per cent. between 1951 and October 1954. The real earnings of the working class have remained more or less static at the level of 1938-39. The existing wage level is quite inadequate to meet minimum requirements at present day prices. As far as the middle class cost of living index was concerned, whereas in December 1954 it was 391, in December, 1955 it was 401 despite the First Five-Year Plan. As the result of recent studies conducted by the Indian Institute of Public Opinion which appeared in the Eastern Economist, Dec., 1955, showed, in the case of middle class income groups from Rs. 350 and onwards the real income has gone down by something like 7 per cent. over 1950-51. About Calcutta it says: The chances are that there has been a deterioration in *per capita* income in Calcutta and that reduction in cost of living has not offset an increase in the number of the lower income brackets.

During the plan period particularly in the last two years, the peasantry has suffered due to mass evictions, fall in the agricultural prices and high agricultural rates. On top of it, they have suffered from natural calamities like recurrent floods, drought resulting in loss of crops vaued in one year alone at Rs. 20 crores or so. The Government does not bother even to find out how many peasants have been evicted, although they could not altogether evade the problem. According to the calculation made by the organisation of the Kisan Sabhas about 30,000 peasants have been evicted since the passing of the Estates Acquisition Act in 1953. Besides, owing to distress, the land transfers by the peasantry have increased between 1951-53, the number of such transfers was 106,192 involving a total value of Rs. 56,26,703. This is from the Land Revenue Minister's speech in Assembly, October, 1954. The Minister also admitted that such transfers had resulted "in the concentration of land in fewer hands and increase in the number of landless labourers."

In the estimated loss of Rs. 1,000 crores due to the fall in agricultural prices in India, the share of West Bengal's peasantry would come to Rs. 30/40 crores. It is well known how our jute growers were fleeced due to the browbeating prices. All this belies the official tub-thumping about the improvement during the First Five-Year Plan. I shall not here refer very much in detail to the medical and public health budget, because that will be dealt with separately, but I would refer to one thing that it becomes extremely difficult for us on this side of the House to participate in the debate if the Government figures change from time to time and some inaccuracies appear which we on this side of the House cannot explain. Up to May, 1955, as far as we can gather from a Government report, only 152 Union Health Centres were set up against the Plan target of 650. 650 should have been completed but only 152 health centres were there. But in this year's Budget speech the Finance Minister told us that 228 have already been set up. i.e., from May, 1955, up to date. At least we shall not be able to find out where these other centres are. We shall be grateful if we

are told which figure is correct. If we take Dr. Roy's figure as coriect. at least the target of 650 has not been reached and we do not know why. What was the difficulty? As far as we are conecrned we think that at least about health centres there should not have been any difficulty in reaching the target. It must be mentioned that these centres are started by exacting donations from the local people. Similarly, during the four years of the Plan, the Government set up only 40 maternity and child welfare centres against the target of 306. Even if that figure—that in West Bengal today the child mortality has come down to 80 per thousand—is correct, the Finance Minister, as a doctor, would agree with me that progress has been extremely slow and not even the target has been reached. What sort of Government it is that cannot even set up such modest number of Health and maternity and child welfare centres? What sort of welfare State are they going to build?

Since 1947 T.B. cases have gone up by 166 per cent. Of the tall claims that are made with regard to other aspects of public and medical health features the Finance Minister is almost silent. He does not tell us about the 30,000 T.B. beds that are necessary in and around Calcutta as far as T.B. patients are concerned, but there are only 1,859 beds. That is why it is understandable why in Calcutta alone 2,787 persons died of T.B. during 1954. We need not dilate upon the lack of sanitation and civic amenities in our State. All this is well known. I have stated that out of 35,000 villages, 18,000 are without any protected drinking water supply. And today in the great city of Calcutta there are 4,371 slums in which live 650,000 people. 61.7 per cent. of these bustee huts have no arrangement for good water supply and 43 per cent. are not provided even with good drainage system. 14.7 per cent. of the huts are without latrine, and this is in a Welfare State and in the city of Calcutta after the first Five-Year Plan is almost over. Thus West Bengal's medical and public health services stand out as a proof of this Government's failure and lack of human sympathies. The same callousness to the people's living condition is seen in the utter neglect of housing. In this aspect I need not state anything more now. I have already stated duing the debate on the Governor's speech, and given figures showing that only a paltry sum has been spent with regard to lower income group housing, with regard to industrial housing for the working class, and these shall be dealt with separately.

Our education has hardly fared any better during the first Five-Year Plan although more amount has been spent. There is a direction in the Constitution—I have already stated and I repeat again—that within ten years of its commencement the State should have free compulsory primary education for every child up to the age of 14. Now nearly six years after the working of the Constitution there are only 20,000 primary schools in our State. Since 1953 about 5,000 new primary basic schools have come into existence. This would not mean an addition of more than 5 lakh students. No wonder the cause of literacy is progressing at the rate of .5 per cent. At this rate it would take 150 years to wipe out illiteracy.

[4-50—5 p.m.]

Sir, I shall only deal with some aspects of the Second Five-Year Plan but before I do so I would once again like to emphasise that although statements are made from time to time that this Plan, specially the Second Five-Year Plan, is to be carried out in a democratic manner with the help of the people and although our Parliamentarians who attend the meetings

the Planning Commission are told that at every stage the members of the legislature would be consulted, the people would be consulted but nothing has been done. Times without number we have asked and entreated the Finance Minister to take us into confidence with regard to the draft Plan so that we can make changes with regard to the policy that will be pursued for the next five years. Sj. Bankim Mukherji has pointed it again and again that after it is finally shaped it is no use our discussing the Plan. We want to discuss it even at this late stage when it is merely a draft and to give our suggestions and if possible they might be incorporated in the Plan but in vain have we asked the Finance Minister to come before us and take us into confidence. Today we are discussing the Budget and during the discussion of the Budget if we do not know, if the people of West Bengal do not know, if the citizens of West Bengal do not know how much benefit they will derive from the Second Five-Year Plan how will they feel enthused over it, though success of the Plan would depend to a very large extent if the people are enthusiastic about it. If the people know how much benefit will come to them they might be prepared for any sacrifice. They should know to what extent the richer section will benefit and to what extent the poorer section will benefit.

Apart from the Central projects like the proposed Steel Plant at Durgapur, the Ganga barrage at Farakka and the rehabilitation of displaced persons, it is proposed to set up under the State Plan a Coke Oven Plant and certain other industries in Durgapur collectively known as Durgapur group of industries and some spinning mills. The reclamation of North and South salt lakes as well as the production of sewage gas fall within the State Plan. An expanded programme of certain housing is also included in it. As for other items, the Second Plan follow more or less the pattern of its predecessor, although both the target and the financial allocations are higher. The emphasis is also on what is called rural development. Out of the total allocation of Rs. 161.5 crores a sum of Rs. 45.10 crores or about 20.9 per cent. of the total outlay has been earmarked for rural development, community projects of village industries. It is reported that the State Plan will cost Rs. 161.5 crores, comprised of the Central assistance of Rs. 132 crores and the State resources of Rs. 29.5 crores. The steel plant is no doubt a noteworthy feature, but this will come into operation only after the expiry of the Second Plan period. Hence the effects of this project will not be much felt in the next five years or so. However, this together with the Durgapur group of projects and the Spinning mills will a bit strengthen the industrial base of West Bengal's economy, but one, of course, must not exaggerate that. After all, the Durgapur Coke Oven Plant will give direct employment for only 1,200 persons, while the industrial sector as a whole barring the Durgapur projects is expected to create directly and indirectly about 40,000 additional employments. This single fact underlines the very limited nature of the Plan with respect to industries. No wonder, barring the Steel Plant and the Durgapur group of industries only about Rs. 10 crores or 6 per cent. of the total allocations under State Plan has been earmarked for industries (and that too including cottage industries), which is a very very meagre sum.

The entire private sector in which the British Capital still occupies a very powerful position has been left outside the range of planning. Not only this. The monopoly elements have been placed in key positions with respect to the Durgapur and other projects. It is they who will direct and conduct the affairs of these projects, under the cover of the Development Corporation of which we are very much afraid. To all accounts, it appears that the monopolists, both foreign and Indian, will continue to

reap high profits, carry on their anti-national activities like rationalisation and intensification of work load and, generally lord over the industrial sector of West Bengal's economy. There is no plan whatsoever to curb their powers and anti-national financial manipulations. Obviously, real industrial progress of our State cannot be brought about in this manner.

It is wellknown that the small and medium industries in West Bengal play an important part in our economy. These industries are faced with all manner of difficulties, especially competition from the foreign and Indian monopoly concerns. The Second Plan offers them no promise of assistance, except that a few of them might get some incidental benefit by way of increased demands for certain things required for the development and other schemes under the Second Plan.

The emphasis, as in the first plan, is on expenditure for the rural area. There cannot be two opinions, that great planned activity is called for in the rural areas, for the development of our agriculture, for the revitalisation of our cottage industries. But the schemes for the rural areas are formulated in disregard of the question of the distribution of land to the tillers of the soil and here I shall pause and again ask the Finance Minister whether these things have been taken into consideration after the zemindaries are taken over by them. How much land will accrue to the State Government for distribution among the peasantry? The Government have said that they would get about 6 lakhs acres of land but our calculation is that it will be not more than two to three lakhs acres. We know that large areas of land have been left with the landlord elements whilst these laws were being enacted in this legislature regarding the land reforms. Here it may be argued that the land question has been left to the land reform measures and therefore we must not go into them. I think the main concentration seems to be on paying compensation to the landlords than distribution of lands to the tillers of the soil. Therefore we are apprehensive and we feel that fundamental changes will not be brought about even during the Second Five-Year Plan in the rural areas. It has been advertised by the Chief Minister in one or two of his statements—I do not know whether it appears in this booklet which has been distributed to us—that 4½ lakhs new jobs will be created in the second plan in West Bengal. The calculations are of course imaginary—absolutely imaginary, but even if this target is achieved there will still remain, according to official figures, over 13 lakhs of job seekers without jobs in West Bengal. This is self-evident from the fact that even according to Dr. Roy "The net employment seeking population in the State every year is 1.2 lakhs", in addition to 12 lakhs of employment seekers. Compared to the total 18 lakh employment seekers, the promise for the creation of 4½ lakhs new jobs is not something which deserves to be so loudly advertised but we know if things are left at what they are, even this target will not be achieved. Besides the growth of unemployment resulting from retrenchment, closure of small industrial undertakings and from evictions, are not taken into account. Thus the second plan of which there is so much loud talk in certain quarters is not likely to take us anywhere near the solution of the problem of unemployment.

[5—5-10 p.m.]

And is it because of this that the Finance Minister mentioned not a word on this question of employment and unemployment? I would refresh his memory to tell him that the employment content of the Second All-India Plan is eight million jobs. But the total demand is 15.3 millions. Therefore, even with so much larger effort during the Second Plan Period the

total volume of unemployment will remain the same as we started out from. And this is not my conclusion but I have seen that the planners themselves tell us that as far as unemployment is concerned, we shall remain where we were. This is a very serious comment to make on the part of the planners. Then I ask what is the use of planning, if you cannot solve the unemployment problem? At least you should make an effort! In spite of the Five-Year Plan we remain where we started from and the planners also say that pressure on land is not likely to decrease; it may increase. This is the conclusion that the planners arrive at. The Chief Minister, the Finance Minister, will tell us whether in West Bengal it is the same picture. It is the same story. I shall again remind him despite the answer that he gave that in the whole question of planning the people who are being retrenched and who will be further retrenched from factories and other concerns are not taken into account. Sixteen thousand Damodar Valley Corporation workers will be declared as surplus after the work is over. What will happen to them? It is no use telling us that construction works will end and they have to go like you have to clear the rubbish from that areas. Human beings are not rubbish. In any planning worth the name all these things must be taken into account. Similarly five thousand food employees whose question I raised again and again on the floor of the Assembly have been declared as surplus. Alternative jobs have not been found for them. It is necessary for us to know what will happen to people who are being thrown out of employment day after day, month after month in West Bengal. Only today some gentleman came and told me from a British Company, D. J. Kimmer and Company, that 130 employees are to lose their jobs. They have been retrenched. They have been given notice. What will happen to them? Any planner worth the name should take all these things into account. I do not want to go into the other figures which I have got from our own sources with regard to the *bidi* workers, with regard to the cottage industry workers and with regard to the other small scale industrial workers. But I am sure that in the whole range of planning whether in West Bengal or outside this aspect has not been taken into account. This is a very serious contradiction developing while the plan is being undertaken in West Bengal.

In passing I shall mention some of the rehabilitation plans for which 113 crores have been sanctioned. Under these plans 20,500 families in the urban areas and 138,000 families in the rural areas, we are told, will be given rehabilitation assistance. But this assistance is so inadequate and will be given in such a manner that it is not likely to achieve the objective, namely, the rehabilitation of the displaced persons. You may give loans, you may help them, but will it lead to rehabilitation, or will it lead to gainful employment for these people? That is the answer I seek.

The whole plan has been conceived as a means of some sort of financial assistance and not as one of creating opportunities for gainful employment. Now having regard to all these concrete facts would it be wrong to say that the Second Five-Year Plan is not going to raise the living standards of the broad masses and expand the domestic market? This is the first question I put. Would it be wrong to say that despite its positive features including the expanded programmes for development and social service activities, it is only some people at the top and upper layer of the society who are going to improve their material conditions while the broad masses, the workers, the peasants and the toiling intelligentsia have very little to expect by way of improvement in their living and cultural standards? That is the second question I put. Not only these questions I am posing before the Government, but this question has been posed by Indian big

business also. In the Commerce Supplement I find a correspondent on the 18th February, 1956, posing this question in this manner. "From the point of view of per capita income too the same disappointing picture is visible. The per capita income which at 1951 prices is estimated to be Rs. 21 per month, is expected to rise to Rs. 24-8 per month at the end of 1960-61, that is at the end of the Second Five-Year Plan. The lower third of the population has per capita income of about Rs. 15 per month which is expected to go up to Rs. 18 by 1960-61. This means that at the end of the Second Plan, i.e., after the lapse of ten-year long period of planning, the average Indian will be able to take three-fourths and the lower third of the population only one half of the standard diet, even if they were to spend all their income on food. An annual increment of annas ten in the monthly income of an average person cannot be called progress in the true sense of the word. One is inevitably inclined to think that something is wrong with the present approach to planning. That is not what I say. This is what I find appears in the Commerce Supplement Special Correspondent, 18th of February, 1956. This is a question to which an answer is needed. What will happen to the people? So large sums of money have been spent but what we want to know in terms of the life of the people is what will be their condition? What will be the annual increment which an average person can expect and how much will he be able to buy the amenities of life at the end of 1960-61? We are doubtful, we have stated our point of view according to our calculation. Some more light is necessary on this from the Finance Minister. Of course, we attach great importance to all positive features of the plan, the features that weaken the position of British capital and landlordism and strengthen our economy or are otherwise beneficial to the people. But it would be a profound mistake to think that this plan is going to help us much in overcoming the basic cause of our economic dependence on outsiders and to remove our backwardness in solving the unemployment problem and in improving the material and cultural conditions of our people. Hence there is no reason for us to be complacent.

The proposal with regard to the resources of the Second Plan (I need not state) follows the pattern of the first one and is positively objectionable. For financing the plan the profits of the British and monopolists and the amassed wealth of these people and of big landlords are not going to be tapped. The money will be found by taxing the people, by imposing additional financial burdens on them as has been stated by the Finance Minister while making his budget speech. From Central and from State taxes moneys are to be found to the extent of Rs. 450 crores. Another Rs. 450 crores in the Second All-India Plans remain uncovered. That will come either from foreign assistance or from internal sources or from both. And we have been told that from foreign assistance there is less likelihood of large amounts coming. Therefore, I take it it will be found from internal sources which means that in all 900 crores of rupees, such a huge sum of money, is to come from internal sources; it can only mean extra taxation, direct, indirect and heavier burdens on the people and that is why I think that we are already now hearing talks of sacrifices on the part of the people. Of course, every human being in India will be willing to make sacrifices but first those people would want to know......

[5-10—5-35 p.m.]

Will those people on the top who make crores and crores of profits, a few figures of which I have given, will they be tapped? Will the amassed wealth of the princes, landlords and the big profiteers be cornered by the

Government? That is the first question to which a positive reply is necessary otherwise no person will be willing to make sacrifice in order to enrich a few people at the top. Therefore, Sir, the victims of this self-inflicted taxation are of couse the common people who need every possible relief from economic distress. By advocating the ideas of planning from below, the West Bengal Chief Minister banks on compelling the peasants and other sections of the working people to pay for the plan in cash and in kind including unpaid labour. We are afraid of this because the Chief Minister in his numerous statements has stated that "my plan in West Bengal is a plan which I am building from below." We are afraid he talks about the voluntary contribution. But, Sir, if you go to the villages where there is no drinking water and tell the villager that unless you pay a particular amount, there will be no drinking water, if you tell the villager that for a health centre you have to contribute a particular amount otherwise there will be no health centre, then of course he will pay as much as he can. Even though he is starving with his family, he may be able to pay, some people may be able to pay. But is that voluntary? Is that the way to benefit the people? Therefore, I say that this is surely not the path by which you can benefit the people. Money is there, elsewhere untapped and that money can be found from them. Our country is poor no doubt, but even in this poverty we find that a handful of families, a handful of rich people are there at the top from whom lots of ~~more money~~ could be gathered by the Government if it had the will to do so.

Lastly, Sir, before I sit down I am sure, I am confident that this will not be the last budget in a separate West Bengal. I am sure that other budgets will be there next year, year after next and so on in the State of West Bengal and not in a union of West Bengal and Bihar. I have that hope, I have that confidence. Therefore, before I sit down I say that this shall not be the last budget of the West Bengal State.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[5-35—5-45 p.m.]

(After adjournment)

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Mr. Deputy Speaker, Sir, from the Budget and the Chief Minister's speech we find that the Government is still persisting in the same old policy of running the affairs of the State with ever-increasing deficits, loans and losses. We have no doubt that this has become indispensable as a result of continuous gambling with the resources of the State after fruitless experimental pursuits in addition to misuse and waste due to large scale corruption in all the ranks of the administration. Moneys are being squandered like anything without any corresponding return and we have been practically brought to a state which we can, without fear of contradiction, say a state of liquidation. Sir, we fail to follow why should there be so much deficits and loans when the revenue receipts were increasing. Why should not the Government cut its coat according to its cloth and should indulge in expenditure which they know will never bring any return to them? Sir, in 1952-53, the revenue receipt was 37½ crores. It has increased to 49½ to 50 crores as at present. Inspite of that we find that deficits are increasing. In 1952-53 it was 1¼ crores. In 1953-54 it rose to about 7 crores. It maintained the same figure in 1954-55 and in 1955-56 it rose to 15 crores and in the next year it has been estimated at over 14 crores. In addition to this Sir, a reference is necessary to the loans.

Loans from public up to the current year amount to Rs. 14 crores. In the next year they will rise up to a figure near Rs. 20 crores. Loan from the Union Government up to the current year is Rs. 136 crores 65 lakhs. In the next year it will be Rs. 162 crores 86 lakhs. The total loan up to the next year will be Rs. 182 crores 80 lakhs. Above, Sir, these loans, further loans will have to be incurred for the Second Five-Year Plan. We have not been told the actual amount because what we find from the Chief Minister's speech, there is obviously a discrepancy. In page 26 in one place it has been stated "The target of net collection of small savings in West Bengal has been fixed at Rs. 8.8 crores per year." Whereas at a later portion of that paragraph it appears: "It is expected that our share in the collection of small savings in this State will amount to Rs. 8.8 crores in five years." Is it Rs. 8.8 crores per year? So, Sir, the actual amount of loan could not be gathered from this speech. We are sure that it would amount to a considerably high figure and that would be added to the present loan of Rs. 182 crores 80 lakhs. One is to pay interest on those loans and, so far as we could follow from the budget, the interest for the current year is about Rs. 3½ crores and for the next year Rs 5 crores. Dr. Roy has felt pride in being successful in raising these loans. In two places in his speech he has expressed his satisfaction for such success. Sir, we know that for a past-master like him in the art of borrowing, it was no credit that on the security of the resources of the State he would be able to raise a loan. In our experience we have seen that even private banks, which have within recent memory failed one after another, could procure loans—not only loans but also deposits—from the public. People pay in good faith, but men like Dr. Roy should not abuse the faith that may be reposed in him by the public in the way he has been doing.

Sir, almost all the State tradings have proved to be losing concerns. In this particular year, attempts have been made to show that there will be profits from the State transport. Sir, when the occasion comes, we shall be able to show how again figures have been manipulated. Besides that Government has, with the pretended object of showing a profit, monopolised certain routes to the great inconvenience and annoyance of the people. Sir, in spite of our repeated demands, public transport has not yet been nationalised. The entire scheme of things has not been taken over, but it is being run in certain areas in which again monopoly has been claimed. Sir, we shall show, when the cut motions come, how and to what extent miseries are being caused to the people who travel in buses.

Further, Sir, savings have been sought to be made by employing people, I mean people in the lower ranks in this department without any consideration as to their proper emoluments. They have all been kept in fixed salaries, they are not being given any allowances, no provisions have been made for their provident fund which would have put the government to further expenses. The profit, I still maintain, that has been shown under the head of "State Transport" is wholly illusory.

Now, Sir, our Government is going on raising loans and incurring losses. The question naturally arises how it is going to wipe out these deficits, how the loans are to be repaid and how the losses are to be recouped. A prudent man when he goes in for an investment first thinks of the return. The return for the common man, the return for the State should be the only object of the Government when it goes on spending moneys under the advice of people who are wholly ignorant of the economic condition of this State.

Now, Sir, Dr. Roy has given a hint that he will recoup all these losses, he will repay the loans by further taxation. The common people will have to take the burden of further taxation to implement the Second Five-Year Plan.

[5-45—5-55 p.m.]

A considerable portion of moneys to be raised for the second Five-Year Plan will have to be met through taxation. Not only that. The Centre will tax for these moneys, but a portion of it would also have to be taxed by the State. In our view, the common man is already burdened with over-taxation. His blood has been sucked. His flesh has been eaten up, and what remains are only his bones; and our stupid Government desires to bite at the bones to get some juice out of it. Sir, while there was a proposal for further taxation as entry tax on tea, while taxes were intended to be extended to other commodities for better realisation of sales tax, while further impositions were intended to be made on irrigation by means of irrigation rates the Government was blind, completely blind as to other sources of taxation. It was also blind as to the non-realisation of certain important taxes. There has not been any improvement in the sales tax. Under the 1941 Act the revenue under sales tax in 1954-55 was Rs. 6 crores 20 lakhs and 52 thousand, whereas in 1955-56 under the same Act, i.e., the 1941 Act it has come down to Rs. 6 crores. There has therefore been a fall by Rs. 20 lakhs. In the Revised Budget the receipt of Rs. 67 lakhs is not under the 1941 Act but under the 1954 Act which provides for further taxation on further commodities. Sir, this is due to the false steps undertaken by the Government under which it is not taxing at the source in spite of our repeated demands. We still maintain that until the sources are taxed, the Government will fail to improve the realisation of sales tax.

Now, Sir, we find that excise duties are on the wane. From Rs. 5,75,00,085 in 1952-53 it has come down to Rs. 4,91,19,000, i.e., about Rs. 85 lakhs. Sir, it may be said that the people are becoming less addicted to ganja, opium, etc., or it may be said that the purchasing power is coming down. But in this connection we want to point out to the Government that so far as the share of the excise duty allotted to the State by the Central Government is concerned, there has not been any decrease or reduction worth the name. There has not been any variation in Central excise duty. It is surprising that it should vary to such an extent in this State. Further, Sir, there is no indication that our Government was going to levy the tax on races. During the debate on discontinuance of cross word puzzles an assurance was given by Dr. Roy, our Chief Minister, that he would bring a Bill whereby he would see that taxes were imposed on races. He has yet to explain why while going in for taxing further essential commodities he has refrained year after year from taking any steps to have taxes imposed on gambling like races. To our utter surprise, we found that the taxes also on betting have gone down. The explanation given is that betting has come down. The Government will never admit its inefficiency. It will not admit its corruption. Betting is going on as merrily as before, but the corruption of the Government, the inefficiency of the Government is responsible for not realising these taxes from the evaders.

Dr. Roy has placed before us a picture with regard to the improvement of the economic situation. He has given certain index as to the produce, prices and cost of living. If they are scrutinised, one will easily see that the variation is not much. But that is not the over-all picture that he should have brought before this House or brought before the public in

support of his contentions. He simply hoodwinked the people, but will the people, the suffering people be hoodwinked in this way? They feel day to day deterioration of the economic condition. There is no rise in the standard of living; there is no occupation. There is no stable position in life, so that they can safely say that they are content with it. Everybody is worried on account of his economic condition; and in spite of that if it is said, as it is being said, that the economic condition of the country is progressing it would be something far from truth. There has not been any increase in income. The shares of the income-tax and agricultural income-tax have considerably come down. Income-tax and agricultural income-tax have been reduced to Rs. 7,56,99,000 in the current year from Rs. 7,94,12,000 in 1954; and for the next year it has been estimated to be Rs. 7,03,38,000. That is, there has been a reduction of about a crore of rupees in three years' time.

[5-55—6-5 p.m.]

There is also no improvement or increase in the production of the rice crop. From 1947-48 to 1951-52, I am quoting from the Governor's Address, the production was 3 1/3 crore tons to 3½ crore tons; in 1952-53 3 million 952 thousand tons; in 1953-54 3.34 million tons and in 1955-56 3.7 million tons. It was only in 1953-54 it amounted to 5.22 million tons. We said and not only we but it is in the Governor's Address that it was due to the bounty of Nature but our Food Minister will not admit that. There has not been thus any increase in the production of rice crop. To add to this the famine has become a permanent feature. In 1952-53 the expenses for famine was only 49 lakhs; in 1953-54 1 crore 79 lakhs 78 thousands; 1954-55 1 crore 50 lakhs and 71 thousand; in 1955-56 4 crores 10 lakhs 45 thousand and for the next year 1.25 lakhs 65 thousand has been estimated. I do not agree with the estimate for the ensuing year. I predict that it will rise to a much higher figure. Sir, I am sorry our Food Minister is not here. It was due to his bungling that the country suffered considerably in the matter of food and so long as this unlucky Minister holds the portfolio of Famine, famine will never leave the soil of Bengal. Drought and flood would be there in some part or other of West Bengal. It has been so previously and it will continue to be in future. Some or other part must be affected and it is idle to say that our Government which cannot feed a common man, which cannot provide an employment to a poor man would resist the freaks of the Nature for all time to come. Moneys are being spent through backdoor in the interest of parties and in the interest of politics. It is high time that steps should be taken to stop this unusual expenditure.

Now, Sir, our Chief Minister has spoken about his achievements with regard to the acquisition of the estates and land reforms. In our view he has done nothing. He has simply taken over the lands at a very high premium from the zemindars and has made his Government a zemindar. He has not tackled with the land problem of this country. He has not given the tiller his land and has thereby failed to redeem the pledge of the Congress. He has referred to "personal cultivation." There is a definition in one of the Acts as to what is "personal cultivation." From that he tried to make out a case that people have been given an opportunity to cultivate personally and who can cultivate unless he was a tiller. But if you go through that definition—the definition of "personal cultivation"—any one who cultivates land through labour on payment of wages is also said to be cultivating land personally. By this definition he has, on the contrary

perpetuated the difference between the tiller and a landlord. In this definition a landlord will be entitled to continue to engage labourers on emoluments to till his land. If this be the distribution of land to tillers for personal cultivation we are sorry we cannot agree with the Chief Minister.

Sir, what revenue has been brought by this reform is worthy to note. In 1952-53 the receipt from land revenue was 2 crores, 4 lakhs 60 thousand as against an expenditure only of 40½ lakhs. In 1953-54 the receipt from the land revenue was 2 crores 17 lakhs 30 thousand as against an expenditrue of 47½ lakhs. In 1954-55 the revenue receipt is 1 crore 20 lakhs 2 thousand as against an expenditure of 1 crore 40 lakhs. So the expenditure exceeds the revenue receipt. In the current year as per revised estimate the revenue receipt is 3 crores 10 lakhs 28 thousand as against an expenditure of 3 crores 6 lakhs. So something like Rs. 5,000 has been received by way of land revenue after the land acquisition and reform schemes. Now, Sir, in the next year provision has been made for 5 crores 28 lakhs 75 thousand as against an expenditure of 4 crores 16 lakhs. We know that the expenditure would be incurred. But so far as receipts are concerned we are afraid it will go much below the figure that has been estimated by the Finance Department.

[6-5—6-15 p.m.]

Now, Sir, coming to the next point we find that in spite of budget provisions our Government almost every year fails to complete the works allotted in the budget. We find that Sunderban embankment—it is a very important work—has been left incomplete. Even in last year's Address the Governor took pride that a hundred beds were being provided at the Kanchrapara Hospital for the police personnel. We find that even that money has not been spent during the current year. Many hospitals for which provisions had been made, have not been completed. To crown all in respect of the problem of refugee rehabilitation which appears to be so acute, the Government failed in spending Rs. 1 crore 14½ lakhs out of the amount allocated for building programme for housing and colonisation. Nothing could be more shameful than this. Dr. Roy has let us know that he has spent about 66 crores of rupees for refugees. But in his speech it is quite evident that he has failed to tackle the problem and has ultimately surrendered to God very openly—I do not know if he believes in God—but he has surrendered to God during his budget speech because of his failure in tackling the refugee problem. But he does not do so when he quotes certain figures about mortality. We know that death at least depends upon the will of God but when that is concerned Dr. Roy will take the pride. He has not done justice to us. He has not quoted all the figures. Furthermore, in our view death rate is not the criterion. The criterion is, have the people of West Bengal improved in their health? Have the diseases come down? Almost every day the people come to us for admission in hospitals. They do not know that we cannot come to their rescue. They know that we are M.L.A.s. They do not know that only the recommendations of the Congress M.L.A.s count. We are almost every day faced with the tubercular patients seeking admission in some or other hospitals. We no doubt recommend their cases but without any fruit whatsoever. The question is, has the treatment to the poorer classes been made free or at least less expensive? The question is, have the hospitals been accessible to the poor people? Are hospital facilities and opportunities available to the poorer section of the people? It is very difficult for a poor man to get admission

Our experience is that the hospital exists for rich people and it has more or less turned into a nursing home for the rich people. The poor have no access to the hospitals.

Now, Sir, we find that the costs of General Administration and Police are going on increasing year by year. This year it has been stated that due to certain payments to the lower ranks of the police personnel, there has been an increase in the estimate. We do not grudge payment to the poorly paid employees of the Government. But our grievance is, why up till now the Government is not taking steps to bring down the disparity that exists between the highly paid officers and the poorly paid employees. The people who have got nothing to do except putting a signature or sending a command why should they be paid such higher salaries and why a poor employee who toils from the morning to the evening should starve? Our repeated demands for removal of this disparity in spite of the solemn pledge of the Congress have not so far been met. Another thing is noticeable and that is the Government has not so far taken any steps to reduce the expenses anywhere. There has not been any effort anywhere to effect some sort of economy in the costs of administration. They are going on spending and spending much above their resources. But they do not seem to apply their mind if any savings could be made by effecting economy in any part of the administration.

Dr. Roy has not made any reference to the question of unemployment in his Budget speech.

[6-15—6-25 p.m.]

In his last year's speech he tempted us with a proposal. The proposal was that lots of moneys will be spent for improving industries and with the return he would be able to employ the unemployed in West Bengal. His figure was that if 1,400 crores of rupees were spent, then the unemployment question will be completely solved. If half of it was spent at least half of the problem will be solved. But what do we find? We find in the Second Five-Year Plan that only 13 crores of rupees have been allotted for industries so far as West Bengal is concerned. Sir, Dr. Roy has brought Bengal into a state of liquidation. Sir, I once heard my friend Shri Jyoti Basu commenting on the activities of Dr. Roy by saying that "after him the deluge". But in my view, Sir, deluge is already in sight. He has by squandering moneys under mad projects completely ruined West Bengal for all time to come. It is not known when West Bengal will be able to repay these debts and when it will be self-sufficient. He realises that. He has realised that the deluge has come and that is why he wants to escape by handing over West Bengal to Bihar.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাজেট সম্বন্ধে এই যে আমরা আলোচনা করছি তাতে দেখা যাচ্ছে বর্তমান বৎসরে তিন কোটি এক লক্ষ টাকা গভর্নমেন্ট তহবিলে মজুত থাকার কথা ছিল। কিন্তু সেই জায়গায় তহবিলে রয়েছে নয় কোটি ছয় লক্ষ টাকা। উন্নয়ন ব্যাপারে চার কোটির উপর টাকা খরচ হয় নি। আগামী বৎসর আয় হয়েছে ৪৯ কোটি ৩৬ লক্ষ, আর ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ৬৩ কোটি ৫৪ লক্ষ। বাজেটের নিত্যনৈমিত্তিক শাসন কার্যের ব্যয়, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয়ে বহু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং অন্যান্য বহু পরিকল্পনায় ঋণের ব্যবস্থা এই বাজেটের মধ্যে আছে। ভূমিরাজস্ব বিভাগে আয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদের সরকার উত্তরাধিকার কর ও অন্য কর হতে ১৮ কোটি টাকা আশা করছেন। যদি তা না পান, তাহলে ঘাটতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। মধ্যস্বত্ব লোপ হওয়ার

আয় বৃদ্ধির তাঁরা আশা করছেন, কিন্তু যেভাবে খরচা হচ্ছে তাতে আয় যে বেশী বাড়বে তা বলে আমার মনে হয় না। কয়েক বৎসর ক্রমাগত আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও ঘাটতির পরিমান বেড়েই যাচ্ছে। আগে ১৯৫২-৫৩ সালে আয় ছিল সাড়ে সাঁয়ত্রিশ কোটি টাকা এবং ঘাটতি ছিল দেড় কোটি টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালে ঘাটতি ছিল সাত কোটি টাকা ; ১৯৫৪-৫৫ সালে ঘাটতি ছিল ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ; ১৯৫৫-৫৬ সালে ঘাটতি ছিল ১৫ কোটি টাকা ; আর বর্তমান বৎসরের বাজেটে দেখা যাচ্ছে ঘাটতি হবে ১৪ কোটি কয়েক লক্ষ টাকা। আয় বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে। আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য বজায় রাখা অত্যন্ত দরকার। রাজস্ব খাতে আদায়ের মধ্যেই চলতি ব্যয় সংকুলান করা উচিত। ঘাটতি যথাশক্তি হ্রাস করে অপব্যয় ও অমিতব্যয় বন্ধ করা নিতান্ত দরকার। বৎসরে মোট কত কোটি টাকা সমস্ত বিভাগের বেতন বাবদ খরচ হয়, তার পরিমাণ মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি? ডাক্তার রায় যখন প্রধানমন্ত্রী হন, তখন ঋণ ছিল চার কোটি ; আর আলোচ্য বৎসরের শেষে ঋণের বোঝা ১৬২ কোটি টাকাতে দাঁড়াবে। সুদ বৎসরে ছয়-সাত কোটি টাকা দিতে হবে। তারপর বাজেটে সেচ পরিকল্পনা, অধিক শস্য উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ প্রস্তুতি প্রভৃতির জন্য সরকারের ঋণ গ্রহণ করার উল্লেখ আছে। বাজেটে ট্যাক্স বৃদ্ধি বা নতুন ট্যাক্স ধার্য করার প্রস্তাব নেই, কিন্তু তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। গত বৎসর বাজেটে নতুন কর ধার্যের কথা ছিল না, কিন্তু পরে হয়েছে। চায়ের উপর, ফলের উপর ট্যাক্স, সোনার গহনার উপর ট্যাক্স ধরা হয়েছে, এমনকি চিনির উপর হয়েছে। বাইরে থেকে যে চা আসবে তার উপর অধিক ট্যাক্স হবে। তারপর পণ্য সামগ্রীর উপর ট্যাক্স ধার্য হবে। সেচের জলের উপর ট্যাক্স নেবার ইঙ্গিত আছে। এখন সরকারের পক্ষে দরকার—যেটা আমার মনে হয়, জনসাধারণের আয় তথা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে সেই আয়ের মধ্যে এক অংশ ট্যাক্স বাবদ গ্রহণ করে ব্যয় নির্বাহ করা উচিত। উন্নয়ন কার্যের জন্য সরকার যে ঋণ গ্রহণ করবেন, ঐ উন্নয়ন কার্য হতে সুদে আসলে সেই টাকা উঠে আসবার সম্ভাবনা আছে কিনা তা দেখা দরকার। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের মেরুদণ্ড। আজ তারা অনেকেই বেকার হয়ে পড়েছে। মধ্যস্বত্ব বিলোপ হওয়ায়, গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণী দারুণ দুরবস্থায় পড়ে গিয়েছে ; তাদের উন্নয়নের জন্য কোন ব্যবস্থাই দেখা যায় না। তাদের মধ্যে বেকার সমস্যা দারুণভাবে দেখা দিয়েছে। এই বেকার সমস্যার কোন উল্লেখই এর ভিতর নেই।

শিক্ষা বিভাগে সংবিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা ১৪ বৎসর বয়স্ক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার কথা ছিল, কিন্তু এটা কবে হবে তার উল্লেখ এর ভিতর দেখতে পাই না। ১৭-১৮টি মালটিপারপাস স্কুলএর জন্য বরাদ্দ দেখতে পাই এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা। আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, সেখানে কয়টি স্কুলে কয়টি ছাত্র পড়ে? তারপর সমস্ত সরকারী হাই স্কুলএর বরাদ্দ হচ্ছে ২৪ লক্ষ, বেসরকারী হাই স্কুলএর গ্র্যান্ট হচ্ছে ৫৩ লক্ষ টাকা, এবং লোকাল বডিস হাই স্কুলএর গ্র্যান্ট হচ্ছে ৫০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে গত পাঁচ বৎসরে মেয়েদের হাই স্কুল হয়েছে ১৫৬টি তার মধ্যে সরকারী মাত্র ৯টি করেছেন। তার সর্ব-সমেত গ্র্যান্ট হচ্ছে ১২ লক্ষ টাকা। আজকাল দেখা যায় যে স্কুলে ছেলেমেয়েরা ঢুকতে পারে না, যেখানেই যায় সেখানেই বলা হয় যে স্থানের অভাব। বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে ছেলেদের ভর্তি করতে হয়। আবার বাজেটে দেখছি ১১টি ক্লাশএর স্কুলএর জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করা আছে। কিন্তু এখনও সেটা বিচারাধীন আছে। এটা এখনও সিনেটে পাস হয় নি। তাই এ সম্বন্ধে এখনই বিধান করার কোন দরকার নেই।

শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ সংবিধানের মধ্যেও করতে হবে বলা আছে কিন্তু সরকার তার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা এই বাজেটের মধ্যে করেন নি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে কিন্তু সাধারণের আয়ের পরিমাণ বাড়ে নি বরং ব্যয়বাহুল্য সর্বদিক থেকে হচ্ছে। জনসাধারণের কোন সুখসুবিধা বাড়ে নি। সুতরাং সরকারের পক্ষে একটা ইকনমি কমিটি করা একান্ত দরকার। এই ইকনমিক কমিটি থেকে সরকার সমস্ত বিভাগের ব্যয় কমাবেন এবং আয় বাড়াবেন এবং কোথায় কোথায় কি গলদ আছে তা বের করতে হবে।

[6-25—6-35 p.m.]

বিহার, উত্তরপ্রদেশ ঐরূপ করে অনেক খরচ কমিয়েছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে উত্তরপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী আড়াই কোটি টাকা কমিয়ে দিয়েছেন ব্যয় থেকে। কৃষির উন্নয়ন করা অতি সত্বর প্রয়োজন। সরকারের কৃষিবিভাগে অনেক লোক নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু তারা বিশেষ অভিজ্ঞ নয়। তাঁদের হাতেনাতে শিক্ষা দেওয়া দরকার। কৃষির উন্নতি হলে, ফসল বেশী হলে, জীবনের মান বেড়ে যাবে—যে কাঁচামাল উৎপন্ন হবে, তাতে কারখানার বিস্তার হবে, বহু বেকার কাজ পাবে। সরকারের উদ্যোগে যে বিজলী সরবরাহ হবে, তার ইউনিট পাঁচ-ছয় আনা থেকে কমিয়ে অর্ধেক করা দরকার। জনসাধারণের ব্যয়ের বোঝা বেড়েই চলেছে, কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি দেখা যায় নি। কিশলয় হতে আয় দেখছি দুই লক্ষ টাকা, কিন্তু তার ছাপা খরচাদি দুই লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। সরকার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বহু কর্মচারী রেখে যেসব দোকান খোলা হয়েছে, তাতে যে লাভ হয়, তাতে এণ্টারপ্রিসমেন্টের খরচও উঠে না। সাধারণের অর্থ এইভাবে অপব্যয় করা উচিত নয়। কমিশন হিসাবে অন্য দোকানে এইসব মাল বিক্রীর জন্য দেওয়া যেতে পারে, তাতে ঐ মালের কাটতি হবে।

তারপর গ্রাম উন্নয়ন করা অত্যন্ত দরকার। চাষী বৎসরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সময় কাজ পায় না। গ্রামের সহিত গ্রামের রেল ষ্টেশনের, গঞ্জের কোন সংযোগ নেই। সেজন্য আমি বলবো নেট অব রাস্তার দরকার। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখা যাচ্ছে যে গ্রাম্য রাস্তার জন্য মাত্র এক কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে পাঁচ বছরে। তাতে কি হবে? পশ্চিম-বাংলায় আমার মনে হয় গ্রামের সংখ্যা ৩০ হাজার। কাজেই এই টাকা নগণ্য মাত্র। তারপর গ্রামে যদি সস্তাদরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, পানীয় জল ঠিকমত সরবরাহ করা হয়, তাহলে গ্রামে লোক বাস করবে এবং তাতে গ্রামের উন্নতিও হবে। গ্রমের চাষীরা যেসময় বসে থাকে সেই সময় তাদের অন্য কাজে লিপ্ত করলে তাদের আয় হবে এবং তা থেকে গ্রামের উন্নয়ন হবে। অনেক গ্রামে দেখা যাচ্ছে, অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে পড়ে আছে, এবং অনেক গ্রামে পানীয় জলের অভাব আছে।

হাঁসপাতাল সম্বন্ধে আমি বলবো, যে ইউনিয়নে ইউনিয়নে, থানায়, হাঁসপাতাল শীঘ্র করা দরকার। দাঁতনে একটা হাঁসপাতাল করার জন্য আমরা জমি দান করেছি, মেদিনীপুর জেলাবোর্ড ওখানে যে হাসপাতাল ছিল, সেটা সরকারকে প্রদান করতে রাজী আছেন, তথাপি এখনও সেটা করা হচ্ছে না। এবারের বাজেটেও সে সম্বন্ধে কোন প্রভিসন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই যে হাঁসপাতাল ছিল, সেই হাঁসপাতাল বাড়ীর ডিসপেন্সারী সাধারণের অর্থ দিয়ে তৈরি হয়েছে, সেটা চালাতে না পেরে জেলা বোর্ডের হাতে তুলে দিয়েছেন।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমি বলি, মেদিনীপুর, জেলার সদর সাবডিভিসনে দাঁতন, নারায়ণগড়, কেশিয়ারী থানার বহু গ্রামে উপর্যুপরি দুই বৎসর ১৩৬১-৬২ সালে ধান হয় নি। তারা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়েছে। এ সম্বন্ধে এখন থেকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা সাংঘাতিক জিনিস দেখা দিয়েছে। গরীব মধ্যবিত্ত যাদের ৮-১০ একর জমি আছে, কিম্বা তারচেয়ে কম জমি আছে, তারা তাদের জমি অস্থায়ী ভাগে বিলি করতো। ভাগ অর্ধেক মায় সেস বলে রেকর্ডেড হয়েছে। এখন সরকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে ওটা সরকার পাবে। এখন আইনমতে মধ্যবিত্তরা ২৫ একর পর্যন্ত চাষের জমি নিজে রাখতে পারবে, সেইমত তারা রিটার্ন দাখিল করেছে। তথাপি সরকারের যে নবনিযুক্ত তহশীলদাররা আছেন তাঁরা খুব কাজের উপযোগী এটা দেখাবার জন্য তাঁরা সেখানে ভাগচাষীদের উপর জুলুম করছেন। তাঁরা ঐ জমির ভাগ ফসল দাবী করছেন। এই বলে তাঁরা জুলুম আরম্ভ করেছেন, এই নিয়ে আবার দেশময় একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে, সে সম্বন্ধে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শীঘ্রই তাঁরা যেন এই সংবাদ দেন যে ২৫ একর পর্যন্ত জমি ইন্টারমিডিয়ারিদের রাখবার ক্ষমতা আছে সে ২৫ একর পর্যন্ত জমি রাখতে পারবে। অতএব আইনানুসারে ভাগে বিলি করতে পারে। সুতরাং সেই ২৫ একর জমির মধ্যে সরকার পক্ষ থেকে কোন দাবী করা চলবে না, এটা তাদের জানা দরকার। গরীব মধ্যবিত্ত যাদের সামান্য পরিমাণ জমি আছে তারা আজ পথে বসেছে।

দুশো, চারশো, পাঁচশো, টাকা যাদের আয় ছিল, কারো বা হাজার টাকা পর্যন্ত আয় ছিল, এখন আর তাদের কিছুই আয় নেই, আজ তারা রাস্তায় বসেছে। তার উপর তাদের খাদ্য সংস্থানের জন্য যেটুকু জমি আছে, সেটুকুও যদি কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে সরকারের নামে যে কত মোকদ্দমা রুজু হবে তা জানি না—সেজন্য সরকারকে প্রস্তুত থাকতে বলি।

তারপর আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে পুলিশের ব্যয় বেড়েছে। ভারতের মধ্যে পশ্চিম বাংলায় পুলিসের বাবদ সবচেয়ে বেশী খরচ হয়। পুলিসের বড় বড় কর্মচারীদের সংখ্যা কমানো দরকার। এখানে যাঁরা প্রবীন লোক আছেন, তাঁরা জানেন যে বৃটিশ আমলে আগে জেলায় ছিল সুপারিটেন্ডেন্ট অব পুলিশ, তার নিচে ছিল ইন্সপেক্টার, ফার্ষ্ট গ্রেড ইন্সপেক্টার, সেকেন্ড গ্রেড ইন্সপেক্টর। তার জায়গায় এখন এ্যাসিষ্টান্ট সুপারিটেন্ডেন্ট অব পুলিস, ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিস প্রভৃতি যে কত অফিসার বেড়ে গিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু আগে যে জেলা ছিল, সেই জেলাই আছে, জেলার পরিমাণ বাড়ে নি কিন্তু হাইয়ার গ্রেড অফিসারের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এইসব কমানো দরকার।

সর্বশেষে আমি বলছি যে হরিণঘাটায় দুধের কারবারে লোকসান হচ্ছে। মাছের যোগান বৃদ্ধির জন্য গভীর জলে মাছ ধরার জন্য অনেক টাকা লোকসান হচ্ছে। বাস চালনায় যে লাভ হওয়া উচিত, তা হচ্ছে না। এইসব ব্যাপারে অপব্যয় নিবারণ, মিতব্যয়, আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য একটা মিতব্যয় কমিটি বা ইকনমি কমিটি সত্বর নিয়োগ করা দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় আমাদের সামনে যে বাজেট পেশ করেছেন, সেটা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম বৎসরের বাজেট। কিন্তু যেমন মর্নিং সোজ দি ডে, সেইভাবে এই প্রথম বছরের বাজেটে দেখি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সম্বন্ধে যদি একটা ধারণা করতে হয়, তাহলে একথা বলবো যে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ গঠনের কাজ এগিয়ে চলেছে, একথা যতবার বলুন না কেন, তাঁদের এই বাজেট রচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে, বাংলা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত দূরের কথা, বাংলা দেশের অর্থনৈতিক অবনতি তাঁরা বেশ ঘটাতে চলেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে, এই বাজেটে যে ঘাটতি পড়েছে, সেই ঘাটতি পূরণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় আমাদের কাছে বলেছেন যে, আবার কর ধার্য করতে হবে সাধারণ মানুষের উপর। আমি সে সম্বন্ধে দুই-চারটা কথা পরে বলছি। তার আগে আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে এই বাজেটে সরকারের ঋণের পরিমাণ প্রায় দুইশো কোটি টাকার মত। সেই ঋণের পরিমাণ এবং তার যা সুদ বৎসরে বৎসরে দিতে হবে, ইনষ্টলমেন্টে কিছু কিছু শোধ করার যে টাকা এই ঋণের জন্য দিতে হবে, সেটা দেখলে সরকারের অর্থনৈতিক নীতির দেউলিয়াপনা বেশ পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম কথা হচ্ছে, এই ঋণের জন্য বৎসরে পাঁচ কোটি টাকা সুদ হিসাবে দিতে হবে। অথচ পশ্চিম বাংলা সরকার যেকটি স্টেট ট্রেডিং স্কীম করেছেন তার থেকে এমন কিছু রিটার্ন পাওয়া যাবে না, যার দ্বারা আমি বলতে পারি আসল ত দূরের কথা, সুদও এর থেকে পরিশোধ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

[6-35—6-45 p.m.]

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় তাঁর বাজেট বক্তৃতায় অনেকগুলি বড় বড় কথা বলেছেন। তিনি আমাদের সামনে এমন একটা ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন যার দ্বারা প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা না জানি আমাদের দেশের কতখানি উন্নতিসাধন করেছে ; কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, যে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি কিছুমাত্র হয় নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের ৬৯ কোটি টাকা খরচ করার কথা ছিল আমরা ৭২ কোটি টাকা খরচ করেছি। কিন্তু এত বেশী টাকা খরচ করা বড় কথা নয়, খরচ করে আমাদের কি লাভ হয়েছে সেইটেই বিচার্য। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য, যদি এই ৭২ কোটি টাকা খরচ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের দেশের বেকারের সংখ্যা কেন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে? যদি আজকে এই ৭২ কোটি টাকা ভালভাবে খরচ করা হয়ে থাকে তাহলে চারিদিকে এত হাহাকার

কেন? আজকে সাধারণ মানুষের যেভাবে দিন কাটছে, তাদের উপরে নানরকম বোঝা চাপান হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন যে এটা কিছুটা কষ্টসাধ্য কিন্তু আমরা মনে করি সেই করের বোঝা সহ্য করা তাদের পক্ষে একান্তই অসম্ভব। আজকে যদি সত্যিই এই ৭২ কোটি টাকা ঠিকমত পরিকল্পনা করে খরচ হয়ে থাকে তাহলে আমি মনে করি এই বাজেটে যে ঘাটতি তা পূরণ করার জন্য সাধারণ মানুষের উপর সরকারের যদি কর ধার্য করার কোন স্কীম নিয়ে এগিয়ে যেতেন তাহলে সাধারণ মানুষ কিছুমাত্র থাকত, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কর দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু আজকে যদিও বাজেটে ঘাটতি পড়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একটা হিন্ট দিয়েছেন যে এই ধরনের কর ধার্য করার ইচ্ছা তাঁর আছে। এই শুনে সমস্ত পশ্চিম বাংলার লোক আজকে আতঙ্কিত হয়ে আছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী-মহাশয় বলেছেন যে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। কিছু কিছু এপিডেমিক ডিজিস হয়ত কমেছে কিন্তু ঠিক জনস্বাস্থ্য বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে তা বলতে পারি না; কারণ ক্ষয়রোগ যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে বোঝা যায় স্বাস্থ্যের কতখানি অবনতি ঘটেছে। তারজন্য একমাত্র দায়ী আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা। রাস্তাঘাট তৈরি, কিম্বা এপিডেমিক ডিজিস না হওয়ার বন্দোবস্ত করলে পরে যদি কোন পরিকল্পনা সফল হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয় তাহলে আমি বলব এটা জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমার দ্বিতীয় কথা এই যে শিক্ষার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত আমাদের কম্পালসরি প্রাইমারী এডুকেশন সম্পূর্ণরূপে হয়ে উঠে নি যদিও গত দশ বৎসর দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখনও এই স্বাধীন দেশে আমরা দেখতে পাই যে পুলিশ বাজেটে খরচ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। এই খরচটা যদি তলার দিকে যারা আছে অর্থাৎ কনেষ্টবলস ইত্যাদি তাদের মাইনে বেড়ে খরচ বেড়েছে বুঝতাম তাহলে না হয় মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু দেখতে পাই যে তলাকার এই সমস্ত কনষ্টবলদের ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল তাদের মাইনে বাড়ানর জন্যে এবং সরকারকে সেই দাবীর কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। উপর তলার অফিসারএর একের পর একের মাইনে বেড়ে চলেছে অথচ তলার যেসমস্ত কনেষ্টবল তাদের মাইনে বাড়ানর কোন পরিকল্পনা সরকারের নিজের ইচ্ছাতে আসে নি, যখন প্রেসার তাদের উপর পড়েছিল তখন তারা সেটা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আজকে দেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থা তার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে, যে পরিকল্পনা গ্রহণ হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তার পিছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল তা সম্পূর্ণ দলীয় রাজনৈতিক এবং এ্যানটি-পিপল। সাধারণ মানুষকে কিভাবে সুখী করা যেতে পারে সেদিকে যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি, প্লেনলেসওয়েতে এখানে ওখানে কিছু কাজ হয়েছিল যার ফলে আজকে পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা এমন হয়েছে যে বেকার সমস্যা ক্রমশঃ ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যার সমাধানের ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট স্পিচএ দিতে পারেন নি। গত বছর তার বাজেট স্পিচএ বলেছিলেন এর সমাধান অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার কিন্তু সেই দুরূহ ব্যাপারের সমাধানের প্রচেষ্টা এই বাজেট স্পিচএ দেখতে পাই না। এই বাজেট দেখলে মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত দেশটাকে ক্রমশঃ দেউলিয়া করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

Sj. Janardan Sahu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অন্তর খুলে বলতে গেলে বলতে হয়, আপনারা বাজেট যেভাবে করেছেন তাকে জনকল্যাণ রাষ্ট্রের বাজেট বলে না। আপনারা জনকল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করে যাচ্ছেন—তাতে বোঝা যাচ্ছে দেশের প্রাণ হচ্ছে পল্লী কিন্তু সে সম্বন্ধে আপনাদের কোন ধারণা নাই এবং কোন ভাবনাও নাই। পল্লীগ্রামের অবস্থা ভাল হচ্ছে না কতকগুলি রাস্তাঘাট তৈরী হলেই সত্যিকারের ডেভলাপমেন্ট হয় না, তাতে কতকগুলি লোক টাকা পয়সা লুটেপুটে খাচ্ছে। যে টাকা আপনারা খরচ করেছেন তাতেই যে পরিমাণ কাজ হতে পারতো তার ‡ ও কাজ হয়েছে কিনা সন্দেহ। সেইজন্যই আমি বলি কল্যাণ রাষ্ট্রের কল্যাণ হবে কাজের দ্বারা। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে উন্নতির নাম করে কতকগুলি লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে। আর আপনারা পরিকল্পনার নাম করে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের উপর কর চাপাচ্ছেন জনসাধারণের উপরে। চিনির উপর, শিক্ষার উপর আরও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের উপর কর চাপিয়ে দিয়ে আপনারা পল্লীগ্রামের লোকদের উপর পল্লী বিদ্যালয় প্রভৃতির

অবস্থা কিরূপ করেছেন তা একবার ভেবে দেখছেন না। এই মাস খানেক আগে আমি একটা বিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলাম—আমাদের মাননীয় সদস্যা মৈত্রেয়ী বসু যে বিদ্যালয়ের পিছনে বহু টাকা ঢেলেছেন। যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে সেই পরিমাণ কিছুই কাজ হয় নি। সেখানে গ্রামের কর্মীদের সঙ্গে দেখা হলো, তারা বল্লেন, আমরা কয়েক বৎসর চেষ্টা করে একটা চরকা চালাতে পারলাম না। সেই পল্লীর পাশে আরেকটা স্কুল আছে। সেখানে একটা বেসিক স্কুলে প্রায় ২৪ হাজার টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু কোন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হয় নি। এই স্কুলের কোন ঘর নেই, একটা অপরিষ্কার পুকুর পাড়ে স্কুলটা করা হয়েছে তার কোন জমি নেই। অথচ অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।

[6-45—6-58 p.m.]

তারপর সরকার শিক্ষার কথা বলছেন। স্পেশাল ক্যাডারএ অনেক শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে গেল। গভর্নমেন্ট ফলাও করে চারিদিকে বলছেন—আমরা অনেক কিছু করেছি, অনেক স্কুল বাড়িয়েছি ইত্যাদি। পল্লীগ্রামে চলুন, দেখতে পাবেন সেখানে একমাত্র অভিযোগ সকলে করছেন যে শিক্ষা খাতে এত খরচ বাড়লো, সকল কিছু হলো, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা তো বাড়ান হল না? মেদিনীপুরে একটা স্কুলে গিয়েছিলাম, সেখানে শুনলাম ১২-১৪ জন ছাত্র পড়ে। অথচ শিক্ষকরা সকলে পুরা বেতন পান। এই তো স্কুলের ব্যাপার! আমি বলছি আপনারা চলুন এটা পরীক্ষা করে দেখবেন। এইভাবে শুধু টাকার অংক বাড়িয়ে যদি শিক্ষার মান না বাড়ান যায়, তাহলে দেশের কল্যাণ হবে কি করে? শিক্ষা কি হচ্ছে কি না হচ্ছে দেখুন। চিন্তা করে দেখুন দেশ কোনদিকে যায়। কতকগুলি লোক দুর্নীতি করে চলেছে। যদি আপনি দৃষ্টি দিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন, যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, সেই টাকা দ্বারা বহু কাজ হতে পারতো, বহু লোকের উপকার করতে তারা পারতেন। কিন্তু তা হচ্ছে না। লোকে তো কিছু ভাল বলছে না।

এই বাজেট দেখে একটা কথা মনে হচ্ছে। ইংরেজের যখন এদেশে শেষ অবস্থা এসেছিল, তখন প্রত্যেক গভর্নর-জেনারেল চেষ্টা করেছিল তার পাঁচ-ছয় বৎসর সময়টা ভাল করে চালিয়ে যাবে। এই রাষ্ট্রে এখন প্রথম অবস্থায় সেটা হচ্ছে। যা কিছু কাজ সব দেনা করে হচ্ছে। পরে যে কি করে সেই দেনা শোধ হবে, তার ঠিক নাই। দেনা করছেন করুন। এইভাবে যদি কাজ ভাল হতো, তাহলে না হয় হতো। চলুন দেখিয়ে দেব কেউই অন্তর দিয়ে কাজ করে না।

আদর্শ ছিলেন রামচন্দ্র। ভারতবর্ষ তো তাঁরই দেশ। সেই রামচন্দ্র যখন তাঁর দুর্মুখ নামক চরের মুখ থেকে রাজ্যের খবর জানতে চাইলেন, তখন দুর্মুখ বললো—শুনলাম মায়ের নামে অপবাদ হয়েছে। এতদিন তিনি রাবণের ঘরে ছিলেন। এই কথা শুনিয়া অমনি তিনি তাঁকে নির্বিঘ্নে ত্যাগ করে দিলেন—কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য। আজকে বুঝতে পারছি, টাকা চাই। কিন্তু সে টাকা যে এদিকে ওদিকে অযথা বাজে খরচ হচ্ছে, সেদিকে সরকারের নজর নাই। এই উলটো জিনিষ ভারতের ধাতে সইবে না। আজও দেশবাসী অশিক্ষিত। কিন্তু একদিন তারা জেগে উঠবে। কতদিন তাদের চাপা দিয়ে রাখবেন? একদিন না একদিন তারা জেগে উঠবে। তখন কি করবেন? তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে যতক্ষণ না আপনারা শক্ত হয়ে যান, ততক্ষণ মঙ্গল নাই। ছেড়ে দিন নিজেদের ও ভোটের কথা, ইলেকসনের কথা। ইলেকসনে নির্বাচিত হয়ে আসবো কি আসবো না, সেটা বড় কথা নয়। আমরা দেশের কল্যাণ চাই এইটা হচ্ছে আসল কথা। কয়জন লোককে রাখতে হবে, দলবল রাখতে হবে—এইভাবে যদি চিন্তা করেন, তাহলে দেশের কল্যাণ হবে না। দেশমাতৃকা একদিকে তাকিয়ে আছে, আর একদিকে হচ্ছে আপনাদের স্বার্থ। যদি দেশের দিকে তাকাতে চান; তাহলে দুর্নীতি আগে তাড়িয়ে দিন। বিভিন্ন খাতে বহু টাকা ব্যয় করছেন। আপনারা কি বুঝতে পারছেন না দেশের মধ্যে কি কি অভিযোগ আছে? জজের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিন না। কতদিন ধরে মামলা চলছে কোর্টে। তাড়াতাড়ি যাতে লোকে বিচার পায়, তার ব্যবস্থা করুন। আপনি যদি কোর্টে একটা অভিযোগ করেন এবং তার বিচার পেতে চার-পাঁচ বছর হয়, তাহলে কি আপনি প্রাণে শান্তি পাবেন? কেন এই মামলা কোর্টে গিয়ে এতদিন পড়ে থাকবে? জজের সংখ্যা ও আদালতের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন, এবং এই করে দেশের অভিযোগগুলি তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করে দিন। লোকে অভিযোগ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার বিচার করে দেন। আপনারা তো সেরকম কোন ব্যবস্থা করছেন না? আপনারা পোষণ

করছেন দল। এরকম কাজ করছেন কেন? আগামী বছর নির্বাচনে কি আসতে হবে না? যেভাবে আপনারা কাজ করছেন, তাতে দেশমাতৃকা কাঁদবে? তাদের অভিশপ্ত জীবন আপনাদের বহন করতে হবে। আপনারা এখনো সাবধান হয়ে যান। শুধু কল্পনা করেছেন যে এই রকম এই রকম হয়ে যাবে, ঐ কল্পনা করলেই চলবে না। চলুন না পল্লীগ্রামের মধ্যে, দেখবেন সেখানকার দুরবস্থা। আপনাদের এই বিরাট দেনা শোধ করবে কে যা আপনারা করে যাবেন? আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আসুন দেখবেন কতকগুলি লোক তারা আসলে রিফিউজি নয়, কলিকাতায় ঘরদোর বহুদিন করেছে, তারা কতকগুলি রিফিউজির নাম করে কলিকাতায় রয়েছে। কিসের জন্য তারা রিফিউজির নাম করে টাকা নিয়ে যাচ্ছে? কেন তাদের ধরছেন না? পুলিশকে টাকা দিচ্ছেন দেশের শান্তির জন্য। তারা যদি সেগুলি ধরে দিতে না পারে, তাহলে কিছুই হবে না। শুধু কাগজে কলমে টাকা পাস করছেন। তাতেই কি পল্লীবাংলার সকলরকম উন্নতি হয়ে যাবে? আমি চ্যালেঞ্জ করছি কতকগুলি লোক আসলে রিফিউজি হয়েও টাকা পায় নি। আর যারা দু-তিন পুরুষ ধরে কলিকাতায় আছে, তারা রিফিউজির নাম করে টাকা মেরে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু আপনারা দল পুষ্টির জন্য, আত্মীয়স্বজন পোষণের জন্য এইভাবে টাকা মেরে নিতে দিচ্ছেন। অতএব আসুন, এইভাবে আর দেশমাতৃকার সর্বনাশসাধন করবেন না। হীন স্বার্থের জন্য দেশের মহান স্বার্থকে বলি দিবেন না। ভারতের আদর্শ হচ্ছে ত্যাগের আদর্শ। ভারত চিরদিন ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত। তার মঙ্গলের জন্য আজ সকলকে একত্রে এগিয়ে আসতে হবে। আজকে ঝগড়াঝাটি হচ্ছে কোথায়, কি জন্য? সে হচ্ছে কেবলমাত্র স্বার্থের জন্য। আজকে চারিদিকে স্বার্থের খেলা চলেছে।

আর একটা কথা আছে, আজ তা বলবো না, তা হচ্ছে বঙ্গবিহার সংযুক্তি সম্বন্ধে। (এ ভয়েসঃ বলুন না।)

কি স্বার্থের খেলা সেখানে চলেছে। আজকে শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা ভাবছেন, নানারকম কাজ কর্মের ব্যবস্থা করছেন, অনেক প্রোগ্রাম করছেন। আজ আপনারা স্কুল কলেজে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে বাবুগিরি শিখাচ্ছেন। আপনারা যেভাবে যা করছেন আমরা বোকা মানুষ তা বুঝতে পারি না। আমাদের বুঝিয়ে বলুন এগুলি। স্কুল কলেজে বর্তমানে ছাত্ররা যে শিক্ষা পাচ্ছে, সেই শিক্ষা পেয়ে যখন পাস করে বেরিয়ে আসবে, তখন তারা কি কাজ করতে পারবে? তারা পরিশ্রমজনক কোন কাজই করতে পারবে না। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করছেন কিভাবে, কিভাবে সেই পরিবর্তনের দিকে আপনারা শিক্ষাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন সেটা আমাদের বুঝিয়ে বলুন। তাহলে আমরা মনে শান্তি পেতে পারি, নিশ্চিন্ত হতে পারি। সেই কাতারে কাতারে স্কুল কলেজের ছাত্রদের দিকে যখন তাকাই, তখন আমার বুক শুকিয়ে যায়। আজকে যখন চা খাচ্ছি সেই সময় একজন অর্ডারলি এসে বললো আমার ভাইটা তিন বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে বসে আছে। আর একজন লোক মেদিনীপুরের বললো, তার ভাইয়ের স্পেশাল কেডারএর শিক্ষকের চাকরীর জন্য বহু চেষ্টা করছে, তা হচ্ছে না। এই তো অবস্থা! দলে দলে এই রকম হচ্ছে।

আপনারা ইণ্ডাষ্ট্রীজ সেক্টরেও যা ইচ্ছা তাই করছেন। বর্তমানে যা হয় করছেন, ভবিষ্যতেও যা ইচ্ছা করবেন, সেটা চিন্তা করে দেখুন। শুধু দেশে একটা স্কুল করে, বাড়ীর পাশে একটা স্কুল বসিয়ে টাকা ব্যয় করে যাচ্ছেন। এভাবে টাকা ব্যয় অর্থহীন, উদ্দেশ্যবিহীন। আমরা, বাঁচবো কি করে, তার কোন চেষ্টা নাই; যখন বেকার সমস্যা বেড়ে যাবে দলে দলে, তার কি ব্যবস্থা করেছেন, তাত কিছু দেখছি না।

আপনাদের পুলিশের কথা বলি। আপনারা পুলিশ রেখেছেন দেশের শান্তির জন্য, সুখের জন্য। কি যে হচ্ছে, বুঝি না! একটা কথা বললে হয়তঃ রেগে যাবেন অনেকে। আপনারা সকলে যদি দেশকে ভাল করতে চান তাহলে সকলে বেরিয়ে এসে, আমি বলবো, একটা কোয়ালিসন মিনিষ্ট্রী করুন। আমাদের বন্যার দেশ। বন্যায় নদীর যখন বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তখন চারিদিক ঘরবাড়ী প্লাবিত হয়ে যায়। আর সাপ, ব্যাং, কুকুর, বিড়াল, শেয়াল, মানুষ সব এক জায়গায় হয়ে যায় বিপদের সময়। তখন কেউ কাউকে হিংসা করে না। বাংলাদেশ তো একবার বিভক্ত

হয়ে গেছে। বাদবাকী যা ছিল, তারও দুর্দশার অন্ত নেই। শিক্ষিত বেকার সমস্যাও বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় আমাদের উচিত হচ্ছে, সকলে একমত হয়ে একটা প্ল্যান করে কাজ করে যাওয়া।

নিজেদের স্বার্থের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল স্কুল কলেজের ছেলেদের খাটাচ্ছি, কেউ তাদের খাটাতে বাদ দিই না, আর স্কুল কলেজের ছেলেদের সাহায্য ছাড়া উপায়ও নাই, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, বাবা তোদের নৈলেত হবে না, অথচ তারা তারপরে যখন বলে কোথায় যাব কি করে খাব, তখন বলি তাত জানি না। তাদের একটা চাকরি দেওয়া যায় না ভেবে দেখুন কি সর্বনাশ আমরা করছি নিজেদের। তাই বলছি, আসুন সকলে মিলে একদল হয়ে এই বিপদের সময় কাজ করি। আপনারা গ্রামসেবক সমাজ, ভারতসেবক সমাজের অনেক সেণ্টার খুলেছেন, ভাল প্ল্যান। বহু টাকা ব্যয় হচ্ছে এক জায়গায় কিছু দিন কাজ তারা করছে তারপরে আর নাই। কয়েকদিন পরেই আর দেখা যায় না! দশ-পনেরদিন একটা জায়গায় গিয়ে থাকলে তাদের কি শিক্ষা হবে? অথচ এই সেবকসমাজের বাবদ বহু টাকা ব্যয় করে দিচ্ছেন, কাজে কিছুই হচ্ছে না। এক গ্রামসেবিকার কাজ দেখেছি, তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে পল্লীর অশিক্ষিতা মেয়েদের শিক্ষা দেবেন, তাদের বলবেন তোমরা এই কাজ কর, সেই কাজ কর। আমি গ্রামে একদিন রাস্তা দিয়ে চলছিলাম তখন একজন লোক একটি মহিলাকে দেখিয়ে বল্লে ইনি হচ্ছেন গ্রাম-সেবিকা আমাকে সে ব্যক্তি তাঁর সংগে পরিচয় করিতে দিলেন। তাঁর চেহারা যা নাকি দেখলাম যেভাবের পোষাক পরিচ্ছদ পরে তিনি আছেন, যেরকম গহনা পরেছেন, তা দেখে আমি মনে মনে নমস্কার করে বল্লাম—তোমাকে পল্লীগ্রাম গ্রহণ করতে পারবে না। এইরকম ব্যবস্থা দেশে আপনারা করছেন, আমি চ্যালেঞ্জ করছি এ ব্যবস্থা সফল হতে পারে না। আমি যে কথাগুলি এখানে বলছি, তা অন্তর থেকে বলছি, আসুন সকলে বিপদের সময় একযোগে কাজ করুন এবং সকলে মিলে স্থির করি দেশকে আমরা এইভাবে চালাব। যদি মার্জ হয়, বিহার বংগকে যে এক করতে চাইছেন তা যদি হয় আমি শেষ দিন পর্যন্ত বলব—"আমি বাংগালী, বাংগালী, বাংগালী। আমাদের বাংগালী বলেই বলতে হবে।" আসুন সকলে এক সংগে যুক্তি করে দেখিয়ে দি আমরা যত বিবাদই করি না কেন, আমরা বাংলাকে এইভাবে চালিয়ে নিয়ে যাব, যাতে এই বাংলা বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

সর্বশেষে আমি সকলের কাছে নিবেদন করছি, বিশেষতঃ ট্রেজারী বেঞ্চের কাছে, আমি নিবেদন করছি, আপনারা কার আসনে উপবিষ্ট? ভারত চিরদিন সন্ন্যাসীকে উচ্চ আসনে বসিয়েছে। সেই আসনে উপবিষ্ট আছেন চিন্তা করুন। এবং ন্যায়, সত্য ও ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশমাতৃকার দিকে তাকিয়ে চলতে হবে। আসুন সকলে মিলে দেশমাতৃকার সেবা করি। দুর্নীতি যাতে নিবারণ হয় তারজন্য চেষ্টা করুন। দুর্নীতি নিবারণ না করতে পারলে দেশ রক্ষা করতে পারবেন না। যতদিন আপনাদের শক্তি রয়েছে, 'বাবু নমস্কার' লোকে বলবে, কিন্তু যখন শক্তি শেষ হয়ে যাবে, তখন আর আপনার দিকে তাকাবেও না। চিরদিনই এই আসনে আসতে পারবেন না, এর ভিতর যতদিন পারবেন দেশের কাজ করে যান, দুর্নীতি দমন করুন। দুর্নীতি দমন না করলে কাজ করতে পারবেন না। এ কল্পনাময় বাজেটে কিছু হবে না। (শ্রীযুত জ্যোতি বসু: দুর্নীতি দমন ও'রা করতে পারেন না।) জ্ঞান ও ধর্মের কথা পরে বলব। এখন আমার নিবেদন দুর্নীতি দমন করুন, ভোটের কথা ভাববেন না। ভোট না দেয় না দেবে, বয়ে গেল।

Adjournment

The House was then adjourned at 6-58 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 29th February, 1956, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 29th February, 1956, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 196 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Tour programme of Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev

***57. Sj. Jogendra Narayan Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

সোভিয়েট রাশিয়া হইতে তথাকার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রীবুলগানিন ও মাননীয় শ্রীক্রুশ্চেভের পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণের তালিকা কে নির্ধারণ করিয়াছিলেন?

The Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy):
ভারত সরকার।

Sj. Saroj Roy:

এই যে ভারত সরকার যেটা ঠিক করেছিলেন, এতে কি বাংলা সরকারের কোন মতামত নেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমাদের যেমন তাঁরা বলেছিলেন তোমাদের এইভাবে কাজ করতে হবে, আমরাও সেইভাবে করেছিলাম।

Corruptions in test relief work in Midnapore district

***58. Sj. Sudhir Chandra Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলায় বর্তমান ১৯৫৫ সালে যে টেস্ট রিলিফ কার্য হইয়াছে সেই টেস্ট রিলিফ কার্যে দুর্নীতি সম্পর্কে বহু অভিযোগ মেদিনীপুরের দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্তৃপক্ষ পাইয়াছেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ অভিযোগগুলির মধ্যে কতগুলির এ-পর্যন্ত তদন্ত হইয়াছে, এবং

(২) ঐ অভিযোগগুলির সম্পর্কে থানার পুলিস কর্তৃক আদালতে কতগুলি মামলা দায়ের করা হইয়াছে?

Minister-in-charge of the Relief Department (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) হ্যাঁ।

(খ)(১) ৭০টি।

(২) জেলা এন্‌ফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ কর্তৃক এ-পর্যন্ত ২২টি মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

মোট কতগুলি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মোটামুটি ৮৫টি অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে, তার মধ্যে ২২টি কেসের চার্জ সীট হয়েছে এবং ২৪টি কেস ইনভেস্টিগেশনএর পরে দেখা গেছে যে হ্যাঁ, তাদের নামেও মামলা আনা যেতে পারে। আর ১৮টি কেসের এখনও ইনভেস্টিগেশন পেন্ডিং আছে এবং ২১টি কেস হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্টএর কাছে গেছে। পরে সে সম্বন্ধে কি হ'ল জানাতে পারব।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

যে ২২টি কেসের চার্জ সীট দেওয়া হয়েছে, তাদের নাম বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I ask for notice.

Sj. Sudhir Chandra Das:

আপনি অনুগ্রহ করে জানাবেন কি—এগুলো কোন্ কোন্ মহকুমায় হয়েছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আপনি তো মেদিনীপুর জেলার কথা বলেছেন; কাঁথি মহকুমার কথা জিজ্ঞাসা করবেন, জানাব।

Sj. Sudhir Chandra Das:

যে মামলাগুলির চার্জ সীট দেওয়া হয়েছে, সেগুলি নিষ্পত্তি হয়ে আসামীর দন্ড হয়েছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। কাজেই দন্ডের কথা ওঠে না।

Sj. Saroj Roy:

যে ২২টি কেসে মামলা দায়ের হয়েছে তার মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ডাইরেক্টলি কয়টি হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যতদূর আমি জানি তাতে মনে হয় একটিও নয়।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

কি কারণে দুর্নীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে—যার জন্য অভিযোগ এসেছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তা বলতে পারব না।

Sinking of tube-wells by Government in the flood and epidemic-affected areas of Contai subdivision

***59. Sj. Sudhir Chandra Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, কাঁথি মহকুমার যে-সকল অঞ্চল প্রায় প্রতিবছর বন্যাবিধ্বস্ত হয়, এবং তজ্জনিত সংক্রামক ব্যাধিভারাক্রান্ত হয়, সেই সকল অঞ্চলের জন্য সরকার কতকগুলি নলকূপ মঞ্জুর করিয়াছেন;

(খ) সত্য হইলে, কোন্ কোন্ থানার কোন্ কোন্ স্থানে নলকূপ মঞ্জুর করা হইয়াছে;

(গ) উপরি-উক্ত নলকূপগুলির স্থান নির্বাচন কাঁথি মহকুমা জল সরবরাহ কমিটির দ্বারা হইয়াছে কিনা;

(ঘ) না হইয়া থাকিলে, কেন হয় নাই এবং কে ঐ স্থান নির্বাচন করিয়াছেন; এবং

(ঙ) ঐ নলকূপগুলি কোন্ তারিখে মঞ্জুর করা হইয়াছিল, কোন্ তারিখে বসাইবার আদেশ হইয়াছিল এবং বসানর কার্য সমাপ্ত হইয়া থাকিলে, কোন্ তারিখে সমাপ্ত হইয়াছে?

Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department (the Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ও (ঙ) একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) না।

(ঘ) পরিকল্পনাটি অত্যন্ত জরুরী হওয়াতে জেলাশাসক স্থানগুলি নির্বাচন করিয়াছিলেন।

Statement referred to in reply to clauses (খ) and (ঙ) of the starred question No. 59

Serial No.	The village to which the tube-well was sanctioned.	Union No.	Name of police-station.	Date of issue of work order.	Date of completion of each work.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koptabari ..	9	Bhagwanpore ..	6-8-54 ..	29-9-54.
2	Tethaibari ..	9	Do. ..	Do. ..	23-9-54.
3	Deuribarh ..	8	Do. ..	Do. ..	15-9-54.
4	Purba Radhapur ..	8	Do. ..	Do. ..	5-9-54.
5	Jiankhali ..	10	Do. ..	Do. ..	27-9-54.
6	Pausi ..	14	Do. ..	Do. ..	14-9-54.
7	Makalshi ..	10	Do. ..	Do. ..	29-9-54.
8	Bibhisanpur ..	5	Do. ..	Do. ..	23-11-54.
9	Nezirbazar ..	10	Do. ..	Do. ..	5-9-54.
10	Parachingra ..	10	Do. ..	Do. ..	19-9-54.
11	Bhaganpur near thana	3	Do. ..	Do. ..	24-11-54.
12	Sibbazar ..	3	Do. ..	Do. ..	12-10-54.
13	Parchimbar ..	1	Do. ..	Do. ..	9-10-54.
14	Mohammadpur-Uttar-para. ..	1	Do. ..	Do. ..	29-9-54.
15	Garhbera ..	2	Do. ..	Do. ..	6-9-54.
16	Kotebarh ..	8	Do. ..	Do. ..	27-8-54.
17	Kalmichhabarh ..	13	Do. ..	Do. ..	14-9-54.
18	Gurhgram ..	2	Do. ..	Do. ..	10-11-54.
19	Mundapara ..	13	Do. ..	Do. ..	12-3-55.
20	Sayedpur ..	9	Patashpur ..	Do. ..	30-9-54.
21	Katrankahat ..	9	Do. ..	Do. ..	16-9-54.
22	Rupadighi ..	8	Do. ..	Do. ..	14-10-54.
23	Mirzapur ..	2	Do. ..	Do. ..	9-9-54.

Serial No.	*The village to which the tube-well was sanctioned.*	*Union No.*	*Name of police-station.*	*Date of issue of work order.*	*Date of completion of each work.*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Patashpur ..	5	Patashpur ..	6-8-54 ..	4-11-54.
25	Nayachak ..	6	Do. ..	Do. ..	23-10-54.
26	Gobardhanpur ..	9	Do. ..	Do. ..	24-9-54.
27	Gopalsingpur ..	7	Do. ..	Do. ..	12-11-54.
28	Dhakrabaka ..	7	Do. ..	Do. ..	27-9-54.
29	Hazipur ..	1	Do. ..	Do. ..	16-9-54.
30	Parchimkhar ..	3	Do. ..	Do. ..	9-11-54.
31	Gabdangar ..	10	Do. ..	Do. ..	27-10-54.
32	Bhubanmangalpur ..	12	Do. ..	Do. ..	26-10-54.
33	Nekurseni ..	14	Do. ..	Do. ..	14-10-54.
34	Amrpur ..	1	Do. ..	Do. ..	3-11-54.
35	Palpara ..	8	Do. ..	Do. ..	30-9-54.
36	Madhabpur-Uttarbarh	6	Ramnagar ..	Do. ..	8-9-54.
37	Tajpurdakhinbarh ..	7	Do. ..	Do. ..	16-9-54.
38	Dubda ..	14	Egra ..	Do. ..	27-10-54.
39	Bhabanichak ..	15	Do. ..	Do. ..	30-9-54.
40	Khajurda Sahupara ..	6	Do. ..	Do. ..	3-9-54.
41	Naskarpur ..	15	Do. ..	Do. ..	12-9-54.
42	Baratala ..	5	Khedgree ..	Do. ..	21-10-54.
43	Dekbali ..	6	Do. ..	Do. ..	15-9-54.
44	Thanaberia ..	6	Do. ..	Do. ..	28-9-54.
45	Ghouddachull ..	6	Do. ..	Do. ..	27-9-54.
46	Bikrampagar ..	1	Do. ..	Do. ..	16-9-54.
47	Golabari ..	3	Do. ..	Do. ..	17-10-54.
48	Bahargan j ..	5	Do. ..	Do. ..	4-10-54.
49	Mouhati ..	1	Do. ..	Do. ..	17-9-54.
50	Mundapara ..	5	Contai ..	Do. ..	3-9-54.
51	Samudrapur ..	11	Do. ..	Do. ..	1-9-54.
52	Gamartalia ..	10	Do. ..	Do. ..	Unsuccess-ful.

Sj. Sudhir Chandra Das:

এই পরিকল্পনাটি অত্যন্ত জরুরী কেন মনে করা হয়েছিল, জানাবেন কি?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Sudhir Chandra Das:

ওটা কোন্ সালে কি মাসে গ্রহণ করা হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

১৯৫৩-৫৪ সালে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

জেলাশাসক এই স্থান নির্বাচন করেছেন—উত্তরে বলেছেন, তিনি তা কোন্ মেসিনারী মারফ করেছেন—ইউনিয়ন বোর্ড মারফৎ, না সার্কেল অফিসার মারফৎ?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তাঁর নিজের মেসিনারী মারফৎ।

Sj. Sudhir Chandra Das:

ভগবানপুর থানায় দেখছি বেশি নলকূপ বসান হয়েছে; তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ৬ই অগাস্ট ১৯৫৪ তারিখে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে, আর কাজ শেষ হয়েছে....................

Mr. Speaker: No details please.

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, there are gross discrepancies in the figures, namely, in items 19, 23 and 24. The work order was given on a subsequent date after the work had been completed.

Sj. Sudhir Chandra Das:

এটা দেখুন বোগাস—৬ই অগাস্ট ১৯৫৪ তারিখে কাজের অর্ডার দেওয়া হয়েছে লিখেছেন অথচ ১৯ নম্বর আইটেমে রিপোর্ট দিয়েছেন ১২ই মার্চ ১৯৫৪ তারিখে কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। ২৩ নম্বর ও ২৪ নম্বরেও ঐ অসামঞ্জস্য রয়েছে। এতে একটা বোগাস জিনিস হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

Mr. Speaker: That is a matter of opinion. Bogus means it is inconsistent but that is not a supplementary.

Sj. Sudhir Chandra Das:

অন্তত এর কারণ কি বলতে পারবেন কি? ৬ই অগাস্ট ১৯৫৪ তারিখে কাজের অর্ডার দিলেন ৯ই অগাস্ট ১৯৫৪ তারিখে কমপ্লিট হ'ল কি ক'রে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: *I will look into the cases pointed out by the honourable member.

Sj. Sudhir Chandra Das:

২৩ নম্বর আইটেম মির্জাপুর—৯ই অগাস্ট ১৯৫৪, ২৪ নম্বর পটাশপুর—৪ঠা অগাস্ট ১৯৫৪, আর ১৯ নম্বর মুণ্ডাপারা—১২ই মার্চ ১৯৫৪ তারিখে কাজ কমপ্লিট হয়েছে, অথচ সবগুলি কাজের অর্ডার দেওয়া হয়েছে ৬ই অগাস্ট ১৯৫৪ তারিখে, এ রকমটা হয় কি ক'রে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আমি তদন্ত করে দেখব। হয়ত ছাপার ভুলও হতে পারে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

ভগবানপুর থানা কংগ্রেস এরিয়া বলেই কি সেখানে বেশি নলকূপ বসান হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তার ডিস্ক্রিশন অনুসারে দিয়েছেন, তাকে স্থান নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ওখানে কেন বেশি দিয়েছেন জানি না।

---

*Errors printed out were typographical errors and have been corrected in the answer.

Sj. Sudhir Chandra Das:

আপনি কি জানেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যাতে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীর সঙ্গে যুক্তি করে সাইট সিলেকশন করেন, তজ্জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তা আমি মনে করি না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সেটা প্রয়োজনের খাতিরে করেছেন বলে বিশ্বাস করি।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এই পরিকল্পনাটি অত্যন্ত জরুরী কেমন করে হ'ল? আপনি বলছেন—এটা matter of opinion. It is not a matter of opinion but it is a matter of fact. There are certain facts from which deductions were made.

কি কি কারণে জরুরী হ'ল?

Mr. Speaker: Yes, what is the reply?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: There were flood and drought-affected areas as reported by the District Officers. Special funds were provided at the disposal of the District Officers for getting the water scarcity problem solved in these areas.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

পরিকল্পনাটি জরুরী হ'ল কবে? আর কাজ হ'লই বা কবে? তারমধ্যে স্থানীয় কমিটি রয়েছে। তাদের চেয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যাঁর ট্রান্সফারেবল সার্ভিস তিনি কি স্থানীয় সংবাদ বেশী জানবেন?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Government have to work through their District Officers.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Is it not desirable that the officer will also consult the local people?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: It is not a matter of opinion but it is a matter of fact.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমি আপনার কাছে একটা পয়েন্টে ক্ল্যারিফিকেশন চেয়েছিলাম যে, পরিকল্পনাটি জরুরী কেন মনে করেছেন, তার উত্তরে বলেছেন

it is a matter of opinion.

আমি একটা বিষয়ে এলুসিডেশন চাচ্ছি—

What is a matter of opinion for every member,

সরকারের কাছ থেকে যখন আসে তখন

it becomes a matter of policy.

তখন সেই পলিসি সম্বন্ধে জানতে চাইলে বাধা দিলে চলবে কেন?

Mr. Speaker:

তা হয় না।

There cannot be any question on policy in a supplementary. A supplementary is meant for ascertaining facts. I have given you the clarification. Supplementaries are not meant for ascertaining policy. Supplementaries should be asked for ascertaining facts.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Natendra Nath Das:

মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি—সংক্রামক ব্যাধি ভগবানপুরে, পটাশপুরে সবচেয়ে বেশি হওয়ায়ই কি কাঁথি মহকুমার অন্যান্য থানার চেয়ে সেখানেই বেশি সংখ্যক টিউব-ওয়েলের স্থান নির্বাচন করেছেন?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আমি ত সংক্রামক ব্যাধির কথা বলি নি, বলেছি ডিস্ট্রিক্ট অফিসার স্থান নির্বাচন করেছেন।

Sj. Natendra Nath Das:

প্রশ্নটা হচ্ছে যার নাকি আপনি জবাব দিয়েছেন—সে প্রশ্নটা হচ্ছে, কাঁথি মহকুমার যেসকল অঞ্চল বন্যাবিধ্বস্ত হয় এবং তজ্জনিত সংক্রামক ব্যাধিভারাক্রান্ত হয়, প্রশ্নে ত সংক্রামক ব্যাধি রয়েছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আমার উত্তর হ'ল, সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে ডিস্ট্রিক্ট অফিসার স্থান নির্বাচন করেছেন।

Sj. Saroj Roy:

সাবডিভিশনাল হেল্থ কমিটি যে রয়েছে তাদের স্থান নির্বাচন ভার দিলে কি ক্ষতি হ'ত?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সময় বেশি লাগত, তাড়াতাড়ি কাজ করা যেত না।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এটায় স্থানীয় লোকেরা কোন টিউব-ওয়েল ডোনেশন দিয়েছিল কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সে কথা নোটিস দিলে সঠিক জানাতে পারব, সম্ভবত দেয় নাই।

Sj. Natendra Nath Das:

সংশ্লিষ্ট এম, এল, এ,দের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করে কাজ করা হয়েছিল কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আমি ত আগেই বলেছি, এমারজেন্সী বিধায় কাজগুলি তাড়াতাড়ি করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট অফিসারকে ভার দেওয়া হয়েছিল।

Sj. Sudhir Chandra Das:

মন্ত্রীমহাশয় এ কথা জানেন কি—মেদিনীপুরের সুপারভাইজার এটাতে এক বছর পর্যন্ত কাজ করেন নাই ও করতে দেন নাই?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তাহা আমার জানা নাই।

Tube-wells and Public Health activities in Malda district

***60. Sj. Dharani Dhar Sarkar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলায় ১৯৫২-৫৩ এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে টিউব-ওয়েল ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ করার জন্য যথাক্রমে কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল;

(খ) এ জেলায় কোন্ কোন্ থানায় কত টিউব-ওয়েল ও রিং ওয়েল আছে;

(গ) ১৯৫২-৫৩ সালে ও ১৯৫৩-৫৪ সালে কতগুলি নূতন টিউব-ওয়েল ও রিং ওয়েল স্থাপন করা হইয়াছে; এবং

(ঘ) কতগুলি মেরামত করা হইয়াছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

(ক) জলসরবরাহ কাজে—

১৯৫২-৫৩ সালে ১,৩০,০০০ টাকা।

১৯৫৩-৫৪ সালে ১১,০০০ টাকা।

অন্যান্য জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজে—

১৯৫২-৫৩ সালে ২,০২,২৩৪ টাকা।

১৯৫৩-৫৪ সালে ২,৯৯,৬০৯ টাকা।

(খ) ১লা জুলাই, ১৯৫৪ তারিখের হিসাবমত একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ)—	টিউব-ওয়েল।	রিং ওয়েল।
১৯৫২-৫৩ সালে	১৭	২
১৯৫৩-৫৪ সালে	৯৩	৯

(ঘ) সঠিক হিসাব জানা নাই। তবে মেরামতাদি কার্যের জন্য নিযুক্ত সরকারী টহলদারগণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজনমত মেরামত করিয়া থাকে ও তাহাদের সংখ্যা ১,৮৬৩টি ছিল। ইহা ছাড়া ১৭৬টি রিং ওয়েল দেখা হইয়াছে।

Statement referred to in reply to clause (খ) of starred question No. 60

১লা জুলাই, ১৯৫৪ তারিখের হিসাবমত মালদহ জেলার টিউব-ওয়েল ও রিং ওয়েলের সংখ্যা

থানার নাম।	টিউব-ওয়েলের সংখ্যা।	রিং ওয়েলের সংখ্যা।
(১) ইংলিশবাজার	৪৬	১
(২) কালিয়াচক	১০২	১
(৩) মালদহ	৭	১১
(৪) হাবিপুর	১৫	১
(৫) রতুয়া	৪৯	১
(৬) মানচক	৫৪	...
(৭) খারবা	৭৮	১
(৮) হরিশ্চন্দ্রপুর	৮৫	...
(৯) গাজল	১৩	৯
(১০) বামনগোলা	৫	২
মোট ...	৪৫৪	২৭

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

জল সরবরাহের কাজে ১৯৫২-৫৩ সালে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, আর ১৯৫৩-৫৪ সালে মাত্র ১১ হাজার টাকা—পরবর্তী বছরে এত কম হবার কারণ কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

কারণ ঠিক বলতে পারব না, তবে যেমন সুপারিশ আমরা পেয়েছি, ও হাতে যে টাকা ছিল ভাগ করে দিয়েছি।

Sj. Jatish Chandra Ghose:

টিউব-ওয়েলের এই কাজ কোন্ ডিপার্টমেন্টের অধীন, পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেন্ট, না ডিভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেন্ট।

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

১৯৫৩-৫৪ সালে যে নূতন টিউব-ওয়েল বসান হয়েছে সেগুলো কোন্ কোন্ থানায় বসান হয়েছে জানাবেন কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

জানান সম্ভব নয়, তদন্ত করলে পর বলতে পারব। আপনি নোটিস দিলে তথ্য এনে জানাতে পারি।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

উত্তরে দেখা যাচ্ছে—১৯৫২-৫৩ সালে খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আর টিউব-ওয়েলের সংখ্যা হচ্ছে ১৭; আর ১৯৫৩-৫৪ সালে খরচ হয়েছে মাত্র ১১ হাজার টাকা কিন্তু টিউব-ওয়েলের সংখ্যা ৯৩—এর মধ্যে কি ভুল আছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

টিউব-ওয়েল আছে, রিং ওয়েল আছে, ম্যাজন্‌রি ওয়েল আছে—সব কিছু আছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

সব শুদ্ধ ১৭ আর ২এ ১৯টি ১৯৫২-৫৩তে এবং ৯৩ আর ৯এ ১০২টি ১৯৫৩-৫৪তে সুতরাং হিসেবটা অত্যন্ত বেখাপ্পা ঠেকছে না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আগের বছরে যে কাজ হয়েছিল তার বিলও হয়ত পেমেন্ট হয়েছে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

১ লক্ষ ৩০ হাজার খরচ হ'ল ১৯৫২-৫৩ সালে অর্থাৎ আগের বছরে, আর টিউব-ওয়েল হ'ল মাত্র ১৭টা; আর পরের বছরে খরচ হ'ল মাত্র ১১ হাজার টাকা আর টিউব-ওয়েল হ'ল ৯৩টা—এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, মন্ত্রীমহাশয় বুঝিয়ে দেবেন কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এই একটু আগেই না বললাম পেমেন্ট পরের বছরে হয়ত হয়েছে আগের বছরকার যাদের বিল যা ছিল। এই খাতের টাকা ল্যাপ্স হয় না। আনস্পেন্ট টাকা ক্যারেড ওভার হয় পরের বৎসরে।

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

মন্ত্রীমহাশয় যে হিসেব দিয়েছেন তাতে দেখছি গাজল থানায় ১৩টা টিউব-ওয়েল, মালদা থানায় ৭টা এবং বামনগোলায় ৫টা—এইসব থানায় এত কম টিউব-ওয়েল হবার কারণ কি?

8

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সেটা আমি বলতে পারব না। উহা লোকাল অফিসাররা লোকাল কমিটির পরামর্শ অনুসারে করে থাকেন।

Sj. Biren Banerjee:

মন্ত্রীমহাশয় আইটেম (খ)এর উত্তরে যে লিস্ট দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে কালিয়াচকে ১০২টা টিউব-ওয়েল হয়েছে; আর অন্যান্য থানার যে হিসেব আছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে ৮৫টা, কোথাও আছে ১৩, কোথায় ৫৪, কোথায় ৪৯—এতটা বেশি তফাৎ হবার কারণ কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

লোকের সংখ্যা ও প্রয়োজন এইসব দেখে ডিস্ট্রিক্ট অফিসার ঠিক করেন কোথায় কতটা হবে।

Pressure of patients in the Contai Subdivisional Hospital

***61. Sj. Natendra Nath Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) কাঁথি সদর হাসপাতালে বর্তমানে রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং

(২) বিশ্রামাগারের অভাবে নারী, শিশু সকলপ্রকার রোগীকে রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে উন্মুক্ত স্থানে অপেক্ষা করিতে হয়; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

(ক)(১) হ্যাঁ।

(২) হ্যাঁ, সময় সময় যখন রোগীর সংখ্যা অত্যধিক হয়।

(খ) কাঁথিতে উন্নত ধরণের একটি নূতন মহকুমা হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন আছে। আপাততঃ রোগীর পরীক্ষা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য একজন অতিরিক্ত ডাক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

Sj. Natendra Nath Das:

এই যে নূতন পরিকল্পনা এটা কি বর্তমান বছরে কার্যে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এ বছর ত শেষ হতে চলেছে, আর একমাস মোটে আছে।

Sj. Natendra Nath Das:

আমি বলছি ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে হবে কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তা বলতে পারি না। আগামী বছরে হয়ত হতে পারে, সেটা বাজেট পাস হলে পর ঠিক হবে।

Sj. Natendra Nath Das:

মন্ত্রীমহাশয় স্বীকার করেছেন যে রোগীর সংখ্যা অত্যধিক হয়, সে ক্ষেত্রে রোগীরা যাতে বিশ্রাম নিতে পারে সেইজন্য কি একটা সেড করা উচিত নয়?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সমস্ত হাসপাতালেরই সম্প্রসারণ ও উন্নতির কথা আমরা বিবেচনা করছি।

Sj. Natendra Nath Das:

আমার এটা প্রশ্ন নয় যে, হাসপাতালের উন্নতির নূতন পরিকল্পনা হচ্ছে কি না,—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে রোগীদের বিশ্রামের জন্য একটা ওয়েটিং সেড করবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

টাকাটার তাতে সম্পূর্ণ অপব্যয় হবে। হাসপাতাল বড় করব বলে বলেছি ত। যাতে রোগীরা তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পরীক্ষিত হয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতাল ত্যাগ করে চলে যেতে পারে সেইজন্য একজনের জায়গায় দু'জন ডাক্তার নিয়োগ করা হচ্ছে। হাসপাতাল বড় এবং ভাল হলে রোগীর অসুবিধা থাকবে না বলেই মনে করি।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

আপনি বলেছেন যে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কত বৃদ্ধি পেয়েছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

১৯৫৪তে হয়েছিল ১০০, ১৯৫৫তে হয়েছে ৩৫০।

Sj. Jyoti Basu: From the reply given just now it is quite clear that within the next one year the new hospital will not be built there. So what is the difficulty in having a sort of shed where the patients can sit? Will the Hon'ble Minister kindly give a reply to it?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: There is difficulty about the land. Every inch of space is practically under the occupation of the hospital When the hospital was constructed no one thought of expanding it in the near future, because not many patients used to go there for treament. Nowadays with the advancement in scientific medicine people are attending these hospitals in larger number. Therefore, we are thinking of getting a hospital upgraded and built on a larger space.

Sj. Jyoti Basu: My supplementary question is within this one year, are the patients expected to stand in the sun and in the rain?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: They do not stand everyday in the sun and in the rain. Occasionally it happens.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

রোগীরা জলে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও একটা সেড করা যুক্তিসংগত মনে করেন কি না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এখানে স্থানের অসুবিধা আছে। এই বাড়ি নূতন করে তৈরি করতে হবে এবং এ সমস্তই ভেঙ্গে ফেলে দিতে হবে। সেইজন্য সমস্ত অর্থটাই অপব্যয় হবে।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

ইতিমধ্যে একটা সেড করবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আমার যা বলার তা বলেছি।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে ৫০-৬০ জন রোগী থেকে এখন ১০০-১৫০ জন রোগী হয় এবং এই সমস্ত রোগীদের বেলা ৩টা পর্যন্ত বসে থাকতে হয়, একথা ঠিক কি না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এখন আর তিনটা পর্যন্ত থাকতে হয় না। সেইজন্য অতিরিক্ত ডাক্তার দিয়েছি যাতে তারা তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

আপনি কি জানেন, একজন ডাক্তার বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত রোগীদের ২টা-২ইটা পর্যন্ত বসে থাকতে হয়?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

না, আমার কাছে এই রকম সংবাদ নেই।

Sj. Biren Banerjee:

সেখানে লাস্ট কবে গিয়েছিলেন?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

দুই বৎসর আগে গিয়েছিলাম।

Sj. Natendra Nath Das:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জ্যোতিবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, সাফিসিয়েন্ট স্পেস নাই। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় হয়ত ভুলে গিয়েছেন যে সেই হাসপাতালের কম্পাউন্ডএর মধ্যে রোগীদের আশ্রয় দেবার মত প্রচুর স্পেস আছে। আমি সেইজন্য এই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে এই অবস্থায় একটা টেম্পোরারি সেডএর ব্যবস্থা করবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এই হাসপাতালের কম্পাউন্ডএর মধ্যে একদিকে এ, জি, হসপিটাল আর এক দিকে চিলড্রেনস উইং আছে, সেখানে জায়গা কুলায় না। তা ছাড়া রোগীদের মুক্ত বায়ু দরকার, এইজন্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করতে চাই না। আমি নিজে সেটা দেখে এসেছি এবং তাই বলছি।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আপনি যেভাবে রোগীদের জায়গার অভাবের কথা বলেছেন তাতে তাদের আফটার এডমিশন হতে পারে কিন্তু এখানে যেসব আউট-ডোরএ রোগী আসে তাদের জন্য কি করে অভাব হবে?

Mr. Speaker: Don't agrue, you have not put any question.

Sj. Balailal Das Mahapatra:

এখানে রোগীদের অপেক্ষা করার কথা বলা হচ্ছে, একথা ভাববেন কি না?

Mr. Speaker: That has been answered.

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

এই হাসপাতালে একজন ডাক্তার বাড়িয়ে দিয়েছেন বলেছেন। কিন্তু একজন ডাক্তারের এক-একজন রোগীকে দেখতে কতক্ষণ সময় লাগে?

Mr. Speaker: That is not a supplementary arising out of this question.

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

এই সমস্ত রোগীরা কত বৎসর ধরে এই জল ও রৌদ্রে কষ্ট পাচ্ছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

বেশি দিন কষ্ট পাচ্ছে না। আগে বেশি রোগী হ'ত না, এখন বেশি রোগ হচ্ছে সেইজন্য একজন ডাক্তার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

এই ট্রাবল এরাইজ করেছে কতদিন ধরে—
it is a serious question.
এর যে উত্তর দিলেন,
is it an answer for a civilised Government?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আমি বলেছি যে আমি নিজে এই হাসপাতাল দেখে এসেছি। এই একজিস্টিং হসপিটালএ যে স্থান আছে তাতে সেড করলে হাসপাতালের অসুবিধা হবে। সেইজন্য রোগীরা যাতে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে তারজন্য একজন এ্যাডিশনাল ডক্টর রাখা হয়েছে। এর পর যখন এই হাসপাতাল সম্প্রসারণ করব তখন সকল অসুবিধা দূর হবে।

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

অতিরিক্ত ডাক্তার দেবার পর কি তাদের জলে ভিজতে হয় না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

না, অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

একেবারে বন্ধ হয়েছে কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

জল সারা বৎসর হয় না।

Sj. Subodh Choudhury:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, তিনি দুই বৎসর আগে এই হাসপাতাল দেখে এসেছেন। এই হাসপাতাল কতখানি জমির উপর অবস্থিত বলবেন কি?

Mr. Speaker: That is not a supplementary arising out of this question.

Grant-in-aid to the Bankura Sammilani Hospital

***62. Sj. Probodh Dutt:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(*a*) what is the present state of things as regards the granting of aid to the Bankura Sammilani Hospital;

(*b*) whether it used to receive any annual grant of aid;

(*c*) if so, up to what years;

(*d*) whether any aid was given to the hospital in the year 1954-55;

(*e*) if not, the reason therefor;

(*f*) if it is a fact that the said hospital cannot meet the demand of the local people and that it is in a state of mismanagement; and

(*g*) if so, whether Government consider the desirability of establishing a new hospital at Bankura?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: (*a*) The matter is under consideration in consultation with the hospital authorities.

(*b*) Yes; on a non-recurring basis for five years only.

(*c*) 1953-54.

(*d*) No.

(*e*) Sammilani did not comply with the conditions under which grants were given for five years.

(*f*) Government have no such information.

(*g*) Government are upgrading all district hospitals by stages. Bankura's case is also under consideration.

Sj. Probodh Dutt:

আপনি বলেছেন (ই)তে—

"*Sammilani did not comply with the conditions under which grants were* given for five years." What are the conditions?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: One of the main conditions was that the three institutions in Bankura will be amalgamated and run by a joint committee. The Sammilani authorities did not agree to have their representatives on the committee for the amalgamation of all the three institutions.

Sj. Probodh Dutt:

সম্মেলন করে নি বলে এই পাবলিক সাফারিং গভর্ণমেন্ট দূর করবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: We have no control over the Sammilani Hospital. If they do not agree to come under the terms laid down by Government, how can we force our will on the Sammilani authorities which is a private institution?

Sj. Probodh Dutta:

আর (এফ)এর উত্তরে বলেছেন—

"Government have no such information".

আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি--

whether it is a fact that the said hospital cannot meet the demand of the local people and that it is in a state of mismanagement,

পাব্লিকদের ডিম্যান্ড হাসপাতালে মিট হয় কি না, এটা এনকোয়ারী করবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আমরা হাসপাতাল নেবার জন্য সম্মেলনীর অথরিটিসকে অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু তাদের দেবার অধিকার নেই। সেইজন্য আমরা ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টএর থ্রু দিয়ে এই হাসপাতাল নেবার চেষ্টা করেছি। ইতিমধ্যে হাসপাতালের দাতার উত্তরাধিকারীরা আপত্তি জানিয়েছেন যে এটা বাঁকুড়া সম্মেলনীর দেবার ক্ষমতা নেই, গভর্নমেন্টএর সঙ্গে যে কন্ডিশন ছিল যে, আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজকে টাকা দেবে তাও দিতে পারবে না। সেইজন্য এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার তদন্ত করছেন।

Sj. Probodh Dutta:

এই নিউ হস্পিটাল যেটা আন্ডার কন্সিডারেশন বলেছেন সেটা কত দিনের মধ্যে হতে পারে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এ্যাকুইজিশন ব্যবস্থা ফাইনালাইজ হয়ে গেলে পর গভর্নমেন্ট বা তাদের এজেন্ট দিয়ে এই হাসপাতাল সম্প্রসারণ করা হবে।

Bankura Sammilani Hospital and opening of a new Medical College at Bankura town

***63. Sj. Probodh Dutt:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(*a*) whether he is aware that the Bankura Sammilani Hospital property is a trust property and the Bankura Sammilani is not legally competent to make over the said trust property to the Government;

(*b*) whether Government contemplate the establishment of a new hospital in Bankura town to remove the grievances and suffering of the public;

(*c*) if so, within what time; and

(*d*) if it is a fact that the Hon'ble Chief Minister gave an assurance to the deputationists of the Bankura Sammilani to the effect that if they could collect five lakhs of rupees from the public donation, he would start a medical college and hospital in place of the defunct medical school in pursuance of the Bhore Committee Report?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: (*a*) and (*b*) Yes.

(*c*) No time-limit can be fixed at this stage.

(*d*) No.

Sj. Probodh Dutta:

এ কথা ঠিক কি না বাঁকুড়া থেকে চীফ মিনিস্টারএর কাছে ডেপুটেশনএ এসেছিল মেডিকেল কলেজ করবার জন্য এবং তিনি রাজী হয়েছিলেন?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

চীফ মিনিস্টার কোন এ্যাসিওরেন্স দেন নি বলেই আমি জানি।

Sj. Probodh Dutta:

কি বলেছিলেন, বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আমার নিকট যে রেকর্ড আছে তাতে কোন কমিটমেন্টএর কাহিনী লেখা নেই। তবে মুখে কি বলেছিলেন তা আমি জানি না।

Sj. Probodh Dutta:

তিনি কোন কমিটমেন্ট করেছিলেন কি না তার এনকোয়ারী করবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তিনি কোন এ্যাসিওরেন্স দেন নি বলেই জানি, কাজেই তদন্তের প্রয়োজন দেখি না।

Health Centres in Contai subdivision

***64. Sj. Sudhir Chandra Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(ক) কাঁথি মহকুমায় কোন্ কোন্ ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ইউনিয়নবাসীর নিকট হইতে টাকা অথবা জমি অথবা টাকা ও জমি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহার পরিমাণসহ তালিকা কি;

(খ) ঐ টাকা ও জমি কোন্ কোন্ তারিখে পাওয়া গিয়াছে;

(গ) ঐসকল ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে কোন্ কোন্‌টির কার্য ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে; এবং

(ঘ) ঐসকল ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে কোন্ কোন্‌টির কার্য ১৯৫৫-৫৬ সালে আরম্ভ হইবে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

(ক) হইতে (গ) একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(ঘ) সঠিক বলা যায় না।

Statement referred to in reply to clauses (ক) *to* (গ) *of starred question No. 64*

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার স্থাপিত ও প্রস্তাবিত ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের বিবরণী

স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের নাম।	প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ।	প্রাপ্ত জমির পরিমাণ।	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কার্য আরম্ভ হইয়াছে কিনা।
(১) রাধাপুর (বারবেরিয়া) ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন নং ৭, থানা ভগবানপুর।	(ক) ২৬-৭-১৯৪৮ তারিখে— ১১,৫০০ টাকা। (খ) ১৬-১১-১৯৪৮ তারিখে— ১১,৫০০ টাকা। মোট ২৩,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।	২০-১-১৯৪৯ তারিখে ১·৩৩ একর জমি পাওয়া গিয়াছে।	১৫-১-১৯৫১ তারিখ হইতে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রটি খোলা হইয়াছে।
(২) পানিপারুল ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন নং ১৩, থানা এগরা।		১৯-১-১৯৪৮ তারিখে ২১·৮ একর জমি পাওয়া গিয়াছে।	৮-১২-১৯৫৪ তারিখ হইতে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রটি খোলা হইয়াছে।
(৩) মির্জবৈথুনা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন নং ৮, থানা রামনগর।	২৫-৩-১৯৫৪ তারিখে ১০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।	..	গৃহাদি নির্মাণকার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।
(৪) বোরহাট ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন নং ৯, থানা পটাশপুর।	(ক) ২৬-৫-১৯৫৫ তারিখে— ৪,০০০ টাকা। (খ) ৯-৮-১৯৫৫ তারিখে— ৬,০০০ টাকা। মোট ১০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।		গৃহাদি নির্মাণকার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

(৫) বলতিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন নং ১৭, থানা কাঁথি।	২১-৪-১৯৫৩ তারিখে ৬,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।	..	প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে—উপযুক্ত জমি এখনও পাওয়া যায় নাই।
(৬) হাইপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, থানা কাঁথি ..	২৫-২-১৯৫৫ তারিখে ৫,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।	(ক) ২৫-২-১৯৫৫ তারিখে ·৬১ একর। (খ) ১৯-১০-১৯৫৫ তারিখে ১·৩৮ একর। মোট ১·৯৯ একর জমি পাওয়া গিয়াছে।	প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
(৭) বরবস্তলিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, থানা কাঁথি ..	১৭-১০-১৯৫৫ তারিখে ৪,০০০ টাকা এবং ১-১২-১৯৫৫ তারিখে ১,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।	..	প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে—উপযুক্ত জমি এখনও পাওয়া যায় নাই।
(৮) বনমালীচট্টা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন নং ৭, থানা কাঁথি।	১৮-১০-১৯৫৫ তারিখে ২০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।	৫০ বিঘা জমি পাওয়া গিয়াছে ..	প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
(৯) হারিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন নং ৬, থানা রামনগর।	৫০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে ..	..	প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

এই যে বিবরণীর (৫)এ বলেছেন যে, উপযুক্ত জমি এখনও পাওয়া যায় নি, এর অর্থ কি পরিষ্কার বুঝতে পরিছি না; এখানে যে পরিমাণ জমি পাওয়া দরকার তা পান নি, না অন্য কোন কারণ আছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এ সম্বন্ধে আমার কাছে কাগজ নেই। হয় এই জমি মনোনয়ন করেন নি কিম্বা জমি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি—ঠিক বলতে পারছি না। যদি জানতে চান তাহ'লে পরে জানাতে পারব।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

আপনি ২৫এ মার্চ ১৯৫৪ তারিখে যে টাকা দিয়েছিলেন তার কাজ আরম্ভ হয়েছে কি না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

অর্ডার দেওয়া হয়েছে, কনস্ট্রাকশন বোর্ড টেন্ডার কল করেছে, কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

Accidents in fireworks factories in Budge Budge and Mahestalla police-stations

***65. Sj. Bibhuti Bhuson Ghose:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) চব্বিশ-পরগনা জেলার বজবজ থানা এবং মহেশতলা থানার অন্তর্গত চিংড়িপোতা ইউনিয়ন ও নওংগী ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে বাজি ও বারুদের কারখানা আছে, এবং

(২) ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঐসকল কারখানায় কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐসকল কারখানার মালিকদের নাম কি,

(২) ঐসকল মালিক প্রয়োজনীয় লাইসেন্স পাইয়াছেন কিনা,

(৩) কোন্ কোন্ তারিখে কি কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে,

(৪) দুর্ঘটনার ফলে কি কি ক্ষতি হইয়াছে,

(৫) কতজন লোক হতাহত হইয়াছে,

(৬) ক্ষতিপূরণের কি ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং

(৭) সরকার দুর্ঘটনা প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

Minister-in-charge of the Jails Department (the Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar):

(ক)(১) না। তবে চিংড়িপোতা ইউনিয়নে তৈয়ারি বাজি বিক্রয়ের দুইটি দোকান আছে।

(২) মাত্র একবার একটি দোকানে।

(খ)(১) দুর্ঘটনাটি যে দোকানে ঘটে তাহার মালিকের নাম সেখ নৌশের আলি।

(২) কেবলমাত্র তৈয়ারি বাজি বিক্রয়ের জন্য উক্ত দোকানের মালিক অনুজ্ঞাপত্র (লাইসেন্স) পাইয়াছিলেন।

(৩) ইংরাজী ১৭ই অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখে উক্ত সেখ নৌশের আলির দোকানে বে-আইনীভাবে বাজি তৈয়ার করিবার কালে একটিই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

(৪) দোকানটি পুড়িয়া গিয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২,০০০ টাকা।

(৫) উপরোক্ত দুর্ঘটনায় তিন ব্যক্তি নিহত ও দুই ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

(৬) বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন আছে। কিন্তু জানা গিয়াছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগণ ক্ষতিপূরণের জন্য কোন দাবী উপস্থিত করেন নাই।

(৭) দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্যই জেলাশাসক কর্তৃক বাজি তৈয়ারির অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের পূর্বে কারখানার জন্য প্রস্তাবিত স্থান ও এতৎসম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় বিষয় রীতিমত তদন্ত করা হইয়া থাকে। বাজি ইত্যাদি প্রস্তুত করা ও তৈয়ারি বাজি মজুত রাখা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুজ্ঞাপত্র নির্দিষ্ট শর্তাধীনে মঞ্জুর করা হয়।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আপনি আমার (১) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, না; না বলে আবার স্বীকার করেছেন—এটা কি রকম? না বলে বলছেন চিংড়িপোতা ইউনিয়নে তৈয়ারি বাজি বিক্রয়ের দু'টি দোকান আছে।

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন কারখানা আছে কি না—আমি বলেছি না। যা আছে সে তো কারখানা নয়, দোকান।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

কারখানা মানে বাজি যেখানে তৈরি হবে, বাজি তৈরি না করে বাজি বিক্রয় হয় কি করে?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

তৈরি বাজি বিক্রয় করে, প্রশ্নোত্তরেই বলা হয়েছে। দুই রকমের লাইসেন্স আছে, লাইসেন্স কে" আর লাইসেন্স "আই"। লাইসেন্স 'আই'তে বাজি তৈরি করতে পারে এবং রাখতে পারে কন্তু লাইসেন্স "কে"তে শুধু তৈরি বাজি রাখতে পারে, এই দু'টো দোকানই ফর্ম "কে" লাইসেন্স নয়েছে "অনলি ফর স্টোরিং ফায়ারওয়ার্কস"।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আপনার উত্তর থেকে তাহ'লে কি এই বুঝবো যে, বজবজ থানা এবং মহেশখালির চংড়িপোতা ও নুংগী ইউনিয়নে কোন বাজি তৈরি হয় না?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

না।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আপনি এই (৬)এর উত্তরে বলেছেন, বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন আছে। ১৪ই অক্টোবর ১৯৫৪ হতে আজ পর্যন্ত বিচারাধীন আছে, আর কতদিন বিচারাধীন থাকবে বলতে পারেন কি?

Mr. Speaker: That is a matter for the court.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আমার প্রশ্ন ছিল, দুর্ঘটনার ফলে কি কি ক্ষতি হইয়াছে? আপনি তার উত্তরে বলেছেন, দোকানটি পুড়িয়া গিয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক দু'হাজার টাকা। আপনি কি জানেন, গ্রামের আর কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা, আর কোন ঘরবাড়ি পুড়েছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

আমাদের রিপোর্ট হচ্ছে ৩ জন মারা গিয়েছে, দু'জন ইঞ্জিয়োর্ড হয়েছে।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আর কোন মানুষের ক্ষতি হয়েছে বলে আপনার জানা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

না।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য জেলা শাসকের অনুজ্ঞাপত্রে আর যেসমস্ত জিনিস থাকে সেগুলি কি?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

লাইসেন্স ফর্মএ আছে, যদি দেখতে চান ফর্ম দিতে পারি।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

অনুজ্ঞাপত্রে কি কি জিনিস রয়েছে যা হলে পরে দোকান হয় না?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

এতে আছে—

All explosives on the premises shall be kept in one or other of the following ways:—

Mode A—i.e., in a building substantially constructed of stone or concrete or in a securely constructed fire-proof safe or in an excavation formed of solid blocks of earth, etc.

Mode B—in a substantial receptacle closed and secured and pressed inside a dwelling house or inside any such building

এরকম অনেক আছে—১০।১২টা আছে।

Mr. Speaker: You need not read the whole thing.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

এই যে বজবজ থানা এলাকায় যেখানে তৈরি বাজি বিক্রী হয় সেখানে এর আগে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

অন্য জায়গায় কোথাও ঘটে নি নৌশের আলির দোকান ছাড়া।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আর কোথাও ঘটে নি?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

না।

Sj Bibhuti Bhushon Ghose:

এ কথা কি ঠিক যে অন্যান্য দুর্ঘটনার সম্বন্ধে আপনার কাছে চিঠি লেখা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

আমার ফাইলএ কিছু নাই, সমস্ত কিছুই দেখেছি।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

আপনি বিভূতিবাবুর প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, কারখানা আর দোকানে তফাৎ আছে। "আই" আর "কে" ফর্ম। যখন প্রশ্ন করলেন যে কারখানায়—প্রশ্ন (২)এ দেখুন—ঐসকল কারখানায় কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে—আপনি বলেছেন, মাত্র একবার একটি দোকানে। তাহ'লেই উত্তরে কারখানা এবং দোকানে কোন তফাৎ রাখা হয় নি?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

(১)এ বলে দেওয়া হয়েছে তৈরি বাজি বিক্রয়ের দোকান আছে সুতরাং ঐটাই..

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

আপনি বলেছেন (২)তে—

That is a matter for clarification.

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar: Two follows one.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আর একটি দোকানের মালিকের নাম কি?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

সেখ সৈয়দ আলি।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

(৪) প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, দোকানটি পুড়িয়া গিয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২,০০০ টাকা। শুধু কি দোকানটিরই ক্ষতি হয়েছে, না, আশেপাশের গৃহস্থেরও ক্ষতি হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

শুধু দোকানটি পুড়েছে এই খবর আছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

ক্ষতির পরিমাণ দু'হাজার টাকা, তাহ'লে যারা নিহত হয়েছে তারা কি আশেপাশের লোক, না দোকানেরই লোক?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

দোকানেরই লোক।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

আপনি কি জানেন বাজির দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তাদের কাছাকাছি যেসমস্ত বাড়ি আছে সেই সমস্ত বাড়িতে যারা বসতি করে তাদের বাজি তৈরির সমস্ত মালমশলা দিয়ে থাকে?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

না।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

আপনি প্রশ্নোত্তরে বলেছেন—কেবলমাত্র তৈয়ারি বাজি বিক্রয়ের জন্য উক্ত দোকানের মালিক অনুজ্ঞাপত্র পাইয়াছিলেন; তারপর বলেছেন ১৭ই অক্টোবর ১৯৫৪ তারিখে উক্ত সেখ নৌশের আলির দোকানে বে-আইনীভাবে বাজি তৈয়ার করিবার কালে একটিই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে—বে-আইনীভাবে বাজি তৈরি করছিল—এরপর এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

প্রথমে পুলিস নেগলিজেন্স অব স্টোরিং বলে কেস নেয় নবেম্বরে। তারপর চীফ এক্সপ্লোসিভ ইন্সপেক্টর সেখানে যেয়ে পরীক্ষা করে দেখে যে সেখানে বে-আইনীভাবে বাজি তৈরি করছিল নইলে এত বড় এক্সপ্লোশন হতে পারে না—তখন বে-আইনী বাজি তৈরির জন্য কেস দেওয়া হয় অন্য ধারায়, সেজন্য দেরী হয়েছে ছ'মাস।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

এই যে বাজির দোকানে দুর্ঘটনা ঘটেছে, আপনি কি জানেন তাকে এখনও বাজি বিক্রী করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar: Definitely not.

তাকে লাইসেন্স দেওয়া হয় নি, সেখানে দোকান পুড়ে গিয়েছে এই হ'ল লেটেস্ট খবর।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

(৬) প্রশ্নোত্তরে বলেছেন--বিষয়টি বর্তমানে আদালতের বিচারাধীন আছে, যদি না থাকে তাহ'লে কি ফল হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ তারিখে দিন ছিল—আজও আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করেছি, সাক্ষী নেওয়া হচ্ছে এবং কেস এখনও বিচারাধীন আছে।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

আপনি এক জায়গায় জানিয়েছেন ক্ষতিপূরণের জন্য দাবী উপস্থিত করা হয় নি, আপনি কি খবর রাখেন রিলিফ মিনিস্টার প্রফুল্ল সেন মহাশয় এ সম্পর্কে কোন আবেদন পেয়েছেন কি না?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

আমি জানব কি করে?

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

ঘরবাড়ি যাদের পুড়েছে তারা কি দরখাস্ত করেছে এই প্রশ্নে আপনি বলেছেন দরখাস্ত করা হয় নি কিন্তু আমি জানি দরখাস্ত করা হয়েছে—এরকম যদি থাকে অন্য লোকের ক্ষতি হয়েছে তাহ'লে দরখাস্ত করলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন কি?

Mr. Speaker: That is a hypothetical question.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

যাদের ঘরবাড়ি পুড়েছে, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের দরখাস্ত আপনাকে যদি দেয়, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন কি না?

Mr. Speaker:

হাইপথেটিকাল প্রশ্ন করছেন কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: So far as the Relief Department is concerned, no such application has been received.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

বাজির দোকানের মালিক নয়, এমন লোক যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar: The latest report of the District Magistrate was that the parties affected by the accident did not appear to have asked for compensation from Nausher Ali.

Sj. Bibhuti Bhuson Ghose:

তাহ'লে ক্ষতি হলে বিবেচনা করবেন কি?

The Hon'ble Dr. Jiban Ratan Dhar:

দুর্ঘটনা তো নৌশের আলির দোকানে হয়েছে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

বাজির দোকান এটা কি জেলের মধ্যে আছে না কি বাইরে?

Mr. Speaker: It does not arise.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

[3-40—3-50 p.m.]

Number of murders in Arambagh subdivision during the last six months of 1955

30. Sj. Narendra Nath Ghosh: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

(ক) আরামবাগ মহকুমায় গত জানুয়ারি হইতে জুন (১৯৫৫) ছয়মাসে কোন্ গ্রামে কয়টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে;

(খ) ঐ প্রসঙ্গে কোন্ ঘটনায় কতজনের বিরুদ্ধে পুলিস মামলা দায়ের করিয়াছে ও কতজনের শাস্তি হইয়াছে; এবং

(গ) ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে না পারে, সরকার তাহার জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

The Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy):

(ক) অর্জুনগড়িয়া গ্রামে ১টি; শ্যামবল্লভপুর গ্রামে ১টি; জঙ্গলপাড়া গ্রামে ১টি।

(খ) প্রতিটি ঘটনার যথাযথ তদন্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে কাহারও বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা সম্ভব হয় নাই।

(গ) কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সরকার প্রয়োজন মনে করেন না।

Sj. Narendra Nath Ghosh:

স্যার, আমি যা জানতে চেয়েছি তার উত্তর পাইনি মার্ডার কেস সম্বন্ধে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the 7th of February, 1955, the dead body of a deceased woman aged about 18 or 19 years was found in a pond "Natun pukur' which had only knee-deep water. The deceased was the wife of Kalipada *alias* Kalobaran Kundu. The deceased was found with cut injuries on right shoulder, left eye, right ear and cheek. It was found on enquiry that she was not pulling on well with her husband and the members of his family on account of her various female diseases, and it is suspected that her husband with the help of his two brothers murdered her in order to get rid of her and to enable him to remarry. The crime was committed late at night, and the neighbours happened to be the relations of the suspects. As there was no sufficient evidence to submit a charge-sheet, the F.R.T. report was submitted under section 302 I.P.C.

The second case is—Goghat police-station, Shyamballavpur murder case. On the 31st May, 1955, the father-in-law of the deceased woman aged about 22 reported to the Thana that his daughter-in-law had committed suicide by hanging. During enquiry of that unnatural death case the Sub-Inspector got scent of foul play and on post-mortem examination the death was found to be due to asphyxia as a result of strangulation of neck. The ligature mark on the neck and other injuries found in the body were ante-mortem in nature. It was also found that the deceased woman was not pulling on well with her husband and her husband's people. The crime was committed late at night inside a house situated in a solitary place. As there was no sufficient evidence to warrant a charge-sheet in this case F.R.T. was submitted.

The third one was that on the 7th of April, 1955, a headless body of an unknown child aged about 2½ years was found lying in a field in Jangalpara.

It was found that the left hand of the child was also missing from the elbow. As no clue towards the indentity of the boy was obtained, the case was returned and was not taken up.

Sj. Narendra Nath Chose:

স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে এই যে, মাত্র এই তিনটি ঘটনা হয়েছে, না, এর চেয়ে বেশি হয়েছে? আমার জানা ছিল বেশি হয়েছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনি জানেন, আমি জানি না।

Sj. Narendra Nath Chose:

১৯৫৫ সালে খানাকুল থানায় মার্ডার কেস হয়েছে এবং তার...

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি আর কিছু জানি না।

Appointment of the Administrator for Durgapur Coke Oven Plant

31. Sj. Subodh Banerjee: (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development Department be pleased to state if any administrator and administrative officers have been appointed for the Durgapur Coke Oven Plant?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) if any advertisement was made for the posts;

(*ii*) if so, the names of the newspapers where the advertisement was published;

(*iii*) the scales of pay of the posts; and

(*iv*) names of officers appointed, their respective pay and allowances and their qualifications?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: (*a*) An administrator has been appointed for the Durgapur Project but no other administrative officers have yet been appointed.

(*b*) As Shri N. N. Mazumder, Special Officer and Secretary (*ex-officio*), Finance Department, has been appointed to perform the duties of the Administrator, Durgapur Project, in addition to his own duties, the question of advertisement for the said post in newspapers does not arise. He gets his own pay as the Special Officer and Secretary (*ex-officio*), Finance Department, and does not get any extra remuneration for his additional duties.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে উত্তর দিয়েছেন, এটা কবেকার উত্তর?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

উত্তর হ'ল ২২এ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ তারিখের।

Sj. Subodh Banerjee:

এর পরে কোন এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হয়েছে কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না, কোন এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হয় নি।

Sj. Subodh Banerjee:

এখানে দেখছি এ্যাডমিনিস্ট্রেটর এ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন শ্রীযুত এন, এন, মজুমদার। ইনি কি করে এলেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: He is already the Secretary (ex-officio), Finance Department, working with us for the last three years.

Sj. Subodh Banerjee:

ইনি কত মাইনে পান?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি বলতে পারব না।

Sj. Subodh Banerjee:

সাড়ে তিন হাজারের বেশি কি পান?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি জানি না, চীফ সেক্রেটারী জানেন।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

এ'র বয়স কত?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কুষ্ঠী দেখে বলব।

Sj. Jyoti Basu: Is Shri N. N. Mazumder performing both the duties at present?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Yes, he is not paid extra for this.

Sj. Jyoti Basu: I am not talking about his pay. What I am saying is whether he can perform both his duties?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: He is doing it. Until we get things in a ship-shape form he is doing the extra work.

Sj. Jyoti Basu: Is Shri N. N. Majumder a more brilliant man?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: More brilliant than you and I.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

যদি মোর ব্রিলিয়েন্ট হন, তাহ'লে তাঁকে চীফ মিনিস্টারএর জায়গায় বসান হ'ল না কেন?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি এই পোস্টএর জন্য অন্ততপক্ষে দু'টি কাগজে এ্যাডভার্টাইজ করা হয়েছিল কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি জানি না।

Sagore Dutt Hospital at Kamarhati, 24-Parganas

32. Dr. Narayan Chandra Ray: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have any control over the Sagore Dutt Hospital, 24-Parganas;

(*b*) what are the financial sources for meeting the expenses for running this hospital;

(*c*) what is the amount of Government grant to this hospital for the current year;

(*d*) whether there has been any contraction of departments in recent years and, if so, what are those departments which have undergone contraction; and

(*e*) what is the scheme, if any, of Government in respect of the said hospital?

The Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department (the Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji): (*a*) No.

(*b*) From the income of the trust created by the late Sagore Datta. This is administered by the Administrator-General and Official Trustee.

(*c*) No grant is paid by Government.

(*d*) Government are not aware.

(*e*) None.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই যে "নো" বলেছেন, এটা কি আপ-টু-ডেট, না, এর পরে সাগর ডাট হসপিটাল নেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

না, নেওয়া হয় নি।

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই যে বলেছেন—

"no grant is paid by the Government"

এর মধ্যে

whether there has been any contraction of departments,

ডিপার্টমেন্ট খোলা এবং ওপেন করার ব্যাপারে

it has nothing to do with the Health Department,

তাই কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: The hospital is run by a public trust and the Government do not come into the picture.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I may tell my friend that the Chief Medical Officer saw me a few weeks ago about this. He told me that they had to contract some departments because their money was short. The difficulty is that it is a Trust Fund. Therefore, we have got to go up to the High Court if we want to take it over. We are taking steps in that direction.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: "Whether accommodation is contracted or not"—does this information come spontaneously or it is also the commitment of the Government to get that information?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is not necessary. I do not know what you are doing in the Belgachia Medical College.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: We have got to submit a report.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Because you are getting a recurring grant, but they do not.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: I want to know whether, even if it is a private hospital, it is one of the moral commitments of the Government Health Department to keep an account of contraction or expansion of a private hospital?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: I do not think it is desirable.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Is it in the contemplation of Government at least to initiate that practice?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No.

Mr. Speaker: Questions over.

Leave of absence of Sj. Hemanta Kumar Basu

Mr. Speaker: I have got an application from Sj. Hemanta Kumar Basu asking for leave of the House for his remaining absent for the period from the meeting of the 1st February, 1956, till the prorogation of the House.

I hope the House will agree to this.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I know that he is very ill. He is lying in the Tropical School.

[The House agreed to the proposal.]

General Discussion of the Budget

Mr. Speaker: We shall now have General Discussion of the Budget. Sj. Subodh Banerjee will speak first.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডাঃ রায় বাজেট উপস্থিত করার কালে বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে চিত্র তুলে ধরেছেন, সে চিত্র সম্পূর্ণ অবাস্তব। যাঁর অর্থনীতি সম্বন্ধে এতটুকুও জ্ঞান আছে তিনি এই রকম চিত্র কখনই উপস্থিত করতে পারেন না। ডাঃ রায় তাঁর বক্তৃতায় শুধু যে অত্যন্ত আশাবাদী ভাব প্রকাশ করেছেন তাই নয়, সুবিধা মত অর্থনীতির বহু গুরুতর দিক চেপে গিয়েছেন এবং বহু ক্ষেত্রে আসল অবস্থা অপেক্ষা ফাঁপিয়ে দেখিয়েছেন। এর ফলে তাঁর সমস্ত অর্থনৈতিক বিবৃতিটি প্রকৃত ঘটনার উল্টো দিকই প্রকাশ করেছেন।

অর্থমন্ত্রী দেখাতে চেয়েছেন যে, আমাদের দেশে উৎপাদন দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং তা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির দিকে চলেছে। আমরা জানি অর্থনীতিতে উৎপাদনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কৃষিজাত উৎপাদন এবং শিল্পজাত উৎপাদন। মন্ত্রীমহাশয় তাঁর বক্তৃতায় কৃষিজাত উৎপাদনের নাম পর্যন্ত করেন নি। তার কারণ কি? হিসাব নিলে দেখা যাবে যে, আমাদের কৃষির উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বলতে গেলে ১৯৪৩-৪৪ সালে কৃষি উৎপাদনের যে সূচক ছিল এখনও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রায় শেষ হবার পরও, সেই সূচকে রয়েছে।

[3-50—4 p.m.]

এই সম্পর্কে সরকার কর্তৃক পরিবেশিত ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত যেসমস্ত তথ্য আছে সেগুলি আমি প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরতে চাই। কৃষিজাত উৎপাদন বিষয়ে যে কথা আগে বললাম সেটা আমার কথা নয়, সেটা স্বনামধন্য শিল্পপতি বিড়লাজীর কাগজ "ইস্টার্ন ইকনমিস্ট" সত্য বলে স্বীকার করেছে। ১৯৩৬—১৯৩৯ সালের গড় কৃষি উৎপাদনকে যদি আমরা ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে ১০০ সূচক ধরি, তাহ'লে ১৯৫৪-৫৫ সালে চা'লের উৎপাদনের সূচক হচ্ছে ১০৫, তুলা উৎপাদনের সূচক ১০৬, চীনাবাদামের ১২২, এবং তামাক উৎপাদনের সূচক হচ্ছে ৭০। তাহ'লে দেখা গেল যে, ১৯৩৬-৩৯ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৫ বৎসরের মধ্যে চা'লের উৎপাদন বেড়েছে কেবলমাত্র শতকরা ৫, তুলার উৎপাদন বেড়েছে কেবলমাত্র শতকরা ৬, চীনাবাদামের শতকরা ২২, এবং তামাকের উৎপাদন শতকরা ৩০ ক'মে গিয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হবার পরেও এই অবস্থা। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মূল লক্ষ্য ছিল আমাদের দেশের কৃষির উন্নতি করা, তারজন্য কোটি কোটি টাকা খরচও হয়েছে। তা সত্ত্বেও দেখা গেল যে, কৃষি উৎপাদন বাড়ে নি। ১৯৪৩-৪৪ সালে কৃষি উৎপাদনের যে সূচক ছিল, সেই সূচকে একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ কৃষির উৎপাদন, বিশেষ ক'রে তুলা ও চা'লের উৎপাদন, স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে গিয়েছে। এই স্ট্যাগনেশন অর্থাৎ উৎপাদন-বন্ধতা সংকটের লক্ষণ। অবস্থা যেখানে এই ঘটেছে ডাঃ রায় সেখানে তার উল্লেখ পর্যন্ত না করে বলেছেন—

"industrial production is registering steady progress".

কৃষির কথা ছেড়ে দিলাম। শিল্পউৎপাদন সম্বন্ধে তাঁর এই কথাও ভুল। শুধু উৎপাদন বেড়েছে এই কথা বললে আসল অর্থনৈতিক অবস্থাটা বোঝা যায় না। উৎপাদন বাড়ছে কেন তা দেখাতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা

which in economic terms is called latest installed capacity

তা কত? কারণ আমাদের দেশে যেসমস্ত শিল্প আছে তার উৎপাদন ক্ষমতা কতখানি এবং সেই উৎপাদন ক্ষমতাকে কতখানি কাজে লাগান যাচ্ছে তার হিসাব না নিলে আইড্‌ল প্রোডাকটিভ ক্যাপাসিটির সন্ধান মিলবে না। উৎপাদন ক্ষমতার একটা বিরাট অংশ যদি অকেজো ও অলস হয়ে পড়ে থাকে তাহলে প্রমাণ হয় যে, শিল্পোৎপাদিত মালের বাজার সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে যার ফলে পুরা ক্ষমতা অনুযায়ী শিল্পগুলি কাজ করতে পারছে না। এই অবস্থা অর্থনৈতিক সঙ্কটের সংকেত এবং সেই অর্থে সূচনাও বটে। আমাদের দেশে প্রতিটি শিল্পের উৎপাদন অনুসন্ধান করলে দেখতে পাব যে, সব ক্ষেত্রেই শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে অনেক কম হারে উৎপাদন করছে। ডাঃ রায় বক্তৃতায় যেসমস্ত শিল্পের কথা বলেছেন, সেগুলি আমাদের দেশের প্রধান শিল্প, সেগুলির হিসাবই আমি দিচ্ছি। যেমন ধরুন শর্করা শিল্প; তার উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ১৩৫·৭ হাজার টন। সেখানে ১৯৫৪ সালের উৎপাদন হ'ল ১০০·৮ হাজার টন। ১৯৫৪ সালের পর মরশুম সময়ে উৎপাদন হ'ল ১০০ হাজার টন। তাহ'লে মরশুম সময়েও দেখা গেল, ৩৫ হাজার টন উৎপাদন কম হচ্ছে। এবার কাগজ শিল্পের কথা ধরি। তার উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ১৫,৫০৭ হাজার টন। কিন্তু সেখানে ১৯৫৪ সালে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ১২,৯০০ হাজার টন এবং ১৯৫৫ সালে প্রথম ছয় মাসের উৎপাদন হ'ল ১৩ হাজার টন। তারপর সালফিউরিক এ্যাসিড। আপনারা জানেন যে, এটা এমন একটা শিল্প যার উপর অন্যান্য বহু শিল্প নির্ভর করে। তার উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ১৭,৪৬২ হাজার টন, সেখানে ১৯৫৫ সালে উৎপাদন হ'ল ১২,৫৭৩ হাজার টন। অর্থাৎ ৫ হাজার টন কম উৎপাদন হ'ল। তারপর কস্টিক সোডা। সেখানেও তাই। যেখানে উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ৩,৭৭১ হাজার টন, সেখানে ১৯৫৪-৫৫ সালে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ২,৬০০ হাজার টন। তারপর কাঁচা লোহা। পিগ আয়রন, এর কথা ধরুন। তার উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ২,২২১ হাজার টন, অথচ ১৯৫৪ সালে উৎপাদন হচ্ছে ১,৭৯৩ হাজার এবং ১৯৫৫ সালের প্রথম ছয় মাসে ১,৮১১ হাজার টন। এই হচ্ছে শিল্প উৎপাদনের অবস্থা। তাহ'লে দেখা গেল আমাদের দেশের শিল্পগুলির উৎপাদনের ক্ষমতা কোন ক্ষেত্রেই পুরাপুরিভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। অবশ্য কোথাও কোথাও ডাবল

সিফট্ কাজ চালু রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। সকলেই জানেন যে, এই ডাবল সিফট্ কাজ চালু রাখবার ফল উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ হওয়া। তা তো হ'লই না, পক্ষান্তরে দেখা গেল সিঙ্গল সিফট্ উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ⅞ অংশ কাজ হচ্ছে। মন্ত্রীমহাশয় বলছেন এটা সুলক্ষণ। অর্থ-নীতিতে একে খারাপ লক্ষণ বলে,

Notwithstanding the fact that the entire economy has been militarised, the industries are not working to their full installed capacities. It is a clear sign of crisis.

আপনারা জানেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের শতকরা ৫৫ ভাগ সামরিক খাতে খরচ করা হয়। এবং তা সত্ত্বেও শিল্পগুলি পুরা ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করছে না। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে আর্থিক সংকট ক্রমশ ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে। সংকট পূর্ণ রূপ নেয় নি ঠিকই কিন্তু তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে; এখন থেকে যদি সজাগ না হওয়া যায়, তাহলে সেই সংকটকে ঠেকান যাবে না। আজকের দিনে সারা দুনিয়ায় যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, আমাদের দেশের পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতি সেই সংকটকে একবারে ঠেকাতে পারবে না ঠিকই। তবুও সেই সংকটের প্রতি যদি আজ সজাগ হতেন তাহলে সেই সংকটের ধাক্কাকে রোধ করতে না পারলেও কম করা যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারের সে দৃষ্টিভঙ্গি নেই।

জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ডাঃ রায় একটা ধাপ্পা দিয়ে গেলেন,—এ কথা আমি বলব। তিনি বড়গলা করে বলেছেন যে, আমাদের দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়েছে এবং এই বৃদ্ধির কারণ হিসাবে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সাধারণ মানুষের আয় বেড়েছে ও বড়লোকের আয় কমেছে। আমি জানি না ডাঃ রায় এই হিসাব কোথা থেকে পেলেন। তাঁর এই কথা বলার ভিত্তি হচ্ছে তাঁর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। তিনি নিজের কল্পনা ছাড়া আর অন্য কোন দিকে তাকিয়েছেন বলে মনে হয় না। কারণ সংখ্যা তত্ত্ব অন্য কথা বলে। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টএর দেওয়া হিসাব হতে দেখাচ্ছি তাঁর এই সিদ্ধান্ত একেবারে ভুল। "ইন্ডিয়া লেবার গেজেট", ১৯৫৫, নবেম্বর মাসের সংখ্যায় যা প্রকাশিত হয়েছে তাই দেখাচ্ছি। ১৯৪০ সালে সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয়ের সূচক ছিল ১০৮·৬ আর ১৯৫৪ সালে সেই সূচক কমে গিয়ে হচ্ছে ১০২·৭। তাহলে ভারত-সরকারের হিসাবমতে সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় যুদ্ধকালীন অবস্থার তুলনায় বাড়ে নি বরং তা কমে গিয়েছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী মহাশয় বলে দিলেন, যে, সাধারণ মানুষের আয় বেড়েছে। তাঁর কথার এই "সাধারণ মানুষ" নিঃস্ব শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও চাষী নয়। ওঁর কাছে "সাধারণ মানুষ" হচ্ছে টাটা, বিরলা এবং তাঁদের সমগোত্রীয় লোকেরা যাদের স্বার্থরক্ষার জন্য অর্থমন্ত্রী মহাশয় সততই সচেষ্ট। তাই তিনি এই কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা মোটেই সত্য নয়। তিনি বলেছেন যে, জাতীয় আয় গড়ে শতকরা ১০ ভাগ বেড়েছে। কিন্তু আমরা জানি এই গড়ের হিসাবের কথা। ধরুন ৫ জন লোকের জন্য ৫টা কেক আছে। সেখানে যদি একজনেই ৫টা কেক খেয়ে ফেলে এবং বাকি ৪ জনে উপোস ক'রে থাকে, তাহলেও গড় হিসাবে বললে বলতে হবে যে, এক-একজনে একটা করে খেয়েছে। এইভাবে হিসাব দেওয়া সত্য কথা বলা নয়, সত্য চাপার কৌশল। আমাদের জনপ্রতি জাতীয় আয় বেড়েছে তার বেলাও তাই। ঠিকই গড় জনপ্রতি জাতীয় আয় বেড়েছে তবে তার অর্থ এই নয় যে, সাধারণ লোকের আয় বেড়েছে। টাটা বিড়লা প্রভৃতির লাভ ও আয় বহুগুণ বেড়েছে—আর সাধারণ মানুষের আয় কমেছে। এতে গড় আয় বেড়েছে। সরকারী হিসাব উদ্ধৃত করে এইমাত্র প্রমাণ করেছি যে, সাধারণ লোকের প্রকৃত আয় কমেছে। এইবার দেখাব পুঁজিপতিদের আয় কেমন বেড়েছে। এও সরকারী হিসাব। এখানে আমি ট্যাকসেশন ইনকোয়ারী কমিশনএর রিপোর্ট থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। ট্যাকসেশন এনকোয়ারী কমিশনএর রিপোর্ট তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম খণ্ডে এই হিসাব আছে। তাকিয়ে দেখুন সেখানে

Net profits as percentage of paid-up capital

অর্থাৎ মোট লগ্নি-পুঁজির শতকরা কত অংশ তারা লাভ করছে তার হিসাব দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৭ ও ১৯৫১ সালের লাভ তুলনা করছি। ধরুন বস্ত্রশিল্পের কথা। এই শিল্পে ১৯৪৭ সালে লাভ হয়েছে এতে মোট লগ্নি-পুঁজির শতকরা ২৮·৭ ভাগ, ১৯৫১ সালে সেই লাভ বেড়ে দাঁড়িয়ে হ'ল শতকরা ৩৩·২। তারপর পাট শিল্প। এতে ১৯৪৭ সালের লাভ হ'ল লগ্নি-পুঁজির

শতকরা ১৭·৫ এবং ১৯৫১ সালে হ'ল শতকরা ২৪। লোহ ও ইস্পাতের ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালে লাভ হ'ল মোট লগ্নি-পুঁজির শতকরা ১৬·৩ ভাগ; ১৯৫১ সালে লাভ হ'ল শতকরা ৩০·৩। তারপর কাগজ শিল্প। এতে ১৯৪৭ সালে লাভ ছিল শতকরা ১৪·৬ ভাগ, সেটা ১৯৫১ সালে হ'ল শতকরা ৪৭·২ ভাগ।

[4—4-10 p.m.]

কয়লা শিল্পে লাভ ১৯৪৭ সালে ছিল এই শিল্পে লগ্নিকৃত পুঁজির শতকরা ১৪·৬ ভাগ, ১৯৫১ সালে তা হ'ল শতকরা ১৬·৮ ভাগ। তাহলে দেখছেন যে, এক বছরেই এই কোম্পানিগুলো যা লাভ করছে তাতে তারা মোট আমানতের অর্ধেকের মতন তুলে নিচ্ছে। আমি জানি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এতে বলবেন যে, কোম্পানির লাভ হওয়ার মানে অংশীদারদের লাভ হওয়া এবং অংশীদারদের মধ্যে নিম্ন মধ্যবিত্তও আছে; সুতরাং নিম্ন মধ্যবিত্তদের আয় বেড়েছে। তাঁর এই সম্ভাব্য যুক্তির গলদ আমি এখানে ফাঁক ক'রে দিচ্ছি। এই যে বিরাট লাভ হচ্ছে তা সাধারণ মানুষ পায় না। এই লাভের বড় অংশ লুটে নেয় ম্যানেজিং এজেন্টরা কমিশন হিসাবে। এতে ম্যানেজিং এজেন্টরাই লাভ ক'রে নিচ্ছে, সাধারণ মানুষ নয়।

Just see the remuneration of Managing Agents:—

বস্ত্রশিল্পে—১৯৪৭ সালে ম্যানেজিং এজেন্টরা কমিশন হিসাবে নিয়েছিল ২৫০ লক্ষ টাকা, ১৯৫১ সালে সেটা বেড়ে হ'ল ৩৯১ লক্ষ টাকা।

পাটশিল্পে—১৯৪৭ সালে নিয়েছিল ১৫৪ লক্ষ টাকা, ১৯৫১ সালে বেড়ে হ'ল ১৭৯ লক্ষ টাকা।

লোহ ও ইস্পাতশিল্পে—১৯৪৭ সালে ছিল ১৭ লক্ষ টাকা, ১৯৫১ সালে তা বেড়ে হ'ল ৫৬ লক্ষ টাকা।

কাগজশিল্পে—১৯৪৭ সালে ছিল ১২ লক্ষ টাকা, আর ১৯৫১ সালে তা হ'ল ২৬ লক্ষ টাকা।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন লাভের গতি কোন্ দিকে। ডাঃ রায় যেখানে ছবি এ'কে দেখাতে চেয়েছেন যে, জাতীয় আয়ের গড় সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বেড়ে গেছে সেখানে সরকারী পরিসংখ্যান থেকেই দেখালাম—

the real earning of the common man has gone down whereas the profits of the Managing Agents have gone higher up.

প্রত্যেক বছর বড়লোকদের লাভের পরিমাণ বেড়ে চলেছে, আর সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় কমতির দিকে নামছে। এই ত আপনাদের অর্থনীতির সাফল্যের নমুনা; এই ত আপনাদের পরিকল্পনার ফল। পরিকল্পনার চোটে যার প্রচুর আছে তার আরও লাভ হচ্ছে, আর যার কিছু নেই তার আয় আরও কমছে।

Thus we say it is not a people's plan. It is a plan to perpetuate the huge profits of the Managing Agents. It is a plan to swell the money bag of the rich. It is a plan to exploit the people to the maximum....................

সুতরাং এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গোমর করার কিছু নেই।

তারপরে আমি বলব এই বাজেটের প্রকৃতি সম্বন্ধে। আপনি জানেন যে, মন্ত্রীমণ্ডলী কথায় কথায় বলেন যে, আমাদের এই রাজ্য হচ্ছে কল্যাণরাষ্ট্র। কল্যাণরাষ্ট্রের করনীতি কি রকম হয় সে কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। প্রকৃত কল্যাণরাষ্ট্রে "ট্যাক্স রেভিনিউ" এবং "নন-ট্যাক্স রেভিনিউ"এর অনুপাত ১ : ৩ অতিক্রম করে না। অর্থাৎ ট্যাক্স রেভিনিউ যা হবে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ অন্তত তার ৩ গুণ হবে। করের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে শোষণ না ক'রে বাজেটে রাজস্ব আয় করতে হবে অন্য উপায়ে। নূতন নূতন সম্পদ গ'ড়ে উঠবে; তা থেকে আয় রাজস্ব বৃদ্ধি করবে। এখানে অবস্থা তার উল্টো। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে "ট্যাক্স রেভিনিউ" আর "নন-ট্যাক্স রেভিনিউ"এর অনুপাত ১ : ৩এর বদলে ৩ : ১ অর্থাৎ ট্যাক্স হতে আয়ই এই রাজ্যের প্রধান আয়। সাধারণ মানুষকে করভারে পিষ্ট করা যা বর্তমান বাজেটে দেখছি তা যে-কোন কল্যাণরাষ্ট্রের করনীতির

সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তবুও মন্ত্রীরা বড়গলায় বলবেন যে, এই রাষ্ট্র কল্যাণরাষ্ট্র। আপনি জানেন ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিটি এই ব্যাপারে কি বলেছে। প্রাথমিক কিংবা সংশোধিত বাজেটের কথা বলছি না, প্রকৃত আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়েই দেখাব চূড়ান্ত করভারের কথা। ১৯৫৩-৫৪ সালের এ্যাকচুয়াল ফিগারমতে এই পশ্চিমবাংলা রাজ্যে জনপ্রতি ট্যাক্সের বোঝা ৮·১৪ টাকা। ভারতবর্ষের "এ" ক্লাস রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র মধ্যপ্রদেশ ছাড়া কোন রাজ্যে এত বেশী ট্যাক্সের চাপ নেই। পশ্চিমবাংলায় জনপ্রতি এই যে করের বোঝা সেটা বোম্বাইএর জনপ্রতি করের বোঝার দেড় গুণ, বিহারের দ্বিগুণ, উড়িষ্যার আড়াই গুণ, উত্তর প্রদেশের দেড় গুণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের করের চাপ অন্যান্য কংগ্রেসী রাজ্য অপেক্ষাও বেশি। এতেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সন্তুষ্ট নন। তিনি বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে, নূতন নূতন ট্যাক্স চাপাতে হবে, কারণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করার জন্য টাকা লাগবে। তাঁর বক্তব্য আমি উদ্ধৃত করছি—

"We shall thus have to raise by additional taxation or borrowing money enough for covering this deficit of 13.4 crores and for paying our contribution towards the financing of the plan."

যে পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা বাড়ায়, যে পরিকল্পনার ফলে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য বাড়ে, সে পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের ভালর জন্য নয়। সেই গণস্বার্থবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বাজেট রচিত হয়েছে। আরও হিসাব দিচ্ছি। জনপ্রতি ট্যাক্সের হার ৮·১৪ টাকা বললে অবস্থা ঠিকমত বোঝার পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে। তাই আমি আরও পরিষ্কার ক'রে বলছি। একজন লোক ভোগের জন্য মোট যে টাকা খরচ করে তার শতকরা ৫·৭ ভাগ একমাত্র রাজ্যসরকারের ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স বহন করতেই চলে যায়, এ ছাড়াও রাজ্যসরকারের ডাইরেক্ট ট্যাক্সও আছে। তার হিসাব দিচ্ছি না। আরও ভেঙ্গে বললে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, একজন লোক আমোদ-প্রমোদের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা বাবদে এবং যাতায়াতের জন্য একত্রে যা খরচ করে তার চেয়ে শতকরা ·২ ভাগ বেশি ট্যাক্স তাকে দিতে হয় ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স হিসাবে। অর্থাৎ শিক্ষা, যাতায়াত, চিকিৎসা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য একজন মানুষ যা খরচ করে তার চেয়েও বেশি তাকে ট্যাক্স দিতে হয়। এই যেখানে বাজেটের কর ধার্যের নীতি সেখানে কল্যাণ-রাষ্ট্রের কথা বলা উচিত নয়। তা মিথ্যাচারিতা। এর নাম যদি কল্যাণরাষ্ট্র হয় তাহলে কার কল্যাণে তার নীতি পরিচালিত হচ্ছে? টাটার কল্যাণে, বিড়লার কল্যাণে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কল্যাণে। সাধারণ মানুষের রক্তশোষণ ক'রে নিজের শ্রেণী পুঁজিবাদী শ্রেণীর পকেট ভর্তি করাই এই বাজেটের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই ডাঃ রায় বাজেট রচনা করেছেন।

তাই দেখি কেবলমাত্র আয়ের দিক থেকে যে এই রকমভাবে সাধারণ মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে তা নয়, ব্যয়ের দিক থেকেও সেই একই অবস্থা—'নন-ডেভেলপমেন্টাল স্কীম' অর্থাৎ উন্নয়নমূলক কাজ যেগুলি নয় সেগুলির পিছনে বেশি টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু উন্নয়নমূলক কাজে টাকা খরচ করা হচ্ছে না।

If we analyse the pattern of budget expenditure then we will find that more than 70 per cent. of the total revenue expnditure is spent to maintain bureaucracy.

মোট রাজস্ব ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগের বেশি আমলাতন্ত্রকে পোষার জন্য খরচ করা হয়; অর্থাৎ আই-সি-এস, আই-পি-এস, এবং বড় বড় অফিসারদের পিছনেই মোট রাজস্বের শতকরা ৭০ ভাগ খরচ করা হচ্ছে। এই হচ্ছে "প্যাটার্ন অব রেভেনিউ এক্সপেন্ডিচার"। শুধু তাই নয়। আমলাতন্ত্র পোষার এই খরচ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তা বাজেট হতে প্রমাণ করে দিচ্ছি।

[জনৈক সদস্যঃ হাফ প্যান্ট, না, ফুল প্যান্ট?]

"হাফ প্যান্ট" এখন "ফুল" হয়ে গেছে। "আদার ট্যাক্সেস এ্যান্ড ডিউটিজ" বিভাগের ব্যয় বিশ্লেষণ করুন। করলে দেখবেন যে, বিক্রয়কর বিভাগে ১৯৫২-৫৩ সালে মোট খরচ হয়েছিল ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা; ১৯৫৩-৫৪ সালে খরচ হ'ল ১৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা; ১৯৫৪-৫৫ সালে হ'ল ১৭ লক্ষ ১৮ হাজার। এগুলি প্রকৃত ব্যয়। ১৯৫৫-৫৬ সালের সংশোধিত বাজেটে ব্যয় করা হ'ল ২১ লক্ষ ৮৭ হাজার। এবারে ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে দেখছি তা হয়েছে ২৭

লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। তাহলে দেখা গেল ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে খরচ ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ২৭ লক্ষ ৫৫ হাজার অর্থাৎ ১২ লক্ষ টাকা খরচ বেড়ে গেল। এই খরচ বাড়ার সংগে আয় যদি আনুপাতিক হারে বাড়েও তাহলে আমাদের বলার তত কিছু ছিল না। কিন্তু তা হচ্ছে না, বরং আয় আনুপাতিক হিসাবে কমে যাচ্ছে। সে হিসাবটা আমি সরকারী হিসাব থেকেই দিচ্ছি।

Percentage of gross cost to total receipt arising from the Department কি হচ্ছে? আগে ১৯৫৩-৫৪ সালে এই শতকরা অংকটি ছিল ২.৬, আর ১৯৫৬-৫৭ সালে সেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৫তে। অর্থাৎ এই বিভাগ থেকে যা আয় এবং এই বিভাগের জন্য যা খরচ তার শতকরা অনুপাত আগে যেখানে ছিল ২.৬ এখন সেটা দাঁড়িয়েছে ৩.৫। তাহলে বুঝতে পারছেন কাদের পেছনে সরকার টাকা খরচ করছেন। সাধারণ মানুষের স্বার্থে নয়। উন্নয়নমূলক বিভাগের কথা যদি বলি তাহলে আগে চিকিৎসা বিভাগটা ধরুন। টাকা খরচটা বড় ক'রে দেখান হচ্ছে।

Absolute figure will not represent the exact condition; give the percentage figure.

মোট রাজস্ব ব্যয়ের শতকরা কত ভাগ খরচ করেছেন? মোট রাজস্ব ব্যয়ের শতকরা কত অংশ আগে সরকার খরচ করতেন এবং আজকেই বা কত খরচ করেন তার হিসাব দেখালে তবে আসল কথা বোঝা যাবে। ১৯৫৪-৫৫ সালে মোট রাজস্ব ব্যয়ের শতকরা ৯.৮ ভাগ চিকিৎসা খাতে বরাদ্দ ছিল, এখন ১৯৫৬-৫৭ সালে তা কমে গিয়ে হয়েছে শতকরা ৮.২; সুতরাং মোট রাজস্বের শতকরা অনুপাতে খরচা কমে যাচ্ছে। শুধু চিকিৎসা বিভাগই নয়, অন্যান্য উন্নয়নমূলক খাতেও তাই হচ্ছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্প কৃষি। সেই কৃষির ক্ষেত্রে ১৯৫৩-৫৪ সালে বরাদ্দ ছিল মোট রাজস্ব ব্যয়ের শতকরা ৮.৯ ভাগ, কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সালে সেটা কমে গিয়ে হ'ল শতকরা ৫.৮ ভাগ। বাজেটের খরচকে যখন দুই ভাগে ভাগ করি ডেভেলপমেন্টাল এ্যান্ড নন-ডেভেলপমেন্টাল বিভাগে, তখন দেখি যে, নন-ডেভেলপমেন্টাল বিভাগে আমলাতন্ত্র পোষার জন্য খরচ বেড়েই চলেছে এবং উন্নয়ন বিভাগ যেগুলি আছে সেগুলির খরচ কমেই যাচ্ছে।

[4-10—4-20 p.m.]

এরপর আমি ঘাটতি বাজেট নিয়ে কিছু বলব। আমাদের কাছে বার বার বলা হয়েছে যে, এই রাজ্যের উন্নতির জন্য সরকার ঘাটতি বাজেট করেছেন। ঘাটতি বাজেটের নিয়ম সম্বন্ধে আমি গতবারে বলেছি, আজকেও বলছি। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ মিসেস রবিনসনের কথাই ধরুন। তিনি "ডেফিসিট ফিন্যান্সের" কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, ঘাটতি বাজেট যদি করতেই হয় তাহলে তা ডেভেলপমেন্টাল পার্পাস এবং পাবলিক সার্ভিসএর ক্ষেত্রে খরচ করা দরকার যাতে ক'রে তা থেকে আয় যা হবে সেটাই সেই ঘাটতিতে শোধ করে দিতে পারে।

But here we find that deficit finance is incurred to meet the current expenditure.

ফলে আজ বাংলাদেশের পাবলিক ডেটএর পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা এবং ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের কাছে বাংলার দেনা আছে ১৬২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ডাঃ রায় বাংলাকে একেবারে দেউলে করে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এই রাজ্য ডাঃ রায়ের নয়, এই রাজ্য জনসাধারণের। তিনি লুটেপুটে খাবার জন্য সমস্ত তচনচ করে দিতে চাচ্ছেন, কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশ ডাঃ রায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তাঁর জমিদারীও নয় যে তিনি বাংলাদেশের বাজেট নিয়ে, টাকা কড়ি নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করবেন। তাঁর পোষ্যবর্গ পোষার জন্য তিনি যেভাবে টাকা তচনচ করে যাচ্ছেন তার কুফল বংশানুক্রমে সমস্ত বাঙ্গালীকে ভোগ করে যেতে হবে। অতএব এই ঘাটতি বাজেট করে আমলাতন্ত্র পোষার নীতি সাধারণ মানুষ কোনদিনই মানতে রাজি নয়।

সর্বশেষে আমার বক্তব্য বিষয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে। এই বিষয়ে আমি আজকে বেশি বলব না, কারণ শুনেছি পরে এ বিষয়ে আলোচনা হবে। যাই হোক, আমি শুধু এইটুকুই এখানে দেখিয়ে দেব যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও সাধারণ মানুষের উন্নতি হবে না।

এর উদ্দেশ্য পংজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আরও সংসংহত করা, পংজিবাদী অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করা, জাতীয় করণের নাম করে রাষ্ট্রীয় একচেটে পংজিবাদ গড়ে তোলা, ধীরে ধীরে ফ্যাসিবাদী অর্থনীতির দিকে পা বাড়িয়ে চলা এবং সাধারণ মানুষকে শোষণ করার পাকা ব্যবস্থা করা। কংগ্রেসের সোসিয়ালিস্ট প্যাটার্ন অব সোসাইটী সমাজতন্ত্র নয় তার উদ্দেশ্য হ'ল এই। সুতরাং এই বাজেট সাধারণ মানুষের বাজেট নয়, এই বাজেট এ্যান্ডার্সন-হারবার্ট প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের দ্বারা রচিত বাজেটের অনুলিপি। এতে সাধারণ মানুষের মুক্তি আসবে না; এতে তাদের শোষণের বোঝা বাড়বে ছাড়া কমবে না।

Sj. Nishapati Majhi:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, অর্থবিভাগ ৪৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা আয় এবং ৬৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের যে বাজেট এই বিধানসভায় উপস্থাপিত করেছেন, আমি তা সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আমাদের বিরোধী বন্ধুগণ এই সভায় যেসমস্ত মূল্যবান উপদেশ দান করেছেন এবং যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন, তজ্জন্য আমি সেই সমস্ত নেতাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্পীকারমহাশয়, আজ এই রাজ্যের আর্থিক অবস্থা যদি বর্ণনা করা যায়, অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত যদি আমরা হিসাবনিকাশ করি, তাহলে দেখা যাবে যে, এই রাজ্যের শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সাধারণ মানের চেয়ে অনেক উঁচু হয়েছে। শ্রমিকদের ব্যয় করবার সাধ্য বেড়েছে। কলকারখানার মজুরদের আয় ২০ বছরের তুলনা করলেও দেখা যাবে, তাদের আয় বেড়েছে। জাতীয় উৎপাদনও বেড়েছে। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে যদি বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, রাজ্যবাসীর যথেষ্ট কল্যাণ হয়েছে। সুবোধবাবু এই প্রসঙ্গে অনেক কথা উত্থাপন করেছেন, অনেক মূল্যবান উপদেশও দান করেছেন। কিন্তু তিনি আসল দিকটাতে যান নাই। অর্থাৎ সরকারের রূপ যে বাজেটে পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে—সেই জায়গায় উপস্থিত হন নি। সেজন্য তাঁর নিকট আপনার মাধ্যমে আমি একটা কল্যাণমূলক কাজ তথা জাতীয় উন্নতিমূলক কাজের অঙ্ক উপস্থিত করছি। তিনি বোধ হয় জানেন যে, শিক্ষা খাতে আয় ৪৯ লক্ষ কিন্তু ব্যয় ৯ কোটি ১৬ লক্ষ; মেডিক্যালে ৩৪ লক্ষ আয়, ব্যয় ৭ কোটি ৭০ লক্ষ ; জনস্বাস্থ্যে ২৮ লক্ষ আয়, ব্যয় ২ কোটি ১৬ লক্ষ ; কৃষিখাতে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ আয়, ব্যয় ২ কোটি ৯৩ লক্ষ। দুর্ভিক্ষখাতে কোন আয় নেই, অথচ ব্যয় হবে ১ কোটি ২৫ লক্ষ। এইরূপে যদি দফায় দফায় অঙ্ক করে এখানে বিষয়বস্তু উপস্থিত করি, তাহলে অনেক সময় প্রয়োজন হবে। আমি পরিষ্কারভাবে দেখাচ্ছি, এই বাজেটের ভেতর দিয়ে রাজ্যসরকার বহুবিধ কল্যাণ কাজ করবেন। তথাপি বিরোধী বন্ধুগণ আমাদের পরপর উপদেশ দান করেইত চলেছেন। আজ তাই বিনীতভাবে তাঁদের কাছে এই বাজেটের কয়েকটি অঙ্কের কথা উল্লেখ করছি, অবশ্য তাঁদের মগজে ভাল ভাল বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করলেও, তারা সেইসব দিক দিয়ে যাবেন না। এমন কি যেখানে বড় জোর ১৫ অঙ্ক বসতে পারে, তাঁরা ১৫০ অঙ্ক বসিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করতে চান। অর্থাৎ ১০ গুণ বেশী কথা বলেন।

কোন বিরোধী দলের নেতা কালকে বলেছিলেন, রাজ্যের দুরবস্থার কথা। সেই সঙ্গে বলেছেন, শিক্ষা উন্নতির অনেক মূল্যবান কথা। কিন্তু দশ গুণ অধিক জোর দিয়ে বলেছেন—১৫০ বৎসরেও এই রাজ্যের নিরক্ষরতা দূর হবে না। যদি কোন নেতা এই কথা বলতেন, সাধারণ সদস্য বা মানুষ বলতেন হয়ত, এর মূল্য দিতাম না কিন্তু বিরোধী দলের নেতা বললে নিশ্চয়ই বিষয়টার প্রতিবাদ করতে হয়। আজ তাই বলছি, ১৯৫১ সালে শিক্ষাখাতে খরচ ৩ কোটি ৬ লক্ষ, ১৯৫২ সালে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ; যখন বেশী হলো তখন ৩০ লক্ষ টাকা।

[4-20—4-30 p.m.]

১৯৫৩ সালে খরচ হয়েছিল ৩ কোটি ৯১ লক্ষ অর্থাৎ বেশী হল ৬১ লক্ষ। ১৯৫৪ সালে খরচ ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ অর্থাৎ বেশী হল ৭৫ লক্ষ। ১৯৫৫ সালে খরচ ৮ কোটি ৯৮ লক্ষ অর্থাৎ বেশী হল ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ। ১৯৫৬ সালে ৯ কোটি ৯৩ লক্ষ অর্থাৎ আরো লক্ষ লক্ষ টাকা বেশী হল। টাকার দিক ছাড়াও যদি অন্য দিক বিচার করা যায় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়ে হিসাব করা যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঁচ বছর আগে যেখানে ছিল ১৪

হাজার ৬১৬টি, এখন সেখানে হয়েছে ২০ হাজার ২৪১টি। মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেখানে ছিল ২ হাজার ৩৬৮টি সেখানে হয়েছে ২ হাজার ৯১০টি। কলেজ ও কারিগরী বিদ্যালয় যেখানে ছিল ৪২টি, সেখানে হয়েছে ১৬৫টি। বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছিল ৮৬টি, সেখানে আজ হয়েছে ৪৪৬টি। অর্থাৎ ১৭,২১২টির স্থলে যদি ২৩,৮৫০টি স্কুল ও কলেজ হয়, তাহলেও সেটা বিরোধী বন্ধুদের কাছে পর্যাপ্ত হয় না। এটাই আমরা ভালভাবে বারবার বাজেট বক্তৃতার সময় বিরোধী বন্ধুদের নিকট শুনছি। বিশেষ করে এবার কোন সংখ্যার উপর ভিত্তি না নিয়েই বলেছেন যে, ১৫০ বছরের মধ্যেও নিরক্ষরতা দূর হবে না। আমি মনে করি তিনি এই কথা বলে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। সেজন্য আমি এখানে এই তথ্য উপস্থিত করছি যে, ৬ থেকে ১২ বছর এবং ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের সংখ্যা, এই রাজ্যে ৩০ লাখ এবং ৫০ লাখ। তাদের মধ্যে ৪৪৬টি বেসিকে পড়েছে ৪১ হাজার ৪৫৩ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০ হাজার ২৪১টিতে পড়েছে ১৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৭৯ জন। অতএব ১৮ লক্ষ যদি হয় তাহলে ৩০ লক্ষের মধ্যে পাঠ করে তাহলে ৬০ জন লিখিত পঠিত বিদ্যালাভ করবে ৫ অথবা ১০ বছরের মধ্যে অন্যান্য সুসভ্য দেশের মত শতকরা ৭৫ জন প্রাথমিক শিক্ষালাভ করবে। এর দ্বারায় উন্নত দেশগুলি প্রাথমিক শিক্ষায় যতটা অগ্রসর হয়েছে ততটা অগ্রসর হয়ে আমরাও কি নিরক্ষরতা দূর করছি, একথা বলতে পারি না? শ্রীবসু মহাশয় ১৫০ বছরের হিসাব কি করে পেলেন জানিনা। আমার মনে হয়, এই রকম কোরেই ভুল তথ্য ভুল সংবাদ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। স্যার, গ্রামের শিক্ষিত সংখ্যা যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে মাত্র ১৯ জন শিক্ষিত। জ্যোতিবাবু বা অন্যান্য বন্ধু হয়ত একথা বলতে পারেন না। কারণ ১৯ জনের মধ্যে যদি ভাল চশমা নিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে বসু, চ্যাটার্জি, চৌধুরী ও সেন মহাশয়গণই ১৭ জন। বাকি ২ জন তথাকথিত অশিক্ষিত জনগণ। আর শহরে ৪৫ জন শিক্ষিতের মধ্যে আজও তিন জন যারা শিক্ষায় অনুন্নত, তাদের সংখ্যা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষের বন্ধুগণ সেদিকে নজর দিয়ে কোন কথা বলেন নি বা সেই তথ্য পরিবেশন করেন নি। তাঁদের ব্যক্তিগত আক্রমণের দিকটা যে খুব ধারাল সেটা খুব জানা আছে। নইলে একজন মেম্বার যখন এখানে বক্তৃতা করেন তখন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতে লজ্জাবোধ করেন না।

তারপর, স্যার, সব দিকে একটা যেমন আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, তেমনি একটা নূতন ভিত্তি ডাঃ রায় এখানে স্থাপন করছেন। যেমন আমাদের শিক্ষার ধারার আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, বুনিয়াদী বিদ্যালয় যেমন আজ ধীরে ধীরে গ্রামে গ্রামে গড়বার আয়োজন চলছে, তেমনি ডাঃ রায় নূতন একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি রাজ্যের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। বছরের পর বছর ধরে এই সমালোচনা করা হয় যে, ডাঃ রায় কোটি কোটি টাকা দেনা করে, এই রাজ্যকে একেবারে ঋণভারে জর্জরিত করে ফেলছেন, কিন্তু তার উত্তর হচ্ছে যে, ডাঃ রায় যত টাকা স্থায়ী আয়ের পথ দেখতে পান ঠিক তত টাকা এই রাজ্যের নানা সমস্যার সমাধানের জন্যই ব্যয় করেন। অথচ একদিকে তাঁরা শিক্ষকদের খেপাচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি আমূল পরিবর্তন সাধন হচ্ছে। কিন্তু যে দিক দিয়ে বিরোধীরা অগ্রসর হচ্ছেন সেদিক দিয়ে শিক্ষালয়গুলি গুদামঘর হয়ে উঠবে। কারণ, দরিদ্রের সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় এত বেড়ে উঠেছে যে, তারা নিজেদের সন্তানদের শিক্ষাদান কার্য্যে নানাভবে বাধা পাচ্ছে। কিন্তু সেদিক দিয়ে বিরোধিগণ অগ্রসর হতে চান না, তাঁরা অগ্রসর হতে চান বিপরীত দিকে। কারণ, শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধির দিকে রাজনৈতিক স্বার্থ বেশী করে দেখেছেন। অবৈতনিক এবং আংশিক শিক্ষা ব্যয় লাঘবের দিকে রাজনৈতিক স্বার্থ দেখতে পান নাই। তাই আমি আজকে যাঁরা বলেন যে, শিক্ষার উন্নতি বা দেশের উন্নতি কিছুই করা হচ্ছে না, তাঁদের লক্ষ্য করে আপনার সন্নিকট কয়েকটি তথ্য উপস্থিত করছি। এই রাজ্যে অধ্যাপক আছেন, ২ হাজার ৭৪৯ জন, শিক্ষক আছেন সেকেণ্ডারী স্কুলে ২৬ হাজার ৮২৫ জন এবং প্রাইমারী শিক্ষক আছেন ৬০ হাজার ৯৮০ জন। যদি হিসাব নিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে এই ৯০ হাজার ৫৫৪ জনের মধ্যে ১৯৫১ সালে ছিল ৬৬ হাজার ৯৫ জন। তাদের অনেক সুবিধা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে হয়েছে। তবু তাঁরা দৃষ্টি ফিরিয়ে ছাত্রদের উপর নজর দিচ্ছেন না। [নয়েজ।]

Mr. Speaker: He is the first speaker of this side. That is not democratic. You must know how to tolerate.

Sj. Nishapati Majhi:

আজ এই রাজ্যের নূতন ভিত্তি স্থাপন করবেন, এই সমস্ত অধ্যাপক, শিক্ষক এবং পল্লীর পাঠশালার শিক্ষকরা অর্থাৎ যাঁরা বিদ্যার ভার বহন করছেন, তাঁরাই। কাজেই এই রাজ্যে তাঁদের কি উন্নতি হয়েছে এবং আমরা কোন্ দিকে দিয়ে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেটাই সবচেয়ে বড় কথা, কারণ জাতিকে এই সমস্ত শিক্ষকরাই গড়বেন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সম্বন্ধে এর আগে অনেক বন্ধু বলেছেন এবং আজও হয়ত বলে আনন্দলাভ করবেন যে, কিছুই হচ্ছে না, এর দ্বারা জাতির কোন উন্নতি হবে না, যা ছিল তাই আছে এবং সুবোধবাবুর বাঁধা কথা হচ্ছে যে, যা কিছু হচ্ছে—সবই বিড়লা ম বড় বড় লোকের জন্য হচ্ছে। গরীবদের কিছু হচ্ছে না—এই এক কথাই বারবার শুনতে হয়। কিন্তু এই ৫ বৎসরে আমাদের কাজ যা এগিয়েছে, তাতে আমরা সেই সমস্ত উন্নয়ন এলাকার লোক স্বচক্ষে দেখেছি—সেই সমাজ উন্নয়ন হবার আগে সেখানে মানুষের জীবনযাপন যা এক দিন অতি নীচু স্তরে ছিল তা আজকে কত উঁচু স্তরে উঠেছে। আজ আমোদপুর, নলহাটি এবং আরও সমস্ত সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিতে গেলে দেখা যায় যে, এক একটি করে গ্রামের শ্রী ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হচ্ছে, এক একটি অঞ্চলে শ্রীনিকেতন হচ্ছে। কৃষি এবং সমাজ উন্নয়ন কাজের জন্য আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ৩৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ধার্য্য হয়েছে। এবং সেই পরিকল্পনাতে ১৯ কোটি টাকা সেচ, ১৩ কোটি টাকা বিদ্যুৎ, ৯ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা শিল্পে, যানবাহন ও যোগাযোগ, ২১ কোটি টাকা সমাজসেবা, ২২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্যে, ২৬ কোটি গৃহনির্মান, ৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা শ্রমকল্যাণ, ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা অনুন্নত জাতির কল্যাণখাতে, ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা সমাজ কল্যাণখাতে ইত্যাদি সমস্ত খাতে টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। এই কয়েকটা দিক কি মানুষের কল্যাণের দিক নয়? স্যার, সৃষ্টির কাজে যে আনন্দ আছে, সেই আনন্দের দিকে এরা যান না। যাঁরা সৃষ্টির কাজে কোনদিন নিজেকে বিলিয়ে দেননি, যাঁরা সৃষ্টিছাড়া হয়ে চলাটাই জীবনের ধর্ম বলে মনে করছেন, তাঁরা এই দিকটা যে কত মহৎ, উদার এবং মহান আদর্শের দিক, তা আজও অনুভব করতে পরেন নি। আমি জ্যোতিবাবুর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। কেন না তিনি তার বাজেট বক্তৃতার মাধ্যমে ছয় দফায় কতকগুলি মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। অতএব তাঁর সেই সমস্ত উপদেশ এবং বাজেট বক্তৃতার মধ্যে তিনি একটি গুরুতর বিষয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। সেইসব কথা সত্যই শুনবার কথা, ভাববার কথা। আজকে এই রকম ভাব নিয়ে যদি আমরা পরস্পর একই আদর্শে চলতে পারি, মানুষের কল্যাণ করবার এবং সৃষ্টিকে রক্ষা করবার জন্য, সাম্য, শান্তি এবং স্বাধীনতার প্রকৃত অধিকারী হতে পারি, তাহলে দেখা যাবে, আমরা মিলন, ঐক্য এবং পরস্পরের কার্য্যে কোন প্রকারেই পশ্চাৎপদ হব না।

[4-30—4-40 p.m.]

আমি এই কথা বলব যে, ছোট নাগপুরকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবাংলা বাঁচতে পারে না। একথা বলব আসামকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবাংলা বাঁচতে পারে না। উড়িষ্যাকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবাংলা বাঁচতে পারে না। আমি একথা বলব যে, বাংলার ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্টপূর্ণ। তাই বাঙ্গালী কাউকে ত্যাগ করে নাই, আত্মীয় করে আপন করে নিয়েছে। আজো কোন কোন মানুষ প্রদেশের জন্য অত্যধিক দৃষ্টি দিয়ে রাজ্যের কল্যাণ করব বলে যদি আস্ফালন, আইন অমান্য করেন, এবং অপরকেও প্ররোচনা দান করেন, তাহলে গুরুতর অন্যায় করা হবে।

[Noise and disturbances from Opposition Benches.]

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদিন সত্যের মশাল ধারন করে বলেছিলেন, দেশ থেকে অনাচার দূর করতে হবে, সামাজিক অধিকার দান করে অপমানিতের সম্মান দান করা উচিত। আজ ডাঃ রায়ও আমাদের মিলনের দিকে অগ্রসর হবার জন্যে আশ্বাস জানিয়েছেন। বাজেট বক্তৃতার

মধ্যে আজ তাই আমার বড় আনন্দ হয়, ডাঃ রায় বছরের পর বছর যে বাধা বিপত্তি প্রত্যক্ষ করে রাজ্যের কল্যাণ চিন্তায় যা অনুভব করেছেন, আজ তার রূপদানে অগ্রসর হয়েছেন। অনেক বন্ধুরা এখানে অনেকেই বড় বড় কথা বলেছেন। অনেক উপদেশ দান করেছেন। স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে তাঁদের নিকট আমি কয়েকটি কথা নিবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তাঁরা যদি কথাগুলি ভালভাবে গ্রহণ করেন, তাহলে অনেকটা সমস্যা সমাধান হবে। সেই কথাটি এই যে, আমরা কেবল যদি তিরিশ হাজার বর্গ মাইলের কথা চিন্তা করি, তাহলে তার মধ্যে আমরা কোনদিনই জায়গা জমির অভাবে বহুজনের কল্যাণ করতে পারবো না। বাঙ্গালীর স্বীয় প্রতিভার দ্বারা, স্বীয় শক্তির দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা একদিন যখন বিশ্বকে জয় করেছে, তখন আজ আবার আমাদের সেই পথেই অগ্রসর হতে হবে। তিরিশ হাজার বর্গ মাইলের পাশে আরও যে সত্তর হাজার বর্গ মাইল স্থান রয়েছে, তার সঙ্গে একত্রিত হতে হবে। কারণ তার মধ্যে যে মানুষ আজও না খেয়ে, না পরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে, হাজার দুর্দশায় পঙ্গু হচ্ছে, তাদের সাহায্য করা আমাদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ছোট নাগপুরে ১৩ লক্ষ ১৬ হাজার বাঙ্গালী আছে, ভাগলপুরে ৪ লক্ষ ৭ হাজার, পাটনায় ২৮ হাজার, তপশীলী হিন্দু ছোট নাগপুরে ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার। ভাগলপুরে ১২ লক্ষ ৫৫ হাজার। পাটনায় ১১ লক্ষ ৮৩ হাজার আর অন্যান্য স্থানে ২৪ লক্ষ জন। আমরা যদি আদিবাসীদের ও অনুন্নতদের আপন করে সেবা করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে ৪০ লক্ষ ৪৫ হাজার তপশীলী হিন্দু এবং আদিবাসী ৩৯ লক্ষ আর অনগ্রসর জাতি প্রায় ৭২ লক্ষ জনকে কল্যাণ রাজ্যের সহায় করতে পারবো। আজ ছোট নাগপুরের লোকের মাথাপিছু জমি প্রায় ১ একর ৩৮ শতক, কিন্তু সেখানকার লোকের অভাবের অন্ত নেই। জমিতে রস থাকে না তাই ভাল ফসল হয় না। সেজন্যে অধিকাংশ লোক পশ্চিমবাংলার সব জমি জায়গাতে উপস্থিত হয়ে আত্মরক্ষা করে। কলকারখানায় কাজ করে, ডাল ভাত সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে। আমাদের সাঁওতাল পরগণা থেকে বহু লোক এখানে এসে ধানকাটার কাজ করে, মাটি খনন করে তবে তাদের জীবিকানির্বাহ হয়। বিহারে আদিবাসী দপ্তর করেছেন। উড়িষ্যা করেছেন, আসামও করেছেন, কিন্তু ডাঃ রায় দরিদ্র আদিবাসীদের জন্য সংবিধানে কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। এতে মনে হয় ডাঃ রায় প্রকৃত দরিদ্র জনগণের দুঃখ লাঘবের কথাই মিলনের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন। তাই বলছি আজ ডাঃ রায়, যে গুরুভার মিলনকার্য্যে গ্রহণ করেছেন, এজন্য হয়ত অনেকেই তাঁকে ত্যাগ করবেন, তার অভিমত স্বীকার করবেন না। এজন্য তাঁকে দুঃখ বরণ করতে হবে, কিন্তু তিনি যে, মিলনের দিকে এগিয়ে চলেছেন, দেশের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি রক্ষার কাজের জন্য, আমাদের সঙ্গী করে নিয়ে যাচ্ছেন। তার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাজেট আজকের দিনে সত্যই সময়ের উপযোগী হয়েছে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমার বক্তৃতা শুরু করার আগে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি যে.........

Mr. Speaker: Point of order or point of privilege?

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমি আপনাকে একটা তথ্য পরিবেশন করছি, আর কিছু নয়।

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

বেশ, এবার বলুন।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার কথা হচ্ছে, স্পীকার মহাশয়, আপনি মুখ্যমন্ত্রীর পরিবেশিত তথ্যগুলি বিশ্বাস করবেন না, এবং এটাকে প্রশ্ন বলেছি, এজন্যে যে আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাইছিলাম যে, আপনি ওগুলি সত্যি বিশ্বাস করেন কিনা। আমি বলছি যে দেশে মানুষ মরে গেলে সরকার খবর রাখেন না, গ্রামে বহু ছেলে মরে গেলে তাকে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসা হয়, তার খবর

কিন্তু আগামী ইলেকসনে যদি হেরে যান, মন্ত্রীত্ব না থাকে, তখন আবার এমনি করে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। আমরা স্বীকার করছি, টাকা নাই। হয়ত সব কিছু নেওয়া যাবে না। তবে এটা করতে পারেন—আপনারা ঐ পথে যাচ্ছেন, ঐ রকম একটা নীতি নিচ্ছেন, তার একটা ইঙ্গিত বাজেট বক্তৃতায় থাকা উচিত ছিল। আমরা চেয়েছিলাম, এমনি নীতিকে, সাধারণ মানুষ যে জন্য আজকে ব্যাধি থেকে নিজের সন্তানকে আত্মীয়কে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করে, নিজেকে স্বেচ্ছায় নিঃস্ব করে দিচ্ছে। আজ সরকার স্বেচ্ছায় সেই গুরুভার সাধারণ মানুষের কাঁধ থেকে তুলে নিন। অন্যান্য সভ্যদেশে তাই করেছে। তাদের এই প্লানের মধ্যে এই নীতি একটু রাখা উচিত ছিল,—আমরা সাধারণ মানুষেরা কতটা আয় করেছি, তার মধ্যে ব্যয়, যেমন শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয়, তাদের হাত থেকে আপনারা তুলে নিচ্ছেন। সরকার তার নিজের দায়িত্বে সাধারণ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার নিচ্ছেন। এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক প্লানের মধ্যে সেই নীতির কোন আভাষ পেলাম না। আমরা মুখ্যমন্ত্রী ও চিকিৎসা মন্ত্রী-মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই—সত্যিকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যদি আরম্ভ হয়ে থাকে, তাহলে এই নীতির একটা গতির কথা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই। শুধু ১৸৶ আনার জায়গায় ২৷৶ আনা করে বললেই দেশের লোক ভাল হয়ে গেল না। পরিমাণটা বাড়ালেই সব হল না। আমরা চাই কোয়ান্টিটি নয়, কোয়ালিটি। কোয়ান্টিটি বাড়ালে হবে না, কোয়ালিটি বাড়াতে হবে।

আমি প্রথমে একটী জিনিষ বলেছিলাম, জ্যোতিবাবুও বলে গেছেন, সাধারণ মানুষের অতীতের বেশী করভারের উপর আবার নলকূপের জন্য, চিকিৎসার জন্য, এই যে পাড়া থেকে চাঁদা তুলে দিতে হবে, অর্থাৎ তোমরা যদি এই টাকা দেও, তাহলে আমরা বাকী টাকা দিতে পারি, এটাকে কন্ট্রিবিউশন না বলে আমরা কম্পালশন বলে মনে করি। আপনাদের এই ফ্রেস ট্যাক্সেশনএর নীতিটা বাতিল করা উচিত।

আর একটা নীতির কথা বলেছিলাম—কিছু বড় বড় লোক তাদের ব্ল্যাকমার্কেটিং, প্রফিট-মেকিং ইত্যাদি পাপের পথে উপার্জিত টাকার একটা অংশ ধর্মশালা বা কোন চিকিৎসা কেন্দ্রে বা অন্য কোন সৎকাজে দান করে, রাতারাতি দাতা বলে নাম কিনে নেবেন, এই রকম নীতির প্রশ্রয় সরকার দেবেন না। যে অন্যায় করেছে, তাকে সাজা দেওয়া উচিত। অপরাধী যারা, তাদেব সমাজের উপকারী বন্ধু হিসেবে দেশের সামনে আপনারা রাখবেন না।

[4-50—5 p.m.]

অন্যায়কারী বলে যাদের সাজা দেওয়া উচিত, অন্যায় করেছে বলে যাদের সাধারণ মানুষ বিচারালয়ে ডাকবে, তাদের দাতা বলে নাম কিনে দাঁড়াবার সুযোগ দেবেন না। যারা অপরাধী মানুষ তাদের উপকারী বলে মানুষের সামনে তুলে ধরবেন না। অন্যায়কারী যে তাকে দাতা বলে জনসাধারণ ধারণা করবে, এরকম কাজে সরকারের সহায়তা যেন না থাকে। এখানে সরকার যদি পূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান, একটা কেন্দ্রীভূত জিনিষ করেন, সেখানে তারা টাকা দেবে। তাদের যদি ইচ্ছা থাকে, যেখানে কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সেখানে তারা টাকা দিয়ে দেবে, কিন্তু তাদের কারো নামে হাসপাতাল হবে না। এবং কারো বাপের নামের ছবিও যেন মুছে না যায়।

আমরা আর একটা জিনিষ চাইছি,—আমরা হাসপাতালগুলিকে সম্পূর্ণ এক কেন্দ্রে আনতে চাইছি কেন? নৈলে যা চিকিৎসা মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, অনেক হাসপাতালে নাকি কারো কারো মালিকানা আছে, যে মন্ত্রীসভা বাংলা দেশের সকল লোকের অনুমতি না নিয়ে বিহারে নিয়ে মেলাবার কথা বলতে পারে, সেই মন্ত্রীসভা একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবগুলি হাসপাতালকে আনতে পারে না, এ কথা কে বিশ্বাস করবে? আপনারা সেইভাবে কেন নিতে পারছেন না।

centralisation of the hospitals and the management

সেইভাবে কেন নিতে পারছেন না। লিয়াইসন ইন ওয়ার্কিং করে এক হাসপাতালে ওভার-ক্রাউডিং হলে মানুষকে রাস্তায় না ফেলে দিয়ে অন্য হাসপাতালে চালান করে দিতে পারা যায় কিন্তু তা করতে হলে চাই—সেন্ট্রালাইজ হস্‌পিটাল ওয়ার্কিং।

তৃতীয়, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অব ডায়েট। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক রেট, মেয়ো হাসপাতালে আর এক রেট, অন্য হাসপাতালে অন্য রকম রেট, এ না থেকে যদি সব হাসপাতালেই রেটএর একটা রেটই থাকে, তাহলে সাধারণ রোগী মেয়ো হাসপাতাল ছেড়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসবে না। আপনি যদি মনে করেন, একটা হাসপাতালের নাম আছে বলেই, সেখানে যেতে চাইবেই, তা নয়। আপনি জানেন সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল-গুলিতে যেটুকু ওষুধ খরচ হয়, তার দ্বিগুণ দিয়েও রোগী ওষুধ পায় না। আপনি এই রকম চুরি কেস ধরেছেন বলে কাগজে দেখেছি। আপনি কেন হাসপাতালে এইসব উন্নতি প্রবর্তন করতে পারছেন না। এই সব প্রবর্তন করে সাধারণ মানুষের উপকার করুন। আপনি বলবেন—কোথায় টাকা। আপনাকে বলে দিচ্ছি—কোন মানুষ যদি একটা সংকাজে নামে, যদি তার মধ্যে পরকে বঞ্চনা ও আত্মপ্রবঞ্চনা না থাকে, যদি আত্মীয়পোষণ না থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষ এতটা অর্বাচীন নয় যে, কোথায় টাকা দেওয়া উচিত এবং কোথায়ই বা না দেওয়া উচিত তা তারা বোঝে না। সাধারণত মানুষকে যদি একই পর্য্যায়ে হাসপাতালে রাখা যায়, সকলেই একই রকম ওষুধ পাবে, একই রকম ডায়েট পাবে, সকল হাসপাতালেই তাহলে ক্রাউডিং কমানো যায় কিনা ভেবে দেখুন। এক একটা আউটডোর হাসপাতাল থেকে লোক অপমান হয়ে ফিরে আসে। এইসব বিপদ থেকে লোককে অব্যাহতি দিতে হলে এবং হাসাপাতালগুলিকে দুর্নাম ও দুর্নীতি থেকে অব্যাহতি দিতে হলে, যে পন্থাগুলির কথা বললাম সেগুলি গ্রহণ করা যায় কিনা চিন্তা করে আপনি দেখবেন। আপনি যেখানে বলছেন হাসপাতালের জন্য বিল্ডিং করতে পারছেন না, সেখানে আমরা চাইছি সিফ্‌ট্‌স। স্কুল কলেজগুলি যে রকম সকাল বেলায় ও সন্ধ্যা বেলায় দুবার করে, সেই রকম করুন। এ সম্বন্ধে কোন নীতি আপনার বক্তৃতার মধ্যে শুনিনি, জবাবে সেইটে শুনতে চাই। আমরা চাই, কোন একটী মানুষ তিনবার করে খাটবে না। আপনার কি মনে হয়, যথেষ্ট পারসোনাল আছে? মানুষের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ নাই। কত জন পারসোনাল তার হিসেব নাই, কত জন ফিজিসিয়ান, কত জন অন্য কর্মচারী তার হিসাব নাই। আপনি সেই হিসেব নিয়ে পারসোনাল বাড়ান, ডাক্তার বাড়ান, নার্স বাড়ান, অন্য কর্মচারী বাড়ান। আমরা চাইছি—ডিসেন্ট্রালাইজেশন অব স্পেশালিষ্ট সার্ভিসেস—কিন্তু আপনি যদি কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানে সবটা নেন, তবেই সেটা সম্ভব হবে। আই, ইয়ার, নোজ, থ্রোট—যার জন্য লোকের ভিড় বাড়ে, যদি এসব একটা কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানে নেন, তবেই ভিড় কমানো সম্ভব হবে। তাছাড়া আপনি ভিন্ন ডিষ্ট্রিক্ট হাসপাতাল করুন। এবং ডিষ্ট্রিক্ট হাসপাতালে জানিয়ে দিন, আপনি সেখানে বড় বড় ডাক্তার যাদের ডিরেক্টর করেছেন, তাদের টুর কম্পালসরী করতে হবে।

[At this stage the blue light was lit.]

অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার তো ২৫ মিনিট টাইম, আরও ৫ মিনিট বলে বসে পড়ব। আলো বন্ধ করুন।

Mr. Speaker:

অনেক ত বলেছেন, এখন শেষ করুন।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার আরো কয়েকটা পয়েন্ট বাকি রয়েছে, স্যার। আমরা এখানে চাইছি—যেসব নামজাদা ডাক্তার যাদের সরকার মাইনে দিয়ে রাখবেন, তাদের সম্বন্ধে সরকার এই একটা নিয়ম কম্পালসরী করে দিন, ভিন্ন ভিন্ন ডিসপেন্সারিতে একমাস-দুমাস তাঁদের অপারেশন করা দরকার এবং রোগী দেখা দরকার। ভিন্ন ভিন্ন ডিষ্ট্রিক্টে যদি এই করে দেন, তাহলে দেখবেন কিভাবে কলকাতার ভিড় কমে গেছে।

আমি শেষকালে একটা বড় কথায় আসছি। কথাটা এই ডিপার্টমেন্টের সাধারণ মানুষ এবং আপনাদের নিজেদের যেসব কর্মচারী যারা ইনক্লুডিং ডক্টরস, এদের সম্বন্ধে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পরিবর্তন এই নূতন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে আমরা দেখতে চাই। কেন? এর আগে আমি বলেছি—টেম্পরারী সার্ভিসএর কথা। যে মানুষকে টেম্পারারী করে রেখে দিয়েছেন যার অন্নবস্ত্রের একটা সার্টেইন্টি নাই, জীবিকার সার্টেইন্টি

নাই, সে রোগীকে নার্স করবে যেটুকু না করলে নয়। কিন্তু তার লক্ষ্য থাকবে, উপরিওয়ালার মনস্তুষ্টি সাধনের দিকে, কেন না উপরিওয়ালা যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে তার চাকরী যাবে। তার কাছ থেকে পরিপূর্ণ সার্ভিস আশা করা যায় না। কেন মানুষকে টেম্পরারী করে রাখেন? তার পিছনে আপনাদের যে মনোবৃত্তি আছে তাতে লোককে বঞ্চনা করার প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছু দেখি না, কারণ যাকে আপনারা টেম্পারারী করে রাখেন সে, অন্য সাধারণ কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেন্সন প্রভৃতির যে বেনিফিট পায়, সেটুকু থেকে সে বঞ্চিত হয়। সেটুকু বেনিফিট সে পায় না। আপনি কল্পনা করুন আপনার নিযুক্ত একজন ডাক্তার ১২।১৩ বছর টেম্পারারী হয়ে থাকল, জীবনের শেষের দিকে তাকে তাড়িয়ে দেবেন, সে তখন কোথায় দাঁড়াবে? কোথায় সে তখন প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবে? আপনি কেমন করে তার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কাজের আশা করেন? আপনি যখন তাকে মানুষের সামান্য অধিকার দেন না, সে কেন আপনাকে পরিপূর্ণ সার্ভিস দেবে?

দ্বিতীয়তঃ, অনারারি—যেটাকে বেগার বলে—অমুকে অমুক কাজ অনারারিভাবে সার্ভ করবে, এইসব অনারারি করবার কারণ কি? এই যে অনারারি নিযুক্ত করা হাসপাতালে দুর্নীতির এটা হচ্ছে একটা কারণ। এখানে আমি আর একটা জিনিষ, আর একটা হিসাবের কথা বলছি। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একদিন দুঃখ করেছিলেন যে, আমাদের দেশের ডাক্তাররা রিসার্স মাইন্ডেড নয়। সেটার জন্য যা করা দরকার, তাকি আপনারা করেছেন? আপনারা এমন করে মানুষকে রেখেছেন যে, খেতে গেলে, পরতে গেলে যে টাকা লাগে তার কোনই বন্দোবস্ত করছেন না। যে ক্যাটেগরীতে সেখানে তাকে রিসার্স ওয়ার্ক করতে হলে তার জন্য চাই স্টিমুলাস, যেমন এক একটা বড় কাজের জন্য বড় মাইনে দেন, যেমন ডাক্তাররা উপরি কাজের জন্য ফি পান। তেমনি রিসার্স ওয়ারকারদের জন্য আলাদা অর্থের ব্যবস্থা করুন। যাতে সে নিজের কাজের অতিরিক্ত সময় রিসার্স ওয়ার্কএর জন্য দিতে পারে এবং অতিরিক্ত টাকা যা পাবে তা দ্বারা নিশ্চিন্ত মনে সংসার প্রতিপালন করতে পারবে। এই স্টিমুলাস যদি তার থাকে তাহলে রিসার্স ওয়ার্ক ছেড়ে পয়সার জন্য অন্য কাজে যাবার তার দরকার হবে না। এ যদি আপনারা করতে পারেন, আপনাদের নূতন প্ল্যানে তবে ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির বনিয়াদ পত্তন হবে।

তারপর নার্সেস এবং হস্পিট্যাল ওয়ার্কারসদের সম্বন্ধে বলছি। নার্সেস এ্যান্ড হস্পিট্যাল ওয়ার্কারসদের সম্বন্ধে আপনারা দিল্লীতে একটা প্রস্তাব এনেছেন। সেটা এখানেও উচিত ছিল আনার, আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে একটা কথা বলছি। আপনাদের সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ারস প্ল্যানএ, সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে নীতি, আপনাদের কর্মচারীদের সম্বন্ধে নীতি, আপনাদের নীতি towards the nursing people, towards the menials, towards the hospital staff. কোন আভাষ, কোন ইঙ্গিত এতে নাই। শুধু ১৩কে ১৪ বল্লেই কি একটা কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ হয়েছে বা একটা কোয়ান্টিটেটিভ ডেভেলপ্‌মেন্ট হয়েছে বলা যায়? ফার্ষ্ট ইয়ারএ অব দি সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান—এ অল্প হোক বেশী হোক, কোথায় কিভাবে কি হবে, সে কথা শুনতে চাই, এবং তা শোনবার জন্য সকলেই আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

সভাপাল মহাশয়, আমার বক্তৃতা এখন শেষ হল। বাতি আর জ্বালাতে হবে না।

[5—5-10 p.m.]

Sj. Bijoyendu Narayan Roy:

সভাপাল মহাশয়, মুখ্য মন্ত্রীমহাশয়, অর্থমন্ত্রীরূপে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন, তা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করতে উঠে দু-একটি কথা বলতে চাই।

বিশ্বের দিকে, স্যার, লক্ষ্য করে দেখুন যে, একটা পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে—এই রকম পরিবর্তন অনেক দিন যাবৎ হয়নি। ভারতবর্ষ এই বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ভারতবর্ষেও আমরা একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। এখানে লক্ষ্য করবার বিশেষ জিনিষ হচ্ছে রাশিয়া, যে রাজ্য আমরা গর্ব করে থাকব যে তাদের একটা জিনিষ ছিল, যেখানে অন্য কোন রাষ্ট্রের লোক প্রবেশ করতে পারতো না সেই রাষ্ট্রেও একটা পরিবর্তন এসেছে। এখন তারা সকল দেশের

লোককে আহবান করছে, তাদের দেশে যাওয়ার জন্য। ভারতবর্ষেও একটা বিরাট পরিবর্তন দেখছি। কয়েক বৎসর পূর্বেও দেখেছি যে, এখানকার সামন্ততান্ত্রিক রাজারা হাতীর উপর চড়ে ঘুরে বেড়াতো, আজ তারা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। জমিদার যারা ছিল তাদের অবস্থা কি? কম্পেন্সেশন পাবার জন্য হয়রানী হচ্ছে। এই রকম সকল দিক থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি, একটা পরিবর্তনের হাওয়া। কিন্তু এই ঘরের আবহাওয়ার পরিবর্তন কিছুই হয়নি। প্রথমবারে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে কথা শুনেছিলাম, এবারও ঠিক সেই কথাই শুনলাম। কিন্তু আমার একটা কথা বলবার আছে—একটা জিনিষ লক্ষ্য করুন, স্যার, আগে যে কথা শুনেছিলাম, এবারও ঠিক সেই কথা শুনছি কিনা, সেই একই কথা,—নৈরাশ্যজনক বাজেট, টাটা বিরলা বাজেট, পুলিশ বাজেট রচনা করা হয়েছে। পাঁচ বৎসর চলে গেল, ফাষ্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান শেষ হতে চলেছে, এখনও আমরা সেই একই কথা শুনছি। সুতরাং এই ঘরের আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে একটা জিনিষের পরিবর্তন লক্ষ্য করছি এবং এতে দুঃখ হয়, এই জন্য যে যারা ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে, যারা গণতন্ত্রের পূজারী বলে নিজেদের জাহির করে এসেছেন, তাদের মধ্যে, স্যার, একটা ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে। এখানে সব কথা বলার উপায় নেই, উচিতও নয়। রাজ্যপাল মহাশয়ের মত মানুষ বর্তমানে ভারতে খুব কমই আছে। তিনি অনেক ভেবে চিন্তে এখানে যে ভাষণ দিয়েছেন, তাঁকেও এরা রেহাই দেননি। আমার মত লোকের কথা ও'রা শুনবেন না ঠিকই, কিন্তু ডাক্তার রায়ের মত লোক সারা ভারতে আছে কিনা সন্দেহ, তাঁর নাম করে আমরা গৌরব অনুভব করি কিন্তু, স্যার, তিনি এখানে হয়ে দাঁড়িয়েছেন একটা খেলার জিনিষ। সেই জন্য, স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যে এই ঘরের মধ্যে আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন হয়নি। তাঁরা ঐ এক গতানুগতিক কথাই বলছেন। আগেকার দিনের জমিদারদের এই রকম মনোভাব ছিল এবং এদের মধ্যে সেই রকম মনোভাব লক্ষ্য করছি। বাজেট আলোচনায়ও সেই একই জিনিষ লক্ষ্য করছি, ভাল কিছুই হয়নি, সবই মন্দ হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিছুই হয়নি। অথচ আমরা বলছি ভাল কিছু হয়েছে, এখন এর উপায় কি। আমরা বলছি ভাল, ও'রা বলছেন মন্দ। এর একটা সমাধান হওয়া দরকার। আপনি একটু ভেবে এর সমাধান করে দিন যে, বাংলা দেশে কিছু ভাল হয়েছে কিনা। আমরা বলছি, রাস্তাঘাট হয়েছে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, স্কুল কলেজ হয়েছে—এইগুলি কি অন্যায় হয়েছে? আমি এখানে খরচের কথাই বলবো, অন্য কথা বলবো না, এই জিনিষে একটু ভাবা দরকার। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই ফাইভ-ইয়ারস প্ল্যানএ কি কি কাজ হয়েছে। এ'রা বলছেন যে, এই পাঁচ বৎসরে কোন কাজ হয়নি কিন্তু আমি প্রমাণ করবো যে কাজ হয়েছে। স্যার, এখানে শুনছি যে স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হয়নি। কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার জন্য যে ৮০।৯০ হাজার টাকা করে খরচ করা হয়েছে এক একটা পল্লীতে তাতে কি কিছুই হয়নি। এ কথা বললে অন্যায় করবেন। আপনারা কলিকাতায় বাস করেন, বড় বড় হাসপাতালে চিকিৎসা করান, তাই আপনারা কিছু বুঝতে পারবেন না, কিন্তু যদি পল্লীগ্রামে যান তাহলে আপনি লক্ষ্য করবেন, স্যার, যে প্রত্যেকেই এই মন্ত্রীসভাকে আশীর্বাদ করছে। আজ পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। যে সমস্ত জায়গায় ম্যালেরিয়ার ডিপো ছিল, সেই সমস্ত জায়গায় এখন একেবারে ম্যালেরিয়া নেই। ডি ডি টি দেবার জন্যই হোক বা কোন দৈব কারণেই হোক, সেখানে এখন আর ম্যালেরিয়া নেই। তবুও যদি বলেন যে কিছু হয়নি,—কোন প্রগ্রেস হয়নি, তাহলে ঠিক হবে না। এখানে প্রত্যেকেরই মত দেবার অধিকার আছে, সমালোচনা করার অধিকার আছে। আমাদের কিছু বলা উচিত এবং এ সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। গভর্নমেন্ট যেগুলি ভাল করছেন, সেগুলিকে অস্বীকার করা ঠিক হবে না। গভর্নমেন্ট যেখানে অন্যায় করছেন সেগুলি নিশ্চয়ই বলুন। তারপর বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের দেশে রাস্তাঘাট কি রকম হয়েছে, তা দেখতে হবে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে গভর্নমেন্ট বহু রাস্তা করেছেন। বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে আগে রাস্তা ছিল না, বললেই হয় কিন্তু এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু রাস্তা হয়ে গিয়েছে। এবং এদিকে সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। একথা যদি অস্বীকার করেন তাহলে ঠিক হবে না।

[5-10—5-35 p.m.]

আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যে বলেন কিছুই হয়নি—এটা কি ঠিক? কলকাতার কথা ছেড়ে দিন, মফস্বলে এমন গ্রাম নাই, যার উন্নতি হয়নি। স্কুল হয়েছে, মাষ্টার হয়েছে,

সমস্ত কিছু করার চেষ্টা হয়েছে এবং হচ্ছে, কাজেই উন্নতি হয়েছে একথা ঠিক। তবে এর চেয়ে বেশী উন্নতি হতে পারে কিনা তাই আমাদের সমালোচনা করা উচিত। এর বেশী কিছু আমি বলব না, একথা বলে মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় যে বাজেট পেশ করেছেন, তার সমর্থনে একথা বলতে চাই যে, এভাবে যদি কাজ এগিয়ে চলে, তাহলে দেশের উন্নতি হবে, পরিবর্তন হবে, এর জন্য বিশেষ কোন চিন্তার কারণ নাই—একথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 5-35 p.m.

[The House was accordingly adjourned till 5-35 p.m.]

[*After adjournment.*]

[5-35—5-45 p.m.]

Dr. Atindra Nath Bose: Mr. Speaker, Sir, the previous speaker opposite complained that the House has not changed, that the Opposition have been repeating the old charges year after year. Sir, perhaps he has not heard the voice of his own side; he has not seen that year after year our Hon'ble Chief Minister is presenting the budget with the same catalogue of achievements which any government safely installed in power by a comfortable majority is competent to undertake. He has not enlightened us as to how much of the benefits which have been created for the people for the last few years has accrued to the rural masses, to the 75 per cent. of our people who live in the villages. What percentage of the rising national income has gone to the village people? Have the landless in the village got land? Have the small cultivator and the rural unemployed got any supplementary means of livelihood? Is the villager relieved of ignorance, of starvation, of the fear of police and *patwaris*?

Sir, little provision has been made in the budget for improving food production. The allocation for small irrigation schemes is negligible and it is coming down year after year. It was 42 lakhs year before last, it was 34 lakhs last year and it is only 20 lakhs for the current year and even this allocation is conditional. The condition is imposed that 50 per cent. of the expenses will have to come from local contributions. This land which is promised to be a land of socialist pattern in no distant future is strangely enough a land also of ever-widening disparities. This is the strangest paradox which we come cross in India. While the average landless villager earns something around Rs. 20 per month the Governor draws a salary of over Rs. 4,000. The ratio comes to 1 to 200 which is staggering. Nowhere, not in any capitalist country it is above 1 to 50. In the United Kingdom it is 1 to 35.

Our Chief Minister has vaunted on the land reforms. He has taken pride that land has been given to the cultivator, that the cultivator has been made the owner of land. He has not said how many cultivators do possess land, how many cultivators have become owners of land, and what is the number of landless tillers in the State, what is the number who still remain landless after these Land Acquisition Acts, the number of bargadars, agricultural labourers, etc. and what is the plan for distribution of land among them. Sir, this is another paradox that with progressive land reforms pauperisation of *raiyats* is going side by side just as with growing industrialisation retrenchment and unemployment are going side by side.

Our Chief Minister has also claimed that our cottage industries are rapidly developing. Sir, I am afraid how long the cottage industries will be kept alive by this spoon-feeding of the State and of societies. We have insisted again and again that there must be reservation of a quota for handmade industries and that they must be saved, they must be preserved against the competition of mill-made consumer goods. Our contention

has been supported by the expert of the Union Government, by Prof. Mohalanobis who said in his radio speech from Delhi on September 11, 1955: "In order to provide an assured market for small-scale and household industries we suggested that destructive competition from factories should be prevented by giving each sector a suitable quota, so that competitive factories would not be able to expand production at the cost of small-scale and household industries." Again in the draft plan frame itself: "Until unemployment is liquidated or brought under control it is necessary to prevent competition between factories and household or hand industries by not permitting investments to be made in such consumer goods factories as would prevent expansion or lead to a shrinkage of employment in the hand industries. In the immediate future, the factory production of consumer goods would be expanded but if it is not competitive with hand industries, to increase the supply of essential goods like antibiotics or fine drugs or of goods for export to earn foreign exchange." So, the framers of the draft plan agree with the view which we have advanced from the floor of the House that the spheres of hand-made consumer goods and mill-made consumer goods must be clearly demarcated.

Sir, there seems to be no change in the outlook in spite of this recommendation in the plan frame. Sir, the test of prosperity and of any successful budget is not merely the rise of the national income. It is much more than that. It is in the first place the successful rehabilitation of refugees, which is now left in the hands of the Almighty. It lies in reducing economic disparity; it lies in increasing employment; it lies in distributing land to the tillers. Sir, this Government have failed on each one of these counts. What the budget needed most was a drastic reduction in expenditure, and sealing of wastage and corruption; and no attempt whatsoever has been made in that direction.

I quite realise that it is absolutely impossible under the present set-up when our Hon'ble Ministers themselves are showing the way. In this truncated State of ours there are 29 Ministers drawing a salary of Rs. 3,17,500 apart from travelling allowances, house allowances, etc. And even this is not enough. They draw travelling allowances and use public vehicles and official properties when they tour for their personal purposes or to organise their party. Sir, I have concrete instances of these, and I gave notice of some question to throw light on this corrupt practice which is rampant among the Ministers, but unfortunately my question was disallowed.

Sir, deficit, debt and interest charges are mounting higher and higher. Within a very short time it is likely to attain astronomical figures. With an annual budget around Rs. 50 crores the State is saddled with debts of around Rs. 183 crores. We have not yet any clear idea how more money will be available to implement the Second Five-Year Plan. In this book on Second Five-Year Plan which is distributed among us, there is no mention as to wherefrom the money will come. It appears that money will be obtained by further loans and taxes. Further loans will be incurred, and taxes will be raised to finance the Second Five-year Plan. This means there will be wide circulation of paper money. The rupee will fall down, and prices will go up.

[5-45—5-55 p.m.]

The whole strain will come upon the small income group and upon the under-employed. If there is a little promise that the employment position will improve under the Second Five-Year Plan the benefits will be more than offset by the rising prices and by the new taxes which are going to be imposed. There are obvious reasons why our Chief Minister should go on for new resources and in his frantic search for new resources for this insolvent State he has forged his latest fad, the mad fad of merger with the State of Bihar

—a snowball which he set rolling from Delhi and which he hoped will gather volume as it will go on rolling. But unfortunately scarcely a month had passed when the rolling snowball has started melting under the glaring sun of public criticism and popular movement. His thesis was that West Bengal has reached the limit of prosperity, that she cannot live without fresh resources. His second point was that unless this upsurge of linguistic fanaticism is halted the country and the Congress will go to ruins. Sir, as for the second point if there is today a destructive upsurge of linguistic fanaticism who is responsible for that? Is it not the Congress which created this upsurge, firstly, by persecuting the linguistic minorities in States like Assam and Bihar and then, secondly, by sitting as silent spectators when linguistic minorities were being victimised and treated as aliens in flagrant violation of the Constitution? Is it not because the legitimate and sober demands of the people were repeatedly ignored and because the Congress—the party in power—gradually resiled from their position? Sir, if today the hydra has raised its head it is because the Government—the Congress Government—which is in power in Bihar, West Bengal and Assam, were not only indifferent to the legitimate rights of the minorities which are guaranteed under the Constitution but even they encouraged flagrant violation of these rights. It is a very simple truth that this demon will subside, will disappear as soon as the rights of the people are conceded.

The plea which has been raised by our Chief Minister is economic viability and administrative convenience. Sir, poverty does not negate anybody's right to exist. In every federal State of the world there are small units side by side with big units; there are units with small size, small resources side by side with giant units as in U.S.S.R. There are Estonia and Moldovia side by side with Russia. In U.S.A. there are Rhode Islands and Connecticut—small States but they live. Even in India West Bengal will not be lacking in resources, will not be a mere viable unit but a prosperous, developing unit only if the heavy burden of administration is reduced, only if the administrative expenses are rationally curtailed. As for administrative convenience is it not the need of administrative convenience that the people should speak the language of the administration, that the administration should be carried on in the language which is spoken by the people? Delingualisation is not the way of unity. Had it been so the Czars of Russia would have built up the unity of Russia on the basis of the unity of Slavonic language, if it had been so Pakistan would have built the unity on the basis of Urdu language. They have failed. The U.S.S.R. have consolidated the Russian States by recognising the autonomy of language and Pakistan also has tided over the crisis by recognising the language of the eastern wing. Sir, when our Chief Minister found himself concerned by public criticism he diluted his proposal and set forth a number of safeguards which are palpably absurd, each one of them being unconstitutional and impracticable. He wants parity in the Upper House. What does it mean? We find all the rights of the Upper House under the Constitution consist in delaying a legislation for a few weeks or days and nobody knows when this non-functioning limb of our Constitutional organism will drop down dead. He has assured that the language and culture will be protected. Sir, this assurance is already there in our Constitution but who has shown respect for the Constitution? It has been already proved ineffective. He has assured that there will be two compulsory languages for the Union—Hindi and Bengali. Sir, this is also fantastic and absurd and it is also cruel to impose two compulsory languages on the youngsters who are already burdened with a heavy curriculum. Then he has proposed that taxes and laws will remain as they are in the two States. This is the most fantastic of all safeguards and conditions. The two States will have a common legislature, but the common legislature will legislate for the two

units differently and not for the whole Union, because most of the Bills which come into the House are only for amending the existing laws. On the other hand there are clear provisions in our Constitution for co-operation, for joint development of resources, for settling the disputes. It is provided for in Article 263, according to which Inter-State Councils can be created for these very purposes and this can further be done through the Zonal Committees as suggested by our Prime Minister. Sir, I am afraid there is a deep-seated motive behind this move. It is not merely to escape a problem, not merely to plaster the fissures in the Congress ranks which have started breaking on linguistic lines, not merely to divert the attention of the people from the linguistic fury, not merely to make a show of a feeling of national unity.

[5-55—6-5 p.m.]

It is not as simple as that. The hidden motive is to impose Hindi upon the State and then upon the people. This is bound to come if merger is effected under whatever limitations and conditions because none of them is going to work. All of the limitations and conditions are outside the Constitution and are not physically possible. Bi-lingualism and multi-lingualism are not physically possible. One language must come forward and shunt aside the other and that will be the language of the Union and the language of the majority. This House cannot remain a museum of languages for ever; it cannot remain a babel of tongues. If this House is to function as an instrument of democracy and if it is meant that we shall exchange our views and understand each other, then bi-lingualism cannot work. As surely as the sun rises in the east the language of the Union and the language spoken by the majority in the House is bound to prevail. Let Dr. Roy contradict me and as a proof let him reply to the budget discussion in Hindi. [Interruption]. I shall prefer English to making Hindi the Union language. Our position has not been undermined before the world because we speak in English; but it has been undermined because you are trying to impose autocracy of a language. Sir, sooner or later this language which will be spoken by the majority in this House and which is backed by the patronage of the Centre is bound to prevail. Dr. Roy hopes that quality will prevail over quantity. We are seeing everyday how quantity is prevailing over quality in this vote-recording board. Let all the quality be yours but it is not by quality that you are winning in this House but by this board which speaks of majority. So within a very short time this House is bound to become unilingual. Just as now you allow some of our friends to address the House in Hindi and we give them a patient hearing so also Bengali will be allowed in this House. Speakers in Bengali will be given a patient hearing but the majority in the House will not understand that language. That will be the position to which Bengali language will be reduced. The same practice will be followed in education. The language which will prevail in this Legislature will prevail over the entire State. The same practice will be followed in education and in the public services.

Then where lies the solution? The solution is very simple. Concede the legitimate demands of the people and if there is dispute, if there is quarrel over any piece of land there may be plebiscite. The solution has already been partly accepted by our Prime Minister. Plebiscite is not ruled out and as soon as you set aside the claims of Hindi and replace it either by English or Sanskrit, I think half of the problem will be solved. Let Hindi be the language of one, two or three States it does not matter, but it must be reduced to the position of a regional language like Bengali, Oriya, Guzrati, Marhati, etc., and the rest of the problem will be solved. It may be solved either by judicial arbitration or by plebiscite and also by setting up Inter-State Councils or Zonal Councils. That is the way. I agree to

one of the points made out by Dr. Roy—I think only yesterday when he was addressing a private sitting of citizens—he was advocating the cause of his pet fad behind closed doors in a small gathering of solicitors and lawyers while the people were voicing their demands outside in thousands. There he said that the abandonment of linguism and merger of Bengal and Bihar is the only solution if we are to prevent the disintegration of the Congress and of the country. The first part of his utterance is entirely true—to prevent disintegration of the Congress, the liquidation of Bengal and of Bengali language is necessary. But I assure him that is not going to be done. Things cannot be done merely by majorities in the legislatures. There is a country outside. There are thinkings outside the thinkings within this legislature. And we shall accept this challenge and we shall show that this pet fad will not be imposed upon Bengal whatever may be the majority on his side in this House.

Sj. Jagannath Mojumder: Mr. Speaker, Sir, the finances of West Bengal as revealed by the budget appear to be anything but bright. Again we are faced with a deficit budget. The overall deficit for the next financial year appears to be in the neighbourhood of Rs. 17 crores. Thus the budgets of West Bengal are facing heavy deficits year after year. No indication is given in the budget as to how these mounting deficits from year to year are proposed to be met and no proposal for fresh taxation has been suggested with a view to covering up the deficit. Sir, in a sense this sort of budget can be called a daring budget and people will thank the Finance Minister that they will not be called upon to bear fresh taxation to make up for the deficit portion of the budget. Thus West Bengal having a large current deficit shall face a tremendous difficulty in working out the Second Five-Year Plan whose size is more than double that of the First Five-Year Plan. Our Finance Minister expects that partly through gradual strengthening of the administration and partly through improvement of the economic condition of the people, the taxes at current rates will be made to yield gradually increasing revenue so that the total deficit in five years will be reduced to 13.4 crores only. This 13.4 crores has to be raised either by loan or taxes for paying our contribution towards financing the Plan. The Finance Minister has given some hint of the additional taxations contemplated—they are entry tax on tea, extending coverage of sales tax, irrigation rates, etc. Some people have become apprehensive that fresh tax burdens of the Second Five-Year Plan period will break the shoulder of the people of West Bengal.

[6-5—6-15 p.m.]

But if the total additional tax to be raised for the purpose does not exceed 13.4 crores of rupees within the period of 5 years and if the Finance Minister is careful enough to tap new sources belonging to the rich and exempt the poorer section of the people from any further tax burden, then everything will be all right.

Another alarming feature of the West Bengal budget is the mounting debt burden both to the Union Government and to the public. Perhaps West Bengal has incurred the heaviest debt burden among the Part A States. We do hope that the developmental works which are being financed from such funds will be paying in future so that the successor Government might not find it difficult to pay off the debts in future.

Last year the Finance Minister mentioned in his budget speech two paradoxes: first, the paradox of disparity between expansion and employment and secondly the paradox between wealth and taxing powers. While the industrial activities of West Bengal are the pride of the country, the common man still lives in comparative penury. As a solution of the first paradox he rightly suggested that first we must, as far as possible, open up channels of employment in which our young men are most likely to be

interested; secondly, our educational system should be adapted to the new economy and thirdly we must make our young men interested in diversified economic pursuits. As regards the second paradox, the Finance Minister pointed out that West Bengal being notably poor in agricultural resources, power should be given to her to tax industrial wealth too. The report of the Taxation Enquiry Commission which has since been out has not made any proper provision for taxing the resources of industries. So the overall economic condition remains unbalanced and lopsided with mounting unemployment even in the midst of progressive trends in various spheres of economic activities.

In such a gloomy prospect it has been suggested that the union of West Bengal and Bihar will wipe off some of the unbalances between agriculture and industry. There will be integrated development of the rich Santhal Parganas and Chotanagpur areas where new industries will grow giving employment to thousands of young men who are sons of the soil and also to the refugees who are coming in thousands everyday and swelling the ranks of the unemployed. The integrated area of West Bengal and Bihar will be rich in coal, jute goods, iron and steel, tea, power, heavy chemicals, engineering goods, cement, mica and many other minerals. In short, this belt will soon prove to be the nerve-centre of the resurgent free India humming with busy life of industrial expansion in various fields and spheres. Crippled and progressively mutilated Bengal will find scope for expansion and it is expected that her worthy sons will rise equal to the occasion by dint of their superior merit and culture with a spirit of noble accommodation. However, I leave this matter now as any off-hand statement rouses more passions and sentiment than reason. For a right thinking man the subject is a serious matter for consideration before a final verdict can be given.

Yesterday some of the Opposition members referred to the per capita tax burdens of the people of West Bengal which they asserted as the highest in India. A country having a progressive taxation may also have a heavy average per capita taxation. So we have got to see whether the tax system is progressive in which case the incidence of taxation should fall more heavily on the rich than on the poor. On the other hand, the tax benefits should be more in favour of the poor than of the rich. The overall picture of improvement of West Bengal will give any layman the idea that there has been much improvement in various spheres, specially in the rural areas, and the people thereof have not been called upon to bear any increased or proportionate tax burdens for that directly or in indirect taxes. Of course in a progressive country the indirect tax burden is often shared equally by all sections of the people and the tax proceeds increase as the economic condition of the people improves. Sales tax is such a tax, and even in Soviet Russia sales tax is one of the most important items of taxation, and therefore in Soviet Russia the per capita tax burden is enormous.

In this connection I should also mention that the per capita expenditure question is very important. In nation-building works in a progressive country the per capita expenditure is the index of its progress. In health service the per capita expenditure of West Bengal is the maximum in India, being Rs. 2-12. In agriculture and fisheries also it is the maximum in India, being Rs. 1-15-1. Of course in education we come third, Bombay comes first and Assam second. But this year we spend on education about Rs. 4 per head and the expenditure is to be maintained on the same scale next year also. I do hope that if West Bengal wants to lead India in education and culture, she should give more attention to the improvement and expansion of education so as to top the list of States in India in respect of expenditure on education.

Mr. Speaker, Sir, I shall finish with a few words about our district which is itself maimed and mutilated and nearly 8 lakh refugees have migrated therein. In this district several works of improvement have been done. The number of primary schools have increased, new metalled roads have been constructed, several hospitals and union health centres have been started, and refugee colonies have grown up in all parts of the district.

[6-15—6-25 p.m.]

A few industries are going to be started for giving employment, specially to the refugees, but, alas, Sir, our district remains a "*pariah*" in the field of irrigation. The district stands in a bleak prospect of drying up due to serious soil erosion. There are enough scopes for irrigation, the district having a net-work of moribund *khals* and *beels*. The river Jalangi is in a dying mood and how can the people of Nadia live if Jalangi dies and Jalangi is the central channel of Nadia rivers—the whole Nadia river system. Even then we could not draw the serious attention of the Irrigation Minister. The First Five-Year Plan is going to elapse and the Second Five-Year Plan has appeared in its framework, but there appears to be no prospect of irrigation improvement in Nadia district. It is computed that 62 lakh acres of cultivated land out of 117 lakh acres will come under irrigation at the end of the Second Five-Year Plan, that is, 53 per cent. of the total cultivated land will come under irrigation. But how much of the lands of Nadia district will get this benefit. We Nandia-*bashis* are eager to hear from the Minister concerned.

There has been a good deal of works under the development scheme in our district under the local works programme. Village roads, tube-wells, masonry wells and school buildings have been constructed under this scheme—under the contributory scheme. People are taking a good deal of initiative in these works. There have been so many applications from the people under this scheme that it has not been possible to take up more than 50 per cent. of the works for shortage of funds. It is wrong to say that people's contributions in these works are not voluntary, as some members complained yesterday. There is a regular competition among the people and villagers to take up works under this scheme because the people themselves get full benefit of the works from their own contributions either in cash, kind or labour and an equivalent contribution by the Government. These works are also relieving unemployment in the villages which is a very desirable aspect of this sort of work. So, we heartily welcome extension of works under schemes of local development. With a few more words I shall finish my speech.

Sir, in respect of starting of health centres also, people of several villages in a union compete with one another with ready cash and requisite land to have the health centres in their villages or near their villages. So, it is wrong to suggest that these local contributions are imposed. So, it is sad, Sir, when popular enthusiasm has been aroused under various constructive works programme, some of which are contributory, the Opposition members think fit to keep aloof or oppose such constructive works.

With these words, Sir, I support the budget.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Mr. Speaker, Sir, I regret I cannot congratulate the Finance Minister on the budget as I would. The budget is all right so far as it goes. There is perfect arithmetic, but I am sorry to note that it treads along the beaten path; there is no departure in the approach to the various outstanding problems of the day. Also, Sir, there is not noticeable anywhere in the budget any seriousness of purpose. I do not see, Sir, any pouring out of the heart, or plunging headlong down into any of the outstanding problems of the day. The approach is cold and

stereotyped. I also do not find any attempt at the gradation of the different urgent problems of the day according to their relative importance. Therefore I can say this budget to be a budget of the "jack of all trades and master of none" pattern.

Sir, the Government have made tall claims as regards the achievements during the last five years; they have also drawn a very rosy picture as regards the things that are going to happen during the next five years. I must say, Sir, that their complacency is a bit unwarranted. Of course, it is not my case that the Government have not done anything or they are not trying to do anything. No Government can sit idle over their duties; it is their plain duty, it is their greatest responsibility to serve Bengal as much as they can. They have got the duty, they have got the responsibility. All the assets of the country, all the wealth of the country are at their disposal. So there cannot be any question that they would not do anything. If they squander away the money without doing anything to the people, then they will be summarily lynched in the streets. The question is not that they have not done anything, but the question is whether they have been able to do as much as they could have done or should have done, regard being had to the assets in their hands, regard being had to their powers and privileges. Put to this acid test, I should submit, Sir, that this Government has failed miserably.

It has been stated, Sir, in the budget speech that the average income of the people of Bengal, the per capita income, has increased, but from our experience, close experience of conditions obtaining in the villages, I must say that the economic position of the ordinary villager has deteriorated, has gone down, instead of having improved in any way. Sir, it is also the case of the Government that the prices of articles have not appreciably gone down, the cost of living also has not gone down. Therefore, how can they draw a rosy picture as they have done in the budget speech.

Now, Sir, I would say that the first things have not been served first. The most important problem before Bengal is the question of the refugees, but our Chief Minister or the Finance Minister has summarily disposed of this, the greatest of the problems of the day, by a few lines only. At page 22 of his speech he has really staggered and trembled before the magnitude of the problem and he has left the solution of this problem to the Almighty. He has not given any constructive proposal as regards how this problem is to be solved. I must say, Sir, that the construction of roads and canals may wait for some time but the rehabilitation of these live human materials cannot brook any delay. We cannot indulge in this colossal waste of human material. It is inhuman, I should say. Therefore, the greatest energy, the greatest attention of the Government should have been bestwood upon this problem. He has stated, "The daily arrival is now of the order of 125 families consisting of about 625 persons. The problem is tremendous, heart-rending and looks like a never-ending one. The Almighty alone knows when it wlil come to an end." But our Chief Minister also will have to know and give us a definite suggestion or idea as to when this staggering show is going to end.

[6-25—6-35 p.m.]

Sir, it is known that these people are not going to stay there—the Hindu minority in Pakistan. They have to come here today or tomorrow. It is high time that negotiation should be begun on governmental level in order to salvage this human material, i.e., the Hindu people of East Pakistan. Sir, the only solution is this, namely that we must demand proportionate land from Pakistan as also we have to incorporate into this truncated State of West Bengal all the contiguous Bengali-speaking areas now in Bihar and in Assam. We also have to incorporate into the State of West Bengal

Andaman and Nicobar islands as well. This has got to be done and a **demand must be made to Pakistan to have the proportionate land, in the** language she understands. We have seen, Sir, that Pakistan understands a particular language. They have understood the language in which they were told in the Chhad Bet area, the belt of the Rann area of the Cutch Province. They know under what circumstances discretion is to be regarded as the better part of valour. Therefore, I should say that this should be done. And I am astonished to see, Sir, that of the money set apart for building houses and colonies for these people, the East Bengal Hindus, more than one crore of rupees has not been spent. It is not only a crime, but I should say it is a sin against God and humanity.

Well, Sir, the education problem comes next in order. It is known that if we cannot educate cent. per cent. of our people, we cannot make any headway with any of our plans with a people who are uneducated, who are illiterate. Therefore, this problem of driving out illiteracy should have been brought to the forefront. This Government should have made it a task before themselves to prescribe a time-limit, say of ten or fifteen years within which they would be able to drive away illiteracy from the precincts of West Bengal and would be able to make cent. per cent. of our people educated. I would, of course, say this that if the budget speech goes to show that there has been an increase in the number of schools, if it goes to show that there has been an increase in the number of colleges and schools, both primary and secondary, and there has been an increase in the number of teachers and professors, that is not the real test, as I have said; the test is whether you have been able to do as much as should have been done. Sj. Jyoti Basu was not wrong when he said that if the Government proceeded at this snail's pace in this important matter of driving away illiteracy, they would take 150 years to do this thing, to achieve this end, and nobody knows whether within this 150 years this Bengal will live or this Bengal will be liquidated.

Now, Sir, as regards public health, it has been said that so many public health centres have been established. But from my idea of my own subdivision, I mean the Katwa subdivision, I must say that one-tenth of the target, namely to cover every union with a Union Health Centre, has not yet been covered. In the 36 unions that are in this Katwa subdivision only three or four Union Health Centres have been established. This story will tell its own tale.

Again I must say, Sir, that corruption has not been eradicated. Corruption is still rampant in the Government services and in the offices of the Government. This corruption must be driven out. You say, you have tried your level best to drive out this corruption, but have you achieved this end? No. You have established the Enforcement Branch, but you will be surprised to see that the ghost of corruption has taken shelter in the very charmed mustard seed. How can it be driven away?

I should say in this connection that a Sanskrit University should be started. We were crying hoarse for a long time for the establishment of a Sanskrit University but nothing has been done towards this end. Government grant the tols a little money which is much less than the money allotted to the Madrassahs and the money that has been allotted for the educaion of the Anglo-Indian community of Bengal. I do not grudge the latter's good fortune but what I say is that much more should have been spent and much more should have been done for the propagation of the Sanskrit language and Sanskrit culture. Sanskrit literature and Sanskrit culture not only contain rich philosophical heritages or spiritual heritages, but they contain a good deal of scientific knowledge as well, a good deal of knowledge in the field of economics, in the field of politics and in every other useful field. This Sanskrit culture and Sanskrit language will have

a very much ennobling and I should say spiritualising effect on the people who will take their education in this University. You try my medicine. Of course, you will say that I am a quack in this respect and you monopolise to yourself all the wisdom of the ages, but that is not the thing. You say you have tried your level best, but you have not been able to succeed, and this corruption is standing in the way of the fructification of your plans as regards development and other things. So please try this medicine. Everybody—Sj. K. M. Munshi and even the late lamented Mavalankar and other lovers of Sanskrit literature and language—pleaded like anything to establish a Sanskrit University to push up Sanskrit culture, but nothing has been done in this direction. This should be done.

Again, Sir, some of the previous speakers have referred to the disparity in the remuneration and emoluments of officers of the lower grade and those of officers of the higher grade. I must say that this stands in the way of the development of a team spirit between the lower rungs and the higher rungs of the ladder. This adversely affects their dutifulness, their service, their capacity to render service to this country. I hope this disparity should be removed as soon as possible. Our sub-inspectors, our clerks, our peons and orderlies—they are paid very low and some of the officers at the top are paid much more than they deserve to be paid. Some are paid Rs. 4,000 or Rs. 3,750 and some are paid Rs. 50. In the case of the poor teachers of primary schools or secondary schools their pay is very low. This low remuneration is the breeding ground of germs of corruption. Therefore this breeding place of germs of corruption should be attacked and should be battered to dust. According to my idea of things, no person should be paid less than Rs. 200, and no officer should be paid more than Rs. 1,500, per month, and this should be done.

From the budget speech we see that there is too much of depending on credit or loans and other things, but this is not a very good economy. We do not see anywhere any attempt to effect economy in expenditure in the various Government establishments. Gouri Sen's money is being squandered. This should not be the thing. You must exercise the strictest economy in all spheres of Government activities and if you do that you will be in a position to save a lot of money in this way, and this saving, Sir, can be utilised for the purpose of doing good to the people of Bengal. The middle-class people, as I have always said, are the hardest hit, and their is not a ray of hope in the whole budget speech, for these people. Sir, they are a very important people. The whole of Bengal's culture owes its origin to these middle-class people. The political upliftment and political voice of Bengal also owe much to these much maligned middle-class people, but these middle-class people, at this crucial stage, have been left in the lurch to the great discredit of this Government. I have seen, Sir, that this year you have allotted a less sum, allotted a less amount under the head "Education" than what you did in the Revised budget estimate for 1955-56.

[6-35—6-45 p.m.]

In agriculture also we see the allotment has been much lower and for famine also this year's allotment has been much lower. I think the allotmet under Agriculture, Civil Works, Famine and Education should have been much more this year than it was in the last year. The condition of the people of the country is much worse this year than it was last year because of serious and devastating failure of crops.. Therefore, we should have expected that much more should have been allotted under the head Relief and under the general head Famine.

Sir, you are going to tax the poor people who are already over-taxed. The time has come to revise the programme of taxation of the poor people. Instead of taxing them any further, they are to be relieved of some of their

present taxes. You can tax the rich people, tax the capitalist but you *cannot lay your violent hands on these poor people. If you do that it will make their life veritably unbearable.*

Sj. Raipada Das: Mr. Speaker, Sir, any sensible man, going through the Budget, cannot but be overawed by the dare-devil way in which it has been drafted. Wild and unbridled planning, reckless spending, criminal disregard of the poor man's sufferings are the principal, if not the sole, features of the Budget Estimate that has been presented to us. The outside world, merely looking at the surface of things, praises the mighty achievements India has made and is going to make. But little does it realise the magnitude of the sufferings which these gigantic projects have entailed on the common people for whose benefit they are professdly undertaken. There is no gainsaying the fact that as these projects are multiplying, the miseries of the people are mounting. The naked and glaring truth is that the yearly augmenting revenues lead, though apparently paradoxically, to ever-swelling deficits. The reason for this is that a principal portion of these revenues is obtained by borrowing; and borrowing, as every body knows, leads to sorrowing. The interest on the loans incurred inside and abroad amounts to 3 crores of rupees. While loans from abroad gradually bring the country under foreign obligation and domination, taxation at home brings untold miseries to the people. Thus, what would development mean, if it invited the foreigners once again to dominate over us and, instead of promoting the happiness of the people, plunged them into greater and deeper distress? If a country is really to grow, it must grow from within, i.e., with its own resources. The improvement, at first, may be slow; but it will be sure and steady; and instead of a handful of rich people reaping all the benefit the vast mass of poor people will really be benefited and that will make for the establishment of a socialistic pattern of society.

Another thing in the Budget which cannot but strike a casual reader is that in most cases the budgeted amount is not spent. The opening balance for 1955-56 was to have been 3 crores and 1 lakh, whereas it actually is 9 crores and 6 lakhs. Moneys allotted to education, medical and public health have specially been underspent. To dazzle the people by big allotments for social amenities and then to surreptitiously cut them down is another highly objectionable feature of the budget. At the same time the money spent on the police year after year registers a steady excess over the budgeted amount. The increase in education grant is mainly accounted for by the huge and ill-proportioned provision for multi-purpose schools and the appointment of special cadre teachers. For a dozen and a half of multi-purpose schools, whose utility and usefulness are doubted by many, 1 crore and 5 lakhs have been provided, whereas the provision for all the State-managed high schools is only 24 lakhs and that for non-government high schools is 53 lakhs. The special cadre teachers, recruited purely on party basis, play the role more of election agents than of real teachers. Then again, the introduction of the 11-year course for secondary education and 3-year degree course for collegiate education is but another ill-conceived and retrograde step whose obvious purpose is to keep out our young men and women from the blessings of higher education. Our Government, it seems, are terribly afraid of the educated intelligentsia of the country and are seeking by all means—covert and mischievous—to cut down their number. They will have multi-purpose men to carry out their multifarious plans and designs. In a word, the Budget before us is a rich man's budget, aimed at enriching the rich and impoverishing the poor. The framer of the Budget has no personal knowledge of and touch with the struggling, penury-stricken millions, though they constitute the major part of the State's population, he does not understand their sorrows, he does not appreciate their wants,

he treats them as so many dumb-driven cattle to be beaten and battered to plough the rich man's field. Intoxicated with power, he fails to take note of the popular upsurge all the world over. The poor and the down-trodden, the oppressed and the suppressed in every part of the world have awakened to a sense of reality and are no longer in a mood to take things lying down. They want and mean to wrest from the unwilling hands of the privileged class their rightful dues and are prepared to go to any length to achieve their objective. It is time the Government read the writings on the wall; or else, they and their regime are irrevocably doomed. The people the world over are in no mood any longer to groan under the wheels of the pampered parasites. They are determined once for all to eradicate them and come into their own against any eventuality.

Sj. Haridas De:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রীমহাশয় ১৯৫৬-৫৭ সালের যে বাজেট উপস্থাপিত করেছেন, তা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর উপর বিরাট বিরাট উন্নয়নমূলক কাজের যে দায়িত্ব এসেছে, সেদিকে লক্ষ্য করে অর্থ মন্ত্রীমহাশয় এই বাজেট এনেছেন। বাজেট অলোচনাকালে শিক্ষার উন্নতিকল্পে অনেকে, অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু শিক্ষার কথা বলতে গেলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বর্তমান গভর্নমেন্টের দ্বারা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাব যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং তার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় যে, এবার স্কুল ফাইন্যাল পরিক্ষায় ৭২ হাজার পরিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবেন। কিন্তু এ যাবৎ দেখা যায় যে এই বিষয়ের পরীক্ষায় কখনও ৬০ হাজারের বেশী ছাত্রছাত্রী এপিয়ার হন নি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শিক্ষাতে কতখানি উন্নতিলাভ করেছে। এখন আমি নদীয়ার কথা বলবো।

[6-45—6-55 p.m.]

নদীয়ায় পূর্বে মাত্র আড়াইশো প্রাইমারী স্কুল ছিল, এখন সেখানে হয়েছে ১,৪৫০ অর্থাৎ প্রায় পনেরোশ। সেকেন্ডারী স্কুলও বেড়েছে, আর কলেজ ছিল একটা, এখন হয়েছে ৫টা। আজ প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে বা হচ্ছে, বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা এই যে, পল্লীগ্রামের শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য মফস্বলে যে সমস্ত কলেজ হয়েছে, সেগুলি যাতে ভালভাবে পরিচালিত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে, সেদিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেবার জন্য আমি অনুরোধ করি। বিশেষ সুখের কথা এই যে মন্ত্রীমহাশয় শিক্ষা খাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী টাকা অর্থাৎ ৯ কোটি ১৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন।

তারপরে কৃষি ও শিল্পঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলায় কৃযির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, আজ বাংলা সত্যই স্বাবলম্বী হয়েছে। বাংলায় বর্তমানে ৬ লক্ষ ফ্যামিলী জমিহীন মজুর, ৮ লক্ষ ফ্যামিলী বর্গাদার ও ১৮ লক্ষ ফ্যামিলী কৃষির উপর নির্ভরশীল। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়াতে এবং ভুমি সংস্কার বিল পাশ হওয়ায় যে পরিমাণ জমি সরকারের হাতে আসবে, সে জমির পরিমাণ মানুষের অনুপাতে খুবই কম; এবং কৃষক পরিবারের মধ্যে সমস্ত জমি পুনর্বন্টন করলে প্রত্যেক পরিবার যে জমি পাবেন, তাতে তাঁদের ভরণপোষণ চলতে পারে না। বাংলায় শতকরা ৯০ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানে যখন কৃষির উন্নতির উপরই অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে, তখন সেই উন্নতি একমাত্র কুটির শিল্পের ও কৃষির ব্যাপক উন্নতির উপর নির্ভর করে। এবং এই দুইটীর উন্নতির জন্যই মন্ত্রীমহাশয় বিশেষ লক্ষ্য রেখে প্রচুর টাকা বরাদ্দ করেছেন। কৃষি বিষয়ে উন্নতি করতে হলে জমির উন্নতিসাধন আবশ্যক। তার জন্য চাই যথাযথ সেচ ব্যবস্থা, বন্যারোধ, জমির ক্ষয়-ক্ষতিরোধ ও বন সংরক্ষণ, প্রকৃত চাষীর হাতে জমি অর্পণ, জমিতে বিজ্ঞানের দান—আধুনিকতম কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার প্রভৃতির জন্য মন্ত্রীমহাশয় প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এর মধ্যে চাষের উন্নত ধরণের সাজসরঞ্জাম খরিদের জন্য, বলদ ও গরু কেনার জন্য, ঋণদান বাবদ প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু গোচারণের জমি আজ কোথাও প্রায় নাই। গোচারণের ভূমি যাতে প্রত্যেক গ্রামে থাকে তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

তারপর, কুটির শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার বিশেষ চেষ্টা করছেন। কুটির শিল্প ও হস্ত শিল্পের কারিগরগণের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা, নূতন নূতন উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার এবং দক্ষ কর্মী খুঁজিয়া বাহির করিয়া কাজে লাগান, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের কর্মিগণ যাতে সুবিধা দরে উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন ও উৎপন্ন দ্রব্য অনায়াসে বিক্রয় করতে পারেন, সেজন্য সমবায়ের ভিত্তিতে এই সকল শিল্পে উন্নতির দিকে সরকার বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে অর্থ বরাদ্দ করেছেন।

63 production societies and 100 sale depots have already been set up; 20 dye houses have been established on a regional basis to help the production societies.

এই সমস্ত করেছেন, তারপর আগামী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে ১২টি স্পিনিং মিল হবার পরিকল্পনা আছে। যেসমস্ত এলেকায় হস্তচালিত তাঁত ও তন্তুশিল্পী আছে, সেই সমস্ত এলেকায় যাতে মিলগুলি স্থাপিত হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নদীয়া শান্তিপুর হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। দেশ বিভাগের পর তার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, আজ শান্তিপুর থানায় প্রায় ১৫,০০০ হস্তচালিত তাঁত শিল্প আছে। শুধু তাঁতে প্রায় ৪০।৫০ হাজার ব্যক্তি জীবিকার্জন করে থাকে, তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক ব্যক্তি বহিরাগত। সেই জন্য শান্তিপুরে এইরূপ একটি স্পিনিং মিল স্থাপিত হলে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বিশেষ উন্নতি হতে পারে এবং তন্তুশিল্পীদের উন্নতির সংগে সংগে বহিরাগত সমস্যারও অনেকখানি সমাধান হবে। এ বিষয়ে আমি বিশেষভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বাস্তুহারা সমস্যা: পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারার সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। গত ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে দৈনিক বাস্তুত্যাগী সমাগমের সংখ্যা আড়াই হাজার। এই বিরাট বাস্তুহারা সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁদের শিক্ষা সাহায্য ও কর্মসংস্থান প্রভৃতির জন্য বাজেটে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৫৩-৫৫ সালের প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায়—পশ্চিমবঙ্গে সম্পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ১২ লক্ষ; আংশিক বেকারের সংখ্যা সহরাঞ্চলে ৫ লক্ষ, পল্লী অঞ্চলে ৮২ লক্ষ—মোট ৮৭ লক্ষ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে আড়াই কোটি লোকের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ সম্পূর্ণ বেকার এবং শতকরা ৪০ ভাগ আংশিক বা অর্ধ বেকার। পশ্চিম বাংলার এই বিরাট বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আগামী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও সম্পূর্ণ বেকার সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। যাদুবিদ্যা দ্বারা এক দিনের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান কোন সরকারই করতে পারে না, এজন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। গভর্নমেন্ট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া আগামী ১০ বছরের মধ্যে এটা সমাধানের সংকল্প করেছেন।

যে সরকার দেউলে গভর্নমেন্টের ভার নিয়ে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ও স্বাস্থ্যহীন দেশকে আজ খাদ্যে স্বাবলম্বী করে তুলে দেশের রাস্তাঘাট, বস্ত্র, শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সুব্যবস্থা করেছেন, এবং শূন্য তহবিল হাতে নিয়ে যাত্রা শুরু করে আজ দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার দ্বারদেশে উপস্থিত, সেই সরকারকে দেশের সকলেরই, সমস্ত দলাদলি ও মতামত ভুলে গিয়ে দেশের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে সমর্থন ও তার সেই সরকারের সংগে সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য। তাহা হইলেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সংগে সংগে বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি এবং জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবেন, এই বলে আমি অর্থমন্ত্রী ও মুখ্য মন্ত্রীমহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

Sj. Natendra Nath Das:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, গতবার বাজেট আলোচনার সময় আমি বলেছিলাম যে, এই রাষ্ট্রকে ওয়েলফেয়ার ষ্টেট বলব, সেই দিন যেদিন দেখব পুলিশের ব্যয়বরাদ্দ কমে গেছে, এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কুটিরশিল্প প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যে ব্যয় বরাদ্দ আবার বৃদ্ধি পাবে। দেশে অভাব, অনটন, বেকার সমস্যার প্রাবল্য থাকলে অপরাধের মাত্রা বাড়বেই। কাজেই অপরাধপ্রবণতা যদি থাকে তাহলে পুলিশের ব্যয় বৃদ্ধি হতে থাকবে। দেশের জনসাধারণ যদি

স্বাস্থ্যবান এবং শিক্ষিত হয়, যদি তারা জীবিকার সংস্থান করতে পারে, তাহলে অপরাধ-প্রবণতা কমে যাবে, এবং তখন পুলিশের ব্যয় বরাদ্দও কমে যাবে। কাজেই সেইটাই হবে মাপকাঠি, যা দিয়ে কল্যাণ রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ার ষ্টেট, না, পুলিশ রাষ্ট্র, তা বিবেচনা কোরে দেখতে পারব। সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, এই বাজেটটা হয়েছে সেই পুলিশী রাষ্ট্রকে কায়েম রাখবার জন্য। ওয়েলফেয়ার ষ্টেট বা কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শ আমরা এতে দেখতে পাই না। কেন না ১৯৫৫-৫৬ সালের মূল বাজেট সম্বন্ধে আমাদের এক বন্ধু উল্লেখ করেছেন যে, পুলিশের ব্যয় বরাদ্দ ৬ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার থেকে সংস্কৃত বাজেটে ৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৪০ হাজার করা হয়েছিল। এবার সেই পুলিশের ব্যয় বাড়িয়ে করা হয়েছে, ৭ কোটি ১৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা, অর্থাৎ সংস্কৃত বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ থেকেও ২৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা অধিক ধরা হয়েছে। শিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ৯ কোটি ৩৯ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা, সেটা কমিয়ে বর্তমানে হয়েছে ৯ কোটি ১৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, অর্থাৎ ২৩ লক্ষ টাকা কমান হয়েছে। এই টাকার একটা মোটা অংশ আবার মাল্টিপার্পাস স্কুলের জন্য ব্যয় করতে হবে, যদিও এইসব স্কুলের উপকারিতা এবং যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা তার সিনেট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি। এই রাষ্ট্রের মেডিকেলের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা এবং পাবলিক হেল্‌থএর জন্য ২ কোটি ১৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। দেশের স্বাস্থ্য সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব যে দুটি বিভাগের তার ব্যয় বরাদ্দ মোট ৬ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা এবং সেটা পুলিশের ব্যয় বরাদ্দ থেকে ৬৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা কম। অথচ আমরা দেখি পল্লী অঞ্চলে পানীয়জল নাই, পুকুরগুলো এবং জলনিকাশের খালগুলো মজে গেছে। বহু টাকা খরচ কোরে যে, এ, জি হাসপাতাল হয়েছিল, সেগুলো ইউনিয়ন হেল্‌থ সেন্টার হবে বলে আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন, কিন্তু এখন দেখছি, সেগুলো খোঁয়াড়ে পরিণত হতে চলেছে, অথচ ইউনিয়ন হেল্‌থ সেন্টার দরিদ্র ঋণগ্রস্ত পল্লীবাসীর সম্মুখে কেবল ধরাই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্বেও কৃষি খাতে ব্যয় বরাদ্দ গত সংশোধিত বাজেটের ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ ৪৩ হাজারের পরিবর্তে কমিয়ে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ২২ হাজার করা হচ্ছে। তবে কি বুঝব যে, কৃষিপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উন্নতি চরম হয়েছে এবং তার আর কি উন্নতির আবশ্যকতা নেই?

[6-55—7-5 p.m.]

তারপর আমার পূর্ববর্তী বক্তা শ্রীঅতীন বসু মহাশয় বলেছেন যে, কুটির শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পে যদি সীমারেখা ঠিক না করা হয় তাহলে কুটির শিল্পের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে, তা একরকম অপব্যয়ে দাঁড়াবে। কুটির শিল্পের জন্য গত বৎসরের মূল বাজেটে ৪৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকা বরাদ্দ হওয়া সত্বেও সরকার তা ব্যয় করবার ক্ষেত্র পর্যন্ত খুঁজে পান না এবং সংশোধিত বাজেটে তাই সেটাকে কমিয়ে ১১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা করা হয়। এ বৎসরে ৬০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ দাবী করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা জানি না সংশোধিত বাজেটে আবার কত কমান হবে—অর্থাৎ সেই ইতিহাসের হয়ত আবার পুনরাবৃত্তি এই বৎসরে হবে। অতএব কুটির শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থা না থাকলে কুটির শিল্পের জন্য ব্যয় করা সঙ্গত হবে বলে আমি অন্তত মনে করি না; এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার মধ্যেও তার কোন আভাষ ইঙ্গিতও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কুটির শিল্পের কথা বলতে গিয়ে আমি আপনার একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি জানেন যে কাঁথির জনসাধারণ ইংরেজ আমলে লবণ শিল্প প্রস্তুতের অধিকার আদায় করবার জন্য কি রকম সংগ্রাম করেছিল। কিন্তু সেখানে সমুদ্র সৈকতে স্বাস্থ্যনিবাস রচনা করা হচ্ছে। আর কাঁথির জনসাধারণ যে লবণ শিল্প প্রস্তুতের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য এত সংগ্রাম করেছিল, কিন্তু সেই নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকতে কুটীর শিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুতের অধিকার তারা পেল না। সেখানকার দেশপ্রাণ সমবায় সমিতি বহু আবেদন নিবেদন করেও তাদের একটাও স্থান ওখানে করে দেওয়া

হল না। আমরা শুনেছি যে বিদেশী মূলধনপুষ্ট ইংরেজ আই-সি-আই-কোম্পানীকে সেই সেই ক্ষমতা ডাঃ রায় দিচ্ছেন। ডাঃ রায়ের যে বিদেশী ধনিকদের স্বার্থের নিকট দেশের স্বার্থ বিলিয়ে দেবার এ একটা উজ্জ্বল নিদর্শন।

তারপর পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে প্রতি বৎসর হয় বন্যায় না হয় শুকোয় ফসল হানি হয়। এই বন্যা রোধ করবার জন্য কয়েকটা পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু শুকা হলে কি প্রকারে চাষের উপযোগী জল সরবরাহ করা হবে, কি করে একফসলা জমিকে দোফসলা করা যাবে, মজা খাল পুকুর প্রভৃতি খনন করে বা ডিপ টিউব-ওয়েল প্রভৃতি বসিয়ে জল যোগানের ব্যবস্থা করার দিকে সরকারের কোন উদ্যোগ দেখছি না। বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলার বহু স্থানে—মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অধিকাংশ স্থানে গত বৎসর ফসল হানি হওয়ায় সরকার টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এই বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা অধিকতর ফসল হানি হয়েছে, এই ফাল্গুন মাসে বহু স্থানে ফেমিন কণ্ডিশন উপস্থিত হয়েছে, অথচ সরকার কাঁথি অঞ্চলে লোনের টাকা আদায়ের জন্য ব্যাপকভাবে সার্টিফিকেট ও মালক্রোক চালিয়েছিলেন এবং সেজন্যেই আমি খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করেছি, কিন্তু এখনও তার কোন প্রতিকার হয়নি। এই বন্যাক্লিষ্ট অভাবগ্রস্ত লোকের উপর জাতীয় সরকারের এই আচরণে তাদের মনে কি সরকারের প্রতি সদভাব জাগাবে? গত বৎসর সংশোধিত বাজেটে ৪ কোটি ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল, কিন্তু এ বৎসরে ফেমিন খাতে মাত্র ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে—এর দ্বারা বোঝা যায় যে সরকার দেশব্যাপী ফসল হানিজনিত দুরবস্থার কথা উপলব্ধি করেন নি। আমরা বিরোধী পক্ষ সরকারকে এখন হতেই ব্যাপক টেষ্ট রিলিফের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অনুরোধ করব এবং গত বৎসরের চেয়ে অধিক অর্থ ব্যয় করে, সার্টিফিকেট ও মালক্রোক বন্ধ করে এবং লোন আদায় স্থগিত রেখে দরিদ্রদিগকে রক্ষা করবার জন্য আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

তারপর, স্যার, বিধান সরকার প্রবল জনমত অগ্রাহ্য করে পশ্চিমবঙ্গকে কৌশলে বিহারের সহিত গাঁটছড়া বেঁধে দেবার চেষ্টা করছেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের, সুরেন্দ্রনাথের, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের, দেশপ্রাণ শাসমলের, নেতাজী এবং শ্যামা-প্রসাদের বাংলা কোন দিনই নিজের স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করবে না। আমরা বিশ্বাস করি, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি ছিলেন, বিশ্বকে আপন বলে ভাবতেন, কিন্তু তিনি রচনা করে গেছেন—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।।"

আজ নিশাপতি মাঝি মহাশয় যখন ডাঃ রায়ের উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করেছিলেন, যখন বিহারের সঙ্গে বাংলার গাঁটছড়া বাঁধবার অপকৌশলকে শতমুখে প্রশংসা করছিলেন, তখন আমি ভাবছিলাম যে, তিনি কি রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা ভুলে গেলেন, তিনি কি মনে করলেন যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ডাঃ রায় বেশী ভাবুক না বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বাংলার প্রতি তাঁর দরদ বেশী। এইসব কথা আমি অন্তত মনে করি না। তাই আমি বিশ্বাস করি যে তিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, বাংলা ভাষাভাষী সমস্ত অঞ্চলই কালের অমোঘ নিয়মে ডাঃ রায়ের শত চেষ্টাকে অগ্রাহ্য করে, একত্র মিলিত হবেই এবং কেউ সেই স্বাভাবিক মিলনে বাধা দিতে পারবে না। তাই বিধান সরকার এই আন্দোলন গতিরোধ করবার জন্য সম্ভবত গত বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ অপেক্ষা ৬ লক্ষ টাকা জেল খাতে বর্তমান বৎসরে ব্যয় বরাদ্দ ধরেছেন।

স্পীকার মহাশয়, আমি পুনরায় উপসংহারে বলি যে, আমাদের এই রাষ্ট্র এখনও পুলিশ ষ্টেট পর্য্যায়ভুক্ত রয়েছে। আমি যে মাপকাঠি আগে আপনার সামনে ধরেছি, তাই দিয়ে আমি বিচার করে দেখছি যে, তাঁর রাষ্ট্রে উন্নতিমূলক এবং সংগঠনমূলক পরিকল্পনার জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ তা পুলিশের ব্যয় বরাদ্দ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবে কমে যাচ্ছে, এবং পুলিশের ব্যয়

বরাদ্দ স্বাভাবিকভাবে বেড়েই যাচ্ছে। আমি কংগ্রেস সরকারকে সাবধান হতে বলব, এই জন্য যে তাঁরা এখন থেকেই অন্তত চেষ্টা করে মহাত্মা গান্ধীর সেই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে কিষাণ-মজুর-রাজ প্রতিষ্ঠা করবেন। তা না করে তাঁরা যদি শুধু ধনিক-রাজ প্রতিষ্ঠা করান, শিল্পপতি-রাজ প্রতিষ্ঠা করান, তাহলে তাঁরা কংগ্রেসের সেই বহু বিঘোষিত নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবেন।

আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। ডাঃ অতীন বসু মহাশয় যে কথা আমাদের পক্ষ থেকে বলেছেন, সেটা হচ্ছে এই যে ডাঃ রায় নিজেকে মনে করছেন যে, তিনি একাই অভ্রান্ত, আর বাংলার সমস্ত মনীষী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, মফঃস্বল আইন সভাগুলি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বাংলার মিউনিসিপ্যালিটিগুলি সমস্তই ভুল বুঝেছে। সেই যে—

I am the State, I am the King-Theory

এটা পুনরায় ডাঃ রায়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। ডাঃ রায়ের মধ্যে অনেক গুণ আছে, আমরা স্বীকার করি, কিন্তু গণতন্ত্র নিয়ে কাজ করা তাঁর ধাতে নেই। গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে এই সেদিন শ্রীশংকর মিত্র মহাশয় আমাদের আইনসভার সামনে যেসব সর্ত বললেন, তিনি বললেন যে, এই সব সর্ত থাকলে মিলে থাকা যায়—তা থেকেই বোঝা যায় যে, আশংকা এখন থেকেই আছে। বিহারের ঠিক সেই একই অবস্থা—তাঁরা আগে থেকেই বলে দিয়েছেন যে, সীমা কিছুতেই ঠিক করব না। মিশে যাব। অর্থাৎ ১৬ আনাই তাঁদের লাভ হবে। যে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় বিহারের সূচাগ্র মেদিনী ছাড়বেন না বলে ইস্তফা নিয়ে দিল্লীর দরবারে ছুটেছিলেন, কিন্তু তিনি হঠাৎ রাতারাতি বিশ্বপ্রেমিক হয়ে বললেন যে, আমরা বাংলা-বিহার মিলে এক হয়ে যাব এবং ডাঃ বিধান রায়ের মতন এক সুন্দর রাজনৈতিক নেতা ভারতবর্ষে আর নেই। একটা কথা আমি আপনাকে বলি যে, আপনারা কংগ্রেস পক্ষ সংখ্যাধিক্য হয়ে আইন সভায় আছেন, কিন্তু আপনারা একটা কথা ভুলে যাবেন না যে, আপনার কনষ্টিটিউয়েন্সীর কাছে আপনার একটা দায়িত্ব আছে, নিজ নিজ কনষ্টিটিউয়েন্সীতে কেউ কি এখনও একটা জনসভা করছেন বলে বলতে পারেন। আনন্দবাবু সেদিন যে বক্তৃতা দিলেন তারপরে আমি আজকে আমাদের ল্যইব্রেরীর টেবিলে দেখলাম যে, আনন্দবাবুকে পদত্যাগ করবার জন্য সেখানকার জনসভা থেকে প্রতিবাদ আসছে, দাবী আসছে এবং সেই সব প্রস্তাব আপনারা লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখে আসবেন। এখানে বিধান রায় মহাশয় বন্ধ দরজার ভেতরে সান্ত্রী পাহারা রেখে কেন সভা করছেন, কেন আজকে তাঁর কি সেই নৈতিক সাহস নেই, তাঁর দলের কি সেই নৈতিক সাহস নেই, প্রকাশ্য সভাসমিতি করে জনমত গঠন করার ব্যবস্থা করা।

[7-5—7-15 p.m.]

আজকে সমস্ত জায়গায় দেখা যাচ্ছে, তাঁরা পরাজিত হচ্ছেন। নবদ্বীপ নির্বাচনে, চন্দননগর, তমলুক, দমদম এই সব স্থানে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে তাঁরা পরাজিত হচ্ছেন কেন? খেজুরীতে যে বাই-ইলেকশন কস্তুভকান্তি করণ মহাশয়ের মারা যাবার পর যেটা ডিউ হয়েছে, সেটা করা হচ্ছে না কেন? সেখানে নির্বাচন করে জনমত নেওয়া হোক, আপনারা দেখুন বাস্তবিক জনমত কোন দিকে। কর্পোরেশনের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে—এই হাউসে বারবার শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয়, শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি অন্যান্য বাম-পন্থী বন্ধুগণ বহুবার এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু তার উত্তর তাঁরা পান নি। হঠাৎ দেখা গেল কোন কারণ না দর্শিয়ে এক বছরের জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হল। কেন সেটা পিছিয়ে দেওয়া হল, পরাজয়ের আশঙ্কায়। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে তাঁদের পায়ের তলায় চোরাবালি আছে, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, জনমত তাঁদের বিরুদ্ধে গেছে। তাই আপনাদের বলছি, সময় থাকতে আপনারা এই জিনিষটাকে ভাল করে উপলব্ধি করুন, জনমতকে অগ্রাহ্য করে আপনারা চলতে পারবেন না। আজ যদি আপনারা এটাকে জোর করে জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন, তাহলে মনে রাখবেন যে, কালই আবার আপনাদের নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হবে। দেশের কাছে আপনাদের কৈফিয়ত দিতে হবে। গাঁটছড়া জোর করে বাঁধা যায় না—এ বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বিয়ে। কিন্তু যদি ডাঃ রায় জোর করে এই গাঁটছড়া বেঁধে দেন, তাহলে

সেই বিবাহ স্থায়ী বিবাহ হবে না, বিচ্ছেদ হয়ে যাবেই। কৈ আপনারা আগে নমুনাস্বরূপ বাংলা কংগ্রেস এবং বিহার কংগ্রেস এক করে ফেলুন ত। বিহারে ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিং এবং শ্রীকৃষ্ণ সিং, এই দুই দলের মধ্যে মাঝে মাঝে মহিষের লড়াই হয় শুনেছি, বাংলায়ও তেমন অতুল্য ঘোষ এবং আমার ওদিকে বন্ধুরা যাঁরা বসে আছেন তাঁদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সেই লড়াই হয়। কৈ বাংলা কংগ্রেস এবং বিহার কংগ্রেস এক করে ফেলুন ত। তা হবে না। তা না করে জোর করে তোঘলকি শাসনের মত যেমন করে দিল্লী রাজধানী রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, লোকে রাস্তায় মরে গেল, সেই মরা মানুষের ঠ্যাংকে বেঁধে নিয়ে গেলেন, ঠিক তেমন করে জোর করে বিহারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবার জন্য ডাঃ রায় ব্যবস্থা করছেন। আজ ডাঃ রায় ভয় দেখাচ্ছেন, তিনি বলছেন—আমি ছেড়ে দেবো, আমি ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারী করতে চলে যাব—যদি তোমাদের সঙ্গে আমার মতের মিল না হয়, তাহলে আমি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো। আমি তাঁকে বলবো বহু লোক ত চলে গেছেন, দেশবন্ধু গেছেন, দেশপ্রাণ গেছেন কিন্তু বাংলাদেশ বেঁচে আছে। আজ ডাঃ রায় যদি চলে যান, কাল আবার লোক আসবে বাংলাদেশকে চালাবার জন্য, বাংলা দেশকে চালানোর অভাব হবে না। [বিরোধী পক্ষ হইতে টেবিল চাপরানি]। আমি আমার কংগ্রেসী বন্ধুদের অনুরোধ করবো যে, আপনারা শুধু ব্রুট মেজরিটির জোরে এই জিনিষটাকে জোর করে জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিবেন না, আপনারা ইলেক্টরেটের কাছ থেকে, নির্বাচক মন্ডলীর কাছ থেকে কোন ম্যাণ্ডেট নিয়ে আসেন নি। আপনারা আগে সেই ম্যাণ্ডেট নিয়ে আসুন। আপনারা এই আইনসভা ভেঙ্গে দেন, ডিসল্ভ করে দিন—আপনারা দেখুন জনমত কি চায়, আপনাদের যে কর্নষ্টিটিউয়েন্সী, তারা কি চায় তাহলেই বুঝতে পারবেন জনমত কোন দিকে। কিন্তু সেখানে না গিয়ে ঘরের মধ্যে আনন্দগোপালবাবু জয়গান করছেন, নিশাপতিবাবু জয়গান করছেন। সাহস নেই, তাঁদের জনসমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস নেই তাদের নিজের কর্নষ্টিটিউয়েন্সীতে গিয়ে দাঁড়াবার। আমি তাঁদের আহ্বান করছি, একটা সভায় তাঁরা আসুন, এসে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখুন জনমত কোন দিকে, জনমত কি চায়। মনুমেন্টের কাছে এত বড় মিটিং হয়ে গেল, কবি রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে সেদিন এত বড় সভা হয়ে গেল। কৈ সেখানে গিয়ে ত মতবাদ ঘোরাবার চেষ্টা করেন নি। আজ শোভাবাজারের রাজবাটীতে যেখানে বাংলার বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে একদিন গোপন ষড়যন্ত্র হয়েছিল সেখানে ক্লোজড ডোরের মধ্যে পাহাড়া রেখে, বাইরের জনগণের উপর লাঠি চার্জ করে সভা চালানো হল, বলা হল বাংলা-বিহার মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে,

(Dr. RADHA KRISHNA PAL:

দাদা আমার ভুল বকছে।)

তারপরে দেখলাম, আমার বন্ধু জামান সাহেব এক বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি কি নিজে তাঁর কর্নষ্টিটিউয়েন্সীতে গিয়েছিলেন, এটা জিজ্ঞাসা করতে যে বাংলার সঙ্গে বিহারকে মিলিয়ে দেওয়া উচিত কি না? লজ্জা করে না তাঁর? একথা কি তাঁর মনে নেই যে, পাকিস্তানের মুসলমানেরা এই বাংলাভাষাকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, গুলীর সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন, তথাপি বাংলা ভাষাকে ছাড়েন নি। কবি অতুল এই বাংলা ভাষার কথা বলে গেছেন—

"মোদের এই বাংলাভাষা,
মোদের গরব মোদের আশা,
এই ভাষাতেই প্রথম ছেলে,
ডাকলো মাকে মা, মা বলে,
এই ভাষাতেই ডাকবো হরি,
যখন সাঙ্গ হবে কান্নাহাঁসা।"

সেকথা কি জামাল সাহেব ভুলে যাচ্ছেন? এখন তিনি উর্দ্দু দরদী হয়েছেন।

Janab A. M. A. Zaman: On a point of information.

স্যার, আমাকে ডিসক্রেডিট করার জন্য বলা হচ্ছে যে, আমি বাংলাভাষা চাই না। এটা সত্য কথা নয়।

Mr. Speaker: When you will have time to reply, you can reply to it.

Sj. Natendra Nath Das:

আমি তাঁকে বলছি যে, যাঁরা বাংলাভাষা রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের সেই মহত্ব বুঝবার সাধ্য জামানের নেই, তাই তিনি পালিয়ে এসেছেন পাকিস্তান থেকে—পাকিস্তানে যেতে তিনি সাহস করেন নি। যা হোক যেসব বন্ধু বাংলাভাষাকে বিসর্জন দিয়ে বাংলাকে নিয়ে বিহারের সংগে গাঁটছড়া বেঁধে দিচ্ছেন, আমার মনে হয়, সেই সব মুসলমান বন্ধুদের শিক্ষা নেওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে বাস করা উচিত। তাঁরা বুঝিয়ে দেবেন বাংলা-ভাষাকে রাখতে হবে। বিহারী ভাষা, হিন্দী ভাষা চলবে না।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার সময় হয়ে গেছে। বেশী সময় আমি নষ্ট করবো না। আমরা আশা করি আপনি যেমন করে এবারে অন্তত একটা বিষয়ে আমরা দেখলাম যে আপনি একটু গণতন্ত্রের মর্য্যাদা দিয়েছেন, টেনানসি আইনকে পুনরায় বিবেচনা করার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা আশা করি এই হাউসে যাতে কোন রকম চোরাগুপ্তভাবে এই মিলন করবার প্রস্তাবটা না আসে, সেদিকে আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকবে এবং আমরা বিরোধী পক্ষ আশা করবো যে আপনি

"As custodian of the privileges and rights of this House"

সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন, যাতে ডাঃ রায় এবং তাঁর সহকর্মিবৃন্দ এবং স্তাবকবৃন্দ গোপনে চোরাগুপ্তাভাবে এই রকম করে বাংলা-বিহার মিলনের প্রস্তাবটা জোর করে এখানে না আনেন।

Sj. Kshitish Chandra Ghose:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে বাজেট আমাদের সামনে এসেছে, সে সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক হয়ে গিয়েছে এবং অনেকে বলেছেন যে এটা একটা মারাত্মক বাজেট, এটা অত্যন্ত ডেফিসিট বাজেট। আমি আমার বন্ধুদের শুধু এইটুকুই বলতে চাই বাংলা দেশের যে অবস্থা, বাংলা দেশের জনস্বাস্থ্যের যে অবস্থা, শিক্ষার যে অবস্থা, রাস্তাঘাটের যে অবস্থা, তাতে ধার করে যদি সমস্যার সমাধান করা যায় এবং যতখানি ধার করলে বাংলাকে এবং বাঙ্গালীকে রক্ষা করা যায় ততটা সরকারকে করতেই হবে এবং তা করবার সরকারের অধিকারও আছে এবং সেটা করতে গিয়েই এই বাজেট এরূপভাবে করতে হয়েছে। ডেফিসিট বাজেট দেখে চমকে উঠলে চলবে না, কারণ ডেফিসিট বাজেট যদি প্রস্তুত করা না হয় তাহলে জনহিতকর, জনকল্যাণকর কার্য্য করা সম্ভব নয়। আপনার মাধ্যমে, স্পীকার মহাশয়, আমি একথাই বলবো যে, জন-স্বাস্থ্য ও জনহিতকর কার্য্যের জন্য এর চেয়ে আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করা উচিত ছিল কিন্তু যেখানে অর্থের এত অভাব এত অনটন, সেখানে এরূপ বাজেট প্রণয়ন করে, আমাদের অর্থ-মন্ত্রী মহাশয় যে দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু এই সংগে একটা কথা বলবো যে এই বাজেট রচনা করতে গিয়ে আমাদের যে ঘাটতি হয়েছে, যে সমস্ত টাকা পূরণ করবার কোনো স্কোপ আমাদের সামনে আছে কিনা? স্যার, আপনার মাধ্যমে একথা বলতে চাই—এই যে ঘাটতি অর্থ এর কিছুটা আমরা পূরণ করতে পারি, যদি আমরা সেলস ট্যাক্স উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। উৎপাদন ক্ষেত্রে সেলস ট্যাক্স প্রয়োগ করলে ঘাটতি অর্থের কিছুটা আমরা পূরণ করতে পারব।

[7-15—7-27 p.m.]

তাছাড়া আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে ইনকাম-ট্যাক্সএর যা অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে অনেকেই ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। এ বিষয়ে যদি সরকার একটু সজাগ দৃষ্টি দেন তাহলে আমাদের বাজেটের ঘাটতি পূরণ হতে পারে। কাজেই আমি বলবো ঘাটতি বাজেট দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সেই সংগে আমি অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যাতে এই বিষয়ে একটু চিন্তা করেন। আশা করি আমাদের স্বপক্ষের এবং বিপক্ষীয় বন্ধুগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, ঘাটতি বাজেট পূরণ না করলে বাংলাদেশের রাস্তাঘাট, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির কোন কিছুরই উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যদিও ঘাটতিতে ভয় করলে চলবে না।

আমি, স্যার, আরেকটা কথা বলবো। বাংলাদেশে প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক পল্লীগ্রামে বাস করে। এই পল্লীগ্রামের উন্নতির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সরকার প্রচেষ্টা যদি করেন, তাহলেই বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে। কারণ বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করলে, আজকে বাংলার পল্লীগ্রামে যে ভয়াবহ অবস্থা তা যাঁরা পল্লীগ্রামে বাস করেন বা যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁরা সকলেই জানেন। জনস্বাস্থ্যে এবং শিক্ষায় যে এত টাকা খরচ করা হচ্ছে, তাতে কারো আপত্তি থাকতে পারে না—সুতরাং আমাদের বিরোধী পক্ষে যে এত সমালোচনা করছেন, তার কারণ কি, আমি জানি না। আমি বিরোধী পক্ষকে বলবো যে, আপনারা যদি পল্লীগ্রামের দুর্দশা মোচন করতে ইচ্ছা করতেন, তাহলে এই বাজেটকে আপনারা অভিনন্দন করতেন। যাই হউক, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত থাকতে পারে, এবং তা প্রকাশ করতে পারেন।

এখানে আমি আরেকটা কথা বলবো। জমিদারী এ্যাবোলিশনএর পর আমাদের সরকার খাজনা আদায়ের জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি দুই-একটি কথা বলবো। যে-সমস্ত তহসিলদার আমাদের সরকার নিযুক্ত করেছেন সেই সমস্ত তহসিলদারদের প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই সব তহসিলদাররা প্রতি দরজায় দরজায় যে টাকা আদায় করে এবং তাদের ২০০।৫০০ টাকা নিয়ে ঘুড়তে হয় কিন্তু তাদের কোন বসবার জায়গা বা কোন আশ্রয় নেই, তাদের একটু পানীয় জলের পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই। তাদের এই সিসটেম হলো কেন বুঝতে পারি না। জমিদারীর সংগে সংগে জমিদারীর কাছাড়ী বাড়ীগুলিও নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত স্থানে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। তাদের পে এবং কমিশন দেওয়া হয়। মিউনিসিপ্যালিটিতে এবং ইউনিয়ন বোর্ডে যেরকমভাবে ট্যাক্স আদায় করা হয়, সেইরূপ এই সব তহসিলদারদের একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ড ভাগ করে দেওয়া সম্ভব কিনা, এ বিষয়ে একটু বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু এখন যা অবস্থা একটা তহসিলদারের ১০ হাজার টাকা আদায় করতে হবে ২০ খানা গ্রাম ঘুরে, রোদের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে, অথচ তাদের রাত্রে থাকবার একটা আশ্রয় নাই। আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে এই বিষয়ে একটু বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি।

তারপর কুটির শিল্প সম্বন্ধে আমি বলবো। আজ সরকার কুটির শিল্পে অনেক টাকা খরচ করছেন। এবং এজন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক কুটির শিল্প ছিল, যা আজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তার প্রধান কারণ কাঁচামাল তারা সময়মত পেত না এবং তারা যে সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করতো তার বাজার ছিল না। সেই জন্য আমি বলবো আজ যদি কুটির শিল্পের উন্নতি করতে হয়, তাহলে যাতে তারা র ম্যাটেরিয়েলস পেতে পারে এবং শিল্পিগণ যাতে তাদের জিনিষের ন্যায্য মূল্য অনায়াসে পেতে পারে, তার ব্যবস্থা সরকারের করা উচিত এবং কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বাজার তৈরী করা উচিত। বাজার না হলে কুটির শিল্পের কিছুতেই উন্নতি হতে পারে না। আর বড় শিল্প সম্বন্ধে শুনতে পাচ্ছি যে, আর কতকগুলি চিনির কল করা হবে। স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি বলবো আমাদের ওখানে বেলডাঙগায় একটী চিনির কল বিকল হয়ে আছে, সেটা যেন রিভাইভড করা হয়। তাহলে কিছুটা আমাদের ওখানে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। এবং চাষিগণ যাতে আকের বেটার প্রাইস পায় তার দিকে নজর দেওয়া উচিত। আমরা জানি সরকার যেখানে চিনির কল করবেন, সেখানে জায়গা নিয়ে ঘর তৈরী করে এবং আকের জন্যও জায়গা নিয়ে, তবে কল স্থাপন করবেন। কিন্তু বেলডাঙগায় জমি আছে, ঘর আছে, এবং আকও যথেষ্ট পাওয়া যায়, সেখানে যাতে অবিলম্বে চিনির কলটা চালু হয় সেজন্য মন্ত্রীমহাশয় দৃষ্টি দেবেন আশা করি।

তারপর জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি দুই-একটা কথা বলবো। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, প্রতি ইউনিয়নে প্রতিটি থানায়, একটা করে, হেল্থ সেন্টার করবেন। আমরা জানি এর জন্য কিছু সময় লাগবে।

আজকে পল্লীগ্রামের লোক সুচিকিৎসা পায় না এবং পল্লীগ্রামে এম, বি, ডাক্তাররা যেতে চান না। সেই জন্য মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে একটা বিষয়ে অনুরোধ করবো, যেসমস্ত জায়গায় এখনও হেল্থ সেন্টার হয়নি, সেই সমস্ত জায়গায় যাতে এম, বি, ডাক্তাররা যান তার জন্য

তাদের সরকার থেকে সার্বসিডি দেবার ব্যবস্থা করবেন। কারণ, পল্লীগ্রামের লোকদের অর্থ-নৈতিক অবস্থা এত খারাপ যে, তারা ২।৪ টাকা ভিজিট দিয়ে ডাক্তার ডাকতে পারেন না। তাদের নিজেদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয় না, সুতরাং ডাক্তার ডাকবেন কি করে? সেই জন্য ভাল চিকিৎসকরা পল্লীগ্রামে যেতে চান না। আমরা খবরের কাগজে দেখতে পাই, এম, বি, ডাক্তাররা সব বাইরে বড় বড় চাকরী নিয়ে চলে যাচ্ছেন, অথচ আমাদের পল্লীগ্রামের লোকেরা বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সেই জন্য এ বিষয়ে মন্ত্রী-মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর আমি আরেকটা কথা বলবো। সরকার ল্যান্ড রিফর্ম এবং জমিদারী এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর জমিদারদের হাত থেকে জমি চলে গেছে। মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব যেমন সরকারের এবং তা পালন করবার জন্য যেমন সরকার চেষ্টা করছেন, তেমনি জমিদারী নেওয়ার পর কিছু জমি জায়গা গোচারণের জন্য ব্যবস্থা করেন। কারণ যারা পল্লীগ্রামে গিয়েছেন, তারাই দেখেছেন, গরুর চেহারা যেন হাড় ক'খানার উপর চামড়া দিয়ে ঢাকা। তার কারণ তারা খেতে পায় না। কাঁচা ঘাস যা তাদের স্বাস্থ্য ভাল রাখে তা তারা একদম খেতে পায় না। যে জমি আমরা উদ্বৃত্ত পাবো, জমিদারের হাত থেকে এবং যারা বড় চাষী তাদের হাত থেকে, সেই জমি বন্দোবস্ত করবার সময় যদি গো-সম্পদের দিকে লক্ষ্য রেখে গোচারণের জমি রাখা হয়, তাহলে পরে বাংলা দেশের গো-রক্ষা করা হবে।

আমার কনষ্টিটিউয়েন্সী বেলডাঙ্গায় চারটা থানাতে এবার ক্রপ ফেল করেছে। সে হচ্ছে—শক্তিপুর-ডোমপাড়া, রামনগর-বাজড়া, শোনপাড়া এবং সুজাপুর; এই ইউনিয়নগুলি গঙ্গার পূর্ব পাড়ে অবস্থিত এবং সেখানে এক আউস ধান ছাড়া আর অন্য ধান হয় না। কিন্তু, এবার সেই আউস ধানও ফেল করাতে সেখানকার লোকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে, সেখানে তাদের সাহায্যের জন্য খয়রাতী সাহায্য ও টেষ্ট রিলিফের কাজ হওয়া উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-27 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 1st March, 1956, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, 1st March, 1956, at 3 p.m.

Present:

Mr Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 196 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Magrahat High School, 24-Parganas

***66. Sj. Lalit Kumar Sinha:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, চব্বিশ-পরগনা জেলার মগরাহাট থানার মগরাহাট হাইস্কুলের Managing Committee বাতিল করিয়া একজন Administrator নিযুক্ত করা হইয়াছে; এবং

(খ) এ স্কুল পূর্বে grant-in-aid পাইত কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay (on behalf of the Minister-in-charge of the Education Department, the Hon'ble Pannalal Bose):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) না।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

এই যে এডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হয়েছে, তাঁর যোগ্যতা কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তিনি হচ্ছেন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

এড্মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করতে হলে এ যাবৎ দেখা গেছে সরকারী কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হ'ত, এখানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নিযুক্ত করা হ'ল কেন?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সেকেন্ডারী বোর্ড মনে করেছেন যে, জেলা বোর্ডের সভাপতিকে নিযুক্ত করলেই কাজের সুবিধা হবে। কাকে নিযুক্ত করা না করা সেটা হচ্ছে তাঁদেরই ডিস্ক্রিশন।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

আপনি জানেন কি এর গ্র্যান্ট ইন এইড মাত্র দু'বছর আগে বন্ধ হয়েছে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

বন্ধ হয় নি, আগে গ্র্যান্ট ইন এইড ছিল না। পরে, এখন দেওয়া হচ্ছে।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

কতদিন থেকে দেওয়া হচ্ছে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

গত দু'বছর থেকে।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

এখন যে গ্র্যান্ট ইন এইড দিচ্ছেন, তা আগে বন্ধ হয়েছিল কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সেখানকার ম্যানেজিং কমিটিতে কিছুকাল গোলমাল চলেছিল তখন সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছিল, এখন আবার দেওয়া হচ্ছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

এড্‌মিনিস্ট্রেটর এপয়েন্ট করেছেন কারা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সেকেন্ডারী স্কুল বোর্ড।

Sj. Ganesh Ghosh:

এটায় কি তাদের গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভ্যাল নিতে হয়েছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

না।

Midnapore College and proposal for conversion thereof to Rural University

*67. **Sj. Madan Mohon Khan:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, সরকার মেদিনীপুর কলেজকে সাহায্য দান করিয়া থাকেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ সাহায্য এককালীন, না পৌনঃপুনিক,

(২) ঐ সাহায্য সরকার কবে হইতে দিতেছেন,

(৩) ঐ কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের ভার এবং তাহার সম্পত্তির ভার সরকার কোন্ কোন্ সময় এবং কতদিনের জন্য লইয়াছিলেন,

(৪) পৌরসভার কর্তৃপক্ষের অধীনে কোন্ কোন্ সময় এবং কতদিনের জন্য ঐ কলেজের ভার ছিল,

(৫) সরকার উক্ত কলেজটিকে সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করিয়াছেন কিনা,

(৬) না করিয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি,

(৭) ঐ কলেজটিকে বর্তমানে সম্পূর্ণ সরকারী কলেজে পরিণত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

(৮) ঐ কলেজটিকে একটি Rural University করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

(৯) না থাকিলে, মেদিনীপুরের জন্য কোথাও Rural University করার পরিকল্পনা আছে কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

(ক) হ্যাঁ।

(খ)(১) এককালীন এবং পৌনঃপুনিক উভয়ই।

(২) ১৮৮৭ সাল হইতে পৌনঃপুনিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে; প্রয়োজন অনুসারে এককালীন সাহায্য দেওয়া হয়।

(৩) ও (৪) কলেজটি ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ সময় হইতে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত সরকারের অধীনে ছিল; পরে অর্থাৎ ১৮৮৭ সাল হইতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত পৌর-প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৯২৪ সাল হইতে গভর্নিং বডির তত্ত্বাবধানে আছে। কলেজের সম্পত্তি সরকারের।

(৫) ও (৭) হইতে (৯) না।

(৬) সম্পূর্ণ জাতীয়করণের নীতি সরকারের বর্তমানে নাই।

Sj. Madan Mohon Khan:

আপনি বলেছেন, ১৮৮৭ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত পৌর-প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিল, সেই ভার পৌর প্রতিষ্ঠানকে কে দিয়েছিল?

Mr. Speaker: How can she answer that question. She cannot answer.

Sj. Madan Mohon Khan:

আচ্ছা, ১৯২৪ সাল থেকে যে গভর্ণিং বডির তত্ত্বাবধানে আছে বলেছেন, সেই তত্ত্বাবধানের ভার কারা নিয়েছে গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সেটা গভর্ণিং বডিই নিয়েছে।

Sj. Madan Mohon Khan:

আপনি কি বলতে পারেন, এই গভর্ণিং বডির সভাগণ নিবাচিত না মনোনীত?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সমস্ত কলেজের গভর্ণিং বডিই ইউনিভার্সিটির যে রেগুলেশন আছে সেই রেগুলেশন অনুসারে যেভাবে গঠিত হয় এই কলেজের গভর্ণিং বডিও সেই রেগুলেশন অনুসারেই গঠিত হয়েছে।

Sj. Madan Mohon Khan:

আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মেদিনীপুর কলেজের গভর্ণিং বডির সভ্যরা নির্বাচিত না মনোনীত?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

আমি ত বল্লাম যে ইউনিভার্সিটি রেগুলেশন অনুসারে হয়েছে, তাতে যদি নির্বাচিত হ'তে হয়ে থাকে, তবে নির্বাচিত, আর যদি নমিনেটেড হতে হয়ে থাকে, তবে মনোনীত।

Sj. Madan Mohon Khan:

১৯৪৭ সালে সরকারের আইন পরামর্শদাতা পরামর্শ দিয়েছিলেন, মেদিনীপুর কলেজের ভার যদি গভর্ণমেণ্ট নেন্——

Mr. Speaker: The question of legal opinion does not arise out of this.

Sj. Madan Mohon Khan:

ঐ কলেজের সম্পত্তি সরকারের, একথা আপনি বলেছেন, যদি কলেজের সম্পত্তি সরকারের হয় তাহ'লে কি কলেজটাও গভর্ণমেন্টেরই নয়?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Property is the Government's property, but the managing committee is allowed to function to manage the institution.

Sj. Madan Mohon Khan:

গভর্ণিং বডি রেগুলেশন করে সরকারের কাছে জানিয়েছে কিনা—যে কলেজের ব্যয় ভার সরকার বহন করুন এবং কলেজের সম্পূর্ণ ভার সরকার গ্রহণ করুন?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তাদের রেগ্‌্লেশন অন্‌্সারে নয়, তাঁরা যে দরখাস্ত দিয়েছেন, সেই দরখাস্ত বিবেচনা করে সম্প্রতি ঠিক করা হয়েছে যে, ওটাকে গভর্ণমেণ্ট স্পনসরড কলেজ হিসেবে গণ্য করা হবে।

Sj. Biren Banerjee:

মন্ত্রীমহাশয়া বলবেন কি, এককালীন কত টাকা দেওয়া হয়েছে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

এককালীনের কথা বলতে পারি না, যখনই ডেফিসিট পড়েছে তখনই দেওয়া হয়েছে। ২১ হাজার টাকা বারে বারে দেওয়া হয়েছে সব শ্‌দ্ধ।

Discharge of some primary school teachers of Midnapore District School Board

***68. Sj. Kanai Lal Bhowmick:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপ্‌র জেলা স্কুলবোর্ডের সভাপতি কতকগ্‌লি প্রাথমিক শিক্ষককে সরকার-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ছাঁটাই করার নোটিস জারি করিয়াছেন, ইহা কি সত্য;

(খ) ইহা সত্য হইলে, কাহার নির্দেশে এই কাজ করা হইয়াছে;

(গ) ঐ সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষকগণকে তাঁহাদের বির্‌দ্ধে অভিযোগগ্‌লি জানানো হয় নাই, ইহা কি সত্য;

(ঘ) ইহা সত্য হইলে, অভিযোগগ্‌লি কেন উ*হাদের জানানো হয় নাই; এবং

(ঙ) যদি অভিযোগগ্‌লি তাঁহাদের জানান হইয়া থাকে, তা হইলে অভিযোগগ্‌লির উত্তরে ঐসমস্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের বক্তব্য জানাইবার স্‌যোগ দেওয়া হইয়াছে কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

(ক) ও (ঙ) হ্যাঁ।

(খ) জেলা স্কুলবোর্ডের তদানীন্তন সভাপতি।

(গ) না।

(ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

3-10—3-20 p.m.]

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

কতজন শিক্ষকের বির্‌দ্ধে এইরকম চার্জসিট আনা হয়েছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

৯১ জনের বির্‌দ্ধে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে চার্জসিট দেওয়া হয়েছিল, সেগ্‌লিতে সরকার-বিরোধী কি কার্যকলাপের অভিযোগ ছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তা এই হাউসএ বলা দরকার মনে করি না।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে চার্জগ্‌লি দেওয়া হয়েছিল, এগ্‌লির কি বিচার হয়েছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

প্রত্যেকটি বিচার করা হয়েছে এবং সকলেই তাদের বক্তব্য বলবার সুযোগ পেয়েছে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

তাদের বক্তব্য যা বলেছিল, সেটা মৌখিক না লিখিতভাবে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

লিখিতভাবে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

লিখিতভাবে কতজনের কাছ থেকে বক্তব্য নেওয়া হয়েছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সকলের কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছিল।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে বিচার করা হয়েছিল, এটা কি তদানীন্তন সভাপতি করেছিলেন, না কোন বোর্ড করেছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তদানীন্তন সভাপতি করেছিলেন এবং তাঁদের এইসব অ্যান্টি গভর্ণমেণ্ট, অ্যান্টি ষ্টেট অ্যাক্টিভিটিজ সবই জানান হয়।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তাদের সকলের বিচার করা শেষ হয়ে গিয়েছে কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সমস্ত বিচার শেষ হয়ে গিয়েছে গত মাসে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে বিচার হয়েছিল, তাতে কয়জনের বিরুদ্ধে কেস্ প্রমানিত হয়েছে।

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

৯১ জনের মধ্যে ৭৮ জনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল, তাতে তারা যে জবাব দিয়েছেন, তাতে স্যাটিসফাইড হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশন নেওয়া হয় নি। আর ১৩ জনের মধ্যে ৬ জনের পে হেল্ড ওভার করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তারা কাজ করছিলেন। বাকী ৪ জনের বিরুদ্ধে কেস্ গত মাসে শেষ হয়েছে এবং তারমধ্যে মাত্র একজনকে নেওয়া হয় নি।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

যেসময় পর্যন্ত তাদের বেতন হেল্ড ওভার করে রাখা হয়েছিল, সেই সময়ের বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

হ্যাঁ।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

এ কথা কি সত্য যে, তাঁদের অনেকের কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, তারা গভর্ণমেণ্ট-এর বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

না, কোন কিছু লিখিয়ে নেওয়া হয় নি।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার করছিল বলেই কি তাদের বিরুদ্ধে চার্জসিট দেওয়া হয়েছে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

না।

Sj. Monoranjan Hazra:

তাদের বিরুদ্ধে কে অভিযোগ এনেছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সেখানকার স্থানীয় বহুলোকই এনেছিল। সেখানকার পুলিশ, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, সেখানকার কিছু উকিল, জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য এবং জনসাধারণের কাছ থেকেও এসেছিল।

Sj. Monoranjan Hazra:

তারা যে সমস্ত অভিযোগের জবাব দিয়েছিল, সেই অভিযোগগুলি সম্পূর্ণভাবে বিচার করার সময় অভিযোগকারীদের বক্তব্যও নেওয়া হয়েছিল কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

কোন অভিযোগের বিচার করতে হ'লে দুই পক্ষের কথাই শুনতে হয়।

Sj. Saroj Roy:

বিচারের ফলে একজন লোকের চাকরী নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে কোন উর্ধ্বতন কমিটির কাছে য়্যাপিল করতে পারে কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগে প্রত্যেকেরই এই অধিকার আছে।

Sj. Saroj Roy:

কার কাছে য়্যাপিল করবে?

Mr. Speaker:

ল'তে এই রাইট দেওয়া আছে?

Sj. Ambica Chakrabarty:

সরকারের বিরুদ্ধে কি কি কাজ করেছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

Sj. Ambica Chakrabarty:

সরকারের বিরুদ্ধে সংবিধানে যে অধিকার আছে, সেই সংবিধান বহির্ভূত কাজ করেছিল কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সংবিধান বহির্ভূত কাজ না করলে বিরোধী কাজ বলে গণ্য হয় না।

Sj. Biren Banerjee:

আপনি ১১ জনের বিরুদ্ধে চার্জসিট দিয়েছিলেন, তারমধ্যে একজন মাত্র সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে; বাকীগুলি খালাস পেয়েছে। অতএব সরকার বিরোধী কাজের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যে চার্জসিট ড্র করা হয়েছিল, তার নমুনা জানতে চাই।

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তার নমুনা দিতে চাই না। তবে এইটুকু বলতে পারি, সবদিক থেকে তাদের বলবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং কন্‌ষ্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়াতে যে রাইট আছে তার ভিতর দিয়ে মাত্র একজনকে ছাড়া যায় নি ; আর সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

Sj. Biren Banerjee:

এই যে তাদের বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করেছিল, সেই সব অফিসার ও পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে সরকারের তরফ থেকে কোনরকম শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

এ প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Biren Banerjee:

প্রশ্ন উঠে এদিক থেকে যে, ৯১ জনকে সাস্‌পেণ্ড করা হ'ল। কিন্তু তাদের সে অভিযোগে এরা খালাস হয়ে গেল। সরকারের কর্মচারী যারা এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কিনা?

Mr. Speaker: That is not a question relating to a complaint against a Government Officer.

Sj. Biren Banerjee:

তাদের পে যে হেল্ড ওভার করে রাখা হয়েছিল, সেই সময় তাদের হয়রাণি হয়েছিল নিশ্চয়ই?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

দুষ্টুমী করলে হয়রাণী হতেই হয়।

Sj. Biren Banerjee:

আমার বক্তব্য হচ্ছে, দুষ্টুমী প্রমাণ করুন। স্পীকারমহাশয়, মন্ত্রীমহোদয়া এটা যেভাবে লাইটলি নিচ্ছেন, আমরা তা নিতে পারছি না। এখানে একটা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন যে, সরকার বিরোধী কাজের জন্য ৯১ জনকে সাস্‌পেণ্ড করা হয়েছিল, তারমধ্যে ৯০ জনকেই ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ বলছেন যে, দুষ্টুমী করলে শাস্তি পেতেই হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখানে আপনাদের বুঝতে একটু ভুল হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে সরকার বিরোধী কাজ করার অভিযোগ ছিল। কাজেই তাদের কৈফিয়ৎ দেবার জন্য বলা হল। তারপর দেখা গেল, যারা অভিযুক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে একজন ছাড়া অন্যের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু নেই।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এই যে ৯১ জনের মধ্যে ৯০ জনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু যারা এই মিথ্যা অভিযোগ করেছিল, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

বিধানসভায় ক্রমাগতই ত আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

সেইজন্য প্রধানমন্ত্রীমহাশয়ের মাইনে বন্ধ করা হয় কি?

Mr. Speaker: That is not a supplementary.

Sj. Ambica Chakrabarty:

তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে, জানতে পারি কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তাদের আদালতে উপস্থিত করা হয় নি কেন?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

আদালতে নেওয়া হয় নি। তাদের আদালতে যাবার অধিকার আছে। তবে এখানে ডিপার্টমেন্টাল য়্যাকশন নেওয়া হয়েছিল।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল, সেগুলি লিখিত অভিযোগ, না মৌখিক অভিযোগ?

Mr. Speaker: Enough information has been given.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

আপনি বলেছেন যে, দুষ্টুমী করেছিল। কিন্তু ৯০ জনের বেলায় দেখা গিয়েছে যে, এই অভিযোগ মিথ্যা। অতএব যারা মিথ্যা অভিযোগ করেছিল, তাদের কি করলেন?

[No reply.]

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মন্ত্রীমহোদয়া বলেছেন যে, তাদের বেতন হেল্ড-ওভার করা হয়েছিল। তার কারণ দেখিয়েছেন যে, তারা দুষ্টুমী করেছিল। কিন্তু বিচারে প্রমাণিত হল যে, তারা দুষ্টুমী করে নি। যারা এইরকম দুষ্টুমী করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, তাদের বেতন মন্ত্রীমহোদয়া হেল্ড ওভার করেছেন কিনা?

Mr. Speaker: That is not a matter for supplementary.

Sj. Saroj Roy:

যাদের কথায় এদের এইরকম হয়রাণী করা হল, যেটা দুষ্টুমী বলে প্রমাণিত হল না, তাদের এই অন্যায়ের জন্য আপনি কি করেছেন?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সবসময় সব জিনিস প্রমাণ করা যায় না।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এটা জানেন কি যে, যেটা প্রমাণ করা যায় না সেটা দুষ্টুমী হয় না।

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sjkta. Manikuntala Sen:

স্পীকারমহাশয়, আপনার নজরে এই কথাটা আনছি। এখানে শ্রদ্ধেয় বীরেন বাবু প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাঁদের বেতন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে, তাঁদের হয়রাণী হয়েছিল কিনা। তার উত্তরে মন্ত্রীমহোদয়া বল্‌লেন যে, দুষ্টুমী করলে হয়রাণী হতেই হয়। কিন্তু এখানে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা দুষ্টুমী করে নি। তাহলে এই দুষ্টুমী কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক কিনা এবং এটা উইথড্র করা উচিত কিনা?

Mr. Speaker:

দুষ্টুমী করার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে ছিল।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

যে শিক্ষকের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, তার নাম কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

নোটিশ দিলে বলতে পারি।

Scheme for supplying tiffin to the students of primary schools or of primary sections of secondary schools

***69. Sj. Probodh Dutt:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) whether there is any scheme of supplying tiffin to the students of the primary schools or of primary sections of secondary schools; and

(*b*) if not, whether Government consider the desirability of introducing the above scheme?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay: (*a*) No scheme for primary schools. But students of primary sections of secondary schools get the benefit as regards supply of tiffin where such scheme has been introduced.

(*b*) Not for the primary schools for the present.

3-20—3-30 p.m.]

Sj. Madan Mohon Khan:

মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়া বলবেন কি, কোথায় কোথায় এই স্কীম নেওয়া হয়েছে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সেকেণ্ডারী গভর্ণমেণ্ট এডেড্ ইনষ্টিটিউশনে নেওয়া হয়েছে। তাদের বলা হয়েছিল যে, ভর্ণমেণ্ট থেকে ২০ পার্সেণ্ট সাহায্য করবেন গরীব ছেলেদের জন্য, আর বাদ বাকী ৮০ পার্সেণ্ট, ই এ্যামাউণ্ট স্কুলকে দিতে হবে। যে যে স্কুল এতে রাজী হয়েছে, তাদের দেওয়া হয়েছে।

Sj. Probodh Dutta:

এইরকম পার্সিয়ালিটি হবার কারণ কি, প্রাইমারী স্কুলে দেওয়া হবে না?

Mr. Speaker:

পার্সিয়ালিটি কোথায় হয়েছে?

Sj. Probodh Dutta:

এই যে বলেছেন, এই স্কুল পাবে, ঐ স্কুল পাবে না।

Mr. Speaker:

দ্যাট ইজ নট্ পারসিয়ালিটি। ডিফারেন্স ইন স্কুল। পার্সিয়ালিটি বললে এ কোয়েশ্চেন লাউ করবো না।

Sj. Probodh Dutta:

বাঁকুড়া জেলায় কোন্ কোন্ স্কুলে পেয়েছে, সেটা মন্ত্রীমহাশয়া জানাবেন কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সেটা আপনার কোয়েশ্চেনে নেই।

Sj. Provash Chandra Roy:

প্রাইমারী স্কুলের ছেলেদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

প্রাইমারী স্কুলে ছেলেদের বেশীক্ষণ থাকতে হয় না। কাজেই সেক্ষেত্রে এটার খুব প্রয়োজন নেই এবং সরকারও সেবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেন নি।

Sj. Nripendra Gopal Mitra:

পার ক্যাপিটা কত করে তাদের দেওয়া হয়?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

৯ আনা পার মান্থ্।

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয়া মন্ত্রীমহাশয়া জানেন কি যে, ছোট ছোট শিশুদের জন্য আরো বেশী টিফিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Provincialisation of Midnapore College, and establishment of a Women's College at Midnapore

***70. Sj. Kanai Lal Bhowmick:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Depatrment be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর কলেজকে সরকারী কলেজে পরিণত করার এবং মেদিনীপুর শহরে মহিলাদের জন্য একটি পৃথক্ কলেজ সংস্থাপন করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

(খ) ঐ দুই সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে সরকার কোন আবেদনপত্র পাইয়াছেন কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

(ক) না।

(খ) (ক)-প্রশ্নের প্রথমাংশের জন্য সরকার আবেদনপত্র পাইয়াছেন।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

সরকার যে আবেদনপত্র পেয়েছেন, সেটা তাঁরা বিবেচনা করে দেখেছেন কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সরকার ক্যাবিনেট মিটিংএ ঠিক করেছেন......

Mr. Speaker: Don't refer to cabinet meeting. That is confidential. It is not proper to refer to cabinet meeting.

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

আই এ্যাম সরি, সরকার ঠিক করেছেন যে গভর্ণমেন্ট স্পন্সরড্ কলেজ করা হবে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

কবে থেকে সেটা কার্যকরী করা হবে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

১৯৫৬ সেসনে।

Sj. Madan Mohon Khan:

মাননীয়া মন্ত্রীমহাশয়া জানেন কি যে মহিলা কলেজ করার জন্য স্থানীয় ডি, এম, একটা কমিটি করে টাকা তুলছেন এবং আপনারা বলেছেন যে ৩ লক্ষ টাকা আমরা দেবো——

Mr. Speaker: What is your question?

Sj. Madan Mohon Khan:

প্রশ্ন ছিল যে "মেদিনীপুর সহরে মহিলাদের জন্য একটি পৃথক কলেজ সংস্থাপন করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?" উনি উত্তরে বলেছেন "না"। এখানে মহিলা কলেজ স্থাপন করার জন্য গভর্ণমেণ্টের সার্কুলার অনুযায়ী ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্থানীয় কমিটি করে ১ লক্ষ টাকা তোলার পরিকল্পনা করেছেন, একথা সত্য কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমাদের এখন ৩ লক্ষ টাকা দেবার ক্ষমতা নেই।

Sj. Madan Mohon Khan:

আমরা শুনতে পাচ্ছি, যে মহিলা কলেজটি হবার কথা ছিল সেটা হবে না, একথা সত্য কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখন হবে না।

Sj. Sudhir Chandra Das:

যে টাকা তোলা হয়েছে সেটা কি হবে, জানাবেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

বলতে পারা যায় না।

Sj. Nripendra Gopal Mitra:

ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে টাকা তুলতে বারণ করাটা গভর্ণমেণ্ট তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

দেখা যাবে।

Dr. Jatish Ghosh:

আমার একটা প্রশ্ন আছে, স্যার।

Mr. Speaker:

অনেক হয়ে গেছে, আর নয়, বসুন।

Terms and conditions of service of Special Cadre Teachers

*71. **Sj. Subodh Choudhury:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) what are the terms and conditions of service of the Special Cadre Teachers;

(*b*) how many Special Cadre Teachers are at present in employment in the district of Burdwan;

(*c*) whether the Government have got any plan to recruit more Special Cadres before the year 1957;

(*d*) who is the next higher authority to whom appeal against the decision and findings of the Selection Committee may be made; and

(e) who are the members of the Selection Board for recruiting special cadres in the district of Burdwan?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay: (a) A statement is laid down on the Table.

(b) 1,294 as on the 31st October, 1955.

(c) *Yes, subject to and in accordance with sanction from the Government of India.*

(d) *There is no provision for appeal* against decisions of the Selection Committee.

(e)(1) Shri Bijoy Bhattacharjya.

(2) Shri Narayan Chandra Choudhury.

(3) Shri Surendra Roy, M.L.C., Vice-President, District School Board.

(4) Shri Satyagopal Mukherji, P. O. Bhiringi.

(5) District Inspector of Schools, Burdwan.

(6) District Social Education Officer, Burdwan.

Statement referred to in reply to clause (a) of starred question No. 71

The following terms and conditions have been laid down for Special Cadre Teachers:

(i) The appointment is purely temporary, terminable on one month's notice on either side.

(ii) If he/she is subsequently found to have been holding any other appointment—Government or non-Government—on the date of his/her application, the appointment will stand cancelled.

(iii) He/she will be required to go through an approved course of training in Social Welfare and educational work for a prescribed period in the course of the first two years. During training period he/she will draw his/her usual pay as is admissible under the scheme.

(iv) He/she would be employed under the District School Boards or other educational authorities or approved Voluntary Organisations or Managing Committees of recognised institutions and will be required to abide by the terms and conditions as may be prescribed by Government from time to time.

The teachers will receive the following fixed pay and dearness allowance according to their qualifications:

	Pay.	D. A.		Total (per month).	
	Rs.	Rs.	a.	Rs.	a.
Honours graduates, M. A. or M. Sc. or trained graduates	100	35	0	135	0
B. A. or B. Sc.	70	35	0	105	0
I. A. or I. Sc.	60	20	0	80	0
Matriculates or School Final Examination passed	45	12	8	57	8

Sj. Subodh Choudhury:

এই স্পেশাল কেডার শিক্ষকদের পার্মানেন্ট করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তিন বছরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

Sj. Subodh Choudhury:

স্পেশাল কেডারের যে সমস্ত স্কুলগুলি হচ্ছে, সেগুলি স্থায়ী করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সেইসমস্ত স্কুলে ছাত্র সংখ্যা যদি বৃদ্ধি হয়, তাহলে গভর্ণমেণ্ট সেটা বিবেচনা করে দেখবেন।

Sj. Subodh Choudhury:

সেই সমস্ত স্কুলে ছাত্র সংখ্যা কি কম?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

বেশীর ভাগ জায়গায় ছাত্র সংখ্যা কম।

Sj. Subodh Choudhury:

বর্ধমান জেলায় ১,২৯৪ জন স্পেশাল কেডারের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেককেই কি কাজ দেওয়া হয়েছে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সেটা আজ ঠিক এখন বলতে পারি না। খবর নিয়ে বলতে পারি।

Sj. Subodh Choudhury:

এঁদের মধ্যে কতজন কাজ পায় নি সেটা মন্ত্রীমহাশয়া বলতে পারেন কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

নোটীশ চাই।

Sj. Saroj Roy:

আপনি "ডি" প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন

"There is no provision for appeal against decisions of the Selection Committee".

আপনি কোয়েশ্চেন ৬৮এর জবাব দেওয়ার সময় খুব বড় একটা গণতন্ত্রের কথা বললেন—কোনরকম এ্যাপিলের সুযোগ এখানে কেন রাখা হয় নি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

মিঃ স্পীকার, স্যার এই কোয়েশ্চেনটা যেভাবে কনষ্ট্রাক্ট করা হয়েছে, সেনটেন্সটা পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন যে এখানে স্পেসিফিক্যালি নেক্সট হায়ার অথোরিটি কে সে সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। সেখানে নেক্সট হায়ার অথোরিটি বলে কিছু নেই। তাঁদের এ সম্বন্ধে যদি কিছু বক্তব্য বা অভিযোগ থাকে, তাহলে সেখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা ডি.পি.আই, কিম্বা সরকারের শিক্ষা বিভাগের যে কোন জায়গায় জানালে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা হতে পারে।

Sj. Saroj Roy:

এঁদের তিন বছরের জন্য টেম্পোরারী হিসাবে নেওয়া হয়েছে। তিন বছর পর এঁদের পার্মানেণ্ট করা হবে কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

স্পেশাল কেডার স্কীম তিন বছরের জন্য।

Sj. Saroj Roy:

এই সমস্ত স্পেশাল কেডার শিক্ষকদের নিয়মিতভাবে প্রতি মাসের বেতন কেন দেওয়া হয় না?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সেসম্বন্ধে কোন পার্টিকুলার কেস্ যদি আনেন, তাহলে খোঁজ নেবো।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

তিন বছর পর এই সমস্ত হতভাগ্যদের কি অবস্থা হবে?

Mr. Speaker: That question does not arise. That is not a supplementary.

Sj. Subodh Choudhury:

এই সমস্ত স্পেশাল কেডার মাষ্টারদের কোথায় কাজে নিয়োগ করা হবে সে সম্বন্ধে সরকারের কোন নির্দেশ আছে কি?.

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

যেখানে ছাত্র বেশী আছে, এবং স্কুল বা শিক্ষক নেই সেই জায়গায় এ'দের নেওয়া হয়েছে।

Sj. Subodh Choudhury:

সরকারের এরকম কোন নির্দেশ আছে কি যে স্পেশাল কেডার শিক্ষকরা যদি উপযুক্ত হন্ তাহলে প্রেফারেন্স তাঁদের বাড়ীর কাছে স্কুলে তাঁরা শিক্ষকতা করবেন?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

এটা ম্যাটার অফ কনভিনিয়েন্স। যেখানে স্থানীয় স্কুলে ভাল শিক্ষক বাইরে থেকে হয়ত পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ স্পেশাল কেডারের শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে বসে আছেন, তাহলে পাবেন।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

আগামী নির্বাচনের পর ঐসমস্ত স্পেশাল কেডার শিক্ষকদের তাড়াবার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

নির্বাচনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয়া মন্ত্রীমহাশয়া কি অবগত আছেন, এই যে কমিটি তৈরী করা হয়েছে প্রতি জেলায় কংগ্রেসের সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্টদের এই কমিটির মধ্যে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা?

Mr. Speaker: That question is not allowed.

Sj. Provash Chandra Roy:

আমি জিজ্ঞাসা করছি, তাঁদের এই কমিটির মধ্যে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা?

Mr. Speaker: I disallowed that question.

Sj. Provash Chandra Roy:

এখানে এই যে বোর্ডের কথা বলা হয়েছে তাতে নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী আছেন।

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তিনি আবার জেলা স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট একথা বোধ হয় আপনার মনে নেই।

Sj. Provash Chandra Roy:

এই ধরণের কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারীদের বিভিন্ন জেলা স্কুল বোর্ডের মধ্যে রেখেছেন, একথা সত্য কিনা?

Mr. Speaker: That question does not arise.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Provash Chandra Roy: Supplementary Sir.

এই যে বলেছেন স্পেশাল কেডার টিচারদের দুই বছরের মধ্যে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, স্পেশাল ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড এডুকেশন্যাল ওয়ার্ক সম্পর্কে। সেখানে আপনি কি অবগত আছেন যে এই ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত আসলে হয় নি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তা আমাদের জানা আছে এবং এর কারণ হচ্ছে এই খাতে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে যে টাকা পাব বলে ভেবেছিলাম তা থেকে কম পেয়েছি বলে পারি নি।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এই যে বোর্ডএর মেম্বারদের নাম রয়েছে, এ'দের কোন স্পেসিফিক কোয়ালিফিকেশন ধরা আছে না এলোপাতাড়ি নেওয়া হয়েছে।

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

এই যাদের নাম রয়েছে এরা প্রত্যেকেই শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত উপযুক্ত বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন বলে নেওয়া হয়েছে?

Sj. Saroj Roy:

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীধেবর যখন এখানে এসেছিলেন তখন কোন স্কুল বোর্ড থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল টাকা তোলার জন্য?

Mr. Speaker: You must put a specific question.

Sj. Saroj Roy:

এই (আই-ভি) জবাবে বলেছেন

"He/She would be employed under the District School Boards or other educational authorities, etc."

তাই যদি হয় তাহলে কংগ্রেস থেকে তাঁদের টাকা তোলার জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল?

Mr. Speaker: That is a hypothetical question.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এই যে বল্লেন এরা শিক্ষা সম্পর্কে স্পেশালিষ্ট। এদের মধ্যে কেউ কি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যারা আছেন এমন কেউ?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

আছেন শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য—বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যাপারে তাঁকে একজন অর্থরিটি বলে ধরা হয়।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এটা কি ঠিক করা হয়েছে যে বোর্ডএতে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট এবং কংগ্রেস সেক্রেটারী থাকবে?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Janardan Sahu:

যদ্দুর ১৯৫৩ সালে কয়েকজন এ্যাপয়েণ্টেড হলেন, ১৯৫৪, ১৯৫৫তে এই ১৯৫৩ সালের যারা তাদের কাজ শেষ হয়ে গেল। সেখানে তাঁরা কি চলে যাবে না নোতুন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পাবেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
তারা তিন বছরের জন্য।

Sj. Janardan Sahu:
কি বল্লেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
তিন বছর পর তারা চলে যাবে।

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় মন্ত্রীমহায় কি জানেন যারা স্পেশাল কেডারএ চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করে তাদের সম্পর্কে তারা কংগ্রেস দলের লোক না অন্য দলের লোক, তার খবর নেবার জন্য?

Mr. Speaker: This question does not arise out of this. I disallow this question.

Sj. Balailal Das Mahapatra:

যারা কংগ্রেসের লোক তাদের চাকরী হয়, যারা কংগ্রেসের লোক নয় তাদের চাকরী হয় না—হ্যাঁ, কি না বলুন।

Mr. Speaker: Give specific instance. I disallow this question.

Sj. Balailal Das Mahapatra:

রামনগর থানায়—একটা গ্রামের চার পাশে স্কুল রয়েছে—

Mr. Speaker: I disallow that question.

Sj. Lalit Kumar Sinha:

এর আগে মন্ত্রীমহাশয় আমাদের একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে এই টিচারদের জন্যে ওঁদের দায়িত্ব তিন বছর পরে শেষ হয়ে যাচ্ছে, এবার ইনি আর একরকম কথা বল্লেন——

Mr. Speaker: That is a matter of contradiction. You can have that clarified. You can utilise it for your own purpose.

Ring wells and masonry wells within Nayabasan Khasmahal Estates

***72. Sj. Dhananjoy Kar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

মেদিনীপুর জেলার নয়াবাসান খাসমহল জমিদারিতে ১৯৫২-৫৩ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে উক্ত বিভাগ হইতে—

(ক) কতগুলি ring বা masonry well মঞ্জুর করা হইয়াছিল;

(খ) তাহার কতগুলি নির্মাণ করা হইয়াছে; এবং

(গ) কোথায় কোথায় নির্মাণ করা হইয়াছে?

The Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department (the Hon'ble Satyendra Kumar Basu):

(ক) Ring well	...	...	...	৩৪টি।
Masonry well	...	...	...	২টি।

(খ) ও (গ) বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to clauses (খ) and (গ) of starred question No. 72

Ring well ১৫টি নিম্নলিখিত স্থানে নির্মাণ করা হইয়াছে :—

(১) হাতীবাড়ী।	(৮) ডিব্লা।
(২) আমজ্গী।	(৯) রাইবনী।
(৩) চাহাটি।	(১০) ছোলাবেড়িয়া।
(৪) মাথাসাহী।	(১১) মেন্টুলরালা।
(৫) নয়াবাসান (ডোমপাড়া)।	(১২) দহিসত্তদিহা।
(৬) রাস্তুয়া।	(১৩) জামবদিয়া।
(৭) কালীতলা।	(১৪) ঠেংগাময়া।

(১৫) নর্দা।

Masonry well ২টি নিম্নলিখিত স্থানে নির্মাণ করা হইয়াছে :—

(১) নয়াবাসান।

(২) রঘুনাথপুর।

Sj. Dhananjoy Kar:

(ক) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন রিংওয়েল ৩৪টি মঞ্জুর করা হয়েছে, কিন্তু (খ) ও (গ)-এর উত্তরে দেখছি ১৫টি হয়েছে। এত কম হবার কারণ কি? এই ফিন্যান্সিয়াল ইয়ারেএ বাকিগুলি হবে কি?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

য়্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ য়্যাপ্রুভ্যাল ৩৪টির জন্য দেওয়া হয়েছে।

Sj. Dhananjoy Kar:

হয়েছে ১৫টি, বাকীগুলি না হওয়ার কারণ কি?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

৮টি এই মাসের মধ্যে হবে মনে করি। কালেক্টরকে য়্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ য়্যাপ্রুভ্যাল দেওয়া হয়েছে, টাকা দেওয়া হয়েছে।

Sj. Dhananjoy Kar:

তাহলে হচ্ছে না কেন?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

কালেক্টরএর কাছে অর্ডার গিয়েছে এই মাসে ৮টি করা হচ্ছে, আর বাকীগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র করা হবে।

Sj. Dhananjoy Kar:

খাজনাগুলি কি সরকার থেকে দেওয়া হয় না স্থানীয় লোকের কাছ থেকে নেওয়া হয়?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

তা জানি না।

Digging of wells in Narayangarh and Keshiari police-stations for Scheduled Castes and Tribes

***73. Sj. Surendra Nath Pramanik:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নারায়ণগড় থানা ও কেশিয়ারী থানায় আদিবাসী ও তপশীল জাতির ব্যবহারের জন্য কোন কূপ ও নলকূপ খনন করা হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে, এইগুলি কোন্ কোন্ গ্রামে দেওয়া হইয়াছে?

The Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department (The Hon'ble Radhagobinda Roy):

হ্যাঁ। নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন শ্যামপুর গ্রামে একটি নলকূপ এবং কেশিয়ারী থানার এলাকাধীন কামারচৌকী, কুসুমপুর, বানোরাখালডাঙ্গা ও আম্বি গ্রামসমূহের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া পাকা কূপ (R.C.C. ring well) দেওয়া হইয়াছে।

Sj. Surendra Nath Pramanik:

এই যে পাকা কূপ ৫টা করে দেওয়া হয়েছে বলেছেন, এগুলি কিরকম অঞ্চলে করা হয়েছে?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

আদিবাসী এবং ডিপ্রেসড ক্লাস এরিয়ার মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Building grant to Danton High School, Midnapore.

33. **Sj. Kanai Lal Bhowmick:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that the Danton High School in Midnapore district got a grant from the Government for construction of school buildings;

(*b*) if so, what is the amount of this grant;

(*c*) whether a condition was attached to the said grant that the school authorities should contribute certain amount;

(*d*) if so, the amount either in cash or in kind contributed by the school authorities; and

(*e*) whether the Government checked the account of the expenditure on the said building?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay (on behalf of the Minister-in-charge of the Education Department, (The Hon'ble Pannalal Bose): (*a*) Yes, under Local Development Scheme.

(*b*) Rs. 10,000 only.

(*c*) Yes, the school authorities should also contribute the same amount.

(*d*) The school authorities have contributed Rs. 5,230 in cash and have promised to pay the balance of their share in kind and labour.

(*e*) As the scheme has not yet been executed, the question does not arise.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে স্কুল ঘরের জন্য এই স্কিম এক্সিকিউট করার জন্য কাকে কণ্ট্রাক্টর করা হয়েছে বলবেন কি?

Mr. Speaker:

এ কোয়েশ্চেনএ কণ্ট্রাক্টরএর ব্যাপার কি করে আসে?

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে শেষে আছে। উনি বলেছেন এখনও শেষ হয় নি। আমি জানতে চাই কোন টেন্ডার কল করা হয়েছিল কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

নোটিশ চাই।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

এই স্কিমটি কোন্ ইয়ারএর?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

এবছরের—১৯৫৫ সালের কেস।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

এখনও পর্যন্ত গভর্ণমেন্ট থেকে কোন টাকা দেওয়া হয়েছে কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

ওরা যা খরচ করেছেন তা সামান্য।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

খরচা আরম্ভ হয়েছে বলেছেন সেটা কি স্থানীয় লোক দিয়েছে না গভর্ণমেণ্ট থেকে কর হয়েছে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

এখানে লোক্যাল ডেভলপমেণ্ট স্কিম আছে, স্থানীয় লোক দিয়ে হবে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে স্থানীয় লোক দিয়ে করান হচ্ছে সেখানে কোন কমিটির না কোন ব্যক্তির দায়িত্বে আছে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তা জানি না।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে খরচা করা হচ্ছে এসম্বন্ধে কোন তদন্ত করবার অধিকার জনসাধারণের আছে কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

জনসাধারণের সব সময় সে অধিকার আছে।

Irrigated areas under Mor Project

34. Sj. Jogendra Narayan Das: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ময়ূরাক্ষী ক্যানেল অঞ্চলে কত একর জমিতে জল পাইবার পরিকল্পনা আছে;

(খ) বর্তমানে কত জমিতে ক্যানেলের জল সরবরাহ করা হইতেছে;

(গ) গত বৎসরে কত হারে উহার কর ধার্য ছিল, এবং গত বৎসরে কত টাকা ক্যানেল-কর আদায় হইয়াছে; এবং

(ঘ) এ ক্যানেল-করের হার আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং থাকিলে কত বৃদ্ধি পাইবে?

The Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) ৬০০,০০০ একর (খরিফ শস্যের জন্য) এবং ১২০,০০০ একর (রবি শস্যের জন্য)।

(খ) ১৯৫৫ সালের খরিফ মৌসুমে ১৯৯,৯১০ একর জমিতে জল দেওয়া হইয়াছিল।

(গ) একর প্রতি ৭৸৹ আনা, এখন পর্যন্ত ১,০০,৪৩৫৸৶০ পাই।

(ঘ) হ্যাঁ, জলকর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া খরিফের জন্য একর প্রতি ১০ টাকা এবং রবির জন্য একর প্রতি ১৫ টাকা হইবে।

Sj. Bankim Mukherji:

এটা কি ছাপার ভুল হয়েছে ; এই যে (খ) এবং (গ)তে দুটো হিসাব আছে!

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আদায় কত হয়েছে জিজ্ঞাসা করেছেন, তার পরিমাণ বলেছি। এই তো।

Sj. Saroj Roy:

(ঘ) প্রশ্নে জবাব দিয়েছেন, "হ্যাঁ, জলকর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখানে আমার জিজ্ঞাস্য এই ক্রমশঃ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন সরকারের হল কেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এই পরিকল্পনায় যে ব্যয় হয়েছে তা তোলবার জন্য।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

যেখানে ছিল ৭৷৷০ সেখানে ১০ টাকা করা হয়েছে——

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

করা হয় নি, করা হবে।

Sj. Saroj Roy:

আচ্ছা, করা হলে সেটা কৃষকদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে কিনা?

Mr. Speaker: It is a hypothetical question.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে কর ধার্য করা হবে, তা কত বছরের জন্য?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

টাকাটা যতদিন না ওঠে, এবং তারপর রেকারিং খরচ চলতে থাকবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই যে ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা হবার কথা বলেছেন, এটা কোন বছরের জন্য হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এখনও কোন বছর ঠিক হয় নি।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এটা কি নির্বাচনের আগে হবে না পরে হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আপনাদের সুবিধামত হবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি মন্ত্রী, সেটা আপনিই বলুন না, আগামী নির্বাচনের আগে হবে না পরে হবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

যেটা আপনি ভাল বলে মনে করেন।

Sj. Bankim Mukherji:

শতকরা ৯২ অংশ অনাদায়ের কারণ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এই জমি দুইটা আইনের অধীনে আছে—একটা হচ্ছে ডেভলপমেণ্ট এ্যাক্ট, আর একটা হচ্ছে—ইরিগেশন এ্যাক্ট। ডেভলপমেণ্ট এ্যাক্টএ কম্পালসরি করে তার ট্যাক্স করবার নিয়ম হচ্ছে যে ধান ফলার পরে তার ক্রপকাটিং এক্সপেরিমেন্ট করে, তার কত বাড়তি ফসল হল, তার কত

মূল্য দেখে, তার ৫০ পার্সেণ্ট অব এক্সেস্ ইন্কামএর বেশী হবে না। কাজেই ওখানে যে ডিক্লারেশন আছে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ৭৮০, ওখানে এখনও ট্যাক্সের সঠিক পরিমাণ স্থির করাই হয় নি। আর ইরিগেশন এ্যাক্টএ গভর্নমেন্ট বলেছেন সেটা ভলান্টারী বা অপ্সনাল। ৭৮০ ট্যাক্স দিলে, জল দেওয়া হবে, এটা ভলান্টারী কন্ট্রাক্ট। অর্থাৎ এই কন্ট্রাক্টটা হচ্ছে অপ্সনাল।

Sj. Saroj Roy:

সরকার কি জানাবেন এবৎসরে মৌরাক্ষীর জল না নেওয়া সত্বেও বহু কৃষকের উপর নোটিশ জারী করা হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না, হয় নি।

Sj. Bankim Mukherji:

যারা অপ্সনাল জল কেনে না, তাদেরও কি এই ডেভলপমেন্টএর জল দেওয়া হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

যেখানে ডেভলপমেণ্ট এরিয়া ডিক্লেয়ার করা আছে, সেখানে জল দেওয়া হবে।

Sj. Bankim Mukherjee:

এই অপ্সনাল জল তারা না নিতে চাইলেও জোর করে তাদের জল দেওয়া হবে, এবং তারজন্য টাকা নেওয়া হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ডেভলপমেণ্ট এ্যাক্টএর কম্পালসরি এরিয়াতে জলও দেওয়া হবে, টাকাও নেওয়া হবে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে এক লক্ষ কয়েক হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে, এই টাকা আদায় করবার সময় কোন সার্টিফিকেট জারী করা হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

সময়মত আদায় না হলে, সার্টিফিকেট জারী হয়ে থাকে।

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রীমহাশয় আগেই বলেছেন যে যারা জল নেন্ নি, তাঁদের উপর কোনরকম ট্যাক্স ধার্য করা হয় নি। আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেতুগ্রাম অঞ্চল থেকে কোনদিন এমন কোন এইরকম দরখাস্ত পেয়েছিলেন কিনা যে যারা জল নেন্ নি তাঁদের উপর কর ধার্য করা হয়েছে।

Mr. Speaker: You will have to give proper notice if you want to put a supplementary about Ketugram.

Sj. Saroj Roy:

আচ্ছা, কেতুগ্রাম অঞ্চল বাদ দিয়ে, অন্য কোন অঞ্চল থেকে এইরকম কোন দরখাস্ত এসেছিল কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এসে থাকতে পারে, তা বলতে পারি না।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

জল নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে, এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ডেভলপমেণ্ট এ্যাক্ট অনুসারে জল দেওয়া হবে এবং ট্যাক্স নেওয়া হবে, এইটাই বাধ্যতামূলক।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

যদি কারও এই জল নেওয়ার প্রয়োজন না থাকে তাহলেও কি তাকে জল নিতে হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

হ্যাঁ।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

১০ টাকা ১৫ টাকা হারে যে রেট হবে, সেটা যতদিন না সরকারের টাকা ওঠে ততদিন পর্যন্ত চালু রাখা হবে এবং রেকারিং খরচও কি তারপর চালু থাকবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

পরে তখন সেটা বিবেচনা করা যাবে।

Sj. Saroj Roy:

যদি জল প্রয়োজন না হয়, তাহলেও কি ঐ জল জোর করে দেওয়া হবে?

Mr. Speaker: That is a hypothetical question.

Sj. Saroj Roy:

কৃষকদের ঐ জল নেওয়ার প্রয়োজন না হলেও কি তাদের সেই জল নিতে হবে?

Mr. Speaker: That is a hypothetical question.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

কম্পালসরি এরিয়াতে জল নিতে হবে, ট্যাক্সএর টাকা দিতে হবে। একথা আমি অনেকবার বলেছি।

Sj. Dhananjoy Kar:

ধানের ক্ষতি করেও?

Mr. Speaker:

উনি বলেছেন ত হ্যাঁ।

General Discussion of the Budget

Dr. Srikumar Banerjee: Mr. Speaker, Sir, a budget whether in the Central or in the State Legislatures is Opposition's paradise. By its very nature it offers a very easy target of criticism. Its mere record of past achievements and promise of future achievements suggests by implication significant gaps and omissions. No budget, however, carefully framed can cover adequately the entire range of national wants and interests. Any budget can be made to look small and be discredited by overemphasising the points of omission and by a premature demand for quick concrete results.

(Sj. Jyoti Basu:
এধারে যখন ছিলেন তখন মনে ছিল না?)

One is not therefore surprised that the present budget has come in for its share of criticism, whether just or unjust.

A budget can be profitably studied from a number of standpoints. The first is the distribution of the revenue among the various departments in the order of their importance and the prospects of a return for the money spent in the shape of increased national welfare and quickening of the powers of production. The second is the evidence of a planning and co-ordinating mind behind these separate allotments. The third is, practical benefits accruing from the money spent on the various schemes. The

fourth is, the special schemes which have an element of speculation in them, which take calculated risks for the sake of attaining extraordinary results. I shall propose to judge the budget by the application of this four-fold test.

In the first place, it will be conceded—quite apart from the question of wise and fruitful application—that the distribution is fair and the largest allotments are generally on nation-building activities. Education takes the lead with 9 crores, 16 thousand, Medical and Public Health cover between them 6 crores and 50 thousand, Agriculture 3 crores and 62 thousand, Civil Works about 4 crores, 3 crores 81 lakhs for several development schemes included in Grant No. 40, about 9 crores for expenditure on displaced persons under Grant No. 41 of which the major portion is to be recouped from Grant from the Government of India.

[3-50—4 p.m.]

I do not forget that the Police expenditure swallows up 7 crores and 15 lakhs of our revenues, but this is an unfortunate necessity due to the troubled and unsettled condition of the times, which one could wish away but could hardly avoid.

The second, the evidence of a planning mind behind the allocations, is a more doubtful and controversial point on which there may be legitimate difference of opinion. The allocations are dictated by certain specific purposes and these purposes, if properly carried out and co-ordinated with other constructive projects, will in the long run lead to increased national benefits. When individual saplings are planted, one does not at once visualise the mighty forest that will emerge one day out of their combined growth. Before this happens, the chapter of accidents will have its full play. Some trees will wither or be dwindled in their growth or become distorted, perhaps due to the faults of the planter or the negligence of the gardener or the unkind freaks of nature. It is in respect of the former that the criticism of the Opposition will be particularly helpful. The over-all planner must take his full share of responsibility and of blame, if any, and trust to the future to vindicate his sagacity and foresight.

The third and fourth tests may be applied together. The Opposition have been insistent in their criticism that the huge investments in the budget have not resulted in commensurate practical benefits and have voiced their dissatisfaction in particular with the First Five-Year Plan, the Community Development and National Extension Projects and the results of our agricultural and industrial ventures as reflected in the purchasing power of the people and their reactions upon the mounting figures of unemployment. Great concern has also been expressed not only by the Opposition but by some members on this side of the House at the colossal amounts of debts amounting to 182 crores at the end of the ensuing year which are a great burden upon the not over-flush resources of the State and raise anxious thoughts about their liquidation. We shall all have to put our heads together, irrespective of party affiliations, how to derive the maximum return from this huge investment, so that the debt may be wiped out from the proceeds of the extra production that will be stimulated through these big ventures. Today we cannot go back: to cry halt now would be false economy. We must complete the programme and make it pay its own way.

The position of unemployment, it cannot be denied, is very disquieting and offers no room for optimism. The First Five-Year Plan apparently has had little effect on the unemployment position and we are confronted with the seeming paradox that oiling the machinery has not resulted in quicker motion. Unemployment is a worldwide scourge and is not peculiar

to us, and the combat against it in countries economically more prosperous and industrially more advanced than India has not produced any decisive results excepting perhaps in those countries which have resorted to the doubtful expedient of robbing Peter to pay Paul, where present results might have been achieved at the cost of mortgaging the future. We have not adopted any drastic measures and must be content with slow remedies. To my mind, although I speak in all humility, we have timed our planning a bit too early. A low-down rural economy had left us in such a poor state of vitality that much of our preliminary efforts has been absorbed in overcoming the initial obstacles. We cannot build upon low-lying levels of an all-round depression; the hollows must be filled up and the ground stabilised before building operations can begin. The unpreparedness of the human materials is also a large factor in retarding progress. Unemployment must be tackled not merely by opening new and productive avenues of employment but by improving the quality of the human material and fitting it into other diversified occupation, requiring not merely brain but brawn. Unemployment in this State is not only a question of inadequate jobs but one of difficult adjustment of men to the opportunities which now exist. Our Medical graduates and teachers won't go out to the mofussil but must needs concentrate round Calcutta on the off-chance of something big turning up. In many villages there is an acute dearth of agricultural labour which retards proper utilisation of the soil, and this, by the way, is an evidence that labourers in rural areas are not as badly off as some of us think. I doubt whether economic policy can be so shaped as to achieve quick and spectacular results in this line, and we must have patience for the slow, gradual infiltration of energy, initiative and opportunity into those social layers which at present are cut off from these quickening processes. One of the reasons why our Community Projects have not yielded their full results, though it would be idle to deny that they have done a lot in improving rural amenities, is the lack of full co-operation from the people who have just wakened up from their century-old lethargy of custom. Our cottage industries are just on the threshold of big organisational changes, but it would be premature to expect great results before organisation is completed and effective devices adopted to counter big industry competition. In the meantime solid achievements in irrigation, construction of roads, and agricultural experiments are there for any one to see and should effectively refute the doubters and sceptics who find nothing good in those from whom they differ.

[4—4-10 p.m.]

Sj. Haripada Chatterjee:

সভাপালমহাশয়, অর্থসচিবমহাশয় এখানে উপস্থিত নেই, কাকে আমার কথা বলব। এরকম দেখিনি কখনও যে ঘরের মধ্যে মাইকের ব্যবস্থা করে মন্ত্রীরা সবাই সরে পড়েন, এইরকম করে হাউসকে একটা ফার্স'এ পরিণত করা ঠিক নয়। অতএব ওই মাইক গুলোকে দয়া করে তুলে ফেলে দিন নতুবা আমরা গিয়ে ওগুলোকে ডান্ডা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে আসব।

সভাপালমহাশয়, আমাদের যতগুলি সমস্যা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বাস্তুহারা সমস্যা এবং এই কথা প্রকারান্তরে আমাদেব প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন। আজকে আমাদের বেকারী আছে, অন্ন সমস্যা আছে, আমরা ১৮২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দেনা করে প্রায় দেউলিয়া হয়ে গেছি, কিন্তু এসকল সমস্যার উপরে আজ বাস্তুহারা সমস্যাই প্রধান। প্রধানমন্ত্রী নিজেও তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বলেছেন যে—

> "The problem is tremendous, heart-rending and looks like a never-ending one. The Almighty knows when it will come to an end."

এখনও দলে দলে প্রতিদিন অগনিত সর্বহারা, বাস্তুহারা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে এসে উপনীত হচ্ছে এবং আমার মনে হয় যে ৮০ লক্ষ লোক যাঁরা এখনও ওখানে আছেন তাঁদের

সবাই এই পূর্ববঙ্গের বর্তমান অবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবেন। এইরকম অবস্থার মধ্যে সকলের সমবেত চেষ্টা এই সমস্যার সমাধানে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে এইকথা আমাদের বিরোধীপক্ষ থেকে বারবার বলা সত্বেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী এদিকে কর্ণপাত করেন না। তাঁর নীতি এই বাস্তুহারা সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে যে কি তা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। তাঁর অহঙ্কার গগনস্পর্শী এবং এই ব্যাপারে তিনি একা যা করবেন তাই হবে—এখনও সেই ভাব রয়েছে। তাই ৬৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা যা আমাদের খরচ হবে এবং এবারে ১৯৫৬-৫৭ সালে বলছেন যে তাঁর নিজের বিবেচনা মতন যা ইচ্ছা তাই করবেন। তা যদি না হত, তাহলে তাঁর চোখের সামনে এই অকল্যান্ড প্লেসে যে পাপচক্র সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান হত। আমরা যখন সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে যেসব গুরুতর অভিযোগ এনেছিলাম তখন এই এতবড় সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তিনি যদি একটু কাণ দিতেন তাহলেও হত। আমরা দরিদ্র, একটি পয়সাই আমাদের গায়ের রক্ত মনে করা উচিত। ৬৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা কিছুই নয়। তার অপব্যয় বন্ধ করা উচিত। এবং এই বাড়ীর কাছে যে পাপচক্র সৃষ্টি হয়েছে তা প্রথমেই বন্ধ করা উচিত ছিল। আমি কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ আনলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় দু'জন উপমন্ত্রী এবং একজন মন্ত্রী এখানে আছেন, তাঁরা সবাই নির্বাক থাকলেন। আমি যেখানে একটির পর একটি গুরুতর অভিযোগ করলাম সেখানে আমাদের এই হাউসের একজন সদস্য আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেদিন এখানে উপস্থিত না থেকেও আমার অভিযোগের উত্তর দিতে উঠে আমাকে চ্যালেঞ্জ করলেন। এবং আমি যেসব কথা বলেছি সেই সবকে ধরে তিনি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট উত্তর দেবার ভান করলেন। আমি সেইসব শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এই হাউসের ট্রাডিসান কনভেনসান, নীতি এবং নিয়ম, যাই বলুন না কেন, এই যে গভর্ণমেন্টকে আমরা যদি কিছু অভিযোগ করি তাহলে তার উত্তর মন্ত্রীরা দেবেন, কোন বে-সরকারী সদস্যের, অপোজিশানের হ'ক বা কংগ্রেস পক্ষেরই হ'ক, দেবার অধিকার নেই। কিন্তু উপ-মন্ত্রীরা এবং মন্ত্রী নির্বাক রইলেন—ইংরাজীতে একটা কথা আছে—

where angels fear to tread fools rush in

একজন বে-সরকারী সদস্য উত্তর দিলেন। তিনি যেসব কথা বলেছেন এবং আমার কথা অসত্য বলে তিনি যেসব তথ্য পরিবেশন করেছেন তার একটার পর একটা বিশ্লেষণ করে আমি দেখাচ্ছি। তিনি মাথা নত করবেন বলে বলেছেন—তিনি যা ইচ্ছা তাই করবেন—মাথা উঁচু করবেন, কি নীচু করবেন জানি না, কিন্তু তাঁর তথ্যগুলো আমি দেখাব।

তিনি আমার ৪টি কংক্রিট কেস ধরে তার একটি একটি করে উত্তর দেবার ভান করলেন। তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা আমার কাছে আছে এবং তার থেকেই আমি সব দেখাতে পারি। প্রথমে তিনি বললেন ২৭৭৭ নম্বর কেস, তারকচন্দ্র কুণ্ডু—আমি এর উল্লেখই করিনি এবং ২৭৭৭ নম্বর কোন কেসের কথাই আমি বলি নি বা তারকচন্দ্র কুণ্ডুর নামও করি নি। আমি যেসব গুরুতর অভিযোগ করেছি তারমধ্যে একটাও এটা নয়। তারপরে তিনি আবোল তাবোল অনেক কথাই বললেন—মাথা নেই তার মাথা ব্যাথা—আমি যে সব কেসের কথা বলিনি তিনি সেইসব কেসের জবাব দিয়ে গেলেন। তারপর হ'ল কেস নম্বর ২০৩৩, হেমনলিনী সেন। আমি এর নামগন্ধও করিনি, আমি নম্বর দিয়ে দিয়ে সমস্ত বলেছি, নাম দিয়ে দিয়ে বলেছি, কিন্তু উনি এই হেমনলিনী সেন সম্বন্ধে বহু কথা বলে গেলেন। তৃতীয় কেস নম্বর ২১১৮, বিনয়কৃষ্ণ মোদক—আমি এর কথাও বলিনি, নামও বলিনি, কেস নম্বরও বলিনি। হাউসকে ধাপ্পা দেবার কেমন একটা মজার ব্যাপার হয় দেখুন। চতুর্থ কেস নম্বর ১৮৫৮, শান্তিরঞ্জন ব্যানার্জি—আমি এর নামগন্ধও করিনি, কেস নম্বর প্রভৃতি কিছুই বলিনি। যেগুলো আমি বলেছি সেগুলো চেপে গেলেন, তার একটারও কথা বললেন না, তার একটারও উত্তর নেই। তিনি কি মন্ত্রীদের বিহাফএ উত্তর দিচ্ছেন? কে তাঁকে এইসব জোগাচ্ছে? যদি কোন কর্মচারী তাঁকে এইসব জুগিয়ে থাকে, তাহ'লে সে এইসব ফাইলের কথা তাঁকে দেয় কেন এবং তার এনকোয়ারী হোক। তাঁর কি বলবার অধিকার আছে? এক যদি মন্ত্রীরা তাঁকে বলতে বলে থাকেন তাহ'লে তাঁরাই এইসব মিথ্যা কথা বলছেন বলে আমি ধরে নেব। তারপরে যে দুটি আমার কেস সম্বন্ধে বললেন তাও আবার বিকৃত করে বললেন এবং সেটা কিরকম বিকৃত তাও একটু দেখিয়ে দিই। আমি

একটি কেস সম্বন্ধে বলেছিলাম—২৫০৪৪ ফাইল, শরৎচন্দ্র গোস্বামী—যে এই লোকটি সম্বন্ধে কণ্ট্রোলার নিজে ফাইলে লিখলেন, যখন আই.ও অধীরকে দিয়ে নন-রেফ্যুজিকে রেফ্যুজি বলে পাশ করাতে পাচ্ছেন না,

"As regards his refugee status I am satisfied. You are not to enquire on that. You are to enquire on other points."

কিন্তু আই.ও অধীর আদার পয়েন্টসএ এনকোয়েরি করল এবং সে যে নন-রেফ্যুজি এটাও সে এনকোয়েরি করে প্রমাণ করে বলে দিল। তখন তিনি ভীষণ বিরক্ত হয়ে গেলেন এবং অধীরকে সাসপেন্ড করার পরেও যেহেতু অধীর ঐ লিখেছে সেহেতু তিনি তাকে অর্থাৎ শরৎচন্দ্র গোস্বামীকে আর লোন দিতে পারলেন না। আমি বলেছিলাম যে এই ব্যক্তি তাঁর অর্থাৎ কন্ট্রোলারের বন্ধুর শ্বশুর এবং সেই কথা আমার বক্তৃতার মধ্যেও আছে। আমি কি বলেছি এবং আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি বলেছেন—এই দু'জনের বক্তৃতাই এখানে আমার কাছে আছে। কিন্তু আমি আর সেইসব পড়তে চাই না কারণ সময় অল্প এবং অন্যসব ব্যাপারেও বলতে হবে। খালি চ্যালেঞ্জ করেছেন বলেই উত্তর দিচ্ছি, দু'জনের বক্তৃতা কেউ পড়ে দেখুন তাহ'লেই দেখবেন যে আমি যা বলেছি তার একটারও উত্তর উনি দেন নি। উনি তাঁর বক্তৃতায় বলছেন যে নন-রেফ্যুজি বলে তাকে লোন দেওয়া হয় নি, যেন আমি বলেছি যে শরৎচন্দ্র গোস্বামীকে লোন না দেওয়াটা খুব অন্যায় হয়েছে। আমার কথা হচ্ছে যে নন-রেফ্যুজি হ'লেও তাঁকে তিনি অর্থাৎ কন্ট্রোলার বলেছেন যে—

"As regards his refugee character I am satisfied"

এই কথা বলে তিনি তার ফাইলেও লিখেছেন। অধীরকে বলেছেন যে ওটা বাদ দিয়ে অন্য পয়েন্টে এনকোয়েরি কর।" কারণ ইনভেষ্টিগেটরএর একটা রেকমেণ্ডেশন দরকার হবেই। কিন্তু এ সৎ ছেলে বলে কণ্ট্রোলারের অন্যায় কথা শুনে নি। এই পাপচক্রের মধ্যে সৎ ছেলে থাকবার উপায় নেই বলে প্রমাণ হচ্ছে। তারপর কেস নম্বর ২২৩৫—অনিলরতন চক্রবর্তী সম্বন্ধে যা বলেছেন সেইসব আরও হাস্যোদ্দীপক—সাজেস্টিও ফলসী য্যান্ড সাপ্রেসিও ভেরি। আমাদের এই নবযোয়ান বন্ধুটি, আমি যেদিন বলি সেদিন এই হাউসে উপস্থিতই ছিলেন না অথচ অম্লান বদনে অসত্যের পরিবেশন করছেন। শ্রীঅনিলরতন চক্রবর্তীর কেস—টিপিক্যাল কেস এবং আমি এখানে সবিস্তারে তার কথা বলে অধীরের উপর যে অন্যায় করা হয়েছে তা দেখিয়ে ফাইট করেছি। আমি এই কেস সম্বন্ধে এখানে বলেছি যে আই.ও, অধীর নন-রেফিউজী বলে যখন তার সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়েছে তখন অন্য আই.ও. দিয়ে তাকে রেফিউজী বানিয়ে কে, এস, মিত্র, লোন দেবার ব্যবস্থা করেছেন কেন না তার ভ্রাতা হাঁসপাতালে ডায়েটারী সাপ্লাই করে এবং তার এই লোন রিয়্যালাইজ করার জন্য আই.ও, অধীরের কাছে যখন ফাইল আসে তখন কি হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত বলেছি। ল অফিসারএর কাছে সেই ফাইল গিয়েছিল এবং ল অফিসার আই.ও, অধীরকে সাপোর্ট করেছিল এবং সেটা সেক্রেটারী হিরণ্ময় ব্যানার্জির কাছে যাওয়ায় তিনি সেটা আর.বি.আর.বি. বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেইসমস্ত আমি এখানে পড়েছি এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান সেটাকে হাস-আপ করবার জন্য যে চিঠি লিখেছিলেন তার ফটোষ্ট্যাট আমি এখানে পড়েছি কিন্তু সেইসমস্ত চেপে গিয়ে তিনি আবোল তাবোল বলে গেছেন—অর্থাৎ যাকে বলে "সাজেসিও ফলসী এন্ড সাপ্রেসিও ভেরীর" ব্যাপার। সময় যাচ্ছে, আপনি সময়ও অল্প দিয়েছেন, কিন্তু আমি খালি বলছি যে গুরুতর অভিযোগ আমরা যখন করি তখন অর্থসচিবের এখানে থাকা উচিত। এটা যদি গণতন্ত্র হয় তাহ'লে তাঁর আমাদের কথায় কান দেওয়া উচিত এবং এই হাউসের মধ্যে কমিটি করে এইসমস্ত নিয়ে অনুসন্ধান করা উচিত। সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যাময় এই বাস্তুহারা সমস্যার যদি সমাধান করতে চান তাহ'লে সর্বদলীয় কমিটি করা উচিত। ও'রা আমার রুচির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু সভাপালমহাশয়, আমার কাছে এমন সব তথ্য আছে এই সেই সব যদি হাউসের মধ্যে কমিটি হয় তাহ'লে আমি সেগুলো সেখানে প্লেস করব। আমি খালি ৩টি ছবি দেখিয়েছি এবং বলেছি যে এইরকম উর্ধ্বতন কর্মচারীরা নিম্নতম কর্মচারীদের জোর করে অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত করায়। যেখানে সমস্ত গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজ হয় সেখানে যদি এইরকম সমস্ত জিনিস চলে তাহ'লে কি অবস্থা হবে ভাবুন। তার ফটোষ্ট্যাট আমি পড়েছি

এবং সেই ছবি ফিরিয়ে নেবার সম্বন্ধে সেসব উক্তি আছে তাও। আমার রুচিবোধ আছে বলেই আমি অনেক কথা বলিনি, কোন পরিবারের অনিষ্ট হবে বলেই আমি বলিনি, কিন্তু ওখানে যেসব মেয়ে কাজ করে তাদের নগ্ন ছবিও আমার কাছে আছে।

[4-10—4-20 p.m.]

আমার কাছে কেরাণী টাইপিষ্ট প্রভৃতির যেসব নগ্ন ছবি আছে সেইসব আমি হাউসের কমিটির কাছে প্লেস করতে রাজী আছি। হাউসের মধ্যে কমিটি হোক—প্রধানমন্ত্রী তাতে থাকুন, হাউসের অন্যান্য পার্টির সদস্যরা থাকুন এবং চলুন আমরা সকলে মিলে গিয়ে এনকোয়ারী করি যারা এই পাপচক্র সৃষ্টি করে, সরকারী দপ্তরখানায় অনাচার চালায় তাদের কথা প্রকাশ না করলে কর্তব্য করা হয় না। যদি আমরা জীবন্ত জাতি হই, যদি আমাদের এটা গণতন্ত্র হয় তাহ'লে আজকে বাস্তুহারা সমস্যাকে সকলে মিলে সমাধান করব। সৎ কর্মচারীকে রক্ষা করব অসৎ কর্মচারীকে সাজা দেব। আনন্দগোপাল আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে মাথা নত করব যদি একটাও তিনি যা বলছেন আমি অসত্য বলতে পারি। আমার কথাগুলোকে অসত্য বলতে গিয়ে তিনি কতকগুলো বাজে কথা বলেছেন এবং যেসব উদাহরণ আমি দিইনি সেইসব জিনিস এনেছেন। আর একটি কথা তিনি বলেছেন—মন্ত্রীর সাহস হয় নি দাঁড়িয়ে বলতে যে মন্ত্রী কোনদিন কাউকে টাকা লোন দেওয়া সম্পর্কে কোন ইণ্টারেষ্ট নেন নি। আমি জানি এখান থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী টেলিফোন অর্ডার গেছে, আমার বক্তৃতার পরে এবং সেখানে সকল পাপচক্রের অফিসাররা এক জায়গায় বসে ফাইলগুলির নবরূপ দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাদের মুখোস খুলে দিতে পারি এবং অন্যান্য অফিসাররা যাঁরা আছেন তাদের সম্বন্ধে সেবারে আমার বলা হয় নি। একজন ইনভেষ্টিগেটর আলিপুরে ছিলেন। আলিপুরে ইনভেষ্টিগেটর থাকা কালে তিনি বহু কাজে লোককে লোন দিয়েছেন। এদের অনেকের খোঁজই পাওয়া যাবে না। ম্যাথরাণী কমিটি যে বলেছেন যে ২ কোটি টাকার লোনীরই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তারজন্য দায়ী এ'রাই। তিনি এখন অকল্যান্ড প্লেসে ডেপুটী কণ্ট্রোলার হয়ে আছেন এবং টালিগঞ্জ মিউনিসিপালিটী, কলকাতা কর্পোরেশনে ঢুকে যাওয়াতে ঐসব ফাইল বস্তা বস্তার অকল্যান্ড প্লেসে এ'রই হেফাজতে এসেছে। সেইসব ফাইলের অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে কত লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি হয়েছে এবং ফাঁকি হয়েছে। আর যিনি মন্ত্রীমহোদয়া আছেন তাঁরও বিচার হওয়া উচিত। কারণ তিনি দস্তুরমতন এইসব জিনিসে ইণ্টারফেয়ার করেছেন এবং যার জন্যে আমি জানি যে হিরণ্ময় ব্যানার্জি পদত্যাগ করতে চেয়েছেন। আমাদের বন্ধুবর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন যে অধীররঞ্জনের সাসপেণ্ডএর জন্য তিনি পদত্যাগ করেন নি—একথা কেউ বলেন নি। এখানে বলা হয়েছে যে তাঁর মন্ত্রীমহোদয়ার ইণ্টারফারেন্সএর জন্য হিরণ্ময় ব্যানার্জির মতন সাধু সৎ প্রকৃতির লোক পদত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। আরও বলি তিনি কিরকম করেছেন—আমি বলেছি লোন একাউণ্ট ২৭৭৭র নাম হচ্ছে বাসুদেব ব্যানার্জি, মন্ত্রীমহোদয়ার বিশেষ পরিচিত—মন্ত্রীমহোদয়া হিরণ্ময় ব্যানার্জির কাছে নোট দিয়েছেন, হিরণ্ময় ব্যানার্জি এবং অন্যান্য যারা এই সম্বন্ধে কন্সার্ণ তাদের সাক্ষী মানা হোক, যে ওকে বাস কেনবার জন্য ৫ হাজার টাকা লোন দিতে হবে মন্ত্রীমহোদয়া একথা লিখেছিলেন কিনা? সেদিন মন্ত্রীমহোদয়ার মুখ একটু শুকিয়ে গিয়েছিল, আজ একটু শক্ত হয়ে বসে আছেন। মন্ত্রীমহোদয়ার সেই নোট হিরণ্ময় ব্যানার্জি কণ্ট্রোলারএর কাছে পাঠিয়ে দেওয়াতে কণ্ট্রোলার আই,ও, অধীরকে বারবার চাপ দিয়ে বলেছেন যে এটা মন্ত্রীর নোট, সুতরাং তোমাকে বলে দিতে হবে যে ৫ হাজার টাকা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে নন-রেফ্যুজি—আই,ও, অধীর তাকে নন-রেফ্যুজি বলে দিল। তখন সেই ফাইল কণ্ট্রোলার মন্ত্রীমহোদয়ার কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু ফাইল মন্ত্রীমহোদয়ার কাছে ফিরে যাবে কেন? তখন তিনি বাসুদেব ব্যানার্জিকে ডেকে এনে বুঝিয়ে বললেন যে দেখ এই কারণে আর লোন দেওয়া গেল না এবং সেই ফাইল ফাইল্ড হয়ে রয়েছে। এই কথা কেন তিনি সেদিন দাঁড়িয়ে অস্বীকার করলেন না। কিন্তু তিনি আমাদের নবযোয়ান আনন্দগোপাল মুখুজ্যেকে এইরকমভাবে ডিনায়াল করতে, অসত্য উক্তি করতে পাঠিয়েছেন। সুতরাং এইসব জিনিস হাউসের মধ্যে কমিটি বসিয়ে বিবেচনা করা উচিত। আমি জানি আমার খবর সম্বন্ধে ১৪ই ফেব্রুয়ারী যখন এখান থেকে টেলিফোন গেছে, তখন সকলে সেখানে সমবেত হয়ে বহু কিছু করেছেন। জেনারেল সেকসানের হেড এ্যাসিসটেণ্ট

সরোজ সোম কয়েকজন সহকারী সহ সারারাত জেগে ফাইলে নবরূপ দেবার কাজ করেছিলেন—হি টার্ণড নাইট ইন্টু ডে এবং পরদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত তাঁরা ফাইলের নবরূপ দিয়েছেন। খাওয়া ইত্যাদি অফিসেই করেছেন। এইসব জিনিস চোখের সামনে চলবে, গণতন্ত্রে আবুহোসেনী করবার কারুর অধিকার নেই, কারণ আমাদের দরিদ্র জনসাধারণের ঐসব অর্থ। এইসব কথা বলতে গেলে দোষ হয়, রুচির অভাব হয় কিন্তু যারা এই পাপচক্র সৃষ্টি করে তাদের অপরাধ হয় না। আচার্য কৃপালনীর পেছনে আই, বি, লাগতে পারে—আর চৌরঙ্গীতে বাড়ীর নাম্বার আমার কাছে রয়েছে, প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় যে পাপচক্র সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে আই, বি, লাগান যায় না? আমি কারুর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাইনে, কিন্তু আমাদের কোন কর্মচারী যদি আর দশজনকে কুপথে নিয়ে যায়, প্রত্যেকদিন সেখানে যদি একটা নরককুণ্ড বসায়, তাহ'লে কেন আমরা আই, বি, দিয়ে সেইসব জিনিস অনুসন্ধান করব না, কেন আমরা তাদের ধরব না। আমাদের এই রায় মন্ত্রীর তিনটে প্রিন্সিপল—

Nepotism, corruption and denial of justice.

তাঁরা নিজেদের আত্মীয় পোষণ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না, দুর্নীতি ছাড়া জানেন না এবং অবিচার তাঁদের মূলমন্ত্র। এবার আমি বাজেটের অন্য ব্যাপারে যাব, নেহাৎ চ্যালেঞ্জ করেছিলেন বলেই আমাকে এইসব কথা বলতে হ'ল। আমার প্রত্যেকটা অভিযোগ গুরুতর এবং আমার কাছে এখনও যে বহু তথ্য আছে তাও আমি হাউসের কমিটির সামনে দিতে পারি, কারণ এই পাপচক্রের ও'দের কাছে দিয়ে কোন লাভ নেই। আমার ভ্রাতা বললেন কিনা অফিসারের বিরুদ্ধে যারা এখানে উত্তর দিতে পারে না, তাদের সম্বন্ধে আমার বলা ঠিক হয় নি। অফিসাররা উত্তর না দিতে পারে মন্ত্রীরা তাদের হয়ে উত্তর দিক। কিন্তু তিনি আই,ও, অধীর সম্বন্ধে বললেন যে সে যে ফাইল চুরি করেছে আমি সেই ফাইল থেকে বলছি। কিন্তু তার যে প্রভু যে তাকে সাসপেন্ড করেছে সেও এই কথা বলতে পারে নি। এক ৭০০ নম্বরের মনীন্দ্রভূষণ সেনের ফাইল, সেটা নিয়েই কথা যে তার অরিজিনাল ফাইলটা অধীর ফেরৎ দেয় নি। কিন্তু তাও সে বলেছে যে আমি সেটা ফেরৎ দিয়েছি এবং আমি ফটোস্ট্যাট দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছি যে ২ মাস পরে সেই ফাইলের নম্বর "কোট" করে চিঠি দেওয়া হয়েছে। প্রথমে বললে অরিজিন্যাল ফাইল এবং সাবসিডিয়ারী ফাইল এই দু'টোই লষ্ট কিন্তু তারপরে আবার বলল যে সাবসিডিয়ারী ফাইলটা পাওয়া গেছে। অরিজিন্যালটা তুমি এখনও দাও নি, কিন্তু পিওন বই থেকে সে যখন দেখাল যে আমি দু'টো ফাইলই ফেরৎ দিয়েছি তখন কণ্ট্রোলার একেবারে চুপ করে গেলেন, আজ পর্যন্ত কোন বিচার তার হ'ল না।

[At this stage the blue light was lit.]

আমি বাজেটে এখনও আসি নি। আপনি আমাকে আধঘণ্টা সময় দিয়েছেন কিন্তু আমি মাত্র ২৫ মিনিট বলেছি।

Mr. Speaker:

আপনাকে তো আগেই বলেছি সময় সম্বন্ধে, শুধু একটা পয়েন্টইতো বলছেন।

Sj. Haripada Chatterjee:

আমি অন্ততঃ একটু বাজেট সম্বন্ধে বলি, আমাকে চ্যালেঞ্জটার উত্তর দিতে হ'ল। আমি শুধু বাজেটের একটা পয়েন্ট বলব। আপনি আলোটা দয়া করে জ্বালবেন না, কারণ তাতে আমার পয়েন্টগুলো গুলিয়ে যায়।

সভাপালমহাশয়, আমি একটা ভয়ানক জিনিস আপনার সামনে আনব এবং এই ব্যাপারটা আমি এখানেই চাপা দিলাম। আমাদের অর্থসচিব মহাশয় অনেক কাজ করেছেন, যাতে হাত দিয়েছেন সেটাতেই সর্বনাশ করেছেন। তাঁর আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়েএর ব্যাপার আমরা দেখলাম, তাঁর কল্যাণী দেখিলাম, ডিপ-সী ফিসিং দেখলাম, ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট দেখলাম, হরিণঘাটা দেখলাম। অর্থাৎ আমাদের এই আবুহোসেন প্রধানমন্ত্রী যাতেই হাত দিচ্ছেন সেটাতেই একেবারে ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু এখন শুধু বাকী আছে শিক্ষা। এবার তার শিক্ষাতে হস্ত দেওয়াতে আমাদের সামনে মহাসর্বনাশ উপস্থিত। এই মার্জার নিয়ে যে আগুন জ্বেলেছেন

এই শিক্ষার ব্যাপারে হস্তক্ষেপে সেইরকম আগুনই জ্বলবে এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি স্বখাত সলিলে ডুবেছেন, যে গুটি পোকায় গুটি করে বেরুলে বেরুতে পারে, মহামায়ার বন্ধ গুটি আপন নালে আপনি মরে। তাঁর এই অবস্থা হয়েছে এবং তাঁর ট্যাঙ্কেশন এখন অন্তিম সময়ে উপস্থিত। আমি হঠাৎ দেখলাম যে তিনি এখানে এই সাদা বইটিতে

Statement showing the Progress of Development Schemes and New Schemes outside the Development Programme included in the Revised Estimate for 1955-56 and Budget Estimate for 1956-57, page 71—

Expansion and upgrading of High School Courses (academic type) and provision of class XI 1956-61

৫০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৬-৫৭ বাজেটএ ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়েছেন এবং এটা সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতায়ও কিছু না বলে এখানে এটা টুক করে দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ ১১টি ক্লাসের স্কুল তিনি করবেন। সভাপালমহাশয়, ব্যাপারটাকে আপনি ভাল ক'রে বুঝুন যে, এই সম্বন্ধে সিনেট, ইউনিভারসিটি, আমাদের বিধানসভা জানল না, কিন্তু তিনি ইণ্টারমিডিয়েট উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। এটা করছেন তিনি এবং তাঁর ব্রিলিয়াণ্ট সেক্রেটারি, যিনি দিল্লীতে ১,২০০ থেকে ১,৪০০ টাকা মাইনে পেতেন এবং যার সম্বন্ধে তিনি বললেন তাঁকে ২,৭৫০ টাকা দেওয়া হ'ল এবং যেহেতু তাঁর পূর্ব চাকরি পাবলিক সার্ভিস কমিশন দিয়েছিল সেইজন্য আর ২,৭৫০ টাকায় পশ্চিমবাংলায় নিযুক্ত করার সময় পি,এস,সিকে কনসাল্ট করার কোন দরকার নেই। কিন্তু এই সম্বন্ধে কোথাও কোন রুল নেই, নিয়ম নেই, অসত্য কথা ব'লে নিজের খামখেয়ালীকৃত অন্যায় কার্যকে তিনি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। দিল্লীতে তিনি কি পেতেন? এখানে যদি সেই ব্রিলিয়াণ্ট সেক্রেটারিকে ২,৭৫০ টাকায় আনতেই হয় তা হ'লে নিশ্চয় তাঁকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনএ যেতে হবে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম পি,এস,সিকে কনসাল্ট ক'রে তাঁকে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে কিনা? এই সামান্য একটা প্রশ্নের উত্তর যা এক মিনিটে দেওয়া যায় তার উত্তর তিনি তিন বছর পরে দিলেন। এবং সমস্ত বিষয়ে দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণই হ'ল তাঁর ব্যাপার। এইসব জিনিস দেখিয়েই আমি আপনাকে বলতে চাই যে, কি সর্বনাশ ব্যাপার শিক্ষা বিভাগে হবে।

[4-20—4-30 p.m.]

বাঙ্গালী আর সব সহ্য করতে পারে। কিন্তু তার শিক্ষায় হাত দিলে সে ছাড়বে না। ওটা অর্থাৎ ১১ ক্লাসের স্কুল করলে সমস্ত কলেজগুলি ভেঙ্গে যাবে এবং তাতে বাঙ্গালীর শিক্ষার সমূহ ক্ষতি হবে। তিনি খুব বড় গলা করে কথা বলেন কিন্তু তাঁর বড় গলার কি নমুনা। এখানে তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলছেন যে—

"In five-year period 156 Girls' Secondary Schools have been set up of which nine were initiated and sponsored by Government".

অর্থাৎ ১৫৬টা মেয়েদের স্কুলের মধ্যে বড় গলা করে বলছেন যে তিনি মাত্র ৯টা করেছেন। আর তিনিই আমাদের এডুকেসানে হাত দিচ্ছেন এবং যা করছেন তাতে সমস্ত কলেজগুলি ভেঙ্গে যাবে। আপনি জানেন যে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছেলেগুলো যদি চলে যায় তাহ'লে বি,এ, এবং বি,এস,সি, দিয়ে কলেজগুলি চলতে পারে না। এই প্ল্যান তাঁর এবং তাঁর বিলিয়্যাণ্ট সেক্রেটারীর মাথায় ঢুকেছে এবং কাউকে এইসব ব্যাপারের কিছু তিনি জানাবেন না। এইরকম কাজ অত্যন্ত ডেঞ্জারাস্। দেশের স্বার্থের দিক থেকে আমাদের স্কুলগুলিকে "ব্রিটেন" স্কুলের মতন করা উচিত ছিল। সেখানে ৩ রকমের স্কুল আছে—একাডেমিক, ভোকেশনাল এবং টেকনিক্যাল। গ্রামের ছেলেদের পক্ষে ভোকেশনালটা বেশী দরকার এবং ভোকেশনাল মানে হচ্ছে যে সেখানে লেখাপড়াও শেখা যায় এবং হাতের কাজও কিছু শেখা যায়। টেকনিক্যালটা হবে পিওর টেকনিক্যাল এবং একাডেমিকটা হচ্ছে যে যেখানে স্থায়ী লেখাপড়া শেখে ও ভাল ছেলেরা সেখান থেকে বেরিয়ে য়ুনিভারসিটিতে যায়। ব্রিটেনে ঠিক এইরকম ৩টি এ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। কিন্তু তিনি এখানে মাল্টিপার্পাস স্কুল করছেন তাতে ডিনায়্যাল অব এডুকেশন যেমন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পলিসি ছিল ঠিক সেইরকম হবে। ইনি বড়লোক ছাড়া বোঝেন না, চেনেনও না—এবং আমাদের অর্থসচিব হিসাবে গরীবের কথা ভুলে গিয়ে বড়লোকের কথাই কেবল ভাবেন।

মাল্টিপার্পাস স্কুলের জন্য ব্যয়টা কি হবে, না—১৫টি মাল্টিপার্পাস স্কুলের জন্য তিনি গতবার ব্যয় করেছেন ৯১ লক্ষ ৩৬ হাজার, ব্লু বুক, ৩৮৮ পাতা। সেইস্থলে ২০টি গভর্ণমেণ্ট স্কুলের জন্য মাত্র ১৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ব্যয় করেছেন, ব্লু বুক, পাতা ৩৫০। এই মাল্টিপার্পাস স্কুলে পড়া কিরূপ ব্যয়সাধ্য হবে তাই বলি। ডাঃ জ্ঞান ঘোষ যখন ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন তখন সিনেটের একটা কমিটি সভায় সেখানে আমাদের একাডেমিক কাউন্সিলএর বিশিষ্ট লোকেরা, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সিনেটের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, এই মাল্টিপার্পাস স্কুলের বেতন হবে কত এবং তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন মাত্র ২৫ টাকা। সেই ২৫ টাকা বেতন দিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের ছেলেরা কি কেউ মাল্টিপার্পাস স্কুলে পড়তে পারবে? মাল্টিপার্পাস স্কুলের মানে হচ্ছে যে সেখানে ১০টা ছেলে একটা সাবজেক্ট পড়বে এবং তারজন্য একটা শিক্ষক রাখতে হবে—এই জিনিস কখনও এ দেশে চলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তারজন্য একদা ঠাট্টা করেছিলেন যে—আমাদের এই বৃটিশ সরকারের শিক্ষায় ডিনায়াল পলিসি যাঁরা প্রেসিডেন্সি কলেজ সৃষ্টি করে উচ্চ বেতন নির্ধারণ করে দরিদ্র বাঙ্গালীর ছেলেদের পড়াবেন ঠিক করেছিলেন তাঁদের পলিসি এইই ছিল। দেশে যখন দুর্ভিক্ষ তখন যেমন কেউ বলে না যে সোনার থালা তৈরী করে তোমাদের খেতে দেব তেমনি শিক্ষায় যখন দুর্ভিক্ষ তখন বড় বড় ইমারৎ আর দালানের পেছনে কেউ ছোটে না। কিন্তু আমাদের এই "ব্রিলিয়েণ্ট সেক্রেটারীর" কল্যাণে সেই ধারাই বেশ চলছে। বিল্ডিং পার্পাসএ খরচটা আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে সেখানে খরচ করা হবে ৪০ লক্ষ টাকা।

> "A loan of Rs. 40 lakhs was received from the Government of India last year, for establishing in Calcutta number of day students' homes, where this and that......"

এর কারণ হচ্ছে যে এটা ও'র দরকার, কারণ ও'র ভাই আবার কণ্ট্রাক্টার—ধীরেন, বীরেন দুই ভাই—একজন সেক্রেটারী আর একজন কণ্ট্রাক্টার। ভাই কণ্ট্রাক্টার হতে পারে কিন্তু আপনারা বুঝুন যে বিল্ডিং করার দরকার হচ্ছে কিনা? এ ছাড়া আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বড়লোকের প্রতি যে টান সেটা এখানেও ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ

Acquisition of Taki House, 6 lakhs 80 thousand

কিন্তু এই টাকী হাউসের দাম ২ লাখ টাকাও হবে না; সেইরূপ একুইজিশন অব ১৪৭ রাস-বিহারী এভেনু ৮,২৮,০০০ টাকা। এবং এই ভ্যালুয়েসনগুলি কি তিনি এবং তার "ব্রিলিয়েণ্ট সেক্রেটারী" করেছেন, না আমরা জিজ্ঞাসা করি যে অন্য কাউকে দিয়ে ভ্যালুয়েসান করিয়েছেন। সুতরাং সবাই একেবারে সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। [হাস্য]। তারপর আর একটি কথা। যখন গরুর গাড়ী কাদায় পড়ে তখন গ্রামের শ্রেষ্ঠ যোয়ানও তাকে একা তুলতে পারে না বলে সকলে মিলে সেটাকে তখন তোলে। কিন্তু এ ভদ্রলোকের সেইসব নেই. ৭৪ বছর বয়সের বিরাট পুরুষ একাই সব করবেন। এত বড় এডুকেশনের পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি সিনেট, বিধান সভা ইত্যাদি কারুর সঙ্গেই পরামর্শ করবেন না। আবার একুইজিশন অব পশুপতি বোসেস হাউসএর জন্য ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা—এইসব জিনিস খুঁজে খুঁজে বের করে দেখছি যে কোথায় এখানে একটু ওখানে একটু আছে এবং সেইসব ধরাও পড়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাঁর এডুকেশন্যাল পলিসি সম্বন্ধে এক কথায় বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে উনি নিজের গরবে নিজেই ফোলেন। চিত্রাঙ্গদা রাবণকে যা বলেছিল সেই ভাষায় বলতে হয়—

"কে কহ
এমন অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি লঙ্কাপুরে,
হায় নাথ, নিজ কর্মফলে মজালে রাক্ষসকুলে
মজিলা আপনি।"

[হাস্য] এইসব হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপার। সময় সংক্ষেপ বলে আমি এখানেই শেষ করলাম, পরে আবার বলব।

Sjkta. Mira Dutta Gupta: Mr. Speaker, Sir, there is no doubt that ever since independence this State has been passing through a continuous crisis in its economic affairs. The problems are so general and touch us

all so vitally that they cannot be dealt with as party issues. While I must admire the courage with which the Chief Minister has planned the Government programme for the next year, I shall draw attention to certain matters which have in my opinion not received sufficient attention.

The most conspicuous feature of the budget is the mounting burden of public debt. In discussing budget proposals last year I emphasized the dangers inherent in the recurrent deficits incurred by the State. The gap between the State's income and expnditure has been widening and the total debt owing has passed the danger point.

I ventured the opinion last time that the distribution of tax sources between the Centre and the States must be somehow not strictly equitable, at least definitely not so in the context of the economic relations between West Bengal and the Centre, so that in meeting its primary obligations the State has systematically been going beyond its resources. We are surely all agreed in this House that the West Bengal Government has by no means been immoderate in spending for the benefit of its people. If in discharging elementary obligations to the citizens the State has to run into enormous debt every year, it would only prove that the resources allotted to the State are inconsistent with its obligations to the people. We see that at the end of this year the State's total debt would be Rs. 168 crores to the Central Government and Rs. 15 crores to the investing public. A State which is indebted to the Central authority to the extent of nearly three and a half times its income runs the risk of compromising its freedom of policies.

It would be only rational to propose that when the Government of India incurs expenditure on projects like those under the auspices of the Damodar Valley Corporation and when such expenditure is essential for the nation's welfare, it is not fair to have the State of West Bengal involved in increasing debt on that account to the Central Government.

I may claim that it is the feeling of everybody in this House that the last Finance Commission did not show sufficient awareness of the special problems harassing our State. The allotment of the distributable share of Central taxes was fixed without any reference to our enormous burdens. The formula adopted by the last Finance Commission that State's share of distributable Central revenue should be based 80 per cent. on population and 20 per cent. on collection could by no means ensure justice to a State like West Bengal which had lost its territory, population and economic balance by partition but still returned large sums in Central taxes. The increasing debt burden of the West Bengal Government is a symptom of the basic inconsistency between the State's means and its requirements and the position cannot be improved except by a basic revision of the economic relations between the Centre and the State. We have to represent our special problem before the Finance Commission in the light of West Bengal's economic experience since the last report and we should insist on having the population-collection formula reversed or largely altered.

[4-30—4-40 p.m.]

I find that next year's budget estimates a market loan of Rs. 5 crores to finance development schemes and also that over the Second Plan period a total of Rs. 25 crores by way of loan from the public is expected. I admit that our public issues have so far succeeded but it is doubtful if a total of Rs. 25 crores in State loans could be raised over the Second Plan period. It is well-known that the main buyers of marketable loans have so long been the Life Insurance Companies and Employees' Provident Funds. The nationalization of Life Insurance has clearly abolished the main sources of our market loans and unless the Central Government guarantees a substantial portion from future accumulation in life funds towards State loans it is really doubtful how far issues of the State Government might achieve success.

A fruitful source of development loans for the State is its share of small-savings collections received within this State. I find in the budget that a total of Rs. 8.8 crores has been assumed under this head over the First Plan period. I had been personally connected for a time with the National Savings Organisation and might suggest that this appears to be easily an overestimate. During the First Plan period there were targets set for collections from each State and the State share depended on the State exceeding or very nearly reaching the target. It is doubtful if the performance of the State Government during the last five years would guarantee anything approximating the total sum assumed in the budget.

I do not propose to go into the details of the budget except to point out one or two outstanding features which to my mind have received inadequate attention. We could reasonably expect a higher revenue from sales tax, a matter that has often been discussed before. With proper administration and steps to check evasion total volume of trade in West Bengal would appear capable of higher revenue yield. Apart from executive measures it is important to investigate if we should not change over to multi-point levy or to the combined pattern of single and multi-point tax as advocated by the Taxation Enquiry Commission. The single-point tax statutorily exempting registered dealers from taxation leaves scope for tax-free transactions of which advantage is taken by the unscrupulous. A multi-point tax charging every sales transaction would appear to be more of sales tax while a single-point tax would seem to resemble an excise levy charging to uniform duty all goods produced. I think Government should investigate the matter thoroughly and decide the pattern of levy to ensure maximum yield in taxes. In the budget there seems insufficient attention paid to co-operative development and growth of small-scale industries. The recent land legislation provides special opportunities for co-operative farmers but some positive approach in the matter beyond legal provision seems urgently needed. Though the co-operative movement is supposed to presume the minimum of official interference, I think at the early stages some positive official policy is necessary to plant the co-operative spirit firmly. I think it is not proper to leave formation and operation of co-operatives entirely to non-official enterprise—I believe there is scope for official initiative. People might be lured into the co-operative movement by the offer of special facilities to agricultural co-operatives in the form of loan of implements and fertilizers and deputation of technicians and other executives. There is scope for the co-operative movement in the industrial sphere including organising and running of industries. Town planning, marketing, processing, retail sales, etc., offer promising field for co-operation and adequate attention should be paid in these directions. The Central Government will soon be setting up the National Co-operative and Warehousing Development Funds and the State should do everything to take advantage of the generous help promised by the Centre in these respects.

There is a large measure of agreement today that cottage industries are very necessary at our present state as guarantee of fuller employment and as a means of utilizing human skill in the absence of adequate capital resources in the country. But we need a long-term national policy in regard to cottage industries as economic progress for our entire people is not clearly possible unless human productivity is increased by association of manpower with capital equipment.

Conspicuous by its omission from the draft Second Five-Year Plan is the Ganga Barrage Project. There is no reference also in the State budget to this. We all agree in this House about the vital importance of the Ganga Barrage Scheme both for the welfare of the State and for the future of Calcutta as India's foremost port. There was assurance of the Project's acceptance in the Second Five-Year Plan but the draft already published

does not refer to it. There is no provision also in the budget of any expenditure relating to this perhaps because this might wholly be on Central account. Whatever it is, we need to be assured once again that the Ganga Barrage Project will not be shelved when the Nation's Second Plan is finalised.

Finally I should take this opportunity to refer briefly to the decision of the Government to establish a separate Department of Social Welfare for dealing more effectively with the youthful vagrants, destitutes, orphans, women and children in moral danger, delinquents, convicted children and beggars. The measures visualised the centralisation and re-organisation of various existing institutions and homes and opening of new institutions with extended training facilities for the rehabilitation of the inmates and their ultimate re-establishment in society as useful citizens. For this purpose it was proposed to classify the various types of individuals not on the basis of the different Acts which are now operating in this State (the Bengal Children Act, the Bengal Vagrancy Act, etc.) but on the basis of the needs and requirements of these individuals. The juvenile vagrants, orphans and destitutes will be housed not in Vagrants' Homes, State Welfare Homes and Destitutes' Homes under different administrative departments but in Junior and Senior Boys' and Girls' Homes where they will be so trained that they will gradually regain the social status and be reclaimed as useful citizens of a welfare State. Some have doubted the wisdom of housing the child vagrants, orphans and destitutes in one type of institution but I am convinced that if proper approach and method can be developed, the children whom we now condemn as vagrants, will develop along with other children as normal children. They are the victims of circumstances which are beyond their control. The new scheme had, therefore, envisaged the enactment of one comprehensive legislation for dealing with these categories of persons in the whole State of West Bengal.

Recently the working of the State Vagrants' Homes was the subject of appreciative comment in the Press. The Vagrancy Directorate was really doing good work but in a limited sphere which requires extension. One of the papers had, however, pointed out and rightly perhaps the need for the introduction of more elaborate rehabilitation measures, such as employment, trade and craft for the reformed vagrants. The new scheme about which I have just referred contains these provisions. We have been hoping for long for the initiation and implementation of such a scheme for the uplift of the neglected, down-trodden, defenceless and misguided children and young persons. The scheme, therefore, had raised great hopes but no concrete steps appear to have been taken so far to implement the laudable scheme. We find at page 225 of the Budget Estimate for 1956-57 a very small sum has been asked for by the Home (Social Welfare) Branch presumably to cover administrative expenses. May I appeal to the Chief Minister who is in charge of this department to go ahead with this scheme and to establish the Social Welfare Department for taking over the various existing institutions and for enacting the proposed comprehensive legislation as quickly as possible. I am sure all sections of this House will extend their support to this commendable scheme of Government for the uplift of the down-and-outs.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, বাজেট বক্তৃতার মধ্যে আমাদের অর্থমন্ত্রী আমাদের বাংলাদেশের গ্রামের যে সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা তা কোন পর্যায়ে আছে, তার কোন আভাষ তাঁর বক্তৃতার মধ্যে আমরা পেলাম না। অথচ এই বাংলাদেশের অর্থনীতি নির্ভর করে শতকরা ৭৫ জন মানুষ—যারা গ্রামে বাস করে তাদের উন্নতির উপর এবং সেটাই সাধারণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ নির্ণয় করে। কিন্তু আমরা এই বক্তৃতার মধ্যে তার কোন আভাষ পেলাম না।

আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে ১৯৪৮ সাল থেকে যে খাদ্যসংকট এবং দূর্ভিক্ষের যে করাল ছায়া দেখা দিয়াছিল, তার ফলে গ্রামদেশে সাধারণ অর্থনীতি বিকাশের যে পথ সেই পথ রূদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনবার জন্য যে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তা এই গভর্ণমেণ্ট করেন নাই।

[4-40—4-50 p.m.]

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যেটুকু হিসেব নিকেশ দিয়েছেন যে আমাদের দেশের দূর্ভিক্ষের ফলে ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশের ১৪টা জেলায় যে খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে তাতে যে ক্ষতি হয় সে ক্ষতির ফলে ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য আমাদের দেশে উৎপাদন কম হয়ে গেছে এবং তাতে বাংলাদেশের গ্রামে প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়েছিল। এবং এই গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তারমধ্যে মন্তব্য করেছেন—বাংলাদেশের অবস্থা এমন যে আজ যদি সাধারণ গতিপথের এতটুকু এদিক ওদিক হয় তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এবং তাঁরা বলেছেন যে বাংলা-দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয়শক্তি এত নীচে নেবে গেছে, বাংলাদেশের সাধারণ অর্থনৈতিক জীবনে এমন ধশ নেমেছে যে, যদি এতটুকু এদিক ওদিক হয় তাহলে জনসংখ্যার ধ্বংস অনিবার্য, এমন স্তরে বাংলাদেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর ইষ্টার্ণ ইকোনমিষ্টের যে হিসাব সেই হিসাবের তথ্য থেকে আমরা যা পাচ্ছি, তাতেও দেখছি তাঁরা বলেছেন—সাধারণ মানুষের যে ক্রয়শক্তি সে ক্রয়শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তার ফলে আজ খাদ্য ফসলে সাধারণে যে দাম পায় তাতে যা সারা বর্ষের ক্ষতি তা প্রায় এক হাজার কোটী টাকার মতন। তারমধ্যে শুধু বাংলাদেশেই ৩০ থেকে ৪০ কোটি পরিমাণ। বাংলাদেশের কৃষকদের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতি এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ইষ্টার্ণ ইকোনমিক পত্রিকা হিসেব নিকেশ করে এই মন্তব্য করেছেন, এখন কিছু রিফ্লেসান যদিও হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ অবস্থার যে কৃষক, ফসল আটকে রাখবার মতন অবস্থা তাদের নাই। বছরের পর বছর দূর্ভিক্ষে একেই ত তাদের ক্রয়ক্ষমতা সবার নীচে নেমে গিয়েছে, তার উপর খাজনা, দেনা ও ট্যাক্স এইসমস্ত দেবার ফলে তারা যে ফসল উৎপাদন করে তা ধরে রাখবার ক্ষমতা তাদের থাকে না, ফসল হবার সঙ্গে সঙ্গেই সস্তা দামে তাদের বিক্রয় করতে হয়। অন্যদিকে যখন সেই ফসলের দাম ওঠে তখন তা বেশী দামে কিনে নিজের জীবনকে বাঁচাতে হয়। তার ফলে আমরা দেখছি যে, রিফ্লেশন হলেও কৃষকদের স্বার্থের দিক থেকে সে রিফ্লেশনে তাদের অর্থনৈতিক কোন মঙ্গল হচ্ছে না।

বাংলাদেশের প্রধান ফসল পাট। এবং সেটাই হচ্ছে একটা প্রধান অর্থকরী ফসল। কিন্তু সেই পাট সাধারণতঃ যখন মাঠে থাকে তখনই প্রায় অতি কম দামে বিক্রয় হয়ে যায়। এই পাট কেনে যারা তারা মুষ্টিমেয় লোক, যাদের প্রচুর টাকা আছে, লগ্নী আছে, কারবার আছে, তারাই চড়া দাম হলে মুনাফা বাড়ানোর সুবিধা পায়। কিন্তু সাধারণ যে মানুষ, সাধারণ যে কৃষক, চড়া দামের কোন সুযোগ পাবার তার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

আমরা কমার্সের "অ্যানুয়াল রিভিউ"তে যা দেখেছি তাতে ডিসেম্বরে লিখেছে—

"Their industries generally receive only slightly lower prices for the products but they pay less for their raw materials."

অর্থাৎ কাঁচা মাল তারা যখন কেনে তখন কম দামে কেনে। আসলে গ্রাম থেকে যে জিনিস হয় তাতে গ্রামে যারা বাস করে এবং সেই জিনিস উৎপাদন করে তাদের কোন মঙ্গল হয় না, তা দ্বারা যত-রকম আয় হওয়া সম্ভব তাদের বঞ্চিত করে সব কম দামে কিনে নিয়ে করা হয়। আমরা অন্যদিকে দেখছি কমার্স যে মন্তব্য করেছেন তাতে তাঁরা লিখেছেন—আমাদের দেশের গ্রামদেশের যা খাদ্যাবস্থা তাতে গ্রামের অধিবাসীরা যা উপার্জন করে, তা যদি সম্পূর্ণ খাদ্যের পিছনেই নিয়োজিত করে তাহলেও মিনিমাম ষ্ট্যাণ্ডার্ডে বাঁচতে গেলে যে নিম্নতম খাদ্যের দরকার তাও উৎপন্ন করা হয় না,—ফলে গ্রামবাসীর সাধারণ অবস্থা এত নীচে নেবে গিয়েছে যে একদিকে তার ক্রয় ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে আর একদিকে বার বার যে আঘাত, খাদ্যসংকট ও দূর্ভিক্ষের যে আঘাত এইসব মিলিয়ে সাধারণ গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক জীবন বিধ্বস্ত হতে চলেছে।

একদিকে কৃষক জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্চে, আনএমপ্লয়ড হচ্চে, জমি থেকে ছাড়া হয়ে ঘ্রে ঘ্রে বেড়াচ্ছে—বেকার হয়ে, তাদের নিম্নতম বাঁচবারমতন কোন ব্যবস্থা তারা দেখতে পাচ্ছে না, এমন কি একটা নিম্নতম মজ্রীর পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা তাদের জন্য নাই, বেকার হয়ে ঘ্রে বেড়ানো ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নাই। তিন মাস কোনও রকমে চলে ; তারপরই গ্রামের মান্ষের অর্থনীতি ধসে যায়। এই যে বাংলাদেশের সাধারণ অবস্থা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে চেহারা যে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি তাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের বাজেট তৈরী করা ও সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করাতে যে দেশের কোন মঙ্গল হতে পারে—একথা বাংলাদেশের সাধারণ মান্ষ বিশ্বাস করে না। এইজন্য দরকার ছিল বাজেটটা পেশ করবার আগে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখা, এবং স্থির করা যে আমরা কোন জায়গায় আছি। বিশেষ করে বাংলাদেশের যারা নাকি শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবী এবং সম্প্র্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল সেই শতকরা ৮০ জন মান্ষের অর্থনীতি আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে—সেই কথাটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত ছিল। তিনি দেখিয়েছেন আমরা ভূমি সংস্কার করেছি, ল্যান্ড রিফর্মস বিল পাশ করেছি, কৃষকদের হাতে সব জমি যাবে, বাংলাদেশে ন্তন স্র্য উঠবে, তার এই একটা মস্ত বড় স্যোগ। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি? বাস্তব অবস্থা যা দেখি ল্যান্ড রিফর্মস বিল পাশ হয়েছে বটে, কিন্তু তার সম্বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা কি দেখি? সাধারণ কৃষকদের কতট্কু উপকার হয়েছে, কতট্কু জমি তারা পেয়েছে, কতট্কু জমি বাংলাদেশের কৃষকের হাতে গিয়ে পেণছেছে, তার কোন হিসেব এই বাজেট বক্তৃতায় দেখছি নে।

[4-50—5 p.m.]

২নং যে কথা আমরা বরাবর বলেছি এবং আমরা জানি যেভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা করা হলে আমাদের দেশের কৃষক সমাজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে - সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করা হলে। সেখানে আমরা দেখছি যে বে-আইনীভাবে জমি হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং আমি নিজেও জানি, আপনারাও জানেন যে, তারা যে জমি কৃষকের হাতে দেবেন বলে মনে করছেন সেই জমি তাদের হাতে আসবে না। কারণ সেই জমি গোপনে গোপনে কায়েমী স্বার্থবাদীর হাতে চলে গিয়েছে। যারা সমস্ত কৃষক সমাজকে এতদিন শোষণ করেছে তারাই আজ নিজেদের মধ্যে জমি বিলি বণ্টন করে কৃষককে বঞ্চিত করবার যে বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল তৈরী করেছে এর ফলে যে সংস্কারের চেষ্টা করছেন কৃষককে জমি দেবেন বলে তাতে কৃষকের কোন লাভ হবে না। এটা স্বপ্নের মধ্যেই থেকে যাবে, বাস্তবে থাকবে না। সেই চেহারা বাস্তবে পরিণত হবে না যদি জমি সত্যিকার সরকারের হাতে না আসে। আমি এখানে শ্ধ্ ২।১টি ঘটনা রাখতে চাই। এই মন্ত্রীসভার এককালীন লোক, সনৎ রায়চৌধ্রী মহাশয় যে কনস্টিট্য়েন্সিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেখানে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি তাদের হাতে আছে—সেটেলমেণ্টএর মধ্যে তা দেখা যায়। এই সনৎবাব্র জমি সেটেলমেণ্ট রেকর্ডএ দেখা যায় যে সমস্ত হস্তান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যার নামে করেছেন, প্রতাপচন্দ্রের স্ত্রী যদি ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে থাকেন, এবং দীপ্তি রায়, প্রীতি রায়, স্মৃতি রায়, যারা ঐ ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটএ থাকে তাদের নামে এটা রেকর্ড করান হয়েছে। এবং বোর্ড থেকে নোটিশ হল যে ভাগচাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হল কারণ তারা নিজেরাই চাষ করবেন। ঐখানকার একজন ভাগচাষী স্রেন সিং, সে তার মালিকের কাছে ২৩, ওয়েলিংটং ষ্ট্রীট এসে দেখা করে বললো যে আমাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মালিক জিজ্ঞাসা করলো ব্যাপার কি? অর্থাৎ মালিক যে সে নিজেও জানে না যে সে মালিক হয়েছে, তিনি বললেন যে আমি কিছ্ই জানি না। এই হচ্ছে জমিদারদের চেহারা। সেখানে সমস্ত বেনামি দলিল নায়েবের হাতে থেকে গেল, বে-নামে জমি চলে গেল, মালিক নিজেও জানতে পারলো না যে সে জমির মালিক হয়েছে অথচ কৃষকরা উচ্ছেদ হয়ে গেল। এই হচ্ছে গ্রামদেশের বাস্তব চেহারা। জমি সংস্কার বিল পাশ করার নামে জমিদার ও জোতদার, কায়েমী স্বার্থবাদীর দল তারা একযোগে ষড়যন্ত্র করে জমি নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে রেখে দিচ্ছে—এই হল বাস্তব চেহারা। এই একটা ঘটনার কথা বলেছি। এইরকম ঘটনা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ষড়যন্ত্র করে বে-নামিতে জমি তাদের নিজেদের মধ্যে রেখে দিচ্ছে। যারা এইরকম করছে তাদের ধারে কাছেও কৃষকরা যেতে পারে না।

এই হচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তব চেহারা। অন্য দিকে আমরা দেখছি—আইন সভায় পূর্বেও বার বার বলেছি যে, যদি ভাগচাষীকে জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ না করা যায় তাহলে এই সমস্যা সমাধান হবে না। এখানে যেটুকু সমাজের আর্থিক অবস্থা আছে তাও ভেঙ্গে যাবে। সিলিংএর নামে যে জমি আছে সেখানে দশ জন মালিক করে কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এর ফলে যেটুকু অর্থনীতির উপর বাংলার কৃষকরা বেঁচে ছিল সেটা ভেঙ্গে যাচ্ছে, কৃষকরা জমি হারা হয়ে ভূমিহীন কৃষক হয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক অর্থনীতি যা ছিল তা ভেঙ্গে যাচ্ছে। তার ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও নানা প্রকার ব্যাধি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে তার কোন ইঙ্গিত এই বাজেটের মধ্যে নেই।

৩নং হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি ইরিগেশন প্রশ্নে অনেকে বড় বড় গলা করে বলে গিয়েছেন যে স্মল ইরিগেশন স্কীম আমরা চাই। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ও বলেছেন যে স্মল ইরিগেশন স্কীমএ ছোট ছোট নদী নালা সংস্কার করে আমরা দেশের মঙ্গল করতে চাই। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে ছোট ছোট নদী নালা করতে গেলে ইন্ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন লোকের উপর চাপিয়ে দেবার বিরাট ব্যবস্থা সেখানে থাকে। যদি লোক্যাল কন্ট্রিবিউশন আসে তাহলেই সরকার আর কিছু কন্ট্রিবিউট করে সেটা করবেন। অর্থাৎ সাত মণ তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না। যেখানে গ্রামে সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল সেখানকার লোক হয়ত কিছুটা উপকৃত হবে। তা ছাড়া গ্রামের সাধারণ মানুষ যারা আজ ৫০ সালের দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনছে, তারপর ভূমি সংস্কারের নামে যেভাবে উচ্ছেদ হচ্ছে এবং যেটুকু অর্থনীতি গ্রামদেশে ছিল তাও ভেঙ্গে যাচ্ছে এই অবস্থায় এই সুযোগ বাংলার গ্রামবাসীদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। একটা মেমোর‍্যান্ডামএ দেখলাম যে সেখানকার লোক যদি অর্ধেক টাকা দেয় তাহলে ইরিগেশনএর ব্যবস্থা হতে পারে।

তারপর স্কীম করা হচ্ছে যে প্রত্যেক ইউনিয়নএ হেল্‌থ সেণ্টার করা হবে যদি টাকা এবং জমি দেওয়া হয়। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জানি যে ২।১টি স্কীম হচ্ছে যেখানে ২।১টি বড়লোক টাকা দিচ্ছে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই অবস্থায় টাকা নিয়ে হেল্‌থ সেণ্টার করতে পারবেন না। হেল্‌থ সেণ্টারএর এই যে স্কীম এটা বাস্তব অবস্থায় আজকাল গ্রামের যে অবস্থা তাতে এটা কার্যকরী হবে না। তাদের এইসমস্ত স্কীম দেখলে মনে এই প্রশ্নই জাগে যে লোকের অবস্থা যেন ভাল হয়েছে, হেল্‌থ সেণ্টারএর জন্য তারা টাকা দিতে রাজী, টিউব-ওয়েলএর জন্য টাকা দিতে রাজী এবং এইসমস্ত ছোট ছোট নদী নালা সংস্কারের জন্য টাকা দেবার অবস্থা তাদের আছে। আবার উলটো কথা তারাই বলেন যে গ্রামের অর্থনীতি এমন একটা অবস্থায় এসে পড়েছে যে সামান্য একটু আঘাত পেলেই গ্রামের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা বলছেন যে টাকা দেবার ক্ষমতা তাদের আছে। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি এ থেকে মনে হয় সাধারণ গ্রামের লোকের কিছু হবে না। এই পুনর্গঠনের পদ্ধতিতে মুষ্টিমেয় কতকগুলি ধনিকেরই উপকার হবে। এ কথা শুধু আমার কথা নয়, কংগ্রেসের যাঁরা বন্ধু আছেন তাঁরাই বলছেন, যেমন বেলডাঙ্গার এক বন্ধু বলে গেলেন। যাদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে তারাই জানে বাংলার গ্রামের অবস্থা কি সাংঘাতিক। আর যারা বলেন যে দেশের লোকের অবস্থা ভাল, ইন্ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশনএর কথা বলেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই।

শুধু এদিক থেকে নয়, অন্য দিক থেকেও আপনারা বলছেন যে কম্যুনিটি প্রজেক্ট করে দেশের উন্নতি করে দেবেন সেটা আমরা মনে করি না। আমি একটা ছোট ঘটনা বলছি। মহম্মদ-বাজারে একটা কম্যুনিটি প্রজেক্ট হয়েছে, সেখানে "স্টেটসম্যান" পেপারএর রিপোর্টার গিয়ে রিভিউ করেছিল। তিনি বলছেন এই যে ব্লক হয়েছে এই ব্লক করতে গিয়ে সেখানের সাধারণ কৃষকরা উচ্ছেদ হচ্ছে। বিশেষ করে সেই অঞ্চলের আদিবাসী কৃষক তারা একদিন জঙ্গল কেটে সাফ করে ফসল ফলিয়েছিল, সেই সমস্ত মানুষরাই আজ যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

[5—5-10 p.m.]

কথা হচ্ছে আসলে আপনারা যে কাজগুলি করতে যাচ্ছেন সে কাজগুলি করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের কতটা ক্ষতি বা লোকসান হচ্ছে সেদিকে না তাকিয়ে, তাদের পুনর্বাসনের দিকে না

তাকিয়ে তাদের সুখদুঃখের কথা মাথায় না রেখে একটা বাড়ী তৈরী করে দিলেন। সেই বাড়ী তৈরী করতে গিয়ে কতকগুলি মানুষ আক্রান্ত হল তার কোন ব্যবস্থা না করেই দেশের উন্নতির জন্য আমূল পরিবর্তন করতে চাইছেন। কিছুদিন আগে আমাদের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রীমহাশয় আমাদের কনষ্টিটুয়েন্সিতে গিয়েছিলেন। সেখানে ৫ বছর ধরে হেল্‌থ সেণ্টারএর জন্য টাকা-পয়সা তোলা হয়ে পড়ে আছে। সেখানকার জমিদারবাবুরা চেষ্টা করলেন সেখানে যে ২১ ঘর কৃষক তাদের যে বসত জমি সে জমি হেল্‌থ সেণ্টারএর জন্য নিতে, তাদের বলা হল তোমাদের আমরা জমি দিয়ে দেব। ওরা সাধারণ মানুষ, হেল্‌থ সেণ্টারএর জন্য বাড়ী হবে, ভাবল ভাল, চিকিৎসাদির সুযোগ হবে। এবং তারজন্য তাদের বাড়ীঘর যদি পরে হয় তাও ভাল। গাথনি সুরু হল তারপর কাজ আর বিশেষ কিছু এগোয় নি। এই যে ২১ ঘর কৃষক উচ্ছেদ হল, এদের ঘরবাড়ী হেল্‌থ সেণ্টারএর জন্য নিয়ে নেওয়া হল—তাদের পুনর্বসতির আর প্রশ্ন নাই যে সুখসুবিধার জন্য, যাদের উপকারের জন্য এই স্বার্থত্যাগ সেখানকার মানুষ করল তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা ভঙ্গ করা হল—হেল্‌থ সেণ্টার এইরকমভাবে যা হচ্ছে তাদের কাছে সেটা বিষের মত মনে হবে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে কাজ করতে সরকার চাইছেন, সে কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের পুনর্বাসন করার কথা মনে রাখা দরকার কিন্তু সেদিকে এদের কোন দৃষ্টি নাই, এইভাবে সাধারণ মানুষের জীবনে ব্যর্থতা আসছে, আসলে এদের মঙ্গলের জন্য, উপকারের জন্য যা করতে চাইছেন তা অন্য পথে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে; সাধারণ মানুষের কো-অপারেশন সহযোগিতা আরও বেশী করে চাইতে হবে, এদের যাতে সত্যিকার মঙ্গল হয় তাই করতে হবে এবং একটা ভাল করতে গিয়ে তাদের ঘরছাড়া করলে সাধারণ মানুষের বিরোধিতা আরও বাড়বে। আমরা যা দেখছি সাধারণতঃ গ্রামের অর্থ-নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বিশেষ করে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ে বেকারীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই যে বাজেট এটা কাদের বাজেট? গ্রামে লক্ষ লক্ষ বেকারী মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাজের সন্ধানে—তার ফলে দুর্ভিক্ষে খাদ্যসংকটে তাদের জীবন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এই বাজেটের মধ্যে এই বেকারীদের পুনর্সংস্থানের তাদের নিম্নতম বাঁচারও কোন ইঙ্গিত কোন ব্যবস্থা দেখছি না। অন্য দিকে কি দেখছি? দেখছি সার্টিফিকেট জারী করে কি করে কৃষকদের যা কিছু আছে, গরু আছে বা কিছু আছে তা নিয়ে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। বাজেটে এদের জন্য তো কোন ব্যবস্থা হয়ই নাই বরং যা আছে তা নেবার ব্যবস্থা কিভাবে হয় সেটা হচ্ছে। আমার শেষ কথা হচ্ছে এই- বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রতি চরম অবহেলার নিদর্শন হচ্ছে এই বাজেট। এটাই বাংলাদেশের মানুষ মনে করবে কারণ শতকরা অন্ততঃ ৭৫ জন মানুষের জীবনের কোন কথাই এর মধ্যে নাই। শুধু তাই নয় আমি জানি যে নীতি অবলম্বন করে এরা চলছে তার ফলে বাংলাদেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং তারই ফলে দিনের পর দিন কংগ্রেস সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাকে রোখবার জন্য, তাদের আসন আগামী দিনে যে নিঃশেষ হয়ে যাবে সেটাকে ঢাকবার জন্য বাংলা-বিহার সংযুক্তির পথ খুঁজছেন। কিন্তু সেই আশা বৃথা। শুধু সহরেই নয় গ্রামাঞ্চলেও আজ তারা সাধারণ মানুষ থেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তাদের আসল চেহারা ফুটে উঠেছে, বঙ্গবিহার সংযুক্তি প্রস্তাব দ্বারা তারা তা ঢাকতে পারবে না, তাদের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে সে সম্বন্ধে আজ সকলেই স্থির নিশ্চিত।

Sj. Anandilal Poddar: Mr. Deputy Speaker, Sir, it is not a mere platitude that I congratulate the West Bengal Government for the tremendous progress they have made in the economy of this unfortunate State. Sir, beginning with a debit balance since partition, the Government have spent more than Rs. 94 crores on the development works alone. My friends in the opposite will agree with me when I say that it was possible only because Dr. Roy was at the helm of affairs. When the First Five-Year Plan was launched, not only the Opposition pooh-poohed the West Bengal Government but even our friends felt doubt if Dr. Roy would be able to implement all the development schemes taken on hand. I am glad that Shri Jyoti Basu has conceded that some partial improvements, changes, and what he calls "scattered developments" have been made. Shri

Basu, however, thinks that these have not laid the basis for fundamentally changing our economy. The Finance Minister of India, however, thinks otherwise. I think he knows a bit of finance. He thinks that by means of the First Five-Year Plan we have laid sound foundations for a more massive superstructure in building up the country's economy. We have done in this State what could be done without writing off individual liberty and democratic institutions. Shri Basu is better informed what progress could be made by some countries in seven years' time even by resorting to totalitarian methods. The Congress has made the tillers of the soil its owners. The growers are getting more by selling their produce in a free market. The number of self-employed persons is appreciably increasing. The production of commercial crops has further increased, there being an increase in the production of jute, which remained depressed during the last two years to about 12 lakh bales during the 1955-56 season. The index of industrial production has increased by 11 per cent. all over India. In West Bengal, two lakh acres of agricultural land have already come under irrigation under the Mayurakshi Project alone. The Damodar Valley Project will irrigate 10 lakh acres in the *kharif* season and 3 lakh acres in the *rabi* season. A large volume of social capital has been thus formed and it is for the people to utilise it for further agricultural and industrial progress.

To spend 17.9 per cent. of the total net expenditure on Education and 14.8 per cent. on Medical and Public Health Departments is not injudicious. Nor a total expenditure of Rs. 51 crores 30 lakhs on the First Five-Year Plan schemes is meagre. I am sorry that being unable to examine the working of the various development schemes dispassionately, my friend, Shri Sudhir Ray Choudhuri has called it squandering of the public money. Shri Ray Choudhuri knows very intimately how difficult it is to improve the state of affairs in an under-developed country. As a Mayor of the so-called progressive city of Calcutta he tried his best to remove the black spots from the city but he knows what a mint of money is required for removing even a few *bustees*. He is now in an advantageous position wherefrom he may criticise without any responsibility. I would request him to give an alternative programme for the improvement of West Bengal, of course in a democratic manner and I am sure, our Chief Minister who is responsive to any reasonable suggestion, will carefully examine his programme. As a constructive worker in the past, Shri Ray Choudhury, I hope, will concede that but for Dr. Roy it would not have been possible to include the Durgapur Steel Plant Project in the Second Five-Year Plan and here alone in the near future, a wide scope for employment of skilled and unskilled labour will be opened up. Had India including West Bengal squandered away the money, economic assistance would not be forthcoming from friendly countries. But the total amount of foreign aid estimated to be utilised from April 1951 to March 1956 is of the order of Rs. 200 crores, the total authorisation of funds so far being Rs. 300 crores. Shri Jyoti Basu will agree that the Government of USSR would not have proposed to give a credit equivalent to about Rs. 10 crores during the year in respect of the supply of plants and equipments for the Bhilai Steel Project. They would certainly not have co-operated with squanderers.

[5-10—5-20 p.m.]

I do not, however, say that we are to remain complacent. The Finance Minister of West Bengal has, therefore, framed his budget in the context of the Second Five-Year Plan under which a total outlay of Rs. 4,800 crores will be made in the country and Rs. 152.5 crores have been allotted to West Bengal under the proposed Plan outlay. The private sector is also to play a very important role. I am, however, afraid that the

industrial policy resolution of 1948 of the Government of India is being drastically revised and suggestions are being made in responsible quarters for nationalising banks, minerals and some important industries like cement and aluminium. Although we need not worry very much over the demarcation of the private sector from the public but entrepreneurs in the country should know definitely in what line they can work with a plan for at least ten years. The Government of West Bengal are doing their utmost to help the cottage industries and other traditional lines in this State. Recently the Karve Committee appointed by the Government of India has also reported on village and small-scale industries recommending to curb the production in organised industries. It is to be conceded that the great number of people already engaged in the low-wage sector have to be assisted in eking out a living. But there is no point in inducting more persons into these traditional lines if we really want to get out of the agricultural economy which with all its virtues are holding the country in this rut of poverty. I am glad that every attempt is being made to modernise these traditional lines and the Government of India have now decided powerlooms to expand and modernise handlooms with technological improvement. In the meanwhile, Sir, the unused capacity of the organised industry should be utilised and the struggling traditional lines should be assisted by subsidies from general revenues and not by limiting the activities of the organised industries.

I am, however, glad that a vigorous programme of road building other than national highways has been included in the Second Five-Year Plan and in West Bengal, 1,876 miles of roads have already been improved or newly constructed during the First Plan period, besides 114 miles of new road constructed in the State in the National Highway section. From all accounts, the Railways will not be able to handle the increased freight traffic during the Second Plan period and we have, therefore, to rely more on road transport services. I would suggest, Sir, that most emphasis in this State should be given on increasing the road mileage and thus opening up new avenues for employment to men who will be engaged not only in private road transport services but also in the internal trade. But I understand that a very low priority has been given to feeder roads and I would, therefore, request the Government to see if it would be possible to upgrade the priority of link roads, particularly in the area where industries are located. You are aware, Sir, that the Government of India have decided to establish all over India about 350 warehouses at an estimated cost of about Rs. 25 crores under the Second Plan period. This will be done to implement the recommendation of the All-India Rural Credit Survey Committee and a storage capacity of about 2.5 million tons is likely to be available when the programme is completed. Out of this total, West Bengal will have 72 warehouses and the road transport will play a very important role in increasing the tempo of trading activities in the rural areas.

I, for one, Sir, believe more in the employment potentiality of trade and commerce than that of services. I am confident, even educated youths of West Bengal will find it congenial to earn a decent livelihood by engaging themselves in trade and commerce and transport services. Sir, in this connection, I would refer to the directive of Planning Commission to the States in regard to phasing their programme of nationalisation of road transport, and I am glad, the Government of West Bengal are not going in for nationalisation of freight transport service in the State. But I wonder why permits are not being issued by the relevant authorities in the State for putting more wheels on the road. The indigenous automobile industry will be able to supply necessary trucks and the Government also will have a decent increase in taxes from road transport. It is, therefore, imperative that every assistance should be given to private road transport services.

Sir, the Government has done something of which it may be justly proud but both the Government and the people have to meet the bigger challenge, as the Chief Minister has referred, in fulfilling the task ahead. Since the partition, the Government and the people of this State have indeed been grappling with a series of baffling problems, one of the biggest being the endless trek of refugees numbering today more than 30 lakhs. The attempts made several times to rehabilitate a fair portion of them outside the State of West Bengal have not been successful, one of the reasons being that they do not feel at home outside their own State. If, Sir, the bold conception of the two Chief Ministers of West Bengal and Bihar for uniting these States were given a practical shape, the problem, the knottiest of all before us, could have been easily solved and the refugees from East Bengal along with about 18 lakhs of Bengali-speaking people in the present State of Bihar would feel that they were in their own State.

Sir, I would request the people of West Bengal to consider the question of merger dispassionately. Dr. Atin Bose may not touch Hindi, although it has been the official language of India and the Constitution has declared it as such. However he may try, the English language has no future in this country. We must use some language—whether it is Hindi or Greek which the people of India can easily pick up. In spite of our association with the English people, the number of persons who have passed the High Secondary School standard is only 38 lakhs for the country as a whole. And out of the 38 lakhs who have passed the Higher Secondary School standard, 16 lakhs have reached still higher standards. And then the English language has created a gulf between the educated few and the masses. Dr. Bose knows that Hindi can be easily learned for all practical purposes, particularly by those whose mother tongue emanates from Sanskrit. Then Sir, every Hindi-speaking person in Bihar will also learn Bengali, and in course of time over 6 crores of people will speak Bengali in these two States. If we take East Pakistan into consideration, more than 10 crores of people will speak Bengali in Eastern India. Does language constitute a problem at all, if we decide to live together with the people of Bihar? The other day we accorded an unprecedented ovation to the Russian leaders and sang Hindi-Russi Bhai Bhai. I wonder why we should not be like brothers with the Biharis with whom we lived together up to the year 1912. Sir, the ugly events that occurred recently in some parts of India and the fissiparous tendency that has raised its head only prove that we have yet to take bolder steps for achieving the real unity of India. Only a few months ago we asked for several districts now in Bihar claiming that people there are, by and large, Bengali-speaking. If we unite with Bihar and carry on for some years, those Bengalees will be so much integrated with the people of the State that in case it becomes necessary to secede from Bihar, the people of those districts of Bihar cannot be left out. I am, however, confident that political ideologies will dominate the narrowness of linguism. The idea of dividing India into some compact zones is not new. I think it was mooted by the late Revered Manu Subedar. Sir, if I remember aright, Dr. Roy also subscribed to the view but perhaps could not pursue it in the context of parochial feeling prevailing all over the country. There is no doubt that people, by and large, do not like the idea but separate States with parochial feelings have always been a danger to India.

[5-20—5-45 p.m.]

My friends opposite count very much on the votes of the people. I think if the Scottish people were asked today if they should have a separate State, the votes in Scotland will by and large go in favour of the proposal. The English people were not a nation until the seven States were amalgamated. Here in India we are facing serious problems. The greatest

problem before us is to keep our independence safe and it will not be ultimately possible unless India attains real unity. I would very much like that Orissa and Assam also join us to form a Purvanchal Pradesh. Similarly, compact regions should be constituted all over India. Instead of the present State being considered as a unit each district may be made so and there will be no difficulty in organising the masses through the medium of their own mother tongue. Dr. Roy has already explained the implications of his proposal and the safeguards provided in them. Today or tomorrow the country is going to accept them and I am confident, his name will be written in letters of gold in the history of independent India.

With these words, Sir, I would again congratulate the Government for the tremendous improvement that has been made in the economy of this State.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[*After adjournment*]

[5-45—5-55 p.m.]

Sj. Probodh Dutta:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকারমহাশয়, এই বাজেট যে বাজীকরের ভেল্কীস্বরূপ সেটা আপনার কাছে প্রমাণ করে দিচ্ছি। বাজীকরের ম্যাজিক কাঠির সাহায্যে বাজীকর যেমন কোন জিনিসের প্রকৃত-রূপ গোপন রেখে অপ্রকৃতরূপ প্রদর্শন করে জনসাধারণের তৃপ্তিসাধন করে, সেইরূপ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটের প্রকৃত অবস্থার ছবি কৌশলে গোপন করে আত্মপ্রশংসাপূর্ণ অপ্রকৃত বিবরণের ছবি বাজেটে দিয়ে জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন হবার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তাঁর উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিকী কল্পনার দ্বারা জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা, এগ্রিকাল্চার, ইরিগেশন, মেডিক্যাল, পাবলিক হেল্‌থ এডুকেশন প্রভৃতি অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। বরং অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে—তা অপোজিশনএর সুবিজ্ঞ অভিজ্ঞ পূর্ববর্তী বক্তাগণ স্পষ্টভাবে ফ্যাক্টস এণ্ড ফিগার্স দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। আমি সেসব আর পুনরালোচনা করে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না। তবে আমার ছাতনা কনষ্টিটুয়েন্সিরও বাংলার অন্যান্য স্থানের জনসাধারণের অভিযোগ তদন্ত সত্ত্বেও তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তা থেকে আমি বলতে পারি যে উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দরিদ্রতম অশিক্ষিত যক্ষ্মাদি গুরুতর রোগক্রান্ত বাঁকুড়া জেলার অধিবাসীগণের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে পড়ছে—বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকগণের। তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহুকালের রক্ষিত আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে রিলিফ ও লোন নিয়ে অতিকষ্টে দিনযাপন করতে হচ্ছে। তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারছেন না। উপযুক্ত খাদ্যাভাবে তাঁদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ছে এবং যক্ষ্মাদি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে, চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা হচ্ছে না। বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলের দ্বারা তারা যেটুকু উপকার এতদিন পাচ্ছিল, তাও ঐ মেডিক্যাল স্কুল উঠে যাওয়ার দরুন জনসাধারণ পাচ্ছে না। রোগের চিকিৎসা এখন সুকঠিন হয়ে পড়ছে। সম্মিলনীর হাসপাতালটা গভর্ণমেণ্ট সাহায্য পেয়ে কিঞ্চিৎ উপকার লোকের করছিল। কিন্তু আমাদের ওয়েলফেয়ার ষ্টেট—তাঁদের প্রস্তাবিত সর্ত প্রতিপালন না করার অজুহাতে সম্মিলনীর উপর ক্রোধান্ধ হয়ে আক্রোশ বশতঃ প্রতিশোধ নেবার দুরভিসন্ধিতে বার্ষিক বরাদ্দ সাহায্য ১৯৫৪ সাল হতে বন্ধ করে দিয়ে জনসাধারণের অবক্তব্য অনিষ্টসাধন করেছেন ও করছেন। আজ পর্যন্ত বিপন্ন বাঁকুড়াবাসীর জীবন রক্ষার জন্য কোন ভাল হাসপাতাল সরকার স্থাপন করলেন না। বাঁকুড়া[illegible] ডাঃ রায়ের নিকট তাদের প্রতিনিধি মারফতে মেডিক্যাল স্কুলের স্থলে একটা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রার্থনা করায় ডাঃ রায় বলেছিলেন যে ৫ লক্ষ টাকা জনসাধারণ দিলে তিনি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করতে পারেন। তদনুসারে বাঁকুড়ার জনসাধারণ বহু কষ্টে কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন ও প্রস্তাবিত গৃহাদিও নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পরে বাঁকুড়াবাসীর দুর্ভাগ্য

বশতঃ জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার ও জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতা মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় তাঁর কৃপা বিতরণ করতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। তজ্জন্য আমরা বাঁকুড়াবাসীগণ বিশেষ ক্ষুব্ধ। আমার মনে হয় এর রিয়্যাক্সন পরবর্তী ইলেকশনএ বুঝতে পারবেন। রায় বাহাদুর বিধানচন্দ্র রায় অসীম ধনের মালিক। তিনি সুখে বাস করেন। কাজেই তিনি দরিদ্রদের দুঃখ কিরূপে অনুভব করবেন। প্রসবের বেদনা যেমন বন্ধ্যা স্ত্রীলোক উপলব্ধি করে না, ডাঃ রায়ের অবস্থাও তাই।

বাঁকুড়া জেলাবাসীগণ সাধারণতঃ চাষের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ এতাবৎকাল তাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থের দ্বারা উপার্জিত জমির উৎপন্ন ফসলের দ্বারা তাদের যাবতীয় খরচ অতি কষ্টে চালাচ্ছিলেন। বর্তমানে ভূমিসংক্রান্ত আইনসমূহের দ্বারা তারা পথের ভিখারীতে পরিণত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাদের রোগে চিকিৎসা হয় না, ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দিতে পারছে না, অন্নবস্ত্রের কষ্টেও জর্জরিত। বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ জমির চাষ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের কল্যাণরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট সেখানে উপযুক্ত জল সেচের ব্যবস্থা করে চাষের উন্নতি করছেন না। ফলে প্রতি বৎসর গভর্ণমেণ্টকে রিলিফ দিতে হচ্ছে। সেই রিলিফের অধিকাংশ টাকা অন্যায়ভাবে ব্যয়িত হয়। মোটা মোটা সরকারী চাকরের উদরপূর্তির জন্য দরিদ্রগণের প্রদত্ত রাজস্বের অধিকাংশ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে। এই কল্যাণ রাষ্ট্রে দরিদ্র দরিদ্রতর হচ্ছে এবং ধনী ধনীতর হচ্ছে। তজ্জন্য আমার সানুনয় অনুরোধ এই যে ডাঃ রায় এই রাজ্যের কর্ণধার হয়ে অতিমানব জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতঃ জনসাধারণের হিতসাধন করুন। তাহলে পর পরবর্তী নির্বাচনে তিনি উপকৃত হবেন। সংবিধানের আদেশমত জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দূর করে ও প্রস্তাবিত বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বর্জনপূর্বক অক্ষয়কীর্তি রাখুন এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করুন।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকারমহাশয়, আমরা ঘাটতি বাজেট ঘাটতে ঘাটতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। অতএব এই দেউলিয়া বাজেট সম্বন্ধে কিছু বলবার পূর্বে আমি ডাঃ রায় আমাদের কাছে যে হিসেব দিয়েছেন তাঁর বক্তৃতার মধ্যে তার সঙ্গে ইকনমিক রিভিউ যেটা এ,আই,সি,সি, দেশের সামনে রেখেছে, তার সঙ্গে যে হিসেবের কত পার্থক্য গোলমাল আছে তা দেখান হয়েছে। আপনি এ,আই,সি,সি,র আর্টিকেল থেকে একদিকে যা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই বৃদ্ধির হিসাবটা আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

General index of the industrial production 105 in 1950 to 170.2 in 1951. 128.1 in 1952. 135-146.6 in 1954. On the basis of monthly figure so far available. 158 in 1953.

এটা হচ্ছে তার নিজের দেওয়া। আর আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি যেটাকে অথরিটি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, সেখানে কতখানি গরমিল তা—

জেনারাল ইন্‌ডেক্স—

১৯৫০তে	...	১০৮·১
১৯৫১তে	...	১১৬·৭
১৯৫২তে	...	১২১·৬
১৯৫৩তে	...	১৩৩·২
১৯৫৪তে	...	১৪৫·৩
১৯৫৫তে	...	১৬৬·৫

এই যে গরমিল এটা দেখানোর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষ পরিসংখ্যান দেখে হিসাব করতে পারে না. সেইজন্য তাদের ভুল বোঝাবার জন্য ডেলিবারেটলি এটা এইভাবে রাখা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, তারা বলছেন—উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ বেড়েছে সেখানে যদি দেখা যায় ৫০ সাল থেকে ৫৫ সাল পর্যন্ত তারা যে হিসাব দেখিয়েছেন সে হিসাবের সঙ্গে এখানে গরমিল। ১৯৫৫ সালের জুট, আলু, ধান, চিনির কথাই বলি, তিনি বলেছেন—

১৭১·০ ছিল, আর এখানে দেখিয়েছেন ৫৮৩·৫—

জুট	...	৯৩·৩
	...	৯৫·৬
কোল	...	১৩২·০
	...	১৪৮·১
ষ্টীল	...	১৩৪·০
	...	১৩৫·৯

যদি ধরে নেওয়া যায় আজ শিল্পজাত দ্রব্য বেড়েছে সে বাড়াতে কি সাধারণ মানুষের প্রাণে কি সুখ এসেছে? এখানে তিনি দিচ্ছেন কি, গত বছরের একটা হিসেবে—সত্যিকারের কত পারসেণ্ট কত পারসেণ্ট তাদের উন্নতি হয়েছে! তিনি গত ক'বছরের একটা হিসেবে দেখিয়েছেন তখন কত পারসেণ্ট তাদের উন্নতি হয়েছে। পাঁচ বছরে ১০৯ পারসেণ্ট উন্নতি তিনি দেখিয়েছেন যে অর্থনীতির উপর পশ্চিমবঙ্গের বাজেট তৈরী করা হয়েছে, সে অর্থনীতি গণতান্ত্রিক, সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের পথে জনসাধারণকে টেনে নিয়ে যেতে পারে না, পারবে না। কারণ যে অর্থনীতির কথা বলা হয়েছে, সেই অর্থনীতির সঙ্গে গ্রামীন অর্থনীতিকে যদি সমানভাবে টেনে নেবার ব্যবস্থা না হয়, যদি গ্রামের মানুষের সমৃদ্ধি না হয়, যদি গ্রামের মানুষের জীবন-যাত্রার পথ সুগম করে না দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার বাড়াবার জন্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যের বেশী বিক্রয়ের জন্য যদি মানুষের জীবনের মান উন্নত না হয় এবং শতকরা যে শতজন ভারতীয় অধিবাসী গ্রামে বাস করে তাদের অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে যদি কোন আর্থিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয় তাহলে সেটাকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে পারেন, ঐ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি যাদের জোরে আজ কংগ্রেস সরকার শোভাবাজার রাজবাটীতে মিটিং, সেই রাজা মহারাজাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ণ (এ ভয়েস ফ্রম দি কংগ্রেস বেঞ্চেস: রাজা মহারাজারা ত মরেই গেছে!) হাঁ, ঐ তোমাদের মত মরেছে!! ওসব কথা আর বলো না, চুপ কর। তাবৎ শোভতে যাবন্নভাষতে। যাক, আজকে এই বাজেটে আমরা দেখছি কি? সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গে মানুষের সামগ্রীকজীবনে কতটা উন্নতি হয়েছে? এই পাঁচ বছরে তাদের জীবনের মান বৃদ্ধি হয়েছে ১·৯ পারসেণ্ট। কিন্তু এই বাজেটে রয়েছে ঘাটতি কত? ১৭ কোটি ১২ লক্ষ ৪১ হাজার। পূর্ব বৎসরের ঘাটতির কথা বলছি না। আমি শুধু এই বৎসরের কথাই বলছি। তারপরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঋণ ১৬৩ কোটি টাকা আছে। এবং সাধারণ ঋণ রয়েছে আরো ২০ কোটি টাকা, আর এই ঘাটতি ১৭ কোটি ১২ লক্ষ সব মিলিয়ে আপনারা হিসাব করে দেখুন কত হয়। ঐ সমুদয় টাকা শোধ করতে হবে কাদের কে? এই পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে, যাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান এই পুঁজিবাদী সরকার করে দিতে পারে নি, যাদের জীবনে কোন মঙ্গল এই সরকার আনতে পারে নি, তাদের কৃত দু'শো কোটি টাকা ধার তাদেরই শুধতে হবে!! ডাঃ রায় জানেন তিনি চিরদিন এখানে থাকবেন না, এবং সেই না থাকার জন্য দেউলে হয়ে লালবাতি জ্বালবার চেষ্টা করছেন, এবং বাংলাকে বিক্রয় করে দিয়ে মুখ রক্ষা করার চেষ্টায় আছেন। অবশ্য সেটাতেও প্রশ্ন আছে। বাংলাকে বিক্রয় করবেন, এটা তাঁর বা আর কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এটা পৈতৃক সম্পত্তি নয় যে তাঁর বা তাঁর স্তাবকদের ইচ্ছামত বিক্রয় করতে পারেন। তাঁকে এবং তাঁর দলকে ইলেকটররা বাংলাকে বিক্রয় করবার জন্য এখানে পাঠায় নি, পাঠিয়েছে বাংলার শাসন ব্যবস্থার তরীকে চালিয়ে নেবার জন্য। তাঁর এটা পৈতৃক সম্পত্তি নয় যে স্তাবকেরা স্তাবকতা করলে বা তিনি ইচ্ছা করলেই বাংলা বিক্রয় হয়ে যাবে। অবশ্য আমরা জানি এটা হবে না। তবে হবে যা সেই যে ২০০ কোটি টাকা যে আমদের ঘাড়ে ঋণ রেখে যাচ্ছেন সেইটে শুধতে হবে। তিনি অনেক কথা বলেছেন। কত কত ডেভেলপমেণ্টের কথা বলেছেন। অনেক পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছেন, কিন্তু উপর

থেকে নীচে পর্যন্ত সুড়ঙ্গ পথে সব নিকেশ হয়ে যাচ্ছে। ছিদ্র পথে জল ঢাললে সে জল থাকে না। তেমনি তাঁর সব পরিকল্পনা ছিদ্রপথে উবে যাচ্ছে। জমার খাতে শূন্য থাকলে যেমন কোন বিশেষ সম্প্রদায় লালবাতি জ্বালে তেমনি তিনিও লালবাতি জ্বালাচ্ছেন। আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে বাজেট ডাঃ রায় এখানে উপস্থিত করেছেন, সে বাজেটে না আছে কৃষকের কোন মঙ্গলের কথা, না আছে শ্রমিকের কোন মঙ্গলের কথা, না আছে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের সামগ্রিক জীবনের কোন মঙ্গলের কথা। ডাঃ রায় মধ্যবিত্তদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলে থাকেন, আর বলে থাকেন তাঁকে তারা ভোট দিয়ে পাঠাবে। তার আর কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি যে আগুন জ্বালিয়েছেন সেই আগুনের ফলে তাঁর নিজের এবং দলের আর সকলের মুখ পুড়ে যাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য তাঁর কাছে আগুন নেবাবার ব্যবস্থা আছে, তা জানি। ব্যবস্থা আছে বলেই শোভাবাজার রাজবাড়ীতে একটা মিটিংএ যেখানে ২০০ লোক মিলেছিল সেখানে ৫০০ পুলিশ আর ৫০০ গুন্ডার আমদানী করতে হয়েছিল।

[5-55—6-5 p.m.]

আর এই পুলিশ বিভাগের জন্যই ২৭ ভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে। [এ ভয়েসঃ নিশ্চয়ই। লাফটার।] হাসি রাখুন, ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবে না। এখানে সাধারণ মানুষের উপর লাঠি পেটা করে ডাক্তার রায় রাজবাড়ীতে বক্তৃতা দিয়ে এলেন। বাইরে বক্তৃতা করতে পারেন না। এই অ্যাসেমব্লী হাউসএর ভিতর অনেক কথা বলতে পারেন কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে তিনি বাইরে বক্তৃতা করলে জনসাধারণ তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করবে। [লাফটার।] দে'তো হাসি হাসবেন না। আপনাদের ত লজ্জা নেই। আপনাদের গন্ডারের চামড়া, তাই দে'তো হাসি হাসছেন। আপনাদের যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে আসুন জনসাধারণের কাছে—এই ইস্যু নিয়ে, ওপেন ফাইট করুন, তাহলে বুঝা যাবে আপনাদের দে'তো হাসি। তাঁর পদলেহন করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেন কিন্তু জনসাধারণের কাছে আপনারা যেতে পারবেন না।

যাক, তারপর আপনাদের কাছে পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে, সরকার যে শ্রম শিল্পের নীতি নির্ধারণ করেছেন এবং তাতে খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। কিন্তু তার ফলে কি হচ্ছে না তাঁরা বলছেন যে ইন্ডাষ্ট্রীজ এগিয়ে চলেছে—এটা অত্যন্ত অসত্য কথা। যদি ধরে নেওয়া যায় যে উৎপাদন বেড়েছে, তাহলে এই উৎপাদন বাড়ার ফলে মালিকদেরই মুনাফা হচ্ছে। এখানে আমরা পরিষ্কার বলতে চাই যে এই মুনাফার ফলে মিল মালিকদেরই তিনি উন্নতি করছেন, টাটা বিরলারই তিনি উন্নতি করছেন, অবশ্য তিনিও তাদেরই সমগোষ্ঠীর লোক। এবং তাদেরই সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনি বাংলার একটা বিরাট অংশকে তাদের দিয়ে দিলেন—তাদের পায়ের তলায় উপঢৌকন দিলেন। এটা ইতিহাসে লেখা থাকবে—এটা লুকান যাবে না। এবং সেই কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম, এই টাটা বিরলার সমগোষ্ঠীদের সন্তুষ্ট করবার জন্য, তাদের শিল্পকে সেইদিক দিয়ে উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু পরিষ্কার করে আমি এই কথাই আপনাদের কাছে বলতে চাই যে শ্রমিকদের কল্যাণ কতটা হয়েছে, তাদের জীবনের মান কত পার্সেন্ট উন্নত হয়েছে? আজকে তাদের কি অবস্থা? দিনের পর দিন কঠোর মেহনত করে তাদের মান উন্নত হয় নি অথচ এঁরা এতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। শিল্পের উন্নতি হয়েছে, উৎপাদন বেড়েছে। মুনাফা হচ্ছে কিন্তু রেশনালাইজেশনএর কথা, যা অনেকে বলে গিয়েছেন, তার ফলে সমস্ত চট কলে, সুতা কলে, সমস্ত ফ্যাক্টরীতে ছাটাই সুরু হয়েছে। সেখানে বেকারের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ বেড়ে যাচ্ছে ; সেই বেকার সংখ্যাকে আরো বাড়িয়ে মালিকদের মুনাফা লুটবার পথ প্রশস্থ করবার জন্যই এই রেশনালাইজেশন হচ্ছে। একদিকে আরো মুনাফা লোটা হচ্ছে আর একদিকে শ্রমিকদের ছাটাই করে আরো শোষণ করা হচ্ছে। বেকার সংখ্যা বাড়ান হচ্ছে। এরদ্বারা বাংলার সমস্ত জনসাধারণের অভিশাপ্ কুড়াবার ব্যবস্থা করছেন। সুতরাং আমরা এই বাজেটের মধ্যে কোনরকম মঙ্গলের কথা, কোনরকম মানুষের সামগ্রীক মঙ্গলের কোন চিহ্ন বা সূচনা দেখতে পাই না।

আপনারা কথায় কথায় বলে থাকেন যে আমরা অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করছি কিন্তু কোথায়? ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হ'ক বা উপরওয়ালা কর্মচারীই হ'ক তারা আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য যে যে জায়গায় কাজ করা দরকার সেই সেই জায়গায় কিছু কিছু কাজ

করেছেন, যাতে করে মানুষের কাছ থেকে ভোট কেনা যায়। এই যে পন্থাতি এটা রাজনৈতিক চাল। এই চাল যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে যে উন্নয়ন করছেন হয় ত কিছুটা ঠিক কিন্তু সে উন্নয়ন করছেন নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করবার জন্য। সেইজন্য আমার পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে এই যে ঘাটতি বাজেট আমাদের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে, এই ঘাটতি পূরণ করবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। এই পূরণের পথ না পেয়ে আজকে ডাক্তার রায় এই সর্বনাশা বঙ্গ-বিহার মিলনের পক্ষে যুক্তি শুনাচ্ছেন। তাই দিয়ে তিনি আমাদের দেশের মধ্যে একটা আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছেন। এবং কোন কোন জায়গায় সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছেন। তাই খবরের কাগজে কয়েকজন মুসলমান সদস্যদের দিয়ে এই বঙ্গ-বিহার মিলনের যুক্তিকে সমর্থন করাচ্ছেন। কতটা নীচু স্তরে সরকার নেবে গিয়েছে। এর একটা নমুনা আপনাদের কাছে রাখছি। হেম স্যান্নাল কে একজন আছেন, বাংলার এই গভর্ণমেণ্ট পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট থেকে পাবলিসিটি অফিসারদের হুকুম দেওয়া হ'ল যে, তিনি যে বইটা বঙ্গ-বিহার যুক্তির উপর লিখেছেন, সেটা চুপি চুপি ষ্ট্যাম্প না মেরে চারিদিকে প্রচার করা হ'ক। এইভাবে সরকার অসৎ কাজ করেন। এই পুস্তকের লেখক যিনি নাকি বি,এ (ক্যাণ্টাব), পি.এইচ.ডি. (ইকন) (লন্ডন), তার হাজার হাজার বই পাবলিসিটি অফিসারএর ঘরে জমা আছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি আপনারা চলুন আমার সঙ্গে, আমি এটা প্রমাণ করে দেবো। এইভাবে তারা যা করছেন তাতে মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর একার মুখ রক্ষার জন্য তাঁরা সাধারণ মানুষের অর্থ এইরকমভাবে অপচয় করছেন। এই যে প্রচেষ্টা হচ্ছে যে বাংলা বিহার একত্র করে বাংলাকে বিক্রয় করে দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হবে—এটা কখনই সম্ভব নয়। এইভাবে ঘাটতি পূরণ করা যায় না, এতে বাংলার সর্বনাশ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও নিপাত হতে হবে।

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Nripendra Gopal Mitra:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, বিরোধীপক্ষ অর্থনীতি শাস্ত্রের ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করেছেন এবং তাঁদের যুক্তি ও পরিসংখ্যান বিন্যাসে ত্রুটি যদি কোথাও থাকেও, আমাদের ভুক্তভোগী জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে একথা অনুধাবন করা শক্ত নয় যে তাঁরা বাজেটের যে ব্যর্থতার ইঙ্গিত করেছেন তা প্রকৃত ক্ষেত্রে সত্য। যে কথা তাঁরা ইতিপূর্বে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মারফৎ তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন তার পুনরাবৃত্তি করে আমি আপনার বিরক্তি সৃষ্টি করতে চাই না। বাজেট সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বা সম্প্রদায় আজ তাদের জীবনের ঘনায়মান দারিদ্র্য ও ব্যর্থতায় এই বাজেটকে যে চক্ষে দেখছে আমি সেইটুকু শুধু তুলে ধরতে চাই। আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষাখাতে টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু শিক্ষাকে অগ্রসর করা সম্ভব হয় নি। প্রতিনিয়তই অভিভাবকরা অনুভব করছেন যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর স্কুলে বা কলেজে ভর্তি করার ক্ষেত্রে তাদের কি ভীষণ হয়রানি। তারপর এই সন্তান সন্ততিদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতের অন্ধকারে মসীলিপ্ত। পুলিশ খাতে টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু চুরি জুয়াচুরি ডাকাতি খুন রাহাজানি শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছে না—পুলিশ বিভাগ সে বিষয় প্রতিকারকল্পে সম্পূর্ণ উদাসীন। শুধু উদাসীন বল্লে ভুল হবে। এমনকি যেসকল ব্যক্তি তাদের কাছে প্রতিকারের জন্য স্বারস্থ হয় তাদের শেষ পর্যন্ত হয়রানি করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে পারতপক্ষে তাদের ধারে কাছে যাওয়া থেকে মানুষ বিরত থাকে। অপূর্ব এই পুলিশ রাজ্যে কেবল মাত্র শাসনকে নিরুপদ্রব করার জন্যই পুলিশের সকল শক্তি নিয়োজিত ও উৎসর্গীকৃত। কমিউনিটি ডিভেলপমেণ্ট খাতে খরচ হচ্ছে-প্রথম উদ্যোগে হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, সতরঞ্চী আর পেট্রোমাক্সের আমদানীতেই সব খরচ হয়ে গেলে পরে শেষে আরম্ভ হল কতকগুলি সম্পূর্ণ নিরর্থক জল সরবরাহের ব্যবস্থা—তারপর পুলিশ বা অন্য ডিপার্টমেন্টের ঘাটতি খরচ সঙ্কুলানের ব্যাক ডোর পলিসি আর শেষে প্রজেক্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারএর নিজের থাকবার, অফিস করবার এবং কর্মচারীগণের আবাস গৃহ নির্মাণ খাতে প্রজেক্টএর কাজ হ'ল সমাপ্ত। এখন কাজ হচ্ছে যে সব অঞ্চল থেকে সমালোচনা আসতে পারে তাদের মুখ চাপা দিবার জন্য জনকল্যাণের নামে অর্থ বিতরণ এবং সুপারিশ সংগ্রহ।

স্মল ইরিগেশন স্কীম এবং কটেজ ইন্ডাস্ট্রীরএর খাতে টাকা ব্যয়িত হচ্ছে। ঝাড়গ্রামের কার্যের ধারা যদি পশ্চিমবঙ্গের পলিসির ইঙ্গিত হয়, তাহলে বলবো ইরিগেশন স্কীমএর দ্বারা ও কটেজ ইন্ডাস্ট্রীজএর দ্বারা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলের সঙ্গে খোঁজ নাই, ট্যাক্সের চাপে মানুষ পীড়িত। কটেজ ইন্ডাস্ট্রীএর ক্ষেত্রে তেলা মাথায় তেল মাখানো। যারা সত্যিকার আগ্রহ নিয়ে, সত্যিকার কাজের উৎসাহে এগিয়ে এসেছে তারা ফর্মএর চাপে চাপা পড়ে গেছেন, আর যারা অফিসারদের আরও ঊর্ধ্বে তৈল মার্দনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাদের হাতে আশাতিরিক্ত সাহায্যের আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ।

জনসাধারণ শুনে আসছে, তাদের জীবনধারণের মান উন্নত হয়েছে। কিন্তু ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট যে অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করছে তাতে প্রাণ রক্ষা দায় হয়েছে। গাড়ীর তলায় প্রাণ বিসর্জন না দিয়ে বা অতিরিক্ত ঠাসাঠাসিতে দম না আটকিয়ে বাড়ী ফিরতে পারলে উন্নত মানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে। কিন্তু এমনই উন্নত মান যে একবেলা পশুর আহার এবং পারিপার্শ্বিকের কাছে দেনদার হওয়ার লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই জোটে না।

য়্যামিউজমেন্ট ট্যাক্সএ আয় বাড়ছে কিন্তু মফঃস্বলের সিনেমা হাউস ও অন্য রঙ্গমঞ্চের আজ কি দুরবস্থা! প্রত্যক্ষ ট্যাক্সটুকু হিসাবের অঙ্কে লেখা হয়েছে, পরোক্ষ ট্যাক্সএর যন্ত্রনায় কর্তৃপক্ষরা অস্থির হয়ে উঠেছে। প্রথম চাপ ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টএর জোর করে ডকুমেণ্টারী ফিল্ম চাপানো, দ্বিতীয় চাপ গভর্নমেন্টের যত ইস্তাহার-স্লাইড বিনামূল্যে প্রদর্শন, তদুপরি পর্যায়ক্রমে গভর্ণমেন্টকে হিসাবের ফিরিস্তি দাখিলের বিরাট পর্ব। মফঃস্বলের সিনেমা বা ঐ ধরণের মঞ্চের হাল যে কি হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

সমবায় টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু লাভবান হবেন কারা? সেইসব ব্যক্তিগণ যারা কংগ্রেসের তোয়াজে পঞ্চমুখ। যাদের শাসন সামনের দরজা দিয়ে কিছু দিতে যে চক্ষু লজ্জাটুকুই আজও অবশিষ্ট আছে, তার খাতিরে বাধা পান। তাদের সাহায্য সরবরাহে সুবিধার ক্ষেত্র করে তুলছে, এই সমবায় সেরাস্তাকে। জনসাধারণ বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারে আজও এমন কোন সংস্থা সমবায় মাধ্যমে গড়ে উঠে নি যেটি কংগ্রেস গোষ্ঠির পূর্ণ প্রভাবে বর্ধিত নয়। এইভাবে সকল ক্ষেত্রে কাজ চলছে।

বাজেট বলতে আমি বুঝি আয় ব্যয়ের খসড়া, আশা করা যায় এবং আসতে পারে এমন আয়ের ক্ষেত্রে ঈপ্সিত ব্যয়ের পরিপোষণা। কোন স্বকীয় জীবনের ক্ষেত্রে এই বাজেটের লক্ষ্য হওয়া উচিত তার লভ্যাংশ, আর রাজ্যের ক্ষেত্রে জনসাধারণের কল্যাণ ও অগ্রগতির সূচনা। এই কল্যাণও অগ্রগতি তখনই সম্ভব যখন বাজেট উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, যখন বাজেট নিয়ন্ত্রণে কোন স্বার্থসিদ্ধির মনোভাব কার্যকরী হয় না; কিন্তু এ বাজেট সে নীতি অনুসরণ করে না। বৃটিশ আমলের চেয়ে এ বাজেট আরো বেশী নিন্দনীয় এই কারণে যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র শাসনের জুলুমে বেশী জোর দিয়েছিলেন, আর এই বাজেট শাসন ও শোষণে সমভাবেই তৎপর। তদুপরি দলগত স্বার্থরক্ষায় লজ্জা ভয় ও সঙ্কোচবিহীন।

বাজেট যদি সত্যই জনপ্রিয় করতে হয় দৃষ্টিভঙ্গী যাই হোক, করভার বৃদ্ধি করেই সমাপ্তি ঘোষণা করলে চলবে না। করভার যাতে সাধারণের বহনযোগ্য হতে পারে, ব্যয়ের মাধ্যমে সেই-রকম অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। এমনভাবেই বর্ধিত করভারকে জনকল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে যে জনসাধারণের অগোচরে জনসাধারণ করভার বহনে সমৃদ্ধ হয়।

ঋণের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। বাজেট ডেফিসিট তখনই সার্থক, জনকল্যাণের সফলতায় যদি ঘাটতি পূরণ হয়। এসব দিকে লক্ষ্য না রেখে কথার ম্যার প্যাঁচে প্রকৃত অভাব অভিযোগ চাপা দিয়ে আমড়াকে আম বলে জাহির করলে আরও দুই একবৎসর হয় ত চলতে পারে কিন্তু যে পতন আসবে, সে পতন থেকে কোন উদ্ধার নাই। বিহার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে স্বার্থপ্রণোদিত মিতালিতে এই ভয়াবহ অবস্থার প্রতিকার হবে না, মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচা যাবে না। বাঁচতে হ'লে চাই—সত্যিকার দরদী মন, চাই ত্যাগ, গোষ্ঠিপরিপোষণের নীতি বর্জন আর অফিসারদের ব্রিলিয়াণ্ট বলে মাথা না খেয়ে, তাদের সত্যিকার দরদী নীতিতে উদ্বুদ্ধ করা। সমাজ ও রাজ্যের ধাপে ধাপে অধঃপতনের দৃশ্যকে সত্যই কি শাসকমণ্ডলী চোখ বুঝে এড়িয়ে যেতে চান?

সত্যাই কি এই ভয়াবহ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন নন? না, আজ সংশোধনের বাইরে অবস্থা দাঁড়িয়েছে কল্পনা করে তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আত্মরক্ষার জন্য সকল অবস্থায় নিষ্ক্রিয় দর্শক সেজে বসে আছেন।

এ যেন আনন্দমঠের অবস্থা, নবাবগুলি খায় ও ঘুমায়, ইংরাজ ডেসপ্যাচ লেখে ও কর আদায় করে, বাঙ্গালী কাঁদে ও উৎসন্নে যায়।

[6-15—6-25 p.m.]

Sj. Syama Bhattacharyya: Sir, many of our friends opposite have devoted a large part of their speeches to a violent criticism of the proposal for union of the States of West Bengal and Bihar. Sir, I do not know how far this criticism was to the point in a general discussion of the budget. It was however, very unfortunate that many of the expressions used by my friends opposite have been such as to excite the worst passions among the public by creating an impression that something of a decision is going to be imposed upon the people against their wishes. I can only refer to the statement of the Prime Minister of India and our Chief Minister repeated many times that there is no question of imposition of any decision against the wishes of the people and the desire and the verdict of the people will always be respected. I shall not say anything more on this matter at the present moment.

Sir, the period of the First Five-year Plan is almost over. The First Plan is coming to a satisfactory conclusion and we are on the eve of the Second Five-Year Plan. It was, therefore, just and proper that the discussion of the plans occupied a very prominent place in the budget speech. The First Five-year Plan has proved a success and it has filled our hearts with hope for a bright future. The First Plan has exceeded its targets.

The national income has gone up by 17.5 per cent. as against the target of 11 per cent. The greatest achievement has, of course, been on the food front. We have achieved an addition of 11.5 million tons already against the target increase of 7.5 million tons. Shortage of food and dependence on foreign imports in this vital matter have been eliminated. Our targets of production in cloth, electricity, irrigation, cement, jute and oilseeds are within reach of fulfilment. Sj. Jyoti Basu has made light of these achievements of the First Plan. We hoped that the Communist Party would not indulge in reckless criticism of India's constructive activities after hearing all that was said by the great Soviet leaders on the achievements of India. Mankind is indebted to the Soviet Union for popularising the idea of planned development. For the first time in history, in 1928, the Soviet Government set out with a planned determination to accomplish within a definite period a definite increase in the standard of living. We are very late in the field; we began our first Plan as late as 1951, but our achievements have not been less impressive than those of the Soviet Union. In the First Plan period we have more than fulfilled our target of agricultural production, but agricultural production was not maintained in the USSR during their First Plan, when production of foodgrains fell from 73.1 million tons to 69.9 million tons in 1932 against the target of 99.7 million tons. The production of sugar, beet, meat, cotton textiles and woollen textiles also fell from the figures of 1928. Therefore, we need not feel shy or discouraged, although we shall not feel complacent.

Our national income has risen by 17.5 per cent. during the First Plan period. This is not a mean achievement when we remember that the rate of increase of income in other countries has been of this order: For example, in USA between 1869 and 1879 and between 1904 and 1913 the rate of growth of national income has been 4.5 per cent., between 1929 and 1950 the rate of growth of national income of USA was only 3 per cent.

In Canada between 1903 and 1929 it was only 2.6 per cent; in Japan between 1887 and 1913 it was 3 per cent. and between 1914 and 1937 it was 6.7 per cent. I know that an increase of 5 per cent. income in an advanced country like USA or USSR means a large sum to achieve which many years' strenuous efforts will be needed. We are just starting from a scratch but we have laid the foundation for a more rapid progress in the future.

Shri Jyoti Basu quoted from Commerce of 18th February last the special correspondent's article to say that the small increase in national income envisaged is not a sign of progress. It is true that we would like to have more rapid advance in all directions. But we have to take into account the realities of the situation and a cautious approach is needed. The special correspondent wants a bolder plan and to raise the rate of investment many times higher. By the end of the Second Plan the ratio of savings to national income will rise from 7 to 11 per cent. If we want a bolder plan, we shall have to go in for further taxation which will be met with popular resistance. The alternative of inflation will be the worse evil. As I have already said, a bolder plan, if accepted, will require much higher rate of investment than the rate of investment in the First Five-Year Plan. But can we afford to have a higher rate of investment? During the First Five-Year Plan, the USSR had a target of net investment between a quarter and a third of the national income. During the Second Plan the USSR had a target of lower ratio of capital formation. Between 1928 and 1939 the rate of net investment was at the rate of 28 per cent. of the national income in the USSR. Between 1928 and 1940 the increase in the national production in the USSR was 130 per cent. In UK the investment had fluctuated between 10 and 15 per cent. of the national income. There was 150 per cent. increase in the national income between 1870 and 1913. In USA during the same period the *per capita* income was only increased by 120 per cent. Our *per capita* income is much low and our capacity is much below that of other countries. If we go in for a higher investment, it will mean much more additional taxation and more restriction in consumer goods. We cannot resort to excessive restriction on consumption which makes it possible in Communist countries to invest much more than in democracies. In a democratic set-up, production and consumption are free, and the scope of increasing savings is limited, particularly in an under-developed country as ours. The backdoor device of controlling consumption by tampering with monetary circulation will be ineffective; even controls cannot prevent the damage which inflation will do.

In the same issue of Commerce from which Shri Basu quoted, the leading article on planning concludes thus:

> "The economic policy of the Second Plan represents a departure to the left from the one that underlined the First Plan. This departure is not conducive to the future of democracy in this country not only because the new philosophy expounds principles of expropriation of land, the compensation mentioned being of farcical nature and confiscatory taxation of income as well as savings, but also because it dampens private initiative enterprise which in turn will slow down economic development without which poverty—the enemy of democracy —cannot be eradicated."

I take it that Shri Basu does not subscribe to this view. But there is no doubt that some people hold this view. The same paper from which Shri Basu quotes gives articles with opposing views. We have to strike a balance between conflicting views.

As in the agricultural sector, so in the industrial section, Government plans and policies have been amply vindicated. There has not only been satisfactory increase in industrial production, output per man-hour or per

wage-earner has also increased. The Institute of Public Opinion (Delhi) found that in cotton textiles, output per man-hour increased between 1946 to 1951 by 22.5 per cent. and per wage-earner by 18.7 per cent. Similar rises were recorded in steel, cement, etc. Steep rise in industrial production since 1952 without corresponding rise in the number of factory workers leads to presumption of an increase of output per man-hour or per wage-earner.

[6-25—6-35 p.m.]

Sir, in the Second Five-Year Plan industrialisation is certainly the key-note. At the present moment we suffer from low standards of living, we suffer from under-employment and unemployment and there is a great disparity between the highest and the lowest income groups. All these are signs of economy which is based on agriculture and, therefore industrialisation has been given the most prominent place in the Second Five-Year Plan. Sj. Jyoti Basu has lamented the concentration of financial power in a few hands. It is true that a few influential persons hold the reins of management of a very large number of industrial concerns. In the coal industry, for example, out of 56 companies, 51 companies with 247 directorships are now controlled by 28 persons. The danger is real that control may pass into the hands of a few combines which, with their immense resources, can virtually dictate policies to the Government. Sj. Jyoti Basu has mentioned the evil of managing agency system in this connection. The Government is fully alive to the danger of this original power of monopolistic capitalism. Certain amount of concentration of control is inevitable under modern methods of production but the real question is that the big industrial units must be made to serve the people. Old profit motive must go and the big business must fall in line with the Government policy and there should be constant vigilance on the part of the Government about the control and direction of the private sector.

The unemployment problem is certainly very serious. Employment for about 5 million people has been created, but about 6 million unemployed people still remain. Assuming that the net increase in population is 1.25 per cent. a year, and 40 per cent. of the total population comprise the labour force, new entrants are expected to stand at 8 million at the end of the Second Plan. The total employment to be created will be about 10 million. This will leave about 6 million unemployed at the end of First Plan. The employment potential, however, is not discouraging. Intensive cultivation, in my view, may engage a larger number of people than envisaged. In West Bengal we are going to have 62 lakh acres out of 117 lakh acres under irrigation by 1960-61. This irrigation facility and the advantage of co-operative society will enable agriculture to absorb a larger number of people. Housing programme, both urban and rural, may give employment to a large number of people provided, of course, the organisational ability is available. But any plan for solving unemployment should include a programme of effective population policy to strike at the root of the vicious circle of poverty, overpopulation and unemployment.

Before I conclude I should say that although there has been an improvement in the food situation in West Bengal still there are large areas which have suffered from serious floods and drought resulting in loss of crops. People in these areas have no food; they have no employment and, therefore, no purchasing power, with which to buy food; they should be given employment. I should, therefore, request the Government to start relief operations in these areas and to provide opportunities for employment in such activities as construction of canals, etc., which may ultimately bring about economic improvement of the people.

Sir, I will only say one word about the Medical and Public Health Department. I mention this department particularly because of the remarkable progress it has made in the health position of the people of this State. Sir, the preventible diseases are now under control. Our death rate has gone down to a very satisfactory level and our birth rate has gone up.

Sir, I would however, place one grievance of the people before the Government, and this is about drinking water for which I think more vigorous steps should now be taken than have hitherto been done. There are large areas where there is no drinking water available. In Midnapore for example of the total population of the district there are 20 lakh people living in 6,000 villages who have no source of good drinking water. I, therefore, would urge upon the Government to remove this grievance of the people and to make arrangements for the supply of good drinking water. They should see that public health measures would be ineffective in the absence of good drinking water. With these words, Sir, I conclude.

Dr. Ranendra Nath Sen:

মাননীয় উপ-সভাপাল মহাশয়, সরকারের বাজেট আলোচনার সময় দুটো জিনিস প্রধান ; কষ্টি-পাথরে তার বিচার করা উচিত এই যে, জনসাধারণের ঐহিক উন্নতি হচ্ছে কিনা, অথবা জাতীয় অর্থ-নৈতিক উন্নতি হচ্ছে কিনা। এই দুটো দিক দিয়ে অর্থমন্ত্রীর বাজেট সন্তোষজনক নয় ; যদিও তাতে জাতীয় উন্নতি এবং জাতীয় প্ল্যানের কথা বলা হয়েছে। শুধু যে তাই, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতির যে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে আমরা এক মত নই, এবং যে তথ্যগুলি পরিবেশন করা হয়েছে তার অনেকগুলিই ভুল। যেমন ইস্পাত উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে—ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট কোয়ার্টার্লি রেকর্ডস অ্যান্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্স কি বলেছে দেখুন ; জুলাই মাসে ১৯৫৫ সালে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ১৯৫৪ সালে ইস্পাতের উৎপাদন ছিল মোটামুটি ১৩০·২। কিন্তু ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে সেটা বেড়ে উঠে দাঁড়াল ১৪৩·২। কিন্তু সমগ্র ১৯৫৫ সালে সেটা নেমে আসতে আসতে,—১৯৫৫এর ফেব্রুয়ারীতে হ'ল ১৩৯·৩ ; মার্চ মাসে হ'ল ১৩৫·৬ ; এপ্রিলে হ'ল ১৩৫·৯ এবং মেতে হ'ল ১৩০·১। মোটের উপর ১৯৫৫ সালে দাঁড়িয়েছিল ১২৬এর কাছাকাছি। সেইজন্য যে ইস্পাত উৎপাদনের উপর আমাদের দেশের শিল্পায়ন সমগ্রভাবে নির্ভরশীল, সেই ইস্পাত উন্নতির পথে ত নয়ই, বরং সেটা বলা যেতে পারে একটা ষ্টেট অফ ষ্ট্যাগনেশন।

Tendency of price disparity between agriculture and manufactured commodities.

এর মধ্যে রয়েছে। তার উপর ডাঃ রায় যা বলেছেন সেটাও ঠিক নয়। সেটা যদি আমরা ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ফিগার্স অন্বেষণ করি, যেটা আমার বন্ধুবর হেমন্ত ঘোষালমহাশয় বলে গিয়েছেন, তাহলে সব স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে। ডাঃ রায়ের আর একটা দাবী হচ্ছে যে বাৎসরিক রোজগার কারখানার মজুরদের বেড়ে গিয়েছে ; সেটাও ঠিক নয়। ইন্ডিয়ান লেবার গেজেট মান্থলী ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল য়্যাবস্ট্রাক্ট—তার ভিত্তিতে হিসাব করলে দেখা যায় যে মজুরদের উৎপাদন শক্তি বেড়েছে ৪৮ পারসেণ্ট ; আর তাদের বেতনের হার নেমে এসেছে ১৯৩৯ সালের স্তরে। যদিও জাতীয় আয়ের উন্নতি হয়েছে, যেটা ডাঃ রায় বলেছেন এবং আমরাও বলি। অবশ্য কিছুটা জাতীয় আয়ের উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তিনি যা বলেছেন যে লোকের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, এটা ঠিক নয় ; এবং হায়ার ইন্‌কাম্‌-গ্রুপ ও লোয়ার ইন্‌কাম-গ্রুপ এর মধ্যে আয়ের যে ব্যবধান কমেছে, সেটাও ঠিক কথা নয়। সেটা যে মোটেই ঠিক নয়, তার প্রমাণ ইন্ডিয়ান লেবার গেজেট য়্যান্ড মান্থলী ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল য়্যাবস্ট্রাক্ট খুঁজলে পরেই দেখা যাবে। এখানে একটা হিসাব দেখছি—

amount of wages salaries and profits and their share in net income from factories. Share wage

১৯৫০ সালে ছিল ৪২ পারসেন্ট, ১৯৫১ সালে ৩৬ পারসেন্ট, ১৯৫২ সালে ৩৭ পারসেন্ট,

১৯৫৩ সালে ৩৪ পারসেণ্ট এবং ১৯৫৪ সালে ৩৩ পারসেণ্ট। তারপর শেয়ার অব প্রফিট কি আছে দেখুন—

১৯৫০ সালে ছিল ৫৮ পারসেণ্ট,

১৯৫১ সালে ছিল ৬১ পারসেণ্ট,

১৯৫২ সালে ছিল ৬৩ পারসেণ্ট,

১৯৫৩ সালে ছিল ৬৬ পারসেণ্ট, এবং

১৯৫৪ সালে ছিল ৬৭ পারসেণ্ট।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে শেয়ার ওয়েজ কমেছে আর শেয়ার প্রফিট বেড়েছে ; এবং তাতে এইটাই প্রমাণিত হয় যে ডিসপ্যারিটি কমেনি বরং বেড়েছে ; ১৯৫৫ সালেও সেটা পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

[6-35—6-45 p.m.]

কারণ যদি মুনাফার হিসাব দেখা যায়—আমি তিনটা মুনাফার হিসাব দিচ্ছি যে তিনটা পশ্চিম বাংলার ১৯৫০-৫৪ সালে ২১টা ব্রিটিশ কোম্পানী শুধু পশ্চিম বাংলায় মোট মুনাফা করেছে ৩৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ; এবং তার টোটাল পেড্-আপ্ ক্যাপিটাল ৪৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

তারপর ৪০টা চা-বাগান পশ্চিম বাংলার প্রধানতঃ ব্রিটিশ—তারা ১৯৫৩ সালে ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছে, এবং ১৯৫৪ সালে নেট মুনাফা করেছে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, আর তাদের টোটাল পেড্-আপ্ ক্যাপিটাল হ'ল ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

During the last eight years the net profit of the National Carbon Company, an American subsidiary in Calcutta, had once been below 40 lakhs per year.

আমি যে তথ্য দিলাম—যে তথ্যের উপর ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনের ডাঃ ভি, আর, কে, ভি, রাও দেখিয়েছেন—

The disparity between the incomes of higher and lower groups—

এটা কমে নি, যদিও ন্যাশন্যাল ইনকাম কিছু বেড়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের যে চিত্রটা ডাঃ বি, সি, রায় উপস্থিত করেছেন, বিরোধীপক্ষ থেকে তার ভিতরকার ফাঁকিটা সদস্যরা তুলে ধরেছেন। তারই একটুখানি এখানে উপস্থাপিত করব।

একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি দেখা যায় তার "এগ্রিকালচারাল ইকনমি" থেকে এবং সত্যকার "ইনডাষ্ট্রিয়াল ইকনমি"টা কতদূর অগ্রসর হচ্ছে তা থেকে। সেইদিক থেকে দেখি

> "The relative proportion in national income of products of agricultural sector and industrial sectors since 1947 has not changed appreciably in favour of the latter which a prospering economy should have."

এটা প্রত্যেকেরই জানা দরকার। যখন বলা হয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে, তখন এই বাজেটের মার্ফৎই সেটা প্রতীয়মান হবে। সুতরাং আমাদের এখনও বহুদূর যেতে হবে। যেখানে কায়েমী স্বার্থ ঐ অর্থনীতির পথ অবরুদ্ধ কোরে রেখেছে তার ভিতর দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ পরিষ্কার করতে হবে। বাজেটের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে চাই যে এটা দেখে মনে হচ্ছে যেন সত্যিকার গ্লোরিফায়েড ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজ দেখছি এখানে। প্রত্যেক জিনিসটা অপেক্ষা কোরে আছে কোথায়—কেন্দ্র কত টাকা দিলে না দিলে তার উপর। "এডুকেটেড আনএম্প্লয়েড" লোকদের রিলিফের ব্যবস্থা কেন্দ্র গতবার কমিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং সেটায় আমাদের কম খরচ হয়েছে, এবার সে যত দেবে এবার তার উপর খরচ হবে। এইরকম প্রত্যেকটা খাতেই দেখা যায়। আপনারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে যে অবস্থায় নিয়ে গিয়েছেন সেরকম অবস্থায় এটাও এসেছে। কেন্দ্র যা দেবে তার উপর সম্পূর্ণভাবে খরচ খরচা নির্ভরশীল। সুতরাং ঘাটতি বাজেট। যেখানে দেনার পরিমাণ প্রত্যেক বছর বেড়ে চলেছে, যেখানে বাজেটে নিত্য নূতন ট্যাক্সেশনএর কথা এমন একটা প্রদেশে আনতে হচ্ছে যে

প্রদেশ একমাত্র বোম্বাই প্রদেশ ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে ট্যাক্সড প্রদেশ বলা যেতে পারে, সেখানেও ডাঃ বি, সি, রায়ের বাজেটে যে সেভিংএর কথা হচ্ছে বস্তুতঃ সেটা কম্পালসরি সেভিং। সাধারণ লোকের মার্জিনাল সেভিং বলতে প্রায় কিছুই থাকে না।

ডাঃ রায় পুঁজিপতিদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, বিশেষ কোরে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের প্রিয়পাত্র। তাঁদের কাছ থেকে এই বাজেটের খুব প্রশংসা এসেছে। যেমন ইংরাজ পুঁজিপতিদের কাগজ "ক্যাপিটাল" ২৩শে ফেব্রুয়ারী লিখছে—

"In general, however, they show a welcome tendency to rely increasingly on indirect taxation and to extract a larger contribution for future development from the rural areas which have not hitherto shouldered the full burden they should have................"

অর্থাৎ ডাঃ রায় যে শুধু ইণ্ডাইরেক্ট ট্যাক্স সমগ্র দেশের উপর বাড়াচ্ছেন তাতে যে তাঁরা খুসী হয়েছেন তা নয়, এটা ডাঃ রায় গ্রামে গ্রামে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন তাতেই তাঁরা খুসী। এতেই এই বাজেটের পরিচয় পাওয়া যায়, যখন আমাদের দেশে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের যে কাগজ আছে তাতে এই কথা লিখেছে। আর সেইদিক থেকে এটা যে আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী সেটা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথায় ডাঃ রায় তাঁর বাজেট বক্তৃতায় অনেক কথাই বলেছেন। আমাদের বক্তব্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেইভাবে পুরা পরিকল্পনাটা নিয়ে আমাদের দেশে স্বাধীন এবং সমৃদ্ধিশালী অর্থনীতি এবং শিল্পায়ন গড়ে উঠতে পারবে না। "সোসিয়ালিষ্টিক প্যাটার্ণ অব সোসাইটি" ত দূরের কথা, যদিও ডাঃ রায় "সোস্যালিষ্টিক প্যাটার্ণ অব সোসাইটি"র কথা বাজেট বক্তৃতায় বিশেষ বলেন নি কারণ, এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কতকগুলি অব্জেক্টিভ আছে, যা আমরা মনে করি অব্জেক্টিভ হিসাবে ভাল। কিন্তু সেই অব্জেক্টিভএর সঙ্গে যে পদ্ধতিতে তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনাটি পরিচালিত করবার চেষ্টা করছেন তার মধ্যে একটা সংঘর্ষ আসবে এবং তার ফলে দেশের অর্থনীতি স্তব্ধ হয়ে যাবে, বিকৃত হয়ে যাবে এবং দেশের অর্থনীতি অগ্রসর হতে পারবে না। কারণ, প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে এখনও বিদেশীদের, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের যে মুঠি সেটা যথেষ্ট শক্ত হয়ে রয়েছে ; যেমন, চটকল, বৈদেশিক বাণিজ্য, রপ্তানী বাণিজ্য, জাহাজ অর্থাৎ যে কটা আমাদের দেশের সমস্ত অর্থনীতির মূল সেগুলো আজও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের মুঠোর মধ্যে রাখতে পেরেছে, এবং এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে খর্ব কোরে অগ্রসর হওয়ার যে রাস্তা তা গ্রহণ না কোরে এই প্ল্যানিং কমিশন পরিবেশিত যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাতে সেই সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানীতে তাদের কাছেই প্রেরণা চাওয়া হয়েছে, সাহায্য চাওয়া হয়েছে, যাতে কোরে বিদেশী মূলধন আমাদের কাছে আরও আসে। কারণ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ৮০০ কোটি টাকা বিদেশ থেকে আসবে আশা করা হয়েছে এবং এও আশা করা হয়েছে যে ১০০ কোটি টাকা বিদেশী ব্যক্তিগত মূলধন এখানে লাগান হবে। যদি বিদেশী ব্যক্তিগত মূলধন লাগান হয় তাহলে তার কি পরিণাম তা ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করে বাংলা দেশের অর্থনীতিই বুঝতে পারছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দুর্গাপুরে একটা ষ্টীল প্ল্যান্ট হবে এবং ভিলাইতেও আর একটা স্টীল প্ল্যান্ট হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত হ'লে কি পরিণাম হয় তা দেখাতে চাই। ভিলাইএর জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ১॥ পার্সেন্ট সুদে সাহায্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু দুর্গাপুরের জন্য ব্রিটিশরা সেখানে বলছেন যে ৬॥ পার্সেন্ট কম সুদে তাঁরা কাজ করতে রাজী নন। এই নিয়ে আজও ভারত সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে। যখন দুর্গাপুরের কথা বাজেটে এত কোরে বলা হচ্ছে তখন সেই সঙ্গে এইটুকুও বলা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে দেশের উন্নতির পক্ষে যা দরকার তা করতে হ'লে সেই যে পুঁজিপতি—তাদের যে মুনাফা এবং তাদের যে অধিকার, আমাদের দেশে রয়েছে, সেটা খর্ব না করতে পারলে পর চলবে না। কিন্তু এখানে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখছি তাঁদের কাছে এঁরা মাথা নীচু করেছেন। যেখানে প্রথম "প্ল্যান ফ্রেম্"এ ছিল ২০০ কোটি টাকা "প্রাইভেট সেকটর"এ, সেখানে "প্রাইভেট সেকটর"এ বাড়িয়ে ৬২০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

তারপরে বলা হয়েছিল ইনডাস্ট্রির জন্য ২৫ পার্সেন্ট লাগবে এবং খরচ করা হবে তার উপর সেখানে "ড্রাফ্‌ট্‌ প্ল্যান"এ বলা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরএতে টার্গেট অব ইণ্ডাস্ট্রীয়ালাইজেশন হচ্ছে ১৯ পার্সেন্ট। আমরা জানি কায়েমী স্বার্থ কি কোরে প্ল্যানিং কমিশনের উপর চাপ দিয়ে এই জিনিস আদায় করেছে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় অনেক বেশী দরকার। ডাঃ বি, সি, রায় গত বছর বলেছিলেন ১,৪০০ কোটি টাকা দরকার যদি আমাদের অর্থনীতিকে ভাল করতে হয়। সেখানে আমাদের দেওয়া হচ্ছে ১৩০ কোটি টাকা এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়—অর্থাৎ ১০ পার্সেন্ট মাত্র।

চতুর্থ কথা হচ্ছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার সমাধান হবে না, যদিও এই বেকার সমস্যা সমাধান করা সম্বন্ধে এই প্ল্যান-ফ্রেমএ বলেছিলেন কিংপিন অব দি সেকেণ্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান। কিন্তু কি দাঁড়িয়েছে? প্ল্যান-ফ্রেমএ বলেছিলেন ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের চাকরী হবে, কিন্তু ড্রাফ্‌ট প্ল্যানএ নেমে এসে বলছেন যে ৮০ লাখের বেশী কিছুতেই করা যাবে না। এখানে এই দুটো ক্ষেত্রেই ১ কোটি ২০ লাখ আর ৮০ লাখ—এই দুটোর যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই; ছেলেমানুষী হিসাব দেওয়া হয়েছে, সে কথা পরে আলোচনা ক'রব। কিন্তু কিছুতেই বেকার সমস্যার সমাধান হবে না—যদি না র‍্যাশনালাইজেশন বন্ধ করা যায়।

[6-45—6-55 p.m.]

আমরা সকলেই জানি ১৫০ কোটি টাকা শুধু র‍্যাশনালাইজেশন বা মডার্ণাইজেশনএর নামে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে। জুট, টেক্সটাইল এবং সুগার এই পশ্চিম বাংলায় তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং এর মধ্যেই এই আক্রমণ শুরু হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা যদি না একচেটিয়া পুঁজিপতি মুনাফাখোরদের আরো মুনাফার অধিকার খর্ব করা যায়, যদি শ্রমিক সংক্রান্ত আইন শ্রমিকদের স্বার্থের অনুকূলে পরিবর্তিত না হয় এবং লেবার ইণ্টেন্সিভ স্কীম যদি পঞ্চবার্থিকী পরিকল্পনায় গৃহীত না হয় তাহলে এই ১২০ কোটি টাকা দিয়ে আমাদের দেশের উন্নতি হবে না। বড় জোর নূতন কয়েক লক্ষ লোক চাকরী পাবে ও পুরানো লোক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে—বেকার হয়ে যাবে। ডাক্তার রায় বলেছেন এক বৎসরের মধ্যে ১৪ কোটি টাকা খরচ করেছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি, অনেক ভাল কথাই বলেছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে তিনি বলেছেন যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ৪ লক্ষ নূতন লোকের চাকরী করে দেবেন। এখানে আমার বক্তব্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পুস্তিকার মধ্যে যে হিসাব আছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার লোকের ৫ বৎসরে চাকরী হবে। গত বৎসর ৪½ লক্ষ লোকের কথা বলা হয়েছিল, এখন বলা হচ্ছে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার। ডাক্তার রায়ের হিসাবমত ৫ বৎসরে ৬ লক্ষ লোক নূতন চাকরীর জন্য আসবে। আসলে ১০ লক্ষ নয় ১২ লক্ষ লোক ডাক্তার রায়ের হিসাবমত—এক বৎসরে এক লক্ষ ২০ হাজার অর্থাৎ ১০ বৎসরে ১২ লক্ষ লোক হয়। তার উপর ৬ লক্ষ লোক নূতন আসবে এই ১৮ লক্ষের মধ্যে ডাক্তার রায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক চাকরী পাবে এই ৫ বৎসরে। কিন্তু এতেও আমাদের গভীর সন্দেহ আছে যে এরাও চাকরী পাবে কিনা। তার কারণ হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গে হয়ত কিছু লোকের চাকরী দেবেন, অন্য দিকে এই ৫ বৎসরের মধ্যে কম পক্ষে ১ লক্ষ লোকের চাকরী যাবে র‍্যাশনালাইজেশন এবং আনইকনমিক এণ্টারিসমেণ্ট প্রভৃতির মাধ্যমে। এরই মধ্যে নোটিশ দিয়েছে ডি, জে, কীমার; র‍্যালি ব্রাদার্সএর বেশীর ভাগই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দামোদরের ১৬ হাজার লোকের চাকরী যাচ্ছে, ফুড ডিপার্টমেণ্টএর ৪½ হাজার লোক সারপ্লাস, এবং হাজার হাজার লোক চটকলে ও সুতাকলে বেকার হয়ে গিয়েছে—আরো হবে। সুতরাং বেকার সমস্যা সমাধান দূরের কথা, বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ডাক্তার রায় প্ল্যানিং সম্পর্কে তাঁর বাজেটের মধ্যে একটা নূতন কথা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন—

Democratise the financing of the plan

ফিন্যান্সকে আরো ডেমোক্র্যাটাইজ অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। ফিন্যান্সকে

ডেমোক্র্যাটাইজ করছেন! নূতন নূতন ট্যাক্স বসিয়ে কম্পালসরি সেভিং প্রভৃতি করে জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তার রায় বলেছিলেন যে ট্যাক্স নূতন করে আর করা যায় না। ট্যাক্সেশন এনকোয়েরী কমিটি, তারা যে সুপারিশ করেছিল, সেই সুপারিসের বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতবর্ষের লোক চীৎকার করেছিল। এমন কি ডাক্তার রায়ও বলেছিলেন যে এটা অবাস্তব। ট্যাক্সেশন এনকোয়েরী কমিটি বলেছিল যে সমস্ত ষ্টেটগুলি মিলিয়ে ১৬০ কোটি টাকা নূতন ট্যাক্স করতে হবে। এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট আরো ১৬০ কোটি টাকা নূতন ট্যাক্স করবেন। ডাক্তার রায়ই তখন এই সময় তার বিরুদ্ধে চীৎকার করেছিলেন। তারপর প্ল্যানিং কমিশন বললেন যে ১৬০ কোটিতে হবে না, সবগুলি ষ্টেট মিলে ২২৫ কোটি টাকা নূতন ট্যাক্স করতে হবে। এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ২২৫ কোটি টাকা—মোট এই ৪৫০ কোটি টাকা দিতে হবে। এ সম্বন্ধে তিনি বলছেন ৩৫০ কোটি টাকা। সুতরাং ৮০০ কোটি টাকার ট্যাক্সএর ভার দাঁড়াচ্ছে। এই ট্যাক্স হবে বেশীর ভাগ ইন্ডাইরেক্ট ট্যাক্স—শতকরা ৯০ ভাগই ইন্ডাইরেক্ট ট্যাক্স হবে এ বিষয় সন্দেহ নেই। আজকে সকালের কাগজে পড়লাম কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট শ্রীদেশমুখ উপস্থিত করেছেন তাতে নূতনভাবে কাপড়ের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সাবানের দাম বেড়ে যাচ্ছে। মোটা ধুতি ও সাড়ী বাদে আর সকলরকম কাপড়ের উপর বসবে এক্সাইজ ডিউটী, ষ্ট্যাম্প এবং রেজিস্ট্রেশন সেখানেও নূতন ডিউটী বসছে। এবং রেলওয়েতে ফ্রেট বাড়ছে। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ বলা হয়েছে যে রেলএ আরো ৫০ কোটি টাকা আয় বেশী করতে হবে। এর ফলে রেলওয়ের ভাড়া বাড়ছে, অবশ্য ইলেকশনএর আগে নয় ইলেকশনএর পরে এবং আরো কর বসবে। সুতরাং যা হচ্ছে বা হবে তাতে রেলের ভাড়া বাড়ছে, বাসএর ভাড়া বাড়বে, ইরিগেশন ট্যাক্স বাড়বে, ওয়াটার ট্যাক্স বাড়বে। ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটী বাড়বে। তারপর সেলস ট্যাক্স সমস্ত দরকারী জিনিসপত্রের উপর বাড়ছে। তারপর এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আছে ১২ শত কোটি টাকা ডেফিসিট ফিন্যান্সিং অর্থাৎ বৎসরে ২½ শত কোটি টাকা ডেফিসিট ফিন্যান্সিং। শিল্পপতিরা বলছেন ভারত সরকারের এটাকে ঠিক ইনফ্লেশন বলা যায় না, রিফ্লেশন বলা চলে। কারণ এই বৎসরে শ্রীদেশমুখ বলেছেন যে, ২½ শত কোটি নয় ৩½ শত কোটি টাকা ট্রেজারী বিল মারফৎ পাওয়া যাবে। তার মানে মুদ্রাস্ফীতি হবে, যার ফলে দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাবে, বাজার সংকুচিত হবে, দেশের শিল্পের প্রসার হবে না, কল-কারখানা হবে না এবং কলকারখানা হ'লেও তা অগ্রগতির পথে যেতে পারবে না। একমাত্র এই পশ্চিমবঙ্গে দেখছি ভয়াবহ ব্যাপার, নূতন ফ্রেস ট্যাক্স আমাদের ১২·১ কোটি টাকা দিতে হবে। এবং তা ছাড়া স্মল সেভিংসএ ২৫ কোটি টাকা। এখানে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় যেমন চা-বাগানে বোনাসএর প্রশ্ন উঠে তখন সেখানে গভর্ণমেণ্ট থেকে চেষ্টা হয় এবং এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে এই স্মল সেভিংসএ বোনাসএর একটা বড় অংশ নেওয়া হবে। যেটা দেশের লোক রোজগার করে তাই স্মল সেভিংসএর নাম করে টেনে নেবার চেষ্টা হচ্ছে। সুতরাং অবস্থা যে খারাপের দিকে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পেরে ডাক্তার রায় তাঁর বাজেট বক্তৃতার শেষে ভগবানের নাম করেছেন। অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত শোকি হয়ে পড়েছেন তার পরিচয় তার বাজেট স্পীচএর মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি। কেন না এডুকেটেড আনএমপ্লয়মেণ্ট সম্বন্ধে প্রতিবার তার বক্তৃতায় থাকে কিন্তু এবারের বক্তৃতায় তার উল্লেখ নেই। অথচ অল-ইণ্ডিয়া ড্রাফট প্ল্যানএর ভিতর (দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—অল ইণ্ডিয়া ড্রাফট প্ল্যান, পেজ ৪৫) সেখানে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার কথা বলা হয়েছে যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যা, ত্রিবাংকুর কোচিন যেখানে এডুকেটেড আনএমপ্লয়মেণ্টএর সমস্যা অত্যন্ত জটিল, তার চেয়েও বেশী। তাই ডাক্তার রায় এইসমস্ত স্তোকবাক্য দিয়ে এইসমস্ত শিক্ষিত বেকারদের কতদিন বসিয়ে রাখবেন। এই গৃহ সমস্যা যা পশ্চিম বাংলায় অত্যন্ত জরুরীভাবে দেখা দিয়েছে তাতে আমি বলবো যে এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, যেটা ডাক্তার রায় আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে এই সমস্যার সমাধান হবে না।

তারপর হাউসিং স্কীমএ তিনি বৎসরের পর বৎসর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের আগে দেখা দরকার এই হাউসিং স্কীম সম্বন্ধে। যেসমস্ত কায়েমী স্বার্থ এই পথে বাধা সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে

আমাদের দেশের এই গৃহ সমস্যার সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া দরকার। আমাদের দেশে প্রত্যেকের খাদ্য, বাসস্থান, চাকরী, শিক্ষা চাই, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। সমগ্রভাবে দেশে কায়িক ও আর্থিক উন্নতি আমরা দেখতে চাই। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে সেই জিনিসের অভাব রয়ে গিয়েছে।

[6-55—7-5 p.m.]

Sj. Nalini Kanta Haldar:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে আমি সরকারের আবগারী নীতির বিষয় কিছু বলবো। শুধু লাভের দিক চেয়ে এই নীতি পরিচালিত হচ্ছে, জনকল্যাণের দিকে চেয়ে নয়। এ বৎসর ৪॥ কোটি টাকার মত নেট আয় ধরা হয়েছে কিন্তু এই ৪॥ কোটি টাকার জন্য দেশের কি সর্বনাশ হচ্ছে সে দিকে সরকারের কোন লক্ষ্য নেই।

ওয়েলফেয়ার স্টেট করছেন। পাব্লিক হেলথের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন। পাব্লিক হেলথ বলতে কি শুধু পানীয় জলের ব্যবস্থা আর সংক্রামক ব্যাধির প্রতিকার বা প্রতিরোধ বোঝায়? মাদকতা নিবারণ কি তার আওতায় আসা উচিত নয়? তাড়ি, মদ, গাঁজা আফিম কি স্বাস্থ্যের সহায়তা করে? পল্লীর অবস্থার দিকে একবার আসতে বলি। খেজুরের রস, তালের রসের তাড়িতে আর কুলাচ্ছে না। এখন নারকেল গাছ ধরেছে। বে-আইনী মদ চোলাইএর ভাটি গ্রামে গ্রামে ছেয়ে যাচ্ছে। আবার সে অঞ্চলের কথা বলি কুল্পী থানা। গত বাজেট অধিবেশনে বলার ফলে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। লক্ষ্মীকান্তপুরে আবগারী পুলিশ বসেছে। প্রচুর মদ ধরা পড়ছে, কিন্তু কমছে না। দণ্ডের ব্যবস্থা কঠোর না করলে কিছু হবে না। ক্ষেতের মধ্যে চষা মাটীর নীচে ভাটি, সহজে চোখে পড়ে না— ধরলে গ্রামে সাক্ষী মেলে না, সবই এক পরামর্শে। বাপ খাচ্ছে, ছেলে খাচ্ছে, গরীব মজুর খাচ্ছে, ধনীও খাচ্ছে, শিক্ষিতও বাদ যাচ্ছে না। নিশাদল দিয়ে নাকি তৈরী করে। তাতে অল্পদিনেই যকৃতের বিকৃতি ঘটছে, এইভাবে স্বাস্থ্য এবং অর্থ দুই এরই সর্বনাশ হচ্ছে। এই ডিপার্টমেণ্টকে ডিপার্টমেণ্টস আদার দ্যান রেভেনু আর্নিং ডিপার্টমেণ্টসএর মধ্যে আনতে হবে। এটা থাকবে মাদকতা বর্জন দ্বারা দেশের কল্যাণ করার জন্য, লাভের জন্য নয়। এই ৪½ কোটি টাকা রাজস্ব কমিটি জনকল্যাণে ব্যয় হয়েছে বলে সরকার কি মনে করতে পারেন না? পাব্লিক হেলথের জন্য বরাদ্দ অংকের সংগে যোগ দিয়ে ৬॥ কোটি টাকার মত পাব্লিক হেলথে ব্যয় হচ্ছে মনে করতে পারেন।

ডেভেলপমেণ্টের স্বপ্নে রাজস্ব কমাবার কথা রাজস্বমন্ত্রীমহাশয় ভাবতে পারেন না। কিন্তু মানুষ যদি ধ্বংস হয়ে গেল, তবে কাকে নিয়ে ডেভেলপমেণ্ট, কারজন্য ডেভেলপমেণ্ট? এই আবগারী নীতি জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও আর আর জনকল্যাণকর বিভাগের কাজকে পণ্ড করে দিচ্ছে।

পুলিশ বিভাগের কথা একটু বলবো। এই খাতে খরচ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এতে কি প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে দেশে দুর্নীতি বেড়ে চলেছে। দুর্নীতি যে বাড়ছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। স্বয়ং পুলিশই দুর্নীতি মুক্ত নয়। পল্লী পুলিশের একটা ছোট ছবি দিই। টিউবওয়েল সংক্রান্ত ব্যাপারে একবার একটা ইউনিয়নে যাচ্ছি। পথে দেখি একজন চৌকিদার তাকে বল্লাম "এই চিঠিখানা তোমাদের প্রেসিডেণ্টবাবুকে দিও", বল্লে "এখন থানায় যাচ্ছি"। "থানায় কেন? আজ কি হপ্তার দিন?" "না, বাবু, আমাদের গ্রামে মেলা হচ্ছে তাতে ফড় খেলা (একপ্রকার জুয়া) বসবে, তাই বড়বাবুকে একটু গড়তে যাচ্ছি। বলা বাহুল্য লোকটি আমাকে চিনত না। সর্বত্রই দুর্নীতি। এমন কি সরকারের শিক্ষা বিভাগেও। কিন্তু কেন এমন হয়? এর কারণ শুধু অভাব নয়, মূল সোর্স পোলিউটেড হয়েছে। যেখান থেকে এইসব পার্সোনেল রিক্রুট করা হয়, সেই মূল সমাজই দূষিত হয়ে গেছে। শুধু পুলিশ বাড়ালেই দুর্নীতি দমন হবে না। এর প্রতিকারের জন্য শিক্ষা চাই—সামাজিক শিক্ষা, যে শিক্ষ দ্বারা লোকে সামাজিক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। সরকারের সোসাল এডুকেশনে, এডাল্ট এডুকেশনে, যাত্রা কীর্ত্তন, ইত্যাদিতে কিঞ্চিৎ উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিন্তু শুধু এইটুকুতে হবে না। ছেলেবেলা থেকে যাতে ছেলেরা পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে তুলতে পারে সহযোগিতা করতে শেখে, প্রবঞ্চনা করতে না শেখে সেইরকম শিক্ষা দিতে হবে। তারজন

প্রয়োজন আবাসিক বিদ্যালয়। সেখানে তারা যে সামাজিক শিক্ষালাভ করবে তার পরীক্ষা এবং প্রয়োগক্ষেত্র সেখানেই নিজেদের মধ্যে পাবে চিল্‌ড্রেন অ্যাফর্ড দি বেষ্ট সোসাইটি ফর চিলড্রেন। বাইরের জগতে এডাল্টদের সমাজে গেলে তাদের নূতন শিক্ষা মার খাবে। ভোজনাগারে গিয়ে নিজ নিজ ভোজনপাত্র হাতে নিয়ে কিউ দিয়ে দাঁড়ানোর মধ্যে তারা শিখবে পরের অধিকারকে মর্যাদা দিতে, শিখবে দৈহিক বলে কাউকে অধিকারচ্যুত করা অন্যায়। এ থেকে কালক্রমে শিখবে বুদ্ধি বলেও কাউকে বঞ্চিত করা সমান অন্যায়। এই শিক্ষা প্রতিদিন অভ্যাসের মধ্য দিয়ে তার প্রকৃতির অংশ হয়ে যাবে, এক্সপ্লইটেশন প্রবৃত্তির জন্ম নিরোধ হবে। সরকার অবলম্বিত বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামাজিক শিক্ষার সুযোগ নাই—আবাসিক ব্যবস্থাটা বাদ দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মধ্যে এই দিকটার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া ছিল। ওয়ার্ধা পরিকল্পনানুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। ব্যয় বাহুল্যের বালাই নেই, ঠিক পথে শিক্ষা দেওয়াও হবে।

আজ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য সরকার ৬ বিঘা জমি ও ৩২,০০০ টাকা লোকাল কনট্রিবিউশন চান। টাকার অংক নেমে ২৪,০০০ টাকা এবং সুন্দরবন অঞ্চলে ১১,০০০ টাকায় এসেছে। লোকে দিতেও পাচ্ছে না। এই আদর্শহীন শিক্ষার কি প্রয়োজন? সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে এর কোন মূল্য নেই।

কৃষককে বাদ দিয়ে কৃষির উন্নতি চিন্তা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের যে দারিদ্র্য এবং তাতে তাদের যে সাহায্যের প্রয়োজন এগ্রিকালচারাল লোন এবং সি, পি, লোন যা বাজেটে ধরা হয়েছে, তাতে তাদের সম্বন্ধে সরকারের যে কোন ধারণা নেই সে কথা স্পষ্টই বোঝা যায়। এগ্রিকালচারাল লোন ৫৫ লক্ষ এবং সি, পি, লোন ২৮॥ লক্ষ। ১৫ বিঘারও কম জমির মালিক এমন কৃষক পরিবারের সংখ্যা পশ্চিম বাংলায় ২৬॥ লক্ষ এবং এদের দারিদ্র্য সুবিদিত, প্রতি পরিবারেই ঋণ দরকার। বাইরে কোথাও ঋণ পাওয়ার রাস্তা বন্ধ। এরকম ক্ষেত্রে ৮৩॥ লক্ষ টাকা দিলে কৃষকপ্রতি তিন টাকার কিছু বেশী হিসাবে পড়ে। এ যেন তাদের বিদ্রূপ করা। তাও তারা সময়মত পায় না। কার্তিক মাস পর্যন্ত গরু কেনার ঋণ দিয়ে সরকারী কর্মচারীরা দায়িত্ব থেকে খালাস। কিন্তু সে টাকায় গরু কেনা হয় না, গরীব চাষী খেয়ে ফেলে। সময়মত টাকা পেলে চাষও ভালভাবে হয়, তারা ২ জন লোককেও খাটাতে পারে। এই উভয়বিধ ঋণের পরিমাণ প্রচুর বাড়ানো দরকার।

তারপর প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তার এখনও অনেক কম। প্রত্যেক থানায় অন্ততঃপক্ষে ২ জন হিসাবে ভেটারিনারী সার্জেন দেওয়া দরকার। সাবঅর্ডিনেট এস্টাব্লিসমেণ্টও বাড়াতে হবে। গ্রাণ্টস ফর মেডিসিন খাতে মাত্র ১০,০০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে, আরো অনেক বেশী এতে বরাদ্দ করা উচিত।

এ বৎসর বাজেটে মেজর ইরিগেশন প্রোজেক্টের জন্য কোন ব্যয় বরাদ্দ হয় নি। জানি না ডি, ভি, সি, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী রিজারভয়ার প্রোজেক্ট করেই পশ্চিমবঙ্গের সেচ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে কিনা? এ পর্যন্ত ২৪-পরগণার জন্য কোন মেজর প্রজেক্ট করা হয় নি। ব্রিটিশ আমলের মগরাহাট স্কীম এবং কংগ্রেস সরকারের আমলে হাড়া-হটুগঞ্জ স্কীম কার্যতঃ ড্রেনেজ স্কীম ছাড়া আর কিছুই নয়। এদের দ্বারা ইরিগেশনের কোন বিশেষ সাহায্য হয় না। কারণ হুগলী নদীর জল লোনা, বর্ষায় যখন মিঠেল হয়, তখন সেচেরও কোন প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং সমগ্র জেলার জন্য একটা বড় পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। তার সুযোগও এসেছিল, গঙ্গার উপর ফরাক্কা বাঁধ হবার কথা ছিল, সেটা কেন্দ্রের হাতে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রের উপর চাপ দিয়ে এটা সেকেণ্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের মধ্যে নেওয়াতে হবে। হুগলীতে প্রচুর জল পাওয়া যাবে, এবং তার চাপে সমুদ্রের লোনা জলের জোয়ার বেশী দূর পর্যন্ত এগোতে পারবে না। ফলে কলকাতার একটু উপর বা নীচে হুগলী থেকে খাল কেটে দক্ষিণে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। ২৪-পরগণা এক ফসলী অঞ্চল, বিশেষ করে এর দক্ষিণাংশটা। সেচের ব্যবস্থা হলে এখানে প্রচুর ফসলও হতে পারবে। তারপরে একটা মাল্টিপার্পাস স্কীমও হতে পারে। কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ড্রেনেজের জন্যও পৃথক কোন স্কীম করবার প্রয়োজন হবে না।

কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্রোজেক্ট সম্বন্ধে কিছু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। সরকারী তহবিল অপব্যয়ের ক্ষেত্রে এই বিভাগটির আর দ্বিতীয় নেই। ১৬ আনার মধ্যে ১৫ আনাই অপব্যয়। যে কোন একটি প্রোজেক্ট ব্লকে গেলে পরে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কাছাকাছি বারুইপুর ব্লকের কথাই বলি। সাধারণতঃ ব্লকপ্রতি ৩৬ লক্ষ টাকার স্কীম, এটা শুনলাম ৪৪ লাখ—১১০ খানা গ্রাম নিয়ে ব্লক। বর্তমান মার্চ মাসে প্রোজেক্টের কাজ শেষ না হওয়ায় অক্টোবর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। মোট টাকার শতকরা ৬০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ধার করা। টাকাটা অবশ্য ব্যয় হবে, কিন্তু কাজ কতটা হয়েছে বা হবে? লোকের অবস্থার কিছুই পরিবর্তন দেখা যায় না। জীবনযাত্রার মান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ববৎ। সোনারপুর-আরাপাঁচ স্কীমের জন্য কিছু অঞ্চলে চাষের সুবিধা হয়েছে। ২।১ স্থানে রাস্তার কিছু উন্নতি হয়েছে মাত্র।

শিক্ষার ব্যবস্থা শোচনীয়। গত বছর পর্যন্ত ১৩৯টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩৫টা ব্লক কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে এসেছিল। কি শোচনীয় অবস্থা দেখেছিলাম। একটা বুনিয়াদী স্কুলে দেখলাম ছোট একটা ঘরে ছেলেমেয়েরা ঠাসাঠাসি করে রয়েছে। শিক্ষাপদ্ধতি মামুলী, হস্তশিল্প শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই, কৃষি শিক্ষার জন্য এক টুকরা জমিও নেই। দেওয়ালে ছবি ঝুলছে—একটার নীচে লেখা "মানুষের রোগের চিকিৎসা আছে, গাছপালার রোগও চিকিৎসা করলে সারে"। আর একটাতে একটা কুটির আঁকা—নীচে লেখা—"প্রতিটি গৃহ হোক এক শিল্প নিকেতন, সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারতের উন্নতি সাধনের একমাত্র পথ"। আর একটিতে লেখা আছে—"বিদ্যাদান মহাদান, সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারতের উন্নতি সাধনের একমাত্র পথ"। এইভাবে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারতের উন্নতি সাধন হচ্ছে।

অন্নবস্ত্র সমাস্যার কিছু সমাধান হয় নি। একটু দুধ হলে সেটা ছেলেপিলেদের খেতে না দিয়ে কলকাতার বাজারে পাঠিয়ে বিক্রী করলে দুটি ভাতের সংস্থান হয়। শিক্ষার অবস্থা বলেছি। স্বাস্থ্যের কথা না বল্লেও চলে। পশু চিকিৎসার খোঁজ নিয়ে জানলাম ২ মাইল দূরে যেতে হলে ডাক্তারেরা ১০।১২ টাকা ফী দাবী করেন। ৪৪ লক্ষ টাকা ১১০ খানা গ্রামকে ভাগ করে দিলে তারা গ্রামগুলো সোনা দিয়ে মুড়িয়ে নিতে পারবে। এইটুকুই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[7-5—7-15 p.m.]

Sj. Basant Lall Murarka:

মাননীয় স্পীকারমহোদয়, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী যে বাজেট-খানি পেশ করেছেন তার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কয়েক বছরে বাংলার আর্থিক উন্নতির যে চিত্র তিনি অংকিত করেছেন সেটি যে রকম সন্তোষজনক তেমন আশাপ্রদ। এই কয়েক বছরে সাধারণ মানুষের মাথাপিছু আয় যে শতকরা দশ টাকা করে বেড়ে গিয়েছে এবং মধ্যবিত্ত ও উচ্চতর শ্রেণীর আয়ের চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর লোকের আয় বর্ধিত হওয়ার হার অনেক বেশী একথা জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

বর্তমান বাজেটের একটা বিশেষত্ব এই যে, এ বছর থেকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় বাংলা দেশে একশ তিপান্ন কোটি টাকা খরচ হবে। বিগত পরিকল্পনায় দেশের খাদ্য সমস্যার এবং মৌলিক দ্রব্যের সরবরাহের সমস্যার সমাধান হলেও বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হল বেকার সমস্যার সমাধান। সেই কারণে এই পরিকল্পনায় দেশের শিল্প উন্নয়নের উপর এত বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। যদিও এটা খুব আশার কথা যে, এই পরিকল্পনায় আশি লক্ষ লোকের নিয়োগ সম্ভব হবে কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে আগামী পাঁচ বছরে দেশের মজদুর সংখ্যা আরো এক কোটি বেড়ে যাবে। সুতরাং বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ মিটিয়ে ফেলতে হলে কাজের সংখ্যা আরও বর্ধিত করতে হবে। সুতরাং লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পরিকল্পনায় যে টাকা শিল্প উন্নয়নের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে সে টাকার যেন অপব্যবহার না হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে টাকা বরাদ্দ ছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে সে টাকা পুরো খরচা হয় নি, এরকম ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি যাহাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি

রাখবার জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করছি। দেশের জাতীয় আয় বর্ধিত হওয়া দেশের উৎপাদন বর্ধিত হওয়া ইত্যাদি যতই বাঞ্ছনীয় হোক না কেন সবই অর্থহীন হয়ে যাবে যদি দেশে বেকার সমস্যা থেকে যায়। এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য অনেক টাকা দরকার। সে টাকা কি করে সংগ্রহ করা হবে তার একটা বিবরণ প্রধান মন্ত্রীমহাশয় দিয়াছেন। এটা নিশ্চিত যে দেশের করভার বর্ধিত হবে। এটা আমরা নিশ্চয় আশা করতে পারি যে, এই করের বোঝা পড়বে প্রধানতঃ ধনিক শ্রেণীর উপর। এর দরুণ দেশের ধনিক শ্রেণী, বিশেষ করে ব্যবসায়ী শ্রেণী হয়তো রুষ্ট হবেন কিন্তু আমি তাঁদের এ কথা বলতে চাই যে, করের বোঝা বেড়ে গেলেও তাঁদের ভয় পাবার কিছু নাই। কারণ করের বোঝা বেড়ে গেলেও সে টাকা দেশের সরকার আবার দেশের উন্নতির জন্য নিয়োগ করবেন। তাতে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য এত বেশী কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে যে ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। তবে একথা সত্য যে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। অন্য লোককে বঞ্চিত করে আমরা ধন সঞ্চয় করব এই দৃষ্টিভঙ্গি আর চলবে না। তাঁরা যে এখনও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারছেন না তা বোঝা যায় বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের সভাপতির সাম্প্রতিক বক্তৃতায়। এদেশে আয় করা মুনাফা যে আর এ দেশ থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া যাবে না তার একটা বড় অংশ যে ট্যাক্স হিসাবে দেশের সরকারকে দিয়ে দিতে হবে এতে তারা যেন বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তবে আশার কথা এই যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নতি যে অলীক স্বপ্ন এ আশা তাঁরা আর করছেন না। তাঁরা স্বীকার করছেন যে আর্থিক পরিকল্পনা আবশ্যক এবং তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হচ্ছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প ও ব্যবসায়ে বে-সরকারী অংশ থেকে সরকারী অংশের গুরুত্ব অনেক বেশী। আমরা নিশ্চয় আশা করতে পারি যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সরকারী অংশ অর্থাৎ পাবলিক সেক্টারের গুরুত্ব বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত সমস্ত শিল্প এবং উৎপাদন রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং দেশে সত্যিকারের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যে জীবনবীমা শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ব করেছেন তার জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ সঙ্গে আমি একথাও বলতে চাই যে আমরা আশা করি ব্যাঙ্ক ব্যবসাও খুব শীঘ্র রাষ্ট্রায়ত্ব করা হবে। কারণ এ দুটোই হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। এই প্রসঙ্গে আমি আরো একটা বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দেশের বিভিন্ন মন্দিরে এবং মঠে ও আশ্রমে বহু টাকা এমনি পড়ে আছে যার পুরো সদ্ব্যবহার হচ্ছে না এবং মাঝে মাঝে অপব্যবহার হচ্ছে। গভর্ণমেণ্ট যদি দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এই টাকার নিয়োগ করতে পারেন তাহলে আমরা খুবই লাভবান হবো। দেশের বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানীর লাভের আরো বেশী অংশ ট্যাক্স মারফত আমাদের জাতীয় তহবিলে আসা দরকার। তাছাড়া তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যদিও গভর্ণমেন্ট একটি নূতন ভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিল এনেছেন তার জন্য আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাতে চাই, তবু একথা স্বীকার করা উচিত যে কলিকাতার গৃহ সমস্যা সমাধানের জন্য এ বিল যথেষ্ট নয়, দেশে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে, দেশের সমস্ত জমি সরকারের নিজের দখলে এনেছেন, সেভাবে সরকার যদি কলকাতায় বাড়ীর ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে বাসস্থান জাতীয়করণ করতে পারেন তাহলে তারা দেশের ধন্যবাদ ভাজন হবেন।

[7-15—7-25 p.m.]

দেশের শিল্প উন্নয়ন প্রসঙ্গে একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পশ্চিমবঙ্গের ইন্ডিয়ান আয়রণ য়্যান্ড ষ্টীল কোম্পানী প্রতি বৎসর বহু টাকা মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু সাধারণ শেয়ার হোল্ডারগণ এজন্য বেশী লাভবান হন না। আমি মাননীয় স্পীকারমহোদয়ের মারফত কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করতে চাই তাঁরা যেন এই ব্যাপারে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন নতুন কোম্পানী আইন করে তাঁরা অনেক অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার করেছেন বটে কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে এই আইন সত্ত্বেও সাধারণ শেয়ার হোল্ডারের উপর অবিচার হয় সে সব ক্ষেত্রেও যেন যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সে সম্বন্ধে যেন কেন্দ্রীয় সরকার অবহিত হন।

বীরভূম অঞ্চল সম্বন্ধে দুচারটা কথা আমার বলবার আছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বীরভূমে অনেক কাজ হয়েছে ; তারজন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দ্বিতীয়

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরো বেশী কাজ এখানে হবে বলে আমি আশা করি। যে নূতন সড়কটি নির্মাণের ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট করেছেন তারজন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শুধু বলতে চাই যে, এই পরিকল্পনায় কোটাসুর, রাম নগর, লাভপুর, গুনটিয়া, সাকুলিপুর লাভপুর ভায়া দোলাইহর সড়ক বাদ পড়ে গেছে। এইগুলির ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অজয় নদীর উপর যে সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ হলে বীরভূমের অধিবাসীরা অত্যন্ত উপকৃত হবে, তারজন্যও বীরভূমের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বহু টেকনিসিয়ান দরকার। এই উদ্দেশ্যে সিউড়ীতে একটি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হলে দেশের অনেক উপকার হবে। কিন্তু একটা বিষয় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, বীরভূমের রামকৃষ্ণ মিশন টেকনিকেল স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পঁচাওর জন ছাত্র পরীক্ষায় বসতে পারছে না ; আশা করি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের সম্বন্ধে এগ্‌জেম্পশনএর ব্যবস্থা করবেন এবং দেশের ওভারসিয়ার প্রভৃতি টেকনিসিয়ানের সংখ্যা বর্ধিত করিবেন। আসন গ্রহণ করবার আগে আমি এ কথা বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করতে চাই যে নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচার খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার সবটাই যেন খরচা হয় এবং বাংলা দেশের অধিবাসীরা যেন এ পরিকল্পনা কার্যকরী করবার এবং বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করবার সুযোগ পায়।

Sj. Sasabindu Bera:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, এখানে যে বাজেট উপস্থাপিত করা হয়েছে সেটা দেশের প্রকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত হয় নি। বিশেষ করে আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চল এবং পল্লী অঞ্চলের কৃষকরা এই বাজেটের আওতা থেকে বাদ পড়েছে বলে আমার মনে হয়। অর্থমন্ত্রীমহাশয়, এই বাজেটে ভূমিকাস্বরূপে দেশের ইকনমিক সিচুয়েশনএর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে আমরা দেখছি যে, তিনি যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলির লক্ষ্যবস্তু আদৌও আমাদের পল্লী অঞ্চল নয়। এখানে তিনি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রোডাকশনএর অগ্রগতির কথা বলেছেন, প্রাইস লেভেলএর মধ্যে সমাবস্থা আছে বলেছেন। এ সকল কথা কলিকাতা এবং আশেপাশের শিল্প এলাকা সম্বন্ধে। সেখানে পল্লী অঞ্চলের কোন উল্লেখ নেই। সেখানে কোলকাতায় ওয়ার্কিং ক্লাসএর কষ্ট অব লিভিং এর হিসাব এনেছেন এবং সেটা স্থির হয়ে আছে বলেছেন।

Labour situation—Industrial Labour situation satisfactory

হয়েছে বলেছেন এবং ন্যাশনাল প্রোডাকশন ও পার ক্যাপিটা ইনকাম ইত্যাদি বেড়েছে বলে তিনি বলেছেন। এ উক্তিগুলিও কলিকাতা ও শিল্প এলাকাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—দেশের লোক সংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ যে কৃষক সেই কৃষক সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ আমরা এর মধ্যে দেখলাম না। এই বাজেট দেখলে বিশেষ করে তাঁর ভূমিকা দেখলে এটাই মনে হয় তাঁর এই বাজেট একটা কৃষি প্রধান দেশের বাজেট নয়। পশ্চিম বাংলা যেন পল্লী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে এবং পশ্চিম বাংলা কোলকাতা এবং তার আশেপাশের শিল্পাঞ্চলকে নিয়ে গঠিত—সেজন্য এই বাজেটকে একটা শিল্প প্রধান দেশের বাজেট বলে মনে হয়। প্রথমটা আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে পল্লী-বাংলার কৃষকের দুরবস্থার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি এবং তার উন্নতিমূলক কোন ব্যবস্থা এই বাজেটের মধ্যে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে পারলাম না। আমি মনে করি দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার স্বরূপ বোঝবার জন্য বিশেষভাবে পল্লীবংলার ষ্ট্যাটিসটিক্স গ্রহণ করা উচিত এবং পল্লীর কৃষকদের যে অবস্থা, তাদের যে কি আয়, তাদের জীবনযাপনের প্রণালী কি, কিভাবে তারা দুঃখে জীবনযাপন করে ইত্যাদির প্রকৃত "ষ্ট্যাটিকটিক্স" গ্রহণ করে তাদের কল্যাণের জন্য এবং উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ১৯৫৬-৫৭ সালের মোট ৪৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা রাজস্বের আয়ের উপর ভিত্তি করে ১৬ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি ধরে যে বাজেট রচিত হয়েছে এবং তাতে যে বিরাট অঙ্ক সেই বিরাট অঙ্কের কতটুকু অংশ চুঁয়ে গিয়ে পল্লীর জনসাধারণের কাছে গিয়ে পড়ে? অর্থাৎ এই বাজেটের বিরাট অঙ্কের উল্লেখযোগ্য কিছু টাকা গিয়ে তাদের আয় বৃদ্ধির সহায়তা করে বলে আমি মনে করি না। দেশের কৃষকদের ইরিগেশন এবং এগ্রিকালচারের খাতে যে টাকা সেই টাকা মোট ব্যয়ের তুলনায় এত অল্প এবং সেই টাকার এত অল্প অংশ কৃষকদের উপকারে লাগে যে সেটা তাদের আয় বৃদ্ধির পক্ষে আদৌও সুবিধাজনক নয়—বিশেষ করে আয়ের কোন সহায়তা করে না।

[7-25—7-35 p.m.]

আমরা জানি এগ্রিকালচার খাতে কৃষির উন্নতিমূলক যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেগুলি জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগের অভাবের জন্য জনসাধারণের কাছে সেই টাকার সমস্ত অংশ গিয়ে পৌঁছয় না। চাষের জন্য যে সার দেওয়া হয় সেই সার পর্যাপ্ত নয়; আর অনেক সময় সেই সার জমির সঙ্গে খাপ খায় না বলে চাষের উপকারের চেয়ে জমির বেশী ক্ষতি করে, এবং অনেক সময় এও দেখি যে অ্যালুমিনিয়াম সালফেটএর বদলে তাদের নূতন বস্তা কিনে নিয়ে যেতে হয়; তুঁতের বদলে অনেক সময় তাদের কয়লার বস্তা কিনে নিয়ে যেতে হয়। যেসমস্ত ডেমনস্ট্রেশন ফার্ম ইত্যাদি হয়েছে বলে আমাদের সরকার আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন সেগুলি বাস্তবিকপক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করে না বা তাদের সাহায্য জনসাধারণের কাছে গিয়ে পৌঁছয় না এবং এগুলির উপকারিতা তাঁদের ষ্ট্যাটিসটিক্সের পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অতএব এই বাজেটের গতানুগতিক ব্যবস্থার দ্বারা দেশের কৃষকদের বিশেষ কিছুই উন্নতির চেষ্টা হয় নি।

তারপর পল্লী অঞ্চলে যে সব শিক্ষিত বেকার সম্প্রদায় রয়েছে এবং শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত কৃষকমজুর শ্রেণীর মধ্যে যে বেকারী দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং তারজন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের যে অবস্থা হচ্ছে সেই সম্বন্ধে কোন অনুভূতি এই বাজেটের মধ্যে দেখলাম না, এবং তারজন্য কোন ব্যয় বরাদ্দও দেখলাম না। পল্লী অঞ্চলের বেকারী দূরীকরণের উল্লেখযোগ্য তথ্য আমরা দেখতে পাই তাঁদের স্পেশাল কেডার সিস্টেমএ শিক্ষক নিয়োগের দ্বারাই; কিন্তু সেই ব্যবস্থা এতই সামান্য যে তার দ্বারা বাস্তবিক দেশের ব্যাপক বেকার সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান হয় বলে আমি মনে করি না। এই স্কীমে ১৯৫৪-৫৫ সালের শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৩ হাজার ৫৯ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, ১৯৫৫-৫৬ সালে মাত্র ১৬ হাজার নিযুক্ত করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে মাত্র ১½ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এই বৎসরে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে প্রায় ৭২ হাজার ছাত্র। তাদের মধ্যে যদি শতকরা ৫০ জন পাশ করে তাহলে ৩৬ হাজার ছাত্র পাশ করবে, এবং তার কিছু সংখ্যক ছাত্র যদি কলেজী শিক্ষা লাভ করতে যায়, তাহলে পল্লী অঞ্চলে যে বিরাট সংখ্যক ছাত্র পড়ে থাকবে তাদের সঙ্গে যখন আমরা ১½ হাজারকে তুলনা করি তখন ভাবি যে এই ব্যবস্থা একটা বিশেষ ব্যঙ্গ না বাস্তবিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা। বাস্তবিক আমাদের এই যে অবস্থা, এটা বিশেষ করে পল্লীগ্রামের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শোচনীয়।

আজকে ডাঃ রায় স্পীচের ভূমিকায় যে পার ক্যাপিটা ইনকামএর কথা বলেছেন তাতে দেখলাম যে সেই পার ক্যাপিটা ইনকাম হয়ত সামগ্রিকভাবে দেশের মধ্যে চারিয়ে ফেললে একটা গড় বৃদ্ধি লক্ষিত হবে, কিন্তু বিশেষ করে যদি পল্লী অঞ্চলের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে সেটা তাদের পক্ষে আদৌও প্রযোজ্য হয় না। দেশের কয়েকটা শিল্পপতি এবং মুনাফাখোরের প্রচুর আয়ের অংককে সকলের মধ্যে চারিয়ে দেবার প্রচেষ্টার ফলেই এইরকম একটা হিসাব আমাদের সামনে আসছে পার ক্যাপিটা ইনকাম ক্ষেত্রে।

স্যার, আমি এবার বাজেট সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। গত বৎসরের বাজেটের সঙ্গে এই বৎসরের বাজেট যদি একসঙ্গে আলোচনা করি তাহলে এই সরকারের একটা বিষয়ে বিশেষ প্রবণতা, একটা বিশেষ ঝোঁক দেখতে পাই এবং সেটাও এই বাজেটেই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখছি। দেশের জনকল্যাণমূলক, দেশের উন্নতিমূলক এবং গঠনমূলক কার্যের জন্য ব্যয় করার দিকে এই সরকারের কার্পণ্য। এবং পুলিশ, জেনারেল য়্যাডমিনিষ্ট্রেশন ইত্যাদি বিষয়ে, এবং তাঁদের আমলাতন্ত্রকে পোষণ করবার জন্য যে ব্যয়ের প্রবণতা তা আমরা আমাদের এই সরকারের মধ্যে খুব বেশী করে দেখছি। যে-কোন বৎসরের বাজেট, রিভাইজড বাজেট, এবং অ্যাকচুয়াল এক্সপেণ্ডিচারগুলিকে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যদি আমরা এই তিনটিকে পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে সরকারের ঝোঁক তাঁদের এই পুলিশী রাষ্ট্রকে, আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখবার দিকে বেশী, এবং দেশের গঠনমূলক ও উন্নতিমূলক কার্যের দিকে তাঁদের ঝোঁক অত্যন্ত কম। বর্তমান বৎসরের অরিজিন্যাল বাজেট এবং রিভাইজড বাজেটএর তুলনা করে দেখলে দেখা যাবে যে মেডিক্যালে ৫ লক্ষ টাকা কমল, এডুকেশান খাতে মাত্র ৩৯ লক্ষ টাকা বাড়ল, কিন্তু পুলিশ খাতে বেড়ে গেল

৮১ লক্ষ টাকা, এবং জেনারেল য়্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতে ২ কোটি ৮৫ লক্ষের উপরে ৯½ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি দেখতে পেলাম। বর্তমান বৎসরের রিভাইজড বাজেট এবং আগামী বৎসরের বাজেটের সঙ্গে যদি তুলনা করে দেখি তাহলে দেখব যে এডুকেশান খাতে সোওয়া ২২ লক্ষ টাকা কমেছে, এগ্রিকালচার খাতে ১½ কোটি টাকা কমেছে, সিভিল ওয়ার্কসএ ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা কমেছে, বাস্তুহারাদের পেছনে বরাদ্দ প্রায় ৪½ লক্ষ টাকা কমেছে, ফেমিনের খাতে ৩ কোটি টাকার মতন কমান হয়েছে, কিন্তু জেনারেল য়্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতে ৩৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হয়েছে, পুলিশ খাতে ২৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হয়েছে, জেল খাতে ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হয়েছে—অর্থাৎ আগামী বৎসরের বাজেট এবং বর্তমান বৎসরের রিভাইজড বাজেট বিশ্লেষণ করলে সেই একই ব্যাপার আমাদের চোখের সামনে পড়ে। আশ্চর্য এই বৎসরে রিভাইজড বাজেটএর তুলনায় নূতন বাজেটে নেশন বিল্ডিংএর প্রায় সব খাতেই টাকা কমান হয়েছে। কিন্তু সিভিল য়্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর খাতগুলিতে টাকা বাড়ান হয়েছে। পুলিশ এবং জেনারেল য়্যাডমিনিস্ট্রেশন ইত্যাদি খাতে অনেক টাকা বেড়েছে কিন্তু গঠনমূলক, কল্যাণমূলক কাজে অনেক টাকা কমেছে। যদি আমি আগামী বৎসরের বাজেট এবং রিভাইজড বাজেট থেকে দেখি তাহলে সেখানে দেখা যাবে যে এডুকেশন ইত্যাদি নেশন বিল্ডিংএর সব খাতগুলিতে মোট কমেছে ২½ কোটি টাকা! আর রিভাইজড বাজেট থেকে নূতন বাজেট পর্যন্ত পুলিশ ইত্যাদি সিভিল য়্যাডমিনিস্ট্রেশনএ খাতগুলিতে মোট বেড়েছে ৬৮ লক্ষ টাকা। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে যে কোন বৎসরের বাজেটের সঙ্গে রিভাইজড বাজেটএর তুলনা করলে এই একই প্রবনতাই স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং আমরা যদি প্রতি বৎসর রিভাইজড বাজেটএর পরে প্রকৃত ব্যয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে ঐ একই জিনিস আরও স্পষ্ট করে বোঝা যাবে। এই সম্বন্ধে আমি কয়েকটা উদাহরণ আপনার সামনে দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। গত বৎসরের রিভাইজড বাজেটএর সঙ্গে প্রকৃত ব্যয়ের যদি আমরা তুলনা করি তাহলে দেখব যে জেনারেল য়্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ ইত্যাদি খাতে রিভাইজড বাজেটএ যে অংক ধরা হয়েছে প্রায় তার কাছাকাছি অংকের টাকা খরচা করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা, মেডিক্যাল, পাবলিক হেলথ, এগ্রিকালচার ইত্যাদি দেশের কল্যাণমূলক, গঠনমূলক যে সব বিভিন্ন খাত রয়েছে সেই সব খাতে বহু টাকা ব্যয় করা হয় নি। রিভাইজড বাজেটএ এইসব খাতে অনেক টাকা বেশী করে দেখান হয়েছে কিন্তু য়্যাকচুয়াল এক্সপেণ্ডিচারএর বেলায় দেখলাম অনেক কম টাকা ব্যয় করা হয়ে গেছে। আমি আপনার কাছে উদাহরণ দিচ্ছি যে গত বৎসর জেনারেল য়্যাডমিনিস্ট্রেশনএ রিভাইজড এষ্টিমেটএর চেয়ে মাত্র ৩ লাখ টাকা কম খরচ হয়েছে, য়্যাকচুয়াল এক্সপেণ্ডিচারএ। য়্যাডমিনিস্ট্রেশন অব জাষ্টিসএর জন্য রিভাইজড বাজেট যা ছিল তার চেয়ে ১ লাখ টাকা কম খরচ হয়েছে, জেল য়্যান্ড কনভিক্ট সেটেলমেন্টএ প্রায় ৭½ লাখ টাকার মতন কম খরচা করা হয়েছে, রিভাইজড বাজেটএর চেয়ে পুলিশে ৬½ লাখ টাকার মত কম খরচ করা হয়েছে এবং পোর্টস য়্যান্ড পাইলটেজএ রিভাইজড বাজেটএর চেয়ে কিছু বেশী খরচ করা হয়েছে। কিন্তু এই বৎসরের এডুকেশন এবং সায়েন্টিফিক ডিপার্টমেন্টস এক সঙ্গে ধরে দেখা যায় যে সেখানে রিভাইজড বাজেটএর চেয়ে ২৩ লক্ষ টাকা য়্যাকচুয়ালী কম খরচ করা হয়েছে ; মেডিকেলে রিভাইজড বাজেট যা ধরা হয়েছিল তার চেয়ে ৯০ লক্ষ টাকা কম খরচ করা হয়েছে, পাবলিক হেলথএ রিভাইজড বাজেটএর চেয়ে য়্যাকচুয়ালী ২৩ লক্ষ টাকা কম খরচ করা হয়েছে, এগ্রিকালচারে ৬৩ লক্ষ টাকা কম খরচ করা হয়েছে, ফরেস্টে? ফসারিতে ৩ লক্ষ টাকা কম খরচ করা হয়েছে, ভেটিরিনারীতে ১½ লক্ষ টাকা কম খরচ ধরা হয়েছে, সিভিল ওয়ার্কসএ ১ কোটি টাকারও বেশী কম খরচ করা হয়েছে, ফেমিন খাতে ১০½ লক্ষ টাকা কম খরচ করা হয়েছে। অতএব গত বৎসরের রিভাইজড বাজেটএর সঙ্গে তুলনায় য়্যাকচুয়াল বাজেটএর আলোচনা করে আমরা এটা দেখতে পাই যে এইভাবে সরকারের প্রবণতা বেশী ঝুঁকেছে তাদের য়্যাডমিনিস্ট্রেশন ষ্ট্রাকচারকে, শাসন কাঠামোকে, আমলাতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার দিকে ; এবং দেশের কল্যাণ, দেশেকে বাঁচিয়ে রাখবার দিকে এবং বিশেষ করে কৃষিপ্রধান দেশের যেখানে বহু সমস্যা আছে সেই কৃষক অঞ্চলে, পল্লী অঞ্চলের দুরবস্থার দিকেই তাঁদের দৃষ্টি একান্ত অভাব। অর্থাৎ সেখানে ব্যয়ের বেলায় এই সরকারের কার্পণ্য এবং তারই [illegible]টা রূপ আমরা এই বাজেটের মধ্যে দেখলাম। কাজেই এই বাজেটকে বাস্তবিকপক্ষে তাঁরা [illegible] গণতান্ত্রিক সরকারের, কল্যাণ রাষ্ট্রের বাজেট বা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রের বাজেট বলে

বলেন, আমরা এটাকে সেইরকম বাজেট কিছুতেই বলতে পারি না। অতএব আমি একে একটা পুলিশী বাজেট বা একটা আমলাতান্ত্রিক শাসন কাঠামোকে জিইয়ে রাখবার জন্য যেমন বাজেট সাধারণত হয়ে থাকে, সেইরকম বাজেট বলেই আমি বলি।

[7-35—7-45 p.m.]

Janab A. M. A. Zaman:

মাননীয় স্পীকারমহোদয়, এইবার বাজেটের মূলে বেশীর ভাগ বক্তৃতা হয়েছে বাংলা-বিহার নিয়ে এবং তারপরে আর একটা বড় জিনিস এখানে দাঁড়িয়েছে যে আমাদের যে বাজেট পেশ করা হচ্ছে তাতে বাংলা দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে—অর্থাৎ ভাল কাজ এখানে কিছুই করা হচ্ছে না। বিরোধীপক্ষের এইসব কথা দিয়ে আমি বলব যে আমরা যেসব সৎকাজ করে যাচ্ছি তার প্রমাণও আমরা করছি। বিরোধীপক্ষ যখন বলবেন আমরা কিছুই কাজ করছি না তখন আর তাদের বিরোধিতা করবার কোন কথা থাকে না। দেশবাসীরও এই কথা বোঝা দরকার। সুতরাং আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে যখন তাঁরা স্বীকার করবেন আমরা কিছু কাজ করেছি তখন আর তাদের বিরোধিতা করবার কিছুই থাকে না। কিন্তু বিরোধীরা রয়েছে এইজন্য যে তাদের লোভ রয়েছে আপনার ঐ ডান পাশের বেঞ্চির দিকে, এবং সেই বেঞ্চিগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা না পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা চীৎকার করবে। কাজেই আমাদের ভাল কাজগুলো তারা কখনই দেখবে না এবং সেগুলিকে ধামাচাপা দেবার জন্য উঠেপড়ে তাঁরা এইভাবে আলোচনা করবে। যদি কোন কাজ না হয়ে থাকে তাহলে শত শত মাইল রাস্তা কোথা থেকে হল, শত শত নলকূপ, কৃষির উন্নতির জন্য আজ যে ব্যবস্থা হয়েছে তা কোথা থেকে হল—আকাশ থেকে আসে নি? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে,—যে গ্রামে স্কুল ছিল না, সেইসব গ্রামে গ্রামে স্কুল হয়েছে, যেখানে পাঠশালা ছিল না, সেখানে তাও হয়েছে, যেখানে কলেজ ছিল না, সেখানে কলেজ হয়েছে, যেখানে হেলথ সেণ্টার ছিল না, সেখানে হেলথ সেণ্টার হচ্ছে, বড় বড় হাঁসপাতালের মধ্যে বেডের সংখ্যা বাড়ছে—অর্থাৎ যেখানে যত কিছু অভাব সবই পূরণ হচ্ছে। অতএব এই জিনিস-গুলো কোথা থেকে হল? এবং এঁরা যে কি করে বলেন যে কোন কাজই হয় নি, কোন জিনিসই হয় নি তাহলে আমি সেখানে বলব যে, এইগুলি কি আপনা থেকেই হয়ে গেছে? এইগুলো অন্য দেশের থেকে ত আর আসে নি।

তারপরে এঁরা যে গুরুমারা কথা শিখেছেন সেই সম্বন্ধে বলব। এবং সংক্ষেপে দুটো লাইন মাত্র পড়ে দিচ্ছি। তাঁদের গুরুদেব রাশিয়া থেকে যাঁরা এখানে এসেছিলেন তাঁরা সেখানে বলেছেন আন্তর্জাতিক শান্তি ও মুক্তির প্রচেষ্টায় ভারতের অবদান: আর দ্বিতীয়টা সম্বন্ধে আমি খালি "হেডিং"টাই পড়ে দিচ্ছি—স্বাধীন, সুমহান্ ভারতবর্ষের উন্নতির পথে যাত্রা। এই কথাগুলো তাঁরা বললেন কোথা থেকে? তাঁরা নিজের চোখে এখানে এসে সব দেখে গেছেন। অথচ আমার ভাইরা ঘরে বসে থেকে কিছুই দেখছেন না, নাও দেখতে পারেন—বলতে পারেন যে তাঁরা শিক্ষিত। এই বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষে নানারকম বৃক্ষ আছে, মানুষ আছে, মত আছে, পথ আছে—ছোট পথ, বড় পথ, সরু পথ, জঙ্গলা পথ, কাদাকীর্ন পথ প্রভৃতি অনেক কিছুই আছে। তাদের জন্মও এখানে এবং এই দেশের গাছের মধ্যে ফল হয়—সেখানে টক আমও হয়, মিষ্টি আমও হয়। এইসব গাছের মধ্যে এমন গাছ আছে যাতে কাঁটা বেরোয়, আবার এই দেশের ভাল গাছ, এই মাটির রস খেয়ে এখানে জন্ম নিয়েছে—ডাব, নারকেল, তাল, বেল, ফলফুল, কমলালেবু, বেদানা, আঙ্গুর ইত্যাদি অনেক কিছুই। কিন্তু এখন যদি আমি বলি যে কাঁটাওয়ালা গাছ ত আছে সে বেদানা দিতে পারে না, নিম গাছে ত আর বেদানা ফলবে না, আঙ্গুর ধরবে না এবং সুপুরী গাছকে যদি আমি বলি যে তুমি নারকেল দাও তাহলে সেই সুপুরী গাছ তা দিতে পারে না, কারণ সেখানে তা হয় না। অতএব এই দেশের মধ্যে জন্মেও তাঁদের মধ্যে গলদ রয়েছে এবং সেইজন্যই আমরা যত কিছু ভাল কাজ করছি সেই কাজগুলোকে তাঁরা ভাল চোখে দেখবেন না, দেখতে পারেন না, তা ছাড়া তাঁদের সেই চক্ষুও নেই। যেদিন সেই চোখ হবে সেদিন ওখানে আর বসে থাকবেন না, ডান পাশে আমাদের কাছে এসে নমস্কার করে বসবেন।

দ্বিতীয় কথা, ভাষাভিত্তিক সম্বন্ধে বলব এবং কালকেও একজন এই ভাষা সম্বন্ধে বলেছিলেন। কিন্তু ইংরাজ এ দেশে ২০০ বছর রাজত্ব করে গেছে, ইংরাজী ভাষা এই দেশে শিক্ষা দিয়েছে তাতে কি তখন বাংলা ভাষা উঠে গিয়েছিল? রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রামকৃষ্ণের জন্ম কখন হয়েছিল—সেই সময়েই তাঁরা জন্ম নিয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষের, বাংলা দেশের কৃষ্টিই তাঁরা রক্ষা করেছিলেন। আজকে পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে ২২ কোটি লোকের মধ্যে যদি বাংলা ভাষাভাষী লোক ২২ কোটি ধরি এবং তাতে যদি বাংলা বিহার একত্র হয়ে যায় তাহলে এত চীৎকার করে লোক খেপানর কি প্রয়োজন আছে। আজকে যদি ৬ কোটি লোক এক সঙ্গে বাংলা ভাষা শেখে তাহলে সেখানে কি বাংলা ভাষা উঠে যাবে, না, তার প্রচার হবে? সেজন্য এইসব কথা একটা মিথ্যা প্রচার, আর ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কি হতে পারে। বরং সেখানে বাংলা ভাষা আরও বেড়ে যাবে, কারণ এই ভাষা উঠতে পারে না—বাঙ্গালী সমস্ত জায়গায় আছে। আজকে খবরের কাগজে পাকিস্থানের যে অবস্থা দেখলাম তাতে সেখানে হয় ত একটাও হিন্দু থাকবে না এবং যদি তারা এখানে আসে তাহলে তাদের এখানে স্থান আমাদের দিতে হবে। সেজন্য সেই স্থানের জন্য আমাদের জায়গা দরকার। সুতরাং আমাদেরই গরজে বাংলা বিহার একত্র করবার দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু তারা এটা চায় না, এইজন্য যে বাংলা বিহার যদি একত্র হয়ে যায় তাহলে তাদের সর্বনাশ হবে—অর্থাৎ যারা বেশী চীৎকার করছে সেই বামপন্থী দল আর এখানে থাকবে না, তাদের নামও থাকবে না এবং ওই ফ্ল্যাগ ওঠাবারও সময় আর থাকবে না। কাজেই তাদের চীৎকার সেইজন্য হচ্ছে যে যদি বাংলা বিহারের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে বাঙালী ছাড়া বিহারী ভাইরা যদি এসে মেলে এবং হিন্দু-মুসলমান যদি একত্রিত হয়ে যায় তাহলে তাদেরই সর্বনাশ হয়ে যাবে। অতএব বাংলা দেশের জন্য চীৎকার নয়—মায়ের জন্য দরদ নয়, দরদ নিজেদের জন্য—মা খেয়েছে কি না-খেয়েছে তা দেখবার দরকার নেই, আমার অন্য ভাই খেয়েছে কি না খেয়েছে তা দেখবার দরকার নেই, কিন্তু এখানে হিন্দী-রুশী ভাই ভাই করছি। হাজার হাজার মাইল দূরের ভাই যার মুখ, চেহারা প্রভৃতি কিছুই দেখলাম না, অথচ সে ভাই হয়ে গেল! আজকে বাংলা বিহার একত্রের মতন যদি পাকিস্থান আমাদের সঙ্গে মার্জ করে তাহলে আমরা আনন্দিত হব। আগে বিহার সেপারেট হয়ে গিয়েছিল এবং যদিও সেপারেট হয়ে গিয়ে যে কোন কারণে যদি বাঙ্গালী বিহারী হয়ে থাকে তাহলেও তাতে দেখা গেছে যে আমাদের মিটমাট হয় নি; সেজন্য আজকে যদি আবার একত্র হয়ে আমাদের কাছে আসে এবং আমরা যদি তাদের ভাই বলে নিতে পারি, গ্রহণ করতে পারি, তাহলে ভয়ের কি আছে? ভয় শুধু ওদের একটা যে কি জানি যদি একটা ষ্টেট হয়ে যায়, তাহলে আমরা কোথায় পড়ে থাকবো—এটা কেউ বিশ্বাস করবে না, শত শত লোক হাসবে। কিন্তু এই ভুল বুঝেই তাঁরা লোকজনকে ধোঁকা দিচ্ছেন।

স্পীকার স্যার, কালকে আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে নামটা ভুলে গেলাম, আমরা একটা বিবৃতি দিয়েছি..

আমরা বিবৃতি দিয়ে ভোটে আসি নি যে ১৩ বিঘা জমি দেব, ১০টা বলদ দেব। আমরা ভোটে এই বলে এসেছি যে আমরা কিছুই দিতে পারব না—যেদিন আমাদের সময় হবে সেদিন আমরা দেব। অর্থাৎ যখন আমরা কাপড়, খাদ্য ইত্যাদি কিছুই দিতে পারি নি সেই সময় আমরা ভোটে এসেছি। আর এখানে আমরা দাঁড়িয়ে গেছি, ঘরবাড়ী তৈরী হয়ে গেছে, মজবুত হয়েছি, কাজেই যত চিৎকার তারা করবে দেশবাসী ততই বুঝে নেবে যে তাদের ধোকাবাজী ছাড়া আর কোথাও একটুও কাজ নেই। আমি আপনার কাছে বলব যে আমরা কি একটাও কাজ করি নি, একটা স্কুলেও গ্রান্ট দিই নি, একটা লোকেরও চাকরী দিই নি, একটা মজুরকেও কি আমরা রক্ষা করি নি—আমি শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাই যে যখন তাঁরা আমাদের কাজের কথা স্বীকার করবেন তখন আর বিরোধী থাকবে না। কারণ বিরোধিতা করতে হলে তারা সোজা হাটাকেও বলবে বাঁকা হাটা, চাউনকে খারাপ বলতে হবে, লোকটা খাচ্ছে তার খাওয়াটা যে ভাল নয় সেটাও বলতে হবে, তার সর্বকিছুই বিরোধিতা করতে হবে। সেই বিরোধিতার নামে তারা আজকে দেশকে নানাভাবে বিপথে চালাচ্ছে। সেজন্য আমার বন্ধুগণ যখন কৃষকদের ঘরে, ছাত্র ও মাষ্টারদের ঘরে, শ্রমিকদের ঘরে উঠেছিলেন তখন তারা তাঁদের ফেলে দিয়েছে। ২৪শে তারিখের ঘটনা হচ্ছে যে সেদিন ২।১টা মিল ছাড়া আর সব মিলই খুলেছিল এবং গুণ্ডামী করে যেখানে

বন্ধ করা হয়েছিল সেখানেও কেউ তারা এদের সাপোর্ট করে নি। বিশেষ করে বজবজের মতন এলাকায় যেখানে ৮৫ পারসেণ্ট আমাদের বঙ্কিমদার কনষ্টিটুয়েন্সি, সেখানেও কোন ষ্ট্রাইক হয় নি। কাজেই কোন চোখে লোকে তাদের দেখছে সেটা বোঝা যায়, কিন্তু শুধু নানারকমের ধোঁকাবাজীর কথা বলে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেজন্য আমি বন্ধুদের অনুরোধ করব যে আর দেশবাসীকে ধোঁকা দিও না, এখনও মালা নিয়ে কাজ করতে বসে যাও, ভগবানের নাম নিয়ে এখনও তোমরা উদ্ধার হও। আমি আজকে বেশী সময় নিতে পারছিনা, আমাকে আর সময়ও দেবেন না, সেজন্য আমি বলছি যে তোমাদের শেষ হয়ে এসেছে এবং আমরা ভাল কাজ করে যাচ্ছি। শেষ কথা আমি বলে যাচ্ছি যে আমরা বাঙ্গালী, তোমাদের চেয়ে সহস্রগুণে বাঙ্গালী—বাঙ্গালী প্রথম, এবং পরে ভারতবাসী ; সেজন্য বাংলা আমার ভাষা এবং এই বাংলা দেশকে রক্ষা করবার জন্যই আমরা চেষ্টাও করব।

[7-45—7-50 p.m.]

Sj. Rameswar Panda:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, এই যে বাজেট এসেছে এটা একটা গড্ডালিকা প্রবাহের মতন, এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা ডেফিসিট বাজেট। এ সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা অনেকে বলে গেছেন এবং এই বিষয়ে আমি আর নূতন কিছু বলতে চাই না, কারণ রাত্রি অনেক হয়ে যাচ্ছে। ডেফিসিট বাজেট হলেও সেটার প্রশংসা করা যেত যদি এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যেত যে বৃহত্তর জনগণের স্বার্থের জন্য, কল্যাণের জন্য এটা প্রণীত হয়েছে। কিন্তু এটাতে তার কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এবং আমি পর পর আলোচনা করে দেখাব যে আমাদের জনকল্যাণের জন্য কি কি দরকার।

প্রথম দরকার হচ্ছে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান করা, কিন্তু সেই অন্নবস্ত্রের সমস্যার কথা, খাদ্য সমস্যার কথা এর মধ্যে কিছু নেই। এঁর বাজেট বক্তৃতায় প্রথমেই তিনি বলেছিলেন—
It is the common experience of us all that in the last 3 years the income of the lower classes has become higher
হচ্ছে বলে বলেছেন। আমরা প্রকৃত মফঃস্বলে থাকি এবং মফঃস্বলের লোকেদের সঙ্গে আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে, কিন্তু তাতে যে তাদের ইনকাম হায়ার হচ্ছে সেটা বোঝবার মতন নয়। কংগ্রেসপক্ষীয় একজন বন্ধু আমাদের বলেছেন যে আমরা কি কাজ করছি, না করেছি। আপনারা গ্রামে আসুন এবং কমিশন করে দেখে যান যে আপনারা কি করেছেন। আমরা চ্যালেঞ্জ করছি যে আপনারা মফঃস্বলে গিয়ে দেখুন যে ইনকাম অব দি লোয়ার ক্লাসেস এবং মিডল ক্লাসদের ইনকাম কি রকম বর্ধিত হয়েছে এবং প্রকৃত সেটা সত্য কিনা সেটা আপনারা বিবেচনা করে দেখুন। এখনও দেশের বেকার সমস্যা জাজ্বল্যমান--সেকেণ্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএও এই শিক্ষিত বেকারদের সমস্যার জন্য যথেষ্ট উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া যে সমস্ত সমস্যা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান তার মধ্যে ভূমিহীন কৃষকের সমস্যাও আছে। এঁদের বাজেট স্পীচের মধ্যে এঁরা বলেছেন যে আমরা এষ্টেট একুইজিশন করে ভূমিহীন কৃষকের সমস্যার অনেকটা সমাধান করে দিয়েছি। এবং তাঁরা এই কথাও বলেছেন
cultivator's are now the owners of the land
কিন্তু আমরা এখনও বুঝতে পারলাম না যে
whether the cultivators are the owners or the owners are made to cultivate their own lands
ওনাররা এখন যা দেখতে পাচ্ছি তাতে তারা রিয়াল কাল্টিভেটরকে আউষ্ট করে নিজেরাই জমি কাল্টিভেট করতে চাচ্ছে, সুতরাং কাল্টিভেটর যে কি করে ওনার হল তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বর্গাদার সিষ্টেমএর জন্য ল্যান্ড রিফর্মস বিলএ প্রকৃত প্রস্তাবে যে সব সর্ত দেওয়া হয়েছে তার কিছু কার্যক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং যেখানে বলেছিলেন যে
cultivators have now become the owners of the land
আদৌও সত্য নয়। খাদ্য সমস্যার ক্ষেত্রে দেখা গেল যে সেটাও আমাদের দেশে প্রত্যেক বৎসরে বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু এই বৎসরে ফেমিনের জন্য তেমন কিছু ব্যবস্থা নেই। মেদিনীপুর জেলাতে শস্যহানি হওয়ায় রিলিফ প্রভৃতির জন্য সব দরখাস্ত এসেছে এবং সেজন্য আবেদন নিবেদনও যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু তাতে সেখানে বিশেষ কিছু ফল দেখা যাচ্ছে না। অতএব প্রথম সমস্যা দেখা গেল খাদ্য এবং অন্নবস্ত্র সমস্যা।

তারপরে দ্বিতীয় সমস্যা হল মেডিক্যাল এবং পাবলিক হেলথ। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমাদের এই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে কি যে দরকার সেই সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। অবশ্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উনি ষ্টেটমেণ্টএ বলেছেন যে আমাদের ইউনিট যা আছে, আর কোন ষ্টেটই এইরকম ইউনিটএর কোন ব্যবস্থা নেই. আমরা যা পাবলিক হেলথ বা মেডিক্যালের জন্য করছি তাতে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা মেডিক্যাল বাজেটের জন্য দিয়েছেন এবং তার মধ্যে হাঁসপাতাল এবং ডিসপেন্সারীও আছে। আমরা এটা আবশ্যক বলে মনে করি, কিন্তু এই হাঁসপাতাল এবং ডিসপেন্সারীর জন্য দেওয়া হয়েছে মাত্র ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ সমস্ত ব্যয়ের প্রায় ⅓ অংশ এই হাঁসপাতাল ও ডিসপেন্সারীর জন্য দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বাকী সবই যাচ্ছে কোথায়? নার্সদের কোয়াটারের জন্য তিনতলা বাড়ী তৈরী হচ্ছে, মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্টদের জন্য ষ্টুডেণ্টস হোম তৈরী হচ্ছে, কেউ বা বিদেশে শিক্ষালাভ করতে যাচ্ছেন। অতএব থ্রী-ফোর্থস অব দি মেডিক্যাল গ্রাণ্ট যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা ঐদিকেই বহুল পরিমাণে যাচ্ছে, আর ওয়ান-থার্ড অংশ মেডিক্যাল এবং ডিসপেন্সারীর দিকে যাচ্ছে।

তারপরে শিক্ষা সম্বন্ধে বলছি। শিক্ষা খাতে অবশ্য ৯ কোটি ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ের জন্য গ্রাণ্ট বর্তমান বৎসরে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেটা কিভাবে প্রাইমারী স্কুলে ব্যয় হচ্ছে সেটাও দেখুন। উচ্চ শিক্ষা যাঁরা নেবেন তাঁরা নিজেরাই তার ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। কিন্তু মিড্‌ল ইনকাম গ্রুপদের জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে মাত্র ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা এবং সেটা আপনার ওয়ান-থার্ডএর সংগে সমান হচ্ছে। আমার অভিযোগ হচ্ছে এই যে, যেভাবে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে সেটার আদৌ প্রপার ডিষ্ট্রিবিউশন হচ্ছে না এবং যে টাকা ডিষ্ট্রিবিউশন করা হচ্ছে সেটারও প্রপার য়্যাপ্লিকেশন হচ্ছে না। যাই হোক এই তিনটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমি চেষ্টা করছি—অন্নবস্ত্র সমস্যা, মেডিক্যাল সমস্যা এবং এডুকেশন সমস্যা। এই সবকটাই সেইরকম-ভাবে ইম্প্রপার য়্যাপ্লিকেশন হচ্ছে, অথচ প্রপার য়্যাপ্লিকেশন হচ্ছে না, কিন্তু তারজন্য কোন উপায়ও হচ্ছে না।

শেষ কথা ডাঃ রায় বাংলা-বিহার সংযুক্তির যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমাদের পক্ষ থেকে সকলেই প্রতিবাদ করেছেন এবং আমিও বলি সেই জিনিসটা বাস্তবিক আমাদের পক্ষে আদৌও হিতকর নয়। ডাঃ রায় সময় সময় বক্তৃতা দিয়ে দেখাতে চাচ্ছেন যে বাংলার বর্তমান যা অবস্থা হয়েছে তাতে বিহারের সংগে সংযুক্ত না হলে বাংলার স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্ব আর থাকবে না। আমরা এটাই জানতে চাই যে এই অবস্থার ক্রমে ক্রমে উদ্ভব হয়েছে, না হঠাৎ হয়েছে? যখন ষ্টেটস রি-অর্গানাইজেশন কমিশনএর রিপোর্ট আলোচনা করবার জন্য এঁরা দিল্লী গেলেন তখনও পর্যন্ত বাংলার অবস্থা যে সংকীর্ণ ও বিপদজ্জনক হচ্ছে তার কিছুই কি তাঁরা টের পান নি? কিন্তু হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে বাংলার এই দুরবস্থা নিবারণ করবার জন্য বাংলাকে বিহারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে। আমরা এটা জানতে চাই যে তিনি কি সত্যি সত্যি একটা বিশ্বরূপ দেখলেন, না একটা মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে বাংলাকে বিহারের হাতে আত্মসমর্পণ করবার ব্যবস্থা করলেন? বস্তুতপক্ষে বাংলার ⅓ অংশ পাকিস্থানে চলে গেছে। কিন্তু বাংলা তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এখনও পর্যন্ত চলে আসছে। এখন এমন কি দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য বাংলাকে বিহারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে। আমরা চাই বাংলার স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব রক্ষা করবার জন্য যা কিছু করা আবশ্যক তা করা হোক। আর এই ধরণের আত্মসমর্পণ করে নিজের অস্তিত্ব বজায় না রাখা, বাঙ্গালী তা কখনও সহ্য করবে না।

Mr. Speaker: The House stands adjourned for the morning session tomorrow at 9-30 a.m.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-50 p.m. till 9-30 a.m on **Friday, the 2nd March, 1956, at the Assembly House, Calcutta.**

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 2nd March, 1956, at 9-30 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair. 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 198 Members.

General discussion of the Budget

[9-30—9-40 a.m.]

Sj. Kali Mukherjee:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, বাজেটে আমাদের দেশের যে চেহারা বা প্রতিবিম্ব উপস্থাপিত করা হয়েছে আমি তা সমর্থন করি এবং একথা বলব যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সংগে এই জিনিস উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং সমস্ত দিক দিয়ে কয়েক বছরের মধ্যে এই বাজেট যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। আমি তাদের কথাই আপনার সামনে উপস্থাপিত করছি। এক বছর আগে, ভারতবর্ষে কোন্ প্রকারের সমাজ গঠন হবে সে সম্বন্ধে জাতীয় কংগ্রেস পরিষ্কার একটা সুষ্ঠু ধারনা ভারতবাসীর সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে আমাদের সমাজ গঠিত হবে। এক বছরের কথা যদি বিবেচনা করা যায় কতটুকু আমরা এগুতে পেরেছি, কি রাস্তায় আমরা চলেছি, ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট থেকে কি আইনকানুন তৈরী হয়েছে বা স্টেট লেজিসলেচার থেকে আমরা কি করতে পেরেছি, তা হলে বুঝতে পারব সত্যিই আমরা এগুচ্ছি কি না এবং এগুলেই বা কতদুর এগিয়েছি। আমরা দেখেছি কম্প্যানী এ্যাক্ট তৈরী করে ম্যানেজিং এজেন্সীর পাওয়ার কন্ট্রোল করা হয়েছে, এ্যাকুমুলেশন অব ওয়েলথ যাতে ফিউ হ্যান্ডসএ না হয় তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি ডাইভোর্স এ্যাক্ট করে ম্যারেজএর ক্ষেত্রে একটা নতুন এ্যাটমোসফিয়ার ক্রিয়েট করার চেষ্টা হয়েছে যাতে সোস্যাল জাস্টিস বজায় থাকে। আমরা দেখেছি হিন্দু সাক্‌সেসন বিল রাজ্যসভায় পাস করে ইকুইটেবল রিলেশনস বিট্‌ইন মেন এ্যান্ড উইমেন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ন্যাশনালাইজেশন অব ইম্পেরিয়াল ব্যাংক করে আমরা দেখলাম, পাবলিক সেক্টর কিভাবে অর্থের উপর হস্তক্ষেপ করে জনসাধারণের কাজের জন্য ব্যয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি লাইফ ইনস্যুরেন্স ইন ইন্ডিয়া তাকে পাবলিক সেক্টরএর মধ্যে আনা হয়েছে। এক বছরের মধ্যে এতগুলি জিনিস দ্রুত পরিবর্তনশীল ভারতে নতুন সমাজ গঠনের একটা চেহারা দিচ্ছে। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ পরিষ্কারভাবে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে আমার মনে হয় বিরোধীপক্ষ বিশেষ করে সেই নীতি বা প্রিন্সিপলএর বিরোধিতা করেন নি বা করবেন না এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাঁরা পরিষ্কার একটা জিনিস দেখেছেন যে ভারতবর্ষকে নতুন করে গঠন করতে হলে লার্জ-স্কেল ইন্ডাষ্ট্রিজ ছাড়া কিভাবে স্মল-স্কেল ইন্ডাষ্ট্রিতে যাওয়া হবে এবং ডিসেন্ট্রালাইজ কি করে করা হবে। সমাজকে পঞ্চায়েতের শাসনের মধ্য দিয়ে—শুধু দেশ শাসন নয়, সামাজিক সমৃদ্ধি নতুন করে গড়বার ব্যবস্থা করে অর্থনীতি কিভাবে ডিসেন্ট্রালাইজ করা হবে তাও দেখান হচ্ছে। অম্বর চরকার প্রবর্তন ও কো-অপারেটিভ সিস্টেম গঠন করার চেষ্টা সরকার করেছেন। সমস্ত জিনিস যেমন কেন্দ্রীয়ভাবে দেখা যাচ্ছে তেমনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় দিকেও এই লেজিসলেচার থেকে অনেকগুলি জিনিস হয়েছে, সেগুলি গর্ব করার মত বিষয় এবিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা ১৯৫৩ সালে যে এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট পাশ করেছি সেটা এগুচ্ছে বটে এবং তার সাপ্লিমেন্ট হিসাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট গেল বছর আমরা পাস করেছি। এই মেজার নেবার সংগে সংগে ল্যান্ড ওনার্স ক্লাসদের হাত থেকে রায়তের হাতে ক্ষমতা গেল, তারা ডাইরেক্টলি আন্ডার দি স্টেট এল, এবং এগ্রিকালচারাল সাইডএ, রুর্যাল সাইডএ, রুর্যাল ইকনমিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হতে চলল। এ ছাড় দেখেছি শুধু রুর্যাল ইকনমিতে যে বিপ্লব আসছে তা নয়, যেখানে আরব্যান পপুলেশন নেই সেখানেও লার্জ-স্কেল ইন্ডাস্ট্রি করে নতুন সহর গড়ে জমির উপর সারপ্লাস যে লোক রুর্যাল

এরিয়া থেকে আসছে তাদের কর্মসংস্থানের চেষ্টা হচ্ছে। দুর্গাপুর প্রজেক্টসএর ব্যাপারে প্রথম অবস্থাতে আমরা দেখছি কোক-ওভেন প্ল্যান্ট, থারম্যাল ষ্টেশন, গ্যাসগ্রিড ইত্যাদির জন্য অর্ডার-পত্র দেওয়ার সমস্ত জায়গায় কথাবার্তা ফাইনাল হয়েছে। ময়ূরাক্ষী প্রজেক্ট করে সাত লক্ষ একর জমিতে ইরিগেশনএর ব্যবস্থা হয়েছে, ডি, ভি, সি মারফৎ ইরিগেশনএর কাজ আরম্ভ হয়েছে। ব্যাপকভাবে কো-অপারেটিভ সোসাইটি ষ্টার্ট করে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কো-অপারেটিভস এবং অন্যান্য কো-অপারেটিভসএর মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে দেবার চেষ্টা হয়েছে। আমরা এই বাংলাদেশের বাজেট যেখানে দুই কোটি টাকা ডেফিসিট নিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানে ১৪ কোটি টাকা আমরা ব্যয় করেছি শুধু ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টসএ। আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৩৮ কোটি টাকা আমরা আরও ব্যয় করব এবং প্রতি খাতেই বৃদ্ধি পাবে। ডিটেলস দেবার দরকার নেই—কিন্তু নীতির দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে গৃহীত কতকগুলি জিনিসের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। যেমন ন্যাশনাল ইনকাম বেড়েছে ১৮ পার্সেন্ট, ১০ পার্সেন্ট বাড়বার কথা ছিল সেখানে ২৫ পার্সেন্ট নেক্সট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ বাড়বে এবং আশা করা যায়, ১৬ বছরের মধ্যে ১০০ পার্সেন্ট ন্যাশনাল ইনকাম বেড়ে যাবে, এটা একটা জাতির পক্ষে কম কথা নয়। এবং ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই এটা একটা ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তা হলেও এই প্রশ্ন থেকে যায় যে, আজকে আমরা ক্যাপিট্যাল ইনটেনসিটি ইকনমির উপর নির্ভর না করে লেবার ইনটেনসিটি ইকনমির দিকে এগিয়ে চল্লেও অনেক জায়গায় আমরা দেখি যে, সব থেকে বড় প্রশ্ন যেটা সেটা থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ বেকারের প্রশ্ন। আনএমপ্লয়মেন্ট দূর করার যে চেষ্টা হয়েছিল তার পরও এই সমস্যা আমাদের এখানে দূর হয়ে যায় নি। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির একটা এনকোয়ারি কমিশন বসেছিল প্ল্যানিং কমিশনএর আদেশ অনুসারে এবং প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ সেন যে রিপোর্ট সাবমিট করেছিলেন তাতে তিনি বলে-ছিলেন—

"total value of employment has declined by 1.6 per cent. from 1952 to 1955. The total number of applicants on the life register and employment exchange at the end of 1952, 1953, 1954, 1955—4.37, 5.22, 6.09, 8.3 lakhs, respectively. Replacement 2.56; 1.89; 2.57" অর্থাৎ "33 per cent. or one-third of the life register unemployment."

[9-40—9-50 a.m.]

যেটা হচ্ছে মোটামুটি আনএমপ্লয়মেন্টএর ২৫ পার্সেন্টএর প্রতিবিম্ব মাত্র। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যদি ধরা হয়, সেখানকার অবস্থাতে ৩৩ পার্সেন্ট লোককেও রিপ্লেসমেন্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। এটা গুরুতর সমস্যা। বিশেষ করে বাংলাদেশের পক্ষে একটা ভীষণ গুরুতর সমস্যা। এরা তাদের রিপোর্টে বলছেন -

"two disquieting features are the sharp fall in agricultural prices and the continued seriousness of unemployment notably among white-collared workers."

সাধারণতঃ কেরানী সম্প্রদায়ের মধ্যে এজিনিস আরো ঘোরতর ও ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে। কাজেই বেকার সমস্যার সমাধান যদি করতে পারা না যায়, তাহলে কোন দিকেই সুবিধা হবে না। আমাদের সামনে প্রধান দুইটি প্রশ্ন ছিল এবং দেশের সামনেও সেই দুইটিই প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন ছিল—ফুড ফ্রন্ট এবং আনএমপ্লয়মেন্ট ফ্রন্টএ সংগ্রামের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা। এই দারিদ্র্য দূর করতে হলে, আমাদের সামনে দুটি প্রধান জিনিসের উপর নজর দিতে হবে। একটি ব্যাপার হচ্ছে খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলতে যা বোঝায় সেটা দরকার। এই ফ্রন্টএ অনেক সিচুয়েশন ইজ হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা এখন পর্যন্ত ফুড ফর অল করতে পেরে উঠি নি। বাঙ্গালী জাতির স্থায়িত্বের পথে অনেক সমস্যাই আছে। জীবিকানির্বাহের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ দুটি পথ—বাণিজ্য ও কৃষি। এই দুয়েতেই আমাদের অবস্থা সংকটাপন্ন। বাণিজ্যে তো হটেই গিয়েছি; আর কৃষিতে বেশী কিছু করবার উপায় নাই। কেন না কৃষি ভূমি আমাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে অত্যন্ত কম। বাকি রইল রাজকার্য ও ভিক্ষা। যদিও শেষটায় ঋষিগণ বলেছেন নৈব নৈব চ—ভিক্ষা করে কিছু হবে না। সুতরাং একমাত্র রাজকার্য বাঙ্গালীর হাতে আছে। কিন্তু বর্তমানে আবার বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি সমস্যা দেখা দিয়েছে। কাজেই অনেকে ভীত হয়েছেন যে রাজকার্যও বোধ হয় এবার বাঙ্গালীর হাত থেকে চলে যাবে।

১৯৪২ সনে শুনেছিলাম "কাজ কারবার ফেলে পালাও, বোমায় সব খতম হয়ে যাবে"। তারপ ১৯৪৬-৪৭ সালে ভীষণ রব উঠলো শুনলাম "গেল গেল, সব গেল, কলিকাতা সব পাকিস্ত চলে গেল"। আবার আজও শুনছি বঙ্গ-বিহার মিলনে—বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও ভাষা যাব এমন কি বাঙ্গালী জাতটিও অতলে তলিয়ে যাবে। সেই একই আওয়াজ একই সুর। তাই কা কথায় বলতে হয়, কবিও অত্যন্ত জ্বালায় পড়ে আক্ষেপ করে বলেছিলেন—

"ছায়াভয় চকিত মূঢ়, করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।"

যাই হোক বাঙ্গালী ভীতত্রস্ত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই প্রতিটা জি তারা সন্দেহের চোখে দেখছে। এবং সবক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে ভীতির কারণ সত্যই একট হয়েছে যে গণতন্ত্রে মেজরিটি রুল করে এবং এটা স্বতঃসিদ্ধ। গণতন্ত্রের দিক থেকে সংয বঙ্গ-বিহার রাজ্যের লোকসংখ্যা যদি দেখা যায়, তাহলে সংযুক্তি সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ ও এই সন্দেহ অপনোদন করবার জন্য নানাভাবে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। এই ব্যা হবার পর অনেক পরিমাণে সন্দেহ দূরীভূত হলেও সাধারণভাবে লোকেরা এ জিনিসটার এখন বিরোধিতা করছে। অনেক সময় হয় অত্যন্ত ভাল জিনিস, কিন্তু যাদের জন্য করা যায়, তাদে যদি বোঝান না যায় যে এটা কল্যাণমূলক তাহলে তাদের কাছে উহার সমর্থন পাওয়া সম্ভ হয়ে ওঠে না। আমরা ইতিহাসে দেখেছি আফগানিস্থানে বাদশাহ আমানুল্লা এডুকেশন স্প্রে করতে চেয়েছিলেন, তার ফলেই তিনি আর গদীতে থাকতে পারেন নাই। শিক্ষার প্রসার অত্যা ভাল কাজ হলেও দেখা গিয়েছিল ঐ দেশীয় সাধারণ লোকেরা সেই সময় তা গ্রহণ করেন নাই তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে তার পেছনে ছিল সন্দেহ। এ ব্যাপারেও যে সন্দেহ নাই, ত নয়, সন্দেহ অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে। হিসেবে দেখা যায় আমাদের বঙ্গ-বিহার যদি একটা সংযু রাষ্ট্র হয় তাহলে তার লোকসংখ্যা হবে সাড়ে ছয় কোটির উপর। সেখানে হিন্দী ভাষাভাষী সংখ্যা হবে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৫৬ হাজার; আর বাঙ্গলা ভাষাভাষীর সংখ্যা হবে দুই কোটি ২৮ লক্ষ। এর শতকরা হিসেবে হিন্দী হবে ৫৬·৬ পার্সেন্ট, আর বাঙ্গালী হবে ৩৫·২ পার্সেন্ট হিন্দী ভাষাভাষীরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা এক কোটি ৪০ লক্ষ ৫৬ হাজার বেশী হবে। কাজে এখানে সন্দেহের অবকাশ আছে। গণতন্ত্রে মেজরিটি রুল স্বতঃসিদ্ধ। এদিকে ভারত গণ তান্ত্রিক রাষ্ট্র। সুতরাং সেফগার্ডস এইসব ক্ষেত্রে অর্থহীন এবং কর্নাফউজিং হয়ে পড়ে, মুস্কিল হবে এখানে।

তারপর সংযুক্তিতে বেকার সমস্যা সমাধানের প্রশ্নটার কতটা উপকার করতে পারবে বা সাহায্য করতে পারবে, সেটাও দেখতে হবে। তাতে দেখা যায় বিহারে লিখনপঠনক্ষম লোক হচ্ছে ১১·৯ আর পশ্চিম বাংলায় হচ্ছে ২৪·৬। ম্যাট্রিকুলেট ও তদূর্ধে বিহারে হচ্ছে ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬২৫ জন, আর পশ্চিম বাংলায় হচ্ছে ৬ লক্ষ ৭৪৯ জন। গ্রাজুয়েট ও তদূর্ধে বিহারে হচ্ছে ৫২ হাজার ১৩৭ জন, আর পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯৪৮ জন। অর্থাৎ বিহারের আড়াই গুণেরও বেশী। এইসব ক্ষেত্রে জিনিসটা দাঁড়ায় এই আজ যদি জনসংখ্যার অনুপাতে চাকরী ভাগ হয়, তাহলে বাঙ্গালী ⅓ অংশ মাত্র পাবে, আর হিন্দী উদ্দুর্ ⅔ অংশ পাবে। এই হচ্ছে ভীতির একমাত্র কারণ। এই সন্দেহের উপর ভিত্তি করে সমস্ত কিছু প্রচার কার্য হচ্ছে এখন এই কারণে সাধারণ লোকের এই যে বিরোধিতা বিশেষ করে রাজনৈতিক দল এরই অবকাশ গ্রহণ করে আজ বিরোধিতা সৃষ্টি করেছে। সংযুক্তি কি আদর্শের উপর ভিত্তি করে এবং এর সদুদ্দেশ্য এবং মঙ্গলময় দিকটা কি এই যদি সাধারণ লোকের কাছে ধরে তোলা না যায়, এব সাধারণ লোক যদি এর বিরোধিতা করতেই থাকে, তাহলে পরে এই মিলনে ভাল জিনিস থাক সত্ত্বেও বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি এদেশে আন্তরিকভাবে গৃহীত হওয়া খুব কঠিন। কাজেই আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে বিরোধী দল থাকুন আর নাই থাকুন আজ আমাদের দেশের সামনে সব থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে কি করে দারিদ্র্য ও বেকারী দূর করা যায়। তা ছাড়াও দেখছি আমরা ভারতবাসীর চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে আছি। একদিকে আমরা দেখছি অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্বে আমেরিকা সেভেনথ ফ্লীট দাঁড়িয়ে, দক্ষিণ-পূর্বেও পশ্চিমে সিয়েটো প্যাক্টএ আবদ্ধ, আর অন্যদিকে মিড ইস্টএ বাগদাদ চুক্তিতে আক্রান্ত। অপর দিকে এডেন প্রভৃতি স্থানে বৃটিশ নেভি স্ট্যান্ড-ব

করে আছে। যেখানে আগে ইণ্ডিয়ান ওস্যান ছিল, আজ সেটা ব্রিটিশ ওস্যানএ পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দেখছি একই সময় পাকিস্তান থেকে একের পর এক বর্ডার এ্যাটাক করা হচ্ছে। একদিকে দেখছি ইস্ট বেঙ্গল থেকে এ্যাটাক আসছে। আবার অন্যদিকে তাকিয়ে দেখছি পাঞ্জাব অঞ্চলে এ্যাটাক করছে পাক পুলিশ। ওদিকে কাশ্মীরে ফৌজ পাঠাবার জন্য বাইরের হোর্ডসদের পাঠাবার চেষ্টা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের মধ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাববার কথা। আমরা আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একদিকে আমেরিকার সহিত পাঞ্জা কষছি, আর একদিকে রাশিয়ার একনায়কত্বতন্ত্রের বিপদে ভীত ও ত্রস্ত হয়ে আছি। বন্ধুত্ব আমরা সবার সঙ্গেই চাচ্ছি। আমরা যদি দুর্বল হই, তাহলে ইন্টারনেশনাল ওয়ারএ অর্থাৎ আগামী যুদ্ধে কেউ আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না, যদি সে দেখে আমরা দুর্বল, আমরা অক্ষম ও নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িত আছি।

আমরা দেখলাম হালে কমুনিষ্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি একটা প্রস্তাব পাস করেছেন। সেটা আমার কাছে আছে। বোম্বে সম্পর্কে একটা প্রস্তাবে তাঁরা বলেছেন কি শুনুন, পড়ছি—
"Central Committee takes note of the most unfortunate fact that the situation has been utilised by certain anti-social elements inspired and financed by the vested interest in engineering attacks against the minorities and destruction of publilc property."

[9-50—10 a.m.]

প্রস্তাবের বিশিষ্ট অংশ হচ্ছে এই। কাজেই দেখছেন যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তাঁরা সৃষ্টি করেছেন এবং সেই ফ্র্যাকেনষ্টাইন বম্বেতে সৃষ্টি করবার পর সেই পার্টিকে রেসকিউ করতে হচ্ছে ও প্রস্তাবে বলতে হচ্ছে যে এর দ্বারা পাবলিক প্রপার্টি নষ্ট হচ্ছে, মাইনরিটি ভীষণভাবে স্লটার্ড হচ্ছে এবং সমগ্র জাতি আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমি তাঁদের বলব যে বর্তমানে ভারতের যে পরিস্থিতি বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যে পরিস্থিতি তাতে ভারতের সামনে প্রধান শত্রু দারিদ্র্য অন্য বিষয় নয়। আসুন আমরা সকলে এক সঙ্গে মিলে তাকে আক্রমণ করি এবং নিজেদের মধ্যে কোন ভেদাবিভেদ দলীয় স্বার্থ ভুলে গিয়ে এগিয়ে চলি, আর কাউকে হামলা করবার সুবিধা দেবেন না। নতুবা অন্তর্দ্বন্দ্বে এমন শক্তি রিলিজড হবে, এমন শক্তি নেতৃত্বে আসবে যে সেই সমাজবিরোধী ফোর্সকে কন্ট্রোল করা সম্ভব নয়। আজ এখনও পর্যন্ত তাঁরা দেখছেন এবং তাঁরা জানেন যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ কমিউনিস্ট পার্টি করে না। অথচ কেন করছে? বম্বের ইতিহাসের পর তাঁদের জ্ঞান হয়েছে তাই তাকে রেসট্রেন করবার চেষ্টা করছেন ব্যক্তিগত কার্যের ভিতর দিয়ে। কিন্তু এরও একটা লিমিট আছে। আগুন নিয়ে খেলবারও একটা লিমিট আছে। এ জিনিস আরম্ভ করার পর আর ব্যক্তিগত থাকে না। এ জিনিসকে লিমিট করা যায় না, রেসট্রেন করা যায় না। এ এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে যেখানে যারা একে পরিচালনা করবার কথা ভেবেছেন তারা দূরে ভেসে যাবেন। বম্বেতেও তাই হয়েছিল। যাঁরা পরিচালনার কথা ভেবেছিলেন, পরে যখন তাঁরা পীস মিশনএ বেরুলেন, সেইসব নেতৃবৃন্দের বহু লোক জনসাধারণ কর্তৃক আহত হয়েছেন। জনসাধারণ তাঁদের ধরে মেরেছে। কাজেই একবার যদি ফ্র্যাঙ্কেন-ষ্টাইনকে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে যাঁরা ছাড়বেন তাঁরা তা থেকে নিস্তার পাবেন না। কাজেই আমি আপীল করব, আপনার মাধ্যমে যে এমন একটা জিনিস স্টেটস রি-অর্গানিজেশন কমিশন যে জিনিসটা করেছেন সেটাকে অত্যন্ত সাবধান, অত্যন্ত হুঁসিয়ার হয়ে যদি পরিচালনা না করা যায়, নিজেদের মনকে যদি বোঝান না যায়, তাহলে বিপদের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে আজকে বর্তমানের পরিস্থিতিতে মনে হয় যে দুটো ষ্টেটের এই ঐক্য বা মিলন হয়ত সম্ভব যদি ষ্টেটস রি-অর্গানিজেশন কমিশনএ বিহারের যে অংশ বাংলাকে দিয়েছেন সেই অংশ পাওয়া যায়। কাজেই আপনার মাধ্যমে আমি সাজেসশন রাখতে চাই যে ষ্টেটস রি-অর্গানিজেশন কমিশনএর রিপোর্ট যা আছে সেই অনুযায়ী বিহারের অংশ বাংলাকে প্রত্যর্পণ করা হউক, এবং সেই অংশ পাবার পর এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে, এমন একটা কনজেনিয়াল এ্যাটমোসফিয়ারএর সৃষ্টি হবে যাতে মিলনের পথ প্রশস্ত হবে, এবং দেশে শান্তির

মধ্য দিয়ে তা সম্ভব হবে। কাজেই সেই রাস্তা দিয়ে চললে আমাদের দেশের অত্যন্ত মঙ্গল হবে, মিলন আরও নিকটবর্তী হবে, আরও ভাল হবে, এবং আরও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

Sj. Jogendra Narayan Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কয়েক বছর এখানে আসিয়া বাজেট আলোচনা দেখিতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় যেভাবে এই বাজেট আসে এবং সংখ্যাধিক্য ভোটের জোরে আনা হয় তাহা গ্রামের সাধারণের বিশেষ কোন উপকারে আসে না। ইংরাজ আমলের সব মাথাভারি শাসনের মামুলি ব্যাপারই চলিয়া আসিতেছে, আমি এখানে আসিয়া যাঁহারা আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের জন্য কিছু করিয়া যাইবার চেষ্টায় গ্রামে একটি স্কুলের ব্যবস্থা করি। ঘরবাড়ী নিজেই করি, সরকারও কিছু যন্ত্রপাতি দিলেন আমি প্রায় দুই বৎসর নিজ খরচেই কোনক্রমে চালাইলাম, বোর্ডিং ঘরের জন্য ত্রিশ বিঘা জমি দিলাম, বহু চেষ্টা করিয়াও সরকারের কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। সকলেই গেলেন, দেখিলেন, হইবে—আশ্বাসও দিলেন, কিছু হইল না। একটা হেল্‌থ্‌ সেন্টার-এর জন্য আবেদন নিবেদন করিলাম, সকলে গিয়া স্থান মনোনীত করিলেন, শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না। বুঝিলাম কিছু হইবার নহে। এইজন্য বাজেট প্রসঙ্গ বাদ দিয়া বাংলাদেশের যে বিলুপ্তি প্রসঙ্গ আসিয়াছে তাহাতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিয়াই এজন্য বিশেষভাবে বিচলিত হইয়াছি। ভগবান জীবনের এই শেষ অঙ্কে বাংলার এই সর্বনাশ দেখিয়া যাইতে দিবেন। আমি আমার অন্তরের প্রার্থনা জানাই—আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই সর্বনাশের পথ হইতে ফিরিয়া আসুন।

স্পীকার মহাশয়, বিহার অঞ্চলের বাঙ্গালীদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের জন্যই বাঙ্গালী বিহারের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া মিশিতে চায় না, আমি আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি বাংলা ও বিহারের সংযোগস্থলের অধিবাসী, আমার বাটি হইতে বিহারের সীমানা আধ মাইল দূরে। পাকুর মহকুমার সমস্ত গ্রামগুলিতে বাঙ্গালী অধিবাসীর বাসস্থান, তথায় বিহারীর কোন সম্বন্ধ ছিল না। যেসময় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা বাংলা গভর্নরের শাসনাধীন ছিল, তাহা দেখিয়াছি, আমার বয়স ৮৫ বৎসর। সেসময় ঐ অঞ্চলের বাঙ্গালী সমাজের সভ্যতা, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সমস্তই আমাদের সঙ্গে একীভূত ছিল, আর আজ কি হইতেছে শুনুন।

পাকুড় মহকুমার অন্তর্গত, পাকুড় ও মহেশপুর দুইটি রাজ ষ্টেট ছিল, তাহাদের ও অন্যান্য লোকের সমস্ত সম্পত্তির বাংলা সেরেস্তা ও বাঙ্গালী কর্মচারী ছিল, দুই রাজ ষ্টেটের কর্মচারী প্রায় ১৫০ জন সবটাই বাঙ্গালী ছিলেন। বিহার সরকার জমিদারী গ্রহণ করিয়া সকলকেই বিতাড়িত করিয়াছেন। বাংলার পরিবর্তে ভূতনাগরীতে সেরেস্তা হইয়াছে। নাগরী এক রকম নহে, দেবনাগরী, ভূতনাগরী, কায়েতীনাগরী প্রভৃতি কয়েক রকম আছে। সমস্তই বিহারী কর্মচারী ও তহশীলদার নিযুক্ত হইয়াছেন। সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে একজনও ভূতনাগরী জানে না। প্রজারা খাজনার টাকা দিয়া রসিদ আনিয়া পাকুড় গিয়া পিটিশন রাইটারএর নিকট গিয়া পড়াইয়া আনিতেছে ; একজন আসিয়া বলিল আমি ১০ টাকা দিয়াছি, পাঁচ টাকা দাখিলা দিয়াছে।

আমাদের নিজের আমমোক্তারনামা বাঙ্গলা ভাষায় লেখা আছে, তাহার দ্বারা বাংলা-বিহারের সম্পত্তির কার্য চলিত, এবার হুকুম হইল বাংলা আমমোক্তারনামা দ্বারায় এখানে কাজ চলিবে না, হিন্দী ভাষায় লিখিয়া রেজিষ্টারী করিয়া আনিতে হইবে। আমরা কেহ ভূতনাগরী জানি না ; অগত্যা ইংরাজীতে সম্পাদন করিয়া ২০ টাকার ষ্ট্যাম্প দিয়া রেজিষ্টারী করিয়া পাঠাইতে হইল। আরও শুনিতেছি বাংলা ভাষায় কোন দলিল সম্পাদন করা চলিবে না, ঐ দলিল সাবরেজিষ্ট্রার রেজিষ্টারী করিবেন না। পাকুড়, রাজমহল ও জামতাড়া তিনটি মহকুমার সমস্ত অধিবাসী বাঙ্গালী ; তাহাদের সমস্ত দলিলপত্র চিরকাল বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হইয়াছে ; আজ হঠাৎ ভূতনাগরী দলিল হইলে কেহই দলিলের কিছুই বুঝিবেন না, দাতা ও গ্রহীতা না বুঝিয়া দলিলে নাম স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইবে। এই আদেশ সমস্ত বাঙ্গালী সমাজের উপর কি প্রকার

বিপদ তাহা সকলে অনুধাবন করুন; সকলে ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলি ঘর পোড়া গরুর রক্ত সন্ধ্যার ভয়। আমরা বিনা প্রতিবাদে বিহারের হাড়কাঠে গলা বাড়াইয়া দিলে তাহাদের খড়্গাঘাতের আরও সুবিধা হইবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও শঙ্কর মিত্র মহাশয় যেসকল রক্ষা কবচ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে পরিষ্কার জানা যায় না যে বাংলা ভাষাভাষী সমস্ত অধিবাসী আপনাপন সভ্যতা, শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি বজায় রাখিতে সক্ষম হইবে। সমস্ত বাংলা ভাষাভাষীদিগকে একত্রিত হইবার সুযোগ দেওয়া হউক। বাংলার উপর উপরের বর্ণিত মত ভূতনাগরী চাপান না হয় ইহাই অনুরোধ।

সকলেই জানেন ইংরাজ বাঙ্গালীকে শত্রু মনে করিত এবং সেজন্য বাংলার সর্বনাশ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। একবার ফুলার সাহেব বঙ্গভঙ্গ করিলেন, পরে মানভূম, সিংহভূম ও পূর্ণিয়া জেলা বিহারের সামিল হইল। শেষকালে যাইবার সময় পাকিস্তান করিয়া বাংলার সর্বনাশ করিয়া গেলেন। বাঙ্গালীর সাধনায় অর্জিত স্বাধীনতার যুগে ঐসকল অন্যায়ের প্রতীকার চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য। বাংলার যে অঞ্চলগুলি বিহার ও আসামের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালাকে দিয়া বঙ্গবিহার একত্র হওয়ার কোন বাধা নাই। ইহা না হইলে সকলেই বলিবে অন্যায়ের সমর্থন জন্য অন্যায় জেদ করা হইতেছে। বাঙ্গালী সমাজকে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত।

[10—10-10 a.m.]

Sj. Jogesh Chandra Cupta: Mr. Speaker, Sir, the main criterion to judge whether a budget is good or bad, you will agree, Sir, is whether it helps the betterment of the lot of the majority of the people, the poor masses and secondly whether it helps the attainment of co-operative commonwealth and government of the people, by the people, for the people. Sir, we derive little benefit from criticisms, mainly negative and destructive, without any constructive side. If, wholly ignoring the improvements and achievements which we find in the financial statement in pages 15 to 22, we deprecate everything that has happened instead of accepting the improvement and then pointing out the shortcomings and defects, if any. Sir, who will deny that the Land Reforms Bill which is supplementary to the Estates Acquisition Act is a progressive measure, as has been pointed out in pages 15 and 16 of the financial statement? The tillers of the soil have been made the actual owners of the land so that the magic of property may convert rural Bengal into a prosperous area. The mere passing of an Act will not bring in the desired result. It is essential for the success of the new order of things to provide short, medium and long-term credit and I will only draw the attention of the members of the House through you to page 89 of this White Book wherein you will find under items 2, 3 and 5 that provision has been made regarding long-term and short-term credit through establishments of co-operative institutions. You will also find that some other provisions which are necessary have been made. Sir, you are aware that even if agriculturists are given facilities for production of crop yet after they reap the crop, there is the difficulty about marketing. What generally happens now is, these people take their paddy to the hats and gunges and when too many supply in bullock carts are there, the dealers in paddy lower the prices. Moreover, because they have no holding power, they have got to dispose of their produce when the market is at the lowest. This can only be remedied by providing warehousing facilities, by providing agricultural marketing societies. I shall draw your attention and that of the members of the House to the provision under this head at page 82 of this book. The scheme provides for the establishment of 100 agricultural marketing co-operative societies in this State with a view to affording credit facilities to the grower and to ensure fair prices to the private pro-

ducers. There is one thing I will ask the Treasury Bench not to delay, as I find under Warehousing Corporation it is stated that this will not be implemented during the next year. I think the intermediaries, who will be given some compensation money, can be easily persuaded to join in the enterprise of establishing warehouses, and that is absolutely necessary to put the agriculturists on their way.

Sir, the next thing that I will invite your attention to is that an intensive effort for establishing co-operative farming societies and co-operative credit societies is necessary. I would appeal to all the members of this House to make it a point to devote all their time and energy in bringing about co-operative institutions for rural credit, co-operative institutions for agricultural marketing and warehousing. Sir, unfortunately among us the greed for money has become such that it is only through the establishment of co-operative societies that we shall be able to prevent this bid for undue profit. To me the budget provisions have laid a steady foundation to build up the co-operative commonwealth and it is a unique privilege and opportunity to us now to work for it assiduously among the poor ignorant people who had yet to be initiated to co-operative methods. In the next place I will also draw your attention to another provision which will also show that this budget is a progressive one. You are aware, Sir, I have urged year after year for the establishment of the village panchayats so that the Government of the people for the people may be brought about. The Panchayat Bill has passed the Select Committee stage and will be enacted this session. But I will draw your attention to page 54 of this booklet and point out what advance efforts have been made for which we ought to be grateful to the Minister of Local Self-Government as also to the ministry.

[10-10—10-20 a.m.]

Sir, at page 54 you will find "In the absence of any legislation, panchayats are being set up under executive orders as an experimental measure so that these areas might with advantage be taken up for formation of statutory panchayats when legislation is enacted. Till November, 1955, 496 panchayats as indicated below were set up." Sir, here is a forward step which has been taken. Though the passing of the Panchayat Bill has been delayed—and I should have liked it to be enacted earlier—yet Government have taken steps and have lost no time in initiating these panchayats. Now, 496 of these panchayats are being established in the Community Development areas and I am sure, after the passing of the Act, out of the experience gained from the working of these, the setting up of the panchayats in the whole of this Province will be expedited.

Sir, it is once again our duty to create an atmosphere suitable for the purpose of developing these credit institutions, these co-operative institutions and these panchayats. There is at the present moment unfortunately a very great disturbance in the minds of the people over the union of Bengal and Bihar. We know, Sir, that we must take note of the feelings of the people. It may be that the procedure of making an announcement before consultation with the people of this State may be resented by many, but, at the same time, we have got to consider how to avoid conflict. If it is possible in any way to avoid conflict (Sj Jyoti Basu: Withdraw the proposition.) whether by withdrawal or whether my friends will also put their heads together and find out how the interests of Bengal can be safeguarded (Sj Jyoti Basu: What right have you got?) and, at the same time, how we can get together. Sir, there is no doubt that West Bengal is too small an area. There is no doubt that, if, without in any way compromising the interests of West Bengal, we can include Bihar and,

for the matter of that, Orissa can also come——(Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: They will never come.) (Sj. Jyoti Basu: Policy of Hitler.) If you give Kharswan and Seraikela, Orissa might come. I am only placing the problem before you. I am not saying that it will come or it will not come. I am only placing before you certain points which should be calmly and dispassionately considered and over which we ought not to rouse passions which will be difficult for us to control. If West Bengal's interests are not safeguarded, I for one would not like union of that kind. Just consider one point. Our voice is not heard at the Centre. (Sj. Jyoti Basu: Why?) Because we are too small. Sir, when I say, our voice is not heard (Sj. Jyoti Basu: Is this democracy?) [Noise and interruptions] I ought to say that our voice is heard in the Centre only through the personality of one man and not by the weight of the votes that we can command. [Cries of "shame" "shame" from the Opposition benches.] We can command such a strength when we have a bigger province, bigger representation in the Centre. Therefore, I will appeal to my friends not to make this their plank for election propaganda. (Sj. Jyoti Basu: একটাই লোক আছে কংগ্রেসে?
Only one man? বাংলাদেশে কি আর লোক নাই?)
[Noise and interruptions.]

Mr. Speaker: Order, order.

Sj. Jogesh Chandra Gupta: I thought that the Opposition benches have finished what they had to say for all these three days—particularly, the Leader of the Opposition Mr. Jyoti Basu, having taken such a long time in his speech, should not grudge others speaking. He may not agree as we do not agree with him, but this is not the way that parliamentary democracy should be run. I shall, therefore, say, reject, if after cool and dispassionate consideration you think that West Bengal's interests will suffer. I will join with you if I feel that West Bengal's interests will suffer. But do not refuse to look at the thing, do not refuse to look at the advantages that may be gained in the other proposition. That is all the appeal that I am making. I do not say that unconditionally union should be established and all that sort of thing, but, consistent with the interests of the West Bengal people, if we can enlarge our area, if we can enlarge our strength in the Centre—that is a point which you and I ought to consider instead of rejecting everything straightaway.

Sir, I will not take up much more of your time. There were other things which I would have mentioned, but I think, having regard to the interruptions and the impatience of the Opposition, in order to have a better atmosphere I will conclude.

[10-20—10-30 a.m.]

Sj. Rakhahari Chatterjee:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, সূর্য স্বয়ংপ্রকাশ, সূর্য উদিত হলে যেমন তাকে দেখতে আলোর দরকার হয় না তেমনি একটা দেশের কল্যাণ হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা বাজেট দিয়ে শুধু নয়, কার্যের দ্বারা প্রমাণ হয়। কিন্তু বর্তমান বৎসরের বাজেটে একটা জিনিস থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে যত না উন্নতি হয়েছে তার চেয়ে তার প্রচারের দিকটা অনেক বেশী। পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র মারফত তাদের কার্যকলাপ প্রচার করেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে এবার নতুন ব্যবস্থা দেখছি চারণ দল দিয়ে প্রচারিত হবে উন্নতি হয়েছে কিনা। এতেই বুঝা যায় এই উন্নতির মূলে কতখানি অসারতা রয়েছে। অনেক রকম জিনিস দেখেছি কিন্তু চারণ দল মারফত সরকারী কার্য প্রচারিত হওয়া এই নতুন দেখতে পেলাম। কিন্তু একটা জিনিস মনে হয়—একথা ঠিক কিছু কিছু টাকা বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রতি বছর যা হয়ে

থাকে এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু থাকতে পারে না। গত পাঁচ বছর যাবত যে দুইটি জিনিসকে মূলধন করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বাংলার কৃষিকার্যের ভয়ানক উন্নতি হয়েছে জলসেচের এমন ব্যবস্থা হয়েছে যে জল প্রয়োজন না হলেও জল দেওয়া হচ্ছে এবং সে দুইটি জিনিস হচ্ছে, ডি. ভি. সি. আর ময়ূরাক্ষী। এই দুটিকে উপলক্ষ্য করে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য তাঁরা ঘোষণা করেছেন। বিড়াই ক্যানেল, রুক্মিণী খাল প্রভৃতি আরও অনেক কিছু সরকারী অপচেষ্টার যে একটা চূড়ান্ত ইতিহাস সে সম্বন্ধে সরকার পক্ষ সংশোধনের কোন ব্যবস্থা করেন নি। দ্বিতীয়তঃ রাজস্ব খাতে যে ঘাটতি তা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। ব্যবসা বৃদ্ধি নিয়ে যদি এই বাজেট তৈরি হ'ত, তাহলে অন্ততঃ এই রাজস্ব খাতে প্রতি বৎসর ঘাটতির উপর ঘাটতি দেখতে পেতাম না। ঘাটতি পূরণের জন্য নতুন কর বৃদ্ধি এবং কর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইনকাম বৃদ্ধি, ব্যয় বৃদ্ধি, এবং পুনরায় ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি যাঁরা ছিলেন ডেপুটি মিনিষ্টার, তাঁরা হলেন মিনিষ্টার অব ষ্টেট, যাঁরা মিনিষ্টার অব ষ্টেট ছিলেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে প্রোমোশন পেয়ে ফুল-ফ্লেজেড মিনিষ্টার হচ্ছেন। এইভাবে যদি নীতি চলতে থাকে তাহলে বাংলাদেশের দুর্গতি আরও বাড়বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তারপর বর্তমান বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, বহু জিনিসের উপর নতুন কর ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রীও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আবশ্যক হলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টাকা তোলবার জন্য কোন কোন করের মাত্রা বৃদ্ধি বা প্রসারিত হতে পারে। তাই আমি এ কথা বলবো পশ্চিম বাংলার বর্তমান যে আর্থিক অবস্থা, তাতে নতুন কর ধার্য হলে জনসাধারণের সেই কর দেবার সম্ভাবনা থাকবে না। উন্নতির আশা এবং মোহে তারা আজ পর্যন্ত যেভাবে কর ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে, তাতে তাদের পক্ষে আর নতুন কর দেওয়া সম্ভব হবে না। তাঁদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যাহত হবে, এইভাবে করের উপর কর চলতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বহু কংগ্রেস সদস্য ঘোষণা করলেন যে ন্যাশনাল ইনকাম বেড়ে গিয়েছে। আমরা গড়ে মাপি, গড়ে খাই, গড়ে সারি, ইনকাম বেড়েছে কাদের? মুষ্টিমেয় লোক, যারা সরকারের পুষ্ট তাদের। বর্তমান বাজেটের মধ্যে দিয়ে এরকম কোন ব্যবস্থা হয় নি, যাতে সকলের আয় বেড়েছে বলতে পারেন। আজও দেখতে পাচ্ছি পশ্চিম বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক ভিক্ষার উপর নির্ভরশীল; আজও দেশে পতিতাবৃত্তি নিবৃত্তি হল না, আজও তারা জীবিকা অর্জনের জন্য জঘন্যতম কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে; তবুও বলতে হবে, যে দেশের সকল লোকের আর্থিক উন্নতি হয়েছে? আজ দেশের মধ্যবিত্ত লোক একেবারে উচ্ছন্ন হয়ে গেল, দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়ে গেল, পল্লী অঞ্চলে মধ্যবিত্ত জনসাধারণ বা শ্রমিকদের জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। অবশ্য শহরের কিছু উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তাকে সামগ্রিক উন্নতি বলা যায় না।

মন্ত্রীমহাশয় ইলেকট্রিক সাপ্লাই সম্বন্ধে খুব আনন্দ প্রকাশ করেছেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু সেই বিদ্যুৎকে কাজে লাগানর জন্য যে কাজের প্রয়োজন, তার পরিপূরক, কিছুই দেখতে পাই না। তা ছাড়া বিদ্যুতের যে দাম স্থির হয়েছে, তাতে ছোট ছোট সহর বা পল্লী অঞ্চলে যেখানে মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র লোকের ক্রয় ক্ষমতা অসম্ভব নীচে নেমে গিয়েছে, সেখানে পাঁচ ছয় আনা ইউনিট দিয়ে, কোন লোকের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই বিদ্যুতশক্তি ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়, সেদিক দিয়ে সরকারের পক্ষে ব্যবস্থা করা দরকার।

মিঃ স্পীকার, স্যার, এটা সর্বজন স্বীকৃত যে পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা রয়েছে, কিন্তু তারচেয়েও বড় সমস্যা উদ্বাস্তু আগমন। আজকে কয়েক বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলায় চলে আসছে, এবং পূর্ব পাকিস্তানে একটা হিন্দুও থাকবে না, আজ তাই প্রমাণিত হয়েছে। আজ পাকিস্তানকে পুরাপুরিভাবে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করা হচ্ছে, তার মানে চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে অমুসলমান কোন রাষ্ট্রপ্রধান থাকতে পারবে না। এবং বিভিন্ন কারণে সেখানে হিন্দুদের রক্ষা না করার ফলে আজ সেখানে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তাই তারা দলে দলে, লক্ষ লক্ষ লোক পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিম বাংলায় আশ্রয়ের জন্য আসছে, এর প্রতিকার কোথায়?

আমাদের মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে বিহারকে সংযুক্ত করলে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এই মিলনের ভিতর দিয়ে

উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান না হয়ে, উদ্বাস্তু সমস্যাকে আরও বৃদ্ধি করা হবে। বর্তমান উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিম বাংলা সরকার তথা ভারত সরকারকে অতি দৃঢ় হস্তে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। দুর্বল ও ক্লীবের নীতি অনুসরণ করে এই বিরাট সমস্যা কখনও সমাধান করা যাবে না।

কংগ্রেস পক্ষের কালী মুখার্জী মহাশয় কিছুক্ষণ আগে ঘোষণা করলেন যে পশ্চিম বাংলার লোক অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে যে কলকাতা পাকিস্তানের মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু আমি বলি, বাংলাদেশের ¾ অংশ কি পাকিস্তানে যায় নি? তিনি এ সম্বন্ধে কি বলতে চান? আজ পাকিস্তান থেকে যেসমস্ত হিন্দু উদ্বাস্তু দলে দলে পশ্চিম বাংলায় চলে আসছে, তাদের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে? শুধু রিফিউজীদের রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন লোন দিয়ে বা কতকগুলি ক্যাম্প সৃষ্টি করলেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হবে না, এইভাবে মনুষ্যত্বের অবমাননা করা চলবে না, তাদের জন্য সমুচিত ব্যবস্থা করতে হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে। আমরা হিন্দুদের কথা বললেই সেটা অত্যন্ত অসহ্য হয়ে ওঠে, কারণ দেখা যায় হিন্দুর কথা বললেই অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা হয়, আর বাঙ্গালীর কথা বললেই সেটা প্রাদেশিকতা হয়ে দাঁড়ায়। এই দুটি ব্যাধি দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষে। এটা শুধু আমার কথা নয়, আমি ও'দের কথাই বলছি যে কথা যুগবাণী কাগজে, ২৮শে মাঘ, ১৩৬২ বা ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ তারিখে বেরিয়েছে, এবং তা পড়লেই বুঝতে পারবেন। তাঁরা লিখছেন—বাড়ীঘর ফেলিয়া হিন্দুরা যাহাতে চলিয়া না যায় তারজন্য পূর্ববঙ্গে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করা দরকার পাকিস্তান কর্তারা সেপথ মাড়াইতে চাহিতেছেন না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভারতে আগমনের জন্য ভারত সরকার দায়ী ইহাই তাঁহারা বলিয়া চলিয়াছেন। পাকিস্তানকে এখন সোজাসুজি বলা দরকার যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভদ্রভাবে সেখানে থাকার ব্যবস্থা যদি তাহারা করিতে না পারে, তবে দিল্লীর জাতীয় নীতি লোক বিনিময় মানিতেই হইবে, অথবা পূর্ববঙ্গ হইতে এই পরিমাণ লোকের উপযুক্ত জমিস্বরূপ পদ্মা ও মেঘনার দক্ষিণ-পশ্চিম ছাড়িয়া দিতে হইবে।

মিঃ জামান একটু আগে উত্তেজিত হয়ে বললেন লোক বিনিময় কথাটা বাদ দিয়ে বলুন। তার কারণ হয়ত, জামান সাহেবের পক্ষে লোক বিনিময় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এখানে আমি বলতে চাই জামান সাহেবের এত উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তিনি যদি সত্যই ভারত সরকারের নাগরিক হন এবং ভারতবর্ষের প্রতি আনুগত্য থাকে, তাহলে তাঁকে ভারতবর্ষের স্বার্থ দেখতেই হবে। যদি পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে কোন কথা শুনলেই তাঁর পাকিস্তানের প্রতি যদি প্রেমের সঞ্চার হয়, তাহলে দেখতে হবে তাঁর প্রেম কোন দিকে।

Janab A. M. A. Zaman: On a point of information, Sir,
উনি লোক বিনিময়ের কথা বললেন কেন? আমরা ভারতবাসী, আমরা ভারতে আছি, কাজেই এখানে লোক বিনিময়ের কথা বললে হবে না। আপনি লোক বিনিময় কথাটা বাদ দিয়ে বলুন।
(এ ভয়েস ফ্রম অপজিসন বেঞ্চ: দালাল বলতে চাচ্ছে কি? ওকে এইসব কথা বলে লাভ কি?)

Sj. Rakhahari Chatterjee:
আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে—পাকিস্তান যখন সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে অসমর্থ, বা ইচ্ছাপূর্বক তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন, তখন পাকিস্তান সরকার স্পেস ছেড়ে দিতে বাধ্য। পূর্ব-বঙ্গে যে নীতিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে, সেই নীতি অনুসারে পূর্ববঙ্গে যে পরিমাণ হিন্দু ছিল সেই পরিমাণ ভূমি তাদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। এটা আমি আমার নিজের কথায় বলছি না, কারণ আমার কথায় বললে হয়ত সেটা সাম্প্রদায়িকতায় দুষ্ট হবে। আপনাদের কংগ্রেসের কথাতেই বলছি। কিছুদিন পূর্বে ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়া দিল্লীর দিল্লী কাউন্সিল অব ষ্টেটসএ পূর্ব পাকিস্তান হতে আগত উদ্বাস্তুদের অবস্থা বিশ্লেষিত হচ্ছিল, তখন সেই সময় যশপত রাই কাপুর, মেম্বার অব দি কংগ্রেস, উত্তর প্রদেশ, বলেন যে যদিও এই সমস্যা গুরুতর তথাপি কেবল তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া উহার সমাধান করা যাইবে না। সমস্যাটি মানবতার পরিবর্তে রাজনৈতিক আকারে দেখা দিয়াছে এবং উহার সমাধান পাকিস্তান সরকারের উপর নির্ভর করিতেছে। পাকিস্তান এখন ঐশ্লামিক রাষ্ট্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। যেসব

অমুসলমানের আত্মসম্মানবোধ আছে তাহাদের পক্ষে তথায় আর বাস করা সম্ভব নহে। সুতরাং উদ্বাস্তুদের ব্যাপক আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের পক্ষে এইরূপ দাবী উত্থাপন অযৌক্তিক হইবে না যে, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের জন্য পূর্ববংগের কিছু স্থান পাকিস্তানের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। (এ ভয়েসঃ উদ্বাস্তুদের এই কথা, যশপত কাপুর, কংগ্রেস লোকের কথা।) হিন্দু সভাই হোক আর কংগ্রেসই হোক, বা তিনি যে পার্টিরই হোন না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। হিন্দুসভার লোকও এই দেশের মানুষ, তাদেরও একটা উদ্দেশ্য আছে, একটা কর্তব্য আছে। হিন্দুসভা ছিল বলেই আজ আপনারা এখানে আছেন। সুতরাং চটলে চলবে কেন? গাছেরও পাড়বো, তলারও কুড়াবো, এই নীতি হয় না। আপনাদের দৃষ্টিভংগী বদলান। দেখা যাচ্ছে যে সত্য কথা বললেই আপনাদের গায়ে লাগে। (জনাব এ, এম, এ, জামানঃ হিন্দুমহাসভা উঠে যাওয়া দরকার।) সুতরাং যে বিরাট সমস্যা যার জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হচ্ছে সন্দেহ নাই সেই সমস্যা সমাধান করবার জন্য আজ পশ্চিম বাংলা সরকারের দায়িত্ব সর্বাধিক ; এবং তারজন্য তাকেই অগ্রসর হয়ে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে হবে যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে আমাদের স্থান অধিকার করা।

[10-30—10-40 a.m.]

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, সেদিক দিয়ে আজ পর্যন্ত কিছুই করতে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশনের দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে না। সে সম্বন্ধে পরে বলব। আমি এখানে দু একটি কথা বলেই আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে যে দেশের কল্যাণের জন্য অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে কিন্তু সরকার বিরোধী দলের সভ্যরা তা নাকি দেখতে পান না। দেখবার বস্তু হলে নিশ্চয়ই দেখা যায়। প্রথমত সরকার বিরোধী দলের কর্তব্যই হচ্ছে শাসন কর্তৃপক্ষের যেখানে যা ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে তার সমালোচনা করে সরকারকে ঠিক পথে পরিচালনা করে নেওয়া। একটা এই যে মস্ত বড় দায়িত্ব বিরোধী দলের উপর ন্যস্ত রয়েছে সেটা তাদের অবশ্য পালন করতে হবে। সুতরাং আমরা যদি স্তাবকতা করে চলি এবং সত্য কঠোরভাবে প্রকাশ না করি তাহলে আমাদের কর্তব্যের ত্রুটি হবে বলেই আমি মনে করি।

সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের নাকি ভয়ানক একটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু রিভাইসড বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েক লক্ষ টাকা বিভাগীয় মন্ত্রী-মহাশয় ঐ বাবদ খরচই করতে পারলেন না। কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ খুলবার জন্য পুনঃপুনঃ দাবী করা হচ্ছে। দেশে রোগের অভাব নাই কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসকের একান্ত অভাব তা সত্ত্বেও জনসাধারণের এই দাবী তিনি পূরণ করতে অগ্রসর হন নি। সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে যে মেডিকাল কনফারেন্স হয়ে গেল সেই কনফারেন্স থেকেও দাবী করা হয়েছে যেসব জায়গা থেকে মেডিক্যাল স্কুল তুলে দিয়েছেন—যথা জলপাইগুড়ি, বর্ধমান ও বাঁকুড়া সেখানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা উচিত, কিন্তু তা করা হচ্ছে না, ফল কথা, টাকা যথেষ্ট খরচ করা হচ্ছে, কিন্তু যেখানে খরচ করা দরকার সেখানে খরচ করা হচ্ছে না, আর যেখানে খরচের আবশ্যকতা নাই সেখানে অনাবশ্যক খরচ করে জনগণের দুর্গতি বাড়ানো হচ্ছে। আজ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করবার জন্য কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। পশ্চিম বাংলার তথা ভারতবর্ষে একটা সুখী সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র গঠিত হোক এটা আমরা প্রত্যেকে চাই। এবং সে বিষয়ে সহযোগিতার কথা যদি কেউ বলেন ভালো কাজে সহযোগিতা করতে আমরা চিরকাল রাজী, এবং করেও এসেছি, কারণ আমার মতে দেশের চেয়ে দল বড় নয়। এবং দলের চেয়ে নেতা বড় নন, নেতা যদি ঠিক পথে দলকে পরিচালনা না করেন এমন নেতাকে কে মানে? নতুন দিনে নতুন মানুষ আসতে পারে, দেশের মানুষ হিসাবে রাষ্ট্র গঠনে এমন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে আদর্শের প্রতি কারো কিছু বলার থাকবে না। যে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা আমাদের পূর্বপুরুষ করেছিলেন, রাষ্ট্রে যিনি রাজার আসনে উপবেশন করতেন তাঁকে সে আসন অধিকার করে বলতে হত—

নমে জনোপদেস্তেনো ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ॥

অর্থাৎ সে এমন রাষ্ট্র হবে যে রাষ্ট্রে চোর থাকবে না। লোকে চোর হয় অভাবে, স্বভাব চোরের সংখ্যা খুব কম, চোর থাকবে না মানে দেশে অভাব থাকবে না। আজকে দেশে অভাব বেড়েছে চোরও বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বেড়েছে কোর্ট বেড়েছে। কেমন কল্যাণ রাষ্ট্র! সে রাষ্ট্রে চোর থাকবে না, আর কি থাকবে না—"ন কদর্য", অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি থাকবে না, যে নাকি আত্ম-সর্বস্ব ব্যক্তি তার সেখানে স্থান নাই, সেখানে আমার বন্ধু যে কথা বলেছেন "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" আর "ন মদ্যপঃ" কোন নেশাখোরও থাকবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের এখানে নেশাখোরদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। নানাহিতাগ্নিঃ, অর্থাৎ সমাজের যারা কল্যাণ করে না এইরকম লোক থাকবে না, আর ন অবিদ্বান্, অবিদ্বান কেউ থাকবে না অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তি হবে বিদ্বান। আর স্বৈরী অর্থাৎ যারা নাকি চরিত্রহীন তাদেরও সেখানে স্থান নাই সুতরাং তাদের সহকারিণীরূপে স্বৈরিণীরা আর কি করে থাকবে? এই যে ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষকে আমরা ধারণা করি এবং সেই ভারতবর্ষেরই আমরা ধ্যান করি, এবং বিশ্বাস করি সৎপথে পরিচালিত হয়ে সেই ভারতবর্ষ গঠন করা সম্ভব। এবং তা করতে হলে দলনির্বিশেষে সকলের সমবেত চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের সরকার আমরা বিরোধী পক্ষরা যত ভাল কথাই বলি না কেন, তাতে কান দেন না। তাঁরা মনে করেন ওরা কমিউনিস্ট ওরা হিন্দুসভা ওরা অমুক—ওদের কথা শুনবো কি। এই যেখানে মনোভাব সেখানে সহযোগিতার যে পরিবেশ সেটা সৃষ্টি হতে পারে না। আমার কথা হচ্ছে ভাল কাজ হয়, দেশের কল্যাণের কাজ হয় দুর্নীতি ব্যভিচার সমস্ত যাতে বন্ধ হয়ে যায় তার জন্য আসুন কল্যাণ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করি। তা না করে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির চেষ্টায় একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে দেশের অকল্যাণ সাধন করবেন না।

Sj. Ananda Prosad Mandal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দুশো বৎসর বিদেশী শাসনের ফলে ভারত অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়েছিল তারপর এই কয়েক বৎসর মাত্র আমরা স্বাধীন হয়েছি। এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যে আমাদের দেশের রূপ অনেকটা পালটে গেছে—তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আমার বিরোধী বন্ধুরা যা বলেছেন তাতে তারা প্রকাশ করেছেন যে দেশের যেন অবনতিই হয়েছে। কিন্তু আমি বলব একথা সত্য নয়, এবং পল্লী অঞ্চলে ঘুরে এলে একথা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে। স্বাধীনতার পর প্রত্যেক বৎসরের যে বাজেট তৈরী হয়ে আসছে তাতে দেশের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকছে। আমি এখানে একটা পল্লীচিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরব।

বর্ধমান জেলায় আমার বাড়ী। আমি যে অঞ্চলে বাস করি, সেখানে পূর্বে যে রাস্তা ছিল তার এক একটা স্থানে ১০-১২ ঘণ্টা ধরে গাড়ী নিয়ে কাদায় পড়ে থাকতে হত। এখন সে জায়গায় পিচের পাকা রাস্তা হয়েছে, এবং সে রাস্তায় ২৫-৩০ খানা যাত্রীবাহী বাস চলছে, তাতেও খুব ভীড়। আর সেসব রাস্তার ধারে সহরের মত গঞ্জ গড়ে উঠছে। কলকাতার দরে খুচরা জিনিসপত্র লোকে কিনতে পাচ্ছে। রাস্তার ধারের যেসব জায়গার দর আগে বিঘাপ্রতি ২৫-৩০ টাকা ছিল এখন তার দর উঠেছে—কাঠাপ্রতি হাজার টাকা পর্যন্ত। পল্লীর সর্বত্র এক মাইলের মধ্যে বহু অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে বহু শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন এমন কি ছাত্রের অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা বেশী হয়েছে, এবং সেসকল স্কুলে যেকোন বালক আজ বিনা বেতনে পড়তে পারে, আর যারা খুব গরীব, বাড়িতে কাজ করতে হয় বলে যারা স্কুলে ছেলে পাঠাতে পারে না, তারাও বয়স্ক বিদ্যালয়সমূহে রাত্রে ছেলে পাঠিয়ে পড়াবার সুযোগ পেয়েছে। এ সম্পর্কে আমার মনে হয় শিক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণ অপেক্ষা সরকার এগিয়ে যাচ্ছেন। জীবনযাত্রার মান উন্নত না হলে স্কুলে সব ছেলের আসা সম্ভব হবে না।

তারপর পোষাকপরিচ্ছদে আজ তথাকথিত ভদ্রলোক ও তথাকথিত অভদ্রলোকের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। পল্লীর রাস্তাঘাট, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির যথেষ্ট রকমের উন্নতি দেখে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অনেকটা উন্নত হয়েছে,

এবং সরকার ঐ মান উন্নততর করার আরো চেষ্টা করছেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রভৃতির দ্বারা। সুতরাং আমি বিরোধী পক্ষের মাননীয় বন্ধুগণকে বিরোধীতা না করে দেশ গঠনের কাজে সরকারকে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পরিশেষে আমি ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমার দৃঢ় ধারণা ভাষাভিত্তিকে রাজ্য গঠন এখন অচল—আউট অব ডেট। সারা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যখন আমাদের পঞ্চশীলনীতি মেনে নিচ্ছে, তখন আমরা ভাষাভিত্তিক দেশ পুনর্গঠন নিয়ে বিবাদ মারামারি করে গৃহ যুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছি! বোম্বাই ও উড়িষ্যার তান্ডব ব্যাপার প্রমান করছে যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠন চলবে না। আমি ডাঃ রায়ের বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছি। এবং বিরোধী পক্ষগণকে, দেশের মঙ্গলের জন্য ঐ প্রস্তাব সমর্থন করার আহ্বান জানাচ্ছি।

[10-40—10-50 a.m.]

Sj. Surendra Nath Pramanik:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অর্থসচিব মহাশয় প্রতি বৎসর আয়ের চেয়ে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বেশী দেখিয়ে এই হাউসে ঘাটতি বাজেট উপস্থিত করে আসছেন। এতে হয়ত তিনি সকলকে বুঝাতে চাচ্ছেন যে জনকল্যাণের জন্য শিক্ষা, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, সেচ প্রভৃতি খাতে তিনি বহু অর্থ বরাদ্দ করেছেন এতে কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। সেইজন্য বাজেটে এত বেশী টাকা খরচ হচ্ছে এবং ঘাটতি বাজেট হচ্ছে। এই বাজেটকে সকলে অভিনন্দিত করুক এটা তিনি চাচ্ছেন। কিন্তু এর দ্বারা কি জনকল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে? গড়ে উঠবার পথে হয়ত এগিয়ে যেতে পারতেন যদি সব টাকা প্রকৃতভাবে জনকল্যাণে ব্যয় হত। কিন্তু তা হয় নি। সরকারী কর্মচারীর অসাধুতার জন্য, সরকারের সম্পূর্ণ দলীয় মনোভাবের জন্য, এবং স্বজনপোষণ নীতির জন্য এর অধিকাংশ টাকা উধাও হয়ে চলে যাচ্ছে। এর দ্বারা আমরা দেখতে পাচ্ছি যাদের অর্থ জমা আছে তাদের আরো অনেক অর্থ হচ্ছে এবং যারা দরিদ্র তারা আরো দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। স্যার, গ্রামাঞ্চলে প্রায় শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ লোকের বসবাস। এইসব লোকের মধ্যে অধিকাংশই কৃষির উপর নির্ভরশীল রয়েছে, এবং ক্ষেতমজুরী, কুলিগিরী করে অধিকাংশ লোক কষ্টে জীবনযাপন করে থাকে। এবং ছোট ছোট কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল অনেক লোক রয়েছে। এদের অবস্থা ব্রিটিশ শাসনের সময় যেরূপ ছিল তারচেয়ে এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাদের কোন উন্নতি হয় নি বরং অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। তারা ক্ষেতমজুরদের কাজ দিতে পারছে না এবং ক্ষেতমজুররা কাজ না পেয়ে বেকার হয়ে যাচ্ছে। তাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রতি বৎসর অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এইসব জনসাধারণকে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য লোকদের খাদ্যের জন্য সরকার যেসব রিলিফএর ব্যবস্থা করেন, সেইসব টেষ্ট রিলিফএর অনেক টাকা ও চাল উধাও হয়ে যায়। টেষ্ট রিলিফএর জন্য কংগ্রেস বা কংগ্রেস সমর্থিত ব্যক্তিদের উপর পে মাষ্টারএর ভার দেওয়া হয়। এরা অসাধু কর্মচারীদের সহযোগিতায় অনেক টাকা আত্মসাৎ করে থাকে, লোকের কাছ থেকে মিথ্যা স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। সরকার যদি এইসমস্ত কাগজপত্র তদন্ত করেন তাহলেই এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

স্যার, বাজেটে ৯ কোটির অধিক টাকা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার কি ব্যবস্থা হয়েছে? গ্রামাঞ্চলের লোকদের জন্য শিক্ষার কেন ভাল ব্যবস্থা হয় নি, ১০-১২ মাইল অন্তর একএকটা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্কুল রয়েছে এবং সেগুলি অর্থাভাবে ভালভাবে পরিচালিত হয় না। সেগুলি অচল অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, স্পীকার মহাশয়, যে গত বছর এইরকম একটা স্কুল থেকে ১৭ জন ছেলে পরীক্ষা দিয়েছিল, তারমধ্যে একজন ছেলে থার্ড ডিভিসনে পাশ করেছে। এই ত গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার ব্যবস্থা। আর যে অবৈতনিক প্রাইমারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই শিক্ষার দ্বারা ছেলেদের কতটা উন্নতি হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। কারণ স্কুল বোর্ডের নিয়ম ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন

শিক্ষক নিযুক্ত হবে। একজন শিক্ষক ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে কি শিক্ষা দেবেন? এর দ্বারা ছেলেদের কিরূপ প্রাইমারী শিক্ষা হচ্ছে তা সহজেই বুঝা যায়। গ্রামাঞ্চলে মেয়েছেলেদের জন্য কোন শিক্ষা ব্যবস্থা নাই, কোন স্কুল নেই মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য। এই ত হচ্ছে শিক্ষার ব্যাপার।

তারপর পানীয় জল সম্বন্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা করেন নি। গত বছর একটা প্রশ্ন আমি সংশিলষ্ট মন্ত্রীমহাশয়কে দিয়েছিলাম—আমি বলেছিলাম নারায়ণগড়, কেশিয়ারীতে কতগুলি টিউবওয়েল তৈরী হয়েছে? তিনি উত্তর দিয়েছেন নারায়ণগড়ে ১৩টি এবং কেশিয়ারীতে ৯টি। নারায়ণগড়ে ১৩টির মধ্যে ৭টি টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে, আর কেশিয়ারীতে ৯টির মধ্যে ৫টি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। কালকে একটা প্রশ্ন ছিল যে আদিবাসীদের এবং তপশীলি সম্প্রদায়ের জন্য কতগুলি টিউবওয়েল তৈরী হয়েছে? তিনি তাঁর উত্তর দিয়েছেন যে নারায়ণগড়, কেশিয়ারীতে ৫টি টিউবওয়েল তৈরী হয়েছে। এর দ্বারা কি পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হয়?

তারপরে চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছুই হয় নি। আমাদের নারায়ণগড়, কেশিয়ারী, দাঁতন এই তিনটি থানায় কোন হেল্‌থ সেন্টার হয় নি কারণ তাঁরা শতকরা ৫০ ভাগ কন্ট্রিবিউসন দিতে পারেন নি—সেজন্য কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয় নি। যেসকল অঞ্চলের লোকেরা টেস্ট রিলিফের দ্বারা জীবনযাপন করে তারা ৫০ ভাগ কন্ট্রিবিউসন দেবে এটা অত্যন্ত অসম্ভব কথা। স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রীমহাশয়দের অনুরোধ করছি, তাঁরা যদি কল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে চান তাহলে সর্বাগ্রে দুর্নীতি দমনের জন্য তাঁরা যেন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং তাঁরা যদি তাঁদের স্বজনপোষণ মনোভাব ও নীতি দূর করেন তাহলে হয়ত বা এক সময় কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে উঠবে।

[10-50—11 a.m.]

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী হিসাবে তাঁর চিরাচরিত রীতি রক্ষা করে এবার বাজেট উত্থাপন করেছেন এবং প্রথমেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা সুরু করে সমস্ত আয় ব্যয়ের আলোচনা শেষ করবার পর নেট রেজাল্ট দাখিল করেছেন যে মাত্র ১৬ কোটি টাকা ঘাটতি দাঁড়াবে। তার পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলতে যেয়ে মোটামুটি পাঁচ বছরের একটি কাজের হিসাব উপস্থিত করছেন। তাতে দেশের মধ্যে কি কি কাজ হয়েছে তার একটা ফিরিস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কংগ্রেস সদস্যরা অবশ্য বলেছেন যে গভর্নমেন্ট অনেক ভাল ভাল কাজ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি তাদের গভর্নমেন্ট ভাল কাজ করবার জন্যই তো আবশ্যক, কাজ না করলেও নিষ্কর্মা গভর্নমেন্ট থাকবে এইটে কি তারা আশা করেন? যাই হোক সরকারের যেগুলি ভুল বা অন্যায় হয়েছে আমি সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করব।

প্রথমতঃ অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বেশী হয়েছে বলা হয়েছে, কিন্তু দেশের তাতে কি উপকার হয়েছে? দেশে যে স্টীল প্রোডাকশন সবচেয়ে বেশী সেখানে টন প্রতি ৮০ টাকা নতুন করে বেশী মূল্য ধার্য করেছেন। সিমেন্ট আজ পর্যন্ত কন্ট্রোল মুক্ত নয়। গৃহনির্মাণের জন্য যে জিনিস অর্থাৎ সিমেন্ট এবং স্টীল সবচেয়ে বেশী দরকার তার মূল্য আজও সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত হয়ে আছে। সিমেন্ট অবশ্য চোরাবাজারে প্রচুর পাওয়া যায়। তারপর বলেছেন যে, জাতীয় আয় ১৭·৫ বেশি হয়েছে, কিন্তু মাথাপিছু আয় যেখানে বলতে গিয়েছেন সেখানে বলেছেন শতকরা মাত্র দশ টাকা। ব্রিটিশ অবস্থানকালে যেখানে মাথাপিছু তিন টাকা ছয় আনা ট্যাক্স দিতে হত, আর ১৯৫৫ সালের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে সেখানে মাথাপিছু কুড়ি টাকা নয় আনা ট্যাক্স দিতে বাধ্য হচ্ছে। দশ টাকা মাথাপিছু আয় বাড়ল, কিন্তু কুড়ি টাকা নয় আনা ট্যাক্স সেখানে বেড়ে গেল এ সম্বন্ধে কিছুই তো দেখান হয় নাই।

আর একটা কথা তাঁরা বলতে ভুলে গেছেন যে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি যেখানে, সেখানে জাতীয় দেনা কতটা তা বললেন না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কএর হিসাবে ১,১১২ কোটি টাকা জাতীয় দেনা বিদেশের

নিকট। এসব তথ্যগুলিও উপস্থিত করা উচিত ছিল। তারপরে বাংলাদেশের সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাবে দেখা যাচ্ছে আয়ের অঙ্ক মোটামুটি ৩৭ কোটি থেকে ৪৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ টুথার্ড আয় যেখানে বেড়েছে সেখানে আদায়ের খরচ ৫·৪ থেকে ২০·৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ আয় যখন ওয়ান-থার্ড বাড়ল খরচ সেখানে বেড়েছে প্রায় ৩½ গুণ। সেজন্য বিরোধী পক্ষ থেকে কি করে খরচ কমান যেতে পারে তারজন্য তদন্ত কমিশন করে দেওয়া হোক বলা হয়েছিল, কিন্তু পাঁচ বছরের পরেও তা আর করা হল না।

গত পাঁচ বছরের মধ্যে এই সরকার মধ্যবিত্তের জন্য কি করেছে? যে মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সম্পূর্ণভাবে সচেষ্ট ছিলেন তাদের তো মধ্যস্বত্ব লোপ করে এরা প্রায় মধ্যবিত্ত লোপ করে ফেলেছেন। একমাত্র সিভিল বাজেটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—

"it is the common experience of us all that the last few years had seen better improvement in the income of the lower classes than in the income of the middle and upper classes."

এই কথা বলে সমস্ত দায়িত্ব শেষ করে দিয়েছেন। আবার আপার ক্লাসেসএর কথা বলতে যেয়ে আমরা বলব একটা অসত্য উক্তি করা হয়েছে, কারণ ইনকাম ট্যাক্স হিসাবে যেখানে দেখা যায় এক লক্ষ টাকা আয়ের অবস্থার লোকসংখ্যার চার গুণ বেড়েছে, কিন্তু মিডল ক্লাস লোকের অবস্থার কোন উন্নতি করার ব্যবস্থা হয় নি, বরং দিনে দিনে অবনতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

আর একটা কথা বলব। সেলস ট্যাক্স আদায় বেশী হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করেছেন; কিন্তু আমরা দেখিয়েছি, গত বছর বিশেষ করে যে সেলস ট্যাক্স যা আদায় হয় তারচেয়ে বহু গুণ আদায় হতে পারে, অথচ ছয় কোটি আশি লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে বলে আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দুঃখ করেছেন যে গাঁজার আয় কমে গিয়েছে। জানি না, তিনি নেশা করেন কিনা—কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সমস্ত রকম ত্রুটিবিচ্যুতি ঢেকে দেওয়ার জন্য আজ বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। একটু আগে কংগ্রেসী কোন বন্ধু বললেন যে সমাজতান্ত্রিক পথে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। কি রকম সমাজতান্ত্রিক পথ জানি না। এই কংগ্রেস তো একদিন বলেছিলেন—

"it would be fantastic nonsense to divide India into Pakistan and Hindusthan."

আজকার বর্তমান কংগ্রেসই হিন্দুস্তান পাকিস্তান ভাগ স্বীকার করে সেই ফ্যানট্যাষ্টিক ননসেন্স মেনে নিয়েছেন। একদিন কংগ্রেস বলেছিলেন—

"it will be a sin to divide India."

তাও আজ মেনে নেওয়া হয়েছে। আজ জিজ্ঞাসা করি বাঙ্গালী জাতি সেই ফ্যানট্যাষ্টিক ননসেন্সএ আবার পড়বে কিনা? বাঙ্গালী জাতিকে লোপ করে দেবার জন্য যে ব্যবস্থা বা ষড়যন্ত্র এঁরা করতে চাইছেন বাঙ্গালী জাতি তা মেনে নেবে না প্রতি পল্লীতে প্রতি গ্রামে প্রতি শহরে বাঙ্গালী আজ এই অযৌক্তিক নীতির বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়াবে।

Janab M. Ziaul Haque:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে যে জনকল্যাণমূলক বাজেট উপস্থাপিত করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়, তারজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

এই বাজেটে রাজ্যের বহুবিধ উন্নতির পথ পরিলক্ষিত হয়েছে। বাজেটে ১৪ কোটি ১৮ লক্ষ ঘাটতি থাকলেও দেখা যায় দেশের যেসব দিকে উন্নতির জন্য কাজ করা আবশ্যক সব দিক নজর রাখা এবং ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ব্যয় যেমন, তেমন আয়ও বাড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গের বহুবিধ সমস্যাগুলির সমাধান করে রাষ্ট্রের উন্নতি করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। সেই জন্যই বাজেটে অর্থের ঘাটতি হয়েছে।

[11—11-10 a.m.]

সারা দেশে ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস ইত্যাদি পরিচালিত হচ্ছে। এতে নানাভাবে লাভবান হচ্ছেন আমাদের গ্রামবাসী জনসাধারণ। আমাদের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র নায়ক বুলগানিন, মার্শাল টিটো, চৌ এন-লাই এবং আরো অনেকে যাঁরা এদেশে এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই মুক্তকণ্ঠে আমাদের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন ও আমাদের পরিকল্পনায় আগ্রহ দেখিয়েছেন।

রাজ্যসরকার এ পর্যন্ত অনেক কিছুই করেছেন এবং আরো অনেক কাজ সামনে পড়ে আছে। সেজন্য আমাদের আরো দ্রুত কাজ করতে হবে এবং তজ্জন্য চাই আমাদের দলনির্বিশেষে অকুণ্ঠ সমর্থন ও জনসাধারণের সহযোগিতা।

সবচেয়ে গর্বের ও আনন্দের বিষয় এই যে আমাদের বাজেটে জনসাধারণের শিক্ষা প্রসারের জন্য এবার সবচেয়ে বেশী টাকা ধরা হয়েছে। নয় কোটি ষোল লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা এবার শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। ইহাতে শিক্ষার বিপুল অগ্রগতি হবে এবং শিক্ষকদের মধ্যে বেকার সংখ্যা হ্রাসের ব্যবস্থাও হবে।

তারপর বিরোধীপক্ষের দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা সত্ত্বেও দেশে দুর্ভিক্ষে একটি লোকও প্রাণ হারায় নাই। জনসাধারণের বুভুক্ষা মিটাবার মত যথেষ্ট খাদ্যশস্য আমাদের রাজ্যসরকারের হাতে মজুত আছে। এজন্য প্রশংসা প্রাপ্য সেই পরম করুণাময়ের ও কৃতিত্ব আমাদের সুযোগ্য খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়ের।

আমাদের রাজ্যসরকার জেলাগুলির উন্নতির জন্য অনেক কিছু করেছেন। বিশেষ করে মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন, শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত, শ্রীঅজয় মুখার্জী, ও ডাঃ আর. আহমেদকে তারজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জনস্বাস্থ্য ও মেডিকেল খাতেও উত্তরোত্তর ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশের মৃত্যুদণ্ড ম্যালেরিয়া যার প্লাকার্ড আগে রেলের ষ্টেশনে ষ্টেশনে দেওয়া হতো, সেই ম্যালেরিয়া আমাদের সুযোগ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমার গুরু ডাঃ অমূল্যধন মুখার্জী সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করেছেন। সেইজন্য তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই। দেশের মৃত্যুহার যে অনেক কমে গেছে সেকথা আমাদের বিরোধী বন্ধুরাও স্বীকার করেছেন। তবু পল্লীগ্রামের এম. এল. এ. হিসেবে আমি সরকারকে অনুরোধ করছি প্রত্যেকটি গ্রামে আরো টিউব-ওয়েল দিতে হবে ও হাজামাজা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করতে হবে যাতে এই গরমের দিনে দরিদ্রগ্রামবাসীকে দু-তিন মাইল দূর হতে পানীয় জল নিয়ে আসতে না হয়। দেশে অনেক ন্যাশনাল হাইওয়েজ ও অন্যান্য রাস্তাঘাট তৈরী করা হচ্ছে ও হয়েছে। এ বিষয়ে মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি গ্রামের রাস্তাগুলি যাতে শীঘ্র উন্নত হয়, তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করছি। আর ভেটেরিনারী সম্বন্ধে বলবো বিশেষতঃ মফঃস্বলে আরো পশুচিকিৎসালয় স্থাপন করা দরকার।

তারপর এগ্রিকালচার সম্বন্ধে বলতে চাই। অতিরিক্ত শস্য উৎপাদনের জন্য সরকার প্রদত্ত সারের ও জাপানী প্রথার অবদান অস্বীকার করার উপায় নাই।

এই রাজ্যের মূল সমস্যা হচ্ছে বেকার সমস্যা। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান। শুধু কৃষি উন্নয়ন দ্বারা এই বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। এই সাথে ছোট বড় শিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেদিকেও লক্ষ্য রেখে তাঁর বাজেট করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের ও জনসাধারণের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—কুটিরশিল্প ও দেশের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই স্বদেশী দ্রব্যের অকুণ্ঠ ব্যবহার ও প্রসার, যার ফলে বিদেশী মাল আসা বন্ধ হয়ে যায় বা বিশেষভাবে কমে যায়।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিগণ, বিরোধীপক্ষ ও নিজ পক্ষীয় দলকে ও বিশেষ করে রাজ্যপাল মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন তাঁদের ভাষণ ও বক্তৃতা এই প্রদেশের মাতৃভাষায় দেন। আমার মতে বিধান সভার সমুদয় কার্য মাতৃভাষায় হওয়া উচিত।

গত বৎসরের বাজেট বক্তৃতার পুনরুল্লেখ করে আমি বলতে চাই যে বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা যিনি নিজের দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থ ক্ষুন্ন না হতে দিয়ে নিজের প্রাণ পর্যন্ত কুটচক্রীদের হস্তে বলি দিয়েছেন এবং যিনি বিদেশী ছদ্মবেশী ব্যবসায়ী ও দেশের শত্রুদের পরাজিত করে এই কলিকাতা নগরীর উদ্ধার সাধন করে বাঙ্গালীর ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন, তাঁর মহান নামে এখনো কোন পার্ক ও রাজপথ নামাঙ্কিত হয় নাই, এমনকি মুর্শিদাবাদে তাঁর সমাধি পর্যন্ত যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে রক্ষিত হচ্ছে না। আমি অনুরোধ করছি যেন আমাদের জাতীয় সরকার অবিলম্বে তাঁর সমাধি যথাযোগ্যভাবে পুনর্গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

আরো দুঃখের বিষয় যে অহিংসার পূজারী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী যিনি সত্য সভ্যতা ও বিশ্বপ্রেমের ধারক ও বাহক—তাঁরও মহান নামাঙ্কিত কোন বিশেষ স্থান, পার্ক ও রাজপথ এই মহানগরীতে নাই, যদিও ভারতের অন্যান্য প্রায় সমস্ত প্রদেশে আছে। আমি এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। কলিকাতার মধ্যস্থলে অবস্থিত চৌরঙ্গী রোড ও কার্জন পার্ক তাঁর মহান নামে নামাঙ্কিত অবিলম্বে করা হোক—এই প্রস্তাব আমি জানাচ্ছি।

আমার শেষ কথা আমাদের মাতৃভূমিকে গড়ে তোলবার যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে, তাতে আমাদের প্রত্যেকের উপর মহান দায়িত্ব এসে পড়েছে। আমরা সে দায়িত্ব পালনে যেন পরাঙ্মুখ না হই। আশা করি সকলে এ কাজে সহযোগিতা করবেন। বাংলার উত্থান, ভারতের উত্থান; বাংলার পতন, ভারতের পতন—এই কথাগুলি বলে আমি এই বাজেট সমর্থন করছি।

Sj. Bankim Mukherji:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমেই এইটুকুন লক্ষ্য করতে চাই যে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বা অন্যান্য দেশের পার্লামেন্টের বাজেটের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ষ্টেট বাজেট তৈরী করার বিষয়ে প্রকৃতিগত একটা ভয়ানক পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য দেশের বাজেট হবার সময় অন্তত এইটুকুন দেখা যায় যে এই আয় ও ব্যয়ের মধ্যে থেকে কিভাবে খরচ প্রভৃতি হবে সেইসব সম্বন্ধে একটা বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের ষ্টেট বাজেটে যা ট্যাক্স আছে তার দ্বারাই আন্দাজ করা যাচ্ছে যে এই রিভিনু হবে এবং যা খরচ হয়ে আসছে বা নতুন পরিকল্পনাতে এই ব্যয় করা হবে। কি করে এই আয় থেকে ব্যয় হবে, কি ট্যাক্সেসান প্রভৃতি হবে তার কোন চেহারা আমরা এই ষ্টেট বাজেটে পাই নি। হয়ত হঠাৎ কিছুদিন পরে প্রধানমন্ত্রীমহাশয় বা ফাইন্যান্স মিনিস্টারের পরিকল্পনা একটা বিষয়ে এল এবং এই এক বছর ধরে সারা দেশ আতঙ্কিত হয়ে থাকবে যে কি কি ব্রেনওয়েভ প্রধানমন্ত্রীর মাথায় আছে নতুন নতুন ট্যাক্সেসানের জন্য। এইরকম আর পৃথিবীর কোন দেশেই হয় না বাজেটের সময় তারা সব কিছুই জানতে পারে এবং সেই সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সেজন্য এটাই হল ষ্টেট বাজেটের একটা অদ্ভূত প্রকৃতি যেটা পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি—ডেফিসিট হয়ে যাচ্ছে, দেনা হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এই ষ্টেটের ডেফিসিট ও দেনা বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু কে সেই দেনা শোধ করবে, কেমন করে শোধ করবে এবং শোধ করবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা নেই। আমাদের এদিক থেকে শ্রীজ্যোতি বসু এবং শ্রীরণেন সেন যেসমস্ত ডিটেলসএ বলেছেন আমি সেইসব ডিটেলসএ যাচ্ছি না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের এই পশ্চিম বাংলার এবং এর সরকারের অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে সেই বিষয়ে আমি বলবার চেষ্টা করছি। মোট ফাইনান্সিয়াল পজিশনটা কি দেখতে পাচ্ছি—একটা জিনিষ এবারও দেখতে পাচ্ছি যে গতানুগতিকভাবে আয় চার কোটি ৯৩ লক্ষ রিভাইজড এস্টিমেট থেকে বেশী এবং ব্যয় দুই কোটি ৯০ লক্ষ বেশী। অর্থাৎ গতবারের বাজেট এস্টিমেট যা ছিল তার থেকে আয় বেড়ে গেল এবং ব্যয়ও বেড়ে গেল। সেই সময় দেখান হল যে বেশী ট্যাক্স হবে না, কিন্তু পরে দেখা গেল যে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বেশী আদায় হয়ে গেল এবং এবারেও ঠিক সেই ধারাই চলেছে। অর্থাৎ এক কোটি ৩৩ লক্ষ আয় কম এবং দুই কোটি ৪০ লক্ষ ব্যয় কম। কোন চিন্তা নেই, কারণ এখন তো বাজেটে এইসব বলে দিলাম। কিন্তু রিভাইজড এস্টিমেট যখন সামনে আসবে তখন দেখা যাবে যে কোনটার সঙ্গে কোনটারই কোন সম্পর্ক নেই। যেখানে পাঁচ কোটি টাকা রেভিনিউ নতুন কোন ট্যাক্স না নিয়েই এক বছরে বেড়ে যায় সেখানে সেই বাজেটের যে কি মূল্য তা আমি

বুঝতে পারছি না। এবারও ঠিক তাই হবে, কারণ এখন দেখবার সময় দেখান হল যে আয় এক কোটি ৩৩ লক্ষ কম, ব্যয়ও এত কম এবং দেশের খরচার অঙ্কটা কিছু কমিয়ে দেখান হল কিন্তু আসছে বারও সেই হবে। কে এখন ৫ বছর ধরে মনে করে রাখছে এইসব জিনিস। অথচ এই যে দুই কোটি ২৩ লক্ষ কর এর মধ্যে রিলিফ এ্যান্ড ফ্যামিনে কম হচ্ছে দুই কোটি ৮৫ লক্ষ—এবারকার বাজেটে যেটা ধরা হয়েছে তা থেকে। কিন্তু আজ যে জিনিষ আমরা সংবাদপত্রে পেলাম, রাইস মিল এ্যাসোসিয়েশনএর প্রেসিডেন্টের বিবৃতি, তাতে বুঝতে পারছি যে অবস্থা এতই গুরুতর দুই কোটি ৮৫ লক্ষের কম তো থাকবেই না, বরং তারচেয়ে আরও বেশী হবে। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে এবার চাল ভাল হওয়ার ফলে লোক আশা করেছিল দাম কমবে, কিন্তু ইতিমধ্যে ফুজি, মরিসাস প্রভৃতি দেশে চাল ও ধান রপ্তানি আরম্ভ হবার ফলে প্রায় সাড়ে বার টাকা ধানের মণ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ধান কলিকাতায় আসতে না পারার দরুন এখানে ষ্টক কমে যাচ্ছে এবং পাকিস্তানে ধানের বেশী দাম হবার দরুন চোরা পথে এখান থেকে সেখানে ধান চলে যাচ্ছে। এই যে অবস্থা, এ বিষয়ে কোন সচেতনতা এ গভর্নমেন্টের নাই। বরং অচেতনতাই যে রকম চলেছে তাতে দেখছি মোট ব্যয় তিন কোটি আড়াই কোটি কমিয়েছে। অথচ তিনি বলেছেন রাইস র‍্যাকেটিং অত্যন্ত ভয়ংকর অবস্থায় উঠতে পারে।

[11-10—11-20 a.m.]

মোট ফাইন্যানসিয়াল পজিশন আমাদের দাঁড়াচ্ছে এই যে গড় আয় আমাদের ৫০ কোটি টাকা, আর ব্যয় দেখছি ৬৫ কোটি টাকা কম বেশী। তার মানে ১৫ কোটি ব্যয় বেশী হচ্ছে। এই টাকার ভিতর ৪০ কোটি টাকা অন্ততঃ আমাদের হিসাবে আমলাতন্ত্রের পিছনে খরচ হয় তাও লোয়ার গ্রেড এমপ্লয়ীজদের জন্য নয়, আপার বুরোক্রেসী তার পিছনেই ৪০ কোটি টাকা। তাহলে হাতে থাকে উদ্বৃত্ত মাত্র ১০ কোটি টাকা আবার যেভাবে ঋণ চলছে তাতে তার কিছুটা সুদেই মেরে দেবে। কারণ দেখতে পাচ্ছি এই ঋণ গড়ে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা। মোট দাঁড়ায় ইউনিয়ন থেকে ১৬২ কোটি, পাবলিক থেকে প্রায় ২০ কোটি অর্থাৎ প্রায় ১৮৩ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়েছে। সেকেণ্ড প্ল্যানে এ'দের স্বীকৃতি থেকেই হচ্ছে ১০০ কোটি। অর্থাৎ সেকেণ্ড প্ল্যানের শেষাশেষি এবং ডি, ভি, সি যদি তার মধ্যে নেওয়া হয় তাহলে ৩০০ কোটি টাকারও বেশী সেকেন্ড প্ল্যানএর পর দাঁড়াবে। কোন্ স্টেটের? না, যার আয় ৫০ কোটি মাত্র। আর ঋণ কোরে কোরে বেড়ে বেড়ে তা হবে ৩০০ কোটি টাকা ৫ বছরে। সুদ আড়াই পার্সেণ্ট ধরলেও সাত-আট কোটি বাৎসরিক সুদ দাঁড়ায়। তাহলে আপার বুরোক্রেসীর মাহিনা দেবার পর যা থাকে সেই বাকিটুকু সুদেই হয়ে যায়। রইল কি? কোন কিছুই থাকছে না। অথচ ৩০০ কোটি টাকা ঋণের বোঝা আমাদের ঘাড়ের উপর চাপছে। এই অবস্থায় আমরা গত তিন বৎসর ধরে সাবধান কোরে দিচ্ছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ফাইন্যান্স মিনিষ্টার মহাশয় জানেন "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"। সেই ঘৃত পান যদি জনসাধারণ করতেন তাহলে আপত্তি ছিল না। কিন্তু তারা তো খেতে পায় না, ঘৃত পান করবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় এবং তাঁর পোষ্যবর্গ। সেই কারণেই তিনি বিশ্বাস করেন "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"।

তারপরে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে ৩০০ কোটি টাকা দেনা হয়ে যাবে, তাই দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হয়েছে যে বাংলার আর পরিত্রাণের উপায় নাই এই বাংলাকে বিক্রি যদি না করেন। তাই এসেছে মার্জার। এ ছাড়া মার্জারএর আর কোন কারণ ও অর্থনৈতিক যুক্তি নাই। ও'র কথা হচ্ছে বিহার-বেঙ্গল এক হলে সমস্ত সলিউশন হয়ে যাবে। আমার ধারণা উল্টো। খুব ছোট-বেলায় পড়েছিলেন "টু নেগেটিভস মেক ওয়ান পজিটিভ"। বোধ হয় তিনি আজও সেই ধারণা ও সেই নীতিতে বিশ্বাস করেন। বাংলাদেশে বেকার অজস্র, বাংলাদেশ ডেফিসিট, সেখানেও কিছু নাই। অর্থাৎ এখানেও নেগেটিভ, বিহারেও অনুরূপ নেগেটিভ। বিহারেও বেকার এত অজস্র যে সেখান থেকে দলে দলে হাজারে হাজারে লোক কলিকাতায় কাজ করতে আসে। কাজেই বিহারেও যখন নেগেটিভ তখন দুটো নেগেটিভ মিলে যে কি কোরে পজিটিভ হয়ে যায়, কি কোরে প্রকান্ড উন্নতি হয়ে যায় তা আমার এই ছোট মস্তিস্কে সহজে ঢোকে না। এই টু নেগেটিভস মিলে বাংলা ও বিহারের প্রভূত উন্নতি হয়ে গেল।

সোজা কথা,—উন্নতি হবে কোথা থেকে? এখানকার যে ন্যাচারাল রিসোর্সেস তা যদি বিদেশে বিক্রি করতে পারা যায়, প্রাইভেট ক্যাপিটালকে তা যদি দিতে পারা যায়, যেমন কোরে পশ্চিম বাংলার হাড় জরজরে হয়েছে, তেমনি কোরে আজ এত টাকা ধার করবার ক্যাপাসিটি এই যে ক্রেডিট এর জন্য অজস্র খরচ কোরে যাও। সেটা পশ্চিম বাংলার ছোট আধারে কুলাচ্ছে না। তাই আর একটা বড় আধারের জন্য এত দাপাদাপি করছেন, যাতে আর একটা হাজারীবাগের খনি প্রভৃতি যদি পান তাহলে আরও বেশী ধার করবার সুবিধা হতে পারে এবং তার ফলে বাংলার সর্বনাশ এনে বাংলা ও বিহার দুটোকেই অতল জলে দিতে পারবেন তিনি যখন যাবেন। এর জন্যই মার্জার চাই। তার জন্য আমরা দেখতে পাই এখানে শ্রীপোদ্দার যে ওকালতি করলেন তাতে আরও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে কারা এই মার্জার চান, এবং কেন মার্জার চান। রোড ট্রান্সপোর্ট সম্বন্ধে, ঐ অটোমোবাইল সম্বন্ধে শ্রীপোদ্দার যথেষ্ট বিজ্ঞপ্তি ও আবেদন করে গেলেন, রোড ট্রান্সপোর্ট যাতে প্রাইভেটে আসে। তাঁর যা যুক্তি সেটা ডাঃ রায় অন্যদিক থেকে করেছেন, প্রাণপণে তাঁরা কার্যের দ্বারা দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে ন্যাশনালাইজেশন দিয়ে কোন লাভ হয় না, বরং ক্ষতি হয়। যে দুধ থেকে সাধারণ গোয়ালা লাভ করে, তাঁর হরিণঘাটা থেকে তাতে লাভ হয় না। যে বাস রুট পাবার জন্য মন্ত্রীর দরজায় আবেদনের পর আবেদন নিয়ে যায় কংগ্রেসের লোক, আজকে সেই বাস ট্রান্সপোর্টে লাভ হয় না। কোথা থেকে হবে যদি ষ্টেট ট্রান্সপোর্টে এরকম ব্যুরোক্রাটিক লোকদের মেনটেন করা হয়। তাঁরা দেখাতে চাইছেন, সোশ্যালিজেশন দূরের কথা, ন্যাশন্যালাইজেশন করেও লাভ হয় না, প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনএতেই ভাল হয়, সেই কথাই ঠিক যেন শ্রীপোদ্দার বললেন। সেইজন্য মার্জার সম্বন্ধে তাঁর ওকালতি বেশ সুস্পষ্ট হল। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন এইভাবে বিস্তীর্ণ এলাকায় যেতে পারলে আরও ভাল কোরে লুটেপুটে নেওয়া যেতে পারে। আমি মনে করি সেখানেই দুটো দেশের ভাল হতে পারে যদি একটা দেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়ালী এ্যাডভান্সড হয়, একটা দেশে যদি ক্যাপিটাল থাকে, আর একটা দেশে যদি ল্যান্ড বা এগ্রিকালচারাল রিসোর্সেস থাকে তাহলে সামান্য কিছুতেই উভয়ের উপকার হতে পারে। বাংলাদেশ শিল্পোন্নত, বাংলাদেশে ক্যাপিটাল আছে, কিন্তু সেটা বাঙ্গালীর কাছে কি? বাঙ্গালীর কোথায় ক্যাপিটাল আছে? বাঙ্গালীর কোথায় ইন্ডাস্ট্রী আছে? এই পাঁচ-সাত বছর স্বাধীন হবার পর যদি এই গভর্নমেন্ট বাংলাদেশের ক্যাপিটাল ফরমেশন করবার চেষ্টা করতেন, যদি বাঙ্গালীর ছেলেদের কোন ব্যবসা শিক্ষা দেওয়া হত, এবং তাতে সহায়তা করা হত ছোট ছোট ট্রেড থেকে ওঠা, ফেরীওয়ালা থেকে ওঠা, সে বিষয়ে যদি সচেতন হয়ে সহযোগিতা দিতেন এবং বাংলার ভিতর তা আনতেন তাহলে বুঝতে পারতাম বাঙ্গালী সে ইন্ডাষ্ট্রিয়ালি এ্যাডভান্সড হলে পর উভয়েরই লাভ হবে। এখানে কারও লাভ নাই। যারা চিরকাল সারা ভারতবর্ষকে লুটে লাভ করেছে আজ মার্জারএর পর তাদের পথ আরও প্রশস্ত হবে। আজ তাঁরা বাংলাদেশকে যে অবস্থায় এনেছেন তা থেকে বাঁচাতে গেলে পর আজ সময় হয়ে পড়েছে যে আজ বাংলাদেশে এই যে ক্যালকাটা ইলেকট্রিসিটি, ক্যালকাটা ট্রাম, সমস্ত জুট মিল, সমস্ত টী গার্ডেন, সমস্ত মাইন, এগুলো ন্যাশনালাইজ করা প্রয়োজন। ডাঃ রায় মাঝে মাঝে বলেন কেন ন্যাশনালাইজ করতে যাব? দরকার হলে পর আমি নিজেই একটা মিল স্টার্ট করতে পারি। কিন্তু দুটোয় তফাত আছে। নিজে মিল স্টার্ট কোরে তা থেকে যখন আয় আনবেন তা অনেক পরে, কিন্তু এই জিনিষগুলো ন্যাশনালাইজ করতে পারেন কোন দিক থেকে? তাঁরা সেখানে যদি ন্যাশনালাইজ করতে চান সেখানে দেখব তাঁরা অজস্র দান কোরে দেবেন কুবেরের ভান্ডার খুলে দিয়ে, ইলেকট্রিক কোম্পানী, ট্রাম কোম্পানী, যেভাবে ন্যাশনালাইজ করেছেন তাই করবেন। ন্যাশনালাইজ যদি করতে হয় দেখতে হবে এই সমস্ত কনসার্ন কতখানি ক্যাপিটাল খরচ করেছে, সেই ক্যাপিটাল তাকে দিয়ে দেওয়া হলেই যথেষ্ট। কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় এই সমস্ত কোম্পানী গত ৫০ বছরে তাদের যে পেড আপ ক্যাপিটাল তারচেয়ে ৫ গুণ, ১০ গুণ, ২০ গুণ ডিভিডেন্ট দিয়ে গেছে। কাজেই যদি এক পয়সাও না দিয়ে নেওয়া যায় তাহলেও মর্যালি এবং লিগ্যালিও বটে সেটা করা যেতে পারে। যে কোম্পানী এক কোটি টাকা মুনাফা নিয়ে গিয়েছে আজও তাদের আবার দিতে হবে? আজ যদি সে সমস্ত জিনিস নিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশের প্রকাণ্ড আয় হতে পারবে। তাতে বাংলাদেশের ট্যাক্সের ভার কম হবার কথা কিন্তু আজ যা এক কোটি টাকা পেড আপ ক্যাপিটাল আজ ডিভিডেন্ড দেওয়ার ফলে তার শেয়ারের দর দশ কোটি

বিশ কোটি টাকার মত বেড়ে গেছে, আজ তাদের কম্পেনসেসন দিতে গেলে বিশ কোটি টাকা কম্পেনসেসন করতে হবে। তাতে ন্যাশনালাইজেশনে কোন লাভ হয় না। সমস্ত ভারতবর্ষে গত ৫০-৬০-১০০ বছর ধরে আমরা কিসের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছি? এই সমস্ত শেয়ারগুলি কি বাজারদর দিয়ে কিনে নেব বোলে? যারা ১০০ বছর, দেড়শ বছর লুট করেছে, আফগান ওয়ার, বক্সার ওয়ারএর ট্যাক্স আমাদের ঘাড়ের উপর থেকে নিয়ে নোটিস কোরে নিজের দেশে নিয়ে খরচ করেছে তাদের ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছ থেকে দিতে যাব কিনা বাজারদর হিসাবে তাদের সমস্ত কিছু নেওয়া? এ দিক থেকে তা হওয়া উচিত না।

[11-20—11-30 a.m.]

বাংলাদেশে পাট খুব সমৃদ্ধশালী চাষ। সুতরাং সমস্ত পাটটাই যদি স্টেট কনসার্নএর ভেতরে নেওয়া হত তাহলে শুধু ওটা থেকেই বাংলার চাষী, মজুর এবং সাধারণ মানুষ বাঁচতে পারত। কিন্তু জুটের সম্বন্ধে আমাদের যা লিখা ছিল সেটা আমাদের বদান্য গভর্নমেন্ট একদিনে সেন্টারকে দিয়ে দিলেন এবং সেন্টার এখনও পর্যন্ত সেই সম্বন্ধে কিছুই করছেন না।

তারপর মার্জার প্রসঙ্গে আমাকে বলতে হয় যে এই সম্বন্ধে ইতিমধ্যে সারা ভারতবর্ষে একটা অদ্ভূত রকমের আন্দোলন উঠেছে। শ্রীকালী মুখার্জি এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা কাগজ থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করলেন, কিন্তু আর বাকিটা উদ্ধৃত করলেন না যে, এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন কারা তুলছে, এ্যান্টি-সোস্যাল এলিমেন্টসএর হাতে। কিন্তু যেখান থেকে তিনি পড়লেন তারই আগের লাইনে স্টেটকে গভর্নমেন্টকে দায়ী করা হচ্ছে যে এই গভর্নমেন্টের গাফিলতির জন্য এই সমস্ত জিনিষ এ্যান্টি-সোস্যাল এলিমেন্টসএর হাতে এসেছে। বিশেষ করে আবার তার পরের সেন্টেন্সএ বলা হচ্ছে যে ভেস্টেড ইন্টারেস্টরাই এই সমস্ত এ্যান্টি-সোস্যাল এলিমেন্টসদের লাগিয়েছিল। বম্বের ভেস্টেড ইন্টারেস্ট কে তা কি আমরা জানি না? বম্বের ভেস্টেড ইন্টারেস্টএর রাজনৈতিক নেতা হলেন এস. কে. পাতিল। অতএব সারা দেশে এই সমস্ত জিনিস তাঁরাই তুলেছেন। অদ্ভুত পার্টি ও'রাই আবার বলেন কিনা এত চিন্তা কিসের আছে। এক বছর ধরে বাংলার কংগ্রেসকে এবং বিহার কংগ্রেসকে দেখছি এবং শ্রীজ্যোতি বসু যখন তার বাজেট স্পীচ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন তখন তিনি বিবৃতির পর বিবৃতি উদ্বৃত করে দেখিয়েছেন যে এই দুই প্রদেশের কংগ্রেসের মধ্যে কি ঐক্য আছে, সাম্য আছে—উনি পূর্ব দিকে এগুতে চান আর উনি পশ্চিম দিকে এগুতে চান। একটা রুলিং পার্টি সারা ভারতবর্ষে, তাদের সংগঠন প্রদেশে প্রদেশে, কিন্তু তারাই তুলেছে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, প্রাদেশিকতা। আজকে তাদের আগামী সাধারণ নির্বাচনে বাঁচবার একমাত্র মস্ত উপায় প্রাদেশিকতা। বিহার তাঁদের ইস্তাহারে বলেছিলেন যে, ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক এক ইঞ্চি জমি আমরা ছাড়বো না, তাই বাংলার কংগ্রেসও বলছেন যে, আমরা যে-কোন অজুহাতেই, ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক বিহার থেকে জমি লইবই। এবং এর উপরেই তাঁরা চালাচ্ছেন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। আজকে তাঁরা অবাক হয়ে যাচ্ছেন যে কি করে ল্যাংগুয়েজএর উপর আমরা প্রদেশ গঠন করতে পারি—অতএব মার্জার আসবে। যদি ভারতবর্ষে ১৮টা স্টেট থাকলে তার ঐক্য নষ্ট না হয়ে যায়, যা স্টেটস রিঅর্গানিজেশন কমিটি করছেন, সেটা ১৬ হয়ে গেলেই যে কি করে ভারতবর্ষের ঐক্যের পথ আরও প্রশস্ত হয়ে যাবে তা আমি বুঝতে পারছি না। অর্থাৎ পাঞ্জাবের দুটো মিলন হল, বম্বের দুটো এবং বিহার-বাংলা এই দুইটা মিলে গেলেই ৩টা স্টেট কমে গেল, কিন্তু এই ৩টা স্টেট কমে গেলেই যে কি করে ঐক্য হয়ে যাবে সেটা আমার এই ছোট মস্তিষ্কে আসে না। যাই হোক মার্জার সম্বন্ধে আমি এখানে আর বিশেষ কিছু বলব না, যদি এই সম্বন্ধে কোনদিন বিল আসে তখন বলব। বিহার গভর্নমেন্ট যেমন করে প্রস্তাব এনে পাশ করিয়েছেন, কিন্তু এই গভর্নমেন্ট বোধ হয় তেমন করে কোন প্রস্তাব নিয়ে আসবেন না, তাঁরা একেবারেই হয়ত জনসাধারণের মত না নিয়ে বিল তৈরী করে আমাদের সামনে আনবেন এবং তখনই এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবার ক্ষেত্র হতে পারে। কিন্তু এখন থেকে আমরা যে যেটুকু লক্ষ্য করলাম, তাতে বুঝলাম যে কেন এই মার্জারটা আমাদের প্রধান মন্ত্রীর মাথায় আসছে।

তারপর তাঁরা যেভাবে ফাইনান্সএর ব্যাপার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন তাতে দেশের কি আয় এবং ব্যয়, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, কোন চিন্তাই নেই এবং এইভাবেই তাঁরা দেনার পর দেনা বাড়িয়েই চলেছেন। সেই দেনার সুদ থেকেই আমাদের সমস্ত টাকা খেয়ে যাবে। কিন্তু সেজন্য তাঁরা ট্যাক্সের পর ট্যাক্স বাড়িয়েই চলেছেন, কিন্তু এই অবস্থা থেকে তাঁরা আর পরিত্রাণ পেতে পারছেন না, পাবেনও না। একটা কথা তাঁর বাজেট স্পীচের ভেতরে দেখিয়েছেন এবং প্রথম আবহাওয়া কি রকম দিয়েছেন না যার উপর এইসব জিনিষ গড়ে তোলা যায় সেইসব সম্বন্ধে অনেক বলেছেন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে খুব আমরা কৃতকার্য হয়েছি তাও আছে। তারপর দেশমুখের মুখ থেকেও বলান হয়েছে যে ফাউন্ডেশন ভালই করেছে। তাঁদেরই গভর্নমেন্ট, তাঁরাই করছেন, তাঁদেরই সার্টিফিকেটএ আবার এ'রা বলেন কোথা থেকে বুঝতে পারছি না এবং তার কোন মূল্যও নেই। ডাঃ বিধান রায় বললেন এবং সেটাকে উদ্ধৃত করে শ্রীপ্রফুল্ল সেন যদি বলেন তাহলে তাতে কাজ খুব বেশী এগিয়ে যায় না। কারণ তাঁরাত একজন আর একজনের কথা বলবেনই। কিন্তু তার ফাউন্ডেশন হিসাবে তিনি কি দেখিয়েছেন, কিনা প্রথমেই উনি ১৯৪৬ সালের ইনডেক্স ধরেছেন ১০০। অর্থাৎ পোস্ট-ওয়ারএর যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল আউটপুট ডিক্লাইন করছে, কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সাল ধরে তিনি দেখাতে পারেন নি কেন। কিন্তু শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি দেখিয়েছেন যে আমাদের এখন যা ইনস্টলড ক্যাপাসিটি আছে সেটাতে এখনও ইন্ডাস্ট্রি পেঁছয় নি। অতএব ইন্ডাস্ট্রিতে যে খুব বেশীরকম উৎপাদন বেড়ে গেছে তা নয়। অন্য দিক থেকে তাঁরা দেখিয়েছেন কিনা আমাদের শতকরা প্রায় ১০-১১ ভাগ ইনকাম বেড়েছে। বেড়েছে কি বাড়ে নি সে বিষয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে কিছু তর্ক করতে চাই না কারণ তাদের হাতে যেসব তথ্য আছে সেটা আমার কাছে নেই। কিন্তু একটা জিনিষ আমরা দেখতে পাই যে কেন্দ্রের যা ট্যাক্স, স্টেটের যা ট্যাক্স তার সঙ্গে যদি মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স যোগ করে দিই তাহলে মাথাপিছু ২৩-২৪ টাকা করে ট্যাক্স পড়বে। অর্থাৎ মাসে দুই টাকা করে মাথাপিছু ট্যাক্স পড়ে। প্ল্যানিং কমিশন বলেছেন যে আমাদের মাথাপিছু ২৫৫ থেকে ২৬১ টাকা বছরে ইনকাম তার মানে হচ্ছে ২১ টাকা থেকে ২২ টাকা করে মাথাপিছু আয় বেড়েছে। অর্থাৎ যদি কুড়ি টাকা ধরি এবং দুই টাকা ট্যাক্স যদি হয় তাহলে আয়ের শতকরা দশ ভাগ হচ্ছে ট্যাক্স। আয় যদি বেড়েই থাকে তাহলেও তার সবটাই সরকার ট্যাক্স বাবদ কেটেকুটে নিলেন। আর একদিক দিয়ে যে ইনফ্লেশন বেড়েছে সেটা এ'রা অস্বীকার করলে কি হবে। গত বছর সারা পৃথিবীব্যাপী ডিফ্লেশনএর ট্রেন্ড ছিল এবং তার ফলে অন্যান্য দেশে ইনফ্লেশন কিভাবে এসেছে সেটাই বলছি। ইংলন্ডে তারা অজস্র সস্তায় জিনিষ দিল, লোকের হাতে অজস্র আয় দিল এবং তার দ্বারা তারা খরিদ করতে আরম্ভ করার ফলে ইনফ্লেশন সেখানে এসেছে। কিন্তু আমাদের এখানে কি হচ্ছে না আমাদের এখানে ডেফিসিট বাজেট করবার ফলে ইনফ্লেশন আরম্ভ হয়েছে এবং সারা পৃথিবীতে ডিফ্লেশনএর যে টেন্ডেন্সী আছে সেটাকে কোনরকমে আটকে না রেখে না ইনফ্লেশন না ডিফ্লেশন আমাদের এখানে চলছে। কিন্তু এই বছরে আমাদের এখানে ৩০০ কোটি টাকা সেন্টার থেকে ইনফ্লেশন করবার কথা হচ্ছে। অর্থাৎ ট্রেজারী থেকে সেই টাকা বার করে দেওয়া এবং মানি চীপ করে দেওয়ার ফলে ইনফ্লেশনএর পদধ্বনি ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে। সেজন্য এবারকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বাজেটে তাই নিয়ে খুব বড় রকমের একটা ট্যাক্সেশনএর কথা শুনা যাচ্ছে। এই একসঙ্গে দুটো হলে তার তাল সামলাতে পারবেন না। ১৯৫৬-৫৭ সালের ইনফ্লেশন হলে তার পরিণতি দেশে কতদূর হবে, কারণ তারপরেই হাই ট্যাক্সেশন আসবে। এই দিক থেকে আমাদের সমস্ত আয় উঠবার কথা কিন্তু তা না উঠে হাই ট্যাক্সেশন এসে যাচ্ছে এবং তার উপর আবার এই ইনফ্লেশন মানুষকে সহ্য করতে হবে। প্রত্যেকটা জিনিষের দাম বেশী, প্রত্যেকটা জিনিষের উপর সেলস ট্যাক্স এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আনএমপ্লয়মেন্টও খুব তীব্রগতিতে বেড়ে চলেছে। এই আনএমপ্লয়মেন্টএর বোঝা কারা বয়? যদিও ন্যাশনাল ইনকাম বেড়ে থাকে ওয়ার্কার্স প্রভৃতির ইনকাম যদিও বেড়ে থাকে তাহলেও তার ঘাড়ের উপরে আ[illegible] আনএমপ্লয়মেন্টএর বোঝা বইতেই হয় এবং সেই আনএমপ্লয়মেন্টএর বোঝা অদ্ভুতভাবে বেড়েই চলেছে। অথচ এ'রা প্ল্যান করে যান, কিন্তু সেই প্ল্যানের যেটা সাধারণ জিনিষ, তার যেটা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল তার যেটা নীতি হওয়া উচিত সেটা করা হয় না। বহুদিন আগে আমি এখানে বলেছিলাম বানর কীলক কথা—অপরের তক্তা কাটা দেখে বানরের সখ হয়েছিল, কিন্তু

তার আঙ্গুল তক্তায় চিপে গিয়েছিল। চীন করে প্ল্যান, রাশিয়া করে প্ল্যান আমরাও কি করতে পারি না বলে এরাও প্ল্যান করতে গেলেন। আঙ্গুল চিপটাবার সময় শীঘ্র আসবে এবং তখন যাঁরা সত্যিসত্যি করাত চালাতে জানেন তাঁদের ডাকলেই যদি উদ্ধার হওয়া যায়। কেন না ফাণ্ডামেন্টাল প্ল্যানিংএর নিয়ম কি? কিভাবে ইণ্ডাস্ট্রী এক্সপ্যান্ড হতে পারে? ইন্ডাস্ট্রিকে যদি বাড়াতে হয় তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে দুই-তিনটি জিনিষ দেখতে হবে, নইলে আনচেঞ্জড ইকনমি একটা হবে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যখন ব্যবসায় নাবে তখন তার ইনসেন্টিভ হয় কোথায় প্রফিট আছে, সেদিকই সে দৌড়ায় এবং যদি শোনে যে প্রফিট হয়ত স্টক এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির মারফত হয় তাহলে ক্যাপিট্যাল যদি একটা জায়গায় থাকে তখন সেটা আর একটা জায়গায় খুব তড়িৎগতিতে চলে যায় যাতে করে একটা লেভেলিং আসে। এবং তাতে আনপ্ল্যানড প্ল্যানিং এক রকম হয়। কিন্তু প্ল্যানড ইকনমি হচ্ছে কিনা যেটা প্রাইভেটে অব্যবস্থিত, কোন প্রসারের দরকার নেই, সমাজেও সেটা বেড়ে যাচ্ছে, অন্য যেটার দরকার, সেখানে হচ্ছে না, কিন্তু প্ল্যানড ইকনমিতে সেই জিনিষ দেখা যায়। কিন্তু প্ল্যানড ইকনমির ফাণ্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল হচ্ছে কিনা যদি ইন্ডাস্ট্রী এক্সপ্যান্ড করতে থাকে তাহলে সেই ইন্ডাস্ট্রীকে ইনক্রীজ করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কার্স সৃষ্টি করে দিতে হবে এবং তার জন্য যেরূপ এডুকেশন নির্ভর করবে, সেইরকম লোককে ট্রেনড করে দেওয়া নির্ভর করবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে মাহিনে বাড়িয়ে দেওয়া—যাতে করে বাইং ক্যাপাসিটি, পার্চেজিং ক্যাপাসিটি বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের দাম কমিয়ে দেওয়া যাতে লোয়ার প্রাইসএ লোকে বেশী করে জিনিষ কিনতে পারে। এক্সপ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রীর জন্য যেসব কথা আছে, সেইসব কোনটার প্রতি কি এদের সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ লক্ষ্য আছে। অন্য দেশের প্ল্যানে দেখতে পাই কিনা তাদের প্ল্যানের সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিকল্পনাও তৈরি হয় যে এটা এত পার্সেন্ট বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে ওয়েজেস এই বাড়বে প্রাইসেস এইরকম কমবে—এইসব জিনিস তাতে থাকে।

[11-30—11-40 a.m.]

কিন্তু আমাদের প্ল্যানের মধ্যে ওয়েজেস প্রাইসেসএর কোন প্ল্যান নেই এবং এডুকেশনএর অব্যবস্থা থাকে। টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রভৃতি যা দেওয়া হয় সেটা একেবারে অপব্যয় হয়, কারণ টেকনিক্যাল এডুকেশন নেবার পরে সেই লোক হাহাকার করে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু অন্য দেশে যেখানে প্ল্যানড ওয়েতে কাজ হয় সেখানে দেখতে পাই যে প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে সঙ্গে এমপ্লয়মন্টএরও একেবারে প্ল্যান করা আছে। অর্থাৎ যদি এতগুলি ডাক্তারের প্রয়োজন হয় তাহলে তখন ততগুলি মেডিক্যাল কলেজে সিট হয়, ততগুলি অমুক ইনজিনিয়ার লেদম্যান টেকনিসিয়ান দরকার থাকলে সেই পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আজ আমাদের এখানে শিক্ষার ব্যাপারে কোন প্ল্যান নেই। (শ্রীযুত কালী মুখার্জী: হবে, হবে, প্ল্যান হবে।) প্ল্যান হবেই, কারণ আমাদের আসবার পথ প্রশস্ত হচ্ছে এবং তখনই সব হবে। দুর্গাপুর হচ্ছে, প্রত্যেক জায়গায় ইনজিনিয়ারিং কলকারখানা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভাল লেদম্যান পাওয়া যায় না বলে যাদের সঙ্গে এত বিরোধী সম্পর্ক তাদের ইউনিয়নের কাছে তারা আসেন এইজন্যে যে ভাল লেদম্যান কোথায় পাওয়া যায়। মেকানিকাল ট্রেনিং যা দেওয়া হয় তার সঙ্গে এইসবের কোন যোগাযোগ নেই, কিন্তু ঐসবের জন্য কোন ট্রেনিংএরও কোন বন্দোবস্ত নেই। এইজন্য যে প্ল্যানিং হওয়া উচিত, সেই প্ল্যানিংএর কোন ব্যবস্থাই নেই। তার জন্যেই তাঁরা বলতে পারেন না যে কতটা ঠিক এমপ্লয়মেন্ট হবে, যেহেতু প্ল্যানে এইসব জিনিষের কোন চিন্তা নেই। একটা ধারণা থেকে তাঁরা বলে দিলেন যে এত লাখ হবে কি এত কোটি হবে তার মানে হচ্ছে যেহেতু প্ল্যানিং এর সঙ্গে এমপ্লয়মেন্টএর কথা ভাবেন না বলেই কোন একটা চিন্তা নেই যে কত লোক লাগবে। অতএব সমস্ত জিনিষই হচ্ছে একটা আন্দাজ, একটা মনগড়া প্ল্যানের উপর। একটা প্ল্যান করতে গেলে ও'রা স্টিল, সিমেন্ট, কোল প্রভৃতির সম্বন্ধে প্ল্যান করেন যে এত সিমেন্ট লাগবে, কোল লাগবে কিন্তু এই জায়গায় কতগুলি টেকনিসিয়ান লাগবে, কি গ্রেড তাদের হবে এবং তাদের মধ্যে কতগুলি আমাদের দেশে এ্যাভেলেবল হবে তার কোন পাত্তা আমরা প্ল্যানের মধ্যে পাই না। একটা ইণ্ডাস্ট্রি থেকে টোট্যাল প্রোডাকশন কত হবে, তার দাম কি হবে এবং কি দাম হলে লোকে কিনতে পারবে তার ব্যবস্থা করা উচিত। গত পাঁচ-সাত বছর ধরে সর্দার প্যাটেল থেকে আরম্ভ করে সবাই এই দেশে বলেছিলেন যে যার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টিকে বেআইনী করে পাঁচ বছরে ঢুকেছেন—আমাদের দেশ দরিদ্র, তোমরা প্রোডাকশন করে

দাও, পেটের কথা চিন্তা করো না। পাঁচ-সাত বছর পরে এই স্টেট গভর্নমেন্ট ১৯৫৪ সাল থেকে চেঁচাচ্ছেন যে খুব ইণ্ডেক্স বেড়েছে, প্রোডাকশন বেড়েছে। সেসব ভাল কথা, কিন্তু তাতে কি জিনিষ সস্তা হয়েছে, আমরা কি কাপড় বেশী পাচ্ছি, না আমাদের গরীবরা চিনি বেশী খেতে পাচ্ছে? বরং ঠিক তার উলটোই হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা বলছে আমাদের প্লাটেড মার্কেট এবং সেজন্য সমস্ত কম করতে হবে। অতএব তারা ছাটাই এবং র‍্যাশনালাইজেশন করছে। কিন্তু ওয়ার্কার্সরা তাদের ন্যায্য ডিম্যান্ড না পেয়েই তারা কাজ করে। আজও কথায় কথায় এই গভর্নমেন্ট বলেন যে তোমরা ডিম্যান্ড করো না, তোমরা ওয়েজেস বাড়াবার জন্য বল না এবং আমাদের করতে দাও। এই করতে দেওয়ার মানে কি—করতে দেওয়ার মানে হচ্ছে আরও প্লাটেড করা, একটুখানি চাল হয়েছে অমনি সেটা মরিসাসে যাচ্ছে, একটুখানি কাপড় হচ্ছে অমনি সেটা সমস্ত ইস্ট আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে সিংগাপুর, মালয় প্রভৃতি জায়গায় যাচ্ছে। এইরকমভাবে বাড়াবার মানে হচ্ছে কিনা কাজ কম হয়ে যাওয়া, নিরন্ন হওয়া, বেকারী হওয়া, র‍্যাশনালাইজেশন হওয়া, জিনিষপত্রের দাম বাড়া।

অতএব এই হল প্ল্যানিং এবং সেজন্য এই প্ল্যানিং থেকে আমরা খুব বেশী আশা করতে পারি না, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় যেটা আমরা দেখলাম সেটা একটা পাগলের মতন ব্যাপার। অর্থাৎ আমরা ধার করে করে সমস্ত দেশটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এই গভর্নমেন্টের কোন চিন্তা নেই যে শেষ পর্যন্ত এই ঋণ সুদব কি করে, কেই বা সুদবে। যেহেতু তাঁরা ন্যাশনালাইজেশন সম্বন্ধে ভাবেন না, যেহেতু এই সম্বন্ধেও কোন চিন্তা নেই। তারপরে আর একটা কথা বলে আমি শেষ করে দেব। এই সমস্ত পরিকল্পনার ভেতরে দেখতে পাই কিনা কোন জায়গায় কিভাবে খরচা হবে তাত নেই, কিন্তু তার সংগে আর একটা অমোচনীয় পাপ আছে এবং এর ভেতরে পাপী দেখতে পাচ্ছি। সমস্ত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানএ যদি বাংলা দেশকে এ্যানালাইজ করা যায় এবং তারজন্য পাঁচ বছরে কোথায় কত খরচ হয়েছে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে অপোজিশন মেম্বারদের কনস্টিটুয়েন্সিতে এবং গভর্নমেন্ট মেম্বারদের কনস্টিটুয়েন্সির সংগে যদি কম্পেয়ার করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে যা খরচ হয়েছে অর্থাৎ প্রপোরশন নিলে দেখা যাবে যে টোট্যাল কংগ্রেস কনস্টিটুয়েন্সিতে যা খরচ হয়েছে তার আর্ধেক, এমনকি তার তিন ভাগ অপোজিশনদের কনস্টিটুয়েন্সিতে হয় নি। [সেম, সেম, ফ্রম অপোজিশন বেঞ্চ।]

এই যে পার্টিস্যানশিপ হচ্ছে যার ফলে সমস্ত বাংলার সম্বন্ধে চিন্তা না করে, কিসে আমার মেম্বারের কনস্টিটুয়েন্সি টাইট থাকবে তাই তাঁরা দেখে চলেছেন। হোল প্ল্যানিংএর ভেতরে সমস্ত জায়গায় আমি দেখতে পাই যে সেইরকম একটা পার্টিজ্যানশিপ রয়েছে। আমি আমার নিজের কনস্টিটুয়েন্সি সম্বন্ধে বলতে পারতাম, কিন্তু সময় নেই। কাট মোসানে যদি সুবিধে হয় তাহলে তখন বলব।

Sj. Bijesh Chandra Sen:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটের সমালোচনা আজকে প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে। আমরা কদিনই আলোচনা শুনলাম সেই পুরান কথা—কিছু হল না, কিছু হয় নি। আমরা আশা করেছিলাম যে অন্ততঃ যেটুকু কাজ হয়েছে বিরোধীপক্ষ তার স্বীকৃতি দেবেন। বাজেটের ঘাটতি বড় কথা নয়, দেশকে গড়ে তুলতে হলে জনসাধারণের কি প্রয়োজন সেইভাবে বাজেট হচ্ছে কিনা সেইটেই বড় কথা। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে কিভাবে বাজেট হওয়া উচিত সেইভাবে বাজেট হচ্ছে কিনা সেইটি আমাদের দেখবার বিষয়। আমার মনে হয় যে, যে বাজেট অর্থমন্ত্রী রেখেছেন তাতে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। আলোচনাকালে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে অনেক সদস্য অনেক কথা বলেছেন। উদ্বাস্তু সমস্যা যে একটা বিরাট সমস্যা তা মাননীয় সদস্যরা সকলেই স্বীকার করেছেন। আপনারা অনেকে আজকের খবরের কাগজে দেখেছেন যে বহু উদ্বাস্তু ভাইয়েরা এখানে আসবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আমি কয়েকটি ফিগার দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই সমস্যা কত বিরাট। আমাদের ক্যাম্পএ বর্তমানে দুই লক্ষ, ষাট হাজার উদ্বাস্তু ভাইবোনরা রয়েছে। ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এ্যাভারেজ উদ্বাস্তু আগমন ছিল ১২৫টি ফ্যামিলি অর্থাৎ ৬২৫ জন করে। ফেব্রুয়ারীর লাস্ট উইকএ এ্যাভারেজ রোজ ৪০০ করে উদ্বাস্তু পরিবার এখানে এসেছেন। এর থেকেই বুঝা যাবে এই সমস্যা কি বিরাট। এর মধ্যে এই যে সমস্ত উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা এসেছে তাদের কোথায় ক্যাম্প করা হবে, কোথায় বসান হবে,

এইগুলিই আমাদের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার দিকে তাকালে এর সমাধান কি হতে পারে সেদিক থেকে চিন্তা করা উচিত বাংলা-বিহার এক করা সংগত কিনা সেটা চিন্তা করা দরকার। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ এই দুইটি রাজ্যের সংযুক্তি। যেসমস্ত উদ্বাস্তু বিহারে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই চলে এসেছেন তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন যে তাদের সেখানে দেখার কেউ নেই। কিন্তু এই সংযুক্তি যদি হয় তাহলে তারা মনে করবেন তাঁরা বাংলার মধ্যেই থাকবেন এবং এই ভরসায় তাঁরা সেখানে থেকে যাবেন। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে টাকা অনেক খরচ হয় নি, মাননীয় সুধীর রায়চৌধুরী বলেছেন কলোনাইজেশন এবং ডাইরেক্ট বিল্ডিং বাবদ টাকা থেকে গিয়েছে। কিন্তু কেন এই টাকা খরচ করা হয় নি? কলোনাইজেশন 'কম্পেনসেশন ডেভেলপিং আরব্যান-রুর্যাল কলোনীতে ৩০ লক্ষ টাকা, এবং রুর্যাল কলোনীতে ৭০ লক্ষ ছিল। কলোনাইজেশনএর ৩০ লক্ষ টাকা সব খরচ হবে। ৭০ লক্ষ যেটা রয়েছে সেটা টাউনশিপ এবং ছোট ছোট স্কীম ডেভেলপ করার জন্যে। আমরা ভারত সরকারকে জুলাই আগস্ট মাসে স্কীম পাঠিয়েছিলাম, সেটা এখনও স্যাংকশন হয়ে আসে নি সেই কারণে ৩০ লক্ষ টাকা পরে খরচ হবে। তিনি আরো বলেছিলেন ডাইরেক্ট বিল্ডিংএ এক কোটি সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাকা রয়েছে। এটি ধরা হয়েছিল ১৯৫৫-৫৬ সালে যখন বাজেট হয় তখন ভারত সরকার ঠিক করেছিলেন আলিপুরে এয়ারফিল্ড তাঁরা নিজেরা কনস্ট্রাকশন করবেন। সেজন্যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা ঠিক করে উঠতে পারেন নি কিভাবে কাজ হবে, সেজন্যে ডেভেলপমেন্ট হয় নি—সেই টাকাটা অর্থাৎ প্রায় ৮৩ লক্ষ টাকা রয়েছে। যেটা স্টেট গভর্নমেন্টএর খরচা করার কথা ছিল সেটা খরচা হয়েছে। এ ছাড়া এই হাউস বিল্ডিং লোনএর জন্যে বাস্তুহারাদের যেটা দেওয়া হয় আশা করছি এটা সম্পূর্ণ খরচা হবে। এর পরে মাননীয় সদস্য শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এর আগের দিন এবং গতকালও অনেক কথা বলেছেন, তিনি এই হাউসএ বরাবরই ওইরকম অনেক কথা বলে থাকেন। হরিপদ-বাবুর বক্তৃতার সময় বহু নথিপত্র, কাগজপত্র তাঁর হাতে থাকে এবং সেগুলি খুলেও থাকেন, কিন্তু প্রায়ই দেখি তিনি ফ্যাক্টএর আগের লাইন বললেন না, পরের লাইন বললেন না, মাঝের একটা লাইন বললেন। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা। তিনি যেসমস্ত কথা বলেছেন বা ইংগিত করেছেন এবং যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে আমার কেন আপনাদেরও সকলের শুনলে লজ্জা করবে। তিনি অনেক কথা বলেছেন, অনেক করাপশনএর কথা বলেছেন, কিন্তু যে কেস কটা তিনি এখানে রেখেছেন তারই কেস নম্বর দেখে দেখে আমরা প্রত্যেকটি খোঁজ করেছিলাম এবং আমরা দেখেছি যে সম্পূর্ণ ভুল খবরের উপর ভিত্তি করে এই বিষয়গুলি তিনি হাউসএর সামনে রেখেছেন, যার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তিনি বিশেষভাবে গতবারে এবং এবারও একজন ইনভেষ্টিগেশন অফিসার শ্রীঅধীর দে সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন যে তিনি একজন অনেষ্ট অফিসার, তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে ইত্যাদি। হরিপদবাবু এদিকে করাপসন বন্ধ করবার কথা বলেছেন কিন্তু করাপসন বন্ধ করতে বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা যে স্টেপ নিয়েছি তার বিরোধিতা করছেন। যেসমস্ত কেসগুলি ডিপার্টমেন্ট স্যাংকশন করে নি সেগুলিকে তিনি স্যাংকশন করার জন্যে বলছেন। ও'র মতলব যে কি বুঝি না। সেদিন তিনি যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত একটা চিঠির কথা উল্লেখ করছেন—দুঃখিনী মায়ের কথা—১৩ই ডিসেম্বর যুগান্তর দেখে উল্লেখ করলেন, কিন্তু তার প্রতিবাদ দিয়ে ১০ই জানুয়ারী যুগান্তরে যে চিঠি বেরিয়েছে সেটা আর উল্লেখ করলেন না। যাই হোক যে অফিসারএর কথা উনি বলেছেন করাপশন তার ভেতর আছে বলেই তাঁকে আমরা সাসপেন্ড করেছি, নিশ্চয়ই যে লোক করাপসনএর আশ্রয় নেবে তাঁর বিরুদ্ধে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব। তিনি ২১ বার ফলস টি, এ, বিল করেছেন। যে অধীরবাবুর কথা বলেছেন তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তিনি যারা লোন নিতে আসে তাদের কাছ থেকে ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্য চিঠি ছেপে নেন, শুধু তাই নয়। আমার অনেক বন্ধু যারা ইউ, সি, আর, সিএর সঙ্গে জড়িত তাদের অফিস থেকে আমাদের লিখেছে যে অধীর দের সম্বন্ধে যেন এনকোয়ারী করা হয়। আমরা তাই এর সম্বন্ধে এনকোয়ারী করে এঁকে সাসপেন্ড করেছি। দুঃখের সঙ্গে বলব যাঁরা এখানে অপোজিশনএর মেম্বার এবং যেসমস্ত সদস্য ইউ, সি, আর, সিএর সঙ্গে জড়িত তারাও এমনভাবে হরিপদবাবুকে সাপোর্ট করে গেলেন যে তা শুনে অবাক হতে হয়। এ ছাড়া তিনি কম্পট্রোলারএর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছেন, তার

সম্বন্ধে করাপশনএর অভিযোগ করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। আমার এখানে বক্তব্য এই যে, যে অফিসারের তার নিজের স্বপক্ষে এখানে কিছু বলার সুযোগ নেই তার বিরুদ্ধে এই হাউসএর দেওয়ালের প্রটেকশন নিয়ে ঐ জাতীয় উক্তি করা অত্যন্ত নিন্দার্হ। যদি তাঁর সাহস থাকে, অফিসারের পারসোনাল ক্যারেক্টার সম্বন্ধে কিছু বলার থাকে তাহলে বাইরে গিয়ে বলুন, সেখানে আদালত বিচার করতে পারবে কে দোষী। এই দেওয়ালের প্রটেকশন নিয়ে এসব কথা বলায় কোন সংসাহসের পরিচয় মেলে না।

[11-40—11-50 a.m.]

মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় অনেক ফাইলে অর্ডার দিয়েছেন আমি জানি। কোন ফাইল সম্বন্ধে তিনি প্রপার ইনভেস্টিগেশন করার পর যা অর্ডার দেবার তা দেন। মন্ত্রীরা জনসাধারণের প্রতিনিধি। সুতরাং প্রত্যেকটি লোকই তাঁর কাছে লিখতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয়ার দায়িত্ব সে বিষয়ে এনকোয়ারী করা, যদি দেরী হয় তাহলে সেটা এক্সপিডাইট করা। এই যদি তিনি করেই থাকেন, তাহলে তিনি ন্যায্য কাজ করেছেন। এমন কোন কাজ করেন নি যা উইদাউট এনকোয়ারী হয়েছে। সুতরাং এটা বলা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

হরিপদবাবু আরও অনেক বিষয় বলেছেন, তাতে আমি যেতে চাই না। বরাবরই তিনি এই-সমস্ত কথা বলেন অসত্যের উপর ভিত্তি করে। আমি আর অধিক সময় নেব না। আমি শুধু এইটুকুই আপনাদের কাছে বিনীতভাবে নিবেদন করব—অনেকে সমস্যার সমাধান সম্পর্কে অনেক কিছু করেছেন, আলোচনা করে সেই সমস্ত সমস্যাগুলির বিরাটত্ব দেখিয়েছেন। আপনাদের সহযোগিতায় এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় কাজ করা হবে—এইটাই আশা করবো।

Sj. Bankim Mukherji:

হরিপদবাবু চ্যালেঞ্জ করে হাউস কমিটির সামনে আসতে বলেছেন এবং তারজন্য হাউস কমিটি নিযুক্ত করতে বলেছেন।

Sj. Bijesh Chandra Sen:

আমিও চ্যালেঞ্জ করে বলছি হাউস কমিটি নিযুক্ত হোক।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, before I take the details of the Budget as presented by me with the criticisms as levelled, I would like to refer to some of the general points which have been raised by Shri Bankim Mukherji. The first question he has asked is, why is there no statement included in the Budget as to what fresh taxation would be necessary in the course of the next year? I would remind him that this is the first year of the Second Five-Year Plan, and we are working under a scheme which has been agreed upon between the Planning Commission and the Government of West Bengal. This Budget speech refers to that arrangement whereby they have agreed to an expenditure of 138 crores for the next five years leaving aside the Damodar Valley Corporation advances—we are to arrange to raise 29 crores within the next five years and they would give us about 108 crores. This is the arrangement under which we are working, and so far as our calculations go we feel that with the extra coverage which has been given in the sales tax scheme—although the rate has not been altered—and with the different steps taken to prevent leakage we might be able to get this 30 crores within the next five year with loans taken from the market. Sir, it is also important to remember that since this arrangement has been made, the Planning Commission has informed us that the total demand for expenditure by the Ministries of the Centre would require a larger provision than 4,800 crores, and they feel that, due to a certain amount of uncertainty with regard to the resources provided in the Five-Year Plan as also the increased demand from the different Ministries in the Centre, another 500 crores or 450 crores will have to be raised in the next five years, of which 250 crores will have to be raised by

the States and 250 crores will have to be raised by the Centre. But no definite arrangement has yet been made or any calculation has been referred to by the Planning Commission, and therefore it is too early yet to refer to any additional sources of income, although I have made a reference to the possibility of increasing our resources provided we are asked to do so by the Centre.

[11-50—12 noon.]

Sir, the next point that has been raised by Shri Bankim Mukherji is that because we are at the end of our resources and are in difficulty in finding resources, therefore the merger has been proposed. I want to remind him—probably he was not here or if he was here his memory failed him—that the question of finding resources for the next Five-Year Plan is a direct arrangement between the West Bengal Government and the Planning Commission. They have agreed to give us a certain sum, as I said just now, about 108 crores, and we find 30 crores. This is our arrangement. It has nothing to do with the merger or with the resources of Bihar at all. Our resources remain ours; our programme remains ours; implementation of the programme remains ours. Therefore, such catch-trap argument will not avail. If they must oppose the merger it must be on some more solid foundation.

Sir, he has said there is a sign of inflation. It is true that so far as the agricultural commodities are concerned, particularly food commodity, the prices have shown a little increase, but the prices of consumer goods have not increased. Therefore the Government of India as well as the State Government are watching very carefully the tendency for any inflation which might arise and we shall take steps accordingly.

The third question that he has raised is the question of nationalisation. I have not said, never said, that there should be no nationalisation. All I say is that the nationalisation should be determined or predetermined by certain conditions. For instance, we are going to nationalise the bus transport of Calcutta. You may say, "Nationalise the whole of bus transport in Bengal". We have to be cautious; our resources may be meagre; our supervision may not be sufficient; our method of maintaining a large fleet of buses might be difficult as the States of United Provinces and Bombay found to their cost.

The fourth question is that he has said that in the First Five-Year Plan, in so far as the constituencies are concerned, one-third of the constituencies of the opposition group has been covered. I am glad of this admission. I did not calculate; probably he has calculated; but he must remember that we have another 177 members on this side of the House and they have got only 60. The proportion is 1 : 3.

Now, let us take the budget itself. This is the first time within the last six years that I have had the privilege of presenting the budget before the House that I can say with some confidence that the total budget of the year would end without any deficit and I will refer to page 28 of the speech that I gave in which I mentioned the position and had said that 108 crores is the amount that the Central Government would give us in the next five years. Therefore we had thought that at least 1/6th of that, if not 1/5th, 1/6th of that would be available to us and we have claimed that, that is to say, 18 crores. They have given us an amount which is included in the budget of 7 crores and 29 lakhs. Therefore, we are to get from them 10 crores 70 lakhs, or something of that sort. That will more than cover the deficit both on revenue and capital account that you see in the budget statement made in print.

Then there is a question that has been raised over and over again around this table that this Province is getting *deulia*. People who talk like that perhaps do so because of their ignorance or want of information. It is true that the total amount of loan that has been received from the Government of India to date is 162 crores, that is, up to 31st March, 1957. Now, Sir, ordinarily we are not allowed to take any loans unless the Government of India and the Reserve Bank are satisfied as to our ability to service the loan. Let us take some of the loans because my friends probably are getting nervous about nothing. The most important item in this loan of Rs. 162 crores is the item—Loan to Damodar Valley Project Rs. 61 crores 59 lakhs. Sir, before we came in March, 1947, an arrangement was arrived at—an arrangement which I may say in passing I objected to most strongly—between the Government of Bengal in those days, the unpartitioned Bengal, the Government of Bihar and the Central Government that they would find the money for servicing the Damodar Valley Corporation. The argument was that the new Corporation would not be able to borrow money from the market and, therefore, the three Governments agreed to find the money. Not only that. If you read the Damodar Valley Corporation Act, you will find that provision is made therein that the Damodar Valley Corporation would demand from the Bengal Government, let us say, X amount. If the Bengal Government refuses to pay, they can borrow the amount on the security of the West Bengal Government, a very iniquitous measure, I say, but the measure is there. The arrangement further is that of the total expenditure made on any particular item, it has to be divided up into three parts. For instance, if we are irrigating a dam, we are irrigating a dam and there is a certain amount of water impounded behind the dam. That water is used partly for irrigation, partly to generate electricity and that dam also acts as a deterrent against floods. Now, the Damodar Valley Corporation has the right, according to the Act, to divide up this total expenditure of the dam into three parts—one for irrigation, one for generation of power and one for flood control. With regard to flood control, it was decided that since the flood control portion only affects Bengal, therefore Bengal and Central Government will contribute to the capital cost up to Rs. 14 crores. If there be more than that on the flood control item, Bengal Government has to pay for the capital expenditure. The whole of the recurring expenditure for flood control will have to be paid by West Bengal. So far as generation of electricity is concerned, the three Governments pay equally and if there is any profit, then it is divided equally between the three Governments. So far as irrigation is concerned, the Bengal Government and the Bihar Government have to pay according to the area which is being irrigated either in Bengal or in Bihar. This is the scheme. The position is, therefore, that this 61 crores has been paid to the Damodar Valley Corporation through us. The Government of India finds the money. It goes through us to the Damodar Valley Corporation. The asset is there. The money that has been given to them is now converted into dams and bridges and roads and so on and so forth.

[12—12-10 p.m.]

They have converted that into assets and those assets are responsible for the debt of Rs. 61 crores. Sir, ordinarily what happens is that if there is an organisation say like the Railways they borrow, they do not want to pay the money back to those from whom they borrow. My friend Shri Sudhir Chandra Ray Chaudhuri should know that the Corporation also borrow money, and after a certain period if they have to pay back the money, they will take a loan again from the market and pay back to the original creditor and start afresh. Here also I take it

that the position is this: the whole question is that although it is borne on our books, the assets lie there although at the present moment they are paying the interests to us which we send over to the Government of India. My friend Shri Sudhir Chandra Ray Chaudhuri has said about Rs. 5 crores being the total amount of interest payable. The real fact is that the "five crores" are shown there on the expenditure side. On the receipt side the amount that we receive from the Damodar Valley is Rs. 2,38 lakhs. The remainder is really the net amount that we have to provide for "other loans". Now, let us take the question of Mayurakshi. The Government of India both for the Damodar Valley and Mayurakshi projects have suggested that "as soon as possible you try and impose a capital levy for lands which are benefited by irrigation from these two projects; as also for the maintenance of the projects you have got to levy a certain amount of rent".

With regard to rent, you have heard the other day from my Irrigation Minister that he has levied some amount of rent, but so far as capital levy is concerned, we are not yet quite sure whether the time is suitable for levying any capital levy. But assuming that there are one million acres of land to be benefited by the irrigation from Damodar Valley, and as the Government of India suggested "you put in Rs. 250 per acre as the capital levy," it means about Rs. 25 crores. This is the way in which this loan may be liquidated. We have not yet decided as to the final terms, but what they say is that the land which has not been irrigated will be valued at X. The land which has been irrigated should have a higher value and, therefore, capital levy may be imposed. Similar is the case with the Mayurakshi project for which we have spent Rs. 13,26 lakhs.

Then the big item comes in—loans for dispersal—expenditure on relief and rehabilitation. Sir, as you all know this Rs. 40 crores is loan given to the refugees on various terms. Ordinarily the Government of India lays down the conditions under which the loan is to be repaid. It is possible that in some cases there may be a non-realisation of the loan. The arrangement is that in that case the Government of India and Government of West Bengal might have to consider as to what steps to be taken for realisation of these loans.

Let us take the other items one by one which are loans for Community Development projects, loans for jute seed multiplication scheme. Sir, this loan is shown as Rs. 6 lakhs. Already we have recovered Rs. 3,98,000. Similarly, loan for Community Development Project is shown as Rs. 2,75 lakhs. We have recovered Rs. 7 to 8 lakhs one year, Rs. 8 lakhs next year. Gradually in the next thirty years we will recover. Similarly loan for National Extension Service and loan for permanent improvement of the Sunderbans area—the Government of Bengal have decided that this should be a part of the scheme of taking over the land of the individuals under the Estates Acquisition Act, and therefore, it has to be fitted in with the income and expenditure under that scheme. The loan for industrial housing scheme—this loan is Rs. 16 lakhs of which Rs. 10 lakhs have already been recovered.

Then again there is National Plan loan. Sir, about this there seems to be some confusion. My friend Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri was rather upset that the figure which was given on page 26 was confusing about this loan. The arrangement with the Government of India is that for this small saving scheme in each State a target will be placed. If we—by "we" I mean the people of the State—get the total collection above a certain figure which is the target figure then we get an excess. We get, for instance, from April, 1954 to January, 1955—ten months—the total

receipt of Rs. 8 crores. The receipt for two months is put down as Rs. 1,60,00,000, i.e., Rs. 9 crores and 60 lakhs. Now the target for West Bengal is Rs. 8,75,00,000. Therefore the excess over the target is Rs. 85 lakhs, and again it is also put down that 80 per cent. of the target, i.e., Rs. 7 crores and the difference between 8.8 which is the target and 80 per cent. of the target, i.e., 7 is 1.8, fifty per cent. of which is .9 crores. Therefore we feel that we shall be able to have Rs. 1,75,00,000 each year on the basis of this calculation. If you multiply that by 5 it becomes 8.8. Unfortunately, on that page the figure "8.8" occurs in two places—one with regard to the target and the other with regard to the amount to be realised there on account of this. This is an amount also which is shown amongst the items that I have just mentioned, namely, Rs. 162 crores. This is a loan which like the market loan has to be paid by us. There is no question of realisation except that when this loan is utilised for any particular purpose, e.g., loan for building houses for middle-class people or buildings for schools and so on we may get a certain amount of realisation from that point.

Now take the loan for removal of *hatals* which amounts to Rs. 1,51,00,000. We have decided that the rent we will charge will be such that the men can pay and yet we will be able to service this loan in the course of the next thirty years.

[12-10—12-20 p.m.]

Then as to medium and long-term loans these are about 17 lakhs. We are recovering about 2 lakhs every year. That is usual because the long-term loan is to be paid back. The loans for flood and drought relief are 4 crores 89 lakhs I am afraid we will have to meet it from our ordinary budget because we cannot recover them either from those affected by the drought or affected by the flood. The loan for expansion of power in urban and rural areas is 1 crore 90 lakhs. In the process of nationalisation, if you want to call it so, we have developed this rural electricity project and we are going to put in 1 crore 90 lakhs in 1955-56 because we feel that it is necessary for improvement of the cottage and small industries that electricity should be availed of. We have seen in different villages I find in about hundred places—they have already taken electricity. As you know, Sir, we have already given an order for the location of a thermal plant in Durgapur. We felt that the Coke Oven Plant will give us power and grids for the purpose of generating electricity at cheaper cost which electricity we can take over to the different village areas for that purpose. It is one of the projects in which there is a certain amount of return available. Then the loan for small-scale engineering industries is 11 lakhs The loan for low income group and housing is 1 crore 45 lakhs. The rent should have to be so adjusted that it will serve the interest of the people as well as of the Government. Therefore, you will find that so far as the loans from the Government of India are concerned—162 crores—are well backed by assets of some type or other and as you know, Sir, fixed assets generally appreciate in value provided they are maintained in a proper manner. Therefore, personally I feel no difficulty whatsoever in making a statement that all these are fully covered by assets.

With regard to the market loan of 69 crores I may tell my friends that both the interest and the sinking fund for these loans are being provided for. Therefore, there is no question of our not being able to pay. There are certain interests on small-scale loans amounting to 2 crores 48 lakhs. I have already mentioned the mistake which my friend has come to in discussing the question of interest.

The next point that I want to refer is the index of industrial production. I have given certain figures in my speech. Those figures are not mine. They are taken from a book "Monthly Statistics of the Production of Selected Industries of India for October, 1955." There might be some mistakes in the data and figures there. This is the book from which we have collected the figures. Take the general view of industrial production. Generally speaking, as a whole industrial production, taking the production of 1946 as 100, has gone up during the last few years. It was 105 in 1950, 117 in 1951, 128.9 in 1952, 135.3 in 1953, 146.6 in 1954 and 158 in 1955. Sir, these are facts. You may try to explain it away in any way but the facts are that the production has increased—whether it is in the field of sugar, coal, steel, cement, jute goods or textiles. I can give you figures which make it clear that our industrial production has increased. I am talking of India as a whole.

Sir, then comes the total national income. It was 8,200 crores in 1950-51 and 9,635 crores in 1955-56. That again shows an upward trend of the national income—about 17 per cent. The per capita income, which was in 1950-51 228, is 251 in 1955-56. Therefore we cannot contradict facts. We have got to admit that this is so. It may be what we have gained is not enough but that is a different matter. So far as the figure goes, it shows an upward trend.

The index of wholesale price is lower in 1955-56 than it was in 1954, but the price of consumer manufactured goods is steady. The prices of agricultural commodities have gone down.

Now, Sir, I shall place certain other facts before the House because I feel that the House should know exactly what is happening. Take the average earning of a factory worker in West Bengal drawing less than Rs. 200 per month. In 1939 his average yearly earning was 248.7, in 1948 it was 723.9, in 1949 839.0, in 1950 877, in 1951 942, in 1953 973, in 1954 1057 1.

Now compare the index of his annual earning with the cost of living. The annual earning was 100 in 1939 and 425 in 1954 whereas the cost of living which again was 100 in 1939 became 327 in 1954. Therefore the earning exceeded the increase in the cost of living. (Dr. RANEN SEN: Question.) My friend may question but it is true. Statistics sometimes mislead the unwary positively. Sir, kindly see the facts and figures as they are in the books. On the other hand the middle class and the upper class, particularly the civil service people, their income which was proportionate to 100 in 1939 has gone down; 83.6 for the I.C.A. cadre, for the Secretaries 75.9 and for the Commissioners of Divisions it is 72.3 These are the facts which are open for anybody to inspect.

[12-20—12-30 p.m.]

Now the question comes in about unemployment. It is true that of unemployment so far as factory workers are concerned the number has gone down. So far as employment under the Government of West Bengal is concerned it has gone up from 126,000 in 1951 to 148,000 in 1955. That does not satisfy me because I feel that further effort should be made. Therefore, what we have been trying to do is to train men in smaller and cottage industries. There are a large number of such institutes—about 39 in number. I think I should mention a few because it is important that people should know. We have the following training schemes—promotion of *gur* industry; promotion of hand-paper industry; promotion of *khadi* industry; reorganisation of the existing weaving schools; scheme for mat industry; scheme for bee-keeping; jute silk wastes spining; then we have

toy-making and artistic pottery; horn industry; *jamdani sari* industry; training centres for cane and bamboo at Jalpaiguri; wood industry in Siliguri; brass and belmetal rolling plant at Bankura; village oil crushing industry; and so on. There are a very large number of industries where thousands of our boys are being trained as well as employed. I am one of those who believe, in this State as also in the rest of India, that there should be a balance between the big industry and the small industry. Take for instance, in our Second Five-Year Plan we have put down 12 spinning mills but not weaving mills; that is to say, they will produce enough yearn to engage 25,000 handlooms, which would mean for four persons to a loom a provision for one lakh of people. There are some who believe that the mill should be a complete mill, both spinning and weaving. I am not one of those, because I feel that the profits made by the mill which is weaving should be distributed among a large number of weavers. In every one of the cases we have got before us we have tried to associate the small and cottage industry as far as possible with the big industry. But there are also to be developed in West Bengal big plants—coke oven plant, steel plant; I have mentioned about the Khatal scheme and about the Thermal Plant. I have not mentioned about the State Transport.

Then there is the question of schools. It has been suggested that we have done nothing with regard to schools, particularly primary schools, in order to achieve the objectives under the directive principles of the Constitution. I will give you certain figures. In 1950-51 there were 14,697 primary schools with 14 lakh scholars and 42,000 teachers. In 1951-52 the number of primary schools increased to 15,050; the total scholars were 14 lakhs 77 and the teachers 43,000. I go up to 1954-55—the total number of primary schools now are 22,249 and the total number of scholars are 18 lakhs 64 thousand which represent 75 per cent. of the children of school-going age in West Bengal, and the total number of teachers have gone up from 42 to 60 thousand. Similarly with regard to the secondary schools, basic schools and colleges. I need not trouble the members on that point. I have quoted figures to show that not only we are trying to increase literacy in this State but we are also trying to give more employment to our people.

I will now refer to two or three criticisms which have been made about the budget by different speakers. Sj Jyoti Basu has said that the Police expenditure is the highest. I join issue with him. He has added the three crores which are shown under the "Extraordinary Charges" for giving food concession to the Police, on to the Police Budget and showed that the Police Budget was the highest. You will find all items under different heads have been given in this book "The West Bengal State Rupee from where it comes and where it goes". I have the book before me and I find that the highest expenditure is on Education 20.3, on Police it is 16.6. These three crores are mere readjustments—not of this year but of past years—between the different Departments which had given food, etc.

He has raised another question that our income has gone down; receipts have gone down from 1955-56 from 7 crores 29 to 5 crores 92. Probably he does not know that actually in respect of the different items wherefrom we get receipts—Transport, etc.—the revised estimate for 1955-56 is 12.87 and the budget estimate for the next year is 23.18. The figure has come down because there are certain items of payment by the Central Government on certain heads—in Education, for instance, they have given us 25 lakhs less; in Public Health they have given us 22 lakhs less; in Agriculture they have given us 43 lakhs less. All these added together have brought down this figure.

Next my friend Sj. Jyoti Basu said about the Community Project and he quoted from the Annual Evaluation Report. I took some trouble and found out the Report. He has not told us that the particular sentence which he quoted has reference to a diagnostic study in the Morsi Block of the Amraoti Morsi Community Development Project. If you read the whole of it instead of listening to the one sentence which Sj. Jyoti Basu quoted, it says this: "These programmes, however, expect some sacrifice on the part of the people in the shape of money, labour and materials, and consequently they are of a different or initially burdensome nature as distinguished from those programmes in which certain facilities are extended. It is interesting to observe in this connection that while much of the voluntary labour and materials appear to have been contributed willingly"—this portion was not quoted by him—"there is a sizable proportion of men who feel that the contribution is of a compulsory type". Then it says that this particular note cannot be taken. It says "all the same it may be interesting to confine such a diagnostic study to some specific evalution block without any claim of generality".

[12-30—12-40 p.m.]

So far as West Bengal is concerned, we take particular care that we do not ask for any contribution from the people for the Community Development Project or for the National Extension Block; but we do ask them to pay, if they can, a certain amount of money for a particular project, for instance, for water-supply, etc. Sir, the contribution can be made by the local people if they want to. If the Government find that they are not able to pay 25 per cent. which is the highest, then they are charged even less, 12 per cent. or something like that.

Sir there is another point in this connection which I want to make clear, and it is this, that on local development works in this State we have spent 99 lakhs against which there has been a corresponding matching contribution from the local people. The usual rule is that the people of the village or of some villages come to the Magistrate and say that they want certain facilities to be given to a particular area. Our proposal is that if they raise a certain amount either in the form of cash or labour or land or in any other manner they can contribute, an equal amount will be contributed by the Government of India or by the Government of West Bengal.

Sir, the next question that has been raised is with regard to road development. Sir, I may say that the target for 1951-56 for road development was 295 miles national highways; we have already constructed 209. For the State highways the target was 453 miles; we have constructed 453 miles. The target for district roads was 1,545 miles; we have constructed 1,502 miles. For village roads—of course these village roads are not the village roads under the Community Development Project or the National Extension Block—the target was 194 miles; we have done 181 miles.

As regards irrigation, I am told by Shri Jyoti Basu that irrigation is not over 25 per cent. of the lands. It is true that up to the end of the First Plan the total amount of land irrigated will be 30.1 per cent.; but with the conclusion of the Second Five-Year Plan we shall be able to raise the amount of land irrigated to 56 per cent.

Sir, these are some of the things that I thought it would be better for me to place before the House because there has been so much misconception on the amount of work that has been done and the amount of work that we propose to do.

Sir, I am asked why is there no planning. My friend, Shri Bankim Mukherji gave me a lecture as to how the planning should be done. Of course his is a master mind and lectures are always suitable and welcome whenever that is possible. But if you look at the Second Five-Year Plan you will find that the outlay in India and West Bengal has been given from which you will see that for social services 35 per cent. of the total expenditure will remain in the Second Five-Year Plan. There is another question, I think it was raised by Shri Haripada Chatterjee, that the per capita State taxation is high. Sir, I find that the *per capita* State taxation according to the budget of 1955-56 was 9.9 for Bengal, 11.2 for Bombay, 6.6 for Madras and 6.8 for Uttar Pradesh and yet for social services which mean health, education, agriculture and fisheries, we spend per capita Rs. 6-2-11, Bombay spends Rs. 5-15-7, Madras spends Rs. 4-3-5 and Uttar Pradesh spends Rs. 2-6-2. Therefore, I cannot think that the total expenditure for social services has been anything of which he need be ashamed.

Sir, there is one point also which has been raised that the sales tax has gone down. I have seen the figures and you will find that the sales tax has gone up from Rs. 3 crores in 1948 to Rs. 6 crores and odd in the year 1955-56. Sir, the point which probably my friend did not see is that the sales tax is collected under the 1941 Act and the 1954 Act only increased the coverage of 1941 and also made certain taxes recoverable from the sources as far as possible. That is why we have shown it in two places in order to be satisfied how the new coverage is working.

I think, Sir, I have answered as many questions as I could within the short period of time. I only say that we have tried in the last 5 years to do our best for our Province and we propose, God willing, to continue to do our best for the Province whose charge is left with us and I hope and trust that in this particular venture I shall get not only the support of members of the Congress side but support of all members from all sides.

Mr. Speaker: The discussion of the Budget is now over. The House stands adjourned till 3 p.m. today.

(The House was then adjourned at 12-37 p.m. till 3 p.m. the same day.)

[3—3-10 p.m.]

[Afternoon sitting]

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956

New Clause 17A

Mr. Speaker: I take it that clause 17 is passed.

Sj. Ganesh Ghosh: What about the questions? What did you say about the questions?

Mr. Speaker: Today and tomorrow there will be no questions. Questions are held over till Monday.

I take it that clause 17 is passed.

Sj. Biren Banerjee: There was something left of clause 17.

Mr. Speaker: Discussion was finished. Only voting was left.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: I have spoken on clause 17 and clause 17A together, but the Minister did not reply to 17A.

Mr. Speaker: You gave me a list of amendments on which you wanted voting on clause 17.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: I have already spoken on clause 17A, but the Minister did not reply. From the proceedings of the Hartal Day we find that he wanted to reply but it was said that that was not necessary. We want him to reply.

Mr. Speaker: Sj. Raipada Das, you wanted to speak on 17A.

Sj. Raipada Das: Yes.

My amendment refers to the proviso to clause 17 which says a tenant shall not be entitled to any relief under this sub-section if he has made default in payment of rent for four months within a period of twelve months. There is a provision in the current Act of 1950 according to which if any proceeding in respect of a decree granted or an executive order was pending, the tenant could apply to the court for permission to deposit all arrears of rent with interest at the rate of 9 per cent. together with the amount of such costs as was fairly allowable to the plaintiff landlord. If there were no arrears of rent, the tenant was to pay such cost of the suit, with an interest at 9 per cent. from the date of the institution of the suit, as was determined by the court. If the dues were cleared off by the tenant within the time granted by the court, all proceedings against him would be quashed and he was to continue as tenant. The Bill before us contemplates no such relief to the tenant. Hence this amendment which seeks inclusion of a similar provision.

Sj. Ganesh Ghosh:

আমি শ্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরীর সংশোধনী প্রস্তাবের উপর বলছি—

Mr. Speaker: That is out of order.

Sj. Ganesh Ghosh: Out of order

বোধ হয় হয় নি।

Mr. Speaker: He spoke on it. I allowed him to speak on the main clause.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

না, না, এটা আউট অফ অর্ডার হয় নি।

It relates to clause 17 though it has been marked as 17A by the Secretariat here. So, when you asked me to speak on all the amendments, I spoke on this also. This was never out of order- this was in order.

Mr. Speaker: Your amendment says "and or appeal"—that is not in order. If you delete "or" and make it "and appeal", it will be all right.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Alright, I delete "or". This is a clause intended to be inserted for relief against forfeiture. There are thousands of cases still pending before the Rent Controller where decrees have been passed on the technical grounds of default, but possessions have not yet been taken. I also include those cases where decrees have been passed and also all the future cases where decree may be passed on the ground of default. I have already pointed out that this is really a principle of common law that relief is given to a tenant against forfeiture if even at the last moment he comes with the rent, the costs of the suit and the interest on the arrears of rent. My main point is, which I want to urge upon the Minister-in-charge, that similar provisions are there in the Thika Tenancy

[3-10—3-20 p.m.]

Act. Section 6 of the Thika Tenancy Act says: "Every order made under section 5 allowing an application for ejectment of a thika tenant on the ground that he has failed to pay an arrear of rent due to the landlord in respect of his holding and directing the thika tenant to vacate the holding (i.e., ejectment decree) and put the landlord in possession thereof shall specify the amount of arrear and interest, if any, due thereon and no such order shall be executed if the amount of arrear (i.e., the decretal amount) and cost of proceeding arising out of such application and such damages as the Controller may allow are deposited with the Controller within 30 days of the date of the order." Then why this discrimination? This is my point. If you are allowing relief against forfeiture to the thika tenant, why should you not allow the same relief to the tenants of houses? It appears to us to be discriminatory, and in our view this provision has not been included only to benefit the landlords and to victimise the tenants. We want a specific and categorical answer from the Minister that while we find similar provisions in another Act of this State why such provision has been excluded from the present Bill.

Sj. Ganesh Ghosh:

শ্রদ্ধেয় সুধীর রায়চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব এই ধারা সম্পর্কে দিয়েছেন তার সমর্থনে আমি ২-১টি কথা বলতে চাই। যে খসড়া বিল এসেছে সেই খসড়া বিলে ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করার অত্যন্ত সহজ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কি ১৯৫০ সালের অর্থাৎ বর্তমান আইন যেটা চালু আছে, এর মধ্যেও যেসব সুবিধা ভাড়াটিয়াদের আছে সেগুলিও এই খসড়া বিলে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। শ্রীযুক্ত সুধীর রায়চৌধুরী এই বিশেষ ধারায় যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে এই কথাই বলা হয়েছে যদি ইজেকশন অর্ডার হয়েও যায় তা সত্ত্বেও পজেসন দেবার আগে—অর্থাৎ কোন ভাড়াটিয়া ভাড়া দেয় নি এই টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডএ যদি তার বিরুদ্ধে ইজেকসান ডিক্রী হয়ে যায়—তা সত্ত্বেও যদি সে ইজেকসানএর আগে বকেয়া টাকা, সুদ ও মামলার খরচ জমা দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে এই ইজেকসন ডিক্রী খারিজ হয়ে যাবে। এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। বাংলাদেশে নতুন করে এই আইন এনে এই ধারায় ভাড়াটিয়াদের অসুবিধারই সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই অসুবিধাজনক ধারাগুলি সমর্থন করতে গিয়ে মন্ত্রীমহাশয় বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশের এই ধারাগুলি সম্পর্কে উদাহরণ দেখিয়েছেন যে দিল্লীতে এইরকম আছে, অমুক জায়গায় এই রকম আছে, সুতরাং এখানেও এইরকম ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ঠিক তেমনি করে এই ধারার সংশোধনীর সমর্থনে আমিও বলতে চাই যে, ইউ, পিতে অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশে যে আইন আছে, সেই আইনেও সেখানকার কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ভাড়াটিয়ার পক্ষে এই সুবিধাটুকু দিয়েছেন যে ইজেকসান ডিক্রী পাস হয়ে গেলে যখন আর ভাড়াটিয়ার পক্ষে কিছু বলার থাকে না তখনও যে মুহূর্তে কোর্ট থেকে বেইলিফ গেল ডিক্রী এক্সিকিউট করতে সেই মুহূর্তেও ভাড়াটিয়া যদি তার বকেয়া টাকা সুদ সহ জমা দিয়ে দেয় তাহলে কোর্ট থেকে এই ইজেকসান ডিক্রী খারিজ করে দেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশে এই সুবিধা ভাড়াটিয়াদের দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশে এই সুবিধা ভাড়াটিয়ারা পাবে না কেন? এর জবাব মন্ত্রীমশাই দেন নি। ইউ, পিতে এই সুবিধা আছে। বম্বে প্রদেশে যে আইন আছে সে আইনেও উল্লেখ আছে—

No decree for ejectment shall be passed in any such suit if at the time of hearing of the suit the tenant pays up the rent—

অর্থাৎ ডিফলটিং ভাড়াটিয়া শুনানীর সময়েও যদি সব টাকা জমা দিয়ে দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ইজেকসান ডিক্রী হলেও তা খারিজ হয়ে যাবে। এইরকম ছোটখাট সুবিধাগুলি ভাড়াটিয়ারা নিশ্চয়ই পেতে পারে, একথা আমরা বহুবার বলেছি, কারণ সব ভাড়াটিয়াই আনস্ক্রুপুলাস নয়, সব ভাড়াটিয়াই মালিকদের টাকা ফাঁকি দিতে চায় না। অবশ্য অনেক সময় নানা কারণে অভাবের জন্য, অন্যান্য টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডসএ ঠিক সময়মত ভাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু এই খসড়া বিলে ঢালাওভাবে উচ্ছেদের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে সৎ ভাড়াটিয়াদেরই

অসুবিধা হবে। সেইজন্য শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী মহাশয় যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেটা খুবই যুক্তিসঙ্গত, এবং এর দ্বারা ভাড়াটিয়ারাও সামান্য সুবিধা পেতে পারবে। ইউ, পি, এবং বম্বেতে এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যদি মন্ত্রী মশাই এই সংশোধনী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তাহলে ঠিক হবে না।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, there is a provision both in the present Act (Act of 1950) and the present Bill to give relief to a tenant who is in default against forfeiture. The Act of 1950 provides that a landlord may institute a suit for ejectment where there is a default in payment of two months' rent. Very well. Thereupon the tenant may pay the arrears of rent and claim relief against forfeiture. A similar provision has been made in the present Bill. But in both cases a limit has been imposed with regard to the number of defaults. The 1950 Act provides that he will be entitled to relief against forfeiture if he does not make more than three defaults of two months each within a period of 18 months. Sir, you must draw a line somewhere. If the tenant does not make default in payment of three instalments of rent of two months each within 18 months he will certainly get relief against forfeiture. I have not got a copy of the Thika Tenancy Act in my hand, but I do not think there is a corresponding provision in the Thika Tenancy Act. [At this stage Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri handed over a copy of the relevant section.] We have made a similar provision in this Bill and if the tenant pays rent and does not make default in payment of more than 4 months' rent in 12 months, he will be entitled to relief. There is no provision like that in the present Thika Tenancy Act. You cannot put a premium on a habitual defaulter. The limitation has been imposed both in the 1950 Act and in the present Bill, so that habitual defaulters will not get any relief against forfeiture. The provisions of 1950 Act will apply to the cases which are still pending and which have not been disposed of. Therefore if any person thinks that he is entited to relief against forfeiture although he had made a number of defaults he is at liberty to ask for such relief. The present Act was amended in order to reopen decrees, but that has created a difficulty. There is a large volume of litigation, pending and though the right of a tenant to get relief in cases indicated above is not to be interfered with, the policy of the present Bill is not to give retrospective operation to any provision.

In these circumstances, I oppose the proposed amendments.

Sj. Ganesh Ghosh: What about the U.P. Act or the Bombay Act?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: I do not agree.

[3-20—3-30 p.m.]

The motion of Sj. Raipada Das that after clause 17, the following new clause be inserted, namely:—

'17A. Where, after the commencement of this Act, a suit or proceeding in execution is pending for the recovery of possession of the premises in which the tenant appears to have forfeited the protection by virtue of the proviso to sub-section (3) of section 14 of the West Bengal Premises Rent Control Act, 1950, the tenant shall be at liberty to apply in Court for permission to deposit all arrears of rent, with interest at the rate of 9 per cent. together with the amount of such costs as is fairly allowable to the plaintiff landlord and if there be no arrears of rent, then such cost of the suit with an interest at 9 per cent. from

the date of the institution of the suit and the tenant, having made the deposit of the amount as determined by the Court within the date specified in the order, the suit, so far as it is a suit for recovery of possession on the ground of default, shall be dismissed by Court, and the execution, so far as it relates to a decree for possession on account of default, shall not proceed and shall be deemed to have become inexecutable.",

was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhury that after clause 17, the following new clause be added, namely:—

"17A. Where any decree or order for the recovery of possession of any premises has been made on the ground of default but the possession of such premises has not been recovered from the tenant, if within 30 days from the date this Act comes into operation, and in other cases within 30 days from the date of such order or decree the tenant pays or tenders to the landlord the rent in arrears or deposits the same in court together with interest thereon at the rate of 6 per cent. per annum and the full costs of the suit and appeal as the case may be, the court may, in lieu of making the order for delivery of possession, pass an order relieving the tenant against the ejectment and thereupon the tenant shall hold the property let out to him as if the ejectment had not occurred.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—48

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Jogendra Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—118

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra

Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Karan, Sj. Koustav Kanti
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shamsul Huq, Janab
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 48 and the Noes 118, the motion was lost.

Clause 18

Sj. Biren Banerjee: I move that in clause 18(1), line 7, for the word "six" the word "three" be substituted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: I move that in clause 18(1), line 7, for the words "six months" the words "one month" be substituted.

Sj. Ganesh Ghosh: I move that in clause 18(1), line 10, for the words "six months" the words "twelve months" be substituted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: I move that in clause 18(1), line 10, for the words "six months" the words "one year" be substituted.

r. Kanailal Bhattacharya: I move that in clause 18(1), lines 12 and the words "without the permission of the Controller obtained in the ...scribed manner" be omitted.

...j. Ambica Chakrabarty: I move that in clause 18(1), line 13, after words "Controller may" the words "either on his own motion or" be ...rted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: I move that in clause 18(1), line 14, for word "nine" the word "fifteen" be substituted.

Sj. Ganesh Ghosh: I move that in clause 18(1), line 14, for the words "...ine months" the words "within three months after the re-letting" be ...bstituted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: I move that in clause 18(1), line 17, ...e words "if not re-let" be omitted.

Sj. Ganesh Ghosh: I move that the following proviso be added to clause (1), namely.—

"Provided that the Controller while giving such permission of re-letting, shall give first preference to the tenant evicted under clause (f) of sub-section (1) of section 13.".

Sj. Subodh Banerjee: I move that in clause 18(2)(b), line 1, for the ...ords "fails or neglects" the words "refuses or fails without sufficient ...eason" be substituted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: I move that in clause 18(2)(b), ...ines 3 to 11, the words beginning with "and the tenant shall" and ending with "order accordingly" be omitted.

Sj. Subodh Banerjee: I move that in clause 18(2)(b), lines 6 to 10, for the words beginning with "of his application" and ending with "by the Controller" the words "on which the tenant was due to take possession of the premises to the date on which the order made by the Controller under sub-section (1) stands vacated" be substituted.

Sj. Subodh Banerjee: I move that after clause 18(2) the following new sub-clause be added, namely:—

"(3) Where the landlord obtains a decree for ejectment under clause (f) of sub-section (1) of section 13 and one of the principal reasons for passing such a decree is the expected public benefit of the proposed project of building or rebuilding by extending accommodation, but the actual building or rebuilding deviates materially from the said project and fails substantially to provide the expected extension of accommodation, the Controller may, on the application of the previous tenant, and after giving the landlord an opportunity of being heard, levy a fine on the landlord which may extend to rupees five hundred and may, in addition, order the landlord to pay such compensation to the previous tenant as may be fixed by the Controller.".

Sj. Biren Banerjee:

সভাপাল মহাশয়, আমার এ্যামেন্ডমেন্টটা অতি সামান্য কিন্তু আমি মনে করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলতে চাই যে ক্লজ ১৮(১), ৭ লাইনে যেখানে আছে—

'or any person for whose benefit the premises are held, as the case may be, within six months of the date of vacation of the premises by such tenant,

or the premises having been so occupied by the landlord etc......within six months of the date of such occupation to any person other than such tenant without the permission of the Controller''

সেখানে, মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আপনার ছয় মাসকে আমি তিন মাস করতে চাই। আমি বলতে চাই যে ছয় মাস সময় দেওয়া মালিকপক্ষকে এর মধ্যে কোন যুক্তি নেই অর্থাৎ তিনি যদি ওই বাড়ী মেরামত করতে চান তাহলে তিন মাসের মধ্যে করতে পারেন, যদি ওই বাড়ী অন্য লোককে ভাড়া দিতে চান বা নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে ভাড়া দিতে চান তিন মাসের মধ্যে যথেষ্ট দিতে পারেন, সেখানে অযথা ছয় মাস রাখবার প্রয়োজন নেই। পরের সাব-ক্লজএ আছে যদি সে স্টিপুলেটেড পিরিয়ড এর মধ্যে বাড়ীওয়ালা ওই পারপাসএ ব্যবহার না করেন তাহলে সেই পুরান ভাড়াটিয়া আবার সেই বাড়ী ফিরে পাবেন। কিন্তু এই ছয় মাস সেই ভাড়াটিয়া কোথায় থাকবেন? স্বভাবতঃই সে অন্য বাড়ী থেকে উঠে এসে ওই বাড়ীতে বসতে পারবে না। তাই বলি ভাড়াটিয়াকে যদি কোন রিলিফ দেবার পরিকল্পনা থাকে তাহলে তিন মাস করুন তার মধ্যে যদি কোন আত্মীয়স্বজনকে বাড়ীওয়ালা বসাতে চান বা অন্য পারপাসএ ব্যবহার করতে চান করুন। তিন মাস যথেষ্ট সময় ছয় মাস রাখবার কোন প্রয়োজন দেখিনা। আশা করি আমার প্রস্তাবটি ভালভাবে বিবেচনা করে এটা গ্রহণ করবেন।

[3-30—3-40 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই ১৮নং ধারায় আমার ৪টি এ্যামেন্ডমেন্ট আছে। ১৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ১৩(এফ) উপধারা অনুসারে যদি কোন ভাড়াটিয়াকে বাড়ীওয়ালা উচ্ছেদ করে তাহলে সেই বাড়ীওয়ালাকে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা এই ক্লজএ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার বক্তব্য যে, সময়ের এখানে এমন তারতম্য করা হয়েছে যে ভাড়াটিয়া কিছুমাত্র উপকার পেতে পারে না। প্রথম হচ্ছে, ১৩নং ধারার (এফ) উপধারায় যদি উচ্ছেদ হয়, যদি বাড়ী সারার জন্য, বিল্ডিং বা রিবিল্ডিংএর কোন কারণে উচ্ছেদ করা যায় তার পরেও ছয় মাস বাড়ীওয়ালাকে সময় দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে বাড়ী সারান আরম্ভ করতে পারে। আমার মনে হয়, এই সময় অত্যন্ত বেশী দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যাকে উচ্ছেদ করা হবে, তার পক্ষে অন্যত্র যেয়ে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। যদি এই ছয় মাসের মধ্যে বাড়ীওয়ালা বাড়ী সারে এবং অপরকে ভাড়া দেয় তাহলে আমার মতে সেটা ক্রিমিন্যাল অফেন্স হওয়া উচিত ছিল। এবং ভাড়াটিয়াকে যাতে পুনর্বসতী দেওয়া যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল।

আরেকটি প্রভিসন আছে—

without the permission of the Controller obtained in the prescribed manner.

অর্থাৎ যদি কন্ট্রোলার পারমিশন দেন, তাহলে এই ছয় মাসের মধ্যে যে ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, সেই ভাড়াটিয়াকে ছেড়ে অন্য ভাড়াটিয়াকে বসান যেতে পারে এই যে প্রভিসন এটা আমার মনে হয় অন্যায়। এ ক্ষেত্রে কন্ট্রোলার কেন পারমিসন দেবেন, বুঝি না। সেজন্য মনে করি এটা বাদ দেওয়া উচিত।

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার ৩টি এ্যামেন্ডমেন্ট আছে। এখানে ১৮নং ধারাটা আরেকবার প্রমাণ কর্চ্ছে যে, সমস্ত বিলটা বাড়ীওয়ালার স্বার্থেই আনা হয়েছে। বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করে দিচ্ছেন—কি অজুহাতে? না, বাড়ীর এ্যাডিশন, অল্টারেশনএর জন্য অথবা বাড়ীটায় নিজে থাকবেন বা বাড়ীটা যার স্বার্থে রয়েছে তিনি থাকবেন। যদি এক মাসের মধ্যে সেই বাড়ী অন্য কোন ভাড়াটিয়াকে রি-লেট করা হয়, অর্থাৎ ভাড়া দেওয়া হয় তাহলে কি হওয়া উচিত তা আমার আগে ডাঃ ভট্টাচার্যি বলে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সেই অবস্থায় বাড়ীর মালিককে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা উচিত, কারণ সেটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। মন্ত্রীমহাশয় কিন্তু খসড়া আইনে সে ব্যবস্থা করেন নি। কোন আনস্ক্রুপুলাস বাড়ীওয়ালা যদি কোন ভাড়াটিয়াকে মিথ্যা

অজুহাতে তুলে দিয়ে ছয় মাসের মধ্যেই অন্য কোন ভাড়াটিয়া বসায় তাহলে তার বিরুদ্ধে এই বিলে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? না, কন্ট্রোলারএর বিবেচনা মতন পুরাতন ভাড়াটিয়াকে একটা কোন ক্ষতিপূরণ দিলেই হয়ে যাবে। সুতরাং, এরকম একটা অন্যায্য ধারার বিরুদ্ধে একমাত্র এই কথাই বলা যায় যে, এটা এক তরফা হয়েছে এবং বাড়ীওয়ালার স্বার্থেই হয়েছে। প্রথমতঃ, আমি একথা বদলাতে চাই যে এরকম ব্যাপার বহু দেখা যায় যে, কলকাতায় বা কলকাতার আশেপাশে সহরতলীতে কোন কোন আনস্ক্রুপুলাস বাড়ীওয়ালা কোন না কোন মিথ্যা অজুহাতে পূর্বের ভাড়াটিয়াকে তুলে দিয়ে ছয় মাস বাড়ী খালি রেখে দেয় এবং ভাড়া শতকরা ৭৫ ভাগ বাড়িয়ে নতুন ভাড়াটিয়া বসায়। এই অবস্থায় বাড়ীওয়ালা যদি কয়েক মাস বাড়ী ফেলেও রাখে তাহলেও পরের তিন-চার মাসেই সে এই কটি টাকা পূরণ করে নিতে পারে। একথা মন্ত্রীমশাইও জানেন এবং সকলেই জানেন। এখানে এমন ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল যাতে এ অবস্থায় কোন বাড়ীওয়ালা এক বছরের মধ্যে নতুন ভাড়াটিয়া বসাতে না পারে। তা হলে প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে একটা যথার্থ প্রতিবন্ধক থাকত, একটা চেক থাকতো। সেজন্য আমার প্রস্তাব, এই ধারার মধ্যে ছয় মাসের জায়গায় তিন মাস করা হোক। এবং দ্বিতীয়তঃ যদি কোন বাড়ীওয়ালা এরকম ছয় মাসের মধ্যেই নতুন ভাড়াটিয়া বসায় তাহলে সেখানে একটা কঠোর সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হোক।

এখানে অত্যন্ত নির্লজ্জের মত আইনগতভাবে প্রভিশন করা হয়েছে—

"are re-let within six months of the date of such occupation, the Controller may, on the application of such tenant made within nine months of vacating the premises and after giving the landlord an opportunity of being heard, by order direct the landlord to put such tenant in possession of the premises, if not re-let."

অর্থাৎ এরকম যে রি-লেট হয় সেটা ওঁরা জানেন। তারা যদি রি-লেট না করে তাহলে কন্ট্রোলার বলবেন পুরানো টেন্যান্টকে বসাও,

"within fourteen days of the date of the order, or to pay him such compensation as may be deemed adequate by the Controller in case the premises have been re-let."

অর্থাৎ রি-লেট যে হবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, শুধু একটা কম্পেনসেশনএর ব্যবস্থা করে দিলেই হয়। এর চেয়ে নির্লজ্জ ব্যাপার আর কি হতে পারে?

আমার আরেকটি এ্যামেন্ডমেন্ট আছে, বাড়ীওয়ালা যদি এইভ [illegible] দেয় এবং ছয় মাসের মধ্যে রি-লেট করে তাহলে আগের ভাড়াটিয়া নয় মাসের মধ্যে দরখাস্ত করতে পারবেন। এখানে এই নয় মাস বদলে দিয়ে আমি প্রস্তাব করেছি উইদিন থ্রী মান্থস আফটার রি-লেটিং। এখানে যে ব্যবস্থা আছে তাতে বলা হয়েছে যে,

"the Controller may, on the application of such tenant made within 9 months of his vacating the premises"

যেদিন থেকে বাড়ীওয়ালা তুলে দিয়েছে সেদিন থেকে নয় মাসের মধ্যে দরখাস্ত করতে হবে। নয় মাস একদিন হলেও আর দরখাস্ত করা চলবে না। এইভাবে নয় মাস বেঁধে না দিয়ে আগে প্রমাণ হোক যে বাড়ীওয়ালার ম্যালাফাইড ইন্টেনশন ছিল, সৎ উদ্দেশ্য ছিল না। আমার মনে হয় এ ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত হবে যে, বাড়ীর মালিক বাড়ী রি-লেট করবার পর থেকে যেদিন বোঝা যাবে তার সদুদ্দেশ্য ছিল না, তার তিন মাসের মধ্যে যদি দরখাস্ত করা হয় তাহলেই এই ধারা প্রযুক্ত হবে। এই সংশোধনী প্রস্তাব আশা করি মন্ত্রীমশাই ভেবে দেখবেন। এতে হয়ত খানিকটা রিলিফ ভাড়াটিয়া পাবে।

The following proviso be added to clause 18(1):—Provided that the Controller, while giving such permission of re-leting, shall give first preference to the tenant evicted under clause (f) of sub-section (1) of section 13.

[3-40—3-50 p.m.]

বাড়ীওয়ালাকে কন্ট্রোলার এইরকম নোটিশ দেবেন যে—যদি বাড়ী ভাড়া দিতেই হয় ফার্স্ট প্রেফারেন্স কনস্ট্রাকশনএর পরে তিনিই পাবেন যিনি আগে ভাড়াটে ছিলেন, অর্থাৎ পুরাতন ভাড়াটিয়াকেই যেন ভাড়া দেওয়া হয়। আমার এই সংশোধনীটা খুব যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত। মন্ত্রী-মহাশয়কে এটা ভেবে দেখতে বলি। বোস মহাশয়ের যদি এর বিরুদ্ধে যুক্তি থাকে আমি কনভিন্সড হতে চেষ্টা করব এবং তাঁকে সমর্থন করবো। তা না হলে আমি বোস মহাশয়কে বলবো আমার এই সংশোধন প্রস্তাবতটা গ্রহণ করা হোক।

Sj. Ambica Chakrabarty:

স্যার, আমার ক্লজের উপর একটা সাধারণ এ্যামেন্ডমেন্ট আছে। আমার এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে—কোন ল্যান্ডলর্ড যদি নিজের প্রয়োজনে অথবা বাড়ী পুনর্বার তৈরী করবার জন্য ও রিপেয়ার করবার জন্য টেন্যান্টকে বাড়ী থেকে এভিক্ট করে এবং এই এভিকশনএর ছয় মাসের মধ্যে যদি সে বাড়ী মেরামত না করে তাহলে যে ভাড়াটে দরখাস্ত করবে নয় মাসের মধ্যে কন্ট্রোলার তাকে রি-লেট করবার জন্য অর্ডার দিতে পারবেন।

এখানে কথা আছে একটা বাড়ীতে চার-পাঁচ জন ভাড়াটে থাকে, তাদের সকলকে বাড়ী মেরামত করবার জন্য রি-বিল্ডিংএর জন্য, নতুনভাবে তৈরি করবার জন্য অথচ নিজের প্রয়োজনে সে যদি আন্ডার ক্লজ (এফ) অব সাব-সেকসন (১) অব সেকসন ১৩—এই অনুসারে এভিক্ট করে, তাহলে যে কেউ একজন সে দরখাস্ত দিলে সেই টেন্যান্ট বেনিফিট পাবে—যাতে রি-লেট করবার জন্য কন্ট্রোলার অর্ডার দিতে পারবেন। কিন্তু অপর যারা ছিল, তারা যদি দরখাস্ত না করে, অথবা দরখাস্ত করবার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে তারা এই বেনিফিট পাবে না, কন্ট্রোলার তাদের বেনিফিট দিতে পারেন না। আমার অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে যদি এইরকম কেস হয়, তাহলে টেন্যান্টদের মধ্যে যেকোন একজন কন্ট্রোলারএর কাছে দরখাস্ত করলে পর কন্ট্রোলার যেন তাদের সকলকে সেই বেনিফিট দেন। রি-লেট করবার অর্ডার দেন। কন্ট্রোলার তাঁর নিজের জন্য সেটা আইদার অন হিজ ওন মোশন নিজের ইচ্ছাক্রমে অবশিষ্ট ভাড়াটেরা বিনিফিট পেতে পারে।

এই ক্লজের যদি উদ্দেশ্য হয় টেন্যান্টদের এইরকমভাবে চীট করে ঠকিয়ে কোন বাড়ীওয়ালা ভাড়াটেকে এভিক্ট করে বাড়ী পুনরায় অন্যকে ভাড়া দেয়, নিজে কোন সয়তানী করে কন্ট্রোলারএর কাছে গেলে বেনিফিট পাবে, তাহলে একজন ভাড়াটে বেনিফিট পাবে ; অন্য যে যেতে পারলো না, সে তার বেনিফিট পেল না। টেন্যান্টকে বেনিফিট দেওয়া হবে এই যদি বিলের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো অবশিষ্ট অন্য সকলেও কন্ট্রোলারএর কাছে না গিয়ে বেনিফিট পেতে পারবে—এই ব্যবস্থাটা রাখুন। এটা অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষেপ উপায় যাতে কন্ট্রোলার নিজের ইচ্ছানুসারে অবশিষ্ট টেন্যান্টদের বেনিফিট দেন, তাহলে ভাল হয়।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমার এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে, এইমাত্র যে ক্লজ ১৩, সাব-সেকসন (১)(এফ)এ যেখানে আছে বাড়ীর মালিক যিনি ঐ বাড়ী মেরামত করবার জন্য কিংবা নিজের অকুপেশনএ দখল করবেন, তারপক্ষে যদি বাড়ীটার দরকার হয়, তিনি সেই বাড়ী সঙ্গে সঙ্গে দখল পাবেন বলে ভাড়াটে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। বাড়ীওয়ালা যদি ছয় মাসের মধ্যে বাড়ী মেরামত না করে থাকেন, তাহলে সেই ভাড়াটে দরখাস্ত করলে সে বাড়ী ফেরত পাবে। ইফ ইট ইজ নট রি-লেট—এই কথাটা আমরা বাদ দিতে বলি। তা নাহলে বাড়ীর মালিকেরা এই রি-লেট করে এই ধারা থেকে ভাড়াটেকে বঞ্চিত করবে। এই রি-লেট শব্দটা বাদ দিয়ে দিলে, সাবেক ভাড়াটে সেই বাড়ী ফেরত পাবে।

তারপর আছে ইফ দি ল্যান্ডলর্ড যদি ভাড়াটে দখল পেল, তবু জমিদার ছেড়ে দিল না। কন্ট্রোলার এই দখল দিলেন, তারপর প্রজা যদি দখল না নেয়, তাহলে তাতে আছে—

"and the tenant shall be liable to pay the landlord by way of compensation a sum equivalent to the fair rent of the premises calculated from the date of his application under sub-section (1) up to the date on which the tenant

should have been in possession and such cost of the proceedings as may be assessed by the Controller and the Controller shall make an order accordingly."

ভাড়াটের পক্ষে এইরকম একটা বিধান থাকা উচিত নয়। বাড়ীর মালিক ছেড়ে দিল না—কন্ট্রোলারের কাছে দরখাস্ত করে খরচ করে দখল নিলে, সেখানে কোন পজেশনএর অর্ডার হল না যে ভাড়াটে পাবে। এখানে কথা হল দরখাস্ত করে যদি বাড়ী দখল না নেয় তাহলে যে তারিখে অর্ডার করেছে না বলে বললেন যে তারিখে দরখাস্ত করেছে সেই দিন থেকে তার ভাড়ার দায়ী হয়ে পড়ে। এই বিধান আমি বলি অত্যন্ত কঠোর হয়েছে। সেই হেতু সেই প্রজা যদি বাড়ী ভাড়া নেয় যে তারিখ থেকে দখল নেবে, তাহলে সেই তারিখ থেকে সে ভাড়ার জন্য দায়ী হবে। যদি সে দখল না নেয়, তাহলে যে তারিখে দরখাস্ত করেছিল, সেই তারিখ থেকে ভাড়ার জন্য দায়ী হবে—এটা অত্যন্ত কঠোর বিধান। এটা বাদ দিয়ে দিন।

Sj. Subodh Banerjee:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয়কে তাঁর এই আইনের সকল ক্ষেত্রে যে ডিসক্রিপেন্সি আছে, সেদিকে নজর দিতে বলি। তিনি ১৮(১) উপধারায় কি বলছেন? সেখানে তিনি বলছেন যদি কোন বাড়ী ভাড়াটের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয় অর্থাৎ ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করা হয়, ১৩ ধারার (১) উপধারার (এফ) ক্লজ অনুসারে যদি কোন ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করা হয় বাড়ী সারান হবে এই কারণে কিংবা নতুন করে তৈরী হবে এই কারণে কিংবা বাড়ী-ওয়ালার তথাকথিত আত্মীয়স্বজন থাকবে, এই কারণেতে এইভাবে উচ্ছেদ করবার পর যদি ছয় মাসের মধ্যে বাড়ী সারান না হয় কিংবা ছয় মাসের মধ্যে বাড়ীওয়ালা সেই বাড়ীতে বসবাস না করে কিংবা বসবাস করবার পূর্বে ছয় মাসের মধ্যে নতুন করে বাড়ী অন্যকে ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে নয় মাসের মধ্যে ঐ উচ্ছেদিত ভাড়াটেকে দরখাস্ত করতে হবে। কি করে করবে? ছয় মাস আর ছয় মাস তো বার মাস কেটে যাচ্ছে।

[3-50—4 p.m.]

ভাড়াটে কি করে নয় মাসের মধ্যে দরখাস্ত করতে পারবে আমি বুঝতে পারি না। আইন কি বলছে? আইন বলছে—ছয় মাসের মধ্যে ল্যান্ডলর্ড যদি বাড়ী না সারায়, অর্থাৎ পাঁচ মাসের মাথায় বাড়ী সারালো তাহলে পাঁচ আর চারএ নয় মাস কেটে গেল, নয় মাসের পর দোসরা ভাড়াটেকে বাড়ী দিল, এতে আইনে ঠেকাতে পারে না। নয় মাসের মধ্যে ভাড়াটেকে দরখাস্ত করতে হবে। আর দখল করবার পর ছয় মাসের মধ্যে যদি বাড়ীওয়ালা বাড়ীটা ভাড়া দেয় তাহলে তার সাজা হবে। আর এক ডিসক্রিপেন্সি ছয় মাস+ছয় মাস বারো মাস হয়ে যায়, দখল করার পর বারো মাসের জায়গায় নয় মাস করেছিলেন তাহলে কিন্তু বাড়ীওয়ালাকে জব্দ করতে সে পারবে না—এটার মধ্য দিয়ে। তাই বলছি যেখানে নয় মাস আছে সেখানে পনর মাস করা দরকার। ছয় মাসের মধ্যে যদি বাড়ী তৈরী না করে, এবং নয় মাসের মধ্যে যদি দরখাস্ত করে তাহলে ভাড়াটেকে বাড়ীওয়ালা বাড়ী দেবে, কিম্বা বাড়ীওয়ালা বাড়ী ব্যবহার করবার পর অন্য ভাড়াটেকে ভাড়া দিলে, এরকম হল না। পাঁচ মাসের মাথায় সে বাড়ী সারালো, তারপরে সে বাড়ীতে উঠল। তারপর পাঁচ মাস রইল, নয় মাস কেটে গেল, তখন অন্য ভাড়াটেকে দিল আপনি সেক্ষেত্রে বাড়ীওয়ালাকে কি করবেন, পরিষ্কার করে বলুন। তাই আমি বলছি ৬+৬ এবং তিন মাস এই পনর মাস ভাড়াটের হাতে সময় দিন।

দু নম্বরে, ১৮ ধারার (২) উপধারায় (বি) ক্লজে ইফ দি টেন্যান্ট ফেলস অর নেগলেক্টস—কি করে বুঝবেন? আইনের মধ্য দিয়ে এ জিনিস বিচার করার অনেক অসুবিধা। ফেল করেছে, কোর্ট করেছে, কোর্ট একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নেবে বাড়ীটা। এ জিনিষ হতে পারে না। তাকে যখন উচ্ছেদ করল সে অন্য এক বাড়ীতে চলে গেল, তারপর সে বাড়ীওয়ালার একটা মিটমাট সে বাড়ীতে আবার তাকে আসতে তহবে। এটা যে কিরকম ব্যাপার আপনি জানেন না। আপনি সাহেব মানুষ হয়ত বুঝতে পারেন না। কোন বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের পক্ষে এক জায়গায় গিয়ে একরকমে যে আছে আবার তার সেটা তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় আসা সহসা হয় না। আর মধ্যবিত্তের ঘরে ব্যাঙ্ক ব্যালান্সও বেশী নাই, সেইজন্য আমি বলি ফেলস কথাটাও নয়,

নেগলেক্টস কথাটাও নয়—এখানে বসানো উচিত রিফিউজেস অর ফেলস উইদাউট সাফিসিয়েন্ট রিজন। এইরকম থাকা দরকার নৈলে ভাড়াটেকে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে।

এখন ৩নং সংশোধনী প্রস্তাব যেটা আমি এনেছি সেটার দিকে দেখুন। বর্তমানে বাড়ী-ওয়ালাদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যই এ আইন। আমি এখানে (বি) ক্লজটা পড়ছি—

"if the tenant fails or neglects to take possession of the premises, then the order made by the Controller under sub-section (1) shall stand vacated and the tenant shall be liable to pay the landlord by way of compensation a sum equivalent to the fair rent of the premises calculated from the date of his application under sub-section (1) up to the date on which the tenant should have taken possession, and such costs of the proceedings as may be assessed by the Controller and the Controller shall make an order accordingly."

প্রথমতঃ ভাড়া দিতে হবে কম্পেনসেশন হিসেবে, যবে থেকে দরখাস্ত করেছিল এবং যবে নেবার দিন ছিল সেই অবধি। এ বিচারসংগত নয়। কারণ দরখাস্ত করার দিন বাড়ীতে সে যেতে পারে না। গেলে বলবে—বাড়ী চড়াও করছে। সেদিন থেকে বাড়ীতে যদি নাও ওঠে, তবু কম্পেনসেশন দাবী করতে পারবে। ধরুন এক মাস আগে সে দরখাস্ত করেছে, রেন্ট কন্ট্রোলারএর বিচার আমরা জানি, এক বছর গেল, তারপরে কোর্ট বল্লেন—তুমি বাড়ী গ্রহণ কর। এদিকে সে এ বৎসর অন্য বাড়ীতে গিয়েছে, সে বাড়ী সে নিতে পারল না। তাহলে এক বছর আগে থেকে তাকে ভাড়াটা গুণে দিতে হবে। কোর্ট যদি বলেন—অমুক তারিখের মধ্যে গ্রহণ কর, তাহলে সে রিফিউজ করলে বলতে পারেন তোমাকে খেসারৎ দিতে হবে, আর এটাতে কোর্টের দেরীর জন্য এক বছর কি নয় মাস দেরী হলে পর সেই পুরা পিরিয়ডএর খেসারত। অথচ বাড়ীওয়ালার ক্ষেত্রে তা বলেন নি—তুমি যবে থেকে দরখাস্ত করেছ তবে থেকে ভাড়াটেকে খেসারত দিতে হবে। অথচ এই কথা বলে বিল এনেছেন যে এতে ভাড়াটেদের ভাল হবে!

সর্বশেষে আমার কথা হচ্ছে, স্পীকার মহাশয়, আমি প্রতিটি ক্লজে দেখিয়ে দিয়েছি ১৯৫০এর এ্যাক্টে যে ধারাগুলি ছিল ভাড়াটের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কর্নাভিনিয়েন্টলী সেগুলি ড্রপ করেছেন, ভাড়াটেকে জব্দ করবার জন্য যে ক্লজগুলি ছিল সেগুলি বেশ রক্ষা করেছেন, তার গায়ে হাত দেন নি। রেন্ট কন্ট্রোল এ্যাক্টে গতবারে কিন্তু বাড়ীওয়ালাদের অনুকূলে ভাড়াটে উচ্ছেদের যতগুলি বিধান ছিল তা সব ঠিক রয়েছে, যেখানে বলেছেন যুক্তি দিয়েছেন—ভাড়াটেদের এই এতখানি সুবিধা হবে, পরে দেখা যায় সে সুবিধা—সে বিধান কিছু হয় নি। ১৯৫০এর রেন্ট কন্ট্রোল এ্যাক্টএ আছে বাড়ীওয়ালা কোর্টকে বলবে—আমি দুই-তিনটা ঘর করব ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হোক, কোর্ট উচ্ছেদ করে দিলে, কিন্তু সে দোতলার উপর তেতলা করল না, কিম্বা একটা চিলে কুঠুরী করলে, বা একটা ঘরে পাচিল দিয়ে দুখানা ঘর করলে, সেক্ষত্রে পানিশমেন্ট দেবার কোন ক্লজ এ আইনে নেই। অথচ এইরকম ধারা ১৯৫০ সালের রেন্ট কন্ট্রোল এ্যাক্টে আছে। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি কি কারণে এই ধারাটাকে বাদ দেওয়া হল? সে কথা পরিষ্কার করে বলুন। তাই আজ আমি একটা ধারা সংযোজিত করতে চাই। আমার বক্তব্য বিশেষ কিছু নয় দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তারা যে অধিকারটা ভোগ করে আসছে, আপনি যদি তাদের আর কিছু নাও দেন সেটা কেড়ে নেবেন না। তাই ১৯৫০ সালের এ্যাক্টে সেই আমার ২৮৪নং সংশোধনীর মারফত তুলতে চাইছি। অর্থাৎ যে আইনটা বর্তমানে আছে তাতে যা রয়েছে অর্থাৎ বাড়ীওয়ালা দরখাস্তে যা বলেছিল পরে মেটিরিয়ালী বা সাবস্টে-ন্সিয়ালি যদি তারচেয়ে কম করে তাহলে তাকে পানিশমেন্ট দিতে হবে। এবং সে পানিশমেন্ট ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারবে। এ ছাড়া যদি কন্ট্রোলার মনে করেন, বাড়ীওয়ালার কাছ থেকে খেসারত নিয়ে ভাড়াটেকে দিতে পারেন। বর্তমান রেন্ট কন্ট্রোল এ্যাক্টে এই ধারা আছে, আমি বিলের মধ্যে এই ধারা সংযোজিত করতে চাইছি।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, this clause contains several disjunctive provisions. One of these provisions is that where the landlord obtains possession on the ground of building, he must undertake building operations within six months. Another ground is that if he obtains possession for personal occupation he must go into possession within six

months. If he lets it out without going into occupation, then the tenant can apply for restoration of possession to him within nine months, but if the landlord in the meantime has let it out to another tenant then the former tenant obviously cannot be put in possession and in that case the former tenant will be entitled to compensation. My friend Shri Subodh Banerjee is quite wrong. There is a provision in this clause that if the tenant applies to be put in possession, then he must go into possession within 14 days. A time has been specified. He must take possession within 14 days of the order. If the landlord fails to deliver possession, then the Controller will put the tenant in possession. If the tenant having obtained the order for restoration of possession fails to take possession within the specified time, the loss must fall on him.

Sir, re-building within six months is provided in section 15 of the present Act. In case of building or re-building, sanction of a plan has to be obtained from the municipality concerned, building materials have to be obtained and therefore in the present Bill, as in the Act, we have provided a period of six months. That is a reasonable time. Three months will be too short a period and one year as suggested by some friends in the proposed amendment is too long. For purposes of personal occupation the premises have to be repaired and additions and alterations have to be made. Therefore we have provided six months within which the landlord must go into possession.

Sir, the Act of 1950 also provides that an application must be made within 9 months. My friend Sri Subodh Banerji conveniently forgets that the Act of 1950 not only provides that the landlord should have six months time but power has been given to the Controller to extend that period. It is provided that the Controller may on the application of the landlord extend the period within which building or re-building of the premises is to commence by two months at a time and for 12 months in all, that is to say, apart from the original period six months, on an application being made to the Controller, the landlord may get an additional period up to one year to carry out the various purposes for which he obtained the decree for eviction.

Section 15 also contemplates a case where the premises have been let out by the landlord to a person other than the tenant because it provides that the Controller may direct that such a tenant should be put in possession of the premises or may be directed to pay such compensation as may be fixed by the Controller. Now, if the landlord has actually let out to another tenant, then obviously it is a question as to who should be turned out. The new tenant being in possession it will serve no useful purpose to evict him; in the meantime the outgoing tenant may have got accommodation in some other premises. It is obviously not proper that the tenant who is in actual occupation of the premises should be turned out and the old tenant put in possession.

Sir, we have provided that permission may be given by the Controller. We have copied out exacty the same language as occurs in section 55 of the 1950 Act. I will draw your attention and the attention of my friends to the 14th line of section 15. It is as follows: "Without the permission of the Controller obtained in the prescribed manner."

[4—4-10 p.m.]

That is provided for this reason—the landlord may not require the whole of the premises owing to any changed circumstances. The tenant may not want the premises for his occupation. He may have secured a suitable place in the meantime elsewhere. Moreover it gives the Controller a

discretion, so that when an application is made to him for leave to let th premises he will have an opportunity of directing the outgoing tenant t be in possession. He will take into consideration all the circumstances and he may in his discretion allow the tenant to continue in possession. In any case he will adjust the matter in the circumstances then prevailing.

One of my friends, I think it is Sj. Subodh Banerjee, has suggested that there should be a time-limit within which the tenant should get possession. I point out that the clause itself provides that the tenant must go into occupation within 14 days. Otherwise he will have to suffer the consequence of his having applied to the Controller for going into occupation of the premises and obtaining an order for his default. My friend, Sj. Subodh Banerjee, has suggested a very elaborate amendment, in his proposed amendment No. 284. It is a very complex amendment that he has proposed. This provision occurs in section 15(2) of the present Act, but it has never been found to work. It is incapable of actual working and is infructuous. That is why it was deleted. This amendment talks of "public benefit". It is very difficult to ascertain what public benefit is, and this provision in the Act could not be given effect to. In those circumstances we have deleted this provision from the present Bill. The expression "public benefit" does not occur in clause 13 which sets out the grounds upon which a tenant can be evicted.

I oppose the proposed amendments.

Mr. Speaker: Would you indicate on what amendments will you call divisions?

Sj. Biren Banerjee: Amendments Nos. 264, 266, 268, 271, 274 and 284.

Mr. Speaker: If amendment No. 264 is lost, then amendment No 266 will fall through.

The motion of Sj. Biren Banerjee that in clause 18(1), line 7, for the word "six" the word "three" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—48

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Jogendra Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sikta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—134

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Karan, Sj. Koustav Kanti
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shamsul Huq, Janab
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 48 and the Noes 134, the motion was lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in clause 18(1), line 10, for the words "six months" the words "twelve months" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—48

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Jogendra Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sikta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—136

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty Sj Bhabataran
Chatterjee Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutta Gupta, Sikta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S M.
Gahatraj Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sikta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna

Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Brjesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shamsul Huq, Janab
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 48 and the Noes 136, the motion was lost.

The motion of Sj Ambica Chakrabarty that in clause 18(1), line 13, after the words "Controller may" the words "either on his own motion or" be inserted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—48

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Jogendra Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—136

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem Janab
Bandopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar

Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shamsul Huq, Janab
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 48 and the Noes 136, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 18(1), line 10, for the words "six months" the words "one year" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 18(1), lines 12 and 13, the words "without the permission of the Controller obtained in the prescribed manner" be omitted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 18(1), line 14, for the word "nine" the word "fifteen" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in clause 18(1), line 14, for the words "nine months" the words "within three months after the re-letting" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—48.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Jogendra Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—136.

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab

Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shamsul Huq, Janab
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 48 and the Noes 136, the motion was lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 18(1), line 17, the words "if not re-let" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the following proviso be added to clause 18(1), namely:—

> "Provided that the Controller while giving such permission of re-letting, shall give first preference to the tenant evicted under clause (f) of sub-section (1) of section 13",

was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 18(2)(b), line 1, for the words "fails or neglects" the words "refuses or fails without sufficient reason" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 18(2)(b), lines 3 to 11, the words beginning with "and the tenant shall" and ending with "order accordingly" be omitted was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 18(2)(b), lines 6 to 10, for the words beginning with "of his application" and ending with "by the Controller" the words "on which the tenant was due to take possession of the premises to the date on which the order made by the Controller under sub-section (1) stands vacated" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that after clause 18(2) the following new sub-clause be added, namely:—

"(3) Where the landlord obtains a decree for ejectment under clause (f) of sub-section (1) of section 13 and one of the principal reasons for passing such a decree is the expected public benefit of the proposed project of building or rebuilding by extending accommodation, but the actual building or rebuilding deviates materially from the said project and fails substantially to provide the expected extension of accommodation, the Controller may, on the application of the previous tenant, and after giving the landlord an opportunity of being heard, levy a fine on the landlord which may extend to rupees five hundred and may, in addition, order the landlord to pay such compensation to the previous tenant as may be fixed by the Controller."

was then put and a Division taken with the following result.

AYES—47.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Jogendra Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—136.

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Golam Hamjdur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal

Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shamsul Huq, Janab
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 47 and the Noes 136, the motion was lost.

The question that clause 18 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[4-10—4-20 p.m.]

Clause 19

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that after clause 19(1), the following new sub-section be added, namely:—

> "(1A) A landlord shall observe all the terms and conditions of the contract creating the tenancy and shall be entitled to the benefits thereof so far as these terms and conditions are consistent with the provisions of this Act."

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই ১৯নং ক্লজএ নরেনবাবু যে সংশোধনী দিয়াছেন সেটি খুব যুক্তিপূর্ণ। এই ১৯নং ক্লজএর উপর দিয়ে বোঝা যায় যে সরকার পক্ষ টেন্যান্টদের উপর বিশেষ বিচার করেন নি। এখানে বলেছেন,

"tenant who is in possession of any premises to which this Act applies shall *observe all the terms and conditions of the contract.*"

কিন্তু ল্যান্ডলর্ডদের বেলায় সেরকম কোন কিছু এখানে দেওয়া নেই। সেজন্যে এই সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা আমরা বলেছি,

Landlord shall also observe all the terms and conditions of the contract creating the tenancy.

অর্থাৎ টেন্যান্সী পাওয়ার আগে যদি ল্যান্ডলর্ড এবং টেন্যান্টদের মধ্যে কোন কন্ট্র্যাক্ট হয়ে থাকে তাহলে সেটা শুধু টেন্যান্টএর উপরে বাধ্যতামূলক হবে তা নয় ল্যান্ডলর্ডএর উপরও সেটা থাকা উচিত।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, this amendment is not necessary nor is it proper. If you look at this Chapter you will find that it is headed "suits and Proceedings for Eviction". If you look at the marginal note you will find "Provisions regarding notice of giving up possession by tenants under contracts." This is a clause which relates to a tenant who gives notice forgiving up his possession. This clause provides that a tenant may give notice that he is going to give up possession. The parties are bound by the contract. There is a provision in the Transfer of Property Act. Here statutory rights have been created in favour of the tenant in derogation of his obligation under the Transfer of Property Act. That is to say, the rights of the tenant have been enlarged beyond his rights under the Transfer of Property Act. Therefore, it is provided that his rights are enlarged in the manner indicated in this Bill and Subject thereto he should carry out the terms and conditions of the contract. I oppose the amendment proposed.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that after clause 19(1), the following new sub-clause be added, namely:—

> "(1A) A landlord shall observe all the terms and conditions of the contract creating the tenancy and shall be entitled to the benefits thereof so far as these terms and conditions are consistent with the provisions of this Act",

was then put and lost.

The question that clause 19 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 20

The question that clause 20 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 21

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I move that in clause 21(2)(c), in line 2, after the words "such rent", the words "and of their authorized common agent if any" be inserted.

I move that in clause 21(4), in line 2, after the words "shall send", the words "the sum deposited by postal money order and" be inserted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I move that in the proviso to clause 21(5), lines 3 to 6, for the words beginning with "without giving all" and ending with "without prejudice to" the words "if there are more than one person named by the tenant in his application under sub-section (2) as claiming to be entitled to payment of such rent unless" be substituted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I move that in clause 21(6)(b) line 1, for the word "two" the word "three" be substituted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I move that in clause 21(8), lines 9 and 10, for the words "two months rent or one hundred rupees, whichever is more" the figure and words "10 per cent. of the monthly rent" be substituted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে ১৯৫০ সালের এ্যাক্টএ যেটুকু ছিল আমি সেটা বলছি—

"or the tenant experiences difficulty in payment of rent to the landlord."

এখানে উনি সেটা বাদ দিয়েছেন। এই যে আছে ডাজ নট এ্যাকসেপ্ট দি রেন্ট—এটা বল্লে ঠিক হয় না। দিতে পারছে না, কোথায় দিতে হবে সেটা ঠিক কোরতে না পেরে সেখানে ভাড়াটা যা দেবার অসুবিধা বোধ করছে সেখানে আমি বলবো আগে যেমন ছিল পুরাতন এ্যাক্টএ তেমনি করা হউক। তার সংগে এখানে দিয়েছেন হোয়েন দেয়ার ইজ এ বোনাফাইডি ডাউট। আমি বলি আগেকার আইনে যেটুকু ছিল সেটুকু ছেড়ে দেবার কোন কারণ নাই।

আরেকটা কথা আমি বলব। যখন ভাড়াটিয়া ভাড়া ডিপোজিট করবে তখন তাকে বলতে হবে—

"name and address of the landlord or the person or persons claiming to be entitled to such rent"

আমি সেখানে বলছি আরেকটু এ্যাড করতে হবে—

"or of their authorised common agent, if any"

তার কারণ বঙ্গীয় খাজনা আইনে এইরকম বিধান ছিল যে কমন এজেন্টএর নাম বলতে হবে।

তারপর, স্যার, আমার ১০৯ যেটা আছে—

"on such deposit of the rent being made, the Controller shall send in the prescribed manner—"

এতে রয়েছে। আমার এ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে—

"shall send the sum by postal money order"

আমি বলছি ডিপোজিট দেবার টাকাটা মনি অর্ডার করলেই চলবে। কারণ এই টাকা দেবার সময় মালিককে অনেক উৎকোচ দিতে হয়। কাজেই করাপশন যদি বন্ধ করতে হয় এখানে সে রকম বিধান থাকা উচিত।

[4-20—4-30 p.m.]

তারপর হচ্ছে এই সাব-ক্লজ (৬)(বি)—

"...if it is not withdrawn within two years of the date on which the Act came into force,—"

এখানে এই টু ইয়ার্সএর জায়গায় থ্রী ইয়ার্স করবার জন্য আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টএ দিয়েছি। কাজে কাজেই আমি বলবো এই যে টাকা সেটা যেন মানি অর্ডার করে কন্ট্রোলারএর অফিসএ পাঠিয়ে দিতে পারে, তার ব্যবস্থা থাক। কারণ, মানি অর্ডারএর ফী তো সে দেবেই, অর্থাৎ ভাড়াটিয়া যে টাকা ডিপোজিট করছে। এখন যে বিধান আছে, তাতে দেখা যায়, অনেক সময় কন্ট্রোলার্স অফিস থেকে টাকা উইথড্র করবার সময় নানা রকম উৎকোচ দিতে হয়। পূর্বে খাজনা আইনে এইরকম বিধান ছিল যে টাকা জমা দিলে কোর্টে, সেখানে যদি একজন জমিদার কিম্বা কমন এজেন্ট থাকে, তাহলে সেই টাকাটা মানি অর্ডার হতো। প্রজার পক্ষে এই ব্যবস্থা ছিল। এখানেও আমি সেই ধরণের ব্যবস্থা রাখবার জন্য বলছি, টাকাটা মানি অর্ডারএ পাঠাবার ব্যবস্থা থাক। এটা খুব ইনোসেন্ট, ছোট্ট এ্যামেন্ডমেন্ট, আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এটা গ্রহণ করবেন।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Sir, I had an amendment, No. 287.

Mr. Speaker: It is out of order.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Why is it out of order, Sir?

Mr. Speaker: Because the language is vague. You say "where the tenant experiences difficulty". The language of the amendment must be specific.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: My amendment is to provide a remedy where the tenant experiences difficulty.

Mr. Speaker: Your object may be alright, but the question is that the language is vague. You cannot cover all imaginable difficulties under the sun. You can speak on your amendment.

Sj. Subodh Banerjee:

হাই কোর্ট একটা ল্যাংগ্যুয়েজকে ঠিক বলছে, আর মন্ত্রীমহাশয় সেটাকে ভেগ বলে এই রেন্ট কন্ট্রোল এ্যাক্ট থেকে তুলে দিচ্ছেন?

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি জানি ব্যাপারটা কি। ব্যাপারটা হচ্ছে রেন্ট কন্ট্রোল এ্যাক্টএর এক জায়গায় এক রকম বলা হচ্ছে, আবার অন্য জায়গায় আর এক রকম বলা হচ্ছে——

Mr. Speaker: You are drafting a final legislation, you must be specific.

Sj. Subodh Banerjee:

ব্যাপারটা হচ্ছে—হাই কোর্ট লেজিসলেচারএর উপর একটা সেনসর দিয়েছিলেন যে তাঁরা যখনই কোন কিছু ড্রাফট করেন, তখন সেটা তাঁরা, তাঁদের খাম-খেয়াল মত করেন। বর্তমানে এটাও তাই হচ্ছে।

Never did the High Court say that this drafting was faulty,

তবুও তাঁরা এটা বাদ দিতে চাচ্ছেন ভেগ বলে।

Mr. Speaker: You can speak on your amendment. You can give your reasons.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: The provision is already there in the West Bengal Premises Rent Control Act, 1950—section 19(1) "Where the landlord does not accept any rent tendered by the tenant or the tenant experiences difficulty in paying the rent to the landlord of the premises, he may deposit such rent with the Controller in the prescribed manner". That provision is already there in the law. No exception was taken by the High Court. There is no decision to that effect. Our Law Minister has very kindly omitted it from this Bill with the avowed object to benefit the landlords. When a tenant goes to a landlord to pay rent, with a view to create a default various difficulties are put on his way by the unscrupulous landlord. It is our common experience. The tenant is asked to come tomorrow—"he is not at home; he is out of the town; he has gone for a change". All these pleas and pretexts are taken by the landlord and the poor tenant bona fide believes it; he goes back, he does not pay the rent; he does not deposit the rent with the Rent Controller and the result is that he is ousted. This was a very helpful provision in the statute and our Law Minister, who has shamelessly taken up the cause of the landlords and who is fighting for their interest from top to bottom, has even thought fit to exclude this provision from this Bill. In our view that should have been retained in this Bill so that the unscrupulous landlords could not play with the tenants. Only two instances have been set out. One is when the

landlord refuses to accept the rent when tendered. Tender has to be proved. The other is, when he is in doubt as to the person or/persons to whom the rent is to be payable. This happens in the case of death; when the landlord dies the tenant may not know who are his legal heirs. In cases of such doubts he may be allowed to deposit the rent with the Rent Controller to avoid the default. Only in two cases will he be allowed to deposit rent to avoid a default and in no other case—though there may be a hundred and one cases where the landlord puts the tenant into default. The landlord creates a situation. He does not allow the tenant to pay and then after that he claims the benefit of the default. We urge the Law Minister to accept this amendment.

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এর উপর আমার কিছু বলবার আছে। সুধীরবাবু এ সম্পর্কে যেসমস্ত ডিফিকাল্টিজএর কথা বললেন তা বাস্তবিক সত্য। আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। কোন একটা বাড়ীর ভাড়া বাড়ীওয়ালার সংগে ঠিক হয় ৯০ টাকা, এবং যখন ভাড়াটিয়া ঐ ৯০ টাকা ভাড়া বাড়ীওয়ালাকে দিতে যায়, তখন বাড়ীওয়ালা তাকে বলে, ১০০ টাকা দিতে হবে। কারণ, ইতিমধ্যে বোধ হয় নতুন ভাড়াটে পেয়েছে বেশী টাকায়, তাই ভাড়াটেকে বললেন ১০০ টাকা দিতে হবে। সেই ভাড়াটে বেশী টাকা দিতে রাজী হল না কারণ, বাড়ী-ওয়ালার সংগে আগেই কথা হয়েছিল ৯০ টাকায়, এবং তাতে বাড়ীওয়ালা রাজী হয়েছিল। সুতরাং আপনার এই বিলে যদি ডিসপিউট রিগার্ডিং দি এ্যামাউন্ট অব রেন্ট সম্বন্ধে এইরকম একটা প্রভিসন না থাকে তাহলে ভাড়াটিয়া রেন্ট কন্ট্রোলার্স অফিসএ টাকা জমা দিতে পারবে না এইরকম ধরণের ডিসপিউট উঠলে। রিগার্ডিং দি এ্যামাউন্ট অব রেন্ট সম্বন্ধে যদি ডিসপিউট ওঠে তাহলে আপনার এই যে বর্তমান সংশোধিত উপধারা ১৮(১) তাতে এটা কভার করে না। তারজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে এইরকম বহু ডিফিকাল্টি ভাড়াটিয়ার আছে। যারজন্য আইনটা একটা ব্রডওয়েতে হওয়া উচিত, এত রিজিড ওয়েতে থাকা উচিত নয়। আগেই আমি আশুতোষ কলেজের জনৈক অধ্যাপকের উদাহরণ দিয়েছি। নানারকমভাবে ভাড়াটিয়াদের অসুবিধা ভোগ করতে হয়, তাদের এইরকমভাবে ডিফল্টার করা হয়। সুতরাং ক্যাটিগোরিক্যালি তাদের যেটা রাইট হিসাবে এস্টাবলিশড হয়েছে ১৯৫০ এ্যাক্টে, সেটা তুলে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই। উনি সবই তুলে নিচ্ছেন, কি এমন অসুবিধা হচ্ছে এই লাইনটা এখানে থাকায়? আমার অনুরোধ এই লাইনটা এখানে যুক্ত করা হোক।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাবে দুইটা প্রভিসো আছে। প্রথম প্রভিসোতে আমি মনে করি ২১ নম্বর ধারার ৫ নম্বর উপধারাতে একটা প্রভিসো আছে,—সেই প্রভিসোর কয়েকটা লাইন বাদ দিয়ে আমি আর একটু প্রভিসোকে ডেফিনিট করে দিতে চাই। এখানে রাইট এস্ট্যাবলিশ যতক্ষণ না হবে পেমেন্ট অর্ডার হবে না। আমার কথা হচ্ছে এতসব কথার গোলমালের ভিতর না গিয়ে প্রভিসোটা এইভাবে হলে ভাল হয়—

"Provided that no order for payment of any deposit of rent shall be made by the Controller under this sub-section if there are more than one person named by the tenant in his application under sub-section (2) as claiming to be entitled to payment of such rent unless the rights of such persons to receive such rent be decided by a court of competent jurisdiction."

এটা যতক্ষণ না কোর্টের দ্বারা ডিসাইডেড হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে দেওয়া উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। দিলে ঝগড়া হবে ভাড়াটিয়া ও বাড়ীওয়ালার মধ্যে।

আমার দ্বিতীয় এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে ২১নং ধারার ৮নং উপধারা অনুযায়ী টেনান্ট যদি মিথ্যা করে জমা দেয় তাহলে তার উপর একটা ফাইন ইমপোজ করা হচ্ছে। এবং সেটার পরিমাণটা হচ্ছে দু মাসের ভাড়া না হয়ত ১০০ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে আবার বলে দেওয়া হচ্ছে—হুইচএভার

মোর—অর্থাৎ দু মাসের ভাড়া যেটা বেশী হবে। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে একজন ভাড়াটে যে ২০ টাকা ভাড়া দেয়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হোক তার যদি সত্যই এরকম কোন অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে তার জরিমাণা দু মাসের ভাড়া ৪০ টাকাতেও কুলোবে না, তার উপর যদি ১০০ টাকা ধরা হয় তাহলে এটা তার প্রতি জুলুম বলেই মনে করি, অথচ যে বেশী ভাড়া দেয় তার উপর ১০০ টাকা জরিমানা ধরলে কম হবে। সেইজন্য আমি আমার সংশোধনীতে বলেছি টেন পার্সেন্ট অব দি রেন্ট। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এটা গ্রহণ করবেন।

[4-30—4-40 p.m.]

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, this clause provides that where a landlord does not accept—please mark the words "does not accept"—the rent or where there is a bona fide doubt, the tenant shall deposit the rent. It does not say that on the refusal of the landlord the tenant will have a right to deposit; that is to say, a tenant has not to establish that he made the offer but the offer was refused by the landlord. The deposit is to be accompanied by an application. There is a proviso that an affidavit will be necessary when the first deposit is made, but in respect of subsequent deposits no affidavit will be necessary. Then it says that the Controller shall send copies of the application to the landlord. Application will be made for withdrawal. Then there is a provision for forfeiture. Sir, my friend has suggested that the expression which has been used in the present Act should be retained, viz. "where the landlord does not accept any rent tendered by the tenant or the tenant experienced difficulty". Sir, we have not said in this provision "where the landlord has refused to accept the rent". We have made the expression very comprehensive and we have said where the landlord does not accept any rent tendered by the tenant, the tenant will have a right to deposit the rent. Sir, if the landlord has avoided receipt of the rent, then it will amount to this that he has not accepted the rent and therefore the tenant will be entitled to deposit the rent. One of my friends has proposed that the proviso to clause 21(2) should be omitted. He says that the provision that no further affidavit should be filed with regard to subsequent deposits should be omitted. This will only cause harassment to the tenant. (Dr. Kanailal Bhattacharya: That was not moved.)

With regard to withdrawal—I think my friend Shri Jnanendra Kumar Chaudhuri talked about it—we have provided that the deposit should be withdrawn by application made by the landlord, and we have provided that if there is more than one claimant then the matter should be adjudicated upon in a summary way by the Controller and he is to direct payment; but the order is without prejudice to the right of the party who has not been paid to establish his right.

We have not provided for payment by way of money order for various reasons. Remittance by money order has created difficulty in the past and there is scope for wrong payments and there have been cases where money orders which have been refused or not claimed or received have not been recredited. This has resulted in irregularity and loss of money. Therefore we have not provided for remittance of rent by money order. We have provided that the money deposited may be withdrawn on the application of the party claiming the money.

One of my friends has suggested that the penalty should be 10 per cent. of the monthly rent. This, Sir, is indefinite. How long will the recovery of the 10 per cent. continue? The proposal is to the disadvantage of the tenant. This will enable the Controller to direct deduction of the payment of 10 per cent. for an indefinite period. When you are imposing a fine,

it is much better that you should fix the limit. Therefore we have fixed the limit of fine to the extent of two months' rent or Rs. 100 whichever is reasonable.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 21(2)(c), in line 2, after the words "such rent", the words "and of their authorised common agent if any" be inserted was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 21(4), in line 2, after the words "shall send", the words "the sum deposited by postal money order and" be inserted was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in the proviso to clause 21(5), lines 3 to 6, for the words beginning with "without giving all" and ending with "without prejudice to" the words "if there are more than one person named by the tenant in his application under sub-section (2) as claiming to be entitled to payment of such rent unless" be substituted was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 21(6)(b), line 1, for the word "two" the word "three" be substituted was then put and lost.

[4-40—4-50 p.m.]

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 21(8), lines 9 and 10, for the words "two months" rent or one hundred rupees, whichever is more" the figure and words "10 per cent. of the monthly rent" be substituted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—44.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj Jnanendra Kumar
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Jogendra Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—131.

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhava, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon

Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
alan, The Hon'ble Iswar Das
ana, Sj. Prabir Chandra
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri Sj. Jitendra Nath
.et, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 44 and the Noes 131 the motion was lost.

The question that clause 21 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 22

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 22(1), lines 4 to 8, for the words beginning with "fifteen days of the" and ending with "rent was payable" the words "one month of the time as fixed under the provision of the sub-section (2) of section 4" be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ২২নং ধারায় কবেকার মধ্যে রেন্ট দিলে তবে সে ডিফল্টার হবে না, সেটা এর মধ্যে আছে। এখানে বলা হয়েছে ১৫ দিনের মধ্যে রেন্ট দিতে হবে এবং না দিলে তাকে ডিফল্টার করা হবে, এবং তার ফলে সে উচ্ছেদযোগ্য হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রথমতঃ এই আইনে ঠিক কথা হয়েছে যা ৪নং ধারার ২নং উপধারায় বলা আছে যে প্রত্যেক মাসের ১৫ দিনের মধ্যে বাড়ীর ভাড়া দিতে হবে। তার উপর মাত্র ১৫ দিনের সময় দেওয়া হচ্ছে। সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই ১৫ দিন যদি দেন তাহলে ১৫ এবং আরো ১৫—এই ৩০ দিন সে পাচ্ছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন জায়গায় দুই-তিন তারিখে, কোন কোন জায়গায় হয়ত দশ-বারো তারিখে মাইনে পায়। কাজেই যদি ভাড়াটিয়াদের কিছু সুবিধা দিতে হয় তাহলে এইটা ১৫ দিনের জায়গায় এক মাস করা উচিত। এখানে ১৫ দিন দিলে যে সুবিধা মন্ত্রীমহাশয় দিতে যাচ্ছেন সে সুবিধা ভাড়াটিয়ারা গ্রহণ করতে পারবে না এই জন্য যে ১৫ দিন আরো ১৫ দিন ৩০ দিন হলে অনেকে ৩০ দিনের মাথায় মাইনে পায় তারা এ সুযোগ নিতে পারবে না। সেইজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে ১৫ দিনের জায়গায় এক মাস করা হ'ক। আর যেসব কথা এখানে আছে তা দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ সমস্ত কথাগুলি আমাদের ৪নং ধারার ২নং উপধারায় বলা হয়েছে। সেইজন্য আমার সংশোধনী হচ্ছে—

one month of the time as fixed under the provision of the sub-section 2 of section 4.

আশা করি মন্ত্রীমহাশয় আমার এই এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করবেন।

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that in clause 22(2), line 3, the words "or negligently" be omitted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, খসড়া বিলের এই ধারায় বলা হয়েছে রেন্ট ডিপোজিট করবার সময় সেই ডিপোজিট ভ্যালিড হবে না যদি টেন্যান্টএর স্বেচ্ছাকৃতভাবে, বা ভুলবশতঃ বা অনবধানতা বশতঃ তার বিবৃতি অসত্য হয়। একটু আগে শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী মহাশয় দেখিয়েছেন অনেক কারণ হতে পারে, ১০১ রকম কারণ হতে পারে সেখানে সবসময় ঠিক সঠিক বিবৃতি দেওয়া সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় আমি বলতে চাই—

"No such deposit shall be considered to have been validly made for the purposes of the said clause if the tenant wilfully or negligently makes any false statement."

আমি বলছি এইরকম থাউজ্যান্ড এ্যান্ড ওয়ান ইনষ্ট্যান্সেস হতে পারে সে সম্বন্ধে সুধীরবাবু বলেছেন যে টেন্যান্টএর পক্ষে এ্যাকিউরেট স্টেটমেন্ট দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য যেখানে উইলফুল মিস-স্টেটমেন্ট করা হয় সেখানে পেনালাইজ করা উচিত, সে সম্পর্কে আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু কেবলমাত্র নেগলিজেন্টলি বিবৃতি করার ফলে যেখানে বিবৃতি সম্পূর্ণ সঠিক হবে না সেখানে শাস্তির ব্যবস্থা করলে জবরদস্তিই করা হবে এবং এটি শুধু টেন্যান্টদের অসুবিধার মধ্যে ফেলবার ব্যবস্থাই করা হবে। এই সেকসন ২২, সাব-সেকসন ২তে যা বলা হয়েছে তার ফলে টেন্যান্টরা অনাবশ্যক অসুবিধার মধ্যেই পড়বে এবং বাড়ীওয়ালারা সেই অন্যায্য সুযোগ নিতে পারবে। এখানে সত্যেনবাবুকে এই কথাই বলতে চাই যেখানে উইলফুল রং স্টেটমেন্ট দেওয়া হবে সেখানে পেনালাইজ করা উচিত, কিন্তু নেগলিজেন্টলি এই কথাটা ভেগ। এই কথা বলা হলে তার পরিধি অনেক বড় হয়ে যায় যার ফলে অনেকসময় সম্ভব হবে না টেন্যান্টদের পক্ষে সঠিক বিবৃতি দেওয়া। তাই নেগলিজেন্টলি কথাটা তুলে দিতে হবে। এতে বাস্তবিক কারও কোন ক্ষতি হয় না অথচ টেন্যান্টরা হয়তঃ হ্যারাসমেন্টএর হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে। আশা করি এইরকম ছোটখাট ব্যাপার সত্যেনবাবু বিবেচনা করবেন নইলে বুঝবো যে তিনি বিবেক শুদ্ধ বিক্রি করে বসে আছেন।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, the provision here is the same as the provision in the Act now in force. A period of 15 days has been prescribed for the deposit of rent which has not been accepted by the andlord. I do not know why my friends want more time for deposit. Iere is a case of a tenant who has the money, who has taken it to the land-ord and offered to pay him but the landlord has refused to accept it. He

4-50—5 p.m.]

as got ready money. I do not see why he should not deposit within 15 ays but hang on to the money for another month. What my friend Dr. Kanailal Bhattacharya has said is that the tenant must be given one ionth's time to deposit after the date fixed for payment under the contract. 'hat is to say, if there be a contract for payment by the 15th of the month ollowing or if there is no such contract he should tender the rent for anuary by the middle of February. Then he says that he must be given nother month, that is to say, till the middle of March to pay. In other words the tenant should be given time till the middle of March to pay rent for the month of January—a rent which he cannot deposit unless he has got ready money or unless he has been able to tender it to the landlord. The amendment suggested by my friend is not acceptable.

Sir, the expression "wilful negligence" is a legal expression which is very well understood, and it is necessary in the context of this case to include it. I therefore oppose the amendments proposed by my friend.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 22(1), lines 4 to 8, for the words beginning with "fifteen days of the" and ending with "rent was payable" the words "one month of the time as fixed under the provision of the sub-section (2) of section 4" be substituted, was then put and lost

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in clause 22(2), line 3, the words "or negligently" be omitted, was then put and lost.

The question that clause 22 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 23

The question that clause 23 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 24

The question that clause 24 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

New Clause 24A

Sj. Subodh Banerjee: Mr. Speaker, Sir, in order to bring my amendment in order I want to make a verbal change on the floor of the House. I want to delete the word "technical" in line 2 of my amendment No. 24A. I hope you will accept it.

Mr. Speaker: All right.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that after clause 24, the following new clause be inserted, namely:—

"24A. When there is a proceeding pending in court for the recovery of possession of the premises on ground of default, no rent being

actually in arrear, the acceptance of rent in respect of the period of default in payment of rent by the landlord shall operate as a waiver of such default."

আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে যারা টেকনিকাল ডিফল্টার বলে পরিচিত তাদের উচ্ছেদ করা যাবে না এটা আমি চাই। টেকনিক্যাল ডিফল্টার কাকে বলা হয়, যারা এ মাসের ভাড়া পরের মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দিতে পারে না। যদি কোন ভাড়াটে পরের মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ভাড়া না দিতে পারে তাহলে

he will be considered as a defaulter.

সে ১৬ তারিখে যদি ভাড়া দেয় এবং বাড়ীওয়ালা যদি ১৬ তারিখে বাড়ী ভাড়া নেয়

still then he will be considered as a defaulter.

এবং আপনার আইনে বলছে যে যদি এরকম বছরের মধ্যে চারটা ডিফল্ট করে তাহলে সে কোন প্রোটেকসন পাবে না, তাকে উচ্ছেদ হয়ে যেতে হবে। যদি এক বছরের মধ্যে চারবার টেকনিকাল ডিফল্ট করে ১৫ তারিখের বদলে ১৬ তারিখে দেয়, তাহলে সে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। আইনে বলা হচ্ছে, সে কোন প্রোটেকসন পাবে না। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বললেন, না তা হবে না। আমি টেকনিক্যাল ডিফল্টারদের রক্ষা করছি ২৪ নম্বর ধারায়। আমি ২৪ নম্বর ধারাটা একটু পড়ে শোনাই—

"When there is no proceeding pending in court for the recovery". My emphasis is on the words "no proceeding pending in Court for the recovery of possession of the premises, the acceptance of rent in respect of the period of default in payment of rent by the landlord from the tenant shall operate as a waiver of such default"

উচ্ছেদের জন্য কোন মামলা পেন্ডিং নেই, কোর্টের কাছে এরকম ক্ষেত্রে উইল বি কনসিডার্ড এ্যাজ এ ওয়েভার। কিন্তু বাড়ীওয়ালা করে কি? বাড়ীওয়ালা যেমন এরিয়ার রেন্ট আদায়ের জন্য মামলা করে, সাথে সাথে ঐ টেকনিক্যাল ডিফল্টের জন্য বলে যেহেতু ডিফল্টার সেইহেতু বাড়ী হতে উচ্ছেদ করা যাবে -

"There is a proceeding pending in the Court for the recovery of possession of the premises."

আমার আর্গুমেন্টটা বুঝেছেন ত? প্রোসিডিংস পেন্ডিং নেই কোর্টে, দেয়ার বিইং নো এরিয়ার অব রেন্ট। সেখানে ২৪ ক্লজ এপ্লিকেবল হল না এবং ২৪ ক্লজে বলেছেন—

"there is no proceeding pending in the court"

উচ্ছেদের কোন মামলা যদি না থাকে তাহলে বাড়ী ভাড়া গ্রহণ করা উইল বি কনসিডার্ড এ্যাজ এ ওয়েভার। কিন্তু যদি উচ্ছেদের মামলা পেন্ডিং থাকে, বাড়ীওয়ালা যদি টেকনিক্যাল ডিফল্টের জন্য উচ্ছেদের মামলা করে থাকে, তাহলে আপনি তাকে সেফগার্ড কি করে দিচ্ছেন? বাড়ী-ওয়ালা যদি টেকনিক্যাল ডিফল্টএর জন্য উচ্ছেদ মামলা করে তাহলে কি কোরে ২৪ ক্লজএ সেফগার্ড দিচ্ছেন। সুতরাং আমার ক্যাটিগোরিক্যালি বক্তব্য হচ্ছে যদি টেকনিক্যাল ডিফল্ট হয় তাহলে বাড়ী ভাড়ার জন্য বাড়ীওয়ালা মামলা করুক বা নাই করুক ভাড়া গ্রহণ করা মানে উইল বি ট্রীটেড এ্যাজ এ ওয়েভার। মিস্টার স্পীকার, স্যার, আইনের কথায় আমি যেতে চাই না, ঐ আইনে ইমমুভেবল প্রপার্টি এ্যাক্ট ইত্যাদি আছে। আমি শুধু স্পিরিটটা বলছি, এই যে ভাষা দেওয়া আছে, এখনি সমস্ত বাড়ীওয়ালা উচ্ছেদের মামলা করবে। এবং

even if there is a proceeding pending in the Court, this clause 24 will come into force. It will become an Act. Clause 24 will not be applicable in this case

তাই ক্যাটিগোরিক্যালি মেনশন করেছি—

"when there is a proceeding pending in court for the recovery of possession of the premises on ground of default, no rent being actually in arrear, the

acceptance of rent from the tenant in respect of the period of default in payment of rent by the landlord shall operate as a waiver of such default. That is all that I want to say."

[5—5-10 p.m.]

Sj. Ambica Chakrabarty:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমি এই কথা বলতে চাই যে ২৪ নম্বর ক্লজএর কোন অর্থ থাকে না যদি যেসমস্ত কেস কোর্টএ পেন্ডিং আছে টেকনিক্যাল ডিফল্টএর জন্য যদি এরা কোনরকম রিলিফ না পায় তাহলে এই ক্লজএর কোন মানে হয় না। যদি রিলিফ দেবার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে হাজার হাজার যে কেস পেন্ডিং আছে এই ল পাস হওয়ার পরে যদি রিলিফ না পায় হাজার হাজার টেন্যান্ট উচ্ছেদ হয়ে যাবে। টেকনিক্যাল ডিফল্ট কেস হচ্ছে, এক মাস পূর্বে হাই কোর্টএর জাস্টিস রায় দিয়েছিলেন, ফিফটিন্থএর মধ্যে না দিয়ে সিক্সটিন্থএ দিলে টেকনিক্যাল ডিফল্ট হবে। কিন্তু হাই কোর্টএর এই জাজমেন্টএর আগে কেউ জানতো না যদি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে বাড়ীওয়ালা ভাড়া নেয় সে ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল ডিফল্ট হতে পারে। কাজেই এই সমস্ত হতভাগ্য টেন্যান্টস যদি উচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে? সেইজন্য আমি এটাকে ক্লিয়ার করে দিতে বলছি। এবং সুবোধবাবুর এ্যামেন্ডমেন্টএ যা বলেছেন সেটা গ্রহণ করতে বলছি।

Sj. Biren Banerjee:

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ২৪ এবং ২৪(এ) যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই ক্লজটা রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে পরস্পরের যেখানে সদভাব আছে অথচ ১৫ তারিখে ভাড়া দেওয়া হয় নি বাড়ীওয়ালা এবং ভাড়াটের মধ্যে সেখানে এটা ওয়েভার হবে। কিন্তু আমি মন্ত্রীমহোদয়কে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করতে বলি। একটা হচ্ছে অ জকে যদি ভাড়াটিয়াদের হিসেব নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে অধিকাংশ ভাড়াটিয়া নিম্নমধ্যলোক। তারা ঠিক ১৫ তারিখের মধ্যে ভাড়া দিতে পারেন না সেখানে এক মাস দুই মাস বাদেও অনেকে ভাড়া দেন কিন্তু উচ্ছেদ হন না কারণ বাড়ীওয়ালার সাথে সদভাব আছে। কিন্তু সেই সদভাব যে চিরকাল থাকবে তার কোন মানে নাই। আমার বক্তব্য হচ্ছে ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে ঐ আইন পাশ হয়ে যাবার পর অর্থাৎ ১৫ তারিখের মধ্যে ভাড়া না দিলে সে ডিফল্টার হবে সেখানে দুই মাস ছয় মাস না হয় ভাড়াটিয়ার সঙ্গে বাড়ীওয়ালার সদভাব রইল, তারপর একদিন গরমিল হল, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করতে পারে। সেক্ষেত্রে ভাড়াটিয়ার কোথায় সেফগার্ড আছে সেটা মন্ত্রীমহাশয় বলুন। কোথায় তার প্রটেকশন রইল সেটা পয়েন্ট অাউট করুন। সেইজন্য আমি বলছি সুবোধবাবুর এ্যামেন্ডমেন্ট যদি গৃহীত হয় তাহলে ভাল হয়।

The Hon'ble Sateyendra Kumar Basu: Sir, we have provided expressly against technical default in clause 24 of the Bill in cases where no proceedings are pending. When there is no proceeding pending in a court for the recovery of possession of the premises, acceptance of rent in respect of period of default by the landlord from the tenant shall operate as waiver of such default so that it does not matter after how many months payment is made and default is waived. With regard to pending proceedings elaborate provision has been made in clause 17 which has been passed by the House. The provisions are to this effect that if the tenant fails to pay two months' rent it will give rise to a cause of action. The landlord may sue after giving the tenant a month's notice but then the tenant would be entitled to relief against forfeiture. Specific provision has been made in clause 17 of the Bill that the tenant will be given relief if he deposits arrear of rent, etc., provided he does not make more than a certain number of defaults and pays up whatever is due to the landlord together with interest. Therefore, we have provided both for what is popularly known

as technical default where cases are not pending as also where defaults have been made as a result of which proceedings have been instituted against a tenant if he pays the arrears of rent, etc. I oppose the amendments proposed.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that after clause 24, the following new clause be inserted, namely:—

> "24A. When there is a proceeding pending in court for the recovery of possession of the premises on ground of default, no rent being actually in arrear, the acceptance of rent in respect of the period of default in payment of rent by the landlord shall operate as a waiver of such default,

was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—41.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dal, Sj. Amulya Charan
Das, Sj. Jogendra Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mukherji, Sj. Bankim
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—128.

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar

Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhar.
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 40 and the Noes 128, the motion was lost.

Clause 25

The question that clause 25 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 26

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I move that in clause 26(6)(a) (ii), line 4, after the word "Sub-Collector" the words "of seven years' standing in such service" be inserted.

I only want that Sub-Collectors of 7 years' standing should be appointed.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, Sub-Collectors are now continuing to decide the cases. They are functioning as judicial officers. How can you select Sub-Collectors of 7 years' standing now. I oppose it.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in clause 26(6)(a)(ii), line 4, after the word "Sub-Collector" the words "of seven years' standing in such service" be inserted was then put and lost.

The question that clause 26 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 27

The question that clause 27 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 28

The question that clause 28 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[5-10—5-20 p.m.]

Clause 29

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that in clause 29(2), line 1, for the figure "30" the figure "60" be substituted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 29(2), namely:—

"Provided that the time requisite for obtaining certified copy of the order shall be excluded."

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhury: Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 29(2), namely:—

"Provided that in computing such time, the time required for the supply of the certified copy of the relevant order shall be excluded";

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhury: Sir, I beg to move that in clause 29, after sub-clause (4), the following words be added, namely:—

"From any order made in such appeal no further appeal shall lie but the High Court, may revise the order under section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908".

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, আমার এ্যামেন্ডমেন্ট অতি ক্ষুদ্র, আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী-মহাশয় এটা গ্রহণ করবেন। এটায় অন্ততঃ বিশেষ কোন বাড়ীওয়ালার গায়ে হাত পড়বে না। তার কারণ হচ্ছে যেখানে ৩০ দিনের মেয়াদ আছে, আমি সেখানে ৬০ দিন করতে বলছি। অতএব বাড়ীওয়ালার স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং ৩০ দিনের জায়গায় ৬০ দিন পিছিয়ে গেলে, তারজন্য তাদের কোন অসুবিধা হতে পারে না। সেইজন্য আমি আমার এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করছি, এরচেয়ে আমার আর বেশী কিছু বলবার নেই। আমি আশা করছি মন্ত্রীমহাশয় এটা মেনে নেবেন।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে—

"Provided that the time requisite for obtaining certified copy of the order shall be excluded"—

যে সময়টা লাগবে নকল নেবার জন্য, সেই টাইমটা ইনক্লুড করবার জন্য বলছি। লিমিটেশন এ্যাক্টএ সবরকম প্রভিসন রয়েছে। কিন্তু এটা একটা সেল্ফ-কনটেন্ড এ্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য আমি এটা স্পেশ্যালী করতে বলছি। লিমিটেশন এ্যাক্ট যদিও জেনারেলি এ্যাপ্লাই করে, তাতে সবরকম বিধান আছে। কিন্তু এটা পুরাপুরি একটা সেলফ কনটেন্ড এ্যাক্ট, এতে সব রকমই আছে, সেইজন্য আমি এটা করতে বলছি।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: In clause 29, sub-clause (2), it has been specifically stated that an appeal shall be filed within thirty days of the date of the order of the Controller. No provision has been made to exclude the time that is required to take a certified copy of the order without which no appeal can be preferred. Sir, it is common knowledge that more than thirty days is taken by the department in the courts to grant a certified copy. If this rigid rule is fixed without specifically providing for the exclusion of the time necessary to take a certified copy, in my view the tenants would be debarred practically from the right of appeal. It would not be possible for any tenant who intends to prefer an appeal to take a copy within thirty days with the result that he will not be able to file his appeal and will suffer in consequence. A provision has been made for application of the Limitation Act in clause 39 of this Bill. That has made us more

suspicious and that is why we insist upon specific inclusion of the clause that the time to obtain a certified copy should be excluded. Clause 39 reads as follows:—

"Subject to the provisions of this Act relating to limitation, all the provisions of the Indian Limitation Act, 1908, shall apply to suits, appeals and proceedings under this Act." The result is clause 39 does not touch the provisions of this Act—without in any way interfering with the provisions of this Act—that is what we understand by subject to the provisions of this Act—the other provisions of the Limitation Act shall apply. In this particular case specific provisions have been made for filing an appeal within thirty days of the date of the order of the Controller and the exclusion of time has not been deliberately included as was done under Section 32(3) of the 1950 Act. The provision was there in the 1950 Act, but it has been taken away from this Act and not without any purpose. It is only to benefit the landlords so that a tenant who feels aggrieved by a decision and who intends to prefer an appeal, may not appeal in the absence of a certified copy which he cannot expect to get within thirty days. Clause 29, sub-clause (2), read with clause 39 which excludes from the operation of the Indian Limitation Act so far as the provisions contained in this Bill are concerned, leaves no doubt whatsoever that this has been deliberately done to benefit the landlords.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: With regard to the point raised by my friend Dr. Chatterjee thirty days is the usual period provided for an appeal and that is also the period provided in the present Act.

As regards the amendment proposed by my friend, Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri the position is that if we say nothing about the Limitation Act at all, the Limitation Act would apply to the provisions of this Bill. We have however taken precaution and provided that subject to the provisions of this Act relating to limitation, all the provisions of the Indian Limitation Act shall apply to suits, appeals and proceedings thereunder. The point which has been raised by my friend is covered by section 12(3) of the Limitation Act. In computing the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application the day from which such period shall be reckoned shall be excluded. Sub-clause (3) says "Where a decree is appealed from or sought to be reviewed the time requisite for obtaining a copy of the judgment on which it is founded shall also be excluded". There is a provision in the Limitation Act for exclusion of the time required for obtaining certified copies. By the provisions of this Bill, we may vary the period prescribed by the Articles. The Limitation Act is divided into so many sections followed by so many Articles. So far as the sections are concerned they control the articles, that is the exemptions control the period prescribed by the articles. The sections have not been touched by the Bill. Therefore, the provision which you have made in clause 39 in my humble submission is a sufficient provision to meet a case where time is required for the purpose of obtaining such certified copies. The difficulty in making exemptions is that if you provide for one class of exemption by implication all other sections which may be available to the persons appealing or preferring a review may be excluded. Therefore it is better not to make any specific provision for exemption in case of obtaining certified copies and I am certain that the section in the Limitation Act will apply in any reference to the Articles in that Act.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhury: I had another amendment and I wanted to speak on it.

Mr. Speaker: All right.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhury: In clause 29, sub-clause (4), the following words be added, namely:—

"From any order made in such appeal no further appeal shall lie but the High Court may revise the order under section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908."

We do not want that there should be appeal against these appeals. We want in the interest of the tenants that there should not be any further litigation above these courts.

[5-20—5-30 p.m.]

But still a right should be retained for the tenants in the shape of revision before the Calcutta High Court. There is utility of such a provision in-as-much as there may be different decisions in different subordinate courts. The Chief Judge of the Calcutta Small Causes Court may interpret the law in one way and the District Judge may interpret the same law in a different way. So unless it is finally decided by way of revision by the High Court, there will not be the same precedent before all courts to follow. Further, Sir, the decision of one subordinate court would not be binding on another subordinate court. We do not want further appeals, but at the same time we want that there should be provision for revision before the High Court so that there may be one precedent before all courts of law on disputed questions. Hence my amendment.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Clause 29 deals with an appeal from a final order of the Controller. An appeal has been provided in the Court of the Chief Judge of the Small Causes or the District Judge. There is no provision for a second appeal. Second appeals are governed by section 100 of the Civil Procedure Code. Section 100 has not been made applicable to a case of an appeal from an order of the Controller. Sir, it says "save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the High Court from every decree." The order of the Controller is not a decree passed in appeal by any court subordinate to such High Court. The Controller is not a court at all. Therefore, there cannot possibly be any appeal to the High Court from an order which was originally made by the Controller.

Then, Sir, with regard to revision, section 115 of the Civil Procedure Code applies to all cases of revision. I will read it out to my friend. "The High Court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to such High Court and in which no appeal lies thereto and if such subordinate court appears to have exercised its jurisdiction, etc., the High Court may make such order in the case as it thinks fit." Therefore section 115 applies in all its force and the High Court has certainly the power to call for the records in an appeal pending before the Chief Judge of the Small Causes Court or a District Judge from an order made by the Rent Controller. Therefore no further provision need be made.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 29(2), line 1, for the figure "30" the figure "60" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that the following proviso be added to clause 29(2), namely:—

"Provided that the time requisite for obtaining certified copy of the order shall be excluded.",

was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri that the following proviso be added to clause 29(2), namely:—

"Provided that in computing such time, the time required for the supply of the certified copy of the relevant order shall be excluded.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—41.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Jogendra Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushan
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—114.

Abdullah, Janab S. M.
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sj. Pulin Behari
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra

Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 41 and the Noes 114, the motion was lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri that in clause 29, after sub-clause (4), the following words be added, namely:—

"From any order made in such appeal no further appeal shall lie but the High Court may revise the order under section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908."

was then put and lost.

The question that clause 29 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 30

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that after clause 30(2), the following new sub-clause be added, namely:—

"(2A) Any landlord, who in contravention of the provisions of the sub-section (1) of section 8 accepts any amount more than the fair rent shall, on the complaint of the tenant made to the Controller, be liable to a fine which may extend to one thousand rupees."

Sir, I beg to move that in clause 30(3), lines 1 to 3, the words beginning with "any tenant" and ending with "made to Controller, and" be omitted.

Sir, I beg to move that in clause 30(3), line 4, for the words "that section" the words and figures "section 14" be substituted.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that in clause 30(5), line 6, for the words "one thousand rupees" the words "twice the amount of rent calculated on a period of 30 days" be substituted.

Sir, I beg to move that in clause 30(5), line 6, for the words "one thousand rupees" the words "five times the monthly rent" be substituted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 30(5), line 6, for the word "thousand" the word "hundred" be substituted.

Mr. Speaker: Dr. Bhattacharya, you may speak on your amendments.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ৩০নং ধারাতে যে প্রভিশন দেওয়া হয়েছে এই ধারাটা ভাল করে পড়লে দেখা যাবে যে বাড়ীওয়ালার উপর এই প্রভিশন যেভাবে প্রযুক্ত করা হয়েছে, ভাড়াটিয়াদের উপর তারচেয়ে বেশী প্রযুক্ত করা হয়েছে। আমার সংশোধনীর দ্বারা আমি প্রথমে বলতে চেয়েছি যে, যে যে জায়গায় বাড়ীওয়ালা কোন অন্যায় করা সত্ত্বেও তার কোন সাজার নির্দেশ নেই সেই সেই জায়গায় বাড়ীওয়ালার উপর যাতে কিছু সাজার ব্যবস্থা থাকে তার নির্দেশ এই আইনের মধ্যে দিয়ে দেওয়া উচিত। আমার প্রথম সংশোধনী হচ্ছে যে, যদি কোন বাড়ীওয়ালা ফেয়ার রেন্টএর চেয়ে বেশী ভাড়া নেয় তাহলে তাকে কোনরকম সাজা দেবার বন্দোবস্ত এর মধ্যে নেই। সেইজন্য আমি এই ধারাটার সংগে একটা নতুন ধারা যোগ করে দিতে চাই, একটা প্রভিসন করে দিতে চাই—

"Any landlord who in contravention of the provisions of the sub-section (1) of section 8 accepts any amount more than the fair rent shall, on the complaint of the tenant made to the Controller, be liable to a fine which may extend to one thousand rupees".

সেদিন যখন প্রথম পর্যায়ের আলোচনা হয়, তখন আমি এটা উল্লেখ করেছিলাম এবং মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন, হ্যাঁ ফেয়ার রেন্টএর বেশী যদি কোন বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে নেয় তাহলে তার শাস্তি বিধান করা উচিত এবং তার প্রভিশন এই আইনের মধ্যে আছে। কিন্ত তা আমি এই আইনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। আমার মনে হয় এদিক দিয়ে যেমন ফেয়ার রেন্ট করা হয়েছে তা বাড়ীওয়ালাদের মুখের দিকে চেয়ে করা হয়েছে, ভাড়াটিয়াদের মুখের দিকে চাওয়া হয় নি, তার উপরেও যদি কোন বাড়ীওয়ালা ফেয়ার রেন্টএর বেশী নেয় তাহলে তাকে সাজা দেবার বন্দোবস্ত করা উচিত—কিন্তু তা হয় নি।

আমার দ্বিতীয় সংশোধনীর দ্বারা বলতে চাই যে, সাব-টেন্যান্সী যারা দেবে ল্যান্ডলর্ডএর অনুমতি ব্যতিরেকে, তাদের সাজা দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। স্পীকার মহাশয়, এই সাব-টেন্যান্সি দেবার জন্য ল্যান্ডলর্ডএর পারমিশন ব্যতিরেকে ১৩নং ধারার ১নং উপধারায় (এ) সেকসনএ বলা হয়েছে যে এমন কোন ভাড়াটিয়া যদি সে সাব-টেন্যান্সি দেয় তাহলে তাকে উচ্ছেদ করা হবে। সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি তাকে উচ্ছেদই করা হয় তবে আবার তার সাজার নির্দেশ কেন দেওয়া হচ্ছে। এটা প্রথমতঃ কন্ট্রাডিক্টরী বলে মনে হয় এবং আইনের দিক দিয়েও সংগত নয়, যদি একটা ভাড়াটিয়া সাব-টেন্যান্সী দেয় তাহলে এই আইনের ১৩ ধারা অনুসারে উচ্ছেদ করা হবে, সে আর ভাড়াটিয়া থাকতে পারবে না তার উপর যদি আবার সাজা দেবার বন্দোবস্ত থাকে তাহলে সেটা অত্যন্ত বেআইনী হবে এবং অন্যায় হবে। সেইজন্যই আমি আমার সংশোধনীতে বলেছি—

"Any tenant who contravenes the provisions of sub-section (1) of section 14, shall, on the complaint of the landlord, made to the Controller—"

এই পোর্শানটা বাদ দেওয়া হক। এবং আর একটা জায়গায় আমি আমার সংশোধনী দিয়েছি সেটা ৩০নং ধারার ৫নং উপধারায় যে, যদি কোন সাব-টেন্যান্ট বা টেনান্ট নোটিস দেয় সেকসন ১৬র ১ উপধারা ও ২ উপধারা অনুসারে নোটিস দিতে ভুল করে বা ফেল করে তাহলে তাদের হাজার টাকা পর্যন্ত ফাইন হবে। এটা অত্যধিক বেশী। হাজার টাকা নির্দেশ দেবার কোন প্রয়োজন নেই। এটা ১০০ টাকা হওয়া উচিত। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করবেন।

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

স্পীকার মহাশয়, কানাইবাবু যা বলে গেলেন সেটার সমর্থন করে আমি বলছি যে এখানে এক হাজার টাকা ফাইন হিসাবে ধরা হয়েছে সেই জায়গায় আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে এটা ফাইভ টাইমস অব দি মান্থলী রেন্ট করা হোক। এখানে হাজার টাকা যেটা বলা হয়েছে সেটা অত্যন্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। কারণ অনেক ক্ষেত্রে হয়তঃ ইগনরেন্সএর জন্য একটা কথা বুঝতে পারলো

না, সেটা ধরে নিয়ে টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডএ এইসব মধ্যবিত্ত ভাড়াটিয়া, যারা ৩০ টাকা বাড়ী ভাড়া দেয় তাদের হাজার টাকা জরিমানা করছেন। এক দিকে যত রকমভাবে উচ্ছেদ করা যায় তার ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে করে রেখেছেন, তার উপর শেষ পরিণতি হিসাবে অন্যায় করে জরিমানা ধার্য করা হচ্ছে। এতে সত্যিকারের ভাড়াটিয়াদের সর্বনাশ হবে। সেইজন্য এই এক হাজার টাকা ফাইন এটা একেবারেই অযৌক্তিক। এই প্রশ্ন বাদ দিয়ে এমন একটা এ্যামাউন্ট ধার্য করা উচিত যেটা সত্যই তারা দিতে পারবে এবং যুক্তিসঙ্গত হবে। সেই হিসাবে আমি বলছি ফাইভ টাইমস অব দি মান্থলী রেন্ট—এইটা এই বিলে গ্রহণ করা উচিত। এখানে এ পর্যন্ত যতগুলি ধারা পাস হয়েছে তার মধ্যে এই জরিমানা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে প্রকৃতপক্ষে ভাড়াটিয়াদের সর্বনাশ হবে। এখানে যখন সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন অব সোসাইটির কথা বলা হয় তখন যে ৫০০ টাকা বাড়ী ভাড়া দেবে তারও এক হাজার টাকা জরিমানা হবে আর যে ৩০ টাকা বাড়ী ভাড়া দেয় সেও এক হাজার টাকা জরিমানা দেবে—এটা অসম্ভব ও অযৌক্তিক ব্যাপার। সেইজন্য এই এ্যামাউন্টটা এইভাবে রাখা উচিত বলে মনে করি। এটা অত্যন্ত ন্যায্য জিনিষ। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এটা গ্রহণ করবেন।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, this is the clause which provides for imposition of penalty and the provisions are—whoever contravenes section 5 shall be liable to pay in case of salami, etc. on the first occasion a fine which may extend to five times the amount of the consideration in excess of the fair rent and on subsequent occasions ten times the amount. For contravention of clause 5(b) where he has received more than a month's rent, he will be fined two times the amount claimed or received on the first occasion and four times the amount on subsequent occasions. It further provides that whoever contravenes section 6, i.e., provisions as regards furniture, a fine will be imposed on him equal to twice the value of the furniture on the first occasion and, on subsequent occasions, a fine equal to four times the value of the furniture. Then it further provides that any tenant who contravenes section 14(1), i.e., subletting, shall be punished with a fine up to Rs. 100 only on the first occasion and a fine up to Rs. 200 on subsequent occasions. That is, if he in contravention of the provisions of the Act sub-lets, then he will be fined Rs. 100 on the first occasion and Rs. 200 on subsequent occasions. Any tenant who contravenes section 15, i.e. receives any consideration for relinquishment of his tenancy, will be likewise fined up to Rs. 100 on the first occasion and up to Rs. 200 on subsequent occasions.

My friend Dr. Kanailal Bhattacharya has said that any landlord, who in contravention of section 8(1), accepts more than fair rent, should be made liable to pay a fine of Rs. 1,000. This is unnecessary in view of the provision of clause 5 which forbids receipt of any consideration in excess of one month's rent or any salami. Clause 6 also protects the tenant. It provides that no landlord shall regain any person to purchase any furniture in the premises as a condition for the grant, renewal or continuance of the tenancy. Provision has been made that if there is a breach of any of these provisions, then a fine will be imposed on him. Clause 7 provides for refund of any sum which the landlord has accepted but which he is not permitted to accept according to the provisions contained in the Bill.

My friend says that if the landlord has accepted any sum which is not a fair rent, then a fine of Rs. 1,000 should be imposed on him. We have made elaborate provisions for fixing fair rent. Fair rent may be a matter in dispute. There may be a bona fide dispute as regards fair rent. Therefore, Sir, the penalty which my friend seeks to impose is rather drastic. We have provided that where there is a dispute, fair rent may be determined. We have provided further in clause 12 that the tenant will be entitled to recover if he has paid any sum in excess of the fair rent. Elsewhere we have provided for imposition of a fine up to Rs. 1,000 on the landlord.

My friend Mr. Ghosal has suggested a penalty of five times the monthly rent. I submit that the provision made in the Bill is fair and reasonable. *Sir, my friends ought to remember that a maximum penalty has been prescribed in this clause. The officer convicting the person concerned* need not impose the maximum penalty. Where, for instance, the limit of penalty is Rs. 1,000, he may impose a fine of Rs. 5 or Rs. 10. So, the maximum penalty prescribed need not worry my friends. That is the limit of the penalty which may be imposed—the fine actually imposed is bound to be much less in most cases.

[5-40—5-50 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Does the Minister think that imposition of Rs. 1,000 fine for the landlord is drastic and Rs. 1,000 for the tenant is quite rational?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Yes. It depends on the condition.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that after clause 30(2), the following new sub-clause be added, namely:—

> "(2A) Any landlord, who in contravention of the provisions of the sub-section (1) of section 8 accepts any amount more than the fair rent shall, on the complaint of the tenant made to the Controller, be liable to a fine which may extend to one thousand rupees",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—39.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Jogendra Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—114.

Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra

Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sj. Pulin Behari
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Mahitosh
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 39 and the Noes 114, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 30(3), lines 1 to 3, the words beginning with "Any tenant" and ending with "made to Controller, and" be omitted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 30(3), line 4, for the words "that section" the words and figures "section 14" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 30(5), line 6, for the words "one thousand rupees" the words "twice the amount of rent calculated on a period of 30 days" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 30(5), line 6, for the words "one thousand rupees" the words "five times the monthly rent" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—39.

Bagdi, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra

NOES—115.

Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Jogendra Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banorjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Oha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sj. Pulin Behari
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Mahitosh
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda

Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 39 and the Noes 115, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 30(5), line 6, for the word "thousand" the word "hundred" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 30 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 31

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I move that in clause 31, line 7, after the words "of such premises" the words "or does or causes to be done any act which has the effect of disturbing the normal supply or service of the premises" be inserted.

I also move that the following Explanation be added to clause 31, namely:—

"Explanation.—Supply or service includes supply of both filtered and unfiltered water, electricity, lights in passages and on staircases, litfs and conservancy or sanitary service."

আমাদের অভিজ্ঞতা এই কথা বলে যে বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের মধ্যে ঝগড়ার প্রধান কারণ হিসেবে দেখা যায় ভাড়া ছাড়া অন্যান্য যেসমস্ত জিনিষ যেমন জল, আলো, সিঁড়ি ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে ভাড়াটিয়াদের জব্দ করার জন্য জল কেটে দিয়েছে, আলোর লাইন কেটে দিয়েছে ইত্যাদি। অর্থাৎ যাকে বলে নর্ম্যাল সাপ্লাই অর সার্ভিস যা কিছু তাকে ডিস্টার্ব করা। আগের আইনে ছিল এইরকম অন্যায় কাজ করলে ম্যাজিস্ট্রেটএর কাছে দরখাস্ত করলে ম্যাজিস্ট্রেট সাজা দেবেন। আমার মনে হয় যেসমস্ত আনস্ক্রুপুলাস বাড়ীওয়ালা আছে যারা এইভাবে ভাড়াটিয়াদের হ্যারাস করেন তাদের অপরাধগুলিকে কগনিজেবল অফেন্স বলে গ্রহণ করা উচিত। যে মুহূর্তে ভাড়াটিয়া কমপ্লেন করবে সেই মুহূর্তে বাড়ীওয়ালাকে চূড়ান্তভাবে সাজা দেওয়া দরকার। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যখন টাইফয়েড রোগে ভুগছি তখন আমার বাড়ীওয়ালা জল বন্ধ করেছিল; কর্পোরেশনএ ধর্না দিয়ে বালতি বালতি জল ২০০ হাত দূর থেকে এনে জামাকাপড় পরিষ্কার করতে হয়। জল সাপ্লাইএর ব্যাপারে বাড়ীওয়ালা বল্ল করপোরেশন জল দেয় না তাই আমি জল দিতে পারি নি। অথচ বাড়ীওয়ালা লাইন ট্যাপ করে জল বের কোরে নিচ্ছে। অথচ আমরা এক ফোঁটা জল পেলাম না। এই আপনাদের সোস্যালিস্টিক প্যাটার্নএর নমুনা।

[5-50—6 p.m.]

তার ঐ উঠান ধুতে সকালে যাকে বলে রাম বালতি তার ৬০ বালতি জল লাগে। আর আমাদের স্নান খাওয়ার জন্য এক বালতি জলও পাওয়া যায় না। এইরকম যে অবস্থা সেখানে একজেমপ্লারী পানিশমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

আমার সংশোধন প্রস্তাব দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ইন্টারফেয়ারেন্স শুধু নয় কোন ডাইরেক্ট ইন্টারফিয়ারেন্স বা এমন কোন কাজ করবে যার দ্বারা ডিস্টার্বিং সাপ্লাই এ্যান্ড সার্ভিস হবে, সে ক্ষেত্রে এই পানিশমেন্ট হওয়া দরকার। যে কথা বললাম সে বললো আমি ইন্টারফেয়ারেন্স করি নি, আমি কেবল জল নিয়েছি। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে যেখানে আলো জল নিয়ে এ্যাকচুয়ালী ডিস্টার্ব করছে সেখানে একটা পিউনিটিভ মেজার থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

তারপর ১৯৫০ রেন্ট কন্ট্রোল এ্যাক্টএ আছে সাপ্লাই এ্যান্ড সার্ভিস বলতে কি কি বোঝায়। কিন্তু এখানে তার কিছু নাই। তবে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সার্ভিস এ্যান্ড সাপ্লাই বলতে কি বোঝায়, সেটা তাঁর এক্সপ্লানেশনএ দিয়েছেন—

Supply or service includes supply of both filtered and unfiltered water, electricity, lights in passages and on stair cases, lifts and conservancy or sanitary service.

এই জিনিষগুলি যদি না দেওয়া থাকে, তাহলে কেবলমাত্র সাপ্লাই এ্যান্ড সার্ভিস কোথায় যার কোন সংজ্ঞা নাই এই আইনের মধ্যে সেটা ভঙ্গ করলে কি সাজা তাঁরা দেবেন? সে বললো আমি কোন সাপ্লাই অর সার্ভিস বন্ধ করি নাই। কাজেই পরিষ্কার করে এর একটা সংজ্ঞা দিয়ে দেওয়া দরকার। ১৯৫০ সালের আইনে সাপ্লাই এ্যান্ড সার্ভিস বলতে কি বোঝায়, তেমনি একটা সংজ্ঞা এখানে সংযোজিত করা দরকার।

মোট কথা, আমার বক্তব্য হচ্ছে যেসমস্ত বাড়ীওয়ালা ভাড়াটেকে এইরকমভাবে হ্যারাস করে আলো কেটে দিয়ে, জল বন্ধ করে দিয়ে ও অন্যো নানাভাবে, তাদের চূড়ান্তভাবে শাস্তি দেবার কোন ব্যবস্থা এই আইনে সংযোজিত হোক -এই দাবী আমি করি।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: My friend Sj. Subodh Banerjee has put "Udo's pindi on Budo". This clause relates to penalty for disturbing easement. It provides "Whoever, without the previous written consent of the Controller or, save for the purpose of effecting repairs or complying with any municipal requisition, wilfully disturbs any easement etc." This is a provision in favour of the tenant and my friend ought to be pleased that we have provided for a punishment by way of imposition of fine up to Rs. 1,000, on the landlord. With regard to the amenities, it entirely depends on the terms and conditions of the agreement that is what amenities are included in it. Clause 34 deals with essential services and so on. It deals with measures for the due maintenance in the process of supply of water, gas, electricity, etc. I, therefore, oppose the proposed amendments.

The motions of Sj. Subodh Banerjee that in clause 31, line 7, after the words "of such premises" the words "or does or causes to be done any act which has the effect of disturbing the normal supply or service of the premises" be inserted; and that the following Explanation be added to clause 31, namely:—

"Explanation.—Supply or service includes supply of both filtered and unfiltered water, electricity, lights in passages and on staircases, lifts and conservancy or sanitary service."

were then put and lost.

The question that clause 31 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New clause 31A

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that after clause 31, the following new clause be inserted, namely:—

"31A. (1) No landlord either himself or through any person purporting to act on his behalf shall do anything which is a nuisance or annoyance to the tenant.

(2) Any landlord who contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction in a Criminal Court, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine up to rupees five hundred or with both.".

Sj. Subodh Banerjee:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, এই ৩১ ধারার পর আর একটা ধারা সংযোজন করবার কথা বলছি। খানিকটা আগে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে এই আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাড়াটের ভাল করা। আমি আবার দেখাবো যে কি রকম করে তিনি বাড়ীওয়ালার স্বার্থ রক্ষা করছেন, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে কি করে মন্ত্রীমহাশয় বসান জানি না। আমি বলছি পেনাল্টীর ক্ষেত্র। ২৯ ধারায় আলো এবং জল প্রভৃতি বন্ধ করলে কি পেনাল্টী হয় সে কথা বলেছেন। আমার সংশোধন প্রস্তাবে বলেছি কি পেনাল্টী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে। আর আমার সংশোধন প্রস্তাব উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে হলো! ওখানে স্পীকার মহাশয় বসে আছেন ইররেলিভ্যান্ট হলে তো তিনি আউট

অব অর্ডার করে দিতেন। এটা যদি তিনি উদোর পিণ্ডি বলতে বুধোর ঘাড়ে বলে মনে করে থাকেন, তাহলে এটা তাঁর বুদ্ধির বৈকল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মস্তিষ্কে কিছু দিমাক কম আছে বলতে হবে।

আপনি দেখবেন, স্পীকার মহাশয়, ভাড়াটে উচ্ছেদ করবার ক্ষেত্রে ১৩(১) উপধারা (ই) ক্লজএ বলছেন, ভাড়াটে উচ্ছেদ করবার যেসমস্ত সর্ত দেওয়া আছে সেখানে (ই) ক্লজএ বলেছেন—
"when the tenant or any person residing in the premises has been guilty of conduct or commits nuisance or annoyance to the neighbour including the landlord"—
কোন ভাড়াটের ব্যবহার বাড়ীওয়ালার কাছে যদি নুইসেন্স অথবা এ্যানয়েন্সএর কারণ হয়, তাহলে সেই ভাড়াটেকে উচ্ছেদ হয়ে যেতে হবে। আমি উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি এই নুইসেন্স এ্যান্ড এ্যানয়েন্সএর কারণ হতে পারে যদি ভাড়াটে জোর শব্দ করে মুখ ধোয়—
That becomes an annoyance to the landlord
কাজেই এই রকমে ভাড়াটের ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে ল্যান্ডলর্ড তাকে উচ্ছেদ করতে পারবে। কিন্তু যে ল্যান্ডলর্ড ভাড়াটের অসুবিধার সৃষ্টি করবে, সেই ল্যান্ডলর্ডএর পানিশমেন্টএর কি ব্যবস্থা আপনি করেছেন? বিচারক হয়ে বসে আছেন মন্ত্রীমহাশয় একদিকে ভাড়াটে, আর একদিকে বাড়ীওয়ালা। সেখানে ভাড়াটে উচ্ছেদ হয়ে যাবে যদি তার কন্ডাক্ট কখনো ক্রীয়েটস এ্যান এ্যানয়েন্স অথবা ইনকনভিনিয়েন্স টু দি ল্যান্ডলর্ড। কিন্তু ল্যান্ডলর্ডএর কন্ডাক্ট যদি ভাড়াটের পক্ষে এ্যানয়েন্স এ্যান্ড ইনকনভিনিয়েন্স হয়, তাহলে তার কি পেনাল্টী দিবেন—তার কথা কোথাও উল্লেখ নাই। তাই আমি বলছি—
"no landlord either himself or through any person purporting to act on his behalf shall do nothing which is annoyance or nuisance to the tenant কিন্তু যদি কোনও landlord who contravenes the provisions of sub-section (1) shall on conviction in a Criminal Court, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine up to rupees five hundred or with both".
ভাড়াটেকে যেমন উচ্ছেদ করে সাজা দিয়েছেন, তেমনি যদি নিরপেক্ষতার কথা বলেন, তাহলে বাড়ীওয়ালার বেলায় ও একটা সাজার ব্যবস্থা করুন। সেইজন্য আমার এই প্রোভাইসো। তৃতীয় পক্ষের কোন নীতি অনুসারে এক পক্ষকে সাজা দেবার ব্যবস্থা করেছেন, আর অন্য পক্ষকে ছেড়ে দিয়েছেন? আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এর জবাব দিবেন।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I congratulate my friend on his wisdom and I confess that I do not posses wisdom which he claims. This has nothing to do with clause 13. The general law applies to any case where a person commits nuisance. Therefore, if a person commits nuisance redress can be had under the general law. In the case of a tenant, we have provided that the tenant may be evicted if he creates nuisance affecting other tenants in the house or persons in the neighbourhood but the general provision regarding punishment in case of nuisance is still available to the tenant as against a landlord. I oppose the amendment proposed.

[6—6-15 p.m.]

The motion of Sj. Subodh Banerjee that after clause 31, the following new clause be inserted, namely:—

"31A. (1) No landlord either himself or through any person purporting to act on his behalf shall do anything which is a nuisance or annoyance to the tenant.

(2) Any landlord who contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction in a Criminal Court, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine up to rupees five hundred or with both.",

was then put and lost.

(At this stage the House was adjourned for 15 minutes.)

[*After adjournment.*]

[*6-15—6-25 p.m.*]

Clause 32

The question that clause 32 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 33

The question that clause 33 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 34

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 34(1), line 13, after the word "essential" the words "within the time mentioned in the notice" be added.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 34(2), line 3, for the word "reasonable" the word "week's" be substituted.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 34(2), line 3, for the words "reasonable time" the words "the time mentioned in the notice" be substituted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that in clause 34(2), lines 15 and 16, the words "or otherwise recover it from the landlord" be omitted.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Sir, I beg to move that for sub-clause (3) of clause 34, the following sub-clause be substituted, namely:—

"(3) Notwithstanding anything contained in this Act or in any law for the time being in force or any agreement to the contrary it shall be the duty of every landlord to keep the premises let out by him wind and watertight and to duly maintain therein the supply of water, gas or electricity, the conservancy and sanitary services and the proper and regular use of lift. If the landlord fails to do so the provisions of sub-section (1) and sub-section (2) shall apply but without the limitation referred to in sub-section (2) as to the amount to be deducted or recovered."

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 34(3), line 2, the words "in the absence of" be omitted.

I also beg to move that in clause 34(3), line 5, after the word "watertight" the words "and to maintain therein due supply of water and conservancy and sanitary services" be inserted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that in clause 34(3), lines 6 to 11, the words beginning with "In such a case" and ending with "this Act" be omitted.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the followng Explanation be added to clause 34(3), namely:—

"Explanation.—The words 'wind and watertight' shall include the whitewashing of the inner surface of the walls and ceiling of premises and painting of doors and windows thereof at least once in every two years."

আজকে আমি সব কটা মুভ করলাম। ৩৫১নং যে এ্যামেন্ডমেন্ট—এখানে ছাপায় যেটা আছে ভায়ার সাপ্লাই অব ওয়ার সেটা ছাপতে ভুল হয়েছে, সেটা হবে ডিউ সাপ্লাই অব ওয়াটার।

মিঃ স্পীকার স্যার, ৩৪নং ধারায় বলেছে যে যদি কোন ভাড়াটে কন্ট্রোলারের কাছে দরখাস্ত করেন বাড়ী সারান, বা জলসরবরাহ বা ইলেকট্রিক প্রভৃতি দেওয়ার ব্যাপারে তাহলে কন্ট্রোলার বাড়ীওয়ালাকে বাধ্য করতে পারবেন—সেই জিনিষ বলা হচ্ছে। এতে ফাঁক যেটা থেকে গেছে সেইটা দূর করতে চাই। কতদিনের মধ্যে বাড়ীওয়ালা এই কাজ করবেন এই কথা এখানে কোথাও উল্লেখ নাই, আমার বক্তব্য যখন কন্ট্রোলার নোটিস দেবেন বাড়ীওয়ালার উপর ঐ সমস্ত কাজ করার জন্য তখন সেই নোটিসে একটা তারিখ দেওয়া থাকবে যে তারিখের ভিতর বাড়ীওয়ালাকে মেরামত, জলসরবরাহ প্রভৃতি কাজ করতে হবে। এটা ভেগ রাখার কোন মানে হয় না। কারণ যদি সময় দেওয়া না থাকে তাহলে বাড়ীওয়ালার উপর কোন চাপ দিতে পারবেন না। তাই আমি মনে করি এই পরিবর্তন প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, ৩৪নং ধারার ২নং উপধারায় ২নং লাইনে যে রিজনেবল টাইমএর কথা বলা হয়েছে, এই রিজনেবল টাইম কথাটা অত্যন্ত ভেগ। নোটিশে যে সময় দেওয়া থাকবে—উইদিন দি টাইম মেনশানড ইন দি নোটিশ—সেই সময়ের মধ্যে বাড়ীওয়ালাকে কাজ শেষ করতে হবে—এই নীতি গ্রহণ করা দরকার। কন্ট্রোলারের নোটিশে রিজনেবল টাইম প্রভৃতি বিষয়ে লেখা থাকবে। তাতে কোন রকম ফাঁক রাখার যুক্তি থাকতে পারে না। সুতরাং আমার ৩৪৪নং সংশোধনটা এই।

৩৫০নং সংশোধন প্রস্তাব আর একটু গুরুতর। ৩৪নং ধারার ৩নং উপধারায় বলছে—

"Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force and in the absence of any agreement to the contrary, it shall be the duty of every landlord to keep any premises let out for residential purposes wind and watertight—"

এতে ইন দি এ্যাবসেন্স অব এই কথা বাদ দিতে চাইছি। কেন না ভাড়াটের কাছ থেকে বাড়ী-ওয়ালা লিখিয়ে নিলে আপাততঃ বাড়ী সারাতে পারব না এবং এই আনইকোয়াল টার্মস অব এগ্রীমেন্ট লিখিয়ে নিয়ে ভাড়াটেকে অসুবিধায় ফেললে। বৃষ্টি পড়বে, বাড়ী ওয়াটার টাইট হবে না, অথচ বাড়ীওয়ালার কিছুই করতে পারবেন না। সেইজন্য ইন দি এ্যাবসেন্স অব কথাটা তুলে দেওয়া দরকার। যে বাড়ীওয়ালা আর ভাড়াটের সঙ্গে যে এগ্রিমেন্ট থাক না কেন সেই ভাড়াটেকে যেন বাড়ীওয়ালা অসুবিধায় না ফেলতে পারে। বাড়ী ভেঙ্গে রইল, দোর জানালা খোলা রইল—এ অবস্থা থাকা উচিত নয়। যে মুহূর্তে বাড়ী ভাড়া দিয়েছে সেই মুহূর্তে ভাড়াটের ঐটুকু মিনিমাম সুবিধা বাড়ীওয়ালাকে দিতে হবে। আমি ত বেশী কিছু চাইছি না। বাড়ীটা উইন্ড এ্যান্ড ওয়াটার টাইট হয় এ সুবিধাটুকু ত ভাড়াটেকে দিতে হবে। তা না দিলে বৃষ্টি পড়ছে, দরজা জানালা নাই—কি কোরে প্রটেকশন হতে পারে? সেইজন্য ইন দি এ্যাবসেন্স অব বাদ না দিলে কিছুই করতে পারেন না। যেহেতু আনইকোয়াল টার্মস অব এগ্রীমেন্ট বাড়ীওয়ালা করে নেবে সেইজন্যই আমি "ইন দি এ্যাবসেন্স অব" কথা বাদ দিতে বলছি।

তারপরে সর্বশেষে উইন্ড এ্যান্ড ওয়াটার টাইট কথা লেখা থাকলেও আমি দেখেছি তা করে না। তা ছাড়া ঘরের ভিতর দিককার দেওয়ালগুলো হোয়াইটওয়াশ করা, বা দরজা জানালা রং করার কোন বিধান আমরা করি নি। সেক্ষেত্রে পরিষ্কার কোরে বলা দরকার—

"The words 'wind and watertight' shall include the whitewashing of the inner surface of the walls and ceiling of the premises and painting doors and windows thereof at least once in every two years."

দু বছরে অন্ততঃ একবার হোয়াইটওয়াশ করুক। সুতরাং উইন্ড এ্যান্ড ওয়াটার টাইট কথা হোয়াইটওয়াশিং, পেন্টিং প্রভৃতি জিনিষগুলো ইনক্লুড করা দরকার বলে মনে করি। এই জিনিস মন্ত্রীমহাশয়ের গ্রহণ করা উচিত।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! এই ক্লজে বাড়ীওয়ালা ভাড়াটের উপর যদি কোনরকম জুলুম করে তার প্রতীকারের কিছু বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে একটু ফাঁক রয়ে গেছে, যার ভিতর দিয়ে ভাড়াটে যেটুকু সুবিধা পাবে সেটুকু ডান হাতদিয়ে দিয়ে মন্ত্রীমহাশয় বাঁ হাত দিয়ে কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম কথা, এখানে সময়ের কোন নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয় নি যে এই সময়ের মধ্যে করে দিতে হবে। এই বিলটার সমস্ত জায়গায় দেখতে পাচ্ছি মন্ত্রীমহাশয় ১৫ দিন, ২১ দিন, এক মাস, পাঁচ মাস সময় বেঁধে দিয়েছেন। এখানে লিখে দিয়েছেন রিজনেবল টাইম। আমরা যদি এই ধরনের এমেন্ডমেন্ট দিতাম তাহলে, স্পীকার মহাশয়, আপনি ভেগ বোলে সেটা আউট অব অর্ডার কোরে দিতেন। কিন্তু এখানে এই ক্লজটা আউট অব অর্ডার হয় নি। সেখানে রিজনেবলএর জায়গায় আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলব আপনি যেকোন সময় নির্দেশ কোরে দিন। আমি এখানে এক সপ্তাহ সময় নির্দেশ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি।

আমি আমার ২য় সংশোধন ৩৪৭নংতে বলতে চেয়েছি যে ৩৪নং ধারার ৩নং উপধারার শেষ কয়েকটা লাইন বাদ দেওয়া হউক।

[6-25—6-35 p.m.]

আমার তৃতীয় সংশোধনীতে আমি বলতে চেয়েছি এই ৩৪নং ধারার ৩নং উপধারার শেষ কয়েকটি লাইন বাদ দেওয়া হক। স্পীকার মহাশয়, এই ৩নং ধারায় বলা হয়েছে যদি কোন বাড়ী উইন্ড এ্যান্ড ওয়াটার টাইট না হয় তাহলে কন্ট্রোলার ল্যান্ডলর্ডকে বাধ্য করবে এটাকে উইন্ড এ্যান্ড ওয়াটার টাইট করে দেবার জন্য। তারপর শেষে আবার কয়েকটি লাইন যোগ করা হয়েছে। বাড়ী যখন ভাড়া নেওয়া হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই দেখতে হবে যে ছাদ দিয়ে জল না পড়ে। যে বাড়ীর ছাদ দিয়ে জল পড়ে সেই বাড়ী বাসের উপযুক্ত নয়। যে বাড়ী ছাদ দিয়ে জল পড়ে সেই বাড়ীর ছাদ বাড়ীওয়ালা রিপেয়ার করলে আবার কেন বাড়ীর ভাড়া বেড়ে যাবে। এখানে ছাদের ফুটো মেরামত করে যদি সে কন্ট্রোলারএর কাছে দরখাস্ত করে সে মেরামত করতে এত খরচ হয়েছে তারজন্য বাড়ী ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হোক তাহলে ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং সেটাকে বলা হচ্ছে ফেয়ার রেন্ট, আমার বক্তব্য এটা অত্যন্ত অন্যায়। প্রত্যেক বাড়ীওয়ালার কর্তব্য হচ্ছে দেখা যে বাড়ীর ছাদ ভাল থাকে দরজাজানালা ফাটাফুটো থাকবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে আইনেও সেইরকম নির্দেশ থাকবে—এইটাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি। সেইজন্য এই একটা লাইন বাদ দিয়ে দেওয়া হউক।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Sir, I shall speak on sub-clause 3 of clause 34. The provisions in this sub-clause appear to me to be self-contradictory and stupid. Sir, by this clause a duty is cast upon the landlord in the absence of any agreement to the contrary to keep any premises let out for residential purposes wind and watertight; that is what normally it should be. If a landlord lets out a house, at least if it is not thoroughly repaired, it must be wind and watertight. Thereafter it says that if the landlord fails to keep the house so let out by him wind and water tight, the tenant would have the right to apply under the provisions of sub-clauses 1 and 2 of this section so as to have the said house wind and watertight and in that event the tenant will be entitled to deduct from the rent the expenses to be incurred by him and to be confirmed by the Controller. And after that, Sir, it provides that on this being done the landlord will be entitled to increase the rent and such a rent should be deemed to be fair rent for the purposes of this Act. If the landlord has failed in his primary duty to make the room let out by him wind and watertight and if at the instance of the tenant he makes it wind and watertight, as a price for that the landlord will have a further increase in rent and such rent would be deemed fair rent for the purposes of this Act. Sir, nothing could be more fantastic. Further, Sir, this clause has been made applicable only for premises let out for residential purposes. What would happen to the

offices, what would happen to other quarters not used for residential purposes? There is some motive behind confining this only to residential purposes. Sir, this is inconsistent with the previous provisions of this section as enumerated in sub-clauses 1 and 2. The landlord gets the rent in lieu of the accommodation he lets and that accommodation must be fit for human habitation. When it is found not to be so, the tenant naturally must have the right to make it at the expense of the landlord fit for human habitation. When that is done, how can an occasion arise for the landlord to claim more rent from the tenant, and in supersession of all the previous provisions in this clause such enhanced rent would be deemed to be fair rent under the provisions of this Statute. Sir, I have accordingly brought an amendment to this effect: "Notwithstanding anything contained in this Act or in any law for the time being in force or any agreement to the contrary it shall be the duty of every landlord to keep the premises let out by him"—no question of agreement; that is the primary duty cast upon him; he cannot let out a room and at the same time realise rent unless the doors and windows are in proper repair; it is his duty to do it; that is why he is getting rent. My amendment is "Notwithstanding anything contained in this Act or any law for the time being in force or any agreement to the contrary it shall be the duty of every landlord to keep the premises let out by him wind and watertight"; I don't stop there as has been done in this clause; I go further and say "and to duly maintain therein the supply of water, gas or electricity, the conservancy and sanitary services and the proper and regular use of lift. If the landlord fails to do so the provisions of sub-section (1) and sub-section (2) shall apply"—that is, the tenant will be entitled to get it done—"but without the limitation referred to in sub-section (2) as to the amount to be deducted or recovered." In sub-section (2) it has been said that when the tenant furnishes the cost of a certain repair, the amount recoverable by the tenant shall not exceed one half of the rent payable by him for that year. So, if a tenant spends, say Rs. 600 and if the rent is Rs. 600 per year, he will only be entitled to recoup Rs. 300. Why? Why not the entire amount that he spends for the repairs which was the primary duty of the landlord? So, Sir, in this particular case what my amendment seeks to do is that this limitation should be wiped out. When the tenant spends the money according to the decision of the Rent Controller, in these circumstances he will be entitled to recover his money without any limitation referred to in sub-section (2) as to the amount to be deducted or recovered. My point is this it is due to the default of the landlord to take up the repairs that the tenant has to go to the Rent Controller and seek his shelter. When the Rent Controller thinks that really there was occasion for repairs and that the demand of the tenant was just and fair, only then he gives an order that such repairs should be executed. The tenant should in the first instance pay the cost of the repairs if the landlord does not do it. The tenant is out of pocket only for the default of the landlord.

[6-35—6-45 p.m.]

In spite of that the tenant will not be entitled to deduct the entire rent that is payable by the landlord Payment has been restricted to benefit the landlord to the extent that only half of the rent would be retained and half would be paid for the cost of repairs. This is very unfair and ugly so far as the poor tenants are concerned.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

আমার এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে. এই রিপেয়ার করলে—ক্লজ ১৪(২) তাতে আছে—টেন্যান্ট রিপেয়ার করবার পর সেই টাকা খাজনা থেকে বাদ যাবে.

"or otherwise recover it from the landlord"

এটা অমিট করার জন্য আমি এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি। সেই টাকাটা খাজনা থেকে বাদ যাবে। আগেকার যে আইন ছিল ১৯৫০ সালের তাতে এই বিধান ছিল। এইজন্য আমি বলি এতে তাদের হার্ডসিপ হবে। কেন না সব ল্যান্ডলর্ড যে বড়লোক তা নয়, গরীব ল্যান্ডলর্ডও আছে যারা সামান্য বাড়ী ভাড়া পায়। এইরকমভাবে তাদের উপর হার্ডসিপ হবে। সেই টাকাটা মাসে মাসে তার ভাড়া থেকে দেবে এটাই হচ্ছে আমার এ্যামেন্ডমেন্ট।

দ্বিতীয় এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে, সুধীরবাবু যেটা বলেছেন, যে বাড়ীটা ভাড়া নিল সেই বাড়ীটা এমন অবস্থায় রাখতে হবে যাতে ভাড়াটে সেখানে বাস করতে পারে, তার মানে জল পড়বে না, ঝড়ের সময় হাওয়া ঢুকবে না, ইত্যাদি। তা না হলে সে মাসে মাসে বাড়ী ভাড়া দেবে কেন? সেই রকম অবস্থায় যদি না রাখতে পারে তাহলে তাতে মেরামতের যে খরচা হবে সেই মেরামতের খরচা বাড়ীর মালিকের নিজের বহন করা উচিত। তা না করলে সে বাড়ী ভাড়া নেবে কেন? আবার বাড়ী মেরামত করলে তার জন্য বাড়ী ভাড়া বেড়ে যাবে, এই যে সর্তটা দেওয়া হয়েছে আমি বলি এটা মস্ত অন্যায়, অযৌক্তিক যাকে বলে ইনএকুইটি। এই সর্তটা বাদ দিয়ে দিন—

"In such a case, however, the landlord shall be entitled to apply to the Controller to revise the rent payable for the premises and to fix the fair rent after taking into consideration the cost of such repairs. Rent so fixed shall be deemed to be fair rent for purposes of this Act."

এই একটা লাইন বাদ দিয়ে দিলে এটা ঠিক হবে।

Sj. Biren Banerjee:

সভাপতি মহাশয়, আমি বলতে চাই এইজন্য যে উনি গোড়াতেই বলেছেন যে এই যে টেনান্সি বিল আনা হয়েছে এটা ভাড়াটেদের সুবিধা করার জন্য কিন্তু বারে বারে দেখা যাচ্ছে যে এই টেনান্সি বিলটা একমাত্র ল্যান্ডলর্ডদের সুবিধার জনাই আনা হয়েছে এবং সেই রকমভাবে এর সংজ্ঞা হওয়া উচিত ছিল। তা না হলে দেখুন তিনি এই ক্লজে যেটা রেখেছেন উইন্ড এ্যান্ড ওয়াটার টাইট, তার মানে কি? উইন্ড এ্যান্ড ওয়াটার টাইট, তিনি শুধু ঐটুকু বলে দিলেন এবং তা যদি না করে, তার বিরুদ্ধে কোন পেনাল্টি নেই এবং তারপরে আমার বাড়ীর ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, আমার একটা জানালা নেই, আমার বাড়ীর অন্য সব দিক ভেঙ্গে আছে, সেই সমস্ত জায়গা যদি আমি কন্ট্রোলারের কাছে দরখাস্ত করে মেরামত করে নেই, তাহলে তারজন্য ভাড়া বেড়ে যাবে। কি অসম্ভব কথা, এ কল্পনাও করা যায় না। আমি যে বাড়ী ভাড়া নেবো সেই বাড়ীটাকে অন্ততঃপক্ষে একটু বাসোপযোগী করে দিতে হবে। তিনি বাড়ীটা বাসোপযোগী করে দেবেন না, আমি দরখাস্ত করে, আমি নালিশ করে সেটাকে বাসোপযোগী করে নেব তাতে যে খরচ পড়বে—উনি আগে বলেছেন যে আজকাল বিল্ডিং মেটিরিয়ালসের দর বেশী, অমুক তমুকের দাম বেশী, প্ল্যান স্যাংশন করতে দেরী লাগে, অতএব তাকে তিন মাসের জায়গায় ছয় মাস সময় দিতে হবে, বা ছয় মাসের জায়গায় নয় মাস সময় দিতে হবে। এইসব কথা তিনি বলেছেন। বিল্ডিং মেটিরিয়ালস কিনে খরচা করে আমি হাজার টাকা মেরামত খরচ করলাম—নিজের গাঁট থেকে খরচ করলাম। হাজার টাকা যদি বাৎসরিক ভাড়া হয় আমি শুধু পাঁচশো টাকা রিটার্ন পাবো আর বাদবাকী টাকা আমি পাব না। কেন, যেহেতু আমি গরীব ভাড়াটে, তার বাড়ীতে ভাড়া আছি। মন্ত্রীমহাশয় হয়তঃ বলতে পারেন, বাড়ী ভাড়া নিও না। তিনি একথা বলতে পারেন যে যদি ঐ উইন্ড এ্যান্ড ওয়াটার টাইট না হয়, তাহলে সে জায়গা ভাড়া নেবে না। এ কথা যদি তিনি বলেন, এই যদি তাঁর যুক্তি হয়, তাহলে আমি বলবো আজকে কলকাতায় এবং তার পাশেপাশে বাড়ীর যে দুষ্প্রাপ্যতা আছে, সেদিকে একবার নজর দিলে মন্ত্রীমহাশয় কিছুতেই একথা বলতে পারবেন না। তাঁরা নিশ্চয় ভাঙ্গা বাড়ী, পচা বাড়ী ভাড়া নিতে বাধ্য হন কারণ তা না হলে বাড়ী পাবেন না।

[6-45—6-55 p.m.]

আমার রেন্ট দেবার যে ক্ষমতা আছে তার মধ্যে বেড়ে পাই না। বাড়ী যদি মেরামত করি তাহলে অর্ধেক খরচ শুধু আমরা পাব। বাড়ীওয়ালা বাড়ী ভাড়া পাবেন

মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে; ভাড়া না দিলে ডিফল্টার হব এটা ঠিক পাকাপাকি করেছেন। কিন্তু ল্যান্ডলর্ডকে যে জলের ব্যবস্থা করতে হবে, ভেন্টিলেশনএর ব্যবস্থা করতে হবে, আলোর ব্যবস্থা করতে হবে তার কোন পাকা ব্যবস্থা নেই। সেইজন্য আমি বলবো সুধীরবাবুর যে প্রস্তাব সেটা অত্যন্ত সঙ্গত। শুধু বসতবাড়ী নয়, অফিস কোয়ার্টার্সএ যে সমস্ত বাড়ী আছে তাও কভার হওয়া উচিত। সুবোধবাবু যে এক্সপ্লানেশন দিয়েছেন অথবা শ্রীযুক্ত জ্ঞানবাবু যে প্রস্তাব রেখেছেন সেগুলি ভাল করে বিবেচনা করে দেখা উচিত। আজকে ভাড়াটিয়ার অবস্থা দেখে যদি তাঁর কোন রকম বুদ্ধিবিবেচনা থাকে তাহলে আমার মনে হয় এই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবেন।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, the discussion on the question of repairs has proceeded on a total misconception of the law on the question of repairs. I read out to the members of this House the law on the subject as it has been interpreted by the present Chief Justice of India in his assertion on Mollas' Transfer of Property Act:

"The lessor is under no liability to repair in the absence of an express contract making him liable. Indeed, section 108(m) implies that the liability is that of the lessee. The law is the same in England for that law implies no convenant by the landlord to do repairs of any kind either at the commencement of the tenancy or during the term. Nor does it make any difference that the tenant has covenanted to repair 'wear and tear excepted' or given the landlord notice that the premises are in a dangerous condition. Indeed, in the absence of an express stipulation the lessor's entry for the purpose of repairs would be a trespass. The words in the section 'any repair which he is bound to make to the property' refer to an express covenant to repair. The onus of proving such a covenant is on the lessee." Then he proceeds and at another place says—he is discussing here section 108(t) and (m)—"This clause imposes the same obligation in the case of leases and section 108(o) requires the lessee to use the premises as a person of prudence would use them if they were his own. The lessee is liable for permissive waste and must keep the property in as good a condition as he found it and must yield up the property in the same condition, subject only to fair wear and tear and irresistible force." There are thus two implied convenants: (1) to keep in repair—these are lessee's covenant to keep in repairs—on which suits may be filed from time to time during the term and (2) to restore in repair, that is, in as good a condition as he found the property, on which convenant a suit can only be filed at the end of the term. Then I shall proceed to place before the House the provisions of this Clause. Sub-clause (1) provides this: "The Controller shall, on application, cause a notice to be served on the landlord requiring him to make repairs or take measures for the due maintenance of essential supply or service, such as water, gas or electricity, the maintenance of conservancy or sanitary service or the maintenance of any lift, as the landlord may be bound to make or take, as the case may be, under the conditions of the tenancy, or as the Controller may consider reasonable, when the conditions of the tenancy do not include any provision for repairs." Thus the first portion is almost a verbatim copy of the provision contained in the present Act. We have made an improvement in favour of the tenant in the second portion of the sub-clause, namely—where the conditions of tenancy contain no provision of repair, such repair "as the Controller may consider essential", that is to say, discretion has been given to the Controller to direct certain repairs to be undertaken by the landlord. Sub-clause (2) provides thus: If after the service of such notice the landlord fails to show proper cause or neglects to carry out repairs, the tenant may submit an estimate and apply for permission to repair. The Controller may, after giving the landlord an opportunity of being heard, order the tenant to make repairs and to deduct

the cost from the rent. It is provided that the amount thus deducted shall not exceed half the rent of the year, that is to say the tenant can appropriate six months' rent in a year for the repair which he has to carry out. Sir, the proviso in the present Act—I am referring to proviso to Section 38(2) —provides that the amount so deducted or recoverable in any year shall not exceed one-twelfth of the rent payable by the tenant for that year. In other words the present Act provides that where the tenant has carried out repairs, he will be entitled to deduct from the rent only one-twelfth of the annual rent towards the cost of the repair. We have provided in this Bill that the tenant will be entitled to retain or deduct or appropriate six months' rent in 12 months. It is further provided that where the repairs are necessary involving cost in excess of the limit, the tenant may make such repairs if he agrees to bear the excess cost. Then clause (3) states: "Notwithstanding anything contained in any law—that is to say notwithstanding the provisions of the Transfer of Property Act which I have just now read out to you—for the time being in force and in the absence of any agreement to the contrary, it shall be the duty of every landlord to keep any premises wind and watertight". Now the position is this: if there is no contrary agreement then although under the Transfer of Property Act it is the obligation of the tenant to keep the premises wind and water tight, it shall be the duty, according to this provision, of the landlord to keep the premises wind and water tight. Sir the expression 'in the absence of any agreement to the contrary' has been introduced for this reason: supposing a tenant enters into occupation of a premises which is in a rickety condition, the rent is assessed on the basis of the present condition of the premises, and he undertakes to carry out the repairs and to keep the premises wind and watertight, if this is a condition, or an agreement, or a term of the lease, then in such cases, of course, it will be the duty of the tenant to carry out such repairs. But if there is no such agreement, if there is no agreement under which the tenant is to keep the premises wind and watertight, then notwithstanding the provision in favour of the landlord contained in the Transfer of Property Act, the landlord shall keep the premises wind and watertight. My friend has criticised the provision that repair should be carried out within a reasonable time. Sir, 'reasonable time' connotes something very tangible in law. It has a well-known meaning and it will depend upon the nature of the work one has to carry out. I have no doubt that the Controller will exercise a certain amount of control as regards the period within which the repair should be carried out. One of my friends has suggested that it should be done within one week and another friend has suggested three months, but again I say it will depend upon the nature of work which is to be carried out, and I think we should reasonably leave it to the Controller to decide what should be the reasonable time.

One of my friends has suggested the following amendment: "Notwithstanding anything contained in this Act or in any law for the time being in force or any amendment, etc., it shall be the duty of every landlord to keep the premises wind and watertight and to duly maintain therein the supply of water" and so on and so forth. Sir, it all depends upon what the terms of the tenancy are—under what conditions the tenancy has been taken, i.e., when the landlord's house is taken by the tenant, what is the basis upon which the rent is fixed. As I have already explained, if there is no express contract to the contrary, it is the duty of the landlord to keep the premises wind and watertight. But if the tenant has contracted otherwise, if he has taken upon himself the burden of carrying out repairs in order to keep the premises wind and watertight, and if rent has been fixed

on that basis, then, of course, it is only right that the tenant should undertake that responsibility.

Sir, I oppose the amendments proposed by my friends.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 34(1), line 13, after the word "essential" the words "within the time mentioned in the notice" be added, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 34(2), line 3, for the word "reasonable" the word "week's" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 34(2), line 3, for the words "reasonable time" the words "time mentioned in the notice" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 34(2), lines 15 and 16, the words "or otherwise recover it from the landlord" be omitted, was then put and lost.

[6-55—7-3 p.m.]

The motion of Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri that for sub-clause (3) of clause 34, the following sub-clause be substituted, namely:—

> "(3) Notwithstanding anything contained in this Act or in any law for the time being in force or any agreement to the contrary it shall be the duty of every landlord to keep the premises let out by him wind and watertight and to duly maintain therein the supply of water, gas or electricity, the conservancy and sanitary services and the proper and regular use of lift. If the landlord fails to do so the provisions of sub-section (1) and sub-section (2) shall apply but without the limitation referred to in sub-section (2) as to the amount to be deducted or recovered,"

was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—38.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mukherji, Sj. Bankim
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—116.

Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal

Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal Sj. Basanta Kumar
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 38 and the Noes 116, the motion was lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 34(3), line 2, the words "in the absence of" be omitted, that in clause 34(3), line 5 after the word "watertight" the words "and to maintain therein dire supply of water and conservancy and sanitary services" be inserted, were then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 34(3), lines 6 to 11, the words beginning with "In such a case" and ending with "this Act" be omitted, was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—38.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra

Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mukherji, Sj. Bankim
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—116.

Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 38 and the Noes 116, the motion was lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the following Explanation be added to clause 34(3), namely:—

"*Explanation*.—The words "wind and watertight" shall include the *whitewashing of the inner surface of the walls and ceiling of the premises and painting of doors and windows thereof at least once in every two years.*",

was then put and lost.

The question that clause 34 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 35

The question that clause 35 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 36

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Sir, I move that in clause 36(1), line 5, after the words "setting out the scheme for such supply" the words "even if he had no supply of electricity at the inception of the tenancy or his rent is not inclusive of electricity" be added.

Sj. Canesh Chosh: Sir, I move that after clause 36(3), the following new sub-clause be added, namely:—

"(4) All proceedings under this section shall be completed within one month from date of application, and the tenant shall be entitled to recover the expenses incurred by him for such electric installation out of the monthly rent payable by the tenant by easy instalment of rupees ten per month."

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার এটা খুব ছোট্ট এ্যামেন্ডমেন্ট, এটা হচ্ছে নতুন ক্লজ (৩৬)এ টেন্যান্টদের যে রাইট দেওয়া হচ্ছে, তার দ্বারা

they can apply to the Controller for getting supply,

কিন্তু সেখানে

objection may be taken that they had no right at the inception, of the tenancy or that their rent did not include electricity. That is why I want to put this small amendment.

Sj. Canesh Chosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার ৩৫৯নং এ্যামেন্ডমেন্টএর উপর বিশেষ কিছু বলবার নেই। আমি ৩০৭নং এ্যামেন্ডমেন্টএর উপর কিছু বলতে চাই। তা হচ্ছে এই যে যখন কন্ট্রোলার ইলেকট্রিক সাপ্লাইএর পার্মিশন দেবেন টেনান্টকে, তখন এই সম্পর্কের হিয়ারিংগুলি এক মাসের ভিতরই করে ফেলতে হবে, আর সেই ইলেকট্রিক সাপ্লাইএর জন্য যেসমস্ত খরচ হবে সে খরচ বাড়ীওয়ালাকেই দিতে হবে। কারণ যেহেতু সরঞ্জামগুলি বাড়ীওয়ালার বাড়ীতেই থেকে যাবে, যেহেতু সেগুলি ল্যান্ডলর্ডএর প্রপার্টি হয়ে থেকে যাবে, সেই জন্যই টেনান্টদের কাছ থেকে তার মূল্য নেওয়া উচিত হবে না। আর যদি একান্ত নিতেই হয়, তাহলে সেখানে ইজি ইনস্টলমেন্টএর ব্যবস্থা করে টাকা নেওয়ার বন্দোবস্ত করা উচিত। আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টটা খুব ছোট্ট, এটা এ্যাকসেপ্ট করলে, ল্যান্ডলর্ডএর কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং ইজি ইনস্টলমেন্টএ যাতে খরচ রিয়েলাইজ করা যেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: I do not think the amendment proposed by my friend Sj. Sudhir Ray Chaudhuri is necessary. With regard to the other amendments of my other friends that the proceedings shall be

completed within one month we have provided for completion of proceedings in some matters within one month. The Controller will certainly expedite the proceedings in a matter like this. I do not find any logic in the argument that the tenant will be entitled to recover the expenses in connection with the election installation. It is argued that the connection would remain for the benefit of the landlord but a new tenant may not want it. I do not find any reason why the landlord should be liable for expenses incurred for the purpose of a particular tenant. I oppose the amendment proposed.

The motion of Sudhir Chandra Ray Chaudhuri that in clause 36(1), line 5, after the words "setting out the scheme for such supply" the words "even if he had no supply of electricity at the inception of the tenancy or his rent is not inclusive of electricity" be added, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that after clause 36(3), the following new sub-clause be added, namely:—

"(4) All proceedings under this section shall be completed within one month from date of application, and the tenant shall be entitled to recover the expenses incurred by him for such electric installation out of the monthly rent payable by the tenant by easy instalment of rupees ten per month.",

was then put and lost.

The question that clause 36 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 37

The question that clause 37 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 38

The question that clause 38 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 39

The question that clause 39 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 40

The question that clause 40 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 41

The question that clause 41 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 42

The question that clause 42 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Schedule

The question that the Schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House is adjourned till 9-30 a.m. tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-3 p.m. till 9-30 a.m. on Saturday, the 3rd March, 1956, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 3rd March, 1956, at 9-30 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 16 Hon'ble Minister, 11 Deputy Ministers and 189 Members.

[9-30—9-40 a.m.]

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to move that the West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956, as settled in the Assembly, be passed.

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, this Bill has been aptly described not as the West Bengal Premises Tenancy Bill but as the landlords' Bill. In many respects it is far worse than the old Rent Act of 1950 which it seeks to replace. I shall point a few only of the glaring iniquities which have been incorporated in this Bill. Clauses 4(2) and 5(b) read together mean that the rent can be fixed by a contract between the landlord and the tenant; and, then again, the landlord may claim one month's rent in advance. Nothing is there to prevent the landlord claiming a deposit of 2, 3 or 4 months' rent besides advance payment of the rent. About fair rent, clause 8(1)(a) makes a free gift to the landlord of 5, 10 or 15 per cent. of the previously standardised rent. There is no reason why this additional 5, 10 or 15 per cent. should be given to the landlord besides the old rent fixed by the Bengal House Rent Control Order, 1942, the Calcutta House Rent Control Order, 1943 and the Calcutta Rent Ordinance, 1946. Clause 8(1)(b) goes back upon the previous practice in assigning half of the share of the municipal rates and taxes to the tenant. According to the existing practice the whole amount of municipal rates and taxes is borne by the landlord and is not shared with the occupier. So this is worse than the existing practice.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: It is in the present Act.

Dr. Atindra Nath Bose: Then clause 8(2) allows the landlord to charge for the hiring of furniture. This will be a convenient plea for rack-renting in very many cases. Often furnitures are merely apologies of those things and are used as an excuse for exacting rents. In this the Bill is worse than the existing Act.

Then about the protection of tenants against eviction in clause 13. I think this clause should better be named as inducement to landlords for eviction. Sub-clauses (c), (d) and (e) show that these clauses are being and may be applied arbitrarily for the eviction of the tenant. "Where the tenant has been using the premises or any part thereof or allowing the premises or any part thereof to be used for immoral or illegal purposes". I do not know whether there is any legal definition of "immorality". Then the Bill says, "if there is any material deterioration of the condition of the premises"; Sir, the use of anything leads to material deterioration. Then it says further, "if the tenant is guilty of conduct which is a nuisance or annoyance to neighbours including the landlord". Anything can be construed as nuisance and annoyance to neighbours including the landlord. The worst sub-clause is (i)—"where the tenant has made a default in the payment of rent for two months within a period of twelve months or for two

successive periods in cases where the rent is not payable monthly". As has been clearly explained in this House, very often the owner may take recourse to some subterfuge not to accept the rent within the due date or not to give receipt for the payment of rent properly dated and these receipts are utilised to show technical defaults. This sub-clause allows eviction even though payments have been regular and arrears have been cleared. After the tenant has been in default twice in a year and thereafter has cleared up the arrears and made regular payments, still he will be liable to eviction. Already many cases have been started on the plea of technical default. This Bill does not give any relief to these pending cases where merely on technical grounds suits for eviction have been started against the tenants. In clause 34 the landlord is made free from any responsibility for repairing his house. But he is given the full benefit of the repair which is done at the cost of the tenant.

[9-40—9-50 a.m.]

This is strange. He is not responsible for necessary repairs and for keeping the house fit for habitation. If the tenant makes the repairs, he does so at his own cost; the tenant is only allowed to recover the money he has advanced and the benefit goes to the landlord inasmuch as he is even entitled to an increment of rent for the improvement of the house. Sir, I do not understand why in proviso to 34(2) sub-clause (2) a limitation should be imposed on recovery of the amount spent by the tenant for repair. It is stated here that the amount so deducted or recoverable in any year shall not exceed one half of the rent payable by the tenant for that year. This limitation should not be there. Then about the obligation to keep the house wind and water tight, this does not include many other things like white washing, proper sanitary arrangements, minor masonry repairs or painting the doors and windows—these things are not incorporated among the repairs.

Sir, last of all I do not find anything about fixing the rents in hotels and lodging houses. There was an amendment to this effect, but the Hon'ble Minister says that this is not within the purview of this Bill. May I ask why it is so? In the old Rent Act it was there, in the old Rent Act fair rent was to be fixed by the Controller considering the boarding, lodging and services offered by the hotel, and the number of lodgers in a room would also be fixed. But nothing like that is there in the Bill. I hope the Hon'ble Minister will kindly explain why that has been omitted and what provision has been made to secure fair rent and lodging charges for the boarders and lodgers in hotels.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ছ' বছর বাদে আবার একটা বাড়িভাড়া সংক্রান্ত আইন তৈরি হচ্ছে। একথা সরকারপক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, এটা একটা কম্প্রিহেনসিভ, পূর্ণাঙ্গ আইন। আমি তা অস্বীকার করি এবং তার বিরোধিতা করি। কারণ, যেভাবে এই আইন প্রস্তুত করা হয়েছে তা অত্যন্ত একপেশা এবং অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে একপক্ষকে সমস্ত রকমের সুবিধা দেওয়ার জন্যই করা হয়েছে। ধারার পর ধারা দেখা যাবে যে, বর্তমান আইনে যেসব সাধারণ সুবিধাটুকু ভাড়াটিয়ারা পেত, সেগুলি অত্যন্ত সুচতুরভাবে, বিবেচিতভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ ক'রে বাড়ির মালিকদের সেখানে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত এবং বিক্ষুব্ধ হয়েছি যে আইনটা এসেছে সেটা দেখে এবং যেভাবে সরকারপক্ষ থেকে এই কয়দিনে এই আইনটাকে পরিচালিত করেছেন সেটাও দেখে। একের পর এক ধারা থেকে আমরা ওঁদের দেখাবার চেষ্টা করেছি, বুঝাবার চেষ্টা করেছি, ছোটখাট যে সমস্ত সংশোধনী যেগুলি গ্রহণ করলে বাড়ির মালিকদের স্বার্থ রক্ষা হ'ত, তাদের কোনরকম অসুবিধা হ'ত না, অথচ সাধারণ ভাড়াটিয়ারা সামান্য কিছু সুবিধা পেত; সেই সমস্ত সংশোধনীগুলি জেদ ক'রে গ্রহণ করা হয় নি। কি যুক্তি দেওয়া হয়েছে--আমি গ্রহণ করছি না। এই যদি যুক্তি হয়, তা হ'লে গণতন্ত্রের কথা আপনারা কেন বলেন, তা হ'লে কেন বলা হয় যে অনেক বিবেচনা ক'রে

দুইপক্ষের সমস্ত রকম স্বার্থ দেখে এই বিল এনেছেন? এর থেকে ব'লে দিলেই হ'ত যে, বাড়িওয়ালাদের সুবিধার জন্যই এই আইন এনেছি। ১৯৫০ সালের আইনটাকে বাতিল করা হ'ল। এ সম্পর্কে আপনাদের কিছু বলার থাকে তো বলুন।

আমরা কয়েকদিন যাবৎ যেভাবে সাধারণ ভাড়াটিয়ার স্বার্থরক্ষা করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সরকার নির্লজ্জভাবে এই আইন চালু করবার চেষ্টা করেছেন সেটা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার, স্যার, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সরকার যে সমস্ত লীজ নেবেন, বেসরকারী বাড়ি নেবেন এবং মিউনিসিপ্যালিটি বা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রভৃতি এই আইনের আওতায় আসবে না। সরকার এইরকম স্কীম করেছেন লোয়ার ইনকাম গ্রুপ বা মিড্‌ল ইনকাম গ্রুপএর জন্য বাড়ি তৈরি করছেন, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টএর বাড়ি তৈরি হচ্ছে। তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে চোদ্দ-পনের বৎসরের মধ্যে বাড়ি তৈরির সমস্ত খরচা তুলে নেবেন। এবং সেগুলি ডেভেলপমেন্ট পার্পাসএ খরচ করা হবে। সেইজন্য এইগুলি এই আইনের আওতায় বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি, সরকার যে সমস্ত বাড়ি তৈরি করছেন টু রুমস ফ্ল্যাট, তার ভাড়া করেছেন ৭৭ টাকা। এর আগে এই ভাড়ায় তিন-চার রুম পাওয়া যেত। সরকার যখন এই ভাড়া আদায় করছেন তখন সাধারণ বাড়িওয়ালারা এই সরকারী দৃষ্টান্ত দেখে তারাও ভাড়া বাড়িয়ে দিচ্ছে। আজকে সাধারণ লোকে এত ভাড়া দিতে পারে না, কিন্তু সরকার জবরদস্তী ক'রে ভাড়া আদায় করছেন। বাড়ি পাওয়ার অভাবের সুযোগ নিয়ে এটা করা অত্যন্ত অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতার পরিচয়। কারণ, এও আমরা জানি, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার যখন সুযোগ দেখা দিয়েছিল এবং পূর্ববংগ থেকে হাজারে হাজারে লোক এখানে চ'লে আসে এবং তখন বাড়ির সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল সেই সময় কতকগুলি আনস্ক্রুপলাস বাড়িওয়ালা জবরদস্তী ক'রে লীজ লিখিয়ে নিয়েছিল। এই ব্যাপার আমরা বহুবার মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টিগোচর করেছি এবং তিনিও এই সকল জিনিস বিবেচনা করা হবে ব'লে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন লীজ কেসগুলি যাতে এই আইনের আওতায় আসে তার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু তিনি জনসাধারণকে ধাপ্পা দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালের ১লা ডিসেম্বর যারা ২০ বৎসরের লীজ নিয়েছিলেন তাদের নেওয়া হয়েছে, কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৩০এ নবেম্বর পর্যন্ত যাদের ১৫ বৎসরের লীজ ছিল তারা এই আইনের আওতায় আসবে না। এটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয়েছে, সেইজন্য এই বিলটা সকলের প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

[9-50—10 a.m.]

বর্তমান বিলের ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, ভাড়াটিয়াকে প্রতিমাসে ১৫ই তারিখের মধ্যে আগের মাসের ভাড়া চুকিয়ে দিতে হবে। ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে রসিদ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, কোন কোন আনস্কুপলাস বাড়িওয়ালা বার মাসের ভিতর তের মাসের ভাড়া আদায় ক'রে থাকে। ধরুন, ১লা জানুয়ারি টু ৩১এ ডিসেম্বর ও ১লা এপ্রিল টু ৩১এ মার্চ—দেখা যাচ্ছে যে, সে তের মাসের ভাড়া বেশ জবরদস্তী ক'রে আদায় করে। এই তের মাসের ভাড়া না দিলে ভাড়াটেকে ইজেক্ট ক'রে দেবে। এই সম্পর্কে সরকারকে বলা হয়েছিল যে, এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে এই তের মাসের ভাড়া না নিতে পারে। ব্রিটিশ ক্যালেন্ডার অনুসারে রেন্ট নিলে খুব ভাল হয়। আমরা বলেছিলাম—

"Rents will be realised according to the existing British calendar or Gregorian calendar or Christian calendar"

তখন আমাদের বোকা বুঝিয়ে বলা হ'ল, তা কি হয়? এ হ'তে পারে না, বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন কাস্টমস ইউসেজ আছে, সেটাকে মেনে চলতে হবে। কিন্তু ওঁদেরই সরকার, বোম্বে সরকার, সেখানেতে এইরকম কথা ওঠে না; সেখানে কি ব্যবস্থা আছে? ১৯৪৭ সালে ওঁদের বোম্বে সরকারের রেন্ট কন্ট্রোল অ্যাক্টএর ২৭ ধারায় বলা হচ্ছে -

"Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any contract, custom or local usage to the contrary, rent payable by the month or year or portion of a year shall be recovered according to the British calendar. The Provincial Government may prescribe the manner in which the rent recoverable according to any other calendar, before coming into operation of the Act,

shall be calculated and charged in accordance with the British calendar."

বোম্বের কংগ্রেস মন্ত্রীরা ব্রিটিশ ক্যালেন্ডারকে ফলো করে, ব্রিটিশ হচ্ছে ওঁদের আদর্শস্থানীয় ব্যাপার; সুতরাং তাঁরা যদি সেখানে পারেন তা হ'লে বাংলার কংগ্রেস মন্ত্রীরা সে বিষয়, ব্রিটিশ ক্যালেন্ডারকে ফলো করতে পারবেন না কেন? সেখানে যদি ভাড়াটিয়ারা একটু সুবিধা পায়, বার মাসের জন্য তের মাসের ভাড়া দিতে বাধ্য না হয়, তা হ'লে আমাদের এখানে মন্ত্রীরা সেটা কেন করবেন না তা বুঝতে পারি না। তাঁরা জিদ দিয়ে প্রতিটি কাজ করছেন, তাতে মনে হয় নিশ্চয়ই কংগ্রেস সরকার একটা কমিটমেন্ট করেছেন যা তাঁরা ব্রেক করতে পারেন না। কালকে বলা হয়েছে যে, যদি কোন টেনান্ট বা সাব-টেনান্ট টাইমলী খবর দিতে না পারে, তা হ'লে তার পানিসমেন্টএর ব্যবস্থা করা হয়েছে এক হাজার টাকা। যে ভাড়াটিয়া ২৫ টাকার একটা সাব-টেনান্সি করেছে, সে যদি ঠিক সময় খবর দিতে না পারে তা হ'লে তার পানিসমেন্ট করা হ'ল এক হাজার টাকা। [দি অনারেবল সত্যেন্দ্রকুমার বসুঃ এটা ম্যাক্সিমাম।] ওঁর কাছে বলা হয়েছিল যে, থ্রি টাইমস অর ফোর টাইমস অফ দি রেন্ট যেটা, বরং সেটাই রাখুন; কিন্তু তিনি তা করতে রাজী হলেন না। তার কারণ ওঁদের যে কমিটমেন্ট, সেটাকে আর মডিফাই করতে পারেন না। যে অ্যামেন্ডমেন্ট বোম্বে অ্যাক্টএর বেলায় আছে, "উইল নট বি রিকভারেবল বাই দি ল্যান্ডলর্ড" যদি এক্সেস হয়ে থাকে; সেটা এই সরকার গ্রহণ করতে পারলেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না ডাঃ রায় সেটা গ্রহণ করতে রাজী হন। এইরকম আরও দেখাতে পারি যার ফলে এই আইন আজ অত্যন্ত দুর্বল হয়েছে এবং এটা ভাড়াটিয়ার সুবিধার জন্য নয়, শুধু বাড়িওয়ালাদের সুযোগসুবিধা দেবার জন্যই এই আইনটা আনা হয়েছে। ৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, পায়াস হোপ দেওয়া হয়েছে যে, সেলামী নিতে পারবে না, খুব পায়াস ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেলামী ডিটেকশনএর জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ১৯৫০ সালের এক্সিসটিং অ্যাক্টএ আছে যে সেলামী নিলে পর সেটা পেনাল ক্লজএ পড়ে এবং তার একটা ক্রিমিন্যাল লায়াবিলিটি আছে। বলা হয়েছে—
"whoever knowingly accepts or obtains or attempts to accept or obtain, whether directly or indirectly, any *salami* or valuable thing or any pecuniary advantage on account of the premium, *salami*, etc."

তার কি হবে? না,
"will be punished with imprisonment for a term which may extend to two years or fine or both"

আশ্চর্য, এই ক্লজটাও এই বিলের আইনের মধ্যে নাই। কালকে আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, এক হাজার টাকা ম্যাক্সিমাম পেনাল্টির কথা থাকলেও সব সময় জজসাহেব কি এই এক হাজার টাকা ফাইন করবেন, পাঁচ টাকাও ফাইন করতে পারেন? সুতরাং আপনারা এত অস্থির হবেন না। তা হ'লে এই পেনাল ক্লজ বাড়িওয়ালার বেলায় রাখা হ'ল না কেন? যে কাথাটা ভাড়াটের বেলায় প্রযোজ্য হ'তে পারে, সেটা বাড়িওয়ালার বেলায় খাটবে না কেন? এর থেকে আমরা এই অর্থই কনক্লুড করতে পারি যে, একটা বিশেষ শ্রেণীর সুবিধার জন্যই এই আইন আনা হয়েছে। এই যে খুঁড়া আইনে করা হচ্ছে, এই আইন পাস হবার সংগে সংগে বাড়িওয়ালারা ভাড়া বাড়াবার সুযোগ পাবে, লুট করবার একটা সুযোগ পাবে; তার হাত থেকে ভাড়াটিয়াদের রক্ষা করবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন?

এই আইনের ৮ নম্বর ধারায় যেখানে ফেয়ার রেন্টএর কথা বলা হয়েছে, সেই ফেয়ার রেন্ট মানে বর্তমান যে রেন্ট তার উপর ইন্টারেস্ট হারে করা হবে, অর্থাৎ ১০০ টাকা রেন্ট হ'লে ১০ পারসেন্ট হবে আর ১০০ টাকার বেশি রেন্ট হ'লে ১৫ পারসেন্ট হবে। এরজন্য বাড়িওয়ালারা কংগ্রেস গভর্নমেন্টকে দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করবে, আর তেমনি ক'রে বাংলার সাধারণ ভাড়াটেরা তাঁদের অভিশাপ করবে। আজ বাড়ি পাওয়া যায় না, বাড়ির অভাব। সরকার যে বাড়ি তৈরি করে, যারা সাধারণ মানুষ, যারা ৪০০ টাকা মাইনে পায়, তারা ৭০-৮০ টাকায় এই বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারে না। অথচ যারা সাধারণ ভাড়াটে যাদের সামান্য

মাত্র আয়, যারা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছে, তাদের ১০০ টাকার কম ভাড়া হ'লে ৫ পার্সেন্ট বেড়ে যাবে। মিঃ ডেপ্টী স্পীকার, স্যার, অলরেডি বাড়িওয়ালারা তড়পাচ্ছে, ভাড়াটেকে বলছে, "দেখে নেব এই আইন পাস হ'লে"। এই আইন পাস হবার সংগে সংগে বাড়ির ভাড়া বেড়ে যাবে, এর উপর আবার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিতে হবে। সমস্ত জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটি থেকে অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে তার ফলে অসম্ভব রকম ট্যাক্সএর রেট বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ির ট্যাক্স ১১ টাকার জায়গায় ৪৭ টাকা হচ্ছে, যেখানে ১৭ টাকা ছিল সেখানে ৮৬ টাকা হচ্ছে এবং তার অর্ধেক বাড়ির ভাড়ার সংগে যোগ হবে। সুতরাং যারা নিম্ন-উপার্জনশীল পরিবার তাদের অবস্থা কি হবে একটু চিন্তা ক'রে দেখুন; যারা ২০-২৫ টাকা ভাড়া দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের পরিণাম কি হবে? অথচ ভাড়া বাড়াবার সংগে তাদের জন্য কোন রকম রক্ষাকবচ এই আইনের মধ্যে রাখা হয় নি। কি বলব? কাদের স্বার্থে এই আইনটা হচ্ছে? নিশ্চয়ই বাড়িওয়ালার স্বার্থে। অবশ্য একথা আমি বলি না যে, যারা আনস্ক্রুপুলাস টেনান্ট, তাদের সুযোগ দেওয়া হ'ক। কিন্তু যারা অনেস্ট টেনান্ট, যারা তাদের দারিদ্র্যের জন্য রেগুলারলি ভাড়া দিতে পারে না, তাদের জন্য নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ওঁদের কাছে বাড়িওয়ালা হচ্ছে দেবতা, সে স্ক্রুপুলাসই হ'ক আর আনস্ক্রুপুলাসই হ'ক। সেখানে সরকার নিজে যেমন প্রফিটিয়ারিংএর ব্যবস্থা করেছেন তেমনি সেখানে সুযোগ দিতেই হয় বাড়িওয়ালাকে। খসড়া আইনে বলা হয়েছে, যেখানে নতুন বাড়িগুলি হবে সেখানে বাড়ির ভাড়া হবে জমির দাম ও বাড়ির দাম একসাথে ধ'রে; তার উপর ৮½ পারসেন্ট এক বছরে হবে। আমরা বলেছি বিশ বছরের মধ্যে জমি ও বাড়ির দাম উঠে যায়। কিন্তু এ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যে, বাড়িওয়ালারা বাড়ি তৈরি ক'রে যখন ভাড়া ঠিক ক'রে দিতেন, তখন ত্রিশ বছরের মধ্যে বাড়ির দাম ও জমির দাম একত্র ক'রে ধরতেন। কারণ, ত্রিশ বছর পর্যন্ত একটা বাড়ি খুব ভাল অবস্থায় থাকে। কিন্তু বর্তমান কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ঠিক করলেন যে, যেহেতু বাড়ি কম, অতএব যাঁরা নতুন বাড়ি তৈরি করবেন, তাঁদের ইনসেনটিভ দেওয়া দরকার। কিন্তু এখানে একটা সীমা থাকা উচিত; এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ফেভারিটিজম দেখানো হচ্ছে বাড়িওয়ালার পক্ষে। যেহেতু তাঁদের একটা ক্যাপিটাল আছে অতএব সেখানে তাঁরা একটু শাই ফিল করেন বা অন্য কিছু কি করেন, জানি না। সেই ক্যাপিটালটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য যদি দিতেন তা হ'লে ভাল হ'ত। তাদের প্রফিটএর রেটএর একটা সীমা ঠিক করা হয়েছে—৮½ পারসেন্ট, অর্থাৎ বিশ বছরের মধ্যে এই ৮½ পারসেন্ট হিসাবে সমস্ত টাকা উশুল হবে। কিন্তু এটা ১৫-১৬ বছরের মধ্যেই ৮½ পারসেন্ট হিসাবে সমস্ত টাকা উশুল হয়। অবশ্য তার উপর ইনকাম ট্যাক্স আছে, মিউনিসিপ্যাল রেটস অ্যান্ড ট্যাক্সেস প্রভৃতি নানারকম ট্যাক্স আছে; সেগুলি ধ'রে নিয়ে ১৯-২০ বছরে পুরা ক্যাপিটাল রিনিউড হয়ে আসবে। কিন্তু কোন ইন্ডাস্ট্রিতে তা আসে না, ব্যাঙ্কেও এই রেট দেয় না; অথচ যাদের ক্যাপিটাল আছে তারা এই ক্যাপিটাল বাড়ি তৈরিতে নিযুক্ত করবে, কারণ তাতে সবচেয়ে বেশি লাভ করবে। সুতরাং এইরকমভাবে একটা বিশেষ শ্রেণীর পুঁজিপতিকে লাভের সুযোগ দেবার কোন যুক্তি আছে কি?

[10—10-10 a.m.]

কোন যুক্তি নাই, শুধু এইমাত্র যুক্তি যে, বাড়িওয়ালারা ডমিনেট করে, যাঁরা পুঁজিপতি তাঁরাই ওদের ডমিনেট করেন, তাঁরা ওঁদের খেয়ালখুশিমত চালাতে পারেন। তাঁদের কাছে অন্য সবার স্বার্থ কিছুই নয়। কারণ, আমরা একটা বিশেষ জিনিস দেখি যে, এই বিলে বলা হয়েছে যে, নতুন বাড়ির মালিক ভাড়াটের সংগে যে কনট্র্যাক্ট করবে তা আট বৎসর পর্যন্ত চলবে, তা সে যাই হ'ক না কেন; এবং রেন্ট কোর্ট বা কোথাও এই আইন প্রযোজ্য হবে না। এটা খামখেয়ালী ছাড়া কি আর বলব? অত্যন্ত লজ্জাস্কর একটা ফেভারিটিজম ছাড়া কি আর বলব? বাড়ি তৈয়ার হবার আগে ভাড়াটে টাকা দিয়ে যদি ভবিষ্যতে বাড়ির ভাড়া ঠিক ক'রে দিতে চান, সেখানে বাড়ির মালিক নতুন ক'রে ভাড়ার চুক্তি করবে। আর আইন ক'রে বলা হচ্ছে যে, এইটা আট বৎসর পর্যন্ত চলবে। যেখানে অন্যায্য ভাড়া হবে সেখানেও আইনের কোন প্রোটেকশন পাবে না। আমি এর জন্য যে যুক্তি শুনছি তার সংশোধন গ্রহণ করতে মন্ত্রিমহাশয় রাজী নন। এটা কি একটা যুক্তি হ'ল? আশ্চর্য ব্যাপার! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহু গরিব লোক আছেন, আমাদের মত তাঁদেরও প্রতিবাদ করা উচিত। যাঁরা বড়লোক, যাঁরা মন্ত্রী, তাঁরা যা খুশি ক'রে যাচ্ছেন আর সেটা সবাই মেনে নিচ্ছে। এটা আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়।

তারপর ইজেক্টমেন্টএর কথায় বলা হয়েছে যে,

without the previous written permission of the landlord sublet

করলে ইজেক্টমেন্টএর ধারায় আসবে। মন্ত্রিমহাশয় কথায় কথায় এক্সিসটিং অ্যাক্টএর কথা শোনান। এক্সিটিং অ্যাক্টএ আছে টোটাল সাব-লেট করলে এভিকশন হয়, কিন্তু মেজর পোরশন যদি সাব-লেট করা হয় এবং যদি মাইনর পোরশন ভাড়াটের নিজের জন্য থাকে ইট উইল বি ডেল্ট উইথ বাই দি কন্ট্রোলার--কন্ট্রোলার সেটা ঠিক ক'রে তাকে ভাড়াটে এবং টেনান্ট ব'লে গ্রহণ করবেন। এক্সিসটিং অ্যাক্টএর কথা অনবরত শুনতে হয়; তা হ'লে এখানে একটি গরিব ভাড়াটে তার দুখানা ঘর নেওয়া আছে, তারপর পাকিস্তান থেকে তার ভাইবোন এসেছে, তাকে সে একটা ঘর সাব-লেট করলে--এগুলো প্রফিটিয়ারিং নয়, এগুলো সরকারের কাছ থেকে কেন বিবেচনা পায় না। এইজন্যই বুঝতে পারি, এ কাদের সরকার।

তারপর বহু শ্রমিক আছে যারা পাটকলে বা সুতাকলে বা কোন অফিসে কাজ ক'রে ব'লে সেই কোম্পানির বাড়িতে থাকতে পায়। কিন্তু, মিঃ ডেপুটি স্পীকার, আপনি জানেন যে, প্রাইভেট কোম্পানির মালিকদের খামখেয়ালীর উপর তাদের চাকরি নির্ভর করে। তারা হয়ত কোন শ্রমিককে বা মধ্যবিত্ত কেরাণীকে বরখাস্ত করলে। কিন্তু বরখাস্ত করার সংগেসংগেই সে, তার পরিবার, তার ছেলেপিলে নিয়ে যে ঘরে আছে সেখান থেকে তাকে উচ্ছেদ করবার জন্য এই আইনের আওতায় এসে গেল। এই আইনে বলছে যে, তাকে সেই বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে। এইটুকু বিবেচনা কি বাংলাদেশের মানুষ তাদের সরকারের কাছ থেকে দাবি করতে পারে না যে, একটা লোক যে ৫-৭-১০-১৫-২০ বৎসর চাকরি করছে, তার যেদিন চাকরি গেল তাকে পরিবার নিয়ে সেই বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে হবে? এইজন্য এই কথা বলেছিলাম যে, তিনমাস সময় দিন। যাঁরা শ্রমিক নিয়ে কাজ করেন, যাঁরা শ্রমিক সংগঠন করেন, তাঁরা বলুন, তাঁরা এর জবাব দিন। বাংলাদেশের এই সরকার সম্বন্ধে তাঁরা কি করবেন তার জবাব দিন।

এক্সিসটিং অ্যাক্টএ ১৯৫০ সালের আইনে আছে, আঠার মাসের মধ্যে যদি তিনবার ডিফল্ট করে, ১৫ই তারিখের মধ্যে ভাড়া না দিতে পারলে উচ্ছেদ হবে, আইনের প্রোটেসশন পাবে না তা বুঝি। তার মধ্যে ভাড়াটে কিছু সুযোগও পায়। তার মধ্যে দু'বার ডিফল্ট করলে তৃতীয়বার সাবধান হ'তে পারে। কিন্তু এই যেটাকে খুব কম্প্রিহেনসিভ, খুব সুচিন্তিত বিল বলা হচ্ছে; তার মধ্যে বলা হচ্ছে আঠার মাস অনেক লম্বা সময়, ভাড়াটেকে এত সময় দেওয়া যায় না এবং তাই তাকে বার মাস করা হয়েছে। এই বার মাসের মধ্যে টোকেন ডিফল্ট করলে অর্থাৎ ১৫ই তারিখে না হয়ে ১৬ই তারিখ হ'লে আর আইনের প্রোটেকশন পাবে না। সুবোধ ব্যানার্জি মহাশয় এক নিরীহ অধ্যাপকের কথা বলেছেন। তিনি ৩ তারিখে ভাড়া দিতেন, কিন্তু বাড়িওয়ালা ১৮ তারিখে রসিদ দিতেন। কয়েক মাস পরে তাঁকে ইজেক্ট করা হ'ল। এইসব বোনা ফাইডি কেসে বাড়িওয়ালা যে ম্যালা ফাইডি স্টেপ নিচ্ছে, সেইসব কেস সরকারের কাছে থেকে কোন কন্সিডারেশন পেল না। বলা হয়েছে ডিফল্টএর গ্রাউন্ডএ বাড়িওয়ালা মামলা করতে পারে; সেখানে এই খসড়া আইনে বলা হয়েছে, কন্ট্রোলারের কাছ থেকে নোটিস সার্ভ করবার পরে ত্রিশ দিনের ভিতর টাকা জমা দিতে হবে। আমরা বলেছিলাম আরও সময় বাড়িয়ে দেওয়া হউক। কিন্তু মন্ত্রিমহাশয় সেটা গ্রহণ করতে পারলেন না। কি অসুবিধায় বাড়িওয়ালা পড়ে যদি ৩০ দিনের জায়গায় ৪০ দিন বা ৬০ দিন করা হয়? অন্তত তাতে গরিব ভাড়াটে কিছু সুযোগ পেত। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, এক্সিসটিং অ্যাক্টএ আছে ১৮নং ধারার ২নং উপধারায় যে নোটিস দেবার পরে ভাড়াটে ৪০ দিনের মধ্যে টাকা জমা দিলে সে খানিকটা কন্সিডারেশন পায়। শুধু তাই নয়; নতুন বম্বে অ্যাক্টএ আছে--

"No decree order will be passed if at the hearing of the suit the tenant pays or tenders the standard rent, etc."

অর্থাৎ যেদিন মামলার শ্নানী হচ্ছে সেদিনও টাকা জমা দিলে সে খানিকটা প্রোটেকশন পায়। কিন্তু আমাদের এই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সেটা বিবেচনা করতে পারলেন না। ইউ,পিতে যে আইন আছে সেখানে তাদের কংগ্রেস সরকার কি বলছেন—

"Provided that if the tenant at any time before his ejectment—"

ইজেক্টমেন্ট অর্ডার হয়ে গেছে, বেলিফ প্লিস এনে ইজেক্ট করবে, ঠিক সেই সময়

"if the tenant at any time before his ejectment from accommodation deposits the amount in the treasury or pays the landlord or the officer charged with the execution of the order for delivery of possession, the order for eviction will be quashed."

যদি টাকা দেয়, স্দ দেয়, তাহ'লে অর্ডার ফর এভিকশন উইল বি কোয়াস্ড। অর্থাৎ শেষ ম্হ্র্তে বোনা ফাইডি টেনান্ট, যার দেবার ইচ্ছা আছে, যে আনস্ক্রপলাস নয়, সে শেষ ম্হ্র্তে টাকা দিলেও রেহাই পায়। কিন্তু বাংলার মন্ত্রিসভা ভারতবর্ষের কাছে এক্সাম্পল হচ্ছেন। ডাঃ রায় কি হয়েছেন যে, আমাদের শ্রীয্ক্ত বস্ মহেশ্বর যা করবেন তাই হবে? এক্সাম্পল সাইট করা হচ্ছে অন্যান্য প্রদেশে যা করেছে, কিন্তু দ্র্ভাগ্য এ প্রদেশের, এই অপদার্থ কংগ্রেস মন্ত্রীরা তাও করতে পারেন না।

পেনাল ক্লজ সম্বন্ধে ফের বলি- ৩০নং ধারায় বলা আছে, টেনান্ট বা সাব-টেনান্ট যদি খবর দিতে না পারে তা হ'লে এক হাজার টাকা ফাইন হবে। কিন্তু মিথ্যা অজ্হাতে বাড়িওয়ালা তার প্রয়োজন ব'লে মিথ্যা অজ্হাতে যদি ইজেক্ট করে তা হ'লে কি হবে? না, মাকড় মারলে ধোকড় হবে। টেনান্টএর বেলা হবে এক হাজার টাকা জরিমানা।

[10-10—10-20 a.m.]

তারপর, স্যার, এক্সিসটিং এসেনসিয়াল সাপ্লাই বন্ধ করতে পারবে না, ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি বন্ধ করতে পারবে না যা এক্সিসটিং আইনে আছে। এসেনসিয়াল সাপ্লাই বন্ধ করলে তার ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি হবে।

No landlord either himself or through any person will disturb essential service.

যদি করে -

"any landlord who contravenes this will be imprisoned with 6 months' imprisonment or will be fined or both"

এইরকম আছে। শ্ধ্ বাংলার আইনে আছে তা নয়, বোম্বেতেও যে আইন তাতে ঠিক একথা বলা হয়েছে, এসেন্সিয়াল সাপ্লাই বন্ধ করলে তার পানিসমেন্ট হবে। হয়ত এখানে ছ' মাস বলেছেন, ওখানে ৪-৫ মাস বলেছেন। ১৯৫০ সালের আইনের কথা প্রথমদিন থেকে ম্হ্র্তে ম্হ্র্তে শ্নছি। ১৯৫৬ সালের এই খসড়া আইনে সেটি উবে চ'লে গেল। সেরকম কোন কথাই এতে নেই। এসেনসিয়াল সাপ্লাই বন্ধ করলে ল্যান্ডলর্ডএর ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি হবে, এরকম কোন কথাই নাই। কি বলব, সময় থাকলে প্রতিটি ধারা তুলে দেখিয়ে দিতে পারতাম।

ছোট্ট আর একটি কথা ব'লেই আমি শেষ করছি। সেখানে বলা হয়েছে ল্যান্ডলর্ডস ডিউটি ট্ কীপ প্রেমিসেস ইন গ্ড রিপেয়ার্স। যদি প্রেমিসেস টেনান্টেবেল কন্ডিশন অর্থাৎ রিপেয়ারেবল না রাখে তা হ'লে ভাড়াটে বাই পোস্ট জানিয়ে দেবে এবং নিজে খরচ ক'রে সেরে নেবে এবং সেটা ভাড়া থেকে কেটে নেবে, কন্ট্রোলারএর কাছে যেতে হবে না এই প্রভিশন আছে ১৯৪৭এর বম্বের রেন্ট অ্যাক্ট, সেকশন ২২৩—

"Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force and in the absence of any agreement to the contrary it

shall be the duty of every landlord to keep any premises let out for residential purposes wind and watertight."

অবশ্য বোম্বেতে যা আছে আমাদের এখানে তা নাই। আমাদের এখানে আছে কি?—আছে কন্ট্রোলারকে বলতে হবে। কন্ট্রোলারকে নোটিস দিতে হবে, কন্ট্রোলারএর কাছে হিয়ারিং হবে, কন্ট্রোলারএর কাছে এস্টিমেট সাবমিট করতে হবে। তারপর কন্ট্রোলার দয়া করলে সেগুলি করা যাবে—এই হচ্ছে ভাব—

"If after the service of such notice the landlord fails to show proper cause or neglects to make such repairs or to take within reasonable time such measures, as the case may be, the tenant may submit to the Controller an estimate of the cost of such repairs."

এইসব দেখে এই আইনের প্রতিবাদ করছি, জনসাধারণও এই আইনের প্রতিবাদ করবে, এই আইন এরকমভাবে কিছুতেই চালু করবেন না। আমি কংগ্রেসী সদস্যদের কাছে, আপনার কাছে আবেদন করছি, অ্যাপিল করছি, তাঁরা যেন এই আইনটির, অপদার্থ আইনটির এখানেই সমাধি ক'রে দেন।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Mr. Deputy Speaker, Sir, the Bill that emerges after the second reading as we find contain no changes from the Bill that was originally placed before this House. There was a demand from this side of the House for circulation of the Bill for eliciting public opinion and to send this to a Select Committee But our Minister who came with a determination that he must have this Bill through did not pay any heed to what we said. Further, Sir, he has rejected all necessary and useful suggestions and amendments that were brought by this side of the House. The law as it now stands is really a law for a police State. In the welfare State every citizen must have a roof over his head. By a directive principle of the Constitution a duty is enjoined on our Government to look to this aspect of the thing as its primary object. Sir, what we find is that this Bill is a measure to create greater hardships to the tenants. We have said before and we repeat that this Bill is a landlords' Bill. The Minister has lent his ear to one side of the version and he turned a deaf ear to the cries of the tenants. From the scheme of this Bill it is clear that all possible steps have been taken to give a handle to the landlord to increase the rent as and when he pleases to do so. The standard of 1941 has been given a go-by and in its place no objective standard has been set up. A wide discretion has been given to the Rent Controller and we have no doubts that these discretions will be exercised in favour of the landlords. He wanted to draw sympathy of certain section of the people by saying that there were widows dependent on small holdings, there were minors and there were small landlords but does he seriously mean that this Bill will help these small holders at all? Sir, if that was so, if he really intended to benefit the small holders his approach would have been different. There are professional landlords as also small holders who let out portions of their small holdings under pressure of circumstances. We know that but if he really wanted to benefit these small holders he should have protected their interest while saving the poor tenants from the wrath of the landlords who are landlords by profession. He has done nothing of the sort. By pleading for these small holders he is really benefiting the landlords who are landlords by occupation and who form the majority of the landlords. Sir, apart from the increase of rents he has provided in this Bill further grounds for eviction which were not covered in the previous Bill. He has given greater scope to the unscrupulous landlords to harass and cause hardship to the poor tenants as and when they like.

[10-20—10-30 a.m.]

He told us that he has taken steps in this Bill against technical default. That is not so. Technical default can be waived as stated in section 24 only if the landlord accepts the rent before the matter is taken to court; otherwise if there be four technical defaults in the course of a year the tenant is liable to be ejected. It goes without saying that no landlord will accept rent when there has been any technical default and the question of waiver will be very remote when he knows that without waiving by accepting the payment he will be able to eject the tenant successfully.

Then about sub-letting, the Law Minister has said that the policy of the Government is to do away with sub-letting. We would have welcomed it, but has he done so? He clearly sets out in clause 14 of the Bill that no tenant shall without the previous consent in writing of the landlord sub-let the whole or any part of the premises held by him. Why could he not muster courage and declare in this Bill, as he did in his speech, that it was the policy of the Government not to allow sub-letting by a tenant and so the question of sub-letting has been dropped altogether from this Bill. He reserves the right of sub-letting. He gives the landlord the option to give consent or not. Under the structure of this clause if a landlord gives consent to sub-letting, then sub-letting would be possible by a tenant. He has provided in the latter portion of the clause that no landlord shall claim, demand or receive any premium or other consideration whatsoever for giving his consent to the sub-letting. Then what should be the consideration of the landlord to give such a consent? He leaves the door open to black-marketing. The landlord will take money and give consent when it would be to his benefit. According to the Law Minister's profession, he should have deleted that also and should not have kept the right in the landlord for giving consent to a sub-letting whether it be for consideration or not. We wanted him to accept a simple amendment that such consent would not be unreasonably withheld by a landlord. That is the usual and common form, as I pointed out, in all tenancy documents but he would not accept it.

We have experience nowadays that a section of the people are taking sub-leases from the Bengali landlords on the existing rent by giving a premium, immediately they get the sublease they try to find out how best they can utilise the provisions of the law to eject the poor Bengali tenants residing in the premises for thirty, forty or fifty years. The tenants are brought to court; they are harassed; they are made to pay a premium and a higher rent. If not, they are ejected. No steps have been taken to prevent this nuisance in this Bill Probably this consent clause has been brought in to encourage these black-marketers in the field of tenancy.

Our Minister betrayed the cause of the tenants. It appeared as if he held the brief for the landlords and acted as a Counsel for the landlords. He should have forgotten that he was still the Counsel of the landlords. He should have taken up the cause of those who needed social justice. In this Bill he has provided a clause whereby a tenant could be ejected if he was guilty of committing nuisance. In our view he himself has committed nuisance by bringing forward this Bill and his first task should be to resign from this post.

The Bill is full of anomalies, apart from the hardship it is going to cause to the tenants. I am sure that at the next session the Law Minister has to come forward with amendments because this Bill in certain aspects would be unworkable. Certain anomalies have been pointed out to him by various members on this side through their amendment but in his arrogance and in his vanity he is following in the footsteps of his great leader Dr. Bidhan Chandra Roy. He will not accept any amendment from the Opposition, even if it is necessary, even if it is useful.

Government has failed to provide the necessary accommodation for the people. The dearth of accommodation is too well known to be commented upon. It was the primary duty of the Government to see that that problem was solved, but without doing that the Government is encouraging landlordism. The Government is encouraging a section of the people to go on investing monies and to exploit the poor tenants through this legislation as best as they can. Accordingly the Government has given a blank charter to the landlords.

It is very unfortunate that such a Bill should emanate from the Congress Government who profess to build a welfare State and a socialist State. They should have at least entertained a little consideration for the poor tenants.

[10-30—10-40 a.m.]

Sir, my amendment is that relief should be given to a poor tenant from forfeiture, if at the last moment he could bring the required money, that is the arrears, cost of the litigation that the landlord incurred and the interest on those arrears. There is a similar law in our State. By section 6 of the *Thika* Tenancy Act it has been enacted that the Controller while making an order for ejectment shall include in that order that if the tenant pays the arrears of rent, costs and damages as set out in that order, that order will not be executed. Sir, when this section was referred to, our Law Minister pretended ignorance of the same. He had first said that there was no such law and thereafter he said that he did not agree with me. That, Sir, settles his score. That he was not going to look after the interests of the tenants was evident from that conduct of his on the floor of this House. Sir, to our great misfortune this Act would become a permanent Act. If it was a temporary provision, as were the previous enactments, there was scope for its removal by the makers themselves. But now, permanent as it is, it is not going to be set aside so long as my friends opposite are in power. But we can tell them this much that this reactionary, this retrograde step would be set at naught immediately they are thrown out of office; and that they would be thrown out of power at an early date is quite evident from what they are doing. They have run amok. They think that they are going to be there in perpetuity and whatever they would do would be a permanent feature in the history of our country. But that is not going to be. If you do not look to the interests of the poor, if you do not obey even the directives of the Constitution you must go away and by legislations like this you are only hastening the day of your own death.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, our State is said to be a welfare State and our Government has social democratic ideas. But what do we find from this Act? A welfare State, Sir, should look to the welfare of the majority of its inhabitants. Now this Bill is not for the benefit of the tenants. It looks to the welfare of the landlords. It allows the landlords to make greater profits from the tenants. It is rather a retrograde measure in many respects. My friends who spoke before me referred to many points. So I am not going to reiterate those points but I shall place some other points before you.

Now, Sir, as I said, this Bill is retrograde in many respects. Section 6 of the Act of 1950 prohibited the hire of furniture as a condition precedent for letting out the premises. That has been given the go-by. Now the owner can force a tenant who wants to be a tenant to hire furniture at a monthly rent which will be much higher than the price of the old and rotten furniture. Then the definition of "fair rent" and the provisions as to enhancement of rent and fixation of rent in case of premises under construction which will be let out after the Act comes into force ought to be

revised. My friend, the Hon'ble Minister, shall have to bring a Bill very soon to amend all the provisions which are going to be enacted in this Bill—just like the Estates Acquisition Bill and the Land Reforms Bill. As regards new construction, Sir, it has been provided that the actual cost of construction along with the market price of the land plus 6¾ per cent. will be calculated at the time of fixing the rent of the premises. As we all know, Sir, as regards these new constructions, there is always the fear of the cost being inflated and faked accounts being shown as regards the actual cost incurred, and as regards the market price there will always be much bone of contention. Why not accept the reasonable cost of construction and also the assessment value of the premises as fixed by the Calcutta Corporation and other municipalities. Now, Sir, enhancement will also be made in case of premises used for public purposes such as hospitals, schools, libraries, etc. That ought to be stopped, and my friend the Hon'ble Minister will have to stop it by bringing another amending Bill perhaps very soon.

As regards eviction, Sir, there ought to be a provision that no order or judgment or decree for recovery of possession shall be made unless the court is satisfied that suitable accommodation is available to the tenant or will be available to the tenant when the order, judgment or decree takes effect.

[10-40—10-50 a.m.]

There also ought to be a provision that the court should also consider whether even if alternative accommodation is available to the tenant greater hardship could be caused to the tenant by the granting of the order than by refusing it. There are similar provisions in the English Act of 1933 and in the Bombay Act LVII of 1947. (The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: You are still looking to the English Act!) Those which are good in the English constitution that we can take and that we are taking. The English Parliament is the Mother of Parliaments and we are looking to it for all the rules and regulations and those are being quoted by everybody here. So what is good in the English law we must take that.

Sir, one ground of eviction under clause 13(f) is reasonable requirement by the owner. What is "reasonable"? There has been much contention about the meaning of the word "reasonable". Landlords are always better off than the tenants and the question about equity does not arise. I should say, Sir, the Hon'ble Minister will agree to delete that clause.

As regards the provision for enhancement of rent after urgent and necessary repairs, that should also be given the go-by. If the owners perform their duty why should rent be enhanced? This is giving a premium for neglect and failure of duty and so I say they are being granted a good deal of enhancement. I should say that is rather a fillip to unearned income. I should therefore say as regards those enhancements the Hon'ble Minister should think over again and again and bring another Bill remedying all these defects.

Sj. Shambhu Charan Mukherjee: Mr. Deputy Speaker, Sir, the Bill under discussion mainly deals with the relations between *Bharatia* and *Bariwala* in our State. This Bill lays down provisions regarding fixation of fair rent, suits and proceedings for eviction, protection of tenants from ejectment, deposit of rent by tenants with all its terms and conditions and certain other incidental matters. We see that a series of temporary provisions came into force from 1942 to 1953 defining rights and duties of the *Bariwala* and *Bharatia*. There being a heavy concentration of people in the town of Calcutta and its suburbs and the existing accommodation being inadequate, in the interest of the public it is necessary to make permanent provisions of law regulating the rights and duties of *Bariwalas* and *Bharatias*.

Sir, this piece of legislation has been stated to be a permanent legislation, but I suggest that no legislation need be called permanent because if the exigency of the country so requires, any piece of legislation, not to speak of this legislation, can be varied, changed and altered and amended by its legislature. *Provisions with regard to induction of new tenants and eviction require our greater attention. We are not unaware of the fact that at the time of induction of new tenants, the Bariwalas in general try* to exact more money from the tenants and the tenants, being tired and disgusted in procuring any accommodation, fall a victim to the excessive and unreasonable demand of the *Bariwalas*. In this Bill there is some check to this unreasonable and excessive demand, but I think those sections should have been more stringent.

Now, I shall deal with the provisions relating to eviction. The sections dealing with eviction are some improvement on the old temporary provisions. Precautions against unreasonable and illegal evictions have been provided for in this Bill in section 13 and arrangements for restoration of tenants have also been made in section 18.

Sir, what appeals to me most in this Bill is not any particular section or sections but the principle. I welcome the principle of abolition of intermediate tenancy. So, I must tell my friends opposite who support sub-tenancy that blowing hot and cold in the same breath means negation of principle and negation of principle in the matter of legislation means denial of justice to the people.

Sir, the burden of song of my friends opposite is that the provisions of the 1950 Act were much more advantageous to the tenants. But I feel that this Bill read as a whole is a definite improvement upon the previous Act. I see in this Bill sufficient check upon the unscrupulous *Bariwalas* in the matter of eviction and also there is check on the *Bharatia* in the matter of payment of rent. But one thing is certain—if a tenant pays rent regularly, it is very difficult for the *Bariwala* to eject his tenant.

I have heard many times from the Opposition to say that this sort of legislation is not befitting a socialist pattern of society, but I must say in answer that mutual aid and forbearance are the essential ingredients of a socialist pattern of society. If there be want of mutual aid and forbearance both on the part of the *Bariwala* and the *Bharatia*, no amount of checks and counter-checks can promote better relations between them. Sir, in this Bill I see both checks and counter-checks on the *Bariwala* and the *Bharatia* and I hope that this Bill will promote better relations between *Bariwala* and *Bharatia*.

Sir, with these words I support this Bill.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিল সম্বন্ধে পর্যালোচনা অনেক হয়েছে: আমি আর রিপিটিশন করব না। তবে মন্ত্রিমহাশয় আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চিন্তাধারার যদি একটু বদল করেন এবং দেশের যে গৃহসমস্যা তার দিকে দৃষ্টি রেখে ভাড়াটের কথা যদি চিন্তা করেন, তা হ'লে আমি মনে করি, দেশের সাধারণ মানুষের উপর কতটা জাস্টিস করা যায় সেটা তাঁর ভেবে দেখা উচিত। প্রথমত, এই বিলের চতুর্থ ধারায় যেখানে কন্ট্র্যাক্টএর কথা আছে, সেই কন্ট্র্যাক্টএর কথাটা থাকার ফলে ১৫ই তারিখের মধ্যে দেবার জন্য যে নির্দেশ সেটা ভালভাবে পালন হবে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে, ভাড়াটেরা এমন কন্ট্র্যাক্ট করতে বাধ্য হবে যে, তাদের ৭ তারিখের মধ্যে ভাড়া দিতে হবে অথচ আগে তা দিতে হ'ত না।

স্পীকার মহাশয়, আমি নিজে এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। আমার নিজের নামে একটা ঘর ভাড়া নিতে হয়েছিল। যেহেতু ঘরভাড়া সহজে পাওয়া যায় না, বাড়িওয়ালার দাবি অনুসারে আমাকে কন্ট্র্যাক্ট ফরমে সই করতে হয় যে, প্রত্যেক মাসের ভাড়া ৭ই তারিখে দিতে হবে।

এখানে যেমন রয়েছে ফেব্রুয়ারির ভাড়া মার্চ মাসের ১৫ই তারিখে দিলে চলবে; কিন্তু যদি কন্ট্র্যাক্ট করা হয় এবং সেই কন্ট্র্যাক্ট মেনে চলার বিধান দেওয়া হয় তা হ'লে বিলের ধারার মধ্যে ১৫ই তারিখে ভাড়া দেওয়া চলবে—এই কথা থাকায় কোন কাজ হবে না।

[10-50—11 a.m.]

অতএব এ ধারায় যা করেছেন তা দ্বারা এই আইনে যা হ'ক তাদের কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে—মার্চ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দিলেই চলবে। বিলের মধ্যে সেই কন্ট্র্যাক্ট ফরম স্বীকার ক'রে নেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই কন্ট্র্যাক্ট স্বীকার ক'রে নেওয়া হবে, এখানে ১৫ তারিখের মধ্যে ভাড়া দিতেই হবে। তারপর ফেয়ার রেন্ট ঠিক ক'রে দিয়ে মন্ত্রিমহাশয় এই বিলের মধ্যে যে ধারা সংযোজিত করেছেন, তার দ্বারা ফেয়ার রেন্ট হয় না, আনফেয়ার রেন্ট হচ্ছে ফর দি টেনান্ট। হয়ত ফেয়ার রেন্ট ফর দি ল্যান্ডলর্ড হ'তে পারে। কিন্তু এটা অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে। এই যে ভাড়া সমস্যা, এর সমাধানের দিক থেকে মনে করি যে, এই ভাড়া এই ফেয়ার রেন্টএর বেসিসএ আরও বাড়িয়ে তোলা হবে।

তারপর এভিকশন। এভিকশনএর ১৩নং ধারায় এমন কয়েকটি উপধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে যার দ্বারা ভাড়াটিয়া একচুল এদিক ওদিক যদি ক'রে ফেলে তা হ'লেই তাকে উচ্ছেদের সম্মুখীন হ'তে হবে। এর দ্বারা ভাড়াটিয়া ও বাড়িওয়ালার রিলেশন আরও খারাপ হবে। এই বিলের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হবে। তারপর সাব-লেটিংএর কথা বলেছি। আবারও মনে করিয়ে দিই, এই সাব-লেটিং যদি কোন ভাড়াটিয়া ক'রে থাকে, তাকে উচ্ছেদযোগ্য করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাজারও বন্দোবস্ত করেছেন। এখানে একটা বাদ দিন। বাদ না দিলে অত্যন্ত অন্যায় করা হবে ভাড়াটিয়ার উপর। বাড়িওয়ালাদের জন্য এইরকম একটা কঠোর ধারা এই বিলের মধ্যে কোথাও নেই। অন্তত এই পয়েন্টএ জোর দিয়ে বলব, এই বিলে সম্পূর্ণ অন্যায় হচ্ছে। এই যে ভাড়া সমস্যা, এর সমাধানের দিক থেকে মনে করি যে, এই ভাড়া এই ফেয়ার রেন্টএর বেসিসএ আরও বাড়িয়ে তোলা হবে।

তৃতীয় হচ্ছে পেনাল্টি। সে সম্পর্কে যে সমস্ত সাজার বন্দোবস্ত এই বিলের মধ্যে করা হয়েছে, স্পীকার মহাশয়, আমি আমার সংশোধনী দ্বারা চেষ্টা করেছিলাম যে, বাড়িওয়ালারা যারা আছে, তারা যদি ফেয়ার রেন্টএর বেশি নেয়, তা হ'লে তাদের একটা সাজার বন্দোবস্ত এখানে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু মন্ত্রিমহাশয় সেটা গ্রহণ করলেন না বা তার কোন জবাবও দিলেন না। তিনি ইভেড ক'রে গিয়েছেন, বলেছেন যে, ৫-৬ ধারা যারা অমান্য করবে, তাদের সাজার ব্যবস্থা রয়েছে। তারপর ফেয়ার রেন্টএর যদি বেশি নেয় তা হ'লে তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই মনোভাব অত্যন্ত প্রবল। চারিদিকে বাড়ির অভাব আছে, বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না, এই সুযোগ বাড়িওয়ালারা অধিকাংশই গ্রহণ করবে। এই সমস্ত কারণে একটা পেনাল্টি ক্লজ থাকা অত্যন্ত উচিত ছিল। কিন্তু তা মন্ত্রিমহাশয় রাখেন নি এবং এর জবাব দেবারও চেষ্টা করেন নি। এতে বুঝা যাচ্ছে, কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বিল রচনা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি না বদলিয়ে দেশের জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তারপর আর একটা হচ্ছে ফেয়ার রেন্ট সম্বন্ধে রেন্ট ইনক্রিজ ডিউ টু স্ট্রাকচারাল অলটারেশন। এখানে এই একটা লুপহোল রেখে দেওয়া হয়েছে—এটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। এখানে একটু যদি বালি ধরিয়ে চুণকাম ক'রে দেয় বা কোন একটা জায়গায় জানলা বসিয়ে যদি কিছুটা স্ট্রাকচারাল অলটারেশন করা হয় তা হ'লেই বাড়িওয়ালারা বাড়ির ভাড়া বাড়াতে পারবেন এই সুযোগ তাদের দিচ্ছেন। আমি সেইজন্য এখানে স্ট্রাকচারাল অ্যাডিশন বলতে চাই। যদি কোন ফ্লোর স্পেস অ্যাড করা হয় তা হ'লে নিশ্চয়ই ভাড়া বাড়াবার সুযোগ থাকা উচিত, যদি কোন একটা কভার্ড ফ্লোর স্পেস ইনক্রিজ করা হয়। কিন্তু শুধু একটা স্ট্রাকচারাল অলটারেশন করা হ'লে বাড়িভাড়া বাড়ানো যাবে, তা এই বিলের মধ্যে আছে। শুধু তাই নয়, এই বাড়ির ছাদ যদি ফুটো হয়ে থাকে এবং ভাড়াটিয়া যদি কন্ট্রোলারকে দরখাস্ত করে, তা হ'লে বাড়িওয়ালা বাধ্য হবে ঐ ছাদের ফুটো বন্ধ করার জন্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়িওয়ালাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে, ছাদের ফুটো বন্ধ করতে যে খরচ হবে সেই খরচ অনুপাতে বাড়িভাড়া বাড়বে। এটা একটা ধিক্কারজনক ধারা। এইরকম বহু গলদ, লুপহোল এই বিলের মধ্যে আছে, যার ভিতর দিয়ে বাড়িওয়ালা সুযোগ নিতে পারবে ভাড়াটিয়ার উপর অত্যাচার করবার। সেইজন্য আমি বলি, এই

... করা হচ্ছে, এটা অত্যন্ত অন্যায় এবং প্রতিক্রিয়াশীল, ... শুধু বাড়িওয়ালারাই সুযোগ নিতে পারবে, ভাড়াটিয়ারা কোন সুযোগসুবিধা পাবে না। গৃহ-সমস্যা এতে সমাধান হবে না, আরও বেড়ে যাবে। বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের রিলেশনটা আরও বিটার হয়ে যাবে। এই আকারে যদি এই বিল পাস করেন তা হ'লে এই বিল ভীষণ প্রতিক্রিয়াশীল হবে।

Sj. Amarendra Nath Basu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলের তৃতীয় পর্যায় আলোচনার সময় আমার প্রথমেই মনে পড়ছে ২৪এ তারিখে হরতালের দিন এই বিল মন্ত্রিমহাশয় কিভাবে সমস্ত বিরোধীপক্ষের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাশ করে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু না বলে আমি প্রথমে শ্রদ্ধেয় নেতা জ্যোতি বসু এবং বিরোধী পক্ষের অন্যান্য নেতাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তাদের চেষ্টায় এই বিল এই সভায় আমরা আবার আলোচনা করতে পারছি। তার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এইটা জানতে পেরেছি যে এই বিলটা ২৪ তারিখে আলোচনা হয় সেটা আপনারও ইচ্ছা ছিল না এবং আপনি আমাদের পুনরায় সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে একটা বাস করবার ঘর। মানুষ ভাবে একবেলা খেতে পাই সেও ভাল, তবু মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই চাই। একাজ সরকারের করা উচিত ছিল। কিন্তু সরকার অবহেলা করেছেন, আমরা মনে করব ইচ্ছা করেই করেছেন, কোন উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই করেছেন মনে পড়ে এই সভায় যখন জমিদারী উচ্ছেদ বিল আসে তখন কিভাবে এবং কোন্ গোপন পথে কলিকাতাকে তাঁরা বাদ দিয়ে দিলেন কলিকাতাকে এই বিলের আওতা থেকে বাদ দিয়ে দিলেন এখানকার বড় বড় বাড়ীর মালিকদের রক্ষা করবার জন্য। আজকে প্রথমেই বাড়ীওয়ালারা কারা এবং ভাড়াটিয়ারা কারা সেই ছবিটা তুলে ধরতে হবে। কলিকাতা সহরে বাড়ীর যারা মালিক তারা সবচেয়ে বড় ধনিক ও এই দেশের জমিদার, যারা এই গভর্নমেন্টকে গদিতে বসাতে সাহায্য করেছিল, যারা দেশের স্বাধীনতা বিক্রি করবার জন্য একদিন দালালী করেছিল তাদেরই একদল লোক কলিকাতায় জমি দখল ক'রে নিল। দ্বিতীয় রকম লোক হচ্ছে, যখন ইংরাজরা এই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করবার চেষ্টা করেছিল, তখন একদল শিক্ষিত লোক তাদের দালালী ক'রে তাদের সঙ্গে মিশে প্রচুর অর্থ জমিয়েছিল, তাদেরই একদল বাড়ির মালিক হয়েছে। তৃতীয় একদল হ'ল যারা সাদা ও কালোবাজারের কোন বিচার না ক'রে প্রচুর অর্থ অর্জন করেছে, আজকে বাড়ির মালিকানা তাদের হাতে চ'লে গিয়েছে।

[11—11-10 a.m.]

আমি যাঁরা দু'চারখানা বাড়ির মালিক তাঁদের কথা বলছি না। যাঁদের অনেকগুলো বাড়ি আছে, তাঁদেরই কথাই বলছি। আর সেই বাড়িতে কারা বাস করছেন? যাঁদের একেবারে উপার্জন নেই, অত্যন্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত অল্পসংখ্যক লোক। তাঁদের চেহারা, অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার কংগ্রেসী বন্ধুদের কাছে তুলে ধরতে চাই, সেটা শুনলে তাঁদের চোখে নিশ্চয়ই জল আসবে। আমি জানি ১০ ফুট বাই ১০ ফুট একটা ঘরে একটা সংসার বাস করে। একপাশে তাঁর একটা ছেলে অসুখে ভুগছে, একপাশে তাঁর দু'টা ছেলে ব'সে স্কুলের পড়া পড়ছে, সেই কেরাণী সেখানে ব'সে একটু আরাম করছেন সারাদিন খেটে এসে এবং রান্নাও সেখানে করছে। আবার রাত্রিবেলা সেই ঘরটাকে পরিষ্কার ক'রে শুচ্ছেন। আমি পথে হেঁটে বেড়াই, আমি রাস্তায় বেড়াই, আমার চোখে এই ছবি সবসময়ই পড়ে। তাঁদের দিকে চেয়ে, তাঁদের অবস্থার দিকে চেয়ে এই বিলটা কি এসেছে?—আসে নি। এই বিলটা এসেছে সেই বড় বড় যাঁরা বাড়ির মালিক, তাঁদের স্বার্থের দিকে চেয়ে। এই যে ঘরে বাস করছেন, যদি খবর নেন তো দেখবেন যে, তাঁদের যা উপার্জন তার অন্তত শতকরা ৩০-৪০ ভাগ তাঁরা ভাড়া দিয়ে দেন। এই ঘরটির ভাড়া হয়ত ২৫ কিম্বা ৩০ টাকা, কিন্তু যিনি বাস করছেন তিনি হয়ত ৭০ কিম্বা ৮০ টাকা মাইনে পান। সরকারের উচিত গৃহসমস্যার সমাধান করা, সরকারের উচিত প্রত্যেক মানুষের মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া—যাঁরা দুরবস্থায় প'ড়ে এইরকম ঘরে বাস করছেন, তাঁরা যাতে নির্বিবাদে সেখানে বাস করতে পারেন তারই জন্যই তো এই বিল আসা উচিত ছিল, কিন্তু তা আসে নি। কেন আসে নি সেকথাও

আমরা জানি। শুধু মন্ত্রিমহাশয়কে বলব কেন; সমস্ত কংগ্রেসের নীতিই হচ্ছে ধনীদের সুবিধা এবং সুযোগ ক'রে দেওয়া। আজকের দিনে আপনারা জানতে পেরেছেন যে, বিরোধীপক্ষ এই বিলটার উপর কম ক'রে তিনশোর উপর সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁরা কি চেয়েছিলেন? বিরোধীপক্ষের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কি কথা ফুটে উঠেছে? ফুটে উঠেছে, এই বাড়ির মালিকদের জন্য যে একটা ছুরি শানিয়ে তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ভাড়াটেকে বধ করবার জন্য তাঁরা চেয়েছিলেন কোনরকমে সেটাকে একটু ভোঁতা ক'রে দেওয়া যায় কিনা, অর্থাৎ যে লাঠি তাদের পিঠে পড়বে সেটা একটু কম আঘাত করতে পারে কিনা! কিন্তু এইটুকুও মন্ত্রিমহাশয় গ্রহণ করতে পারেন নি, তার কারণ দেখিয়েছেন, আমি একটাও সংশোধনী প্রস্তাব নিলাম না। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, বিরোধীপক্ষের সংশোধনী প্রস্তাবগুলির মধ্যে কি কোন যুক্তি ছিল না? তিনি বাড়ির মালিকদের কাছ থেকে যে হুকুম পেয়েছেন তার চেয়ে এক ধাপও নামতে রাজী হন নি। আর সাধারণ মানুষ আজকে সত্যই এই বিলটার প্রতিবাদে ক্ষোভে, ক্রোধে জ্বলছে। কিন্তু অবস্থা কি? দেশে তার চেয়ে এক দারুণ বিপদ এসেছে সাধারণ মানুষের কাছে। গত বছর এই বিল আলোচনার সময় আমরা তাঁদের কত পরামর্শ পেয়েছিলাম তাঁরা ছুটে এসেছিলেন আমাদের কাছে; আজ আর তাঁরা আসেন নি। তাঁদের কাছে শুধু একটা কথাই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ও মশাই, বাড়িভাড়া-টাড়া যা হয় হ'ক, বাংলা বিহার সংযুক্তিকরণের যে চেষ্টা চলছে, তার কি হচ্ছে? আজকে তাঁরা আপনাদের কাছে, কংগ্রেসের কাছে, সামান্য দু'টো সুখসুবিধা ভোগ করবার জন্য, সুখসুবিধা আদায় করবার জন্য আসছেন না। আজকে তাঁরা আসছেন জাতির সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান করার জন্য। এইজন্য আজ এই বিলটার উপর সাধারণ মানুষের খুব একটা আন্দোলন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু যে বিলটা গ্রহণ করলেন এবং গ্রহণ করার সাথে সাথে আমি বলব, একটাও সংশোধনী প্রস্তাব যে গ্রহণ করলেন না, তার জন্য বিক্ষোভ হবেই হবে। আমাদের কংগ্রেসী বন্ধুরা বলেন যে, আমরা যা কিছু আলোচনা করি, যা কিছু সমালোচনা করি, সমস্তই আপনাদের ঐ গদীতে বসবার জন্য। আমি বলব যে, আপনাদের ঐ গদীতে বসবার অধিকার একদিন এই বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ আমাদের হাতে দেবেন তাঁদের কাজ করাবার জন্য সেদিন অত্যন্ত নিকটে এসে গেছে। আজকে আর অনুরোধ করবার সময় নেই, আজকে আপনাদের এই কথাই বলব যে, যদি এই বিলটা পাস করিয়ে নিয়ে যান, তা হ'লে অন্তত কিছুদিন বাদে এটার সংশোধনের চেষ্টা করবেন। কারণ, এর দ্বারা সত্যই সাধারণ মানুষের, গরীব ভাড়াটেদের অত্যন্ত কষ্ট হবে। এই গুটিকতক কথা ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[11-10—11-20 a.m.]

Sj. Raipada Das: Mr. Speaker, Sir, from a careful perusal of the West Bengal Premises Tenancy Bill it appears that the main object of the sponsor of the Bill has been to provide an incentive to the landlords to make more investment on buildings by increasing the house rent and making the position of the rich landlords more secure at the cost of the poor tenants. How far the incentive will go towards the construction of more houses and buildings is problematical. But that it will make the landlords more powerful and more exacting is a certainty. The position of the tenants who are mostly poor middle-class men has been made much worse and much more insecure. Even where there are no actual arrears, the tenant will be evicted on the ground of a technical default. It may often happen that the unwary tenant pays his rent within the prescribed period, but the receipt that the wily landlord gives is post-dated. The tenant satisfies himself that he has got the receipt for payment made by him without caring to look into the date noted in the receipt by the landlord. He does little suspect that the landlord is gradually spreading out his tentacles to rope him in and then throw him out of his tenement. And, as soon as a decree or order for eviction has been made by a court, he ceases to be a tenant.

A tenant under the *proposed Act* cannot sub-let any portion of the premises held by him without the previous consent in writing of the landlord. It is a *foregone conclusion that* such consent will never be forthcoming. *And yet, the tenant may have to sub-let a portion of his house both on the ground of his straitened circumstances and on humanitarian ground. Helpless, homeless refugees are still pouring in, and humanity demands that they should be given a corner to shelter them in.* The housing of the refugees is a baffling problem with the Government, and sub-letting, certainly, is a partial solution, however insignificant. Now, the new Act virtually stops it by conditioning it with the previous consent of the landlord who will invariably not give it.

A tenant is debarred from opening a shop, however small, in any of the rooms of his premises, not to speak of starting any small industry. Now, to supplement his meagre income, this often becomes an indispensable necessity. But the Act provides eviction for it. So long as the landlord gets his rent, so long as the tenant does not damage or destroy or materially change any portion of the premises, one fails to see why a poor tenant should be so seriously handicapped.

Again, the standard rent of 6 per cent. has been converted into the fair rent of 6¾ per cent. Fair indeed! And to this fair rent has been added half of the annual municipal tax. Besides, a tenant is required to bear the entire cost of any repairs effected even with the permission of the Rent Control Officer. All this, the Revenue Minister says, has been done to improve the relations between the landlord and the tenant.

Salami has been penalised. But who is to detect and punish the offenders, when corruption seems to be the creed of our Government?

Anybody who cares to go through the provisions of the Bill cannot escape the impression that the Bill has been conceived solely and purely in the interests of the rich landlords and not with a view to giving any relief or protection to the poor tenants. Poverty is anathema to our rulers who naturally, therefore, seek to humour the rich and promote and advance their interests. A fine and laudable attempt, indeed, at establishing a socialistic pattern of society!

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি গোড়াতেই আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে একটা অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ, যখন ল্যান্ড রিফর্ম বিল এসেছিল তখন তিনি চান্স পান নি। মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্নএর পত্তন করেছিলেন। এইবার রেভেনিউ মিনিস্টার একটা চান্স পেয়েছেন সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্নএর একটা প্রমাণ দেবার জন্য। আইনের মধ্য দিয়ে দেখা গেল উনি অনেকবার বলেছেন যে, অনেকগুলি প্রভিশন যা ১৯৫০ সালের যে আইন আছে তাতে ছিল, তাব কংকগুলি প্রভিশন নতুন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখলে মনে হয়, যদিও গোড়াতে তিনি বলেছিলেন এবং অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলেন, ভাড়াটিয়ার সুবিধার জন্য। যদিও সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন কংগ্রেস অ্যাকসেপ্ট করেছে, কিন্তু আসলে দেখলাম ১৯৫০ সালের বিলে যেটুকু করুণা ভাড়াটিয়ার জন্য ছিল সেটুকু মুছে দিলেন এবং ভাড়াটিয়ার অসুবিধা যেটুকু ছিল তাকে আরও বেশি ক'রে এখানে দেওয়া হ'ল। আমার মনে পড়ছে ইংরাজি কথাটা—টেক দি কয়েন অ্যান্ড লিভ দি চাফ বিহাইন্ড, অর্থাৎ অসুবিধাটুকু যা ছিল তা পুরামাত্রাই রইল কিন্তু সেখানে তাদের অন্তত রিলিফ দেবার ব্যবস্থা ছিল, সেটুকু উড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে "লাভে ব্যাং লোকসানে ঠ্যাং"—এই হ'ল বিলের চেহারা।

দ্বিতীয়ত, সরকার বাহাদুর নিজেদের ঘাড়ে যাতে হাত পড়ে তা করলেন না। বিলের মধ্যে যেখানে গভর্নমেন্ট ল্যান্ডলর্ড রইলেন, সেখানে এটা প্রযোজ্য হবে না, কিন্তু গভর্নমেন্ট যেখানে ভাড়াটিয়া রইলেন সেখানে এই যে হাঙ্গর-কুমীরের মত নো ল্যান্ডলর্ড, তাদের খপ্পরে তাদের

যেতে হবে না, অর্থাৎ ওঁর গায়ে আঘাত পড়বে না, গভর্নমেন্টএর গায়েও আঘাত পড়বে না—ল্যান্ডলর্ড হিসাবেও পড়বে না, টেনান্ট হিসাবেও পড়বে না; মরুক অন্য লোক। কিন্তু এই ওরা কারা? গত আগস্ট সেশনে একটা প্রশ্নোত্তরে ওরই জবাব পেয়েছি যে, একজন মন্ত্রী আছেন, তিনি হাউসিং মিনিস্টার হিসাবে আছেন। আমরা বলেছিলাম, অন্যান্য দেশের কথা, সেখানে আমরা দেখেছি কি ক'রে ভাড়া ঠিক হয়; বোর্ডিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভাড়া ঠিক করতে কিরকম ডিপার্টমেন্ট আছে। তখন উনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, একজন আমাদের হাউসিং মিনিস্টার আছেন এবং শুনেছিলাম, তিনি শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কিন্তু এখানে তো তার কোন কিছুই দেখলাম না। জমিদারী অ্যাবলিশন যখন হ'ল তখন কলকাতায় যারা বাড়িওয়ালা অর্থাৎ যারা বাড়ির জমিদার তাদের উচ্ছেদ হ'ল না। ল্যান্ড রিফর্মস বিলে যদি জমিদারের গায়ে হাত প'ড়ে থাকে, মুখ্যমন্ত্রী যদি সেটা ক'রে থাকেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। তাদের বললেন, আহা! বড় আঘাত দিয়েছি, একটু হাত বুলিয়ে দিই। আমি যে বাড়িতে ভাড়া থাকি, সে বাড়ির মালিকও একজন বাড়িওয়ালা। ল্যান্ড রিফর্মস বিল পাস হবার পর আমার কাছে এসে তিনি বলছেন, "হ্যাঁ মশাই, আমাদের কপালেও কি এইরকম হবে"? আমি বললাম, "কি ক'রে জানব, মশাই", কিন্তু দিনকয়েক পরে তাঁকে দেখলাম যে শুকনো মুখ আর তাঁর নেই, বেশ গোলাপের মত টুকটুকে মুখ নিয়ে এসে বললেন, "হ্যাঁ, স্যার, এবার আমাদের একটা রিলিফ হ'ল"। তা হ'লেই বুঝছেন এই বিলে কারা খুশি হয়েছে। আপনি বলেছেন যে, সেলামী নেওয়া হবে না। কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন কোলকাতার রাস্তায় পাশের দেওয়ালে লেখা থাকে, "এখানে প্রস্রাব করিবেন না"—"কমিট নো নুইস্যান্স", কিন্তু সেখানে কি হয় সেটা বোধ হয় আর বলতে হবে না। এখানেও বলা হ'ল, সেলামী নেওয়া হবে না; সেলামী নেওয়া হবে কিনা সেটা কি আপনি বললেই নেবেন, আর না বললে নেবেন না। সেলামী যিনি নেবেন তিনি কি সাক্ষীপ্রমাণ রেখে সেলামী নেবেন? অবশ্য তাকে ধরবার জন্য সেখানে ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত থাকবেন কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমি বলি, লোন ফ্লোট ক'রে যদি গভর্নমেন্ট বাড়ি করতেন, সেটা কি ভাল হ'ত না? এই তো হিসাব দিয়েছেন ১৫ বছরে বাড়ির দাম উঠে যাবে। বাড়িওয়ালা ৮½ পারসেন্ট ভাড়া বেশি পাবে, কিন্তু সেখানে ৪ পারসেন্ট লোন ফ্লোট ক'রে যদি ৮½ পারসেন্ট ভাড়া গভর্নমেন্ট নিতেন, তা হ'লে অন্তত ভাড়াটিয়া বুঝত যে, আমার যে টাকাটা গভর্নমেন্ট নিচ্ছে সেটা আমারই কিছু সুবিধার কাজে ফিরে আসবে। কিন্তু এখানে গভর্নমেন্ট দালাল হয়ে বাড়িওয়ালার পকেটে টাকা গুঁজে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। যদি তাহার বাড়ির দাম উঠে যায় তা হ'লে যে সমস্ত বাড়ি থেকে বাড়িওয়ালা বহু বছর ধ'রে যথেষ্ট লাভ করেছে, কেন গভর্নমেন্ট লোন ফ্লোট ক'রে সেইসব বাড়ি ক্রয় করলেন না? এর একমাত্র কারণ দেখতে পাই যে, বাড়িওয়ালারা পিছনে আছেন, বিলের যে খসড়া হয়েছে তাতে মনে হয় কোন প্রচ্ছন্ন হাত এর পিছনে রয়েছে।

[11-20—11-30 a.m.]

মন্ত্রিমহাশয় বললেন, বাড়িওয়ালাকে যদি হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, তা হ'লে সেটা বড্ড ড্রাস্টিক হবে। আর পনের টাকার ভাড়াটের জরিমানা যদি হাজার টাকা হয়, তাহ'লে সেটা হবে ন্যায়সংগত। আমি বুঝতে পারলাম না, সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্নএর মন্ত্রিমহাশয়ের সে কথা বলতে কেন লজ্জা হ'ল না! আমরা হ'লে তো বেগুনি হয়ে যেতাম। কিন্তু তিনি লালও হলেন না!

আর একটা মজার কথা বলব, মিঃ স্পীকার! একজন লোক রেসিডেন্সিয়াল পারপাসএ বাড়ি নিলেন ধরুন; মন্ত্রিমহাশয় আপনার বাড়ি আছে জানি। ভগবান না করুন আপনার সেই অবস্থা হয়। তাঁর মেয়ে কি ছেলে ডাক্তার কি উকিল যদি থাকে, তা হ'লে সেই বাড়িটার নিচেকার ঘরে বৈঠকখানায় ব'সে সেই মেয়ে ডাক্তার দু'টি মেয়ে রোগীর সঙ্গে কথা বললেই এভিকশনএর চার্জএ পড়লেন। আর ছেলে উকিল হ'লে যদি বৈঠকখানার ঘরে ব'সে মক্কেলের সঙ্গে কথা কয়, তা হ'লে তিনিও এভিকশনএর চার্জএ প'ড়ে যাবেন। সেখানে ডোয়েলিং হাউস হয়ে গেল কমার্স অ্যান্ড ট্রেডএর বাড়ি। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটস রিঅরগানাইজেশন কমিশনএর

জন্য যে মেমোরেন্ডাম তৈরি হয়েছে, সেটা পাঁচশো টাকা মাইনের লোক রেখে ড্রাফটিং করা হয়েছে। কিন্তু এ বিলটা নিশ্চয়ই অনারারি ড্রাফটিং হয়েছে। এও তার জন্য বোধ হয় এই রকম হয়েছে।

সেদিন ২৪ তারিখে নরেশবাবু যেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিলেন এটাকে তাড়াতাড়ি পাস করবার জন্য, এখানে তেমনি চেষ্টা করা হয়েছে তাড়াতাড়ি পাস করবার জন্য। আমি বলব যে, সমস্ত বিলের প্রভিশন দেখলে পরে মনে হচ্ছে, প্রি-আবাদি প্রস্তাবের পরে পোস্ট-আবাদি প্রস্তাব যা হচ্ছে, তাতে এমন সোশ্যালিজমএর গন্ধ বেরিয়েছে যে, ভবিষ্যতে আমাদের মন্ত্রি-মহাশয় একজন সোশ্যালিস্টএর মল্লিনাথ টীকাকার হিসেবে হিসটরিক্যাল ফিগার হয়ে থাকবেন, এ বিলকে যে অবস্থা ক'রে দাঁড় করিয়েছেন।

আমার এক বন্ধু বললেন বাইরে, তিনি ভাড়াটে এবং অনেক গরিব ভাড়াটের সামনে কথা হ'ল। তারা বললেন, আপনাদের সংশোধন প্রস্তাব সরকার একটিও নিলেন না? আমি বললাম, না, তিনি পাষাণ হয়ে প'ড়ে রয়েছেন; শুনলাম দরজার পেছনে পাষাণ একটু নাকি গলছিল। স্পীকার মহাশয় একটু নরম হয়েছিলেন। এমন কি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, যিনি পাষাণের হিমালয়, তিনিও নাকি নরম হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের রাজস্বমন্ত্রী নরম হলেন না। তিনি আমাদের সংশোধন প্রস্তাব কিছুই নেন নাই। আমরা জানি, যা কিছু উইজডম তার একমাত্র সোল মনোপলি হচ্ছে কংগ্রেস বেঞ্চএর এবং কংগ্রেস মিনিস্টারসদের, আর আমাদের অপোজিশনএর মাথায় কিছুই নাই। কেউ কিছু বোঝে না। কিন্তু একটা কথা আছে, "কেউ বোঝে না, আমি বুঝি, লোকে বলে নিরেট হ'লে"।

আর একটা কথা তারা বললেন। এই সংশোধন প্রস্তাব নিলেন না বটে, কিন্তু এই বিল বাইরে এলে সংশোধন প্রস্তাব আসবে না ঠিক, তবে সম্মার্জনী প্রস্তাব তৈরি হয়ে আছে। এই খবর মন্ত্রিমহাশয়কে দিচ্ছি। আশা করি, মন্ত্রিমহাশয় এই যে বিল, যা তৈরি করেছেন, তার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

Mr. Speaker: That is a very unparliamentary expression—
সম্মার্জনী প্রস্তাব।
If you consider coolly, that is very unparliamentary.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমি বললাম, আপনারা সংশোধন প্রস্তাব নিলেন না, তবু যে বিলটি পাস হয়ে যাচ্ছে, সেই বিলের উপর সম্মার্জনী আসবে।

Mr. Speaker: You are changing your opinion now. But you said like that.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমি বলেছি বাইরে বিলকে তাঁরা অভিনন্দন দেবেন সম্মার্জনী দিয়ে।

Mr. Speaker: Very well. You have corrected yourself. I accept it. But you referred to the Minister at first.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আপনি শুধু এটুকু ভেবে দেখুন কংগ্রেসের যাঁরা মেম্বার ব'সে আছেন, তাঁদের অনেকের বাড়ি এখনও হয় নাই, কিছু কিছু হয়ত কারো কারো হয়েছে। এ'রা একটু দরদ দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন, তাদের ব্যথাটা কোথায় লাগে। আমরা আশ্চর্য হচ্ছি ভেবে সত্যেনবাবু যে দলের সেই কংগ্রেসের মধ্যে যথেষ্ট দরিদ্র মধ্যবিত্ত আছেন। তাদের কি অবস্থা হচ্ছে? কিন্তু তাদের এমন অবস্থা যে চোখে জল এলেও কর্তার ভয়ে সে জল ফেলবার হুকুম নাই। তাদের চোখের জল ইভাপোরেট ক'রে চ'লে যাবে, তবু কিছু বলবার জো নাই। কিন্তু পরে বন্যা হিসেবে তাদের সে চোখের জল দেখা দেবে এবং সেই বন্যার জলে আপনারা ভেসে যাবেন। যাদের ভোটে আপনারা এসেছেন, তাদের কথাও এইসাথে ভেবে দেখবেন।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গত কয়েকদিন যাবৎ এই বিলের আলোচনা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের সময় আমাদের বিরোধীপক্ষের বহু সদস্য কেউ কেউ মধুর ভাষায়—বিশেষত মাননীয় সদস্য অমর বসু রাজস্বমন্ত্রীর হৃদয় পরিবর্তন করতে পারেন কিনা চেষ্টা করলেন। কিন্তু দেখছি, সবই বিফল প্রয়াস। মন্ত্রিমহাশয় নির্বিকল্প নির্বিকার স্বরূপ—যেভাবে ব'সে আছেন, তাতে কোন কথা বিশেষ শুনছেন ব'লে মনে হয় না। তিনি প্রথম মুখবন্ধে বলেছেন, এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য। এতকাল যে সমস্ত সাময়িক আইন ছিল সেই আইনে, মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, বাড়ির মালিক ও ভাড়াটের মধ্যে কোন মধুর সম্বন্ধ ছিল না। সেই মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে তিনি এই নতুন আইন রচনায় ব্রতী হয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, এই আইন রচনার পূর্বে অনেকগুলি লোকাল বডিজ, অনেকগুলি অ্যাসোসিয়েশন তাদের ইন্টারেস্টস দেখবার জন্য তাঁর কাছে দরবার করেছেন। যে কথা শ্রীচ্যাটার্জি ব'লে গেছেন যে, সমস্ত লোকাল বডিজ ও অ্যাসোসিয়েশনগুলো তাঁর সংগে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন, তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই যে এ আইন তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি মুখে যে কথা বলেন কাজে তা করেন না। পল্লীগ্রামের জমিদারী উচ্ছেদের নামে যে কাজ ভাল মনে করলেন ব'লে প্রচার করলেন, বস্তুতপক্ষে শহর-অঞ্চলের বাড়ির মালিকের বেলায় সেটা প্রযোজ্য হ'ল না। এইরকম বহুমুখ নীতি অন্য কোন রাষ্ট্রে চলে কিনা, জানি না। আজও এ সম্বন্ধে বহু কংগ্রেস সদস্য মুখ বুজে আছেন। কথায় আছে, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। আনন্দের কথা বসন্তলাল মুরারকা ব'লেই ফেললেন এস্টেটস অ্যাকুইজিশন অ্যাক্টএর মত ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আজও কংগ্রেস সদস্য শম্ভূবাবু চেষ্টা করলেন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। তৎসত্ত্বেও মন্ত্রিমহাশয় পর্বের ন্যায় অটল অচল রয়েছেন। এখনও সময় আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই বিলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্ততঃ, উচ্ছেদের ব্যবস্থা আরও ব্যাপক করা হয়েছে। আরও মজার কথা হচ্ছে, যেটা টেনান্টএর পক্ষে যাবে সেটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত রেন্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট রয়েছে, সেখানে প্রজাদের পক্ষে যেটা ভাল, সেটা বাদ দিয়ে মালিকের পক্ষে যেটা ভাল সেটা তিনি রেফার করেছেন। ১৯৫০ সালের আইনে ল্যান্ডলর্ডএর পক্ষে যে সুবিধাজনক ব্যবস্থা আছে সেটা এই আইনে বজায় রাখা হয়েছে এবং প্রজার পক্ষে যেটা মংগলজনক ব্যবস্থা তা এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই আইনটা প্রজার মংগলের জন্য হয় নাই, বাড়ির মালিকের সুবিধার জন্য হচ্ছে।

[11-30—11-40 a.m.]

সবচেয়ে মারাত্মক কথা এতে যে রয়েছে—অ্যানয়্যান্স টু দি নেবার ইনক্লুডিং ল্যান্ডলর্ড—এটা অতি মারাত্মক।

Clause 13(e) "annoyance to the neighbours including the landlord—"

কথাটা অতি ব্যাপক অর্থে বোঝা যায়, এর কোন সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় নাই।

স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন কিছুদিন পূর্বে ইংলন্ডে একটা ডাইভোর্স কেস হয়। একটি ইংরেজ মহিলা কোর্টএ অভিযোগ করেন—আমার স্বামী রাত্রে শোবার পর এত জোরে নাসিকা গর্জন করেন যে তাতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং এরকম স্বামীর সংগে ঘর করা যায় না [হাস্য]।

and there was ground for divorce or dissolution of marriage—

ঐ নাসিকাধ্বনির ভিতর। এখানেও ভাড়াটের নাসিকাগর্জনটা কি এ্যানয়্যান্স টু দি ল্যান্ডলর্ড হবে? অ্যানয়ান্স টু দি পাবলিক যদি হয়, তা হলেও না হয় বুঝি। তা ছাড়া, জিনিষের দাম বাড়বে, সংগে সংগে ভাড়াও বাড়বে। আজকে যে বাড়িটা করতে দশ হাজার টাকা খরচ হয়ে তার উপর ভাড়া ঠিক হয়েছে, আট বৎসর পর্যন্ত সেটা ঠিক থাকবে। তারপরে সেই বাড়ির দাম বেড়ে গেল, সংগে সংগে ভাড়াও বেড়ে গেল। জিনিসের দাম বাড়ার সংগে সংগে বাড়ির ভাড়াও বাড়বে,—এ একটা অদ্ভুত যুক্তি। যে টাকা খরচ করা হয়েছে সেই টাকার উপর

ল্যান্ডলর্ডএর পক্ষ হয়ে ওঁরা চিন্তা করেছেন, ভাড়াটের কথা চিন্তা করেন নাই। প্রতি পদক্ষেপে আপাতমধুর বাকচাতুরির ছাড়া টেনান্টদের কল্যাণকর কিছুই এতে দেখা যায় না। ক্লজ ৫-এ টেনান্টএর প্রোটেকশনএর ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু সে প্রোটেকশন কই? কোন্ জিনিসের উপর নির্ভর করা যায়? সে প্রোটেকশন সম্বন্ধে কিছুই নাই। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে যা সে হচ্ছে, কোন ক্ষেত্রেই সাব-লেট করতে পারবে না, যদি পূর্ব থেকেই লিখিত অনুমতি বাড়ির মালিকের কাছ থেকে না পায়। আমি নিশ্চয় প্রায় বলতে পারি, অনেক স্থলেই বাড়ির মালিক লিখিত অনুমতি দিতে চাইবেন না। প্রতি ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে, একজন রেন্ট কন্ট্রোলার হবেন, তাঁর কাছে দরখাস্ত করলেই বাড়ির মালিক ও ভাড়াটের মধ্যে যে বিরোধ তার মীমাংসা হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর কি ক্ষমতা রয়েছে? কোন বাড়ির মালিক যদি ভাড়াটেকে সাব-লেট করার পারমিশন দিতে অস্বীকার করে সে বিষয়ে কোন প্রতিকার নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে একথা উল্লেখ থাকা উচিত ছিল যে, অন্ততপক্ষে ভাড়াটে যদি দরখাস্ত করে রেন্ট কন্ট্রোলারএর কাছে, তা হ'লে তিনি বাড়িওয়ালাকে নোটিস দিয়ে এনে দেখবেন তার অস্বীকৃতির মধ্যে কোন যুক্তি আছে কিনা—এটা করা উচিত ছিল। এবং তা না করায় এ বিষয়ে ভাড়াটেদের যে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তারপরে কন্ট্র্যাক্ট, সেটা যদি বেআইনীও হয় তথাপি বলবৎ রাখার ব্যবস্থা অত্যন্ত অদ্ভুত। বাড়ির মালিকের সঙ্গে, ভাড়াটিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক টাকা নিয়ে। অন্য অনেক কারণের মধ্যে একটা গ্রাউন্ড অফ এভিকশন হচ্ছে ডিফল্ট। এই ডিফল্ট করার জন্য যদি ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করা হয়, তা হ'লে তার মধ্যে অন্তত একটা সুষ্ঠু নীতি থাকা দরকার। এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ইভন বিফোর ডেলিভারি অফ পজেশন যদি ডিক্রিটাল অ্যামাউন্ট অ্যালং উইথ ইন্টারেস্ট দেওয়া হয় তা হ'লে বাড়ির মালিক বাড়িটা তাকে দিতে বাধ্য থাকবেন, এটা থাকা উচিত ছিল। তা না রেখে বাড়ির মালিকদের ভাড়াটেদের উচ্ছেদ করবার এই যে স্কোপ দিলেন, এই বিধানের জন্য টেনান্টকে প্রতি পদক্ষেপে বাড়ির মালিকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হবে।

এই আইন করবার জন্য মন্ত্রিমহাশয়ের যত প্রচেষ্টা সে যেন প্রজাদের দুঃখে, ভাড়াটেদের দুঃখে মন্ত্রিমহাশয় একেবারে গদ্‌গদ প্রাণ; ৩১ মার্চের মধ্যে আইন পাস না হ'লে মহা সর্বনাশ হবে এই কথা তাঁর কাছে শুনেছি! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখতে পাচ্ছি তাদের মঙ্গলের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। পরন্তু তাদের সম্পূর্ণভাবে বাড়ির মালিকদের অনুগ্রহের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও এর আর সংশোধনের এখন কোন সম্ভাবনা নাই, এর পূর্বে বিধানসভায় যে সমস্ত আইন পাস হয়েছে, যেমন এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, সেটা যখন এখানে আলোচিত হয়, তখন চোখের সামনে ডিফেক্ট ধরিয়ে দিয়ে আমরা অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছি, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ওঁরা তা গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তী কালে আবার সেইভাবে অ্যামেন্ডমেন্ট এনে নতুন বিল আনা হয়েছে, তাতে হাউসএরও বড় কম সময় যায় নাই, সরকারেরও বড় কম খরচ হয় নাই। এই বিল সম্বন্ধেও তাই করতে হবে। মন্ত্রিমহাশয় মন্ত্রী হবার আগে খুব বড় ব্যারিস্টার ছিলেন এবং ব্যারিস্টার হিসাবে বড় বড় বাড়ির মালিকদের কেসই ক'রে থাকবেন, তাই তাঁর মনের মধ্যে বাড়িওয়ালাদের কথাই রয়ে গিয়েছে, ভাড়াটেদের কথা মনেই ওঠে না। একপক্ষের এই যে আইন এতে সুইট রিলেশন বাড়বে না, মামলা-মোকদ্দমাই বাড়বে।

যদিও মন্ত্রিমহাশয় এখনও অচঞ্চল, তবু যে ডিফেক্টএর কথা উল্লেখ করলাম পরবর্তী কালে যেন সেগুলি সংশোধনের ব্যবস্থা করেন এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আসন গ্রহণ করছি।

Sj. Narendra Nath Sen:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আগে যদিও একমাসের নোটিস দিয়ে ভাড়াটেকে তোলবার অধিকার ছিল, তা সত্ত্বেও ল্যান্ডলর্ড আর টেনান্টদের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল না। সেই সময়েতে বাড়ি ভাড়া নিতে কোন সেলামী নেওয়ার বা দেওয়ার প্রশ্ন আমরা কখন জানতাম না বা শুনি নি। বস্তুতপক্ষে সেই সময়ে—১৯৪২ সালের আগে পর্যন্ত—ল্যান্ডলর্ড চেষ্টা করতেন ভাড়াটের অসুবিধা দূর ক'রে তাকে রাখতে। কিন্তু ১৯৪২ সালের পরে যখন যুদ্ধের ফলে কলিকাতায় বিপুল জনসমাগম হ'তে লাগল তখনই এই রিলেশন স্ট্রেন্ড হয়ে পড়ে, কারণ, তখন হাউসিং একটা প্রবলেম হয়ে পড়ে। তার ফলে ১৯৪৩তে এখানে ক্যালকাটা হাউস রেন্ট কন্ট্রোল অর্ডার পাস করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার আগে ১৯৪২ সালে জাপানী বোমার আক্রমণের

ফলে কলিকাতার লোক যখন মফঃস্বলে পালাতে শুরু করেছিল তখনও এক হাউসিং প্রবলেম অ্যারাইজ করেছিল। যার ফলে বেঙ্গল হাউস রেন্ট কন্ট্রোল অর্ডার অফ ১৯৪২-এর ব্যবস্থা করতে হয়। তারপরে প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রমে ক্রমে এই আইনকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ক'রে পরবর্তী ১৯৫০-এর অ্যাক্ট আনা হয়। এই আইন টেম্পোরারি ছিল। তাকে পার্মানেন্ট ক'রে এই বিলটা আমাদের সামনে এসেছে।

স্যার, এর স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্ট অ্যান্ড রিজনসএর মধ্যে একটা জিনিস দেখতে পাই যাতে মনে হয় এই বিলের মূলে আছে একটা ধারণা যে, কলিকাতায় যথেষ্ট সংখ্যক বাড়ি হচ্ছে না, কাজেই এমন আইন হওয়া দরকার যার ফলে বাড়ির সংখ্যা আরও বাড়ে। কিন্তু বাড়ি হচ্ছে না এই ধারণাটা আমার মনে হয় ঠিক নয়; কেন না, আমরা যদি কলিকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং স্যাংশনএর ফিগার দেখি তা হ'লে দেখতে পাই ১৯৫০-৫১ সালে ১,৭৫৩টি পাকা ম্যাসনরি বিল্ডিংএর স্যাংশন হয়েছিল, ১৯৫১-৫২ সালে ১,৮২৫টি হয়েছিল, ১৯৫২-৫৩ সালে হয়েছিল ২,১০০, ১৯৫৩-৫৪ সালে হয়েছিল ২,০৮৩, এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে হয়েছিল ২,৩৫৭টি। অবশ্য এই বাড়িগুলো সব হয়ত হয় নি। কেন না, বিল্ডিং মেটিরিয়ালস কন্ট্রোল ছিল, এমন কি ইট থেকে আরম্ভ ক'রে লোহা, সিমেন্ট পর্যন্ত কন্ট্রোল হওয়াতে ঐসব পাওয়ার অসুবিধায় অনেক বাড়ি হ'তে পারে নি। আরও একটা কারণ আছে কলিকাতায় বাড়ি বেশি না হওয়ার। সেটা হচ্ছে, আগে ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট খুব প্রফিটেবল বিজনেস ছিল, তাই মাড়োয়ারি বিজনেসমেন বা ক্যাপিটালিস্টরা ল্যান্ডএ যথেষ্ট টাকা ইনভেস্ট করতেন। কিন্তু তারপরে যুদ্ধের ফলে যখন তাঁরা দেখলেন যে, কন্ট্রোলড গুডস অ্যান্ড কনজিউমার গুডসএর বিজনেস এর চেয়ে অনেক প্রফিটেবল, তখন ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট আনসার্টেন মনে করায় এদিকে ইনভেস্ট ক'মে গেল। সেটাও বোধ হয় অন্যতম কারণ কলিকাতায় খুব বেশি বাড়ি না হওয়ার। আজকের এই যে নতুন বিল, এই বিলটি পার্মানেন্ট হচ্ছে। কাজেই এই বিলটা এমন হওয়া উচিত যার ফলে ল্যান্ডলর্ড এবং টেনান্ট কেউ কারও উপর অন্যায় অ্যাডভান্টেজ নিতে না পারে এবং আগের মত পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ফিরে আসে তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

[11-40—11-50 a.m.]

আজকে এই নতুন বিলেতে সাব-টেনান্টদের একটা রাইট দেওয়া হচ্ছে। আগে সাব-টেনান্টকে ল্যান্ডলর্ড ইচ্ছা করলে এবং টেনান্টকে ইজেক্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে সাব-টেনান্ট ইজেক্ট হয়ে যেত। কখন কখন টেনান্ট ল্যান্ডলর্ডএর সঙ্গে কন্সপিরেসি ক'রে সাব-টেনান্টকে তুলে দিতেও পারতেন। কিন্তু এই বিলেতে সাব-টেনান্ট একটা প্রোটেকশন পেয়েছে এবং ল্যান্ডলর্ডএর তরফেও কিছু প্রোটেকশন সে পেয়েছে যে ল্যান্ডলর্ড টেনান্টএর এগেনস্টএ ইজেক্টমেন্ট সুট করলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেত যে, টেনান্ট কতকগুলি বোগাস সাব-টেনান্ট ক্রিয়েট ক'রে দু'-তিন বছর পর্যন্ত ল্যান্ডলর্ডকে হ্যারাস করে। অতএব এই নতুন ব্যবস্থা হওয়াতে ল্যান্ডলর্ড, টেনান্ট এবং সাব-টেনান্ট সকলেই কতকগুলি প্রোটেকশন পাবে। কিন্তু এই বিলের মধ্যে এমন কতকগুলি সেকশন আছে যা আমার মতে সেগুলির ইমপ্রুভমেন্ট হওয়ার প্রয়োজন আছে। মন্ত্রিমহাশয়ও আশা করি এইগুলিকে বিবেচনা ক'রে সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

আমি প্রথমে ক্লজ ৩-এর লিজহোল্ড প্রপার্টি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। যখন ১৯৫০ সালের আইনেতে ফিফটিন ইয়ার্সএর লিজগুলিকে এ থেকে এক্সেম্পট ক'রে দেওয়া হয়েছিল তখন একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, লং লিজড প্রপার্টিগুলিকে যদি টেনান্ট বহু বছর লিজ নিয়ে নিজের টাকাপয়সা খরচ করে সেই বাড়িগুলোকে ডেভেলপ করে। অতএব সেগুলি যদি এর আওতায় না আসে তা হ'লে বাস্তবিক খুব সুবিধা হয় এবং এইজন্যেই তখন এইসব লং লিজড প্রপার্টিগুলোকে এই থেকে এক্সেম্পট ক'রে দেওয়া হয়। যখন ১৯৫০ সালের অ্যাক্টএতে ফিফটিন ইয়ার্স লিমিটেশন ক'রে দেওয়া হ'ল যে, ফিফটিন ইয়ার্সএর উপর লিজ হ'লে সেই লিজ এই নতুন বিলের আওতায় আর আসবে না তখন বহু আনস্ক্রুপলাস ল্যান্ডলর্ড ভাড়াটেকে কম্পেল ক'রে ফিফটিন ইয়ার্স বা তার অধিক দিনের লিজ তৈরি ক'রে নেবার চেষ্টা করেছিল।

কাজেই এই সুযোগ নিয়ে তারা টেনান্টদের উপর নানারকমে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই বিলেতে এই লিজগুলো রেন্টাল এবং অন্য কতকগুলো বিষয়ে যদি লিজহোল্ড প্রপার্টিও হয় তা হ'লে এর আওতায় আনা যাবে ব'লে এই দিক দিয়ে একটু সুবিধে হয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সেকশনটির আরও ইমপ্রুভমেন্ট হওয়া প্রয়োজন। কেন না, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটি করা হয়েছে, আমার মনে হয়, সেই উদ্দেশ্যটা এতে সফল হবে না। কাজেই আমার মতে এটিকে আরও একটু ইমপ্রুভ করলে ভাল হয়।

তারপর ক্লজ ৮(ডি)-তে ফেয়ার রেন্টএর বেলায় নতুন বাড়ির ভাড়া সম্বন্ধে যে কথা রয়েছে তাতে আমার মনে হয় যে, একখানা ছোট পাঁচ-ছ'খানা ঘরযুক্ত দোতলা বাড়ি করলে তার ভাড়া এই রেটে গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা। কাজেই এর বদলে ১৯৫০এর অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টএর যে প্রভিশন ছিল, আমার মতে সেই প্রভিশনটা যদি এখানে দেওয়া যায় তা হ'লে ভাল হয়। তা ছাড়া আবার এর মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সএরও বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সাধারণত, টেনান্সি সম্বন্ধে যদি কোন প্রভিশন না থাকে তা হ'লে কোলকাতাতে আমরা যা দেখি তাতে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, বোথ অকুপায়ার্স শেয়ার অ্যান্ড ওনার্স শেয়ার—ওনারই দিয়ে থাকে। সুতরাং এই মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সটা যদি টেনান্সির মধ্যে না থাকে তা হ'লে এটা ইনক্লুড না করলেই ভাল হয় এটা ইনক্লুড করলে ভাড়ার হার আরও বেড়ে যাবে। ক্লজ ৯-এতে ফেয়ার রেন্ট বাড়াবার যে একটা প্রভিশন রয়েছে তাতে ক্লজ ৯(বি)তে যদি ল্যান্ডলর্ড কিছু অ্যাডিশনাল কনস্ট্রাকশন করেন তা হ'লে ১০ পারসেন্ট ভাড়া বাড়বে। আমার মনে হয় এই পারসেন্টেজটা কমিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। কেন না, একখানা ঘর করতে যদি তার চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ পড়ে তা হ'লে ১০ পারসেন্ট বাড়াতে গেলে সেই একখানা ঘরের জন্য বছরে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা ভাড়াও বেড়ে যাবে। কাজেই এটাকে কমিয়ে দিতে পারলে ভালই হয়।

ক্লজ ১৩এ ইজেক্টমেন্ট সুট সম্বন্ধে রয়েছে এবং সাব-ক্লজ "এফ"তে পারসন্যাল অকুপেশন এবং বিল্ডিং অর রি বিল্ডিং কথাও রয়েছে। প্রেজেন্ট অ্যাক্টএ প্রোটেকটিভ প্রভিশন থাকা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, এর সুযোগ নিয়ে টেনান্টরা অনেক ক্ষেত্রে অপ্রেস্ড হয়, যেখানে হয়ত প্রয়োজন নেই সেখানেও তুলবার চেষ্টা হচ্ছে। কাজেই আরও একটু তাদের প্রোটেক্ট করতে পারলে ভাল হয়। সেকশন ১৩(এইচ) বর্তমানে যেভাবে আছে তাতে রেসিডেন্সিয়াল হাউসএর বাইরের একখানা ঘর যদি ডাক্তার বা উকিলের জন্য ব্যবহৃত হয় তা হ'লেই প্রফেশনাল পারপাসএ সে ইজেক্টেড হ'তে পারে। সেজন্য আমার মনে হয় যে, এখানে এমন যদি হয় যে—

where the entire premises or a substantial portion of the premises has been used or let out for some other purpose,

তা হ'লেও ইজেক্টমেন্ট হবে, তবে ভবিষ্যতে হ্যারাসমেন্ট থেকে তারা বাঁচতে পারে। স্যার, ক্লজ ১৮এ রেস্টোরেশন অফ পজেশনএ এই যে নাইন মান্থস ক্লজটি আছে সেটা আমি মন্ত্রি-মহাশয়কে একবার বিবেচনা ক'রে দেখতে বলছি যে এর পরে যদি কিছু করা যায়; কেন না, এই সম্বন্ধে যে অবজেকশন হয়েছে সেটা আমার মনে হয় একটু ভেবে দেখা দরকার। ক্লজ ২১এ ডিপজিট অফ রেন্টটা আরও সহজসাধ্য হওয়া উচিত। এখন যে সিস্টেম আছে তাতে রয়েছে যে, ট্রেজারি চালান কন্ট্রোলারএর ডিফারেন্ট সেকশন থেকে পাস করিয়ে নিয়ে ট্রেজারিতে জমা দিতে হয়, কিন্তু টেনান্টদের পক্ষে সেই জমা দেওয়াটা খরচসাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে উকিলের খরচাও বহন করতে হয়। সেজন্য এটাকে আরও ইজিয়ার যাতে করা যায়, সে বিষয়ে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং যদি সম্ভব হয় তা হ'লে এ বিষয়ে ব্যবস্থাও করা উচিত।

তারপরে ক্লজ ২৪এ ওয়েভার ক্লজএ আফটার ডেট অর্থাৎ নেক্সট মান্থএর ১৫ তারিখের পরে যদি টেনান্ট ভাড়া দেয় তা হ'লে রয়েছে যে, সেই টেকনিকাল ডিফল্টএ ওয়েভার হবে। কিন্তু বহু কেস এখন আছে যেখানে ল্যান্ডলর্ড ভাড়াটেকে তুলবার জন্য আফটার ডেটএ রেন্ট নেয়, তাতে এই টেকনিক্যাল ডিফল্টএর জন্য টেনান্টএর এগেনস্টএ ইজেক্টমেন্ট সুট হয় এবং এর কোন প্রতিকার সে পেতে পারে না। আজকেই আমার কাছে আমার ...

২৫ বছরের ভাড়াটে এসে বললেন যে, তাঁর ল্যান্ডলর্ড নিজে রেন্ট রিয়ালাইজ করেন, কিন্তু তিনি এইরকম ডিল ক'রে ক'রে ভাড়া নিয়ে তাঁর এগেনস্টএ ইজেক্টমেন্ট স্যুট করেছেন সেজন্য আমার মনে হয় যে, যদি এই পেন্ডিং কেসগুলোকে এর আওতার ভেতরে আনতে পারেন তা হ'লে ভাল হয়। ক্লজ ২৭এ অ্যাপিল রিভিশন অ্যান্ড রিভিউর প্রভিশনএ আগের অ্যাক্টএর সেকশন ৩২এর ক্লজ ৪, ৫, ৬-এ যাহা আছে, আমার মনে হয়, ঐ প্রভিশনগুলো সম্বন্ধে যদি মন্ত্রিমহাশয় একটু বিবেচনা ক'রে ঐগুলোকে ইনকরপোরেট ক'রে দেন তাহ'লে ভাল হয়। পেনাল্টি ক্লজএর ক্লজ ২-তে আছে যে, সাব-লেট করলে তার টেনান্সি যাবে এবং সে পেনালাইজডও হবে, ফাইনও দেবে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ঐ ফাইনএর প্রভিশনটা তুলে দিলেই ভাল হয়, কেন না, এইভাবে একটা লোক ডাবলি পেনালাইজড হচ্ছে।

তারপর ক্লজ ৩৪এ মেকিং অফ রিপেয়ার সম্বন্ধে যা রয়েছে তাতে আমার ধারণা যে, এই বিলের মূলে এই ধারণা রয়েছে যে, রিপেয়ার করাটা টেনান্টএর ডিউটি। টি, পি, অ্যাক্টএর সেকশন ১০৮-এ যে প্রভিশন আছে সেটা হচ্ছে লিজহোল্ড প্রপার্টি সম্বন্ধে। কিন্তু আজকে কোলকাতা শহরে যে ইউসেজ রয়েছে তাতে টার্মস অফ টেনান্সিতে রিপেয়ার করার কোন প্রভিশন টেনান্টএর উপর নেই। সেখানে সাধারণত সব জায়গাতেই ল্যান্ডলর্ড রিপেয়ার করে এবং ল্যান্ডলর্ডরাও জানে যে, রিপেয়ার কাজটা তাদেরই করণীয়। আমাদের ভাড়াটে বাড়িতেই জীবন কাটছে এবং আমরা চিরকালই দেখে এসেছি যে, ল্যান্ডলর্ডই রিপেয়ার করেন। কাজেই টেনান্টদের অংশ রিপেয়ার করার অবলিগেশনটা ল্যান্ডলর্ডদের থাকা উচিত এবং উইন্ড অ্যান্ড ওয়াটার টাইট করলে সাব-ক্লজ ৩তে ভাড়া বৃদ্ধির যে প্রভিশন রয়েছে, আমার মনে হয়, সেটা তুলে দিলেই ভাল হয়।

এবার সেকশন ৩৬এ একটা কোয়েশ্চেন উঠবে ইলেকট্রিক কানেকশন সম্বন্ধে। ইলেকট্রিক কানেকশন দিতে যদি ল্যান্ডলর্ড রাজী না হয়, তা হ'লে টেনান্ট কন্ট্রোলারএর কাছে অ্যাপ্লাই করলেই কন্ট্রোলার তাকে কানেকশন নেবার পারমিশন দেবেন। তার ফলেতে আমি সাব ক্লজ ৩৬-এর কথা বলছি

licensee shall not be liable to the owner for trespass for steps taken -

পারমিশন হ'লেই ইলেকট্রিক কোম্পানি মিটার বক্স বসাতে পারেন। কিন্তু সেখান থেকে টেনান্টএর ঘরে লাইন নেবার জন্য ল্যান্ডলর্ড যদি পারমিশন না দেন তা হ'লেও নেবার অধিকার থাকবে এইরকম একটা প্রভিশন থাকা উচিত। তা না হ'লে ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্টটি ঐভাবে অ্যামেন্ডমেন্ট হওয়া উচিত ব'লে আমি মনে করি।

স্যার, কলকাতা শহরে যত বাড়ি আছে তার প্রায় ৬৩ পারসেন্ট ভাড়াটে বাড়ি যার ভাড়া ১০০ টাকার নিচে। ৩৭ পারসেন্টএর ১০০ টাকার উপরে ভাড়া। টালিগঞ্জ এরিয়া কলকাতার মধ্যে এসেছে। এর ৭৫ পারসেন্ট বাড়িই হচ্ছে ১০০ টাকার নিচে ভাড়া, আর ২৫ পারসেন্ট ১০০ টাকার উপরে ভাড়া। সুতরাং এই আইন এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে,

It should benefit the majority.

কাজেই যেসব ডিফেক্টগুলি আমি আলোচনা করলাম, আশা করি, মন্ত্রিমহাশয় নেক্সট টাইমএ প্রয়োজনীয় সংশোধন করবার বন্দোবস্ত করবেন। এই ব'লেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[11-50—12 noon]

Sj. Biren Banerjee:

মাননীয় সভাপালমহাশয়, এই বিল কি ধরনের বিল সেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তার বক্তব্য বিষয়গুলি যদি একটু কান দিয়ে থাকেন তাহ'লে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। তিনি কংগ্রেস বেঞ্চের সদস্য, এদিকে বসা অপোজিশন সদস্য নয়। তথাপি ধীর গম্ভীরভাবে সাধারণ যে সমস্ত ডিফেক্ট পয়েন্ট করেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ডিফেক্ট এবং অত্যন্ত মারাত্মক ডিফেক্ট। সভাপাল মহাশয়, আমাদের বিশ্বাস ঠিক এরকম বক্তা আমাদের উলটো দিকে যারা ব'সে আছেন আমাদের সামনে তাদের মধ্যে এরকম অনেক সদস্য হয়ত বা এর চেয়েও কঠোর বক্তা আছেন এই বিল সম্পর্কে। কিন্তু এই বিধানসভার অবস্থা যা তাতে সবাক হ'তে পাচ্ছেন না। সেজন্য আমরা বারবার ক'রে বলেছি প্রথম দিক থেকে যে এই বিলটা সিলেক্ট কমিটির মধ্যে দেওয়া হোক। তার

মাধ্যমে এই বিল আসুক বারবার অনুরোধ আমরা করেছিলাম, প্রতিপদে এই অনুরোধ আমরা করেছিলাম। কিন্তু কি জানি কেন, গভর্নমেন্ট সাইড ট্রেজারি বেঞ্চেস এই কথা কর্ণপাত করেন নি। এবং সবচেয়ে বাধা দিয়েছিলেন এই বিলের প্রবর্তক মন্ত্রিমহাশয়, আমরা শুনেছি প্রধানমন্ত্রী মহাশয় রাজী ছিলেন। কিন্তু এই বিলের প্রবর্তক যিনি সেই মন্ত্রিমহাশয় তাতে রাজী হন নি। রাজী না হওয়ার ফল হচ্ছে এই যে, তার নিজের পক্ষের সদস্যরাই এখন এই বিলের ধারা সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করেছেন। আমাদের বিরোধীপক্ষ থেকে যে ডিফেক্টগুলি পয়েন্ট আউট করবার, দেখাবার চেষ্টা করেছি বারবার, কারণগুলি অনুসন্ধান ক'রে ক'রে তাঁর কানে তুলে ধরেছি এই হাউসের সামনে আপনি দেখেছেন তা হচ্ছে মোটামুটি দুই। অতিরঞ্জিত না ক'রে আমি দেখাব কিভাবে সে যুক্তিগুলি খন্ডন করবার চেষ্টা মন্ত্রিমহাশয় করেছেন এবং ব্যর্থকাম হয়েছেন।

সভাপাল মহাশয়, দু'তিন জায়গায় শুধু নজর দিতে বলি, এবং সেগুলি আপনার দৃষ্টিতে আনতে চাই। আমরা সাধারণভাবেই গুটিকয়েক কথা বলেছিলাম যে, বছরে বার মাসের ভাড়া নেওয়া হ'ক। তের মাসের সুদিবন্দী কি ব্যাপার আছে, এই যুক্তি তিনি কিভাবে খন্ডন করলেন? তিনি বললেন যেন সত্যযুগের মানুষ—তের মাসের ভাড়া যখন দেয় তখন নিশ্চয়ই আটাশ দিনে মাস ধ'রে, অথচ পাশেই ত্রিশ দিনে মাস গুণে—তাঁর যুক্তি হচ্ছে আটাশ দিনে যখন ভাড়া গোণে তখন ভাড়া নিশ্চয়ই কম হবে এবং তাতে দু'-তিন বছর বাদে কোন বাধাবিঘ্ন হবে না। এভাবে তিনি যুক্তি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত দেখুন, যেখানে আমরা বলেছিলাম—আমি সামান্য কথা বলছি কন্ট্রোলার অন হিজ ওন মোশন ভাড়াটেকে সুবিধা দিতে পারবে। অর্থাৎ কিনা ধরুন, বাড়িতে পাঁচটি ভাড়াটে আছে, আইনে আছে ভাড়াটে নালিশ করলে তার প্রতিকার পাবে। একজন ভাড়াটে নালিশ করল কন্ট্রোলারএর কাছে। এখন একই বাড়িতে আছে আরও দশটি ভাড়াটে। সে সুবিধা পাবে কিনা আমরা এটা তুলে ধরেছিলাম, কিন্তু মন্ত্রিমহাশয় সে সম্পর্কে পাশ কাটিয়ে গেলেন। তারপর টাইম ফর অ্যাপিল যেটা ৩২(২) ধারা, যেটা প্রেজেন্ট অ্যাক্টএ আছে সেখানে সুধীর রায়চৌধুরী মহাশয় যে কথা তুলেছিলেন যে, সার্টিফায়েড কপি নিতে যে সময় লাগে সে সময়টা অন্তত বাদ রাখা হ'ক, তারপর একমাস করা হ'ক। তিনি বললেন, না, এটা দরকার নাই। এটা দরকার নাই কেন? আমি বলব, দরকার সেটা প্রেজেন্ট অ্যাক্টএ ৩২(২) ধারায় আছে। তিনি বললেন, উনি দেখেছেন এবং অন্যান্য প্রদেশের যে সমস্ত অ্যাক্ট সংগ্রহ করেছেন তার কথা বললেন। কিন্তু আমি বলব, সংগ্রহ করেছেন সত্য কথা, কিন্তু সংগ্রহ করেছেন সেইগুলি যেগুলি ভাড়াটেদের বিপক্ষে যায় এবং মালিকের পক্ষে যায় সেগুলিই গ্রথিত করেছেন। তাতে যা হয়েছে ভাড়াটের পক্ষে সম্পূর্ণ অসুবিধাজনক হয়েছে এবং মালিকদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছে। সেজন্য বারবার ক'রে এই কথা উচ্চারিত হয়েছে যে, তিনি যেভাবে এই বিলটিকে আনলেন ঠিক একজন মন্ত্রী হিসাবে নয় যেন একজন আইনজীবী হিসাবে একপক্ষের ব্রীফ নিয়ে এসেছেন এবং সে ব্রীফ হচ্ছে, মালিকপক্ষের ব্রীফ। এইভাবেই তিনি আমাদের যুক্তি পাশ কাটিয়ে গেলেন। তারপর যারা চাকুরিবাকুরি করে, তারা চাকরি করা অবস্থায় যদি কোন কোয়ার্টারএ থাকেন, তা হ'লে সে বাড়িতে থাকাকালীন যদি চাকুরি চ'লে যায়, তা হ'লে সেখান থেকে সেই বাড়ি থেকে তাকে চ'লে যেতে হবে। সেখানে যখন আমরা বললাম, রিজনেবল টাইম দেওয়া হ'ক, সময় দেওয়া হ'ক, তখন তিনি নারাজ হলেন। যুক্তি কি দিলেন? আমরা বলেছিলাম, ওয়ার্কারদের ব্যাপারে জুট মিলএ, সুতাকলে, অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত ওয়ার্কার থাকে সেই সমস্ত ব্যাপার তুলেছিলাম। তিনি বললেন, একটা অফিসার যে কোয়ার্টারএ থাকে সেখান থেকে যদি সে বদলি হয়ে যায় তা হ'লে অন্য অফিসার যিনি সেখানে আসবেন তিনি কোয়ার্টার বা বাসা পাবেন না। আমরা বললাম, একমাসের নোটিস দেওয়া হ'ক, রিজনেবল টাইম দেওয়া হ'ক; তিনি বললেন, না। আজ অফিসার চ'লে যাবে, থাকাকালীন অন্য অফিসার যেই আসবে তক্ষুনি ঘরবাড়ি ফেলে তাকে ভেকেট করতে হবে, তার কত অসুবিধা হবে সেসব কিছুই দেখা হবে না এটা কোন্ যুক্তি বুঝি না।

[At this stage the blue light was lit.]

I shall require some more time.

Mr. Speaker: *The arrangement was that within 1 p.m. we shall conclude the discussion. However, you may have some more time. But try to finish quickly.*

[12—12-10 p.m.]

Sj. Biren Banerjee:

অতএব এভাবে দেখবেন যেখানে যুক্তির সারবত্তা আছে সেগুলিই তিনি পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন অন্য পয়েন্টএ নিয়ে গিয়ে। আমরা যেন ডিবেটিং সোসাইটিতে ডিবেট করছি: এটা যে একটা বিল হচ্ছে এই দৃষ্টিভঙ্গি যেন মন্ত্রিমহাশয় ভুলে গেছেন। সেজন্যই আমরা বলব, এই বিল যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে সে উদ্দেশ্য পরিপূরিত হবে না। এম্‌স অ্যান্ড অবজেক্টসএর মধ্যে কি আছে? কলকাতায় বাড়ি কম পাওয়া যাচ্ছে, বাড়ি বাড়াতে হবে। তা যদি বাড়াতে হয় তা হ'লে গভর্নমেন্ট কেন প্রথমে এই আওতার মধ্যে আসবে না? তারা বাড়ি করেছেন, তারা ভাড়া দিচ্ছেন সেটা এক্সরবিট্যান্ট ভাড়া। সেখানে গভর্নমেন্ট কেন আসবে না? তিনি যে এক্সাম্পল সেট আপ করেছেন, তাতে আনস্ক্রুপলাস বাড়িওয়ালাদের তো সাহায্য করছেন। যদি দু'টি লোকের একটি ফ্ল্যাট একশ' টাকা ভাড়া চান তা হ'লে সেটা রেন্ট অ্যাক্টএ আসবে।

আমি বলছি সরকারই যদি এইরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা হ'লে সাধারণ বাড়িওয়ালা তো সেই সুযোগ গ্রহণ করবে। আমাদের মন্ত্রিমহাশয় তো আর ভাড়াবাড়িতে থাকেন না—আমি এও প্রার্থনা করছি তাঁকে যেন ভাড়াবাড়িতে থাকতে না হয়। কিন্তু তিনি কি ক'রে বুঝবেন সাধারণ ভাড়াটিয়ার দুঃখ? যেভাবে বাড়ির ভাড়া ধার্য করা হয়েছে—যে জমির দাম, তারপর বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনএর খরচ, তার পৌণে সাত পারসেন্ট ইন্টারেস্ট, তারপর হাফ অফ দি মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স। এ কিরকম যুক্তি আমি বুঝতে পারি না। বাড়িভাড়ার সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স কখনও সামিল হ'তে পারে না। এর কারণ আপনারা দিচ্ছেন, কলকাতায় নতুন বাড়ি যাতে আরও বেশি হয়। এই যদি সত্যি সত্যি কারণ হ'ত, তা হ'লে আপনাদের উচিত ছিল যাতে সাধারণ লোক সিমেন্ট তাড়াতাড়ি পায়, সস্তায় সিমেন্ট, লোহা, ইট পায় তার ব্যবস্থা করা। আমরা জানি, যুদ্ধের পূর্বে যা ইটের দাম ছিল তার থেকে পাঁচগুণ দাম বেড়ে গেছে। আজকে লোহার দাম, সিমেন্টের দাম তিনগুণ বেড়ে গেছে। যাতে এই সমস্ত জিনিস কন্ট্রোল দামে পায় তার ব্যবস্থা করাই মন্ত্রিমহাশয়ের উচিত ছিল। তা না ক'রে ভাড়া বাড়িয়ে দিলেই বেশি বাড়ি উঠবে এটা ভুল যুক্তি। এর ফল হবে কি, সাধারণ ভাড়াটিয়াদের অসুবিধায় ফেলা হ'ল মামলা-মোকদ্দমা বেশি বাড়বে। সাধারণভাবে লোকের উপর অত্যাচার হবে, তখন তারা বাধ্য হয়ে আন্দোলন করবে, তখন সরকার কি করবে,—গুলিগোলা চালাবে? এই তো হবে অবস্থা। সেইজন্য মন্ত্রিমহাশয়কে আমি অনুরোধ করব যে, এই বিল পাস করানোর আগে বিশেষভাবে ভাড়াটিয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে নেকস্ট সেশনএ অ্যামেন্ডমেন্ট আনবেন। তা না হ'লে এই বিল পাস হ'লেও তা কার্যকরী হবে না।

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

মাননীয় স্পীকার মহোদয় এই বিলের বিভিন্ন ধারা অন্যান্য বক্তারা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তারপরে আর কিছু বলার না থাকলেও এটুকু বিশেষ ক'রে বলতে হবে, যে উদ্দেশ্যে এই বিল রচিত হবার কথা সেই উদ্দেশ্য এর মধ্যে আদৌ প্রকাশ পায় নি। আমি বলব, এই বিল ফেয়ার রেন্ট ধার্য করবার জন্য হয় নি, বরং ডেভেলপমেন্ট অফ রেন্টএর ব্যবস্থা এতে করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি ক্লজের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এইজন্যই প্রথমত সিলেক্ট কমিটির ভিতর দিয়ে না এনে এখানে সরাসরি হাজির করা হয়েছে, যেন বিস্তারিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করার সময় না দেওয়া যায়। এই বিল আবার প্রমাণ করেছে যে, গভর্নমেন্ট চিরদিন দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের প্রতি নির্মম। অধিকাংশ ভাড়াটিয়াই মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর। তাদের কষ্ট ও অসুবিধা লাঘব করার জন্য একটা সর্বাঙ্গসুন্দর বিল রচনা করতে গিয়ে তাদের উচ্ছেদ বিল রচনা করেছেন ব'লে মনে করি। আর একটা কথা ওঁরা বলেছেনঃ ভাড়াটিয়া যদি বেশি ভাড়া না দেয় তা হ'লে বাড়ির মালিকরা বাড়ি তৈরি করায় উৎসাহ পাচ্ছেন না। বেশ কথা, কিন্তু এতে কি তাঁরা বলতে চাইছেন যে, ভাড়াটিয়াদের রক্ত শোষণ ক'রে কি বাড়ি তৈরি করতে হবে? আর একটা কথা, স্যার, আমি বলব। এই

বিলটিকে প্রকৃত বলতে হয় ১৯৫০ সাল পর্যন্ত যে রেন্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট ছিল, তারপরে সেটাকে নাম দেওয়া হ'ল প্রেমিসেস টেনান্সি বিল। কিন্তু আমার মনে হয়, এখনকার এই নামটা চেঞ্জ ক'রে যদি মন্ত্রিমহাশয় একে রেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিল বলেন, তা হ'লে উপযুক্ত নাম হয়, কারণ এর চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বিল এই হাউসএ আর আসে নি। ফলে দাঁড়াবে এই বিল আইনে পরিণত হ'লে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভাড়াটিয়াগণের আর একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে।

Sj. Ambica Chakrabarty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১৯৫০ সালে একটা বিল এসেছিল তিন বছরের জন্য এবং সেই বিল আসার ফলে টেনান্টএর কোন সুবিধে হয় নি। ১৯৫০ সালে সেই সময়ে সেই বিলের অনেক গুণকীর্তন মন্ত্রিমহাশয় করেছিলেন, কিন্তু সেই বিলে টেনান্টএর কোন সুবিধা তো হ'ল না, অধিকন্তু কোর্টে এত মামলা শুরু হ'ল যে হাইকোর্ট জাজেস মন্তব্য করলেন যে, যত তাড়াতাড়ি একটা কম্প্রিহেন্সিভ বিল গভর্নমেন্ট নিয়ে আসেন ততই জনসাধারণের মঙ্গল। অনেকদিন চ'লে গেল, তিন বছরের জায়গায় চার বছর চ'লে গেল, সব সময় মন্ত্রিমহাশয় ব'লে গেছেন যে, সত্যই অসুবিধা হচ্ছে, একটা কম্প্রিহেন্সিভ বিল আনা হবে। কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভ বিল ব'লে যা এনেছেন এর চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বিল ভাড়ার ব্যাপারে আর জানা নেই। এমন কম্প্রিহেন্সিভ বিল আনলেন যাকে সিলেক্ট কমিটিতে দিতে পর্যন্ত সাহসী হলেন না, কারণ সেখানে দিলে যে সমস্ত লোকের সঙ্গে যুক্তি ক'রে এই বিল আনা হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না, হয়তো সেখানে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যেত। সেইজন্য যাদের স্বার্থে এই বিল এনেছেন, তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই বিলটি, যা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে এটাকে একটা কম্প্রিহেন্সিভ বিল হিসাবে নিয়ে এসে সমস্ত ভাড়াটিয়া এবং ল্যান্ডলর্ডদের যাতে সুবিধা হয়, এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

[12-10—12-20 p.m.]

তিনি দরকার মনে করেছেন, তাই তিনি নিজের বাড়িতে ব'সে এবং রাইটার্স বিল্ডিংসএর কামরায় ব'সে বড় বড় ল্যান্ডলর্ডএর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে, তাঁদের খামখেয়ালীকে সহায়তা করবার জন্য এই বিলকে নিয়ে এলেন। এইভাবে গুজব রটেছে যে, প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে আরও একটু উন্নত ধরনের বিল হিসাবে এটা নিয়ে আসা; কিন্তু আইনমন্ত্রী সেটা করতে দেন নি। এটা সিলেক্ট কমিটিতে পর্যন্ত দেন নি। এমন কি তাঁদের নিজের পার্টির সদস্যদের সঙ্গে একটা আলাপ-আলোচনা ক'রে তাঁদের পার্টি মিটিংএ ঠিক ক'রে এই বিলটি আনা প্রয়োজন বোধ করেন নি। তার প্রমাণ মাননীয় সদস্যরা এই বিলের প্রায় প্রত্যেক ধারা সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন। সুতরাং যেভাবে তাঁরা সমালোচনা করেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তিনি তাঁর পার্টির সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে তাঁদের কনভিন্স করতে পারেন নি যে, টেনান্টদের ডিপ্রাইভ না ক'রে, তাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বিলটা আনা হয়েছে। এবং আমাদের ডিপ্রাইভ ক'রে ২৪এ তারিখে ওঁর একগুঁয়েমীর জন্য পনের মিনিটের মধ্যে এই বিল পাস ক'রে নিয়েছিলেন।

Mr. Speaker: What is done in the party is not a subject matter of discussion in the House. It is never done. Internal affairs of the party are not our concern.

Sj. Ambika Chakrabarty:

ওঁর পার্টির লোক যা বক্তব্য করেছেন, সেইটাই বলছি।

Internal affairs of the party

বলছি না। যাঁরা ওঁর তরফের সদস্য ছিলেন, তাঁদেরও ডিপ্রাইভ করেছেন। আজকে কয়েকজন মাননীয় কংগ্রেস সদস্য এই বিলের ধারা বাই ধারা সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তিনি সেটাও গায়ের জোরে মেনে নেন নি। সেদিন যদি সেইভাবে সমালোচনা হ'ত, তা হ'লে আজকে এই রকমভাবে আমাদের সমালোচনা না করলেও চলত। কিন্তু তিনি এই যে বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে দেন নি, তার কারণটা কি? এটা সিলেক্ট কমিটিতে দেন নি এবং তাঁর পক্ষের সদস্যদের

বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছিলেন, এইটাই আমার বলবার উদ্দেশ্য। তারপর, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, এখানে আর একটা বিষয় বলতে চাই। সেটা হচ্ছে ক্লজ (৩) সম্বন্ধে। এই ক্লজ (৩) অনুসারে যে সমস্ত হাউস লিজ দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে লেসিদের একটা সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্য কন্ট্রোলারএর কাছে আবেদন-নিবেদন করবেন। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে যদি কোন ভাড়া ধার্য হয়ে থাকে, তার থেকে যাতে সে রেহাই পেতে পারে তার একটা ব্যবস্থা এখানে করেছেন; খুব ভাল কথা। কিন্তু এটা ভাড়াটিয়াদের মধ্যে একটা অংশ পাবে। অর্থাৎ যারা ১৯৪৮ সালের ১লা ডিসেম্বর হ'তে লিজ নিয়ে আছে, তারাই এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি পাবে, আর অন্য ভাড়াটিয়েরা কিছু পাবে না। ভাড়াটিয়েদের মধ্যে একটা অংশ পাবে আর একটা অংশ পাবে না, গভর্নমেন্টএর পক্ষ থেকে এইরকম পক্ষপাতিত্ব করবার কোন কারণ বা যুক্তি আছে, তা মন্ত্রিমহাশয় দেখাতে পারে নি। এই যে পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবস্থা করেছেন, এটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে ভাড়াটিয়েদের প্রতি। তবে আমি একথা বলি না যে সমস্ত আনস্ক্রুপুলাস ভাড়াটে আছে, তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন না। কিন্তু যে সমস্ত আনস্ক্রুপুলাস বাড়িওয়ালা, যারা জোর-জবরদস্তি ক'রে বেশি ভাড়া লিখিয়ে নেয়, তাদের জন্যও একটা ব্যবস্থা করা উচিত; কিন্তু তার কোন উল্লেখ এই বিলে নাই।

তারপর তিনি নানা প্রদেশের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা টেনান্টদের দেওয়া হয়, তার ধারেও তিনি যান নি। তিনি ড্রেন ইন্সপেক্টরএর মত বাড়িওয়ালার স্বার্থে যেগুলি আছে সেইগুলি নিয়েছেন। এর ফলে এই হবে যে, মামলা-মোকদ্দমা আরও বেড়ে যাবে। এই বিলে বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়ের সঙ্গে হাঙ্গামা ও মামলা মোকদ্দমাগুলি কমানোর চেষ্টা করেন নি; অধিকন্তু তাঁরা একদিকে যেমন ভাড়াটিয়েদের অসুবিধা সৃষ্টি করেছেন, তেমনি অপর দিকে যে সমস্ত ছোট ছোট বাড়িওয়ালা আছে, যারা নিজেদের বাড়ি ভাড়া দিয়ে জীবিকা সংস্থান করে, তাদেরও অসুবিধায় ফেলেছেন; কারণ মামলা মোকদ্দমা সব সময়ই লেগে থাকবে। এই বিলে কোন একটা ক্লজও ভাড়াটিয়ের স্বার্থে আসে নি। কারণ ভাড়া যারা দেবেন না, তাদের বিরুদ্ধে বড় বড় বাড়িওয়ালারা অক্লেশে কোর্টে যেতে পারবেন কিন্তু ছোট ছোট ভাড়াটিয়ের পক্ষে কোর্টে যাওয়া সহজে সম্ভব নয় এবং এই বিলের দ্বারা তাঁদের পক্ষে আরও অসুবিধা সৃষ্টি করছেন। হাইকোর্টে মামলা কমবে বলেছেন, কিন্তু তা না ক'মে আরও বেড়ে চলবে।

তারপর আর একটা কথা বলেছেন ১৩নং ক্লজে—

'which is a nuisance and annoyance to neighbours including the landlord'

এখানে এইটা চিন্তা করা উচিত যে, এইরকম অ্যানয়্যান্স বা নুইস্যান্সএর অভিযোগ শুধু ভাড়াটিয়ের তরফ থেকেই হয় তা নয়, বহু বাড়িওয়ালার তরফ থেকেও এইরকম অনেক সময় হয়। অনেক সময় বাড়িওয়ালা মাতলামী করে বা এমন সব নুইস্যান্স ও অ্যানয়্যান্সএর কাজ করে, যার ফলে ভাড়াটিয়া অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। সেই সমস্ত বাড়িওয়ালাদের জন্য কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা বিধি এই আইনের মধ্যে নেই; এটাও করা উচিত ছিল। বাড়িওয়ালারা অন্যায় করলে তাদের প্রটেকশন দেবেন, এটা ঠিক নয়; তাদেরও শাস্তি দেওয়া উচিত।

এই গত পরশুদিন গৌরীবেড়ে লেনে এইরকম একটা কেস হয়েছে। বাড়িওয়ালা রাত বারোটার সময় এসে ভাড়াটেকে ধরে মেরেছে। তার জন্য মামলা দায়ের হয়েছে। অথচ তার জন্য কোন প্রটেকশনএর ব্যবস্থা এই আইনে নাই এই টেকনিক্যাল ডিফল্টএর জন্য। কোন টেকনিক্যাল ডিফল্ট প্রজার পক্ষে হ'লে তাকে উৎখাত করবার ক্ষমতা এখানে আছে। কিন্তু বাড়িওয়ালা যদি ইচ্ছা ক'রে ভাড়া না নেয়, তা হ'লে তা থেকে প্রজার প্রটেকশন পাওয়ার কোন ব্যবস্থা এখানে নাই। এমনও দেখা গেছে, অনেক বাড়িওয়ালা ইচ্ছা ক'রে বাড়ি থেকে ভাড়াটেকে উৎখাত করবার জন্য নির্দিষ্ট দিনের একদিন দুদিন পরে ভাড়া নেয়; বলে, আজকে দিও না, কালকে দিও। বিশেষ ক'রে সেই সমস্ত কারণে ভাড়াটে ডিফল্টার হয়ে যায়।

তারপর সাব-লেট করবার ব্যাপারে ক্লজ ১৬এ যে কথা বলা হয়েছে যে, আগে থেকে রিটেন কনসেন্ট না নিলে হবে না। ১৯৫০ সালে যে সমস্ত আইন ছিল, তাতে এইরকম কোন ব্যবস্থা ছিল না, খালি বাড়িওয়ালাকে জানালেই হ'ত। সাব-টেনান্ট যারা ছিল, অরিজিনাল টেনান্ট চ'লে গেলে এই সাব-টেনান্টদের টেনান্ট ব'লে গ্রহণ করবার একটা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এখানে

তেমন কিছু নাই; অধিকন্তু বলা হয়েছে, ল্যান্ডলর্ডএর রিটেন কনসেন্ট নিতে হবে। ল্যান্ডলর্ড-এর কাছ থেকে এই রিটেন কনসেন্ট নিতে হ'লে সেলামী চাইবে ও নানারকম অন্যায় চাপ দেবে। কিছু না দিলে সে তাঁর মত দেবে না। এই ক্লজ ১৮তে আছে, একটা কোন কারণে ল্যান্ডলর্ড বাড়ি নিতে পারবে।

Mr. Speaker: Do not go into clause by clause discussion now.

Sj. Ambika Chakrabarty:

বাড়ি মেরামত করবার জন্য বা রিবিল্ড করবার জন্য একটি টেনান্টকে বাড়িওয়ালা উৎখাত করতে পারবে। এবং উৎখাত ক'রে ছ'মাসের মধ্যে যদি বাড়ি মেরামত না করে, তা হ'লে কোর্টের নোটিস নিয়ে এসে সে রিলিফ পেতে পারবে। একসঙ্গে যদি পাঁচজন থাকে এবং তারা যদি কোর্টের নোটিস না আনে তা হ'লে তাদের রিলিফ দেওয়া হবে না। এটা অত্যন্ত অন্যায় ব্যবস্থা। বিশেষ ক'রে যদি না দেয় পজেশন, তা হ'লে একটা ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে বাড়িওয়ালা এইরকমভাবে চিট করল, তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এই ১৮ নম্বর ক্লজে নাই। টেনান্টকে সাধারণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া হ'ল। কোর্টে দরখাস্ত ক'রে চুক্তি ক'রে যে বাড়িওয়ালা আইনভঙ্গ করল, তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এখানে কিছু নাই।

ক্লজ ২৪এ আছে, টেকনিক্যাল ডিফল্টএর সুযোগ নিয়ে অনেক বাড়িওয়ালা প্রজাকে উৎখাত করবার সুযোগ পাবে। বাড়িভাড়া বৃদ্ধি করবার আরও সযোগ এই বিলে দেওয়া হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে এই বিলটি উইথড্র করবার জন্য বলছি। এই বিলের জন্য চারিদিকে বিক্ষোভ জেগে উঠেছে এবং এই বিল যদি পাস হয় তা হ'লে জনসাধারণ তা নীরবে সহ্য ক'রে নেবে না। এর ফলে মন্ত্রিমহাশয়ের বাড়ি ঘেরাও হবে। জনসাধারণ যাতে প্রতিকার পেতে পারে তার জন্য বিক্ষোভ প্রকাশ করবে। আজকাল নানা ব্যাপারে বিক্ষোভ হচ্ছে। মন্ত্রিমহাশয় যেন মনে করবেন না, এই বিল পাস ক'রে নিয়ে নির্বিবাদে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। জনসাধারণ আপনাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবে। এইরকম প্রতিক্রিয়াশীল বিল কোনদিন এখানে আসে নি। এই প্রতিক্রিয়াশীল বিল ভাড়াটে মানবে না, এর জন্য তুমুল আন্দোলন হবে এবং আপনার বাড়ি ঘেরাও হবেই হবে।

[12-20—12-30 p.m.]

Sj. Madan Mohon Khan:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যখন এই বিলটা কাগজের মারফত বেরিয়েছিল তখন মেদিনীপুর সহরে যাদের বাড়ি আছে বা যাদের বাড়িতে ভাড়া থাকে দুই পক্ষের লোক আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল এ বিলে কি উপকার হবে? তাদের ভয় হয়েছিল যে জমিদারী 'এবলিশন' ক'রে যেমন সরকার একদিকে ৮০ হাজার জমিদারী কর্মচারীদের ক্ষতি করেছেন আর এক দিকে জমিদারদের সমস্ত সম্পত্তি গভর্নমেন্ট নিয়ে গিয়েছেন, তাদের একটি পয়সাও আজ পর্যন্ত দিতে পারছেন না, এবং তারা খেতে পাচ্ছে না। এখন সরকার কি এই বিল এনে বাড়ির মালিক-দের নিকট থেকে বাড়ি নিয়ে নেবেন এবং বাড়ি-মালিকদের কর্মচারীদের বাদ দেবেন? আমি বললাম, না সে রকম কোন আইন হচ্ছে না। এখন দেখছি বিলের মজার অংশ এই আইন প্রযোজ্য কোথায় হবে—গোটা বাংলাদেশে, না একটা থানায়? অপর বলছেন একটা থানার অংশও বাদ দিতে পারেন। এটা তাহলে কি নিজস্ব আত্মীয়দের ঘরগুলো বাদ দিয়ে করবেন, না গোটা দেশের উপর প্রযোজ্য করবেন। আর এক দিকে দেখছি মিউনিসিপ্যাল এ বিষয়ে মালিকদের উপরও প্রযোজ্য। তাদের অবস্থা কি? তারা নিজের সুবিধামত একটা গোটা বাড়ি কম টাকায় 'লীজ' নিচ্ছেন। আমাদের মেদিনীপুর সহরে 'মেদিনীপুর ব্যাঙ্ক' বোলে একটা ব্যাঙ্ক ছিল। সে ব্যাংকটি লালবাতি জেলেছে; তার মস্ত একটি বাড়ি ছিল। সেই বাড়ি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার ছেলের নামে লীজ নিয়ে রেখেছিল কম টাকায়। এখন সে বেশ মোটা টাকায় ভাড়া বিলি করছে, কিন্তু লোকসান হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির, সেখানে ট্যাক্স বাড়াতে পারছে না, এবং ব্যাংকের যে টাকা তাও পাবলিক আদায় করতে পারছে না। কাজেই নিজের ব্যাপারে এরকম তারতম্য রাখা উচিত নয়। অতএব মিউনিসিপ্যালিটিগুলি উপকার পায় এবং ভাড়াটেদের কাছ থেকে যে ভাড়া আদায় করছে তার জন্য ট্যাক্স পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। আর একটা কথা

মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে বাড়িভাড়া আমাদের দেশে বাড়িয়েছে বটে কিন্তু বাড়িভাড়া না বাড়ালে আমাদের দেশে যাদের টাকা আছে তারা বাড়িতে 'ইনভেস্ট' করছে না, এবং টাকা অন্য জিনিসে লাগাচ্ছে। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় নারায়ণ বাবু বলেছেন যে আমাদের দেশে বাড়ি করবার জন প্রত্যেকে প্রস্তুত আছে যাদের কিছু না কিছু সম্পত্তি বা টাকাকড়ি আছে তারা সরকার থেকে কিছু লোনও নিচ্ছে। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে ঐ আপনাদের কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট প্রফুল্ল বাবুর ডিপার্টমেন্ট। এ'রা সিমেন্ট এবং লোহা কন্ট্রোল দরে যা দিচ্ছেন তা অতি কম এবং তার দ্বারা বাড়ি করা সম্ভব নয়। আজকে যে বাড়ি হচ্ছে না তার প্রধান কারণ বাড়ি তৈরি করবার জিনিসগুলো কন্ট্রোলদরে সময়মত না পাওয়া সেই জনাই বাড়ি হচ্ছে না। এইটাই বড় কথা। কাজেই বাড়ি তৈরি হবেনা এবং ভাড়া বাড়বে সেইজন্য বলছি কম রেটে সিমেন্ট এবং লোহা যদি জনসাধারণকে সাপ্লাই করতে পারেন তাহলে প্রচুর বাড়ি বাড়বে এবং বাড়ির অভাব ও তার সমস্যা মিটে যাবে।

Sj. Suresh Chandra Paul:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাত্র ২-৪টি কথা বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে গোড়া থেকে আমাদের বিরুদ্ধপক্ষীয় বন্ধুরা ধরে নিয়েছেন যে ল্যান্ডলর্ড অর্থাৎ বাড়ির মালিক হ'লে তার অন্তত দশ বিশ খানা বাড়ি থাকবে, এবং তাঁর মস্ত সম্পত্তি থাকবে। এই অর্থ-সমস্যার দিনে অনেক বাড়িওয়ালার পক্ষে তাঁর বাড়ি ভাড়া না দিলে চলে না; অনেকে তাঁর নিজের বাসের বাড়ি ভাড়া দিতে বাধ্য হন। অনেক বিধবার বাড়ির আয় থেকে সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। এমন অনেক নাবালক আছে যারা বাড়িভাড়ার আয় থেকে সংসার চালায় এবং লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ করে। সুতরাং একথা বলা ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে না যে মালিক হলেই সে একজন সম্পত্তিশালী লোক হবে। অবশ্য এরকম লোক কলিকাতায় আছে কিনা জানি না, কিন্তু মফঃস্বলে সেরকম মালিক রয়েছে যারা ভাড়া দিতে বাধ্য হ'য়েছে এবং তার আয় তাদের সম্বল। সুতরাং সে কথা বিবেচনা কোরে এই আইন সম্বন্ধে কথা বলা উচিত। এই যে রেস্ট্রিকসন আনা হয়েছে যে ভাড়াটে কি কি করলে উচ্ছেদ হবে, তার মধ্যে প্রধান কথা হচ্ছে ডিফল্ট করা, অর্থাৎ ভাড়া না দেওয়া, এ না হ'লে বাড়ির মালিক যে কি অবস্থায় এসে পড়বে সে কথা বিবেচনা করা উচিত। যখন মাসের ভাড়া আদায় কোরে অনেকের সংসার পালন হয়, তখন যদি তাদের ভাড়া ৩-৪-৫ মাস বাকি পড়ে তাহলেও সেইরকম বাড়ির মালিকরা রাস্তায় দাঁড়াবে। আমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে জানি যে বহু বাড়িওয়ালা এই রকম অবস্থায় পড়েছে। তা না হ'লে এই অর্থ সমস্যার দিনে কেন তাঁরা নিজেদের ক্ষতি স্বীকার কোরেও বাড়ির কিছু অংশে ভাড়াটে বসান। তবে যদি তাঁরা নিয়মিতভাবে ভাড়া না পান তাহলে তো তাঁদের দারুণ অর্থসঙ্কট দেখা দেবে।

কাজেই বিলে কিছু কিছু রেসট্রিকশন বা সেফগার্ডস থাকা বিশেষ দরকার। সেইজন্য বিলে ডিফল্ট ক্লজ রাখা হয়েছে যে, উপরি উপরি চারমাস ভাড়া না দিলে কিংবা বছরে চারমাস ভাড়া যদি বাকি ফেলে; এ সম্বন্ধে বিচার করতে গেলে প্রথমে সেইসব মালিকের কথা ভেবে দেখা উচিত যাদের ভাড়া নিয়ে সংসার চলে এবং ছেলেপুলে মানুষ করতে হয়। আর ইজেক্টমেন্ট ক্লজ যা আছে সেটার প্রয়োজন এজন্য যে, ভাড়া যারা ঠিকমত দেয় না, তাদের সংখ্যাই খুব বেশি। কারণ, আদালতের সেন্সাস নিলে দেখা যাবে যে, শতকরা ৯০টা কেস ঐ ডিফল্টএর কেস। সে বিষয়ে খুব কড়াকড়ি না থাকলে ডিফল্ট করলেও ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করা শক্ত। তা ছাড়া, ভাড়াটে একবার এনে তারপর "আমার দরকার বা আমি বাড়ি রিবিল্ড করব", এসব করতে গেলে বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ দরকার হয় এবং সেটা প্রমাণ করাও অনেক সময় শক্ত। কিন্তু এই যে ডিফল্ট করছে, অথচ বাড়িভাড়া না পেলে যে একজন লোকের চলে না, এসব বিষয়ে ভাড়াটেদের একটু সচেতন ক'রে রাখা উচিত এবং সেইটাই এই আইনের প্রধান লক্ষ্য। তাই আমি বলি, এই যে চারমাসের ভাড়া বাকি ফেললে বাড়িওয়ালার কি অবস্থা হয় এবং তার কি ক'রে চলবে সেকথাও মনে করতে হয়। ভাড়া বাকি পড়লে গরিব মালিকদের পক্ষে সেটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সেই সমস্যার দিকে যদি একটু দৃষ্টি রাখা যায়, তা হ'লে এই যে 'ল্যান্ডলর্ড', 'ল্যান্ডলর্ড' ক'রে এত চিৎকার করা হচ্ছে তার একটু উপশম হবে। আর তা ছাড়াও ডিফল্ট গ্রাউন্ডএ যেসমস্ত নালিশ করা হয়, সেইসব কেসে উচ্ছেদ

করতে এবং ভাড়া আদায় করতে পাওনা টাকার চার-পাঁচ গুণ বেশি খরচ হয়ে যায়। একথাও ভাড়াটেদের মনে রাখা উচিত যে, তাদের ভাড়ার উপর একজনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। দু'-এক মাস ডিফল্ট ক'রেও যদি দিয়ে যায়, তা হ'লে কেউ শখ ক'রে ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করতে চায় না। ভাড়াটে যদি ভাড়া দিয়ে যায়, তা হ'লে ক্ষতি স্বীকার ক'রেও তাকে রাখা যায়, দু' মাস তিন মাস ডিফল্ট করলেও আসে যায় না, যদি কোন রকমে পরে ভাড়াটা দিয়ে যায়; সেক্ষেত্রেও মনে হয় না এমন কোন ল্যান্ডলর্ড থাকবেন যিনি দু'-এক মাস দেরিতে ভাড়া আদায় দিয়েছে ব'লে ভাড়াটে তুলে দেবেন। আমরা চাই যে, ভাড়াটা নিয়মিতভাবে দিয়ে যাক। তা হ'লে এই বিলের অন্যান্য সেকশনগুলি সব নিউগেটরি হয়ে যাবে, কার্যকরী হবে না। হয়তো বিশেষ কোন রকম মনোমালিন্য হ'লে দু'-চার জন জবরদস্ত মালিক হয়তো কোর্টে যাবেন, কিন্তু বাকিগুলি কোর্টে যাবেন না।

[12-30—12-40 p.m.]

এখানে আর-একটা ভাল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ওয়েভার ক্লজ অর্থাৎ ডিফল্ট করা সত্বেও মালিক যদি ভাড়া নিয়ে থাকেন তা হ'লে সে ডিফল্ট ওয়েভ্‌ড হয়ে যাবে। এর আগেকার আইন যেটা ছিল সেখানে টাইমলি ভাড়া না দিলে কিংবা ভাড়া আদায় ক'রে নিয়েও যদি দেখাতে পারেন যে, ভাড়া টাইমলি দেওয়া হয় নি, তা হ'লে সেখানে ডিফল্ট গ্রাউন্ডএ ইজেক্টমেন্ট হ'ত। বর্তমানে সেটাতে একটা ভয়ানক রেসট্রিকশন ক'রে দেওয়া হ'ল যে, ভাড়া ডিফল্ট করা সত্বেও মোকদ্দমা করবার আগে বাড়ির মালিক যদি ভাড়া গ্রহণ ক'রে থাকেন তা হ'লে ভাড়াটেকে ডিফল্ট গ্রাউন্ডএ উচ্ছেদ করা চলবে না। অর্থাৎ কিনা সে ডিফল্ট ওয়েভ্‌ড হয়ে গেল এবং কোর্টে এসে সে আর মোকদ্দমা উপস্থাপিত করতে পারবে না। অতএব এই রকম একটা প্রোটেকশন ভাড়াটেকে দেওয়া হ'ল।

আর-একটা কথা—ক্লজ ২৫-এ অনেকে বলেছেন যে, ভাড়া নিয়ে বাড়িওয়ালা ভাড়ার রিসিট দেন না এবং এইসব ক্ষেত্রে ভাড়াটেদের বড়ই অসুবিধাতে পড়তে হ'ত। এবং আগেকার আইনে কোন রকম তার প্রোটেকশন ছিল না। কিন্তু এখন এটা খুব ভাল হয়েছে ব'লে আমার মনে হয় যে, যেটা ক্লজ ২৫-এ বলা হয়েছে; ভাড়া দেওয়া সত্ত্বেও যদি মালিক রসিদ না দেয় তা হ'লে তখন তাকে একটা অধিকার দেওয়া হ'ল যে, সে রেন্ট কন্ট্রোলারএর কাছে গিয়ে নালিশ করতে পারবে যে, "আমি ভাড়া দেওয়া সত্ত্বেও আমাকে রসিদ দিচ্ছে না"। তখন এটা যদি প্রমাণিত হয়, তা হ'লে ঐ বাড়ির মালিককে রেন্ট কন্ট্রোলার সাজা দিতে পারবেন। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাড়াটে ভাড়া দিয়ে যাতে রসিদ পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এটা পূর্বে কোথাও ছিল না—এটা একটা খুব সাবস্ট্যান্টিভ চেঞ্জ হয়েছে ব'লে মনে হয়। এবং একটা distinct departure from the previous Act হওয়াতে ভাড়াটেদের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়েছে।

তারপর পনের দিনের নোটিশের জায়গায় এক মাসের নোটিশ দেবার কথা বলা হয়েছে। আগে Transfer of Property Act এর সেকশন ১০৬ অনুসারে পনের দিনের নোটিশ দিলেই চ'লে যেত, কিন্তু আমাদের আইনমন্ত্রী মহাশয় এটাকে বাড়িয়ে এক মাস করাতে ভাড়াটেদের পক্ষে সুবিধা হয়েছে।

আর-একটা বিষয়—ফেয়ার' রেন্ট 'সম্বন্ধে। আগে এটা রেন্ট কন্ট্রোলারএর হুইমজিক্যাল ডিসক্রিশনএর উপর নির্ভর করত। কিন্তু এখন কতকগুলি ডেটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং সেই ডেটা অনুসারে তাঁকে বাড়াতে হবে এবং নিজের ইচ্ছামত যা তা একটা কিছু করতে তিনি পারবেন না।

তারপরে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, সাব-লেটিং সম্বন্ধে এবং এটা নিয়ে খুব তর্কবিতর্কও উঠেছে। এটাতে হচ্ছে যে, without previous written consent of the landlord

উ ভাড়া দিতে পারবেন না এবং

with the consent of the londlord

ভাড়া দিতে হবে। অর্থাৎ ভাড়া দিতে গেলে ল্যান্ডলর্ডএর কনসেন্ট নিতে হবে এবং সেট ইন রাইটিং পেলেই সে সাব-লেট করতে পারবে। আমি বলি যে, যে বাড়ি আমার দরকার সেই বাড়ির যতটুকুন আমার দরকার ততটুকুনই আমার ভাড়া নেওয়া উচিত। আমি যদি প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি ভাড়া নিয়ে সাব-লেট করি এবং আমি যদি ২৫ টাকায় একটি বাড়ি ভাড়া লই এবং তার মধ্যে কিছু অংশ, যাহা অনেক জায়গায় দেখা গেছে, ঐ ২৫ টাকায় সাব-লেট করি, তবে আমি বলব, এটা করা উচিত হয় না এবং সেজন্য সাব-লেটএর রেসট্রিকশন একটা থাকা দরকার। তবে একটা কথা এখানে ব'লে রাখা ভাল যে, ভাড়া যখন সে নিয়েছিল তখন হয়তো তার পক্ষে সম্পূর্ণ বাড়িটি দরকার হয়েছিল, যেমন একটি লোক তিন-চারটি সাবালক ছেলেপিলে-পুত্রবধূদের নিয়ে বাস করে এবং তাকে হয়তো ১৫০ টাকা ভাড়া দিতে হয়। কিন্তু যখন তার দু'টি ছেলে হয়তো চাকরি পেয়ে অন্য জায়গায় বাইরে চ'লে গেল তখন দেখা গেল যে, তার ততটা দরকার নেই এবং সে আর ১৫০ টাকা ভাড়াও দিতে পারবে না। এবং এইজন্যেই এই বিলে একটা প্রভিশন থাকলে ভাল হ'ত যে, সেই ভাড়াটে ইচ্ছা করলে খানিকটা পোরশন সারেন্ডার ক'রে দিতে পারবে এবং সারেন্ডার ক'রে দিলেই তার ভাড়াটাও প্রোপোরশানেটলি ক'মে যাবে। অতএব এই রকম একটা বিধান রাখতে পারলে সাব-লেট নিয়ে এতটা হয়তো গোলমাল হ'ত না। কিন্তু কোনও বিষয়ে লেজিসলেশন করতে গেলেই যে সবটাই তার পারফেক্ট হবে, সেটা আশা করা যায় না। তার মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু

This legislation is not the final say in the matter.

এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরে অ্যামেন্ডমেন্টএর দরকার হয়েছে এবং তার নানা রকম মডিফিকেশন হয়েছে। সুতরাং আমি বলি যে, যদি কিছু দোষগুণ ধরা পড়ে, তা হ'লে পরে সেটার অ্যামেন্ডমেন্ড ক'রে সংশোধন করা যেতে পারবে। সেজন্য আমি এই কয়টি কথা ব'লে এখনকার মত যে বিল মন্ত্রিমহাশয় এনেছেন সেই বিলকে আমি সাপোর্ট করছি।

Sj. Saroj Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিলের ফার্স্ট রিডিং হয়ে গিয়েছে, সেকেন্ড রিডিংএও বিশেষ ক'রে বিরোধীপক্ষের থেকে বহু যুক্তি ও তথ্য দেখানো হয়েছিল; শেষ পর্যন্ত থার্ড রিডিংএ দেখা গেল যে, এই বিল অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও অসম্পূর্ণভাবেই রয়ে গেল। অপোজিট বেঞ্চ এই বিলের যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করেছেন ও কংক্রিট সাজেশন দিয়েছেন, কিন্তু সরকার-পক্ষ তা গ্রহণ করে নি। এই থার্ড রিডিংএ অনুরোধ করি যে, শেষ পর্যন্ত সরকারপক্ষ থেকে কোন অ্যামেন্ডমেন্ট এনে এই বিলের কিছুটা উন্নতি করা হ'ক, যাতে ভাড়াটিয়ারা কিছুটাও অন্তত সুবিধা পেতে পারে এই বিলের মারফত। তা যদি না করা হয়, তা হ'লে এখানে পরিষ্কারভাবে বলা যায় এই বিল উদ্দেশ্যমূলকভাবে আনা হয়েছে এবং এতে ভাড়াটিয়াদের সর্বনাশই হবে। বিশেষ ক'রে বলা যায় যে, কলিকাতার বড় বড় মালিকদের সঙ্গে যুক্তি ক'রেই এই বিল আনা হয়েছে; এই বিলের বিভিন্ন ধারা থেকেই তা বুঝতে পারা যায়। এখানে দুইটি ধারা লক্ষ্য করুন। ৮ এবং ১৩নং ধারা এর মধ্যে বিশেষ ইম্পরট্যান্ট। ৮নং ধারাতে বলা হয়েছে যে, ফেয়ার রেন্ট করা হচ্ছে। স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনসএ বড় ক'রে বলা হয়েছে—

fixation of fair rent and protection of tenants against eviction.

এ দু'টো বিষয় নিয়ে যে দু'টো সেকশন আছে, তার প্রথমটা হচ্ছে ৮ নম্বর, যেখানে রেন্টএর পরিমাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, বর্তমানে যে পরিমাণ রেন্ট আছে তার চেয়ে অন্তত ১০ পারসেন্ট বেড়ে যেতে পারে। এখানে টেনান্টদের কোনদিক থেকেই কোন সুবিধা হচ্ছে না। বরং বাড়িওয়ালার আয় বাড়ানোর পরিষ্কার পথ এই আইনের মধ্যে ক'রে দেওয়া হচ্ছে। আর ১৩নং-এ এভিকশন সম্বন্ধে যেসমস্ত ধারা রাখা হয়েছে, তাতে এক কথায় বলা যায় যে, গরিব ভাড়াটিয়াদের বাড়িওয়ালার দয়ার উপরেই নির্ভর করতে হবে। কলিকাতার ও মিউনিসিপ্যাল এলাকার যে-কোন বাড়িওয়ালারা [illegible]

মত ১৩নং ধারায় অতি সহজেই এভিক্ট করতে পারবে। এই আইন প্রণয়ন করার সময় বিরোধীপক্ষের লোক অথবা ভাড়াটিয়াদের সংগে যুক্তি না ক'রে, কলিকাতার বাড়িওয়ালাদের সংগে যুক্তি ক'রে এই বিল তৈরি করেছেন ব'লেই মনে হয়। কারণ, এই বিলের বহু ডিফেক্ট সম্পর্কে বিরোধীপক্ষ থেকে এবং কংগ্রেসপক্ষেরও অনেক সভ্য কিছু কিছু জরুরী পরিবর্তন করার কথা বলা সত্ত্বেও মন্ত্রিমহাশয় কিছুই গ্রহণ করেন নি। আমার মনে হয়, যে-কোন লোক মনে করতে পারে যে, বাড়িওয়ালাদের সংগে কনট্রাক্ট ক'রেই এই বিল আনা হয়েছে, নইলে এই রকম ভাড়াটিয়া-স্বার্থবিরোধী বিল আসতে পারে না। মন্ত্রিমশায়ও কোন যুক্তিতথ্যও দিতে পারেন নি এবং শেষ পর্যন্ত একটা আরগুমেন্ট দিলেন বটে অত্যন্ত বেকায়দায় প'ড়ে যে, বাংলাদেশের বিধবা ও নাবালক বাড়িওয়ালাদের স্বার্থ দেখতে হবে। তিনি বহু বাড়িওয়ালা বিধবা ও নাবালক আছে বলেছেন। আমি এখানে সরাসরি প্রশ্ন করছি, মিউনিসিপ্যাল এলাকায় এবং ক্যালকাটা করপোরেশনএর এলাকায় এর পারসেন্ট কত হবে? আমি জানি অতি নগণ্য সংখ্যা। পরিষ্কারভাবে আমরা সকলেই জানি যে, এই রকম গরিব বাড়িওয়ালাদের সংগে ভাড়াটিয়াদের কোনই গোলমাল হয় না, বরং তাদের সহানুভূতিই থাকে। সুতরাং এই বিল সমর্থন করতে গিয়ে তিনি যে বিধবা ও নাবালকের উল্লেখ করেছেন, এতে তাঁর যুক্তির দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। সেইজন্য আমি অনুরোধ করতে চাই যে, ভবিষ্যতে যদি টিকে থাকতে চান, তা হ'লে এই বিল পুনর্বিবেচনা করুন। তা না হ'লে ভাড়াটিয়ারাই আপনাদের শেষ করবে, খতম করবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ঐ বেঞ্চএর সুরেশবাবু একটু আগে ব'লে গেলেন যে, গরিব এবং বিধবা যাঁরা বাড়ির মালিক, তাঁদের বাঁচার পক্ষেও যেসমস্ত ক্লজ এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে, তাতে তাদের সুখসুবিধা হবে। যদি এই বিলের মধ্যে গরিব যাঁরা বাড়ির মালিক, তাঁদের প্রতি আপনাদের একটুও সহানুভূতি থাকত, তা হ'লে বলার কিছু ছিল না, কিংবা যদি দেখতাম, যেসমস্ত ভাড়াটিয়া সত্যসত্যই পাড়ার মধ্যে উচ্ছৃংখলার সৃষ্টি করেন এবং যাঁরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভাড়া দেন না, তাঁদের উচ্ছেদ করার জন্য নীতিগতভাবে এই বিলটা এনেছেন এবং যে বাড়ির মালিক স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভাড়াটিয়াদের উপর জুলুম করেন, তাকে প্রতিরোধ করবার একটা দৃষ্টিভংগি এই বিলের মধ্যে থাকত, তা হ'লে আমাদের বলার কিছু ছিল না। আমি শুধু এটুকু বলব আজ এটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। নরেনবাবুও বলেছেন, এক অঞ্চলে একটি ভাড়াটিয়া ৩০ ৪০ বছর ধ'রে আছেন। প্রত্যেক মাসের পনের দিন বিশ দিনের মধ্যে তিনি ভাড়া দেন। ত্রিশ বছর ধ'রে তিনি ভাড়া দিয়ে আসছেন। হঠাৎ এই বিল যখন পাস হচ্ছে তখন মালিক ঠিক করলেন যে, তাঁকে উঠিয়ে দিতে হবে এবং তাঁকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করলেন। আমরা এটা দেখেছি ল্যান্ড রিফর্মস বিল পাস হওয়ার সংগে সংগে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর এই বিলও পাস হ'লে ভাড়াটিয়ারা সব উচ্ছেদ হয়ে যাবে। কাজেই একদিকে তাঁরা যে কাজ করলেন সেখান থেকে তাঁদের শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল। তাঁদের হাত দিয়েই সেই আইন পাস হয়েছে এবং এই আইনসভায় আমরা বারেবারে বলেছি যে, কৃষকদের উচ্ছেদ করবার জন্য, হয়রানি করবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্তত ভাড়াটিয়ারা যাতে উচ্ছেদ না হয় তার একটা ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু আসলে যা হচ্ছে তাতে ভাড়াটিয়াদের ব্যাপকভাবে উচ্ছেদের ব্যবস্থাই হচ্ছে। আমি শুধু ভাড়াটিয়াদের মনের কথাটুকু ওঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ওঁর কাছেও ডেপুটেশন নিশ্চয়ই গিয়েছিল। আমি ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকি। আমি দেখেছি, যে-কোন একটা ভাড়াটিয়া এই বিলটাকে তাঁদের স্বার্থের দিকে নজর রেখে আনা হয়েছে এটা মনে করতে পারছেন না, অবশ্য উনি কোন্ চোখে দেখেছেন, জানি না। তবে আমি এটুকু জানি যে, এতে বাড়ির মালিকেরা যথেষ্ট উল্লসিত হয়েছেন এবং এখন থেকে, এই বিল পাস হবার আগেই, তাঁরা তাঁদের অস্ত্র শানাতে আরম্ভ করেছেন। এখনও সময় আছে, এখানে যেসমস্ত আলোচনা হয়ে গেল, এমন কি কংগ্রেস বেঞ্চ থেকেও দু-তিন জন সভ্য যা বললেন, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে এই রকম একটা সর্বনাশা বিল নিশ্চয় আনবেন না। যদি আনেন তা হ'লে এটা ঠিক যে, বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণের যে দাওয়াই ঠিক করেছেন, তার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তেমন ভাড়াটিয়া-মালিক সংযুক্তিকরণের যে দাওয়াই এই বিলে করছেন তারও প্রতিক্রিয়া একদিন দেখা দেবে এবং সেইজন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

[12-40—12-50 p.m.]

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Mr. Speaker, Sir, one or two of my friends have suggested that there was a "*gujab*" that I stood in the way of a suggestion from our side of the House that the Bill should be circulated to elicit public opinion or be referred to a Select Committee. I strongly deny that there is any truth whatsoever in this alleged *gujab*. A Bill was published in September, 1955, but it could not be taken up in last session. The present Bill was published on 11th January, 1956. My friends know that the tenancy measures have been in force from 1942. Various representations and deputations have been received and heard and having regard to the urgency, as the present Act will expire on the 31st March, we thought that the matter may be discussed in the House instead of it being further deferred.

I think my friends will agree that this is a measure about which it is extremely difficult to legislate. There are various types of tenants and various types of landlords and diverse interests. There are poor tenants and I am sure my friends will agree that there are very rich tenants also. There are also poor landlords and rich landlords. The requirements of a tenant vary from tenant to tenant and the requirements of landlords also vary. Attempts have been made from 1942 to put legislation as regards the relationship between the landlord and the tenant on a satisfactory footing but changes have had to be made from time to time, having regard to the experience gained and changing circumstances. I certainly claim that so far as the Bill is concerned it is not a retrograde measure at all. It is a substantial reproduction of the provisions of the 1950 Act and the provisions which were beneficial to the tenants have been retained. I may mention some broad principles and features of this Bill. I shall give you a resume of the provisions of this Bill.

A room in a hotel or lodging house is excluded from the definition of "premises" in this Bill as, having regard to the experiences gained, any provisions regarding the same is unnecessary in a permanent Act This is not a problem at all It is provided in the Bill that in an establishment where a room is let out with board then it will not be letting of a premises The tenant will be entitled to the protection conferred by this Act. Premises have been defined and it is provided that it does not include a room in a hotel or a lodging house A hotel has been defined as follows: A hotel or a lodging house is an establishment where lodging with board is provided for monetary consideration. Where food is not supplied then it is not a hotel and in such a case the landlord is bound by the provisions of this Bill The other new provision is that power has been obtained to exclude any area from the operation of the Act. There is power to extend the provisions of the Act to new areas. Therefore, as a corollary there should be power to withdraw it from any area where there is no longer need for the exercise of the powers conferred by this Act.

So far as local authority is concerned it is provided that this Act is not to apply to any premises belonging to or obtained on lease by Government or a local authority or requisitioned by Government This power is also contained in section 4 of the Bombay Act of which my friend Sj. Ganesh Ghosh has talked very much. In a local body the public is represented and local bodies are expected to act in a reasonable manner.

So far as the Improvement Trust is concerned, as far as I know, it does not get return of more than 3 per cent. on any investment made in premises.

With regard to fixation of rent we have eliminated the double process of calculation, namely, fixation of the basic rent and then ascertainment of

the standard rent and we have substituted a rational method of calculation of fair rent. In a permanent Act it is obviously wrong to refer to rent in December, 1941, when we may have to calculate the rent 20 years later.

[12-50—1 p.m.]

Therefore we have laid down the process by which fair rent may be ascertained. So far as the present rent is concerned, there is no increase whatsoever as I have shown during the consideration of the Bill at the second reading. The method which is provided in the present Act is rather cumbrous because you have to calculate the basic rent on the basis of the rent prevailing in December, 1941. Then you have to make certain additions and arrive at a certain rent called the standard rent. This is a permanent Act and if you have to calculate rent, say twenty years hence, it will be rather awkward and defficult to find out what the basic rent should have been in December, 1941 and then add up a percentage and make a calculation and arrive at what the fair rent may be, say twenty years hence.

As regards the existing rent, I have already shown you that there has been no increase whatsoever. We have merely copied out Table A annexed to the present Act in this Bill. Five per cent. and ten per cent. are the increments which are permissible and allowed by the present Act. The scheme of the present Act is that the basic rent is calculated on the basis of the provisions which were in force prior to the 1950 Act and to that a certain percentage has been added so as to make up the rent in accordance with the Act.

Then we have made another provision which is in favour of the tenant. Under the 1948 Act there was a very large increase of rent Provision was made in the 1950 Act for sealing down of rent by way of revision. We have provided in this Act that where there are proceedings pending for fixation of standard rent, the rent would be assessed on the basis of 1950 Act which is consistent with the provisions of the Acts prior to 1948.

We have also made provision for revision of rent once in five years. Some of my friends have stated that buildings get old in course of time and therefore the tenant should get benefit arising out of deterioration of the building. We have, therefore, provided that the rent may be revised once in five years and if there is depreciation in the value of the property, a tenant will have the benefit of it and conversely that if there is any enhancement in the value of the property some benefit should go to the landlord. We have provided that in revising rent the decrease or increase should not be more than 2½ per cent. of the difference between the value when the rent was last fixed and the value at the date of re-fixation. Therefore we have provided that the tenant should not be harassed frequently; likewise the landlord should also not be troubled often. An opportunity would be given so that in case of appreciation or depreciation in the value of the property the tenant or the landlord, as the case may be, will be entitled to a share accruing from the rise or fall in the market value of the property. But then in order to avoid any large increase or decrease we have limited the quantum of increase or decrease. [Interruption.]

Then we have provided that rent may be increased if the municipal rates are raised, by one half of the amount of the enhancement, that is to say by one half of the increase. This is what is provided in section 9(1)(b) of the present Act and I have not at all made the position any worse so far as the tenant is concerned

We have also provided that if with the written consent of the tenant the landlord has caused improvement or addition, then there would be an

increase in the rent. This also occurs in the present Act. This improvement or addition can have nothing to do with repairs. Repairs have been provided for in clause 34. The present Act provides that where improvements are made or additions are made, the landlord will be entitled to an increase in the rent but a limit has been prescribed—the limit being 10 per cent. of the cost incurred. That is the maximum increase which may be allowed. My friends will appreciate that in each case the Controller need not increase the rent by the maximum permissible, namely, ten per cent. That is the upper limit.

There is also protection so far as the tenant is concerned because the tenant will not be liable to pay any increase in rent unless he has in writing consented to the landlord carrying out additions and alterations. Therefore if the tenant requires certain improvements to be done, and if the landlord expends money for the purpose of providing greater amenities to the tenant and if the landlord has got the written consent of the tenant, I do not see why the tenant should not in those circumstances be liable to pay a slight increase in the rent and as I have pointed out, the increase is limited. The improvements do not last very long. If you construct a house you may not have to carry out substantial repairs for many years to come. But so far as improvements are concerned they wear out sooner. Therefore, as in the present Act we have provided a reasonable return not exceeding ten per cent. of the actual cost.

Then there is one matter to which I want to draw the attention of the House. As I have said on a previous occasion, rent was allowed to be increased under the different orders, ordinances, and Acts until the Act of 1948 came into operation when the increase was allowed on a large scale. So when the Act of 1950 was passed, the legislature thought that the increase should be scaled down and under section 17 it is provided that rent which has been fixed or which is paid on the basis of the rent under the 1948 Act may be scaled down so as to be in consonance with the rate provided in Schedule A to the Act. There are certain cases pending under the 1948 Act and also under the 1950 Act. We have here provided that in no case rent should be assessed on the basis of the 1948 Act, but should be fixed on the basis of the 1950 Act which is to the greater advantage of the tenant. So far as this Bill is concerned there is no provision whatsoever for increase at the present moment of any rent which the tenant is now paying. We have, as I have said, provided for revision in five years.

With regard to *selami* we have provided in the Bill—that is the best we can do—that acceptance of *selami* is prohibited and in case *selami* is taken, then the landlord will be liable to pay penalty equal to five times the amount received on the first occasion and ten times the amount received on a subsequent occasion. As some friends have pointed out, it is very difficult to prove a case of acceptance of *selami*. A tenant quietly goes to the landlord and pays *selami*. There is no evidence at all that he pays the money. There is nothing more that can be done to punish the landlord who is guilty of an offence under the provisions of this Act.

Sale of furniture as a condition precedent has also been prohibited and a penalty has been prescribed. The penalty is twice or four times the value of the furniture.

We have also provided for refund of any amount which may have been taken by the landlord and which he is not entitled to take under the provisions of the present Bill.

[1—1-10 p.m.]

With regard to new buildings, you are aware that the Act of 1950 provides a return of 6 per cent. Sir, my friend, I think it was Sri Naren Sen, said that it is not correct to say that new buildings will not be touched.

I find from the figures which I have been supplied that new buildings are not appreciably increasing. Construction of huts is being discouraged and building of masonry buildings is being encouraged. If you take the two together, I find that in 1948-49 sanctions were obtained for the construction of 2,647 masonry buildings and huts; in 1949-50 the total number sanctioned was 2,067; in 1950-51 the total number sanctioned was 2,209; in 1951-52 the total number sanctioned was 2,203; in 1952-53 the total number sanctioned was 2,492; in 1953-54 the total number was 2,645; and in 1954-55 the total number was 2,576. You will observe that provision was made in the 1950 Act for the first time, to encourage construction of new buildings. A person who has built a house after the coming into force of the Act will be entitled to a return at the rate of 6 per cent. I would draw the attention of the House that even in spite of that provision the number of sanctioned new constructions has not gone up appreciably. In 1950-51 the total number of new constructions sanctioned was 2,209; in 1951-52 2,203 and in 1952-53 it was 2,492. What you really want is the construction of a very large number of houses. The problem cannot be solved without new houses being built. You must consider the matter in the light of the rule of supply and demand. Therefore, Sir, as 6 per cent. return is not a sufficient encouragement, we have provided for a slight increase in the return. Some of my friends have said that we have provided for a return of 8¾ per cent..; that is not correct. We have provided for a return of 6¾ per cent. plus half of the municipal rates and taxes, and I only hope that this encouragement will induce people who have fund, to put up more houses In Bombay they allow a return up to 9 per cent. on the building—that is not much encouragement there either. In Delhi there is a return of 7½ per cent. Even that, Sir, does not encourage construction of new houses very much. It is common knowledge that more and more people are coming into the city in search of employment and unless we are able to put up new buildings, it is impossible to solve this problem. (Dr. HIRENDRA KUMAR CHATTERJEE: Why not Government construct new houses?)

Sir, it is further provided with regard to new buildings that the landlord would be entitled to the rent which may be agreed upon at the commencement of the tenancy for a period of eight years from the commencement of the Act. There is a misunderstanding as to the implications of this provision. What it means is, supposing the Act comes into force on the 1st April, 1956, up to 31st March, 1964—in regard to new buildings which may be erected, the landlord will be entitled to rent at the rate agreed upon at the time the tenancy is first created up to 31st March, 1964. That is to say, if the house is built after, say, three years, the landlord will have the benefit of this provision for a period of five years. It is common knowledge that it takes about three or four years to construct a building. Therefore, no landlord will ever have the benefit of this provision for more than three, four or five years. If the house is completed at the end of seven years from the commencement of the building, then the landlord will get the benefit of this provision for one year only.

As regards subletting I think I have made the position clear. We have not affected an existing subtenant in any way. What we have provided is that in future no tenant shall sublet the premises or any part of it without the consent in writing of the landlord. With regard to existing subtenants we have provided that if the subtenancy was created with the consent of the landlord then the subtenant will continue his occupation as subtenant. But if the subtenancy was created without the consent of the landlord, then the subtenant will become a direct tenant under the landlord and fair rent would be assessed in respect of the portion occupied by the tenant and the subtenant respectively. I do not see where there is any scope for hardship on the tenant or the subtenant. Why should the

tenant be allowed to make a profit and act as a landlord in relation to another person? Sir, there is no question of a landlord unreasonably withholding consent. I again draw the attention of my friend Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri—my friend is probably thinking of a lease where there is a condition that the lessee would be allowed to assign or create a sublease with the consent of the landlord or will not be allowed to sublease without the consent of the landlord. In that case I quite agree with him that the law is that such consent should not be unreasonably withheld. But this is a converse case. We have expressly provided that there should be no subletting without the consent of the landlord. Sir, it is wrong and in fact my friend will agree that in most cases difficulties have been created by reason of the tenant being able to create subtenancy. That is with regard to subletting. With regard to lease the position is as follows: Section 5 of the 1948 Act provides that the landlord may receive *sclami* in addition to the rent in respect of premises which are let out on lease for not less than 20 years for development. This is protected by 1950 Act. Then section 5 of the 1950 Act provides that the Act will not apply to lease of any premises entered into after 1st December, 1941 for a period of not less than 15 years. Therefore, Sir, there is an absolute protection under section 5 of the present Act in cases of leases for more than 15 years. What was pointed out was that in order to circumvent this provision, in some cases the landlords have obtained leases from the tenants for more than 15 years, say for 16 or 17 years. In clause 3 of the Bill we have provided that the provisions relating to rent and the provisions in clauses 31 and 36, that is to say provisions relating to penalty for disturbance of easement and supply of electricity without the permission of the landlord shall apply to premises held under lease for residential purpose entered into on or after 1st December, 1941. Therefore, we have provided that unless the lease is for a period of 20 years, that is to say 5 years more than what is prescribed by the present Act, there will be no protection and if the premises are let out for the purpose of residence then the provisions relating to fixation of rent and the provisions of clauses 31 and 36 will apply. I know there are cases, and my friends will agree, that there are such cases where commercial firms, for instance, want to have long leases for the purpose of conducting their businesses or for accommodating their employees. They want fixity of tenure for a long period. These are *bona fide* leases and therefore provision has been made that hereafter there may be a lease for other than residential purposes for a term of 15 years or more which may be protected

With regard to furniture I should think we have made no innovation. The present Act provides for a return of 10 per cent where furniture is supplied by the landlord. We have made the same provision in the present Bill There is an improvement in the sense that in clause 25 provision has been made for the grant of receipt for rent There is not the same provision in the present Act.

[1-10—1-23 p.m.]

Then we have provided that for failure to grant receipt the landlord will be liable to pay damages equal to twice the amount of the rent paid. This is a new provision and is in favour of the tenant

With regard to repairs, section 34(1) of the Act provides that the landlord shall be required to make such repairs as he is bound to make or to take such measures for maintenance and supply of essential services such as the landlord is bound to do. In the Act there is a further provision that if the tenant carries out repairs, he will be entitled to deduct an amount equal to one month's rent. We have made a similar provision in the present Bill but we have allowed the tenant to recover six months'

rent in twelve months instead of one month's rent. We have also made some improvement and we have provided that when the conditions of a tenancy do not include any provision for repairs, the Controller may direct such repairs to be carried out as he considers to be essential. We have also made a provision that when the landlord objects to the tenant obtaining supply of electricity the tenant may approach the Controller and obtain his permission.

With regard to waiver, I repeat that where there is no proceeding pending, the tenant is protected because if the landlord accepts the rent, there is no question of the landlord availing himself of the provision for default. With regard to the tenant, as I have pointed out, the tenant is protected because if he is not in default in respect of rent for more than four months, he can obtain relief against forfeiture.

My friend Sj. Atindra Nath Bose said that there is scope for the landlord to claim deposit of more than one month's rent. Sir, I do not know how he has read clause 4(2) and clause 5(b). Receipt of rent for more than one month has been expressly prohibited and there is a penalty provided in clause 30 in cases where the landlord receives any rent in excess of rent for one month.

He has suggested that we have provided for increase of rent by 5 per cent. or 10 per cent I need only draw his attention to Schedule A to the present Act and compare with the provisions in the Bill. He will find that there is no increase of rent in any way.

Then he has criticized that in cases where municipal rates and taxes are enhanced, the tenant will be made liable to pay one-half of the rates and taxes. That is also provided in the present Act and I have not deviated from the provision in section 9(1)(b) of the present Act.

He has said that we have provided for eviction on the ground of the premises being used for immoral or illegal purposes. That is also a ground for eviction contained in the present Act.

[Noise and interruptions.]

Very well, if you don't like to hear, I sit down.

Mr. Speaker: You strongly criticized the Bill but your action shows that you are not anxious to hear the Minister reply.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Those who were listening to your speech, you would be unfair to them.

Sj. Jyoti Basu: The only point is that he goes on reading in a manner that nobody understands. Let him be precise. Nobody understands what he is reading.

Mr. Speaker: Mr. Basu, do you want to conclude?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: I am answering the points raised I have to refer to the Act and the Bill. One of my friends has said that we should make a provision in the Bill that rent should be assessed on the basis of the English calendar Various systems are in operation in this State. Some people have obtained tenancy according to the Bengali calendar month, some according to the English calendar month, some according to the Fazli calendar month, and so on and so forth. I know that with regard to some premises the tenancy is created according to the Sambat month. As I explained before, the Sambhat month is a lunar month consisting of 28 days. After all, when a landlord lets out a house he calculates the rent on the basis of a year of 365 days. Therefore, if a tenant obtains the lease of a premises and if rent is payable according

to the English calendar, which is about 30 or 31 days a month, then he has naturally to pay a little more, but if he has to pay according to the Sambat month, that is, a month of 28 days, the rent will be smaller. For instance, if he has to pay rent accoring to a week, then the rent for four weeks will be smaller than what he will have to pay according to the English calendar month.

Sir, I think these are broadly the points which have been indicated by my friends. One of my friends has said—I think it was Mr. Sudhir Ray Chaudhuri—that the *Thika* Tenancy Act in section 6 provides that in the case of ejectment the order itself sets out the amount of arrears due to the landlord and it provides that if the tenant pays the amount which is due to the landlord, then the decree for ejectment will not be effective. Sir, it is true that we have not made a similar provision here, but then, we have provided against forfeiture. There is no such provision in the *Thika* Tenancy Act. What I wanted to say on the last occasion was that in the present Bill as in the 1950 Act we have provided that if the tenant is in default he can nevertheless pay the arrears due by him together with interests and costs and upon payment he will be entitled to relief against forfeiture, but relief will not be available to him if he has exceeded a certain number of defaults. Sir, there is no corresponding provision in the *Thika* Tenancy Act. If I accept what my friend has suggested, then the position will be that the tenant will be entitled to double relief. Then clause 17 will have no effect. We have accepted clause 17 and it provides that he will be entitled to relief if he pays up all the arrears together with interest and cost, but the relief will be limited to a case of a certain number of defaults only and no more. Therefore, I am unable to accept the proposition which has béen suggested by my friend Shri Ray Chaudhuri.

I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker: The third reading of the Bill is over. I now put the question before the House.

The motion of the Hon'ble Satyendra Kumar Basu that the West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956, as settled in the Assembly, be passed, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—129.

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj Khagendra Nath
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati

Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, Sj. Bankim
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shamsul Huq, Janab
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

NOES—47.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Naskar, Sj. Gangadhar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 129 and the Noes 47, the motion was carried.

Adjournment

The House was then adjourned at 1-23 p.m. till 3-30 p.m. on Saturday, the 3rd March, 1956, at the Assembly House, Calcutta.

[*Afternoon session.*]

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: 42—Co-operation

[3-30—3-40 p.m.]

Mr. Speaker: Before we start the business, may I request the honourable members that as according to arrangements the whole allocation for the cut motions has been fixed and the time limit has been shown, they may keep to the time-limit. If they keep to the time-limit then everything will be done according to the time-table, otherwise I will have to cut down one or two from the lists. The party members may help me in the matter.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, on the recommendation of His Excellency the Governor I beg to move that a sum of Rs. 38,96,000 be granted for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation".

Sir, in moving this grant I must express my gratitude for the pre-eminence given this year by moving a modest demand for expenditure on Co-operation and rightly so in view of the fact that the co-operative movement will play a vital and significant role in the state of things to come in the Socio-economic life of our country. The economic development under democratic conditions and establishment of a socialistic pattern of society are possible only by the extensive, and, if I may say so, intensive application of the co-opeative method. The Second Five-Year Plan envisages the building up of a co-operative sector on a solid foundation. Honourable members are aware that the recommendations of the All-India Rural Credit Survey Committee initiated by the Reserve Bank of India forms the basis of co-operative development for the Second Five-Year Plan. During the past 50 years agricultural credit constitutes the major activities in the field of co-operation. Sir, credit is only the beginning of co-operation. But we must not forget that the movement has wider, nobler and far-reaching aims and objectives. From credit we have to extend co-operation to diverse activities embracing production and distribution, both agricultural and industrial production, marketing, processing, storing—, in fact, to every sphere. We must have an integrated scheme of co-perative development. The ineffectiveness of the existing co-operative is patent. Often co-operative credit is utterly inadequate in as much as it provides only—the all-India figure is little over 3 per cent. of the total borrowings of the cultivators and the figures for West Bengal being 5.5 per cent. of the total requirements of the cultivators. The ineffectiveness is attributable to internal and external causes—internal cause is the lack of requisite strength and resources—external, due to the opposition of non-co-operative individuals and institutions. The initial assistance required for the development of co-operation can only come from the State. Then and then only co-operatives at all levels will acquire the requisite magnitude and stature to withstand the pressure of opposition of the vested interests. The help to be rendered by Government will be administrative, financial and also technical.

The much needed improvement will not be brought about by reform of the credit structure only. State partnership is the main principle on which the reorganisation of the co-operation has been based. We should have

State participation with co-operation in credit, particularly in strengthening the upper levels of the structure. State participation is also necessary in processing, marketing, storage and warehousing and lastly assistance for training of proper personnel at all important levels.

Sir, in the 2nd Five-Year Plan—I may read out to you—the following schemes are included in it. There are seven schemes under co-operation in the Second Plan. The object of the Plan is to reorganise the co-operative credit structure in West Bengal with a view to setting up a strong, efficient and sound system of co-operative credit for the development of rural economy. The estimated cost during the Plan period is 1 crore 40 lakhs. There are at present 40 Central Banks in West Bengal. There will be 24 Central Banks formed by reorganising and amalgamating 38 existing banks. The remaining 2 banks will be liquidated. One thousand State-partnered large sized credit societies with a share capital of Rs. 20,000 each will be functioning. The State Government's contribution of Rs. 10,000 per society will be paid out of the loan available from the Reserve Bank of India.

These 1,000 societies will be formed out of the existing 7,000 societies of which about 5,000 ineffective ones will be liquidated. Five Land Mortgage Banks will be organised for the supply of long term credit. The Plan also envisages the creation of a State Agricultural Credit (Relief and Guarantee) Funds and State Co-operative Development Fund for agricultural credit. Altogether 500 farming co-operatives will be set up. A provision has been made for higher administrative and supervisory personnel for successful implementation of the scheme included in the Plan.

[3-40—3-50 p.m.]

I will also give for the information of the House the scheme for Warehousing and Marketing. "This sector of development will cost an amount of Rs. 1.02 crores"—although this is not included in the present Demand —"and will provide for two market news service centres, four egg grading centres, one factory for mango canning and preservation, and one hundred agricultural marketing co-operative societies. A State Warehousing Corporation will be set up after the enactment of the Agricultural Produce (Co-operative Development and Warehousing) Corporation Bill.

I will take a couple of minutes to place before you the progress that has been made in West Bengal since Independence. On 14th August 1947 we had 1 Provincial Bank, the number of society members being 201, and working capital was 3 crores 39 lakhs 12 thousand; at the present moment after Partition the number of society members dwindled to 105, the working capital being 3 crores 73 lakhs and 56 thousand. We have 39 Central Banks; the number of members in 1947 was 1,630; at the moment the number has increased to 1,937, working capital was 1 crore 92 lakhs and 18 thousand; it is now 2 crores 41 lakhs 90 thousand. We had 2 Land Mortgage Banks in 1947 with a membership of 1,038 and capital of 4 lakhs 38 thousand; it has now increased and the number is 9, membership being 2,494; working capital stands at 12 lakhs 67 thousand, i.e., about three times. Agricultural Credit Societies now number 11,023 as against 9,491 in 1947; the number of members at present is 2,96,574 as against 2,12,219; the working capital at the present moment is 1,76,22,000 as against 1,01,18,000 in 1947. We had 50 Multipurpose Co-operative Societies in 1947, the membership being 13,792 with a working capital amounting to Rs. 1,18,000; at the moment we have 1,544 Multipurpose Co-operative Societies with a total membership of 1,59,287, the working capital being 67,05,000. Other agricultural, irrigation, milk and better living societies numbered 1,920 before Partition with total membership of

55,672 and working capital 1,884,000; at the present moment the number of societies has dwindled to 1,552; the membership being 52,068 plus 80 society members, the working capital having increased by 11 lakhs to 29 lakhs 62 thousand. The number of Urban Credit Societies in 1947 was 342 with a membership of 2,30,864 and working capital 6,77,09,000; the number of societies has increased to 489 with the total membership of 3,18,898 and the amount of working capital is 9,33,08,000. The number of Weavers' Societies before partition was 595 with a total membership of 40,537 and the total amount of working capital 7,61,000; it has now increased to 904; the number of membership is 65,381 with a total working capital of 13,75,000. The number of Producers Unions was 12 before partition; working capital 7,99,000; the number now is 20 with a working capital of 14,51,000. Other Non-Agricultural Societies in 1947 numbered 436 with a working capital of 14,52,000; the number now is 1,091, the membership being 93,376 individual members and 593 society members; the amount of working capital is 75,76,000. The number of insurance societies before Partition was 6; the total number of membership was 21,753 and the total working capital was 22,89,000; the number of insurance societies now is 10 with a membership of 69,030 and with an amount of working capital of 1,71,16,000. The total number of societies before Partition was 12,894; now it is 16,686; the total number of members before Partition was 6,28,226, individual members and 10,331 society members. Now individual members number 10,60,747 and society members number 12,810. The total amount of working capital before Partition was 13,68,98,000; at the present moment the total amount of working capital is 21,09,28,000.

With these words, I commend my motion for the acceptance of the House.

[*Mr. Speaker: I take it that I have the leave of the House to take all the cut motions as moved.*]

Sj. Balailal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

(১) সরকারের সমবায় নীতি ও সমবায় বিভাগের দুর্নীতিপরায়ণতা।

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সস্তা সুদে দীর্ঘমেয়াদী কৃষি ঋণ ও কারিগরী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির ঋণদান প্রথার গলদ সম্পর্কে।

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সাধারণ নীতি বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটিকে সরকারী সাহায্যদানে সরকারী গাফিলতি, তাঁতশিল্প সমবায় ব্যবস্থায় সরকারী গলদ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বর্ধমান জেলার শুবেকালনা তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেডে সূতা সরবরাহ ও তাঁতীদের সময় মত মজুরী দিতে সরকারী অক্ষমতা।

Sj. Dhananjoy Kar: Sir, beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারী নীতি ও তাহার ত্রুটি।

Sj. Gangapada Kuar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to foster the growth of co-operative spirit among the people and about the urgency of extending cheap and long-term credit facilities through the co-operative units to the loan-ridden rural cultivators of the State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42 Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy and grievances

Dr. Jatish Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about maladministration, negligence and whims on the part of the department and nepotism, highhandedness of the Subdivisional Officer as President of the Board of Directors of the Ghatal People's Co-operative Bank.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs 100 I move this in order to raise a discussion about policy.

Dr. Krishna Chandra Satpathi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

রিজার্ভ ব্যাংক হইতে সমবায় সমিতিতে টাকা দাদনে অব্যবস্থা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs 100. I move this in order to raise a discussion about

কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় পরিকল্পনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে টাকা দাদনের ব্যবস্থা আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগ তাহার সুবিধা গ্রহণ না করায় কৃষকের স্বার্থের পরিপন্থী কার্য করিতেছেন।

Sir, I further beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের কৃষিঋণদান পদ্ধতির ত্রুটি সমবায় সমিতির সদস্যের স্বার্থের প্রতিকূল।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কৃষিঋণ দাদন ও আদায়ের সমূহ খরচ সেন্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে বহন করিতে হয়। এই ব্যবস্থা দ্বারা প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের স্বার্থে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতির স্বার্থ ক্ষুন্ন করা সম্পূর্ণ অন্যায়।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক মফঃস্বলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির শেয়ারের টাকা আবদ্ধ রাখিয়াছে মত্র। বহুদিন যাবৎ লভ্যাংশ বিতরণযোগ্য আয় না হওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

Sir, I further beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দাদনে অপারক বিধায় কার্যকারিতার উৎকর্ষ বিধানে অপারক।

Sj. Madan Mohon Saha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সাধারণ নীতি।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং উক্ত কর্মচারীদের সরকার হইতে বেতন দিব্যর দাবী।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

আরামবাগ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের দলীয় স্বার্থসিদ্ধি রোধে সরকারের অপদার্থতা।

Sj. Nripendra Gopal Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about general policy.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to introduce grain co-operative societies in the rural areas of West Bengal.

Sj. Rakhahari Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about granting long-term loans to businessmen of small capital.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the nomination of a Director of Bankura Town Co-operative Bank.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy and practice of the department.

Sj. Sudhir Chandra Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

দুর্নীতি ও বেআইনী কার্যকলাপ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলায় হিজলী কো-অপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোসাইটী লিঃ নামক মোটর প্রতিষ্ঠানটির বেআইনী ও দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপ।

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about want of adequate provisions for *bargadars*, landless labourers and other poorer section of the people.

Sj. Sudhir Chandra Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকের সমবায় সমিতিগুলি এবং তার লগ্নী টাকার হিসাবপত্র মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে যা পেলাম তাতে আমরা কিছুমাত্র আশান্বিত হতে পারি না; কারণ, সমিতির যে সংখ্যার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে বেশীর ভাগ যা গ্রামাঞ্চলে কাজ করছে বলা হয়েছে সেগুলি আসলে কাজ করে না। বিশেষ করে ঋণ দান সমিতিগুলি মার্কেটিং সোসাইটি, মৎস্যজীবি সোসাইটি ইত্যাদি যার উল্লেখ আমরা শুনলাম তার মেদিনীপুর জেলার কতকগুলির খবর আমি রাখি এবং কতকগুলির সঙ্গে আমি নিজেও জড়িত। আমি যতটা খোঁজখবর রাখি তা থেকে আমি বলতে পারি যে, সরকারী নিষ্ক্রিয়তা, সরকারী টাকা দান না করার জন্যে এবং তাদের কর্মচারীদের লাগিয়ে ঠিক মতন সমিতিগুলিকে চালাবার ব্যবস্থা না করার জন্যে এইগুলি আজ মৃতপ্রায় হয়ে গেছে, কোন প্রকার ফাংসান করে না। ঋণদান সমিতি যেগুলি গ্রামাঞ্চলে রয়েছে তার সুপারভাইসিং অথরিটি হিসাবে ২০০।৪০০।১৫০ টাকা বেতনের অফিসাররা কেবল খাতাপত্রই দেখছেন, কিন্তু সমিতিকে কাগজে কলমে যারা চালাচ্ছেন, যারা টাকা দাদন করে, টাকা আদায় করে সেইরকম কর্মচারীদের কিছুমাত্র বেতন বা ভাতা দেবার জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হয় নি। এইজন্যেই কোন সমিতি কখনই সচল হতে পারে না, অনারারী সার্ভিসেসের দ্বারা, অবৈতনিকভাবে চিরকাল খেটে কোথাও কোন সমিতি

কখনও উন্নতিলাভ করতে পারে না, চালু থাকতে পারে না। অতএব সেইসব ২।৩।৪ মাস বা এক বছর পরে অচল অবস্থায় পৌঁছতে বাধ্য হয় এবং তার পরিণতিস্বরূপে আজ আমরা বাংলাদেশে দেখছি যে, সংখ্যা এবং হিসাবের মধ্যে এতগুলি সমিতি আছে, কিন্তু কার্যতঃ বেশির ভাগ 'ডিফাংক্ট' হয়ে আছে। এগুলি থেকে কোন উপকার পাচ্ছে না এবং যতটুকু উপকার পাবার কথা ততটুকুও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

[3-50—4 p.m.]

বিশেষ করে, আমাদের যাঁরা শাসন করছেন যে দল, সেই দলের আবার এখন ক্রিয়াকলাপ কতকগুলি সমিতির মধ্যে আরম্ভ হচ্ছে, যার ফলে সেই দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্য যতপ্রকার দুর্নীতি এবং দলীয় স্বার্থ বিবেচনা করে টাকা দেওয়া হচ্ছে আর অন্য গরীব সমিতিগুলি টাকা পাবে না। অর্থাৎ ধনীর সমিতিগুলি টাকা পাবে এবং সেইজন্য কতকগুলি জায়গার প্রতিও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কিন্তু কোন ফল হয় নি। (এ ভয়েস ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ—যথা, যথা?) তাই আসছি, এক একটি করে সব বলছি। আমাদের মেদিনীপুর জেলার বাসের কথা বলব। আজ আমরা বাংলাদেশে স্টেট বাস দেখি, সেই স্টেট বাসএর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান বলব। আজ আমরা বাংলাদেশে স্টেট বাস দেখি, সেই স্টেট বাসএর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে মেদিনীপুর জেলার সি টি এস কোম্পানি, হিজলী ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি লিমিটেড এবং তার একজন অংশীদার হয়ে আমাদের সমবায় উপমন্ত্রী শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় বসে আছেন। সেই বিভাগের কি কার্যকলাপ, সেই সমিতি কিভাবে বেআইনী এবং দুর্নীতিমূলক যেসমস্ত কার্যকলাপ করছে তার সম্বন্ধেই আমি কাট মোশান দিয়েছি এবং সেইসমস্ত কথা আমরা খুলে প্রকাশ করতে চাই।

এই বিষয়ে যে একটা সমবায় সমিতি হয়েছে সেই সমবায় সমিতিকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করবার জন্য তাকে কিভাবে বেআইনী কার্য করান হচ্ছে সেটা আমরা কাঁথিতেই দেখতে পাই। সেখানে এই সমবায় সমিতির নামে যেসব গাড়ী চলে তাতে একটা অসমবায় প্রতিষ্ঠান কন্টাই ইউনাইটেড ট্রান্সপোর্ট অপারেটর নাম দিয়ে অর্থাৎ কন্টাই ইউনাইটেড ট্রান্সপোর্ট অপারেটর বলে সেখানে একটা অসমবায় অরেজিস্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন ব্যক্তিগত মালিকও জুটে গেছেন এবং তারা যাত্রীদের উপর অত্যাচারও করতে আরম্ভ করেছেন। পুলিশকে ঘুসের টাকা প্রকাশ্য দরজা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, কারণ তাতে সেই সমবায়ের অফিস ধরবে এবং রুটে যতগুল গাড়ী আছে সেইসমস্ত কমাতে গেলে পুলিশকে আরও বেশি টাকা দিয়ে বশ করা দরকার। সেজন্য সেইসব খরচের 'ভাউচার' ধরা পড়বার ভয়ে একটা বেনামী প্রতিষ্ঠান দরকার —যাতে আমরা এই বেআইনী ও জনস্বার্থবিরোধী কাজ করতে পারি। সেটার নাম হচ্ছে কন্টাই ট্রান্সপোর্ট অপারেটর। এই নামে একটা অসমবায় অরেজেস্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঐ সি টি এস প্রতিষ্ঠান জুড়ে গেছে এবং জুড়ে গিয়ে তারা কাঁথি খড়্গপুর, কাঁথি বেলডা ইত্যাদি রাস্তায় গাড়ী চালাচ্ছে। সি টি এস এর অন্যান্য রুটে যে গাড়ী আছে তা আপনারা জানেন বা অনেকেই গেছেন। সি টি এস যে এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান তার কি টিকিট বিক্রি হয় না, এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান তার টিকিট লোপ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার অস্তিত্ব লোপ করে দিয়ে সেই অসমবায় প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে টিকিট কাটা হচ্ছে এবং সেই টিকিটের মারফৎ সি টি এস এর গাড়ীর সমস্ত সেল হয়ে চলে যাচ্ছে। সেখানে যত কিছু অন্যায় খরচ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ২৫।৩০ জন খড়্গপুর ও কাঁথি রোডের জন্য ক্যানভাসার রেখে দৈনিক ৫০।১০০ টাকা খরচা হচ্ছে, পুলিসকে ঘুস দেবার খরচা ইত্যাদি সব কিছু সেই "কুটু কোম্পানীর" হিসাবের মধ্যে টাকা রেখে দিয়ে কেবলমাত্র দৈনিক ৫০ টাকা বা ১০০ টাকা যেটা নেট আয় সেই অঙ্কটাই সি টি এস কোম্পানির খাতায় জমা হচ্ছে। কিন্তু তার এছাড়া আর কোন টিকিট সেল নেই। এই প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাবার সংগে সংগে এই যেসমস্ত বেআইনী কাজ তাঁরা চালাচ্ছেন তার জন্য কোন প্রতিকার হচ্ছে না, অথচ সেখানে ইন্সপেক্টর, বিভাগীয় লোকজনও সব বসে আছেন। সেখানে সমবায় উপমন্ত্রী একদিন গিয়ে সভা করে বলেছেন যে, এইরকম মিলন তোমরা কর এবং সেই মিলনটা ভাল। সভা করে তিনি কি বলেছেন দেখুন—

২৬এ জানুয়ারি তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের উপমন্ত্রী

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে উত্থাপিত হয়েছে। রুটের সভাপতিগণ, কর্মচারি মালিক প্রভৃতিগণ যে বক্তৃতা করেন তাতে সকলেই অভিযোগ জানান যে, এখানকার সকল মো কোম্পানিগুলি 'কুটু'র অধীনে পরিচালিত হোক। সভাপতি মহাশয়, চিত্তরঞ্জনবাবু, শেষে আবেদন জানান যে, সি টি এস প্রভৃতি যেসমস্ত কোম্পানি আছে সেগুলি সব একসঙ্গে মি চল। সভাপতি হয়ে তিনি এটা এডভোকেট করেছেন এবং তিনি সম্মতি দিয়েছেন এইর মিলন করবার জন্য। যার ফলে তারা দুর্নীতি চালাবার জন্য আস্কারা পেয়েছে, এবং মি হিসাবও রক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এইসব বেআইনী কখনও চলতে পারে না। অর্থাৎ যার বে ভাউচার নেই, যার কোন টিকিট সেল নেই, যার নামে টিকিট সেল হয় না সেইরকম সম সমিতি বেআইনীভাবে ফাংশন করতে পারে না এবং তাকে এখুনি ডিস্‌লভ করা উচিত। কে কেন করছেন না—তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, সেখানে দুর্নীতি চালাতে হবে। এক দুর্নীতি হ নিজের দল রক্ষা করা আর একটা হচ্ছে পুলিশের খরচাকে বাঁচান। কারণ, নানা প্রকা অন্যায় কাজ যাতে চাপা পড়ে এবং হিসাব যাতে প্রকাশ করতে না হয়, সেইজন্যই এইসব তা করছেন। তারপরে এই 'কুটু কোম্পানি' সমবায় মন্ত্রীকে একটা জিনিস উপহার দিল, কা তিনি এই যে কাজ করলেন তার ফলস্বরূপ। 'কুটু কোম্পানি' সি টি এস যার মধ্যে আ তারা বেশি গাড়ী চালান এবং তাঁরাই হচ্ছেন লিডিং পার্টি, তাঁরা বললেন যে, উপমন্ত্রীর কন্য বিবাহে কন্‌টাই ট্রান্সপোর্ট অপারেটরকে একটা কিছু প্রীতি-উপহার দিতে হবে। কাঁথি মোটর মালিক কোম্পানীগুলির সমন্বয়ে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে তার নাম হচ্ছে কন্‌ট ইউনাইটেড ট্রান্সপোর্ট অপারেটর। তাদের পক্ষ থেকে ম্যানেজার একটা নোটিস জারী ক ফেললেন যে, আগামী ১২-৭-৫৫ তারিখে পশ্চিম বাংলার সমবায় উপমন্ত্রী শ্রীচিত্তরঞ্জন র মহাশয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বহুলোক বিভিন্ন স্থান হইতে মেদিনীপুরে যাতায়াত কর এবং তাদের সাথে পানিয়া সরদাবাদ কো-অপারেটিভ সমিতির সীল দেওয়া একটা নিদর্শনপ থাকিবে। উক্ত নিদর্শনপত্র লইয়া আপনারা উহাদের ফ্রি টিকিট করাইয়া দেবেন ও আপনা নিদর্শনপত্র আফিসে জমা দেবেন। তারপরে বিনা পয়সায় মাছ, দই, মিষ্টি এবং গোটা জেল সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বাসে করে গেলেন এবং তাতে প্রায় ১ হাজার টাকার বিল হয়েছে সেই টিকিটগুলির হিসাব করে দেখলাম যে প্রায় ১ হাজার টাকার মতন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: That is co-operation.

Sj. Sudhir Chandra Das:

কো-অপারেশনএর রূপ ফুটে বেরিয়েছে। তারপরে নিজের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য যেম চেষ্টা করছেন, তেমনি দলকে রক্ষা কববারও চেষ্টা হচ্ছে। তাদের স্বার্থ রক্ষা করবার জ গত বছরে কাঁথিতে যে শিক্ষক সম্মিলনী হয়েছিল, তাতে কংগ্রেসী আওতায় নেতারাই শিক্ষ পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তৎক্ষণাৎ অর্ডার করা হল যে সি টি এস তুমি কিছু গাড়ী এে পাঠিয়ে দাও। এ'দের নিয়ে আসবার জন্য ১৫।১৬ খানা গাড়ী বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করেছে তারজন্য তাদের কোনরকম সমিতির মিটিং হয় নি, কোনরকম ছাড় দেওয়া হয় নি। সমিতি এইরকম রাইট আপ করার জন্য কোন ক্ষমতাই থাকতে পারে না। যাই হোক, শিক্ষকদে আনবার জন্য ১৫।১৬ খানা বাস প্লাই করছে ফ্রম কন্‌টাই টু খড়্গপুর এবং খড়্গপুর টু দীঘা তা ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী যখন দীঘায় বিদ্যুৎকেন্দ্র উদ্বোধনের জন্য গেলেন, তখন উপমন্ত্রী মহাশ নিজেই আগে সেখানে চলে গেলেন। এখান থেকে যে কি তাঁর টুর লিখিয়েছিলেন জানি ন উদ্যোগ আয়োজনের জন্য এই সমবায় মন্ত্রীর আগে থেকেই তার কয়েকটা টুর আরম্ভ হে লাগল। তারপরেই দেখা গেল যে, সি টি এস এর ৭।৮ খানা গাড়ী পটাশপুর, ভগবানপু প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সেখানে সমবেত করাবার জন্য বিনা পয়সায় কর্মীদের বোঝাই করে নিে আসা হল। এই গাড়ীগুলিকে তাঁদের দল রক্ষার জন্য কর্মী সংগ্রহের জন্য দীঘায় পাঠা হয়েছিল এবং কাঁথিতেও সমাবেশ করান হয়েছে। এইসব জিনিস আমরা চোখের সামনে দেখে এসেছি যে, সেই সি টি এস কোম্পানি জনস্বার্থবিরোধী সমস্ত কাজ করেই চলেছে যতবার আর টি এ বলেছেন যে, ৭½ পাই ভাড়া কর, কিন্তু তারা শোনে নি। তিনি হাইকোর্টে কেস করে সমস্ত কেসকে ফাঁসিয়ে দিয়েছেন। আমার মনে হয়, উপমন্ত্রী মহাশয় লইয়ার তাই তিনি তাঁর বুদ্ধি দিয়ে হাইকোর্টে লড়েছেন। তারপরে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যখন কাঁথিে

পাছলেন—সি টি এস একটা বড় গেট করে দিল, কিছু টাকা উপহারও দিল অভ্যর্থনার জন্য, তখন তাঁকে সি টি এস এর গ্যারেজএ নিয়ে যাওয়া হ'ল, তারা মালা দিল এবং তাঁকে রৌপ্য-নির্মিত একটা মোটর উপহার দেওয়া হয়েছে। এই সি টি এস কোম্পানির দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, যাতে তারা তোয়াজ করতে পারে; যাতে তারা রুট পারমিট পেতে পারে এবং যাতে দীঘা থেকে খড়্গপুর রুট পেতে পারে। ওয়ার্কার্স ইউনিয়নএর ভাল গাড়ী যেখানে ৮ পাই রেটে চালাচ্ছে, যেখানে আর টি এইচ এর ডিসিশন তারা মেনে নিয়েছিলেন, সেখানে তাকে ক্যানসেল করে দিয়ে তার গাড়ীগুলোকে অগ্রাহ্য করে দিয়ে এই সমবায় সমিতি একটা নগ্নরূপ নিয়েছেন। এটার সম্বন্ধে আমি কালকে শুনলাম যে, সি টি এস যে বেআইনী কাজ করছে, যে দুর্নীতিপরায়ণ কাজ করছে, দল রক্ষার জন্য যেসমস্ত কাজ করে যাচ্ছে, তাকেই কিনা আবার খড়্গপুর—দীঘা রুট দেওয়া হয়েছে। এই সম্বন্ধে আরও শুনলাম যে, এখান থেকে আর টি অথরিটির কাছে বড়কর্তাদের নোটিস চলে গেছে যে, ঐ সমবায় সমিতিকেই দেওয়া হবে।

[4—4-10 p.m.]

সুতরাং আজ আমরা দেখছি এই যে সমবায় সমিতি, এই সমবায় সমিতি যেমন ভাড়া বাড়িয়ে জনসাধারণকে অতিষ্ঠ করছে, তেমনি গাড়ী কমিয়ে দিয়ে প্যাসেঞ্জারদের উপর অত্যাচার করে চলেছে। আমরা এটা লক্ষ্য করছি যে, যেখানে ৩৯ খানা গাড়ী ছাড়বার কথা সেখানে দুটো কোম্পানি মিলিয়ে ২৬ খানি গাড়ী ছাড়ে। ১৩ খানা গাড়ী বন্ধ করে রেখেছে, বলবার কেউ নাই, কর্মচারীরা নীরব, এটার রিপোর্ট স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে; তা সত্ত্বেও প্রতিকারের উপায় নাই। যিনি কো-অপারেটিভের ইন্সপেক্টর ছিলেন তাঁর কাছে প্রতিবাদ উপস্থিত করেছিলাম। তিনি বলেছেন, উপমন্ত্রী মহাশয় এর সঙ্গে জড়িত আছেন, কি জানি কি হয়, কার চাকরী যাবে; আমরা অডিট করতে গেলে আবার যদি কোন গোলমাল হয়ে যায়! সকলেই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। এই ত সি টি এস এর বে-আইনী কার্য।

তারপরে তাঁর গ্রামের কাছে যে পানিয়া-সারদাবাদ সর্বার্থসাধক সমিতি, উপমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবু তার লীডারশিপ দিয়েছেন সেই লোককে, যে টেস্ট রিলিফের ধান চুরি করে। দেশের লোক দেখেছে চুরি করতে, চুরি করেছে বলে দরখাস্ত হয়েছিল, তদন্তও হয়েছিল। কেস চেপে দেওয়া হয়েছে, বিচার করা হয় নাই, প্রসিকিউসন হয় নি। তাকেই আবার ডিলার করা হয়েছে। পানিয়া সর্বার্থসাধক সমিতি তার বাড়ীর পাশে এবং সেই এ কাজ করছে। তিনি সেখানে সংশ্লিষ্ট আছেন। সেখানে হ'ল এই অবস্থা [এ ভয়েসঃ এ হ'ল সোস্যালিস্ট প্যাটার্ন] আজ যেখানে টেস্ট রিলিফের ধান চুরি হয়েছে, সেখানে মাদুর শিল্প করা হচ্ছে সমবায় সমিতির ভিতর দিয়ে। মাদুর হবে বলে তাঁত আছে, কাঠির কটা গোছা আছে, অথচ মাদুর হয় না। সবং থেকে মাদুর কিনে এনে সেই মাদুর চালান দেওয়া হচ্ছে আর বলা হচ্ছে ঐখানেই উৎপন্ন হচ্ছে। এজন্য কতকগুলি কর্মী রাখা হয়েছে; দল পোষণের জন্য কংগ্রেস-কর্মী রাখা হয়েছে, তাঁরা দলের প্রচারের কাজ করেন। ওখানে দল পোষণ ছাড়া মাদুর শিল্পের আর কিছু নাই। তেমনি যেখানে এক্সটেনশন ব্লক হচ্ছে, সমাজ উন্নয়নের কাজ গ্রামের ভিতর যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে যে এক্সিকিউশন ব্লক সেটা দুর্নীতির আড্ডা, যেখানে ধান চুরি হয়, মাদুরের নামে টাকা চুরি হয়, দল পোষণ হয় সেখানেই বলা হচ্ছে এক্সটেনশন ব্লক করতে হবে। অথচ থানার উপরে যে সমবায় সমিতি তা নিয়ে কিছু করা হচ্ছে না। কেন্দ্রস্থল কোনখানে করলে ভাল হবে তা বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু ওখানেই সমবায় সমিতির ভিতর দিয়ে এক্সটেনশন ব্লক করতে হবে। কেননা টাকা চুরি, টাকা লুঠ সব কিছুর ব্যবস্থা, সব কিছুর ভাল সুবিধা হবে কিনা, সেইজন্য আবার এক্সটেনশন ব্লকএর পুরোপুরি আর একটা সমবায় সমিতি হবে কাফেটারিয়া দীঘা অতিথিভবন নামে। কাফেটারিয়া ওর মানে কি বুঝতে পারি না। কাফেটারিয়া ও সমবায়। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে সমবায়, সেটা ধনিকের সমবায়। সেখানে প্রধানরা সমবেত, বড় বড় জোতদার, উপমন্ত্রী তাঁরা বেশি জায়গা-জমি নিয়েছেন এবং কাফেটারিয়া ক'রে কি ক'রে সেই জমি উন্নয়ন করা যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবং সেইজন্যই কাফেটারিয়া করা। তার জন্য সরকার মুক্তহস্তে টাকা দিচ্ছেন—১০ লাখ নাও, ২০ লাখ নাও, কিন্তু গরীব সমিতি যেগুলি রয়েছে সেগুলিকে টাকা দেওয়ার কথা মনে আসে না। গরীব সমিতি তন্তুবায় বা [illegible] যে রয়েছে সেখানে তাদের

কিছু পাবার উপায় নাই কিন্তু ধনিক মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী যেখানে রয়েছেন সেখানেই সমবায় সমিতিকে সাহায্য করা হচ্ছে। কাজেই এই যে সমবায় এ দলীয় স্বার্থের জন্য, এ আমরা তিনটে জায়গায় প্রমাণ করেছি যে, এই যে সমবায় সমিতি হয়েছে তারা এইভাবে কাজ করছে এবং এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি বলেই আজ এই মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি।

তৃতীয়ত, এ সমস্ত চলবে না যে, কৃষির ব্যবস্থা ও চাষের ব্যবস্থা চলবে অথচ সেখানে ঋণদানের ব্যবস্থা নাই। সেখানে ঋণদান সমিতিগুলির ভাল ব্যবস্থা নাই। সেখানকার কর্মচারী যারা টাকা আদায় করে এবং জমা দেয় এবং খাতাপত্রের কাজ করে তাদের বেতন দিয়ে নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। এই যে বেআইনী কাজ, এই যে দলের কাজ, যেটা সমিতির ভিতর দিয়ে চালানো হচ্ছে, আমি আবার বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই, আপনার কাছে আমি সি টি এস কোম্পানির কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছি। তারা শুধু সেখানেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে চার আনা করে বেআইনী জবরদস্ত আদায় করছে। টিকিট কাটার পর বলেছে রিজারভেশনএর জন্য চার আনা দিতে হবে। আমার কাছে টিকিট আছে। আমি দেখাতে পারি চার আনা পয়সা এইভাবে আদায় করে নিয়েছে। ঐ সি টি এস একটা সমবায় মোটর প্রতিষ্ঠান যার উপমন্ত্রীমহাশয় এত পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। সেই সমিতি বেআইনীভাবে চার আনা পয়সা রিজারভেশন বাবদ আদায় করছে।

[At this stage Sj. Sudhir Chandra Das handed over the tickets to Mr. Speaker.]

Mr. Speaker: What is you objection to these tickets please?

Sj. Sudhir Chandra Das:

এটা বোনাফাইডি টিকেট, চার আনা করে বেশী নিয়েছে 'রিজার্ভ'।

Mr. Speaker: Is it your charge that these tickets are faked and bogus tickets?

Sj. Sudhir Chandra Das:

আমার চার্জ ঠিক তা নয়, চারি আনা করে বেশী আদায় হয় এটা বেআইনী।

Mr. Speaker: You do not challenge that these are authentic tickets?

Sj. Sudhir Chandra Das: No.

Mr. Speaker: You are challenging the bonafides?

Sj. Sudhir Chandra Das:

অনেক কথা আলোচনা করেছি, কিন্তু এই ঋণদান সমিতিগুলির দ্বারা আজ যদি আমাদের সমাজকে তুলতে হয় এবং কৃষি শিল্প ব্যবসায়কে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নত করতে হয় তাহলে সেটা যাঁরা পরিচালনা করবেন, তাঁদের মাথায় যদি এই বুদ্ধি থাকে যে বেআইনী কাজ করলেও চলবে এবং সমবায় সমিতি তাঁদের দলের বলে কেউ দেখবে না। দল যাতে রক্ষা হয় তার জন্য সকলেই মুখ বুজে থাকবে, দুর্নীতি চলবে, ঘুষ চলবে, লুঠ চলবে, সেখানে এইরকম সমবায় সমিতি ভেসে উঠতে পারবে না, এবং সমবায় সমিতিও নষ্ট হবে। এই মন্ত্রীদের হাতে সমবায় কখনও চলতে পারে না। এখন আবার ল্যান্ড রিফর্ম বিল পাশ হবার পরে কৃষি সমবায় হবে। সুতরাং আমরা মনে করি যে, সেখানেও দুর্নীতি চলবে। সুতরাং যদি এই দলীয় নীতি থেকে তাঁরা মুক্ত হতে না পারেন তা হলে কোথাও সমবায় কখনও ভালভাবে গড়ে উঠবে না।

তা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের যেসব সমবায় সমিতিগুলি আছে, মন্ত্রীমহাশয় যে ফিরিস্তি দাখিল করেছেন সে সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে, মৎস্যজীবী সমিতি, তন্তুবায় সমিতি এগুলোকে কত টাকা দাদন করেছেন। যদি টাকা দাদন দিয়েও থাকেন তাহলে নামমাত্র টাকা দেওয়া হয়েছে। সেগুলি দ্বারা লোক বেশি উপকার পায় নি। সেগুলি সব অচল অবস্থায়

আছে। বলুন খুলে কোথায় কি দিয়েছেন। (রেড লাইট) এই সি টি এস কোম্পানি এখনও বেআইনী কাজ করে। সেজন্য এনকোয়ারী করা হোক এবং যেসমস্ত মন্ত্রী-উপমন্ত্রী এই কাজে সহায়তা করেছেন তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা হোক।

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Tarapada Dey:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই কো-অপারেটিভএর জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, তার মধ্যে সুপারিন্টেন্ডেন্স ও অফিসের নানা খরচ বাদে যে টাকা খরচ হবে তা হচ্ছে ২২,৫৮,১০০ টাকা। বাকী ১৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ধরা হয়েছে ডেভেলপমেন্টএর জন্য। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানে অল ইন্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভিস কমিটি কতকগুলি রেকমেন্ডেশন দিয়েছিলেন এবং সেই রেকমেন্ডেশনগুলির উপর ভিত্তি করে কতকগুলি ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান নেওয়া হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ সমিতি তার টাকার বহর দেখুন। ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য ৭৯ হাজার ৮১৬ টাকা। কৃষি ঋণদান ফান্ড ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং কো-অপারেটিভ উন্নয়ন ফান্ডএর জন্য আর ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই সমস্তের জন্য যেভাবে কো-অপারেটিভএর কথা বলেছেন পুনর্গঠনের কথা বলেছেন- তাতে কিন্তু এই টাকায় হবে না। এই যে টাকা বরাদ্দ করেছেন তা অত্যন্ত কম। আমার মনে হয় সরকারী প্রচার-কার্যের জন্যই এই বিভাগটা রেখেছেন। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন কো-অপারেটিভএর মাধ্যমে বিরাট আন্দোলন সুরু হয়ে গিয়েছে এবং সরকার পক্ষ এই আন্দোলনে ১৯৪৭ সাল থেকে কার্য করে আসছেন। এই রকম বড় বড় কথা বলেছেন যে, কৃষক, ভাগচাষী, মৎস্যজীবী, কুটিরশিল্পীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হবে। কৃষককে জমির মালিক করে, জমির পুনর্বণ্টন করে, সমবায় প্রথায় চাষের ব্যবস্থা করে, সরকার সমাজের পুনর্গঠন করবেন। এইভাবে গড়ে উঠবে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ। কৃষক আনন্দে চাষ করবে, গড়ে উঠবে কুটিরশিল্প ; বেকাররা কাজ পাবে। এই ছিল সরকারের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু, সাধারণ মানুষের সেই চেহারা দেখতে পাচ্ছি না। ১৯৪৭ সাল থেকে আন্দোলন করে আসছেন বলে, বড় বড় কথা বলেছেন। কিন্তু সরকারের নীতির ফলে এই বাস্তব অবস্থায় আসতে পারেন নাই। শুধু সরকারের তরফে টাকাপয়সারই অভাব নয়, সাধারণ মানুষ যেসমস্ত কো-অপারেটিভ গড়ে তোলে, তা সরকারের পক্ষপাতিত্বের ফলে, সেসব সত্যিকারের কো-অপারেটিভ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা দুর্নীতির কথা বলে গিয়েছেন। আমি মাত্র ২টি দুর্নীতির কথা বলব। মেদিনীপুরে কন্টাইএ নদীর চর, গুনিয়া ও পচাখালিয়ার চর সেখানে প্রায় এক হাজার বিঘা জমি কৃষকরা চাষযোগ্য করে তোলে। সেখানে এই চাষীদের দ্বারা কো-অপারেটিভএর ব্যবস্থা করা হল না। একজন লোক কাঙ্গালচন্দ্র গিরি, তাকে দিয়ে কো-অপারেটিভ করা হল। এখানে মন্ত্রীমহাশয়কে বলছি, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সাধারণ চাষী, যারা এই জমিকে আবাদযোগ্য করে তুলেছিল, তাদের দেওয়া হল না। শোনা যায়, ল্যান্ড রেভিনিউএর এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী যুগলকিশোরবাবু একসঙ্গে মিলে প্রথমে এই কাজ করেন। ২নং নদিয়া ফিসারমেনস্‌ কো-অপারেটিভ করবার চেষ্টা হয়েছে। সেখানে সত্যিকারের ফিসারমেনরা কো-অপারেটিভ করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, এদের না দিয়ে সরকারের পক্ষপাতিত্বের ফলে এটা নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। সেখানকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট তারকবাবু, তাঁরাই ওটা দখল করেছেন, সাধারণ লোককে দেওয়া হয় নি। সরকারের এই নীতি যদি পরিবর্তন না করেন, তাহলে কো-অপারে-টিভ গঠিত হতে পারে না। সরকারের তরফ থেকে, লোন অ্যান্ড এ্যাডভান্স বাবদ কিছু কিছু টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই লোন এবং এ্যাডভান্স বাবদ ৩১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, এ টাকা অতি নগণ্য। এখানে Co-operative Land Mortgage Bank, Non-credit Co-operative Society, Multi-purpose Co-operative Society, Industrial Co-operative, Agricultural Co-operative, Fishermen's Co-operative, and other Co-operatives এর জন্য মাত্র ৩১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা দিয়েছেন। তা ছাড়া সরকারের তরফ থেকে কিছু কিছু ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এও প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। গত বৎসরের

বাজেটে ধরা হয়েছিল ৯৫ লক্ষ টাকা। এবারে করেছেন ৫৫ লক্ষ টাকা। অবশ্য গত বৎসর বন্যার জন্য কিছু বেশি টাকা খরচ করেছেন। তাছাড়া গো-ঋণ ছিল ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, এবারও তাই আছে। ফিসারমেনদের জন্য গত বছরে ছিল ৩ লক্ষ টাকা—এবার ২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এই সমস্ত কো-অপারেটিভ ছাড়া, কৃষি-ঋণের উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে খুব সামান্য টাকাই আছে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, he is referring to Famine budget. He is referring to " বন্যা " and other things which do not come under this head.

Sj. Tarapada Dey:

হাঁ, আসে, আপনি শুনুন। বাংলাদেশে ভাগচাষী আছে ৩০ লক্ষ এবং ৬ লক্ষ সংসার আছে। এই ভাগচাষীদের জন্য কোনরকম কো-অপারেটিভ ঋণ দেবার ব্যবস্থা নাই। কোথায় এদের লোন দেবার ব্যবস্থা করেছেন বলুন?

Mr. Speaker: Agricultural loan, Test Relief loan these are not the subject matter of this grant.

Sj. Tarapada Dey:

আমি তা বলছি না। আমি বলছি যে কো-অপারেটিভএর মাধ্যমে এই ভাগচাষীদের লোন দেবার কোন ব্যবস্থা নাই। আমি এখানে কো-অপারেটিভ করবার কথা বলছি। স্পীকার মহাশয়, বাংলাদেশে এক একর থেকে ৪ একর জমি আছে সেই পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ১৫·৩৭ লক্ষ। আবার তার চেয়ে বেশী জমি আছে তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২৩·৫ লক্ষ। তা ছাড়া, আমাদের দেশে কুটিরশিল্প সমবায় প্রথায় না হ'লে হতে পারে না। এই কুটিরশিল্পকে একেবারেই লক্ষ্য করেন নি। আমি জানি, আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে সরকার সমবায়প্রথার সাহায্য পেতে পারে তার কোন ব্যবস্থা করেন নি। আমাদের ওখানে দরজি এবং ছোট ছোট তন্তুজীবি আছে। ঐ সমস্ত দরজী এবং তন্তুজীবিরা বহুদিন ধরে সরকারের কাছে কো-অপারেটিভ মারফৎ সাহায্যের জন্য আবেদন করে এসেছেন। এমন কি, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাদের কোনরকম সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় নি। এই সমস্ত দরজী ও তন্তুজীবিদের অবস্থা দেখুন কি হয়েছে! মন্ত্রীমহাশয় নিজেই বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট করা ও সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। বিশেষ করে, সমস্ত গ্রামের গরীব দরজী, মৎস্যজীবি, তন্তুজীবি, ভাগচাষী প্রভৃতি পরিবারকে সমবায় প্রথায় ঋণ ও সাহায্য দেওয়াই হচ্ছে সরকারের উদ্দেশ্য। তা ছাড়া, বৃহত্তর পরিকল্পনা তাদের আছে, কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে কো-অপারেটিভ করা। একথা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে আছে। এখানে শ্রীকালী মুখার্জি সহযোগিতার কথা বলেছেন। যদি গঠনমূলক কাজ হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা সহযোগিতা করব। কিন্তু সরকার যেভাবে কাজ করছে, তাতে সহযোগিতা করা যায় না। বড় বড় চাকরির ক্ষেত্রেও তাই দেখছি যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর মতকে অগ্রাহ্য করে, নিজেদের মনোনীত লোককে রাখছেন। আইন করার সময়ে দেখতে পাচ্ছি, স্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টএর সময় কলিকাতা এবং বন্ধুদের ৭৫ পারসেন্ট জমি ছেড়ে দিলেন।

[4-20—4-30 p.m.]

কিছুদিন আগে সমস্ত এম এল এ, কংগ্রেস এম এল এ মিলে হাওড়া থেকে জগৎবল্লভপুরে একটা বাস করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ডাঃ রায় সেটা নাকচ করে দিলেন। এই যদি হয়, এই যদি সহযোগিতা হয়, তাহলে তাঁরা সহযোগিতা পেতে পারেন না। সেজন্য আমার বক্তব্য, যাতে কো-অপারেটিভকে সাধারণ মানুষের কাজে লাগানো হয়, তার ব্যবস্থা করুন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি করতে চান, তাহলে এই কো-অপারেটিভের একান্ত প্রয়োজন। কাজেই, সাধারণ মানুষ যাতে এর দ্বারা উপকৃত হয় সেই ব্যবস্থা আপনারা করুন।

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমার পূর্ববর্তী বক্তা, আমার বন্ধু সুধীরচন্দ্র দাস মহাশয় কো-অপারেশন ডিপার্টমেন্টএর ডেপুটি মিনিস্টার, শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়ের কন্যার বিবাহের কথা বলেছেন। আমি কো-অপারেশন ডিপার্টমেন্টএ দুর্নীতির কিভাবে প্রসার হচ্ছে, তার একটা উদাহরণ দেব, তাঁর এক ছেলের ব্যাপারে। তাঁর মেয়ের বিবাহের কাণ্ডকারখানা এখানে শুনেছেন। খড়্গপুরে কি করেছেন, বলছি। সেখানে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক আছে। সেখানে ডেপুটি মিনিস্টার কিছুদিন আগে, কিছু কাপড় সেই ব্যাঙ্ক থেকে নিয়েছিলেন ধার রেখে। অথচ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কএ কোনদিন ধার রাখবার ব্যবস্থা নেই। তিনি সেখানে তাদের বাধ্য করে, শ'খানেক টাকার কাপড় ধার নিয়েছেন, আজ পর্যন্ত ফেরৎ দেন নি। আজ তিনি এখানে ডেপুটি মিনিস্টার হয়েছেন।

তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দুইবার ম্যাট্রিক ফেল করে তৃতীয়বারে পাশ করেছে; ঝাড়গ্রামে যে এগ্রিকালচার কলেজ আছে, তাতে দুইবার ফেল করার পর, তিনবারে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে। তাকে মেদিনীপুর জেলার কো-অপারেটিভ টয় ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে, আমাদের খরচায় সরকারী বৃত্তি দিয়ে জাপানে পাঠান হ'ল, শিক্ষিত ক'রে আনবার জন্য। এইসব লোকের হাতে কো-অপারেটিভ সোসাইটির কি পরিণতি হতে পারে, সেটা একবার বিবেচনা করুন। স্যার, এইসব কো-অপারেটিভ সোসাইটির মারফৎ কি হতে পারে? পল্লী অঞ্চলে কিছু কাজ হত; কিন্তু এদের প্ররোচনায় পড়ে, যেসব কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি খোলা হয়েছে, সেগুলি ঐরকম দলীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ফাঁকি, চুরি, জোচ্চুরি, চাতুরি, এসমস্ত কারবার চালান হচ্ছে।

যাই হোক, এখন নীতি সম্বন্ধে, যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তার দুই-একটা কথা আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে এগ্রিকালচারাল লোন দেওয়ার জন্য কো-অপারেটিভ সোসাইটি মারফৎ সাড়ে তিন টাকা সুদে, যে টাকা গভর্নমেন্ট সোসাইটিতে আনা হয়, তা কৃষকদের কাছ পর্যন্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটি মারফৎ পেঁছে দেবার এমন পদ্ধতি করেছেন, যাতে করে সমবায় সমিতি কৃষকদের কাছ থেকে সাড়ে সাত টাকা সুদ আদায় করে। এই যে সাড়ে তিন টাকা সুদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা আসে, প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কএ যাচ্ছে সাড়ে চার টাকায় এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে যাচ্ছে সওয়া ছ টাকায় এবং কৃষকদের কাছ থেকে সাড়ে সাত টাকা আদায় করা হচ্ছে: এটা অত্যন্ত ঘৃণিত এবং লজ্জাজনক ব্যাপার এবং কো-অপারেটিভ সোসাইটির টাকা সম্পূর্ণভাবে অপচয় করা হচ্ছে। তারপর আর একটা কথা বলব। আমাদের পাড়াগাঁয়ের কৃষকদের উপকারের জন্য কো-অপারেটিভ সোসাইটি মারফৎ যা করা যেতে পারত, আমাদের বাংলা গভর্নমেন্ট তা করছেন না। বোম্বে গভর্নমেন্ট মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট সেই সুবিধা দিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে শতকরা দেড় টাকা সুদে এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস মার্কেটিং সোসাইটি তারা ধার নেয়। কিন্তু আমাদের সরকার সেই সুযোগ নেন না। অথচ বোম্বে গভর্নমেন্ট মার্কেটিং রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে কো-অপারেটিভ সোসাইটির মধ্য দিয়ে, কৃষকদের কৃষিজাত পণ্যের ক্রয়বিক্রয়ের ভার সমস্ত পরিচালনা করে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি সে বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। আর একটা কথা এখানে নিবেদন করতে চাই যে, প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে সমস্ত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফান্ডএর টাকা এবং শেয়ার ক্যাপিটালএর বহু লক্ষ টাকা আটকে রাখা হচ্ছে। কিন্তু তার বাবদ কোন লভ্যাংশ দেওয়ার মত আয় হয়ত তাঁরা করতে পারেন না; কিন্তু ডিরেক্টরএর মিটিং এবং ট্রাভেলিং অ্যালাউন্সএ বহু লক্ষ টাকা এই প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অপব্যয় করে থাকে। এই হল কো-অপারেটিভএর নীতি। শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না, এবার দেখছি এই বাবতে এক লক্ষ টাকার কাছাকাছি ব্যয় বরাদ্দ করা আছে। জানি না এটা কিভাবে বন্দোবস্ত করা হবে এবং কিভাবে পরিচালিত হবে। সে সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় যদি আমাদের জানান তাহলে খুব বাধিত হব।

আর সমবায় সমিতির সভ্য বেশীর ভাগ লোকই অত্যন্ত গরীব কৃষক, তারা তাদের উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, একই সময় একই দিনে। সেই হেতু তার প্রকৃত যা দাম বা শ্রমের যা মূল্য তা তারা পায় না। সেদিক দিয়ে আমি অনুরোধ করব, সমবায় বিভাগ থেকে যাতে

করে প্রত্যেকটা জায়গায় এগ্রিকালচারাল প্রডিউসিং মার্কেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রত্যেকটা কেন্দ্রস্থলে গঠিত হয় তার ব্যবস্থা করবেন, আর এগ্রিকালচারাল লোন যেটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি মারফৎ দেওয়া হয়, সেটা আদায় এবং যাবতীয় হিসাব সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কএ রাখা হয়। কিন্তু তার উপর প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক যে টাকা তাঁরা লগ্নী করেন বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কএ যে টাকা দেওয়া হয়, সেগুলি সমস্ত আদায় দেওয়া, নেওয়া বাবদ যে খরচ, তা সমস্তই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কএর উপর চাপান হয়। সেই বাবত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কএর কর্মচারীদিগকে কিছুমাত্র এ'রা সাহায্য করেন না। প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কএর টাকা আদায় করার, কিম্বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কএর টাকা সেখানে যতটুকু খরচ হয়, সমস্ত গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া অত্যন্ত দরকার বলে আমি মনে করি। তা না হলে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

Sj. Bijoy Gopal Goswamy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের অনেক বন্ধু পল্লীঅঞ্চলের দুঃখদারিদ্র্যের কথা বলেছেন। পল্লীঅঞ্চলে দুঃখদারিদ্র্য যে রয়েছে সেকথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সমবায় প্রথার মাধ্যমে সেগুলি দূর করবার ব্যবস্থা হচ্ছে না, একথাটা তাঁরা ঠিক বলেছেন বলে মনে হয় না। আজকে পল্লীঅঞ্চলে যেসমস্ত মানুষ বাস করেন, তার ভেতর শতকরা ৭২ ভাগ চাষের উপর জীবিকানির্বাহ করেন ; তার মধ্যে শতকরা ২৪ জন লোক হচ্ছে বর্গাদার এবং শতকরা ১৮ জন শ্রমজীবি। যেসমস্ত শ্রমজীবির কথা বলছি, তার ভেতর দুই রকম শ্রমজীবি আছে। কতকগুলি কৃষকদের ক্ষেতখামারে কাজ করে, আর কতকগুলি মাঝে মাঝে কৃষকদের ক্ষেতখামারে কাজ করে, আর অন্যসময় রাস্তায় কাজ করে, মাটি কাটার কাজ করা প্রভৃতি অন্যান্য কাজ করে। এই ভাবে তারা যে ইনকাম করে, তাতে তারা দৈনিক গড়ে দশ আনা থেকে বার আনার বেশি রোজগার করতে পারে না। যেসমস্ত চাষী নিজেরা চাষ করে, সেইসমস্ত চাষীদের বহু অসুবিধা আছে। এইসমস্ত চাষী তাদের উৎপন্ন দ্রব্য যে দরে বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী দরে বিক্রী করে থাকেন যাঁরা এইসমস্ত জিনিস তাঁদের কাছ থেকে কেনেন। এ বছরের কথা আমি বলি ; যখন প্রথম ধান উঠে, তখন আট টাকা করে যে ধান তারা বিক্রী করেছে, সেটার চাল ২০ টাকা মণ দরে বিক্রী হয়েছে। কিন্তু সেটা তারা ৮ টাকার বেশি পায় নি। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, সমবায় প্রথায় তারা সংঘবদ্ধ হয় নি বলে। আজকে পল্লীঅঞ্চলে যে আর্থিক বৈষম্য রয়েছে, সেটা দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, সমবায়ের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হওয়া। তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

[4-30—4-40 p.m.]

আজকে শুধু ধানচাষের কথা নয়, আলুচাষের বেলায় আমরা দেখতে পাব যে, আলু ৭০ টাকায় বস্তা বিক্রি হয় ; কিন্তু চাষীরা যখন বিক্রি করে, তখন আলুর দর ৪।৫ টাকা থাকে। শুধু সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের চেষ্টা করতে হবে, ঐ সমস্ত চাষীদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করা। আজকে মূলধনের কথা উঠেছে কিন্তু আমি তাদের বলতে চাই, ব্যক্তিগত মূলধন কখনই সমবায়ের মূলধনের সমান হতে পারে না। আজকে যেন আমরা কখনও মনে করি না যে, ধনিকদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আমরা চাষীদের দারিদ্র্য ঘোচাতে পারব। এর চেয়ে ভুল আর কিছুই হতে পারে না। আজকে চাষীদের এক-সঙ্গে ক'রে নিয়ে যদি সমবায়ের পদ্ধতিতে আমরা কাজ করতে পারি, তাহলে চাষীরা শক্তি অর্জন করতে পারবে। তা ছাড়া ধনিকদের তোষামোদ করে চাষীদের কোন সাহায্যই হবে না। অনেকে বলেছেন যে, সরকার এইসব সমবায় সমিতিগুলিকে কোন সাহায্য করছেন না। একথা ঠিক নয়। সরকার তাঁর যথাসাধ্য এই সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য করছেন। সেইজন্য আমি একটা সমবায় সমিতির কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরব, তাহলেই বুঝতে পারবেন সরকার কিভাবে সাহায্য করছেন। আমার কনস্টিটিউয়েন্সীর একটা জায়গাতে কয়েকজন লোক তারা নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে একটা সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন। এটি সমবায় কল্যাণ সমিতি নামে পরিচিত। প্রথম যখন তারা সমিতি গঠন করে, তখন সেই সমিতিতে অল্প কয়েকজন মাত্র লোক ছিল, এখন স্বেচ্ছায় অনেক লোক তাতে যোগ দিয়েছে। প্রথমের দিকে এই সমবায় সমিতির কোন অর্থ ছিল না, তারা নিজেরা কাজের মাধ্যমে সমবায় সমিতিতে ২ আনা ক'রে

জমা রেখে ক্রমে ক্রমে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার মত শেয়ার কলেকশন করেছেন। এবং সরকার থেকে একটা ৪ মাইল রাস্তা তৈরি করার জন্য এই সমিতিকে ভার দেওয়া হয়। এই রাস্তাটা অত্যন্ত জঘন্য রাস্তা ছিল। এতে তারা নরম্যাল রেট যা পায় তার থেকে কম পায় নি। আমি জানি, ঐ অঞ্চলে আরেকটা বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল এবং সেটা কনট্রাকটর দিয়ে তৈরি করান হয়েছিল। সেখানে কনট্রাকটাররা আড়াই টাকা করে পেয়েছিল, এবং মজুরদের কিন্তু দশ আনা ক'রে দিয়েছিল; তখন বিরোধী পক্ষের কেউ কোন কথা বলেন নি। এখন এখানে অনেক চেঁচামেচি শুনা যাচ্ছে। এই গ্রামবাসীরা এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাজ করতে করতে কিভাবে সমিতির শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে সেই কথাই আজ বলব। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে এই সমিতিতে কাজের মাধ্যমে কিছু কিছু পয়সা জমা রেখে, তারা সমিতির উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি করছেন। সেখানে একটা নারী সমিতি আছে। এই কল্যাণ সমিতি, তাঁরা আড়াই হাজার টাকার ধান কিনে এই নারী সমিতিকে দিয়েছেন। এই নারী সমিতি ধান পেয়েছে ৮৫৹ হিসেবে, কিন্তু তাঁরা চাল বিক্রি করেছেন ১৪।৵ ক'রে। এই চাল অতি উৎকৃষ্ট হয়েছে, তাতে একটি ক্ষুদ কিম্বা ভাঙ্গা চাল নাই। এই কল্যাণ সমিতির সভ্যদের কাছেই তারা চাল বিক্রি করছেন। যদিও বাজারে এই চালের মণ ১৬৷৹ ক'রে। কাজেই এই নারী সমিতিকে এই কল্যাণ সমবায় সমিতি সাহায্য করছে এবং নিজেরাও উপকৃত হচ্ছে। তারপর আমাদের ওখানে ১৩।১৪ ঘর তাঁতি আছে এবং তাদের এই সমিতি থেকে ৪০ টাকা ক'রে কর্জ দেওয়া হচ্ছে। তারা কাপড় তৈরি করছে, এবং এই সমিতির সভ্যরা এই কাপড় কিনছেন। এতে দুই পক্ষই লাভবান হচ্ছে। আমাদের ওখানে যেসমস্ত ছোট ছোট চাষী আছে, তারা স্বেচ্ছায় এই সমিতি মারফৎ চাষ করানটা সুবিধাজনক দেখে, তারা জমি দিচ্ছে। এবং কনট্রাক্টররা অনেক কাজ দিচ্ছে, এই সমিতিকে। এইভাবে সমিতির কিভাবে শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে তা আপনারা বুঝতে পারছেন। সুতরাং সরকারের মুখের দিকে না তাকিয়ে নিজেরা সমবায় সমিতি মারফৎ নিজেদের উন্নতি করা যায়, একথা কল্যাণ সমবায় সমিতি প্রমাণ ক'রে দিয়েছে।

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যখন আমাকে ৫ মিনিটের সময় দেওয়া হয়েছে, তখন আমি সংক্ষেপে সমবায়ের পঞ্চদেবতা'র কথা বলব। আগে কংগ্রেস আদর্শ ঘোষণা করেছিলেন, কো-অপারেশন, কমনওয়েলথ, তারপর হ'ল সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন সমাজ-ব্যবস্থা। আজকে সমবায় সমিতি কি রকম কাজ করছেন, তারই বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করব। আমাদের জেলার কথা বলব, সেখানে সমবায় সমিতি হওয়ার আগে তাঁতীরা বেশ সুখেই ছিল, কিন্তু সমবায় সমিতি হওয়ার পরে তারা এমন বিপদে পড়েছে, সেটাই আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টিগোচর করতে চাই। জামালপুর, পূরে কালনায় তন্তুবায় সমিতি হ'ল। সেখানে ৬০ জন তাঁতীর জন্য মাসিক ১,৬৮০ পাউন্ড সুতার প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে ১০ই জুন থেকে ৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৬০০ পাউন্ড সুতা দেওয়া হ'ল, তারপর আর সুতা দেওয়া হ'ল না। যেখানে জুন মাস থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত কমপক্ষে ১১ হাজার ৭০০ পাউন্ড প্রয়োজন, সেখানে মাত্র ৩ হাজার ৬০০ পাউন্ড দেওয়া হ'ল। তাতে তাঁতীদের কি অবস্থা হ'ল বুঝতে পারছেন। তারপর যে সুতা দেওয়া হ'ল, তারা কাপড় তৈরি করল, কিন্তু তাদের আজ পর্যন্ত মজুরি দেওয়া হ'ল না। তাদের স্থানীয় মহাজনরা ধার দিচ্ছে না এইসব তাঁতীরা এখন হাহাকার করছে। এই হচ্ছে সমবায় সমিতির নমুনা। এদিকে এঁরা বলেন, জনসাধারণ এতে সহযোগিতা করে না। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, জনসাধারণ যদি এক পা এগিয়ে আসে, তবে এরা তিন পা পিছিয়ে পড়েন।

তারপর আরেকটা কথা বলি। বর্ধমান জেলায় মেমারি আলুচাষের জন্য বিখ্যাত। এটা এখানে দ্বিতীয় প্রধান ফসল। সরকার বললেন, ১৯৫০ সালে মার্চ মাসের মধ্যে তোমাদের কোল্ড স্টোরেজ ক'রে দেব, যদি তোমরা ২৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পার। নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে তারা টাকা সংগ্রহ করে দিল। কিন্তু ফাইনান্সিয়াল ইয়ার চলে গেল, তবুও কিছুই করা হ'ল না। আবার মার্চ মাস আসছে, জানি না কি হবে। এইরকমভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে অবস্থা শোচনীয়। যেভাবে চলছে, তাতে একটা কথাই মনে হয় যে, "তোমার

চিঁড়ে আমার দৈ, তুমি মাখো আমি খাই"। ঠিক এইরকম ধরণের নীতি এই বিভাগে চলেছে। তারপর সুধীরবাবু যা বললেন, যদি সরিষার মধ্যেই ভূত থাকে, তাহলে তো অবস্থা কাহিল। আমি শুধু শেষ এই বলব যে, মন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা যেন এইভাবে কলুষিত না হয়।

[4-40—4-50 p.m.]

Sj. Sasabindu Bera:

স্পীকার মহোদয়, সরকারের অন্যান্য বহু খাতে আমরা যেমন ব্যর্থতা দেখছি এই কো-অপারেটিভ খাতেও আমরা সেইরকম ব্যর্থতা দেখতে পাই। টাকার অঙ্ক, কো-অপারেটিভ সোসাইটির সংখ্যা এবং সভ্যদের যে সংখ্যা এখানে পেশ করা হল, সেগুলো সব শুনলাম। বিধানসভার আবদ্ধ কক্ষের মধ্যে যাঁরা থাকেন, বাহিরের সঙ্গে যাঁরা যোগাযোগ রাখেন না, তাঁদের কাছে এইসব ভাল শোনাতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে দেশের কতখানি যে মঙ্গল হচ্ছে, সেদিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহলে গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়।

যাই হোক, এই বৎসরে এই খাতে ৩৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ব্যয়ের জন্য দাবী করা হচ্ছে এবং তার মধ্যে ১৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ডেভলপমেন্ট খাতে আছে। বাকি ২২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা এর পূর্বে বরাবরই যেমন সাধারণ খাতে ব্যয় হয়ে আসছিল তেমনিভাবেই ব্যয় হবে। অর্থাৎ এই টাকাটার মধ্যে সমস্তই অফিসারদের বেতন, ভাতা এবং কন্টিনজেন্সি বাবদ খরচা হবে এবং ডেভলপমেন্ট খাতে যে ১৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হচ্ছে তার মধ্যেও দেখছি যে, ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৮৪ টাকা ঐ অফিসারদের পে, এলাউন্স, কন্টিনজেন্সি ইত্যাদি মারফৎ খরচা হয়ে যাবে। অতএব ৩৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকার মধ্যে আমরা দেখছি যে, এইভাবে ২৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা সুপারিন্টেন্ডেন্স, পে, এলাউন্স, কন্টিনজেন্সি ইত্যাদির জন্য খরচ হবে। অতএব গ্রান্ট-ইন-এড এবং কন্ট্রিবিউশন হিসাবে প্রকৃতপক্ষে কল্যাণের দিকে ব্যয় হবে ১২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট অঙ্কের ⅔ অংশ যাবে এদের এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানোর জন্যে এবং ⅓এর কম অংশ বাস্তবিকপক্ষে জনসাধারণের কাছে গিয়ে পৌঁছিবে। এর দ্বারাই আমরা দেখছি যে, এই কো-অপারেটিভের সঙ্গে জনসাধারণের প্রকৃত সংযোগের অভাব রয়েছে। এই কাজ খালি অফিসারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। সেজন্য আজকে আমরা দেখছি যে, এতদিনের কো-অপারেটিভ আন্দোলনের ফলেও দেশের কো-অপারেটিভ সোসাইটি-গুলি, বিশেষ করে প্রাথমিক সোসাইটিগুলি কোন কাজই করতে পারছে না। আজকের দিনে দেখছি যে, অধিকাংশ প্রাথমিক সোসাইটিগুলি, এমন কি তাদের মধ্যে অনেক মাল্টি-পারপস সোসাইটিও সাধারণ কৃষিঋণদান সমিতিতে পর্যবসিত হয়েছে। আর যেসমস্ত মাল্টি-পারপস সোসাইটিগুলি অন্য কিছু কাজও করে, সেখানে তাদের ইতিহাস যদি ভাল করে দেখি, তাহলে দেখব যে, সেগুলি বাস্তবিক পক্ষে কো-অপারেটিভ সোসাইটি নয়- সেগুলি অন্য একটা আকারে জয়েন্ট স্টক কোম্পানী এবং সেগুলো স্থানীয় কয়েকটা অর্থবান মানুষের শেয়ার দিয়ে হয়েছে। অর্থাৎ এর ওর তার নাম দিয়ে এই ব্যবসা চালান হয় এবং সেই ব্যবসার মুনাফা কয়েকটা ধনিকের পকেটেই যায়। অর্থাৎ এই কো-অপারেটিভের মারফৎ জনসাধারণের বাস্তবিক কোন উপকার হয় না। এইসব কো-অপারেটিভের মারফৎ যে কৃষিঋণ দানের ব্যবস্থা রয়েছে, তা অতি সামান্য এবং সেই কথাও মন্ত্রীমহাশয় তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বলেছেন যে, আমাদের দেশের কৃষকদের যে ঋণের প্রয়োজন সেই ঋণের প্রয়োজন মাত্র ৫·৫ পারসেন্ট এর মারফৎ দেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই দেখছি, কো-অপারেটিভ সংক্রান্ত যত বড় কথাই বলা হোক না কেন সেই কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি তাদের সুষ্ঠুভাবে বিকাশের কোনরকম সুযোগ পাচ্ছে না এই সরকারের যথোপযুক্ত সাহায্যের অভাবে। আমার পূর্বে কংগ্রেসপক্ষের যে মাননীয় সদস্য কোন একটা স্থানীয় কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে বললেন, কিন্তু সেটাতে আমি সরকারের অবদানের কোন পরিচয় পেলাম না, বরং সেখানে দেখলাম যে, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দেশের কয়েকজন শ্রমিক এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি করেছিলেন এবং তার উপকার তাঁরা পেয়েছেন। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা যে, কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে যদি সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা যায়, তা হ'লে তার দ্বারা দেশের জনসাধারণ, সাধারণ মানুষ এবং কৃষকেরা উপকার পাবে। কিন্তু সরকার এই

বিষয়ে করছেন কি? জনসাধারণের মধ্যে কো-অপারেটিভের প্রসার করবার জন্য, চালানোর জন্য, দেশের দারিদ্র্য দূর করবার জন্য কো-অপারেটিভকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রে সরকারী অবদানের দিকে আমরা যদি দৃষ্টিপাত করি, তা হ'লে সরকারের অত্যন্ত কৃপণ মনোভাব এবং অব্যবস্থার দৃষ্টান্তই দেখতে পাই।

তারপর পল্লীঅঞ্চলে যেসমস্ত ছোটখাট কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি আছে, তারা নিজেরাই তাদের কাজ অত্যন্ত কষ্ট ক'রে, স্বাধীনভাবে চালিয়ে যায়। আমি পূর্বেই বলেছি, তারা সাধারণতঃ কৃষি ঋণদান সমিতিতেই পর্যবসিত হয়েছে, তাদের আর অন্য কোন কাজ করবার সুযোগ নেই। এইসব কৃষি ঋণদান সমিতিগুলি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ থেকে সওয়া ছয় পার্সেন্ট হারে সুদে টাকা নেয় এবং ৭½ পারসেন্ট হারে নিজেদের সভ্যদের মধ্যে সেই টাকা বিতরণ করে। অতএব, তার ফলে সেইসব কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির মাত্র সওয়া এক পার্সেন্টের মত মুনাফা থাকে। এই ঋণের টাকা তারা ১২ মাসও রাখে না, ৮।৯ মাসের মত থাকে। সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে, টাকা দেবার ব্যাপারে সরকারের দেরী এবং টাকা নেবার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি। তার ফলে সেখানকার কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভ্যদের থেকে ৮।৯ মাসের মধ্যে যে সুদ পায় এবং তার জন্য তাদের যে সুদ দিতে হয়, তাতে তাদের কাছে কিছুই থাকে না, শতকরা মাত্র ১৩ থেকে ১৫ আনা পর্যন্ত থাকে। কিন্তু কো-অপারেটিভ সোসাইটি চালাতে হলে কাগজপত্র, কলমকালির খরচ ইত্যাদি যে খরচ, সেই খরচ চালান যাবে কোথা থেকে? তাদের হাতে যেটুকু সামান্য মুনাফা থাকে, তার মধ্যে একটা বিরাট অঙ্ক অডিট ফি দিতে হয়। সরকারের এই কৃপণ ব্যবস্থার ফলে কো-অপারেটিভ সমিতির উপর যে বিরাট অডিটের চাপ আছে, সেটা বিবেচনা করলে আমাদের আশ্চর্য হ'তে হয়। কো-অপারেটিভকে সত্যি জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করে দিতে হ'লে, কো-অপারেটিভকে জনসাধারণের কল্যাণে নিযুক্ত করতে হলে, সরকারের আজ এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। নূতন বৎসরের নূতন প্রোগ্রাম এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ব্যবস্থা তাঁরা করছেন, তাতে তাঁদের মাথাভারী শাসনব্যবস্থার দ্বারা কিছুই হবে না এবং যদি জনসাধারণের দিকে তাঁরা দৃষ্টিপাত না করেন, তাহলে বাস্তবিক পক্ষে এই কো-অপারেটিভের দ্বারা জনসাধারণের কোন কল্যাণই হবে না বলে আমি মনে করি।

Sj. Sudhir Chandra Bhandari:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমবায় বিভাগের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার মধ্যে কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ফান্ডএর জন্য আড়াই লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু এই বাংলাদেশে যদি কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট করতে হয়, তাহলে এই আড়াই লক্ষ টাকায় কি হবে? এটা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার কনস্টিটিউয়েন্সী মহেশতলা থানায় ২১ হাজার দর্জির যে রেজেস্ট্রিকৃত সমিতি আছে, তার কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করেছিল। উনি তখন বলেছিলেন, ঐ ইউনিয়ন করলে কিছু হবে না, আপনারা কো-অপারেটিভ করুন, আমরা সব বিষয়ে আপনাদের সাহায্য করব। পরে এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর সংগেও সাক্ষাৎ করেছিলাম। উনি বলেছিলেন, ডেপুটি মিনিস্টার ওটা বিবেচনা করেন। আপনারা যে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করবেন, আমরা তার দশ গুণ টাকা দেব এবং তারপর অন্যান্য যেসমস্ত সমস্যা আছে, আপনারা তার সমাধান করবেন। আমরা তাঁর কথামত, বিশেষ করে, দর্জিদের যে মেসিনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি, সেটা বিবেচনা করে, একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি করে, সেটা রেজিস্ট্রী করবার পর মাননীয় কুটিরশিল্প মন্ত্রীমহাশয়ের মাধ্যমে প্রফুল্লবাবুর দপ্তরে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি সেখানে দেখেছি, মাত্র একশ' দর্জির কাজের উপযোগী মেসিন দিয়ে যদি সমবায় চালাতে হয়, তা হলে ঐ একশ' লোকের জন্য অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আর যদি এক হাজার লোককে সমবায় সমিতির মধ্যে এনে তাদের দ্বারা কাজ চালাতে হয়, তাহলে দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। সেখানে এই আড়াই লক্ষ টাকা ঐ ফান্ডে রাখার কোন মানে হয় না। আমাদের যা পরিকল্পনা, যা গভর্নমেন্টের কাছে দিয়েছি ও দর্জিদের মধ্যে প্রচার করেছি, তাতে এটা একটা প্রহসনে পরিণত হবে এবং হতেছে। তা ছাড়া আরও অনেক কুটিরশিল্প আছে, যা গত বৎসর ফাল্গুন মাসে মাননীয় যাদবেন্দ্র পাঁজা মহাশয় দেখে এসেছেন। সেখানে পিতলের

তালাচাবি, কব্জা, স্ক্রু ইত্যাদি জিনিস ভালভাবে তৈরি হচ্ছে। সেই সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমরা দেখেছি, কুটিরশিল্পে একশ' লোককে যদি কো-অপারেটিভএর মাধ্যমে উন্নতি করতে হয়, তাহলে সেখানে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হয়।

[4-50—5 p.m.]

সরকারের কাছে সেইজন্য আমার অনুরোধ, সত্যই যদি কো-অপারেটিভের মধ্য দিয়ে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করতে হয় তাহলে টাকার বরাদ্দ আরও বেশি করার দরকার ছিল। তা ছাড়া, আর একটা জিনিস আমি বলছি, কো-অপারেটিভ মালটি-পারপাস সোসাইটি মহেশতলার প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, দেখা গেছে, তার নানা অসুবিধা আছে। আমার আগে জনৈক বন্ধু যে কথা বলে গেছেন, তার কথা অনুমোদন করে আমি বলছি, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি, কো-অপারেটিভের অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়, যেমন টাকার শতকরা দশ আনা অডিট ফি দিতে হয়। যাঁরা ব্যক্তিগত মালিকানায় করেন তাঁরা নিজেরাই অডিট করেন, এই ফিটা থেকে তাঁরা বেঁচে যান। অথচ কো-অপারেটিভের ভিতরে যাঁরা তাদের অডিট করাতে হচ্ছে শতকরা দশ আনা ফি দিয়ে, পাড়াগাঁয়ে শতকরা দশ আনা লাভ হয় কিনা সেইটেই আগে খতিয়ে দেখতে হবে, এখানেই মস্তবড় অসুবিধা রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বলতে পারি, বাঁকুড়ায় বিড়ি সমবায় সমিতি হয়েছিল, তারা ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভ করলে। কিন্তু ২৬ হাজার টাকার সেলস ট্যাক্স দিতে পারে নাই, সরকার তাদের সহানুভূতির সঙ্গে দেখে তাদের সেই সেলস ট্যাক্স কিস্তিবন্দিতে দেবার ব্যবস্থা না করায় তাদের কারবারটা উঠিয়ে দিয়েছে। এইভাবে দেখা গেছে, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যেসব সুবিধা সুযোগ দেবার প্রয়োজন রয়েছে সেটা সরকার দিচ্ছেন না। সেইজন্য আমার বক্তব্য, কো-অপারেটিভকে বাঁচাতে গেলে সাধারণ ব্যবসায়ী যে সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন সেটা তাদের দেবার দরকার আছে।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের সমালোচনা ঠিক কো-অপারেটিভ মুডেই করব এবং সেইজন্য আমি অনুরোধ করছি মন্ত্রীমহাশয়কে মনোযোগ দিয়ে শোনবার জন্য।

(The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN:

আমি সবার কথাই শুনছি।)

এটা সকলেই জানেন যে, পল্লীঅঞ্চলে যা কিছু লেনদেন হয় তা মহাজনেরা এবং দেশের যাঁরা ধনী বা জমিদার তাঁরাই দিতেন। মানি লেন্ডিং এ্যাক্ট এবং সম্প্রতি জমিদারী প্রথা বিলোপের ফলে তাঁরা আজ দুর্বল; বা যে কারণেই হোক তাঁদের ব্যবসা বহু পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে। তার পরে যুদ্ধ হবার পরে কিছু কিছু ব্যাঙ্ক বাংলাদেশে গড়ে ওঠে এবং তাদের কিছু কিছু শাখা পল্লী-শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মাধ্যমে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা ধার করে ব্যবসা চালাত। কিন্তু যুদ্ধ অবসান হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত ব্যাঙ্ক লিকুইডেটেড হয়ে যায়, তাতে স্বল্পবিত্ত যারা ছিল তাদের সর্বনাশ হয়ে গেল, কেননা তাদের মূলধনই নষ্ট হয়ে গেল। ফলে ছোট ব্যবসায়ী যারা ঐসব ব্যাঙ্কের কাছে টাকা ধার নিয়ে চালাত তারা মূলধনের অভাবে ধ্বংস হয়ে গেল। সুতরাং আজ একমাত্র সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে। যদি বাস্তবিকই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হয়, তাহলে সকলরকম সাহায্য সর্বশ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধ্যে যদি না দেওয়া যায়, তবে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের কাজ পূর্ণ হবে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যখন পূর্ণ খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি কথায় কথায় 'টনের' হিসাব দিতেন। আজকে কিন্তু টনের পরিবর্তে 'লোনের' হিসাব দিচ্ছেন, কিন্তু কাজ কতটুকু প্রকৃতপক্ষে এগোলো তার হিসেব দিলেন না। বরং অন্য চিত্র, আলোচনার দ্বারা যা প্রকাশ পেল—তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, বাঁকুড়া জেলায় যে ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক দেড় বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারই সুপারিশ করবে যে লোন দেওয়া যায় কিনা, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দেড় বছর আগে স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার কোন চাষী সেই ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হয় নাই, কাউকে

দের সংপারিশে লোন দেওয়া হয় নাই। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অর্থ ? আপনি কাকে নিযুক্ত করেন সেখানে? যারা ডিরেক্টর দলের লোক না হয় তাদেরই নিযুক্ত করুন, তাদের দিয়ে যদি কাজ চালান তাহলে সে স্বতন্ত্র কথা।

আমার মনে হয়, বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন সহরে বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরে, যে স্বল্পবিত্ত, যে ব্যবসায়ী সমিতি গঠিত হয়েছে, তারা আবেদন-চিঠি পাঠিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ও কো-অপারেটিভ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে, তাদের দাবী হচ্ছে, মূল তিন হাজার টাকার বা তার কমের যেসব ছোট ছোট ব্যবসায়ী গোলদারী দোকানদার, স্টেশনারী দোকানদার প্রভৃতি যারা রয়েছে তাদের ঋণ দেবার পরিকল্পনা যেন নেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় সে পরিকল্পনা সরকার থেকে এখনও পর্যন্ত গৃহীত হয় নাই। আমি আশা করি, আগামী বছরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে এটা যেন গ্রহণ করা হয়। তা হ'লে সেইসব লোকের উপকার হবে, তারা বেঁচে যাবে, তারা কাজ চালাতে পারবে। তাদের যেসমস্ত এ্যাসেট আছে সেই সমস্ত এ্যাসেট গ্যারান্টি রেখে যদি তাদের টাকা ধার দেওয়া হয় তাহলে সেই বিরাট সম্প্রদায়ও মারা যায় না, কো-অপারেটিভও লাভবান হতে পারে। তাদের টাকা মারা যাবার সম্ভাবনা কম, কারণ যারা ছোট ব্যবসায়ী তারা আয়ব্যয়ের হিসাব রেখে কাজ করে, তাদের টাকা মারা যায় না। এ বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয়কে চিন্তা করবার জন্য অনুরোধ করি।

আর একটা কথা, যদি কো-অপারেটিভকে পূর্ণাঙ্গ করতে হয় তাহলে যাঁরা কো অপারেটিভকে পরিচালনা করেন তাঁদের শুধু একটা কমিটি করলেই হবে না তাদের মধ্যে যদি উপযুক্ত লোক না থাকে। অনেক সময় দেখা গেছে হুজুগে একটা কাজ হয় কিন্তু দিন কয়েক পরেই আর কিছু হয় না। যেমন যুদ্ধের সময় দেখেছি কন্ট্রোল যখন ছিল, চিনি, আটা, কেরোসিন, কাপড় নিশ্চয়ই লাভে বিক্রি হ'ত তখন রাতারাতি অনেকগুলি মাল্টিপারপাস সোসাইটি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কন্ট্রোল উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আর অস্তিত্ব রইল না। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয়রা যদি কো-অপারেটিভ নিয়ে বিজিনেস ওয়েতে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করতেন তাহলে এরকম হত না। যেকথা সুধীরবাবু বলেছেন, আমার বলবার ইচ্ছা ছিল না। আমাদের মন্ত্রীমহাশয় পরিপূর্ণ কো-অপারেটিভের চার্জে, তাঁর উপমন্ত্রী মহাশয় কিন্তু তাঁর হাতে তামাক খেয়ে যান। দুর্ভাগ্যের কথা, বাঁকুড়ায় যে একটা টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে, তার কিছু মেম্বার গভর্নমেন্ট কর্তৃক নমিনেটেড হবার কথা আছে। গত বৎসর যে দুই ব্যক্তি তার আগের বৎসর তাঁদের ইলেকশনের কাজ করেছিল, সেই দুই ব্যক্তি বাঁকুড়া জেলায় নমিনেটেড হয়েছে। তার একজনের কথা বলি, বাঁকুড়ায় তার নাম হচ্ছে ক। কি কু, লেখাপড়া চতুর্থ মান পর্যন্ত। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। যদি উপযুক্ত লোককে নমিনেশন দেওয়া হ'ত, তাহলে বলবার কিছু ছিল না।

যাঁরা ইলেক্টেড ডাইরেক্টর অফ দি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক তাঁরা ত অবাক! ভাল লোক অনেক রয়েছেন, প্রফেসর ছিলেন, উপযুক্ত অনেক সরকারী লোক ছিলেন, বাঁকুড়ায় ভাল ভাল লোক কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট যাঁরা সৃষ্টি করেছেন, সেই সমস্ত লোক তাতে স্থান পেলেন না। এইরকম যদি বিচার হয়, তাহলে কাজ হতে পারে না। আমি অনুরোধ করছি, যেন এইরকম লোককে নিযুক্ত করে দুর্ভাগ্যের পথে দেশকে ঠেলে না দেওয়া হয়, এই আমার অনুরোধ।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, my friend Sj. Sudhir Chandra Das, spoke at length regarding the Contai Transport Service, a co-operative transport society, which has been doing very good work. In fact, it is the only society of its kind which has been in existence for the last ten years with a good record.

Sir, Sj. Das has spoken about the *dal*. The only *dal*, that exists, there is the *dal* of co-operators and we wish everyone would become a co-operator and belong to that *dal*. About that transport society, I may inform the honourable members that even the drivers, conductors and other staff are members of the society.

[5—5-10 p.m.]

When the Hon'ble Chief Minister visited Contai, the members and the staff of the society honoured our Chief Minister and by doing so they only *honoured themselves. Sir, there* is one first class seat and also a few second *class seats in the buses belonging* to the society which may be reserved on payment *of* annas four extra and the few tickets that Shri Das referred to referred to those seats. There is nothing wrong in that.

Sir, he then referred to the Panya Sardabar Society. The Panya Sardabar Society have been doing very commendable work. They have reclaimed hundreds of bighas of land. They have planted 1,11,000 trees of which 108,000 trees have survived and they have got Sardar Vallab Bhai Patel first prize in the whole of India. They have also started a dharma-gola. They have also other work to their credit. Sir, vague allegations and generalisations have been made to which I do not propose to give any answer. He then referred to the Digha Co-operative Society. The Digha Co-operative Society was not given *lakh lakh taka;* they were only given Rs. 10,000 grant for development of Digha as a health resort and when Digha is developed, as it is being done, it will become one of the finest health resorts in India, and Bengalees will be able to save lakhs and lakhs of rupees which they have to spend in other States.

Sir, then he referred to the Weavers' Society. I may inform Shri Sudhir Das that we have not given crores and crores of rupees to the weavers; we have given them 21 lakhs of rupees for yarn and wages, and the value of products which we have received back from them amounts to Rs. 16 lakhs.

My friend Shri Tarapada Dey also brought vague charges of nepotism and favouritism. He mentioned the name of Shri Tarak Das Banerji whom we all know. Sir, Shri Tarak Das Banerji is one of the most indefatigable workers, one of the best workers and organisers and I do not propose to answer to his vague charges. He only said

"তারকবাবু নষ্ট করছেন"।

Let him produce specific charges and I will certainly enquire into them.

Then he referred to the grievances of the bhagchasis. He said that bhagchasis are not being given crop loan. The bhagchasis are entitled to crop loan provided they give collateral security. Sir, we have been giving crop loan to the extent of Rs. 1,11 lakhs. This is given through Co-operative Societies. The total requirement of our cultivators in West Bengal is Rs. 20 crores of which through Co-operative Societies—major portion of this money comes from the Reserve Bank—about Rs. 80 lakhs, and the rest of the money comes from the Central Bank. Sir, we propose to increase this amount to Rs. 6 crores at the end of the Second Five-Year Plan. We are now giving agricultural loan, not through co-operative societies of course, amounting to Rs. 1,30 lakhs; cattle purchase loan amounting to Rs. 27 lakhs is given by the Agriculture Department, and the Relief Department has also given artisan loan amounting to Rs. 7 lakhs.

I would now refer to the remarks made by Dr. Krishna Chandra Satpathi. Sir, he also referred to our honourable friend Shri Chitta Ranjan Roy, Deputy Minister. He did not refer to him alone but to his son. I do not like to refer to those vague charges. He said that one of his sons who has been sent to Japan received Government assistance. Sir, this is false. He was not given any Government assistance. Mr. Satpathi is only jealous of the Honourable Shri Chitta Ranjan Roy. Dr. Satpathi said that the rate of interest that we are charging ultimately from the cultivators is 7½ per cent. It is true that in Madras the rate is 6¼ per cent., but

in Bombay it is Rs. 7-13 annas, i.e., five annas more than we charge, and in Madhya Pradesh it is much higher, i.e., Rs. 9. We are examining the matter and we are trying to reduce the rate as far as possible.

Sir, regarding audit fee, it is also being examined.

Sir, my friend Shri Bijoy Lal Goswami gave a bright picture of the society that he has established for the welfare of the labour. I hope our non-co-operative friends of the Opposition will take lesson from him.

Sir, my friend Shri Dasarathi Tah as usual spoke in a lighter vein. He referred to a Co-operative Society and said that, while the demands were for 11,000 pounds of yarn, they received only 3,800 pounds of yarn. Sir, the fact is that our handloom production has increased and we have to purchase yarn from Madura and other places and at times we cannot supply the requirements of the weavers. I may tell the honourable members how our handloom production is increasing. In 1951-52 our handloom production was 5 crore yards. In 1952-53 it was 8 crore yards. In 1953-54 it was 10 crore yards and in 1954-55 it was 11 crore yards. In 1955-56 it will reach, I am told, 12 crore yards figure. Sir, we have heard from the Hon'ble Finance Minister that we are setting up 12 spinning mills when it will be possible for us to meet the requirements of our weavers. Moreover as soon as the Ambar Charka would start plying in the villages, it will be very easy not only to supply yarn to the weavers, but also to increase their wages and give employment to a larger number of weavers.

Sir, my friend Shri Sasabindu Bera spoke about the pay and allowances provided for the staff. He does not know that we have to inspect and audit as many as 16,000 societies, and the amount of working capital handled by them is over Rs. 21 crores. Therefore, we need inspectors and auditors and officers. Sir, we have a scheme about which I spoke while initiating the debate today that we are going to re-organise the Central Banks and the primary societies. All the bad societies, whether primary or central, will be liquidated.

My friend Shri Sudhir Bhandari spoke about 21,000 tailors of Maheshtala who, I am glad to know, have formed a co-operative society. The money that will be required for them will not be paid from the Co-operative Development Fund, which he said would amount to Rs. 2 and a half lakhs. We will be able to give one lakh, ten lakhs or twenty lakhs of rupees if the society is a good one, a reliable one and the money will come from the Provincial Co-operative Bank or, if necessary, from the Reserve Bank.

[5-10—5-20 p.m.]

My friend Sj. Rakhahari Chatterjee in a very co-operative spirit referred to the Bankura Land Mortage Bank. I understand that although some of the applications for loan from Bankura have been sent back for defective titles some of the applicants have been given loan. He also spoke about the sad chapter regarding Co-operative Societies which dealt in controlled commodities. We are going to reorganise all the societies and if Sj. Chatterjee and other friends promise to help us and co-operate with us I am sure the co-operative organisation in West Bengal will be built up on a sound footing. I oppose all the cut motions and commend my motion for the acceptance of the House.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jatish Ghosh that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Saha that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Saha that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Saha that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Nripendra Gopal Mitra that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Das that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Bandopadhyay that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Das that the demand of Rs. 38,96,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and a Division taken with the following result:

AYES—31.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Ganesh
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Khan, Sj. Madan Mohon
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—101.

Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharyya, Sj. Syama
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindaban
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 31 and the Noes 101, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 38,96,000 be granted for expenditure under Grant No. 25, Major Head "42—Co-operation" was then put and agreed to.

Major Head: 9—Stamps

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of His Excellency the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 8,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps".

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সাধারণ নীতি।

Sj. Gangapada Kuar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy and grievances.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of Government to prevent sale of ante-dated stamps by not amending rules and so enforcing—

(1) the stamp vendors to file monthly returns of sales of stamps (instead of 3 months as at present), and

(2) the stamp vendors to take signatures and in the case of illiterate purchasers their thumb impressions at the time of the purchase on the back of the stamps purchased, as is done by the Orissa Government.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about discrimination in granting deed-writers licenses to stamp vendors in Midnapore district.

Sj. Mrigendra Bhattacharjya: Sir, I beg to move that the demand of Rs 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ভেন্ডাররা মিথ্যা হিসাব দিয়ে ষ্ট্যাম্প রেখে দেয় এবং পুরান ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করে মামলার সৃষ্টি করে। ইহা বন্ধ করতে সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ষ্ট্যাম্পের অতিরিক্ত দাম নেওয়া বন্ধ করতে ব্যর্থতা।

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy of not controlling the sale of ante-dated stamps by stamp vendors.

Sj. Rameswar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the negligence of the State in taking proper safeguard against sale of ante-dated stamps by unscrupulous vendors which gives rise to various litigations.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to check the malpractice of selling back-dated stamps by stamp vendors.

Sj. Baiallal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9-Stamps" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জনসাধারণকে অযথা হয়রাণি, গুরুতর আর্থিক ক্ষতি এবং বিপন্ন অবস্থা হইতে রক্ষার জন্য (ক) ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের উন্নততর ব্যবস্থা, (খ) পূর্বের তারিখ দিয়া ষ্ট্যাম্প বিক্রয় সম্পর্কে দুর্নীতির পথ রোধ করিবার জন্য ষ্ট্যাম্প ভেন্ডার একই সঙ্গে এবং একই তারিখে ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের দুই কপি রিটার্নের এক কপি স্থানীয় ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে ও অন্য কপি সরাসরি এ, জি, (বেঙ্গল) এর নিকট দাখিলের ব্যবস্থা, (গ) জুডিসিয়েল ষ্ট্যাম্প ক্রয়ের তিন

মাসের মধ্যে উহাকে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলে ব্যবহারের ব্যবস্থা অথবা উহা বাতিল করার কিম্বা তিন মাসের পর ব্যবহার করিলে উপযুক্ত কারণ দর্শাইবার ব্যবস্থা, (ঘ) কোন সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে বায়নানামায় ব্যবহৃত স্ট্যাম্প ক্রয়ের তিন মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলে পরিণত করার অন্যথায় বাতিল করার ব্যবস্থা, (ঙ) অলিখিত স্ট্যাম্প ও কার্টিজে সহি বা টিপসহি লওয়া বন্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং এই অপরাধে কঠোর সাজাদানের ব্যবস্থা, এবং (চ) দুর্নীতিপরায়ণ স্ট্যাম্পের ভেন্ডার ও সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীকে এই প্রকার দুর্নীতির অপরাধে জেল ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের কঠোর ব্যবস্থা করিতে সরকারের চরম উদাসীনতা ও অবহেলা।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনারা সকলে অবগত আছেন, দুর্নীতির জায়গা মফঃস্বলে পূর্ব তারিখ দিয়ে স্ট্যাম্প বিক্রী হচ্ছে। বিক্রেতাগণ স্ট্যাম্পএর মূল্য ৪০।৫০ গুণ, কিংবা তারও অধিক মূল্য নিয়ে পূর্ব তারিখ দিয়ে বিক্রী করে থাকে। বহু ক্ষেত্রে বায়না নিয়ে দলিল সৃষ্টি হয়। আমি একথা গত চার বছর ধরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের দাবী এই স্ট্যাম্প বিক্রেতাগণ প্রতি মাসে মাসে ট্রেজারী অর সাব ট্রেজারীতে রিটার্ন দাখিল করতে বাধ্য করুন। এই রিটার্ন ট্রেজারী অফিসার অর সাব ট্রেজারী অফিসার তাঁদের জিম্মায় বা আন্ডার ডবল লক এ্যান্ড কিতে রাখুন। স্ট্যাম্প বিক্রেতাগণ স্ট্যাম্পএর যেখানে সই করে, সেখানে সই নিন এবং যারা নিরক্ষর তাদের টিপসই নিন। এ রকম করতে আমি বলছি। উড়িষ্যায় এরকম প্রচলিত আছে, এরকম প্রথা সেখানে আছে। যারা মরে গিয়েছে, তাদের মৃত্যুর পরেও, দুই মাস তিন মাস পরেও তাঁদের টিপসই নিয়ে মৃত ব্যক্তির নামে যে দলিল সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা অন্ততঃ তাহলে বন্ধ হবে।

গত বছর মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমাদের সাজেসশন নিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলাম। আমি আর নটেনবাবু সই করে দিয়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই তিনি প্রতিবিধান করবেন। কিন্তু তারপর তিনি যে উত্তর দিলেন, তাতে তিনি বললেন, রুলএ কোন বিধান নাই। মর্মাহত হলাম, যদি রুল না থাকে, কোন বিধান না থাকে, তাহলে রুল পরিবর্তন করুন এবং পরিবর্তন করে এরকম একটা রুল করুন, যাতে স্ট্যাম্প ভেন্ডারদের ফোরস্ করতে পারেন, মাসে মাসে রিটার্ন দেবার এবং সেই রিটার্ন যাতে আন্ডার লক এ্যান্ড কি থাকে, ট্রেজারি অফিসার কিংবা সাব-ট্রেজারি অফিসারএর নিকট থাকে এবং যে স্ট্যাম্প কিনবে তার সই যাতে স্ট্যাম্প বিক্রেতা যেখানে সই দেয় সেখানে থাকে, কিংবা টিপসই থাকে তার ব্যবস্থা করুন। এই গেল আমার প্রথম কথা।

তারপর মেদিনীপুরে যারা দলিল লিখত, তারা দলিল লেখকের লাইসেন্স প্রবর্তিত হওয়ায় ১৯৫৪ সালে লাইসেন্স পেয়েছিল। তারপর একটা ডিসটিংশন করলেন মেদিনীপুরের রেজিস্টারমশায়। জনকতককে দিলেন, আর বাকী কতককে দিলেন না। তারা তখন ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশনএর কাছে এ্যাপীল করল। সেই এ্যাপীল করার পর আই এস আর এর কাছে তাদের কোন হিয়ারিং হল না, তাদের কথা শুনলেন না, ডাকলেন না, তিনি কোন কিছু ফিক্স না করেই তাদের এ্যাপীল ডিসমিস করে দিলেন।

[5-20-5-30 p.m.]

তারপর মেদিনীপুর জেলায় কয়েকজন স্ট্যাম্প বিক্রি করে তাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, আবার কয়েকজনকে লাইসেন্স দেওয়া হয় নি। এটা ঠিক নয়। আমি প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব, মফঃস্বলে যারা স্ট্যাম্প বিক্রি করে, তারা যাতে দলিল লিখতে পারে, তার যদি ব্যবস্থা করেন তাহলে এই গরীব লোকগুলি বাঁচতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

Sj. Natendra Nath Das:

মাননীয় স্পীকার, স্যার, জ্ঞানবাবু যা বললেন, এই বিষয়ে গত বৎসর আমিও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছিলাম। ব্যবহারজীবী হিসাবে আমরা অনবরত এই জিনিসটাই দেখতে পাচ্ছি যে, একজন সত্যিকারের কোবলা খরিদারকে ঠকাবার

জন্য আর একজন ভেন্ডারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্ট্যাম্প ভেন্ডারএর কাছ থেকে বেশি দাম দিয়ে পুরোতন স্ট্যাম্প এবং সেই দামের স্ট্যাম্প যদি না মেলে, তাহলে এক টাকার স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে তাতে পেছনের তারিখ দিয়ে তারা ডীড অফ এগ্রিমেন্ট বা বায়নানামা সৃষ্টি করে; এবং সৃষ্টি করে যে প্রকৃত কোবলা খরিদদার, তাকে তখন মকদ্দমা করিয়ে, তার সেই বায়নানামা আগে হয়েছে বলে বায়নানামার উপরে ডিক্রি নিয়ে নেয়, তখন কোবলা খরিদদার ঠকে। এইসব জিনিস প্রায়ই হচ্ছে, অবশ্য বিচারে কোন কোন সময়ে এটা ধরে পড়ে। কিন্তু অনেক সময়ে সেইসব ধরা পড়ে না। সেজন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু জ্ঞানবাবুই সব বলে গেলেন। গত বছরে আমরা প্রস্তাব এনেছিলাম যে, কিভাবে এটাকে দূর করতে পারা যায়। কিন্তু উনি বললেন যে, রুলসএর মধ্যে এইসমস্ত গোলমাল আছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে, সেই রুলস যদি উড়িষ্যা সংশোধন করতে পেরে থাকে তাহলে আমাদের এখানে সেটা হবে না কেন।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, জিনিসটা শুনে রাখুন যে, ভেন্ডাররা ঐ স্ট্যাম্পগুলোকে নিয়ে কি করে। তারা সব স্ট্যাম্পগুলোকে যেখানে চালান দিয়ে দিল, সেখানে "বোগাস্" নামে কতকগুলো দিয়ে দেয়, অথবা ফাঁক রেখে দেয় এবং ফাঁক রেখে দিয়ে সেই স্ট্যাম্পগুলো রেখে দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, সেগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। এর পরে করল কিনা যাঁরা ঐ স্ট্যাম্পগুলো সংগ্রহ করছেন তাদের ১০।১২ গুণ দামে বিক্রি করছেন। বিক্রি করে তাঁরা পেছনের তারিখ বসিয়ে দিয়ে যে লোকটার নামে বিক্রি করলেন তাঁর সঙ্গে ঐ ট্রেজারিতে জমা দেওয়া তার যে এ্যাকাউন্ট তাতে দেখাচ্ছে যে, ৩ মাস অন্তর সেটা জমা যাচ্ছে। ৩ মাস অন্তর যদি সেটা হয়, তা হলে সেটা তার কাছে আছে এবং সে সেখানে তখন প্রকৃত নামটা বসিয়ে দিল। আর তা যদি না হয়ে ইতিমধ্যে ৩ মাস পেরিয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে ত কথাই নাই। সেজন্য উনি ডবল সেফ এবং সাব-ট্রেজারারএর নিজের কাস্টোডিতে রাখবার কথাই এত করে বলেছেন। অর্ডিনারি একটা ক্লার্কএর কাছে থাকলে পরে, সে যখন দেখল যে, স্ট্যাম্পটা এ্যান্টিডেটেড হয়েছে বলে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালতে বিষয়টা বিবেচনা হচ্ছে বা ধরাধরি হচ্ছে তখন সে করল কিনা ঐ স্ট্যাম্প ভেন্ডারকে নিয়ে গিয়ে কেরানীকে ধরে নামটা সেখানে বসিয়ে নিয়ে এল। এই সুযোগটা দেওয়া হচ্ছে বলে জ্ঞানবাবু বলেছেন যে, এটাকে ডাবল সেফএ রাখা হোক—সাব-ট্রেজারারএর নিজের জিম্মায় রাখা হোক অথবা ২ কপি করা হোক। অর্থাৎ এক কপি এখানে যেমন দেবেন তেমনি আর এক কপি ডিস্ট্রিক্ট কোর্টএ চলে যাবে, কারণ দু' জায়গায় গিয়ে সেটাকে পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। এ যদি না করে তাহলে বাস্তবিক এই বোনাফাইড পারচেজাররা এবং যারা ইনট্রিগুয়িং লোক তারা এদের কাছ থেকে এইসব এ্যান্টিডেটেড স্ট্যাম্পএর বায়নানামার দ্বারা প্রতারিত হয়। এটা অবশ্য ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের ব্যাপার, তবুও আমার মনে হয় আমাদের গভর্নমেন্টের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করা দরকার যাতে এটার পরিবর্তন হয়। এই যে সাদা কাগজ দিয়ে যে বায়নানামা সৃষ্টি হয় সেটা ভয়ানক। বায়নানামা যদি এক টাকার স্ট্যাম্পে হয় তাহলে জরিমানা লাগে না, কিন্তু সাদা কাগজে যদি করে তাহলে ১০ গুণ জরিমানা হয়। অর্থাৎ ঐ এক টাকা নিয়ে ১১ টাকা তাকে রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য কোর্টে দাখিল করতে হয়। প্রমাণের জন্য সে ১১ টাকা দিয়ে দিল, অথচ পেছনের তারিখ বসিয়ে একটা বায়নানামা সৃষ্টি করল। কাজেই বায়নানামাগুলোকে যদি রেজিস্ট্রী করবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে রেজিস্ট্রেশন হবে। কিন্তু সেটা আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের ব্যাপার নয়—সেটা সেন্ট্রালের ব্যাপার, ট্রান্সফার অব প্রপার্টি এ্যাক্টএর ব্যাপার এবং রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্টএর ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হয় যে, স্টেট গভর্নমেন্টের এইসব নিয়ে লেখা উচিত যে, এইসব জিনিসের সংশোধন করা দরকার। তা না হলে বোনাফাইড পারচেজাররা এইসব যারা স্কিলফুল লিটিগেন্ট এবং যারা সম্পত্তি থেকে অপরকে বঞ্চিত করতে চায় তারা এইসবের সুযোগ পায় এবং অনেকক্ষেত্রে কোর্টএ প্রমাণ দিয়ে সেইসবকে তারা কার্যে পরিণত করতে পারে। বোনাফাইড পারচেজার যে তার হয়ত বেশি সাক্ষীসাবুদ নেই, সে সরলভাবে কোবলা করেছে বলে সে অনেক সময় প্রমাণও করতে পারে না।

যাই হোক, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এইসব কথা বলে বারবার করে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশা করি, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই বিষয়ে নজর দেবেন যাতে এই জিনিস নিয়ে আমাদের আর বলতে না হয়। এবং এইরকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেটাকে

বন্ধ করবারও ব্যবস্থা করবেন। এটা খুব সোজা ব্যবস্থা যে পারচেজারএর যদি নাম সই করবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সে স্ট্যাম্পটাকে নিয়ে আর গোলমাল করতে পারবে না এবং এই স্ট্যাম্পের রিটার্নটা যদি ডাবল সেটএ রাখার ব্যবস্থা হয় তাহলে ভাল হয়। কেননা সাব-ট্রেজারারএর কাছে বদমায়েসী করবার জন্য কেউ যেতে পারে না। কিন্তু কেরানীর কাছে যদি অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে এবং ৩ মাস অন্তর যদি "রিটার্ন" দেবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে আর এইসব গোলমালের সৃষ্টি হয় না। অতএব মাসে মাসে রিটার্ন দেবার ব্যবস্থা করা হোক, ডাবল-সেট রাখবার ব্যবস্থা করা হোক এবং যদি দরকার হয় এক কপির বদলে দু কপি করবার ব্যবস্থা করা হোক—এর মধ্যে একটা রিটার্ন সাব-ট্রেজারিতে থাকায় আর একটা রিটার্ন মেদিনীপুরে চলে যাবে। অর্থাৎ যখন যেখানে এইসব প্রশ্ন উঠবে তারা তখন সেখানে ছুটে গিয়ে দেখতে পারবে যে, কার নামে প্রকৃত স্ট্যাম্পটা দেওয়া ছিল। আমি আশা করি, মন্ত্রীমহাশয় এর একটা বিহিতের ব্যবস্থা করবেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: This is a matter in which my friend Shri Jnanendra Kumar Chaudhury has been asking me to make enquiry. The existing rule is that adequate endorsement should be made on the stamp paper and also to maintain the register of sales in which full particulars are to be recorded by the vendors. The second rule is that these sale registers are to be sent to the Collector or the Deputy. The third rule is that inspection of vendor's account and register by authorised officers at any time may be made. According to the suggestions made by Shri Jnanendra Kumar Chaudhury the Government is considering the question whether it would be possible for the sale registers to be sent by the stamp vendors monthly instead of quarterly as at present and to amend the rules accordingly. He has suggested about the arrangements in Orissa. They made reference to Orissa. We find that in Orissa they take signatures as well as thumb impressions of literate buyers and simply thumb impressions of illiterate buyers at the time of selling the stamps. This thumb impression is taken on a manuscript sale register and not on the back of the stamps as has been suggested by Shri Jnanendra Kumar Chaudhury. They themselves tell us that they are not satisfied with this arrangement. We have not received any definite complaint from any person that he has been over charged for the stamps or that he has received a stamp which was ante-dated. If such practices are put before us, we shall certainly make enquiries. I would also like to ask Shri Jnanendra Kumar Chaudhury to let me know the particulars of the case where an appeal was made to the Inspector-General of Registration and which was dismissed without hearing the party concerned. I say at once that it is absolutely wrong. At the present mcment the Treasurer at the headquarters of a district and subdivisional headquarters, the subordinate officer sells stamps on behalf of Government on application. The licensed vendors also sell to the public such stamps as are indicated in their licence. The existing arrangements, so far as we are concerned, seem to be quite satisfactory. But it appears that my friends feel that there have been cases where misuse of this licence has been noticed. I would request them to send us in good time reports of such cases and we shall certainly enquire into them. My difficulty arises in the fact that whatever law you may make or whatever rules you might lay down, there will be some black-legs who will try to get over the rules and try and make a profit.

[5-30—5-40 p.m.]

We do not want them to do so, but the difficulty is in many cases we do not get the proper report from the persons who are prepared to give us the correct information for us to catch hold of the wrong-doers. As I have said before we are considering the question of submission of a Sales Register every month instead of every three months and we shall also consider the

question of having two copies, one to be sent to the local people. Shri Balailal Das Mahapatra says that the other copy should be sent to the Accountant-General. I am afraid, the Accountant-General would not be of much help because he is not interested in such sales. But we may arrange to have another copy sent to some central authority here so that in case of there being any manipulation, we can find out how things have gone wrong. This is all that I have got to say with regard to the motions.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rameswar Panda that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 8,27,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 8,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps", was then put and agreed to.

Major Head: 13—Other Taxes and Duties

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 27,45,000 be granted for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties".

Sir, out of the total demand for grant, Rs. 3,01,000 will be charges under the Electricity Acts. These charges include expenses connected with the administration of the Indian Electricity Act, charges connected with the examination of the Electrical Supervisors' Certificates and workmen's permits and charges connected with the administration of the West Bengal Lifts and Escalators Act, 1955. Rs. 3,50,000 will be charges for the collection of tax under the Entry of Goods in Local Areas Act which was passed by the Legislature a few months ago and is due to be brought into force

shortly. The balance of Rs. 20,94,000 represents cost of collection of sales tax, motor spirit sales tax, betting tax, entertainment tax and raw jute tax. The sales tax, the motor spirit sales tax and the raw jute tax are administered by the Commercial Tax Directorate which collects Rs. 8,90,40,000 and spends Rs. 20,12,000. The cost of collection of the taxes administered by this Directorate is therefore 2.3 per cent. The entertainment tax is administered in the districts by Collectors and in Calcutta by the Collector of Stamps. For the entertainment tax, the demand for grant is Rs. 72,000 against a revenue of Rs. 1,15,00,000, the cost of collection being .6 per cent. The betting tax is collected by the Turf Club in Calcutta on receipt of a sum of Rs. 10,000. For the betting tax the demand for grant is therefore Rs. 10,000 only against a collection of Rs. 57,00,000, the cost of collection being .17 per cent. The collection under the Electricity Duty Act is Rs. 1,14,00,000 after deduction of rebate granted to the licensees for collecting it. The rebate granted is 1 per cent. in the case of the Calcutta Electric Supply Corporation. In the case of other licensees there is a slab system of rebate which is as follows:—

10 per cent. on the first Rs. 100.

2½ per cent. on the next Rs. 400.

2 per cent. above Rs. 500, subject to a maximum of Rs. 1,000 per month.

The total collection under "13—Other Taxes and Duties" is Rs. 13,04,15,000. These are at the present moment very important sources of revenue, and the receipts except in the case of betting have been steadily increasing. The cost of collection is among the lowest in India.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

[*Mr. Speaker*: I take it that all the cut motions are moved.]

Sj. Amarendra Nath Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the necessity to abolish sales tax on books, medicines and products of cottage industries.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the necessity to abolish "Taxes on entry of goods in local areas" i.e., taxes on fresh fruits and tea.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Bibhuti Bhusan Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about general policy of the department.

Sj. Dhananjoy Kar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারী নীতি।

Sj. Dharanidhar Sarkar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক ও সমস্ত প্রকার ঔষধের উপর হইতে সেলস ট্যাক্স উঠাইয়া লইতে সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to abolish sales tax on medicines.

Sj. Gangapada Kumar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy and grievances.

Sj. Haripada Baguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বিক্রয়কর নীতি।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পাঠ্য পুস্তকের বিক্রয়কর রহিতের প্রয়োজনীয়তা।

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy and practice of the department in the realisation of sales tax.

Sj. Kanai Lal Bhowmick: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

চ্যারিটী শোগুলির উপর এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স ধার্য করা বন্ধ করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পুস্তক ও ঔষধের উপর হইতে বিক্রয়কর উঠাইয়া দিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারের নীতি সম্পর্কে।

Dr. Krishna Chandra Satpathi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্বদেশে মুদ্রিত পুস্তক ও স্বদেশে প্রস্তুত ঔষধের উপর বিক্রয়কর ধার্য করিয়া সরকার জনস্বার্থের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

Sj. Lalit Kumar Sinha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কিশলয় হইতে সেলস ট্যাক্স আদায়ে সরকারের ঘোষিত নীতির অপলাপ।

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সৎ-সাহিত্যের উপর ভিত্তি করিয়া যেসব ছবি নির্মিত হয় এবং যেসব চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি সেগুলি প্রচারে উৎসাহী তাহাদের টুরিং লাইসেন্স দিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I beg also to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রমোদ করের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সিনেমা শিল্পে সাহায্য দিতে সরকারের অক্ষমতা।

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy of sales tax in general and entry tax in particular and the policy extending silently the coverage of finance sales taxes.

Sj. Nripendra Gopal Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about general policy and particularly about amusement tax on moffusil cinema.

Sj. Probodh Dutt: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about its policy and about abolition of sales tax in respect of articles of everyday use.

Sj. Rakhahari Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about irregular and insufficient supply of electricity and reduction of rate of Bankura Electric Supply Company.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সেলস ট্যাক্স সম্পর্কে নীতি নির্ধারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sj. Sudhir Chandra Das: Sir, I beg move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্কুল ও কলেজ পাঠ্য বইর উপর ট্যাক্স ধার্য রহিত না করা।

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ও জরুরী প্রয়োজনীয় দ্রব্য গণ্য করিয়া পুস্তক, পুস্তিকা, ও ঔষধের উপর হইতে সমস্ত প্রকার সেল্‌স ট্যাক্স তুলিয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে সরকারী নীতির ব্যর্থতাই প্রকাশ পায়।

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about sales taxes policy and administration.

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji:

সভাপতি মহাশয়, রিসিটএর মধ্যে এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে, এন্ট্রি অফ গুডস্‌ অ্যাক্ট, ১৯৫৫ অনুসারে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা রিসিট হবার সম্ভাবনা এই বাজেটে রয়েছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি এখনও পর্যন্ত তার এ্যারেঞ্জমেন্টস্‌ কিছুই করা হয় নি; বোধ হয় নেক্সট্‌ ইয়ারএর জন্য রেখে দিয়েছেন। এখানে এত তাড়াতাড়ি করে অ্যাক্ট পাশ করা হল, আমাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও; কিন্তু আজ পর্যন্ত এর জন্য কোন এ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয় নি যাতে এই ট্যাক্সটা আদায় করা যায়। অর্থাৎ রেলওয়ে স্টেশনে ওয়ে ব্রিজ প্রভৃতি করা; এখনও পর্যন্ত সেটা করার কোন ব্যবস্থা হয় নি। কবে হবে তা জানি না। আমার দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যখন 'এনট্রি অব গুড্‌স' আইনটা এখানে এ্যাডভোকেট করা হয়, তখন গভর্নমেন্ট থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা সেল্‌স ট্যাক্সটা এক্সেম্পসন পাবে, অর্থাৎ ডাবল ট্যাক্সেশন একটা জিনিসের উপর হবে না। এবার বাজেটে ৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু এই সেল্‌স ট্যাক্স নিয়ে, সেটা হিসাব ক'রে ধরা হয়েছে কিনা সেটা আমি অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম না। কেননা, এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, রিভাইজ্‌ড এস্টিমেটএ যে ৬ কোটি টাকা এসেছে সেটার মধ্যে সেল্‌স ট্যাক্স আছে এবং ফাইন্যান্স ট্যাক্স ও ওয়েস্ট বেঙ্গল সেল্‌স ট্যাক্স এ্যাক্ট, ১৯৫৪ অনুসারে ৬৭ লক্ষ টাকা আছে। তারপর এ বছর ধরা হচ্ছে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। তারপর, যথাক্রমে এই ৬ কোটি টাকা আরও না বেড়ে, কমে, ৬ কোটি টাকাই হল। সুতরাং যেমন ৬ কোটি টাকা ছিল রিভাইজ্‌ড বাজেটে বা এস্টিমেটে, সেইটাই রেখে দেওয়া হ'ল। কিন্তু আরও ভাল ক'রে আদায় করলে পর ৬ কোটি টাকারও বেশি আদায় হওয়া সম্ভব। তাছাড়া ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা যেটা হচ্ছে এনট্রি অব গুড্‌স ট্যাক্স, সেটা যদি বাদ দেওয়া যায়, তা হলে ৬ কোটি টাকা কি করে হতে পারে? আমরা আশা করছি সেল্‌স ট্যাক্সকে আরও টাইট করলে পর ৬ কোটি টাকা হবে কি? আমার ধারণা কিছুটা তাদের দৃষ্টির বাইরে ছিল। তিনি যেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ডাবল ট্যাক্সেশন হবে না, সেই প্রতিশ্রুতির রূপ এই বাজেটের মধ্যে পায়নি; এই হচ্ছে আমার আশঙ্কা। তারপর তার চেয়েও বেশি আমার বক্তব্য হচ্ছে, যেটা রিভাইজ্‌ড এস্টিমেটএ ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা দেখান হয়েছে, আমাদের ধারণা তার চেয়েও বেশি হওয়া উচিত ছিল। যদি তিনি মনে করেন যে, এ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে আরও স্ট্রেংদেন করলে পর কাজ ভাল হবে, তা হলে আমি তাঁকে বলব, এই স্ট্রেংদেন করার চাইতে, যদি আরও একটু টাইটেন করেন, তাহলে কাজ ভাল হবে এবং আদায়ও বেশি হবে। স্ট্রেংথ্‌ আর না বাড়ালেই চলে, যথেষ্ট স্ট্রেংথ আছে, এখন ওটা একটু টাইটেন করুন; তাহলে পাঁচ গুণ আরও ভাল হয় এবং লিকেজ-গুলি কমে যায়। অর্থাৎ এ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে টাইটেনিং করলে পর আরও বেশি ট্যাক্স আদায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বিশেষ করে আমাদের মনে হচ্ছে, আমাদের আশঙ্কা খুব সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ভারতবর্ষের সেল্‌স ট্যাক্সটা নিজেদের হস্তগত করতে পারে। তারপর তাঁরা হয়ত প্রত্যেক স্টেটকে বলবেন, তাঁরা যেরকম সেল্‌স ট্যাক্স আদায় করেন, সেই অনুপাতে তার একটা কিছু অংশ ভারত সরকারকে দিতে হবে। কিন্তু তাতে আমাদের পশ্চিমবাংলা বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যদি এই

টাইটেনিংটা তাড়াতাড়ি না হয়। যদি সত্যি সত্যিই আমাদের যে ন্যায্য প্রাপ্য সেল্‌স ট্যাক্স যেটা পাওয়া উচিত, সেটার সবটা, যদি পুরো না পাওয়া যায় তাহলে হবে কি? যদি তার খানিকটা আবার কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে দিই.........

The Hon'blel Dr. Bidhan Chandra Roy: Are you in favour, যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে সবটা দিয়ে দেওয়া হোক?

Sj. Bankim Mukherji: I am not in favour. আমি মোটেই ফেভারএ নই। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারের লোভ আছে; সমস্ত স্টেটের ট্যাক্সেশনএর দিকে। তাঁদের ফাইনান্স মিনিস্টারএর অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টি চারিদিকে পাঠাচ্ছেন, কোথা থেকে এক খাবলা তোলা যায়। কেন্দ্রীয় ফাইনান্স মিনিস্টার ভাবছেন এইসমস্ত স্টেটের উপর থেকে কতটা নেওয়া যায়, এবং এই সেল্‌স ট্যাক্স থেকে সারা ভারতবর্ষের একটা বেশ আয় বৃদ্ধির পথ আছে। অতএব কেন্দ্রীয় সরকারের এখানে হস্তক্ষেপ করবার একটা সম্ভাবনা রয়েছে।

[5-40—5-50 p.m.]

সেখানে যদি পশ্চিম বাংলা সত্য সত্যই যা ন্যায্য সেল্‌স ট্যাক্স হওয়া উচিত তা যদি না দেখাতে পারে তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। এই হিসাবে দরকার হচ্ছে আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার এবং তাঁর [illegible] খুব বেশি রকম নজর দেওয়া যে, সেল্‌স ট্যাক্সএর কোথাও কোনরকম 'লিকেজ' না হয়, ফাঁকি না হয়। এই সম্পর্কে এই হাউসের প্রথম বাজেটে প্রায় সাড়ে চার বৎসর পূর্বে, ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি যে কথা শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি এবং আমি বলেছিলাম সেইটা আবার স্মরণ করিয়ে দিই; এবার এই হাউসের এইটা শেষ বাজেট কিনা জানি না, সেইজন্যই সেকথাটা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, একটা ব্যাপারে আমরা প্রায় ৭।৮ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি বোম্বাই ও মাদ্রাজের চেয়ে। বোম্বাই এবং মাদ্রাজ তাদের সেখানকার এক্সপোর্টএর কতকগুলি জিনিসের উপর সেল্‌স ট্যাক্স ব'লে টাকা পান, সেটা কনস্টিটিউশন হবার আগেতে ছিল এবং সেই কথা সাড়ে চার বৎসর পূর্বে বলেছিলাম। আমাদের পশ্চিম বাংলা থেকেও পাট এবং চা খুব বেশি রপ্তানি হয় কিন্তু আমরা রপ্তানির উপর ধরতে পারি না; কারণ, কনস্টিটিউশনে আছে, এক্সপোর্টেবল্‌ গুড্‌সএর উপর স্টেট গভর্নমেন্ট কোনরকম সেল্‌স ট্যাক্স লাগাতে পারেন না, কিন্তু যেসমস্ত স্টেট আগে থাকতে এর উপর ট্যাক্স বসিয়ে রেখেছিল—এই কনস্টিটিউশন হবার আগে—এখন সে ট্যাক্স আদায় করতে পারছে না, কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে 'ডিউটি' নেন তা থেকে একটা সাবসাইডি টু দ্যাট এক্সটেন্ট যেটা সেল্‌স ট্যাক্স হবে, সেই হিসাবে দেন। সেই হিসাবে মাদ্রাজ ও বোম্বাই কয়েক কোটি টাকা পান। আমাদের ধারণা—'কনস্টিটিউশন'এর তো এত পরিবর্তন হয়েছে, আর আজ এটুকু পরিবর্তন ক'রে নেওয়ার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে যদি এন্টায়ার হাউস তার মত পাঠাতে পারে যে, আমরা চাই বোম্বাই এবং মাদ্রাজ যে হিসাবে 'সাবসিডি' পায় আমাদের এখান থেকে যে 'জুট' এবং 'টি এক্সপোর্ট' হয় তার উপর সেল্‌স ট্যাক্স পেতে পারি যদি এই লিস্টের ভিতর একটু পরিবর্তন করা হয় এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়ে। তা যদি করতে পারি, তা হ'লে ৭।৮ কোটি টাকা আমাদের প্রাপ্য হয়। এটা আমরা রেকমেন্ডেশন করতে পারি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে। আর তার পক্ষে অনেক যুক্তিও আছে। এই যে রপ্তানী হয় তার জন্য খরচ কম হয় না। কলিকাতার রাস্তা ক্ষয়ে যায়; এই পাটের গাড়ীর যাতায়াতের জন্য কলিকাতার আশপাশের রাস্তাও নষ্ট হয়; তার ধাক্কা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন না, আমাদেরই বহন করতে হয়। আর সেই জিনিস উৎপাদন ক'রে পাঠানোর পিছনেও পশ্চিম বাংলার লোকের পরিশ্রম আছে। তার জন্যও তারা খানিকটা পেতে পারে। সেজন্য শ্রীযুক্তা মীরা দত্তগুপ্তা বাজেট আলোচনায় সাধারণভাবে যেসমস্ত কথা বলেছিলেন সেদিকেও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার ধারণা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের পাট প্রভৃতির জন্য যা প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক কম পাই। এই দিক থেকে জুটের উপর সেল্‌স ট্যাক্স করবার অধিকার আমাদের দেওয়া হ'লে পর ৭।৮ কোটি টাকা পেতে পারব। তার সঙ্গে আমাদের এদিক থেকে ৭।৮ কোটি টাকা যা আদায় হবে তা ধরলে যে ১৬।১৭ কোটি টাকা হ'তে পারে তাতে আমাদের অনেক সুবিধা

হতে পারে। আর একটা স্থান সম্বন্ধে আমি ফাইন্যান্স মিনিস্টার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তিনি একটু খোঁজ নেবেন। এটা ৬ কোটি থেকে একটু বেশি হওয়া উচিত; এতে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ পাচ্ছি, আগে ছিল ৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু রিভাইস্ড হওয়ার পরেও প্রায় ৬ কোটি রাখা হয়েছে। ছাপার বা প্রুফ রিডিংএর কিছু ভুল হতে পারে। ৬ কোটি কয়েক লক্ষ ছিল প্রথম লিস্টে। তার পরে থেকে ৬ কোটি চলে আসছে। এটার সম্বন্ধে একটু তথ্য নেবেন যে, ৬ কোটির চেয়ে বেশি হয়েছে কিনা; হয়ে থাকলে ভাল, তাহলে এখনও করেকশন করতে পারেন, অন্ততঃ 'গ্রান্ট' পাশ হবার পরেও করেকশন ক'রে নিতে পারেন। বেশি আদায় হয়ে থাকলে আল্টিমেটলি লাভবানই হবেন।

শেষে বেটিং ট্যাক্স সম্বন্ধে বলি—সাড়ে চার বৎসর পূর্বেও একথা তুলেছিলাম যে, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গায় টার্ফ ক্লাবের 'মনোপলি' অনেকদিন আগেই ভেঙেছে। কিন্তু কলিকাতায় ইংরাজের রাজত্ব যেমন ভারতবর্ষের সব জায়গায় এককালে ছিল, আজও যেন সেই রাজত্ব বজায় আছে; এখানকার ঘোড়দৌড়ে টার্ফ ক্লাবের প্রভুত্ব এখনও বজায় আছে। সেই টার্ফ ক্লাব সম্বন্ধে সাড়ে চার বৎসর পূর্বে বলেছিলাম এবং গত বৎসর চীফ মিনিস্টার মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, খুব শীঘ্রই 'বেটিং' সম্বন্ধে বিল নিয়ে আসবেন; কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা এল না। তিনি দেখিয়েছেন, বেটিংএর আয় স্টেডি আছে, কমে নি; তাই কি ফিক্সড হবে? 'বেটিং' সম্বন্ধে আইন করার তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আশা করি সেটা আর দেরি করবেন না। কারণ, এ হাউসের মেয়াদ বেশি নয়। অন্ততঃ যাবার সময় এই বেটিংটা যেন গভর্নমেন্টের আয়ত্তে আনতে পেরেছি দেখতে পারি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আবার তো আসতে হবে।

Sj. Bankim Mukherji:

হয়ত আমি আসব, আপনি আসবেন না, বা আপনি আসবেন, আমি আসব না। একসঙ্গে দেখা না হতে পারে। কাজেই সাড়ে চার বৎসর পূর্বে যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, সেই বিষয়ের প্রতি এখনও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি; সেই 'বেটিং' সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা খুব তাড়াতাড়ি আনুন যার ফলে আমাদের এদিক থেকে আর কিছু বেড়ে যায়।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য বেশি নয়। মাত্র দুটি কথা অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টিতে আনার প্রয়োজন আছে। আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, আদার ট্যাক্সেস এ্যান্ড ডিউটিজএর যে হেড তাতে পশ্চিম বাংলার রাজস্বের সর্বাধিক টাকা আদায় হচ্ছে। সে হিসাবে বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরের জয়েন্ট অফিস এই দুই জেলার সেল্স ট্যাক্স অফিসের কাজ করছে। অথচ হিসাবে দেখতে পাই বাঁকুড়ার ব্যবসায়ীদের যে টার্ন ওভার তাতে বাঁকুড়ার ব্যবসায়ীদের মেদিনীপুরের তুলনায় ট্যাক্স বেশি হয়, অথচ অফিসটা মেদিনীপুরেই রয়েছে। তার ফলে বাঁকুড়ার ব্যবসায়ীদের মাসের মধ্যে ৩।৪ বার খাতা নিয়ে সেখানে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে হয়ত শুনলে যে, আজ হল না, আবার আর একদিন আসতে হবে, এইরকমভাবে ৬২ মাইল রাস্তা খাতাপত্র নিয়ে মাসের মধ্যে ৩ দিন কাজকর্ম ছেড়ে যদি যেতে হয় তাহলে ভাবুন যে, তাদের কিরকম অবস্থা হয়। সেইজন্য অনুরোধ যে, বাঁকুড়ায় কমার্শিয়াল ট্যাক্সের অফিস হওয়া দরকার, যাতে নিয়মমত কাজ হয় এবং জনসাধারণেরও ট্যাক্স দেওয়ার সুবিধা হয়।

দ্বিতীয় কথা, যেটা কাট মোশনে আছে, সেটা সেই চিরাচরিত জিনিস—বাঁকুড়ায় বি এন ইলিয়াস কোম্পানির ইলেক্‌ট্রিক কারবার সম্বন্ধে। সেটা ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অদ্ভুতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বাঁকুড়ার জনসাধারণের আনন্দ হয়েছিল যে, বুঝি বা ডি ভি সি এলে পর কোম্পানীর কর্তৃত্ব থাকবে না, গভর্নমেন্ট স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। কিন্তু আমরা যা জানতে পেরেছি, তাতে শুনছি, ডিস্ট্রিবিউশন'এর দায়িত্ব তাঁরাই পাবেন সেইরকম নাকি কন্‌ট্রাক্ট হয়ে গেছে। এ যদি হয়, তাহলে কোন উপকার হবে না। সুতরাং গভর্নমেন্টকে সর্বপ্রথমে করতে হবে যে, যেসমস্ত বেসরকারী ইলেক্‌ট্রিক সরবরাহ কোম্পানি রয়েছে

প্রত্যেকটাকে হাতে নিয়ে নেওয়া এবং যদি তা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে চলে তা হলে ঘাটতি বন্ধ হতে পারে। সেখানে বিদেশী একটা কোম্পানির অর্থব্যবস্থা করবার কি কারণ, তা বুঝতে পারি না, যখন অন্য সমস্ত দায়িত্বভার গভর্নমেন্ট নিয়েছেন। তা ছাড়া, সেখানে বর্তমানে যা রয়েছে তাও মারাত্মক—৷৴১০ আনা 'পার ইউনিট'। বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরে ৷৴১০ আনা 'পার ইউনিট' রয়েছে। কেবল গত দু বৎসর যাবৎ বিভিন্নভাবে আন্দোলন করার ফলে সেখানে আজকে সেটা কিছু কমে ৷৵৫ হয়েছে। তার ভিতর ডিউটি গভর্নমেন্টকে দিতে হয়। এরকম রেট ভারতবর্ষের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। যখন আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, পল্লীগ্রামের ছোট ছোট ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ইলেক্‌ট্রিক সরবরাহ হবে তখন যদি ইলেট্রিকের দর কমান না হয় তাহলে ইলেক্‌ট্রিক সরবরাহ ক'রেও কোন উপকার হবে না। আমরা আশা করেছিলাম যে, এটা কমবে এবং গত বৎসর একটা প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে আমরা আনন্দিত হবার কিছুই খুঁজে পাই না।

[5-50—6 p.m.]

আমরা আশা করেছিলাম যে, সেটা কমবে। গত বৎসরে প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে আনন্দিত হবার কিছুই নেই। তাতে দেখেছিলাম যে, ছয় আনাই রেট থাকবে। কিন্তু সরকার যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন কিম্বা এই কোম্পানিকে এত মুনাফা নেবার সুযোগ না দেন তাহলে চার আনার বেশি ইউনিট পড়বে না এবং এর দ্বারা বিশেষ করে কুটিরশিল্পে ও হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রিজএ ইলেক্‌ট্রিক কানেকশন নেবে, এতে ইলেক্‌ট্রিকএর ব্যবহার বেড়ে যাবে এবং সরকারের ডিউটি বেশি আদায় হবে কিন্তু এই রেট বেশি হলে কেউই ইলেক্‌ট্রিক কানেকশন নিতে আসবে না। তা ছাড়া, বাঁকুড়ায় সামান্য একটু ঝড় হলেই সমস্ত ইলেক্‌ট্রিক পোস্টগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং ৭।৮ দিন পর্যন্ত সমস্ত শহর অন্ধকার হয়ে যায়। অতএব সরকারের কর্তব্য হবে ডি ভি সি-র থেকে যাতে এরা ইলেক্‌-ট্রিসিটি পায় তার ব্যবস্থা করবেন এবং এইটুকুই মাত্র আমি সরকারকে অনুরোধ করছি।

Sj. Subodh Banerjee: Mr. Speaker, Sir, other taxes and duties এর মধ্যে সেল্‌স ট্যাক্স হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায়ের মূল উপায়। যদি হিসাব নিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন, সরকার পক্ষ থেকে যতগুলি আয়ের পন্থা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় এই বিভাগ থেকে হয়ে থাকে। আমরা সকলেই চাই আমাদের রাজ্যে রাজস্বের আয় বৃদ্ধি হোক। এবং সেই বর্ধিত রাজস্ব আয়ের মারফত জনসাধারণের উন্নয়ন করা হোক। কিন্তু আমরা দেখছি, সরকার পক্ষ যত বড় কথা বলুন না কেন, আদৌ আয় বৃদ্ধি হচ্ছে না। ডাক্তার রায় বাজেট বক্তৃতার প্রসংগে বলেছেন যে, সেল্‌স ট্যাক্স বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং আয় বৃদ্ধি হয়েছে। তিনি যেসমস্ত ফিগার দিয়ে কথা বলেছেন আমি দেখাবো ডাক্তার রায়ের সেই দাবি সত্য নয়। প্রথম কথা হচ্ছে, ১৯৫১-৫২ সালে এ্যাকচুয়াল হিসাবে দেখি যে, সেল্‌স ট্যাক্স আদায় হয়েছে ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা আর খরচ হয়েছে ৫ কোটি ২ শত ৭৬ টাকা। আর এই ১৯৫৬-৫৭ সালে যে বাজেট এস্টিমেট আছে সেখানে দেখছি ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আদায় হবে বলা হয়েছে। তাহলে দেখছি এই কয়েক বৎসরে সেল্‌স ট্যাক্স বৃদ্ধি হয়েছে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। এই বৃদ্ধির পরিমাণ কি? এই বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২০·৫। অন্যদিকে আয় এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর খরচের দিকে তাকিয়ে দেখুন তাহলে দেখবেন, ১৯৫১-৫২ সালে এ্যাকচুয়াল খরচ হয়েছিল ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫০ টাকা, আর ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট এস্টিমেটএ খরচ দেখছি ২০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। তা হ'লে দেখা গেল, কস্ট অফ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৭২·৩। সেল্‌স ট্যাক্স শতকরা আদায় বৃদ্ধি হয়েছে ২০·৫ এবং এই ২০·৫ বৃদ্ধি করতে গিয়ে এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর খরচ বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ৭২·৩। সুতরাং এই এ্যাবসোলিউট ফিগার দিয়ে বুঝালে চলবে না, বুঝতে হবে শতকরা হিসাবে আমাদের আয় কত বৃদ্ধি হয়েছে। কারণ এ্যাকচুয়াল ফিগার বিচার করতে হলে এইভাবে বিচার করতে হবে। শুধু তাই নয়, একটা বই আছে

The West Bengal State Rupee—From where it comes and where it goes

সেখানে সরকারের হিসাব থেকেই দেখিয়ে দেব যে.
percentage of cost and total income from the department
দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এ থেকে এই প্রমাণ হয়, যে পরিমাণে কর আদায় হচ্ছে, সেই পরিমাণে খরচাও বেড়ে যাচ্ছে। আমি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি—১৯৫১-৫২ সালে শতকরা হিসাব ছিল ২·৫, আগের হিসাবে
percentage of gross collection to total receipt,
১৯৫৬-৫৭ সালে বেড়ে গেল ৩·৫। গতবারে ডাক্তার রায় আমার সমালোচনার উত্তরে বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব ব্যাপারে আমাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। তার কারণ, বোম্বের চেয়ে আমাদের পার্সেন্টেজ কম, উত্তর প্রদেশের চেয়ে কম, বিহারের চেয়ে কম প্রভৃতি মস্ত ফিরিস্তি দিয়েছেন। এই যে হিসাব দিয়েছেন সেদিক থেকেও পশ্চিম বাংলার অবস্থা ভাল বলা চলে না। পশ্চিমবঙ্গে ৩ ৫, বোম্বেতে শতকরা ২·৪, মাদ্রাজে ৩ ৩। বিহার প্রভৃতি রাজ্যের কথা বলছি না, তার কারণ হচ্ছে, যে জায়গায় ঘন বসতি, যেখানে কারখানা শিল্প ব্যবসা বেশি, সেখানে কস্ট অফ কালেকশন অনেক কম হবে। কিন্তু যেখানে ছড়িয়ে আছে সেখানে বেশি খরচ হবে। সেইজন্য বিহার ও উত্তর প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করতে চাই না। বাংলার সঙ্গে তুলনা করবো বোম্বে ও মাদ্রাজের। এই পশ্চিমবঙ্গে ট্যাক্স আদায়ের শতকরা আয় অনুপাতে খরচা অনেক বেশি এটা আপনি দেখছেন। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গে খরচা অনেক বেড়েই যাচ্ছে। আয় সেই পরিমাণে বাড়ছে না। মন্ত্রীমহাশয় এখানে বলেছেন যে, আমাদের বিক্রয়করের পরিমাণ বেড়েই চলেছে- হ্যাঁ, বেড়েছে। আমি জানি তাঁরা যুক্তি দেবেন, ১৯৫১-৫২ সালের এ্যাকচুয়ালএর তুলনায় ১৯৫৬-৫৭র এ্যাকচুয়াল বেড়েছে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই বৃদ্ধি নূতন ট্যাক্স নিয়ে। ১৯৫১-৫২ সালে যে ট্যাক্স ছিল তারপরে অনেক বেশি ট্যাক্স ধার্য করেছেন। এইভাবে ট্যাক্স বাড়িয়ে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বেশি দেখাচ্ছেন। সুতরাং ক্রেডিট কি? ডিপার্টমেন্ট ও অফিসারএর খরচ বেড়েই যাচ্ছে। জনসাধারণ নিত্য নতুন ট্যাক্স যোগাচ্ছে। অথচ আয় সেই পরিমাণে বাড়ে নি। এখানে জনসাধারণ ট্যাক্সএর ভারে জর্জরিত হচ্ছে। কিন্তু গভর্নমেন্টএর হাতে যে আয় হচ্ছে সে এ্যাবসোলিউটলি স্টাগন্যান্ট থেকে যাচ্ছে। এই যে অবস্থা আছে, সেটা ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আছে। সরকার জনসাধারণের উপর ট্যাক্সএর হার অধিক পরিমাণে বাড়াচ্ছেন এবং এই সেলস্ ট্যাক্সএর ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। আমার এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন ছিল, কিন্তু তার জবাব সরকার দেন নি, তাই আমি ওঁকে বলব যে, আমার প্রশ্নের জবাব দিন। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের ইনকাম ট্যাক্স ও সেলস্ ট্যাক্স এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য বিভাগ যা আছে তাতে কতজন কমিশনার ও এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আছে এবং অন্যান্য বিভাগে একজন কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার কতগুলি কেস ডিসপোজ অফ করেছেন এই সেলস্ ট্যাক্সএর ব্যাপারে এবং কত দিনে ডিসপোজ অফ হয় তার একটা হিসাব দিন। আমার যতদূর জানা আছে ইনকাম ট্যাক্স ও এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সএর তুলনায় আমাদের বিক্রয়কর বিভাগ ওয়ান-ফিফ্থও করে না। সুতরাং এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এফিসিয়েন্সি কাকে বলছেন? তিনি যে বলেছেন, লোক বাড়িয়েছেন, কিন্তু তাতে কলেকশনএর স্ট্রেংদেনিং তো হয় নি। এফিসিয়েন্ট ওয়ার্কার দরকার, কিন্তু সেই ওয়ার্কারস্ কোথায়?

[6—6-10 p.m.]

তৃতীয় জিনিস বার বার ক'রে বলতে হচ্ছে, ট্যাক্সেশন এ্যাট দি সোর্স করুন। অবশ্য একথা ঠিক যে, পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে ট্যাক্সিং এ্যাট দি সোর্স করেছেন। ট্যাক্সিং এ্যাট দি সোর্স যদি হয়, তাহলে কেবলমাত্র যে খরচ কম হবে তা নয়, ট্যাক্সএর চাপ জনসাধারণের উপর থেকেও অনেকটা কম হবে। যেসমস্ত বড় বড় পুঁজিপতি শিল্পপতি আছে সেখানে ট্যাক্স করুন, ট্যাক্স আদায় করবার খরচ কমবে। এবং জনসাধারণের উপর ট্যাক্সএর চাপও কম পড়বে। বার বার ক'রে বলা সত্ত্বেও তাঁরা কেন গাফিলতি করেছেন? তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে ট্যাক্সিং এ্যাট দি সোর্স ক'রে সেলস্ ট্যাক্স অনেক বেড়েছে, সুতরাং ট্যাক্সিং এ্যাট দি সোর্স কেন করেন না, আমি বুঝি না।

পরিশেষে মন্ত্রীমহাশয়কে গত বৎসরের বক্তৃতা স্মরণ করিয়ে দিই। আমরা দাবী করেছিলাম যে, সেলস্ ট্যাক্সএর প্রিন্সিপ্লএর কথা আলাদা। তিনি বোম্বের কথা বলেছেন—সেখানে হাইয়ার রেট অফ ট্যাক্সেশন আছে। আমরা দাবী করি, বিলাস দ্রব্যের উপর, লাক্সারির উপর

টাকা প্রতি ৩ পয়সা কেন, টাকা প্রতি যত খুশি চাইবেন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যেসব নিত্যব্যবহার্য জিনিস তার উপর থেকে ট্যাক্স তুলে দিন। ডাঃ রায় গত বৎসর বলেছিলেন—

"The Finance Department is now examining as to whether we should not also put in higher taxation on certain of these luxury articles."

এক বছর পার হয়ে গেল থিংকিং আর এক্সামিনিং শেষ হ'ল না—কবে শেষ হবে জানি না। আমি বলি, সেল্‌স ট্যাক্স জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেল্‌স ট্যাক্সএর আওতায় মানুষকে ফেলে দিয়েছেন। জনসাধারণের বাঁচবার উপায় নাই। জন্মাবার পর সেল্‌স ট্যাক্স, মৃত্যুর পর পোড়াবার যে কাঠ তার উপর সেল্‌স ট্যাক্স। তাই বলি, জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য জিনিসের উপর থেকে সেল্‌স ট্যাক্স তুলে দিন এবং লাক্সারি গুড্‌সএর উপর সেল্‌স ট্যাক্স করুন। কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রিন্সিপ্‌ল কি? যাদের প্রচুর আছে, তাদের উপর বেশি করে করুন, আর যাদের নাই তাদের ট্যাক্স মুক্ত করুন। কল্যাণ রাষ্ট্রের কথা বলেন, কিন্তু সেখানে কি দেখছি? এমন কি অত্যন্ত মিনিমাম যে ট্যাক্স প্রগ্রেসিভ রেট অফ ট্যাক্সেশন, যেকোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে যা আছে, এক্ষেত্রে সেই প্রগ্রেসিভ রেট অফ ট্যাক্সেশন নাই। প্রপোরস্যানাল রেট অফ ট্যাক্সেশনএ গরীব লোক যদি এক টাকার জিনিস কেনে তাকে যে ট্যাক্স দিতে হয়, বড়লোক যিনি ২০ হাজার টাকা মুনাফা করে, তাকেও সেই রেটএই দিতে হবে। আমরা দাবী করি, লাক্সারি গুড্‌সএ হাইয়ার রেট অফ ট্যাক্স করুন এবং সাধারণ মানুষকে ট্যাক্সএর হাত থেকে বাদ দিন। এতে আয় বেশি হবে, জনসাধারণের উপর চাপ কম পড়বে, ইন্টারন্যাল মার্কেট এক্সপ্যান্ড করবে, ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করবার সুবিধা হবে, এদিক দিয়ে সেল্‌স ট্যাক্সএর নীতি পরিবর্তন করে নূতন ছাঁচে আনুন যাতে সাধারণ মানুষ অন্ততঃ কিছুটা ট্যাক্সএর বোঝা থেকে মুক্ত হতে পারে।

Sj. Madan Mohan Khan:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে য়্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স বাবত এক কোটি ১৪ লক্ষ টাকার মত উঠে আসছে। আমরা দেখতে পাই কলকাতার এবং তার আশেপাশে ১৪০টির মত সিনেমাগৃহ আছে। মফঃস্বলে ৮০টি গৃহ আছে। কলকাতা এবং তার আশেপাশের গৃহে সাত হাজার কর্মচারী কাজ করে এবং কলকাতা শহরের বাইরে যেসমস্ত সিনেমাগৃহ আছে তার ৮০টিতে ৪ হাজার কর্মচারী কাজ করে। সরকার থেকে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে একটা সার্কুলার জারী করেছিলেন যে, সিনেমাগৃহের কর্মচারীদের পে ২৫ টাকার নিচে হবে না এবং ডি, এ, ২৫ টাকার নিচে হবে না। এবং তারপর গত ১৬ই জানুয়ারি ১৯৫৬ সালে এ'রা জানিয়েছেন যে, সেটা এখনও পর্যন্ত বহাল আছে যদি কোন নতুন এগ্রিমেন্ট না হয়। কিন্তু আপনার কাছে খবর আছে কিনা জানি না, দেখবেন যে, মফঃস্বলে যে ৪ হাজার কর্মচারী কাজ করে তাদের বেতন ১০ টাকা, মিনিমাম ডি, এ, কিছুই পায় না, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা থকে রাত্রি ১টা পর্যন্ত এদের কাজ করতে হয়, তার জন্য কোন এক্সট্রা এ্যালাওয়ান্স বা ডি, এ, ইত্যাদি কিছুই পায় না। এদিকে সরকারের দৃষ্টি থাকা উচিত। সরকার এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স নেন, সংগে সংগে এইসমস্ত সিনেমাগৃহের কর্মচারীরা যাতে সুখে থাকে বা আইনমত বেতন ও ডি, এ, পান তার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু সরকার তা তো করেনই না, বরং এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স নেন এবং সিনেমা গৃহের মালিকের অন্যায়কে সাপোর্ট করার জন্য বিনা পয়সায় সিনেমা গৃহে ডকুমেন্টারী ফিল্ম দেখবার ব্যবস্থা করেন। যদি সিনেমা গৃহের কর্মচারীরা সরকারের কাছে দরখাস্ত করে তাহলে সেইসমস্ত দরখাস্ত চাপা দেওয়া হয় এবং তাদের বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন কিছুই গ্রহণ করা হয় না। আজকে সেখানে আমরা বলব, গ্রামাঞ্চলে যেসমস্ত সিনেমাগৃহ আছে, তাতে টিকিটের সেল খুব কম, জনসাধারণ বেশি পয়সা দিতে পারে না, কারণ, গ্রামে দরিদ্র জনসাধারণ বাস করে। আজকে সহরে দেখতে পাই টিকেটএর হার মিনিমাম আট আনা থেকে ৪টি টাকা পর্যন্ত ; তার উপর সরকার এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স আদায় করুন আপত্তি নাই, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যে সিনেমাগৃহ আছে তাতে ট্যাক্স যদি আদায় করেন তাহলে সেখানে আমাদের আপত্তি আছে। সেখানে আমরা বলতে চাই যে, সেখানে আট আনা পর্যন্ত এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স বাদ দিন তাহলে সিনেমা গৃহ যে টাকা পাবে, তা থেকে কর্মচারীদের দিতে পারবে, তাদের উপকার হবে।

আর একটা জিনিস—সেটা হচ্ছে টিকেটের হার কম করা সম্বন্ধে। শহরে ফিল্ম প্রডিউসাররা ফিল্ম প্রডিউস করে সিনেমা গৃহের সঙ্গে কনট্রাক্ট করে এবং সেই কনট্রাক্ট অনুযায়ী ফিল্ম নিয়ে তারা লাভ করে। গ্রামাঞ্চলে ব্যবস্থা ঠিক উলটো। সেখানে ফিল্ম কোম্পানি সিনেমা গৃহের সঙ্গে কনট্রাক্ট করে এবং তাদের লাভ হোক বা না হোক একটা নির্দিষ্ট টাকা তাদের দিতেই হয় এতে ভয়ানক কম লাভ হয়, এজন্য আমার বক্তব্য যে আট আনা পর্যন্ত টিকিটে এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স যাতে বাদ দেন তৎপ্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

6-10—6-20 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমার কাট মোশনএর এক জায়গায় ছাপার ভুল আছে, সেটার প্রতি আগে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেখানে লেখা ছিল এন্ট্রি ট্যাক্স সেখানে এন্টার-টেনমেন্ট ট্যাক্স হয়ে গেছে, এটা ছাপার ভুল, এখানে এন্ট্রি ট্যাক্স করতে চাই এবং এটাই ছিল। এই এন্ট্রি ট্যাক্স ইন পার্টিকুলার এই কারেকশন করলাম এইজন্য যে, আমার আগেও ২।৩ জন সদস্য বলে গিয়েছেন যে, সেল্‌স ট্যাক্সএ উত্তরোত্তর আয় বাড়ছে। ২।১ বছর আগে আমাদের রাজস্বমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে, সেল্‌স ট্যাক্সএ আমরা স্যাচুরেশন পয়েন্টএ পেঁৗছে গিয়েছি। তারপরও আমরা ১।১॥ কোটি টাকা বাড়তে দেখেছি; বাড়বার কারণ মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় রাজস্বমন্ত্রীমহাশয় যে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন

additional taxes contemplated are entry tax on tea extending coverage of sales tax—

এটা বাজেট স্পিচএর ২৫ পাতায় আছে—

এর আগেরবার ট্যাক্সের কথা না বলে আজকে এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে সেল্‌স ট্যাক্সের নানা রকমের "মডিফিকেশনের" ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছেন যে, আরও টাকার দরকার হবে এবং সেগুলো কোথা থেকে পাবেন। সেজন্য সেল্‌স ট্যাক্স সম্বন্ধে আমার প্রশ্নগুলো বড় হয়ে উঠেছে। আমার আগের বন্ধুরা যা বলে গেছেন সেগুলো সম্বন্ধে আমি ২।১টা নূতন কথা আরও বলতে চাই যে, কেমন করে এই সেল্‌স ট্যাক্স বেড়েছে। সুবোধবাবুর কথাটার পুনরাবৃত্তি করছি এইজন্যে যে, এটা বেড়েছে নূতন জিনিসের উপর ট্যাক্স বাড়িয়ে এবং নানান রকমের দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসিয়ে। কিন্তু যেটা উনি দাবী করছেন যে, বাই স্ট্রেংদেনিং দি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেটার পরিমাণ কম, কারণ আপনি দেখুন যে, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন য়্যান্ড কলেকশনএর খরচ কতটা বেড়ে গেল। এবং তার সঙ্গে যেটা যোগ করেছেন সার্টেন নিউ আইটেম সেটাই কথা। বঙ্কিমদা নিউ ট্যাক্স সম্বন্ধে আমার প্রশ্নটা তুলে দিয়ে গেছেন, সেটা সম্বন্ধে বলব না, এবং গেলবারে উনি আমার প্রশ্নের জবাবে যা বলেছিলেন সেটা পরে বলব। এন্ট্রি ট্যাক্স এবং সেল্‌স ট্যাক্স এই দুটোই একসঙ্গে থাকবে কিনা--প্রশ্ন আমরা শুধু ফ্রুটস্‌এর উপর করি নি, দুটোর উপরেই করেছিলাম যে, সেই দুটো একসঙ্গে থাকবে কিনা। এখানে প্রশ্ন থাকছে যে, এই যে সেল্‌স ট্যাক্স সম্বন্ধে যে একটা দৃষ্টিভঙ্গী আপনাদের আছে, সেটার সম্বন্ধে আমার প্রধান বক্তব্য,--অর্থাৎ সেটা হচ্ছে যে, যেমন আমাদের চোখের সামনে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে আমরা ভয় করছি যে, সে সেল্‌স ট্যাক্স তুলে নিয়ে যেতে পারে, ঠিক তেমনি আমরা ভয় করছি, এই সময় এই সরকারের নিদারুণ টাকার প্রয়োজন। দুর্ভিক্ষের যেমন প্রয়োজন অন্ন, মরুভূমির যেমন জল, আমাদের সরকারের সামনে তাই প্রয়োজন ম্যায় ভুখা হুঁ। এবং সেজন্য সেটার বিচার নেই—গরু, ছাগল, ভেড়া, মানুষ যা পড়ে, ম্যায় ভুখা হুঁ। আজকে এই নীতির উপরে যদি আমাদের কিছু সমালোচনা করতে হয় তাহলে এই ভুখা হুঁর সঙ্গে ঐ যে কথা এ্যাডিসনাল ট্যাক্সেশন যা এই লাইনে হবে- সেটা হলে আমাদের বাংলাদেশ অনেক নিচে নেমে যাবে। সেজন্য আমি প্রশ্ন করছি, কারণ, আমার মনে সন্দেহ আছে যে, এই যে, কলেকশনটা বেড়েছে তাতে তার প্রপোর্স্যানএ আপনার ডিপার্টমেন্টের এত খরচ বেড়েছে কেন? আমরা শুনেছি এবং শুধু শুনেছি বলেই নয়, আপনার কাছে এটা একটা অভিযোগ করছি যে, মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর এইরকম কতকগুলি ট্যাক্সেশনএর কথায় ডিপার্টমেন্ট চলে। তাঁদের মুখে "১০ কোটি টাকা চাই" শুনলেই সে যেমন করে হোক এখানে ওখানে ছোবল দিয়ে ১০ কোটি টাকা তুলে অত্যধিক প্রভুভক্ত কর্মচারী হয়ে দেখা দেবে। এবং তাতে করে চামড়া, পিঠ, মাথা যে গেল তা তাদের

দেখবার দরকার নেই, গুরুর পদতলে এনে ১০ কোটি সে পেঁছে দেবেই। দেশের প্রয়োজন। আমরা সেটা সকলেই অনুভব করছি, কিন্তু ঐ রকম করে টাকা আদায় করা ভাল নয়। জানি যে, রাই কুড়িয়ে বেল হয়—ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ২।৪ পয়সা করে নিয়েই কোটি টাকা করা যায়। কিন্তু এমন অনেক বড় বড় জমাটি জায়গা আছে, যেখানে হাত বুলোলেই অনেক টাকা উঠে যায়, এবং তার জন্যে আপনার এই ডিপার্টমেন্টের জন্য এত খরচারও দরকার হয় না। তাহলে অন্য জায়গায় স্ক্যার্সিটি হয় না এবং যেখানে আছে সেখান থেকে আনলে আপনার গভর্নমেন্ট লোকের কাছে এত অপ্রিয় হয়ে ওঠে না। দেশের লোক জানে যে, যারা ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে কারবার করে তারা কতটা ফাঁকি দেয়, এবং তাঁদের কাছে যেতে এ'রা ভয় পান। তাঁদের কাছে গেলে হয় তাঁরা হাতে কিছু দিয়ে দেন কিম্বা আবেদনের জন্য সেই সুপ্রীম কোর্ট অবধি দৌড়াতে হবে। অতএব এইসবের জন্য ভয়ে তাদের কাছে যাবেন না, কিন্তু যে মানুষ নড়তে পারে না, তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আপনি এমনভাবে নিতে যান যার ফলে কত ছোটখাট সন্দেশের দোকান উঠে গেছে। কারণ, আপনারা এমন দাবী করেছেন, যে দাবীতে তাদের ঐ ছোট দোকান চালান সম্ভব নয়। অথচ আপনারা জানেন যে, এমন এমন কারবারী আছে যারা সম্পূর্ণভাবে সেল্‌স ট্যাক্স বা অন্যান্য ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের গায়ে হাত পড়ে না। আমি এটা বলছি এইজন্য যে, আপনার ডিপার্টমেন্ট জানাচ্ছেন যে টাকা চাই, কিন্তু আপনি জানুন যে, আপনার ডিপার্টমেন্ট উপরের স্তরের গায়ে হাত বুলোয় এবং নিচের স্তরের উপর অন্যায় অত্যাচার করে। যে মানুষের উপরে আপনি দেশ গড়বেন, নূতন দেশের কল্পনা করছেন, শিল্পোন্নয়ন করছেন, সুখী বাংলা কল্পনা করছেন, কিন্তু সেখানে কি আপনি মনে করেন যে, কঙ্কালের উপর সুখী বাংলা গড়বেন? আমার আগের বক্তা বলে গেছেন যে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেল্‌স ট্যাক্স দিয়ে যেতে হবে এবং যদি আপনি বলেন যে, টাকা চাই, নূতন নূতন জায়গার থেকে ট্যাক্স কলেকশন হবে, তাহলে সেখানে যদি আপনি এবং আপনার ডিপার্টমেন্ট দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে দিলেই আপনার ডিপার্টমেন্ট কম খরচায় আরও বেশি টাকা আদায় করতে পারবে এবং জনসাধারণের আশীর্বাদভাজনও হবেন। অর্থাৎ যেদিকে মুষ্টি ঢিলা করা যায়, সেখানে ঢিলা করুন, যেখানে হাত বাড়িয়ে ছোবল দেওয়া উচিত সেখানে আপনি ছোবল দিন।

তারপর গরীব সাধারণ মানুষ যাদের নিয়ে আপনার ১৪ আনা কারবার তাদের সম্বন্ধে একটা কথা বলছি। কলেকশন ছাড়া আপনার ডিপার্টমেন্ট অনেক বেড়ে গেছে, এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারএ জায়গা ভরে গেছে, তবু আপীল সম্বন্ধে যে অভিযোগ সেটা এখনও মেটেনি বলে এইদিকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গীটা দিলে খুব মঙ্গল হয়। আপনার ডিপার্টমেন্ট ছোবল দেয়, ধরে, কিন্তু পুলিশের সঙ্গে তাদের লড়বার বা সুপ্রীম কোর্টে যাবার তাদের ক্ষমতা নেই, সেখানে চোট খাবে বেশি, যেখানে মানুষ কথা কম হয়। তাদের পক্ষে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবার পর আপীল হয়—আপনি টাকা নেবার বেলায় যেখানে তাড়াতাড়ি নিয়েছেন, কিন্তু সেখানে আপীল করায় সেই আপীল ডিসপোজএ তাদের জাস্টিস পাওয়া এত দেরীতে হয় বলেই আমাদের এটা একটা স্ট্যান্ডিং অভিযোগ। সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে এতে কি বোঝা যায়? এতে কি বোঝা যায়, সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে আপনাদের মমতার অত্যন্ত অভাব। গরীব ব্যবসাদারদের কাছ থেকে টাকা নেবার পর তাদের আপীল ফেলে রাখাটা কিসের পরিচয় দেয়—সে সম্বন্ধে আপনি ভাবেন না। আমি আবার বলছি যে,—আপনি যদি সত্যি ডিপার্টমেন্টের মুখ ঘোরাবার চেষ্টা করেন তাহলে যে টাকা আপনি চান সে টাকা আপনি পাবেন। যেখানে টাকা পেলে আপনি লোকের আশীর্বাদভাজন হবেন, সেখানে না নিয়ে অন্যায় করে গরীব মানুষের কাছ থেকে নিলে এরা আপনাকে তার জবাব দিয়ে দেবে। অথচ আপনি যদি সত্যি টাকা চেয়ে থাকেন তাহলে সেখান থেকে নিলে টাকা পাবেন এবং মানুষের আশীর্বাদভাজনও হবেন। আপনি নীতিগত হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন যে, কালেকশনটা এইরকমভাবে হোক এবং সেটা দুটো জিনিসের মধ্যে দিয়ে ছিল ঔষধ এবং পুস্তক। অন্য বক্তারা পুস্তক সম্বন্ধে বলবেন, কিন্তু মেডিসিন সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথা হবার সময় আপনি অনেকগুলি বাধা দেখিয়ে বলেছিলেন যে, তা হয় না। সেখানে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম, ঔষধটাকে যদি আপনি ফ্রি করে দেন তাহলে কত টাকা আপনার লোকসান হবে সেটার হিসাব আপনি করুন। আপনি অন্য দিক দিয়ে অনেক টাকা পাচ্ছেন বলে, এইটুকুন লস আপনারা যদি সহ্য করতে না পারেন তাহলে এ্যাট দি সোর্স করা

যায় বলে যে অনেকগুলি মত সম্প্রতি আপনার কাছে গেছে সেগুলিকে গ্রহণ করুন না কেন? আপনি যেখানে ভয় করেছিলেন যে, বাংলাদেশের ঔষধ বাংলার বাহিরে যেতে গেলে সেখানে দাম অনেক বেড়ে যাবে, কিন্তু সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও যুক্তি দিয়ে কাগজ আপনার কাছে গেছে, যে তা হবে না এবং আপনি যদি চান তাহলে আমরা না হয় ফের সেই সমস্ত জিনিস আপনার কাছে পৌঁছে দেব। সেজন্য আমি বলছি যে, দরিদ্র মানুষের উপর মায়ার নীতিটাই যেন আপনার পরের বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় এবং তাতে সেলস্ ট্যাক্স সম্বন্ধে লোক আপনাকে আশীর্বাদ করবে, অভিশাপ করবে না।

[6-20—6-30 p.m.]

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার যে ছাঁটাই প্রস্তাব আছে, সেই ছাঁটাই প্রস্তাবের শেষ প্রস্তাব আগে বলছি এবং প্রথমটা পরে বলব। আমার আগে বন্ধুবর মদনমোহন খান মহাশয় যা বলেছেন, সেই বিষয়েই আমি বলব অন্যদিক দিয়ে। এই যে এন্টারটেনমেন্ট ট্যাক্স আদায় হয় এক কোটি টাকার উপর, আমার প্রস্তাব হচ্ছে—তার মধ্যে ৫০ পারসেন্ট সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জন্য খরচ করা দরকার। কেন, সেটা পরিষ্কার করে বলব।

প্রথমতঃ এই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকে একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে দেখা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, এই ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য এইসবগুলি জনসাধারণের কাছে পরিবেশিত করবার একটা মাধ্যম বা লোকশিক্ষার একটা যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এইদিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আজ এই এসেম্বলির জীবনের পঞ্চম বর্ষ। এই পাঁচ বছর ধরে আমি বার বার করে কয়েকটি কথা বলে এসেছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে যে, এ নিয়ে একটা সিনেমা রেগুলেসন বিল তৈরি করুন। যখনই বলা হয় তখনই তিনি বলেন, এটা সেন্ট্রাল সাবজেক্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এর সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করেন। আমরা কেবল লাইসেন্স দেবার অধিকার পেয়েছি, কলেকশন করবার অধিকার পেয়েছি। এই পর্যন্ত বলে ক্ষান্ত হয়েছেন। বার বার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এদিকে; এতবড় যে পাটশিল্প তাতে যে টাকা খাটে, তার চেয়ে বেশি টাকা খাটে আমাদের এই সিনেমা শিল্পে। অথচ আজকে এটাকে শিল্প হিসেবে গড়ে তোলবার দায়িত্ব যদি আমাদের শাসকবর্গের না থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষ পুঁজির অভাবে এই ইন্ডাস্ট্রিকে বড় করতে পারবে না, বাঁচিয়ে রাখা তো দূরের কথা, এটা সহজে বোঝা যায়। এদিক থেকে বিবেচনা করে আমি দেখাতে চাই যেখানে আমাদের রাজস্ব ঘাটতি হয়, সেখানে রাজস্ব আমাদের অন্যদিক থেকে, ডাঃ নারায়ণ রায় বললেন, খাবল মেরে আনতে হয়। এমতাবস্থায় এটা যদি ভালভাবে সুসংগঠিত করা যায়, তাহলে এই থেকে অনেক কোটি টাকা আসতে পারে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি। শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপারে এবং এ থেকে যে কর আসে, সেটা থেকে সম্প্রতি বাংলা সরকার একটা অন্ততঃ ভাল কাজ করেছেন - যে "পথের পাঁচালী" ছবি নির্মাণের জন্য সাহায্য দিয়েছেন। এদিক থেকে ডাঃ রায়ের সরকারকে বলি গত চার বছরের চেষ্টায় একটা ফল হয়েছে। সেদিক থেকে উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই আজকে যেসমস্ত পরিচালক সিনেমা-শিল্পে নিয়োজিত আছেন, যাঁরা চিত্র নির্মাণ করেন, তাঁরা যদি এইভাবে সরকারী সাহায্য পান তাহলে পথের পাঁচালী ছবি যেমন একটা ডিপার্চার এইরকম শত শত ছবি তাঁদের কাছ থেকে আমরা পেতে পারি। সাধারণ মানুষ শিক্ষার দিক থেকেও যথেষ্ট লাভবান হবে। উপরন্তু গভর্নমেন্টও যথেষ্ট কর পাবে। এদিক থেকে বিবেচনা করে আমাদের প্রদেশের সরকারকে বলি যে, আমাদের দেশে আজকে ভাল ভাল সাহিত্য রয়েছে, ভাল ভাল রাইটার্স রয়েছেন, তাঁরা না খেয়ে না দেয়ে রোগে ভুগেও এই শিল্পের কাজে লেগে আছেন, তাঁদের আজ সাহায্য করুন। আর যেসব চিত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাঁদেরও সাহায্য করুন এবং এইভাবে শিল্পকে গড়ে তুলুন এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এটাকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করুন। এটা প্রথম যে ছাঁটাই প্রস্তাব আছে আমি বলেছি, এই সমস্ত সংসাহিত্য দ্বারা যেসমস্ত ছবি তৈরি হবে, সেই সমস্ত ছবি লোকশিক্ষার দিক থেকে ভাল জিনিস হবে এবং সেইসব আমাদের গ্রামাঞ্চলে আমাদের দেশের গরীব মানুষের দেখবার যোগ্য হবে। তা না করে এখান থেকে গাড়ী করে একখানা ডকুমেন্টারি ফিল্ম নিয়ে তাদের দেখাচ্ছেন যে, মাঠভর্তি জলের মধ্যে

প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় জুতা পায় দিয়ে মোজা পায় দিয়ে ধান ক্ষেতে নামছেন ধান কাটতে। আমরা যেভাবে করতে বলেছি, ওটা করলে আর এইরকম জিনিস হবে না। শিক্ষার প্রসার করতে হলে আমাদের দেশে যেসব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের টুরিং সিনেমার লাইসেন্স দিতে হবে। তাদেরও দু'পয়সা উপার্জন হবে, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিরও প্রসার হবে। এই-ভাবে তো সুষ্ঠু সবল জাতি মানসিক দিক থেকে তৈরি হবে। অন্য দিক থেকে আমোদকর বাবদ যে বার্ষিক এক কোটি টাকা আয় হয়, তার চেয়ে বেশি আয় সরকারের হতে পারবে। শুধু নির্দোষ বিমল আনন্দ পরিবেশন করে এ টাকা সরকার রোজগার করতে পারেন। তা না হ'লে অশ্লীল অরুচিকর যুদ্ধের ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দেয় এমন ছবি চারিদিকে প্রচার করে লোককে বিভ্রান্ত করা পাপও বটে এবং রাষ্ট্রের পক্ষেও ক্ষতিকর।

আমি আবার বলব, মুখ্যমন্ত্রীকে যে এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স যা আদায় হয় তার ৫০ পার সেন্ট বর্তমান শিল্পের উন্নতির জন্য দেন। এটা চিন্তা করে দেখুন। এটা যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার, তেমনি প্রাদেশিক সরকারের ব্যাপারও বটে। এটা কেন্দ্রের দ্বারা আটকাবে না। এই কথা কয়টি বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার যে কাট মোশন আছে ২৬ নম্বরে, আমি বিশেষ করে তার উপরে বলব। বলার আগে একটা কথা বলতে চাই যে,

Other tax and duties major head

এই বিভাগ থেকে আমাদের সরকারের রাজস্ব বেশি আসে, রাজস্ব আরও বেশি আসুক—এটা সকলেই চায়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হ'ল রাজস্ব আসার যে বিভিন্ন ধরনের পথ ঠিক করেছেন, তার সম্পর্কে আমাদের মতান্তর আছে। আমি যে কাট মোশন দিয়েছি সেখানে বিশেষ করে বলেছি, স্কুল-কলেজের যে পাঠ্যপুস্তক আছে, তা থেকে ট্যাক্স বাদ দেবার জন্য, এবারই বলছি যে শুধু তাই নয় গত ৪ বছর ধরে বিশেষ করে আমাদের বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে বারবার এই বিষয়ে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, অন্ততঃ এটুকু করুন, এই বইগুলির উপর থেকে ট্যাক্স বাদ দিন, তাহলে বহু সাধারণ মানুষের বহু দিক থেকে বহু উপকার হয়। আমরা জানি ট্যাক্স আদায় করবার বহু রকম পথ রয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে আমরা বলেছি যে, লাক্সারি গুড্‌সএর উপর আরও বেশি করে ট্যাক্স চাপান যায়। আরও অনেক শিল্পজাত দ্রব্য যাঁরা প্রোডাকশন করেন, তাঁদের উপরও ট্যাক্স চাপান যেতে পারে, কিন্তু সেইদিকে নজর না দিয়ে যত আক্রমণ স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলির উপর। স্কুলের বইও প্রতি বছর পালটান হচ্ছে, পাঠ্য-বইয়ের সংখ্যাও বাড়ান হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তার দামও তেমনি বাড়ছে এবং সেই অনুপাতে ট্যাক্সও বাড়ছে। প্রত্যেক বছরই ক্লাসএ নূতন বই পালটান হয়। মধ্যবিত্ত গরীব লোক যাদের বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে, প্রতি বছর তাদের যখন প্রমোশন হয়ে যায়, তখনই অভিভাবকদের নূতন বই কিনতে হয়। তাতে সংসারের উপর বিশেষ একটা ধাক্কা আসে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, ঔষধের উপর ট্যাক্স। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া নিঃশেষ হয়ে গেছে। কথাটা ঠিক, ম্যালেরিয়া যথেষ্ট কমে গেছে। তবে আরও নূতন সংকট দেখা দিয়েছে। যেহেতু মানুষ অভাবে পড়ে খুবই ডিভাইটালাইজ্‌ড হয়ে যাচ্ছে, সেইজন্য দেখা যায় যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যেসমস্ত রোগের কথা কখনও শুনি নি, এখন সেইসমস্ত মারাত্মক রোগের প্রসার খুব বেশি মফঃস্বলে হয়েছে, ডিপথেরিয়া, টিউবারকুলোসিস, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ সেখানে ব্যাপকভাবে চলেছে। কিন্তু সেই সমস্ত মারাত্মক রোগের যে ওষুধ তার দামও যেমন বেশী, ট্যাক্সও সেই অনুপাতে বেশী। এইসমস্ত ওষুধের উপর থেকে যদি এই ট্যাক্স তুলে দেওয়া যায়, তাহলে অন্ততঃ ডাঃ রায় পাঁচ বছরের ভেতর এই একটামাত্র সৎকাজ করেও বাংলাদেশের দরিদ্র জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হতে পারবেন। এটার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই ওষুধগুলির উপর থেকে আপনি ঐ ট্যাক্সটা তুলে দিন। অন্যান্য বক্তারা বহুদিক থেকে দেখিয়েছেন, ট্যাক্স আদায়ের অন্যান্য আরও পথ আছে। সেদিকে যদি নজর দেন, তাহলে সত্যিকারের একটা ভাল কাজ হয়। আমি আশা করি, আমাদের যুক্তির মূল্য ডাঃ রায় দিবেন।

আর একটা প্রশ্ন হ'ল, যেসমস্ত 'চ্যারিটি শো'এর উপর 'এমিউজমেন্ট ট্যাক্স' আছে সেটা তুলে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। শহর অঞ্চলে হউক বা মফস্বল অঞ্চলে হউক, যেখানেই 'চ্যারিটি শো' করা হয়, তার উদ্দেশ্য থাকে স্কুল বা কোন 'চ্যারিটেব্‌ল ইনস্টিটিউটকে সাহায্য করা। কিন্তু দেখা যায় যে, সেই 'চ্যারিটি শো'এর উপর এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স যে পরিমাণ নেওয়া হয় তাতে অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত টাকা আর হাতে থাকে না, অথবা সেই প্রতিষ্ঠানে শেষ পর্যন্ত অল্প টাকাই পেঁছায়। কাজেই এইরকম জিনিসের উপর যদি ট্যাক্স কমান হয়, এবং অন্যদিক থেকে ট্যাক্স আদায়ের যে রাস্তা আছে সেইদিকে আদায় করতে যদি সাহস সঞ্চয় ক'রে হাত দেন, তাহলে ভাল হয় এবং অন্ততঃ পশ্চিমবাংলার মানুষের কিছু উপকার হতে পারে।

[6-30—6-40 p.m.]

Sj. Amarendra Nath Basu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই। শ্রদ্ধেয় বন্ধু বঙ্কিমবাবু এই আদায় বাড়াবার জন্য পথনির্দেশের উদ্দেশ্যে যে কথাগুলি বলেছেন আশা করি, মন্ত্রী-মহাশয় সেদিকে নজর দেবেন। বিশেষ ক'রে, আমি যে কাট মোশন দিয়েছি তাতে জানিয়েছি যে, ঔষধ, বই এবং কুটিরশিল্প অর্থাৎ বাসনপত্রের উপর থেকে এই ট্যাক্স তুলে দেওয়া উচিত। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই যে আদর্শ সমাজ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা যখন বলি তখন আমরা সেইভাবেই কল্পনা করি যে, প্রতিটি মানুষ তার সমস্ত সম্পত্তি সরকারকে দেবে এবং সরকার প্রত্যেকটি মানুষের যা কিছু অভাব-অভিযোগ সমস্ত দূর করবেন। আজকের দিনে হয়ত সে অবস্থা নাই, কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের সকলের চেষ্টায় দেশকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে ; তাই আজকে আমরা যে দাবীটা ৪ বৎসর ধ'রে ক'রে আসছি সেটা হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকারের এখনই গ্রহণ করা উচিত। যদি আমরা সেটা না করতে পারি তাহলেও কি আমরা এতটুকু সুযোগ তাদের দিতে পারব না যে, বইর উপর থেকে বিক্রয়কর তুলে নিতে পারে এবং ঔষধ কম দামের হউক, বেশি দামের হউক, সমস্ত সাধারণ গৃহস্থ যা কিনতে বাধ্য হয় সেই ঔষধের উপর থেকে যদি এবার তুলে নেন তাহলে খুব ভাল হবে ব'লে মনে করি। এই আশ্বাস প্রতি বছরই মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দেন। কাঁসার বাসনপত্রের ব্যবসার যে অবস্থা সে অবস্থা দেখে মনে হয় যে, তামার বাসন, কাঁসার বাসন তৈরি যাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়, তাদের সেই জিনিসের বাজার এলুমিনিয়ম ও কাঁচের বাসনের জন্য নষ্ট হতে বসেছে। কাজেই তা থেকে যদি বিক্রয়কর তুলে নেওয়া হয় ত ভাল হয়। আর একটা সামান্য জিনিস বীজ তা থেকে বিশেষ আয়ও হয় না, আমরা 'অধিক খাদ্য ফলাও'এর অন্দোলন করি অথচ সামান্য বীজের উপর এবং চারা গাছের উপর থেকে সেল ট্যাক্স আদায় করি, আমি সেই সেল ট্যাক্সটা তুলে নিতে অনুরোধ করছি। আর আমার বিশেষ বক্তব্য নেই, কারণ এর উপর অনেক বলা হয়েছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, Shri Bankim Mukherji has referred to a system which was prevalent in Bombay. He says that in reference to that provision or with respect to that, subsidy is being given. Sir, the article in the Constitution is that if there has been any tax on the sale or purchase of goods which was being lawfully levied by the Government of any State immediately before the commencement of the Constitution, it shall continue to be levied until the 31st day of March, 1951. I do not know whether any particular subsidy is being paid by the Government of India to the Government of Bombay with regard to the cessation of such operation of sales tax. Sir, we also get from the Government of India contribution with regard to various items (page 60). We get a grant-in-aid of 1 crore and 50 lakhs of rupees with regard to jute duty and we get also grant-in-aid from the Government of India under article 275 of 95 lakhs of rupees on various matters. But the point that he has raised is a very important point, that is, whether the Government of India should take over the operation of the sales tax. I may inform the House that I have been opposing this particular measure because I feel that the sales tax is the one source which has been left to the State Government to increase its resources. There has been a move some time that collection might be made

by the Central Government and the Central Government will pass on the corresponding portion of the realisation from a particular area to that area. My difficulty or resistance has been due to the fact that we might change our approach to the sales tax problem according to situation in this Province which a centralised sales tax administration may not take account of.

Sir, the next question that has been raised is what progress we are making with regard to sales tax alone. I am not talking of all the taxes but only sales tax. We have raised the sales tax in 1948-49 from Rs. 4 crores 32 lakhs to Rs. 6 crores 80 lakhs. Possibly it will be a little more next year. Bombay, it is true, has a much larger income from sales tax. They realise something like Rs. 18 crores. The reason is this. In West Bengal we do not charge for any raw materials, fuel and machinery which are required in the process of manufacture because we feel that would mean double taxation. The man who takes the finished goods has to pay not merely on the price of the goods that he purchases, but the price of the goods is raised because sales tax has been imposed on the raw material. In Bombay there is no such general exemption on sales of raw materials though sales of raw materials have generally to pay one tax which is mostly the first point tax. This first point tax on the raw materials increases the price of the finished commodity and when that commodity comes to Calcutta, then Calcutta people have to pay a higher amount because the raw materials have been charged which has been included in the price of the finished goods. Thus in Bombay there are three or four incidences of sales tax. When the criticism was made in the Assembly last year, I made it a point to make enquiry from the Commercial Tax Department of Bombay, when I was there, and they told me that they tax three times on a particular material—they tax once on the raw materials, they tax also on the first point sales tax. Supposing some textiles are sold by a mill, they charge a sales tax there. Then again when that commodity comes to the market and is sold, again a sales tax is charged.

[6-40—6-50 p.m.]

Where goods manufactured in Bombay are exported to other States no sales tax of course is leviable on finished goods, but the tax on raw materials which they have already taken has gone to the price of commodity which is brought to Calcutta or Bengal for their consumption. Again we have many commodities which are exempt in West Bengal, which are taxable in Bombay, e.g., cooked food under certain conditions, livestock, poultry, agricultural implements, yarn, tobacco for *hookah*, quinine, cotton, mustard oil, mustard seed, matches, etc.

The second point to which I want to draw the attention of the House is that the population in Bombay is higher than in Bengal. Thirdly, their resources are higher than ours. They collect income-tax to the extent of Rs. 65 crores, whereas we collect income-tax to the extent of Rs. 45 crores. That shows the amount of wealth they have in Bombay which is spent on buying goods on which sales tax is imposed.

In this connection, I may mention one or two points which have been mentioned by my friends here. One question they have mentioned is the sales tax on books. I want to make it perfectly clear that we have considered this question very much in detail. The present position is that the total student population in Bengal is 2,660,812 in 1954-55. In the primary schools there are 19 lakhs of students. The primary school text-books are exempt from sales tax, i.e., books which are used from Standard I to IV. Of the remaining student population, 665,434 are in secondary schools, and 81,446 in colleges for general education. Now, these boys come from different classes of society. Poor students usually try to get old books, and

recently we have introduced a liberal system of stipends. If we exempt this, even those who can afford to pay tax will not pay the sales tax. Now then assuming that a student buys, say, Rs. 10 worth of books in a year he will pay only 4 as. to 8 as. of sales tax. I have made careful enquiries, and I find that the authors of the text books and some of the publishers are quite capable, considering the income they make, of meeting the sales tax. I do not know whether by removing the sales tax the benefit will go to the students. How can I control the prices of text-books? I have no power; and therefore supposing that I remove the sales tax, the eight annas which will be removed may not come to the benefit of the students, because the students will have to buy books according to the prices laid down by the authors or by the publishers. It that is to be done, an elaborate system has to be introduced for the purpose of finding books. On the other hand, we have at the instance of the Government of India introduced and are introducing here in every school libraries for which they have offered to give us Rs. 2,500 to Rs. 5,000 a year for the libraries in the particular schools. That would certainly be a great advantage to the poorer students. Religious books, besides the books for primary classes, religious books, e.g., the Vedas, the Upanishad, the Ramayana, the Mahabharata, the Gita, Chandi, Quran, Hadis, Asule-Hadis, Sikh religious books, etc.—they are all exempt. It is true that the total return may be small, but at the same time we have got to realise that even if it is a small amount and if I may withdraw it, I must first of all have to be sure that the students will be relieved, and they may not have to pay the fees for the books; and secondly whether we can utilise this money for the purpose of expanding the library facilities for the poorer students.

As regards medicine, quinine, as you know, is exempt from sales tax. My friend, Dr. Narayan Chandra Ray, has suggested that the medicines may be charged at the first point; and I believe that there is a representation from the Indian Medical Association. We have made enquiries. We feel it is possible to do so, and very likely we will introduce it.

Then comes the question of cottage industries. My friend, Sj. Amarendra Nath Basu, always pleads for cottage industries, but he must realise that you must be a registered dealer, that is to say, your total turnover should be above a particular figure before you will be called upon to pay sales tax. If the dealers sell cottage industry products to consumers, they automatically get exemption from the scheme of the West Bengal sales tax. Many cottage industries produce luxury goods. I have seen many of them in sales emporium and so on. I do not see why such luxury goods should not be charged.

The next question that Shri Bankim Mukherji placed is that I have given an undertaking that by introducing the scheme of charging tax on entry of goods or octroi there should not be a double charge There are two materials on which we have imposed this tax. One is on tea, and the other is on fruits. It is true that I did say, and I still hold to that, that fruit dealers have not been giving us a good deal, and they have been trying to evade taxes, although our calculation goes to show that more than Rs. 6 to 7 crores worth of fruits are sold in Calcutta every year. Most of it escape payment of sales tax. I did say then that if the new scheme of taxing the fruits at the entry becomes a satisfactory process, then the ordinary people who buy the fruits may not have to pay double taxation. We shall see to that. I have still that view. With regard to tea, I make no observation, and I do not think that it is necessary to take it into account.

Now, Sir, as regards the cost of collection my friend, Shri Subodh Banerjee, has shown that the cost is 3.5. If he had taken the trouble to see the details he would have noticed that this 3.5 is not merely the cost

of administrative machinery for collection, but it also includes this year at any rate an item of Rs. 8 lakhs for the Central Commercial Directorate office which we are building.

[6-50—7 p.m.]

Sir, as a matter of fact we have made calculation and we find that the ratio or proportion has been like this. In 1952-53 it has been 2.5, in 1953-54—2.4, in the revised estimate of 1954-55—2.2 and in the revised estimates of this year it is 2.7. We have calculated for the next year and it may be 2.3. Bombay is 2.2. We have looked to the figures of Bombay and it does not include any capital expenditure such as has been included in our estimates this year. Madras is 4.5, U. P. is 4.6 and Bihar 4.7. Therefore, on the whole we have managed to collect our taxes at a fairly low cost.

Then the question has been raised about exempting the charity shows from amusement tax. Our rules prescribe that if a show is given where the proceeds are normally for charity no amusement tax is taken. If on the other hand the show is given where not more than 25 per cent. of the realisation is spent in various arrangements for the show like printing of tickets, etc., then although the amusement task has to be levied in the beginning it is refunded to the party if they can show by their accounts that they have given 75 per cent. in charity. Thirdly, if the show is entirely meant for a charitable purpose, particularly, educational purpose, we have exempted the tax or in some cases where we have asked for to pay tax we have made contribution of a similar amount for meeting this amusement cost on the part of the promoter. At the same time I may tell my friends that cases have come under my view where the promoters of the charity shows were out to benefit themselves rather than for charity for which the show had been ordinarily organised. Another question has been asked by Sj. Monoranjan Hazra. He has said why not take over the cinema industry. I have made some enquiries in the matter and I found that there are four parties who are interested in the cinema industry—one is the writer who is usually very badly paid and is in very difficult circumstances. I may tell you that we have fund to give help to the prominent writers. As a matter of fact the receipt that we had from the box collection of *Pather Pachali* after paying all expenses our Government has funded it for the purpose of asking other writers to write similar books for which prizes have been offered. A committee has been appointed consisting of Sj. Rajsekhar Basu, Sj. Tarasankar Banerjee and others. Now they will decide upon the value of each writing and the reward will be between Rs. 5,000 to Rs. 10,000 to a really good writer.

Secondly, comes the question of the directors and the producers. I confess I do not know much about the details of their functions. I understand it is the director who really turns the story into action whereas the producer is merely a man who finances the whole thing. Some weeks ago some producers came to me and told me that their difficulties are that their general films are in Bengali and due to the fact that East Bengal would not take Bengali films there are only two alternatives open to them—either to have Hindi, and for this they will have to go to Bombay or to write Bengali films which will not have the same circulation as before because of the curtailment of the area where Bengali is spoken, heard and appreciated. So these directors and producers gave me another picture, namely, that they have got to go to Bombay because they are not able to find some machineries and instruments which are required for the purpose of producing films. Then I suggested to the producers to form a co-operative. They should raise a certain amount of money first and then come to Government. We have given them 1 lakh 50 thousand rupees.

They have set up a central place, not under the Government, where they would keep all thee instruments and appliances for the use of any producer or director on payment of certain fees. They have begun working this scheme. The fourth party is the cinema house owner. He is a man who I think requires no help from any quarter. Because they make generally a good deal of money. This is my information. (Sj. SUBODH BANERJEE: You have omitted two component parts—the artistes and spectators). I do not want to help the spectators. However, Sir, there are four parties in this industry and as suggested by Sj. Monoranjan Hazra I am thinking over the matter whether such help cannot be given. As I have already said my sympathies are with the writers as they do the most important part of the job and they are left in the lurch absolutely. The thing or the story is taken from them after paying a small royalty and the writers cannot complain. Secondly the directors and the producers need some help otherwise as they say they may have to go to Bombay and I want to stop their going to Bombay.

The next question that has been raised is about the stoppage of sales tax on medicine. But our idea is to open new and a larger number of health units both in the rural and in the town areas. It is true that we have not been able to go as far as we wished but if it is possible for us to collect some money it is no use reducing the cost of medicine on the part of a particular consumer rather than we would try to organise things in a way so that we can help the people not merely in medicines but also in the treatment of diseases.

[7—7-7 p.m.]

Then my friend Shri Bankim Mukherji said that you should tighten and strengthen He took the strengthening in a physical way. I say tightening is strengthening. If we have increased our staff it is for the purpose of making the appeal cases heard more quickly. We also got complaint that appeal cases were held up for a long time and we have therefore increased the number of men who are going to hear the appeal.

As regards Shri Rakhahari Chatterjee's suggestion about having a Sales Tax Office in Bankura instead of having one office at Bankura and one office at Midnapore, I have asked my Finance Secretary to look into the case and find out whether the amount of realisation of sales tax in Bankura justifies opening an office otherwise I may be accused of increasing the cost of administration. My friend told me about the electricity charges. I am not quite sure but I have a vague recollection that in our programme for extension of Electricity Department Bankura is also included. I am not quite sure on the point. I find that the amount of charges which they make has been reduced from 1st April 1954—for light and fan they used to charge seven annas and three pies, at the present moment it is six annas and three pies; for domestic purposes it has been reduced from two annas to one anna and nine pies; for high tension supply it is the same for industry they have reduced it by half. We have something to do with the generation and distribution of electricity through an organisation and we know that the rate seems high but unless we have much larger consumption of electricity, the prices cannot be reduced. In case of every electric company the rates would ultimately depend upon the amount of consumption and the ratio, that is to say, if a particular company can get the electricity supplied for 20 hours out of 24 and another company can only supply electricity for 4 hours out of 24, then naturally the first company will win because they get much better return than the second one. In this case I understand the total amount of consumption of electricity and its rate are rather low and therefore it is not possible for them with a small organisation of theirs to lower the rate. According to the Electricity Act, 1948, each

company has the right to have a clear profit of five per cent. It is also *provided in that Act that any return over five per cent.* will be ultimately *distributed to the consumer but I understand from the accounts that they are not even getting their five per cent.* return mainly because the load factor is very low. However, this is a matter which can be enquired into if and when this particular organisation is taken up by the Government in their electricity scheme.

I have answered every point that I could think of. I hope and trust that my friends will realise that I am no less conscious of the necessity of improving our resources if we are to develop our State. The resources are essential. Dr. Narayan Chandra Ray has always said that you might so manipulate your incidence of taxation that you might keep the tax as well as get the blessings of the people. Well, I wish I knew the *Kasti pathar* to do that. I would like not only to have the money but also have the blessings.

With these words, Sir, I oppose all the cut motions.

The motion of Sj. Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dharanidhar Sarkar that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharyya that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 27,45,000 *for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.*

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj Monoranjan Hazra that the demand of Rs 27,45,000 for expenditure under Grant No 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Nripendra Gopal Mitra that the demand of Rs 27,45,000 for expenditure under Grant No 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Probodh Dutt that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs 27,45,000 for expenditure under Grant No 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Das that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 27,45,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 27,45,000 be granted for expenditure under Grant No. 8, Major Head "13—Other Taxes and Duties", was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-7 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 5th March, 1956, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 5th March, 1956, at 3 p.m.

PRESENT:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 190 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Road construction under Test Relief Scheme in Malda district in 1954-55

***74. Sj. Dharani Dhar Sarkar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(ক) গত ১৯৫৪-৫৫ সালে মালদহ জেলার কোন্ থানায় কোন্ রাস্তায় টেস্ট রিলিফের কাজ করা হইয়াছে;

(খ) কোন্ রাস্তার বাবত কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে;

(গ) এই কাজে কতজন পে-মাস্টার ও কতজন মোহরার নিযুক্ত করা হইয়াছে;

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, এসব পে-মাস্টার, মোহরার এবং ওভারসিয়ারদিগের কয়েকজনের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হইয়াছিল;

(ঙ) সত্য হইলে, সরকার এ-সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন;

(চ) ইহা কি সত্য যে, এখন পর্যন্ত কয়েকজন মোহরার তাঁহাদের কাজের পুরা বেতন পান নাই; এবং

(ছ) সত্য হইলে, কি কারণে পান নাই?

The Minister-in-charge of the Food, Relief and Supplies Department (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) ও (খ) একটি বিবরণী এতৎসহ লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) ১৪২ জন পে-মাস্টার এবং ১৮৪ জন মহরার।

(ঘ) হ্যাঁ।

(ঙ) মোট এগারটি অভিযোগের মধ্যে ছয়টিতে পুলিস তদন্ত করা প্রয়োজন হয় এবং তদন্তের ফলে একটিতে মোকর্দমা করা সম্ভব হইয়াছে; বাকী অভিযোগগুলি জেলাবোর্ড বা সার্কেল অফিসার মারফত অনুসন্ধানের ফলে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

(চ) না।

(ছ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

এই যে ১১টি কেসের মধ্যে ৬টি কেসে পুলিস তদন্ত হয়েছে, আর বাকীগুলি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও সার্কেল অফিসার দ্বারা তদন্ত করা হয়েছে, মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি—সমস্ত কেস পুলিস দ্বারা কেন তদন্ত করা হল না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তখন প্রয়োজন মনে করি নাই।

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

পুলিস দ্বারা যে কেসগুলি তদন্ত করা হয়েছে—তা কোন কোন থানায় ও কোন কোন পেমাষ্টারএর এগেনষ্টএ কেস হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নোটীশ চাই।

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

যে কেসটীতে মোকর্দমা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কি হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বিচারাধীন আছে।

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

হবিবপুর ও ঋষিপুর থানায় যে টেষ্ট রিলিফএর কাজ হয়েছিল, সেখানকার পেমাষ্টারএর সম্পর্কে কোন তদন্ত করা হয়েছিল কি না?

Mr. Speaker:

তাতো আপনার প্রশ্ন নাই। উনি কি য়্যানসার দেবেন?

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

আপনি (চ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন 'না'। কিন্তু আমি জানি—একমাস পর্যন্ত অর্থাৎ জানুয়ারী পর্যন্ত ১৬ জন মোহরারের পে দেওয়া হয় নাই।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আপনি যদি জানেন, তাহলে তো প্রশ্ন করবার কিছু নাই।

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

আমি বলছি—আপনি জানেন কি না পেমেন্ট পায়নি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখানে আমার বিদ্যা যাচাই করবার প্রয়োজন নাই।

Mr. Speaker: That question does not arise.

Distress in Bankura district due to failure of crops

***75. Sj. Subodh Choudhury:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য কারণে গত বৎসর বাঁকুড়া জেলায় শস্যহানির দরুণ বর্তমান বৎসরের গোড়া হইতেই এই জেলার ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া খাদ্যসংকট ও বেকারী দেখা দিয়াছে, এবং

(২) এই অবস্থার প্রতিকারের দাবি করিয়া বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সরকারের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি সরকার প্রতিকারের কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) (১) খাদ্যসংকট ছিল না, তবে ক্রয়শক্তির হ্রাস ও বেকারী দেখা দিয়াছিল।

(২) হ্যাঁ।

(খ) ১৯৫৬ সালের গোড়া হইতে যে-সমস্ত রিলিফ দেওয়া হইয়াছে, তাহার একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to clause (খ) of starred question No. 75

১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৫৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত যে-সমস্ত রিলিফ দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণী

(ক) খয়রাতি সাহায্য—			
নগদ	...	...	৪০০ টাকা।
চাউল	...	...	১৬১,১৯২ মন।
(খ) টেস্ট রিলিফ কার্য—			
নগদ	...	...	২১,৮৮,০০০ টাকা।
চাউল	...	...	২৬৪,৮৩৮ মন।
(গ) কৃষিঋণ—			
নগদ	...	...	৫,০০,০০০ টাকা।
ধান্য	...	...	১৫০,০০০ মন।
(ঘ) কারিগরী ঋণ	...	...	২,৫০,০০০ টাকা।
(ঙ) কাপড়	...	...	৪,৬০০ খানা।
(চ) পোশাক	...	...	১,১০০ খানা।
(ছ) কম্বল	...	...	১,০৬০ খানা।

Sj. Subodh Chaudhury:
আপনি বলেছেন—খাদ্য-সংকট ছিল না। তবে সেই সমস্ত জায়গায় টেষ্ট রিলিফ, খয়রাতী সাহায্য প্রভৃতি কেন দেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
বলা হয়েছে ক্রয়-শক্তির অভাবের জন্য।

Sj. Subodh Choudhury:
ক্রয়-শক্তির অভাব খালি বাঁকুড়ায় বেশী হয়েছে, অন্য কোন জেলায় হয় নাই?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
অন্যান্য জেলার তুলনায় বাঁকুড়া নিশ্চয়ই বেশী।

Sj. Subodh Choudhury:
হঠাৎ এই ক্রয়-শক্তি কম হবার কারণ কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
লোক-সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে, তাদের কাজ নাই, সাময়িকভাবে বেকার হয়েছে।

Realisation of agricultural loans in Midnapore district

***76. Sj. Surendra Nath Paramanik:** Will the Hon'ble Minister in charge of Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(ক) এই বৎসর মেদিনীপুর জেলায় যে-সকল কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল ঋণ কিভাবে আদায় হইবে; এবং

(খ) ঋণ দেওয়া কালীন ধানের মূল্যের অনুপাতে ধান্য লইয়া ঋণ পরিশোধ লইবার ব্যবস্থা সরকারের আছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) এগ্রিকালচারিস্টস্ লোনস্ এ্যাক্ট (১৮৮৪ সালের ১২ আইন)এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ নিয়মাবলী অনুযায়ী।

(খ) না।

Transfer of gazetted Forest Officers

***77. Sj. Subodh Banerjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Forests Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have laid down any rules or directives against frequent transfer of officers;

(*b*) if so, what are those; and

(*c*) how many times has each of the following Divisional Forest Officers' charges changed hands during 1954 and 1955?—

Midnapore East and West, 24-Parganas, Jalpaiguri, Utilisation, Siliguri Saw Mills, Birbhum, Silviculture.

The Minister-in-charge of the Forests and Fisheries Department (The Hon'ble Hem Chandra Naskar): (*a*) The normal rule is not to transfer a gazetted Forest Officer within three years of his posting from a station.

(*b*) Except for administrative reasons.

(*c*) Midnapore	2
Midnapore West	1
24-Parganas	3
Jalpaiguri	2
Utilisation	3
Siliguri Saw Mills	2
Birbhum	1
Silviculture	2

Sj. Subodh Banerjee:

আপনার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে তিন বছরের মধ্যে কোন ট্রান্সফার না করা। তার আগে ট্রান্সফারএর বিশেষ কারণ হচ্ছে য়্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কারণ। আমরা দেখছি—(সি)তে যে উত্তর দিয়েছেন ৭টি জায়গায় এক বছরের মধ্যে দু-বার, তিনবার করে ট্রান্সফার করা হয়েছে। এখন মেদিনীপুর ইউটিলাইজেসন সম্বন্ধে বলবেন কি কি কারণে এত ঘন ঘন ট্রান্সফার করা হয়েছে?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

মেদিনীপুরে ডিভিসনকে স্প্লিট আপ করে দুটী পৃথক ডিভিসন করা হয়েছে। কাজেই দু-জায়গায় দু-জন অফিসার দরকার হয়। আর একজন যিনি দুটো ডিভিসনএর চার্জে ছিলেন, তাই তাঁর কাছ থেকে ইউটিলাইজেসন ডিভিসনএর চার্জ অপর একজনের উপর দেওয়া হল।

Sj. Subodh Banerjee:

ইউটিলাইজেসনএ তিনটী ট্রান্সফার কি করে হ'ল?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

সেনগুপ্ত ফাইনেলি রিটায়ার করবার পরে আর একজনকে এ জায়গায় দেওয়া হয়।

Sj. Subodh Banerjee:

সেনগুপ্ত ছিলেন তাঁর জায়গায়—আর একজন গেলেন, তাহলে তো দুটো ট্রান্সফার হয়, তিনটী হয় কি করে?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

তিনি রিটায়ার করলেন, তারপর আর একজন সেখানে গেলেন।

Dr. Kanailal Bhattacharya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether this normal rule is observed in its violation only?

Mr. Speaker: That is not a supplementary, that is sarcastic.

Settlement of char land of the Damodar river near Champadanga, Hooghly district

***78. Dr. Saurendra Nath Saha:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, হুগলী জেলার চাঁপাডাঙ্গার সন্নিকটস্থ দামোদরের গর্ভস্থ প্রায় শতাধিক বিঘা চরের জমি দুই বৎসর পূর্বে সরকার কর্তৃক বিলি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কে বা কাহারা এই জমির বন্দোবস্ত লইয়াছেন, এবং

(২) দামোদরের গর্ভস্থ জমি এইভাবে বিলি কোন্ আইনবলে করা হইয়াছে?

The Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department (The Hon'ble Satyendra Kumar Basu): (ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Preservation of protective tanks, etc., in order to relieve the flood-affected people of Sagore police-station, 24-Parganas

***79. Sj. Haripada Baguli:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) cyclone অথবা অন্যান্য দুর্বিপাকে প্রজাগণ আশ্রয় লইতে পারিবে বলিয়া সরকারের সহিত লাটদারগণের চুক্তি অনুসারে লাটদারগণ কর্তৃক প্রস্তুত চব্বিশ-পরগনা জেলার সাগর থানার refugee houses, protective tanks ও উক্ত স্থানসমূহে যাতায়াতের জন্য যে-সকল approach road রহিয়াছে তৎসমুদয়ের অবস্থা শোচনীয়, এই সংবাদ সরকার জানেন কিনা; এবং

(খ) এই সংবাদ সরকারের জানা থাকিলে, জমিদারি দখলের পর এইগুলির সংরক্ষণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন বা করিতেছেন?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: (ক) হ্যাঁ।

(খ) বিবেচনাধীন আছে।

Sj. Haripada Baguli:

মন্ত্রীমহাশয়—(খ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—বিবেচনাধীন আছে—বর্তমানে তা কি অবস্থায় আছে ও কেন বিবেচনাধীন আছে—তা তিনি জানাবেন কি?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

তার, অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ ভেস্টিং হয়েছে- ফোর্টিন্থ এপ্রিল, তার আগেই বাজেট পাস হয়ে গেছে। তারপর কত কি রাখবেন - লাটদারগণ - সেকশন ৬এ; আর কি তাঁরা গভর্ণমেন্টকে দেবেন, তার রিটার্ণ ফাইলএর জন্য টাইম দেওয়া হয়েছিল। সেই টাইম আবার আপনাদের অনেকের অনুরোধে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর গভর্ণমেন্টের কাছে ভেস্ট

হয়ে পড়ে আছে, সেগুলো দখল করে এস্টিমেট করতে হবে, তারপর এস্টিমেট স্যাংশন করতে হবে, বাজেট প্রভিসন করতে হবে। তারপর সমস্তগুলি মেরামত করতে হবে। যাতে অতি শীঘ্র হয়—তার চেষ্টা করা হবে।

Sj. Haripada Baguli:

সেটা বৃষ্টি আসবার আগে হবার সম্ভাবনা আছে কি?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

চেষ্টা হচ্ছে।

Sj. Haripada Baguli:

এই বাঁধগুলি নির্মাণ ও মেরামত করবার দায়িত্ব ইউনিয়ন বোর্ডের উপর দিয়েছেন কেন?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

বাঁধগুলি নয়—রাস্তাগুলি রিপেয়ার করার দায়িত্ব ইউনিয়ন বোর্ডের। নূতন ইউনিয়ন বোর্ডকেও বলা হয়েছে—রিপেয়ার করবার জন্য। তাদের যদি টাকার অভাব হয়, সরকারের কাছে য়্যাপ্রোচ করলে বিবেচনা করা হবে।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Haripada Baguli:

এগুলো ত ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা নয়। এগুলি লাটদারদের রাস্তা—প্রটেক্টিভ ট্যাঙ্কএ যাবার জন্য। তারাই এগুলো মেরামত করত। তাহলে ইউনিয়ন বোর্ড করবে কেন?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

এগুলো ইউনিয়ন বোর্ডেরই অব্লিগেশান, এগুলি তাদেরই রাস্তা ছিল।

Sj. Haripada Baguli:

এগুলো ত ইউনিয়ন বোর্ডের দখলে ছিল না তবে কেন তারা মেরামত করবে?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

কেন করবে বলতে পারি না, তবে এগুলো ইউনিয়ন বোর্ডেরই অব্লিগেশান তাদের বলা হয়েছে করবার জন্য। যদি তাদের অর্থের অভাব হয় এবং সরকারকে য়্যাপ্রোচ করে তাহলে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে।

Sj. Haripada Baguli:

লাটদারেরা এইসব মেরামতের জন্য ১৫ পারসেন্ট আদায়ী খাজনা থেকে পেত। সেই টাকা কি ইউনিয়ন বোর্ডকে দেওয়া হবে?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

সে দেখা যাবে দরখাস্ত করলে পর।

Grants to Netaji Mahavidyalaya, Arambagh

***80. Sj. Madan Mohon Saha:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) হুগলী জেলার আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়টিকে ১৯৫০ সাল হইতে অদ্যাবধি সরকার হইতে কি কি খাতে কত টাকা সাহায্য করা হইয়াছে;

(খ) উক্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কিভাবে ঐ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহার হিসাব পরীক্ষা সরকার করিয়াছেন কিনা;

(গ) এই বিদ্যালয়ে আরও ১ লক্ষ টাকা সাহায্য দিবার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা;

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৫১ সালে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং গভর্নিং বডির সভ্য ডাঃ আর কে পালকে গভর্নিং বডি হইতে অপসারিত করার এক নির্দেশ ডি পি আই দিয়াছিলেন; এবং

(ঙ) সত্য হইলে, এই নির্দেশ কার্যকরী করা হইয়াছে কিনা?

The Minister-in-charge of the Education Department (The Hon'ble Pannalal Bose):

(ক) বিবরণী এতৎসহ প্রদত্ত হইল।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) না।

(ঘ) ও (ঙ) হ্যাঁ, তবে পুনর্বিবেচনার পর সে নির্দেশ কার্যকরী করা হয় নাই।

Statement referred to in reply to clause (ক) *of starred question No. 80*

সরকার হইতে মহাবিদ্যালয়টি নিম্নলিখিত সাহায্য পাইয়াছে:

সাল।		টাকা।	
১৯৪৯-৫০	...	১,৫০০	(Emergency Lump Maintenance grant).
১৯৫০-৫১	...	৩,০০০	Ditto.
		৪,০০০	(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সরকারী সাহায্য)।
		৮,৫০০	(Development grants).
১৯৫১-৫২			
১৯৫২-৫৩	...	....	কোন সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় নাই।
১৯৫৩-৫৪			
১৯৫৪-৫৫	...	৫,০০০	(Emergency Lump Maintenance grant).
১৯৫৫-৫৬	...	২,৫০০	Ditto.
(Up to September)		৪,০০০	(ঝটিকাবিধ্বস্ত কলেজের সংস্কার-সাধনের জন্য)।
		১৮,১০০	(Development grant).

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Vagrants' Home at Golapbag and Rajbati, Burdwan

35. Sj. Dasarathi Tah: Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমানের গোলাপবাগ উদ্যানে ও রাজবাটীতে সরকার যে ভবঘুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেখানে কোন্‌টিতে কতজন ভবঘুরে আছে;

(খ) ঐগুলিতে কমপক্ষে কত বয়সের এবং ঊর্ধ্বপক্ষে কত বয়সের ভবঘুরে আছে;

(গ) উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ প্রদেশের অধিবাসী রহিয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা কত;

(ঘ) ইহাদের কি কি কাজ দেওয়া হয় এবং তাহারা ঐ কাজের জন্য মজুরি পায় কিনা; এবং

(ঙ) উক্ত ভবঘুরে আশ্রমের জন্য কতজন কর্মচারী আছে এবং তাহাদের বেতন ও ভাতা কত?

The Minister-in-charge of the Food, Relief and Supplies Department (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ পর্যন্ত—

(১) ক্যাজুয়াল হোম্ (গোলাপবাগ)—৪৪০ জন।

(২) চিল্‌ড্রেন হোম্ (তোষাখানা)—৩১৫ জন।

(খ) ক্যাজুয়াল হোমে ১৪ বৎসরের উর্ধ্বে যে-কোন বয়সের পুরুষ ভবঘুরেদের এবং চিলড্রেন হোমে ৫ বৎসরের উর্ধ্বে হইতে ১৪ বৎসরের অনুর্ধ্ব বয়সের পুরুষ ভবঘুরেদের রাখিবার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে "ক্যাজুয়াল হোমে" কমপক্ষে ১৬ বৎসর বয়সের এবং উর্ধ্বপক্ষে ৬০ বৎসর বয়সের এবং "চিলড্রেন হোমে" কমপক্ষে ৭ বৎসর বয়সের এবং উর্ধ্বপক্ষে ১৪ বৎসর বয়সের ভবঘুরে আছে।

(গ) হইতে (ঙ) "ক", "খ" এবং "গ" বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statements referred to in reply to clauses (গ) *to* (ঙ) *of unstarred question No. 35*

STATEMENT "ক"

প্রদেশের নাম।	"ক্যাজুয়াল" হোমে ১নং কলমে বর্ণিত প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যা।	"চিলড্রেন" হোমে ১নং কলমে বর্ণিত প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যা।
পশ্চিমবঙ্গ	১৫২	৯৮
পূর্ব পাকিস্তান	৮২	৬৮
বিহার	৬৯	৮৪
উড়িষ্যা	১৯	৯
আসাম	৫	২
উত্তর প্রদেশ	২৮	২৬
দিল্লী	৪	১
মধ্যপ্রদেশ	১১	২
বোম্বাই	৬	২
মাদ্রাজ	৪৭	১৭
পশ্চিম পাঞ্জাব	২	—
হায়দারাবাদ	১	—
নেপাল	৬	১
মহীশূর	৬	—
ব্রহ্মদেশ	১	—
রাজস্থান	১	৩
অন্ধ্র	—	১
মধ্যভারত	—	১
মোট ...	৪৪০	৩১৫

STATEMENT "খ"

"ক্যাজুয়াল" হোম (গোলাপবাগ)

এই হোমে তাঁত বোনা, সুতা রং করা, দরজীর কাজ, কামারের ও ছুতারের কাজ, সবজি ও ফুলের চাষ, রন্ধন ও গৃহস্থালী, ধোপা ও সাফাই কাজ, রাস্তা মেরামত এবং আবাসের যাবতীয় অন্যান্য কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

"চিলড্রেন" হোম (তোষাখানা)

এই হোমে তাঁত বোনা, দরজীর কাজ ও বুনিয়াদী শিল্পশিক্ষা, সবজি ও ফুলের চাষ শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

উভয় হোমেই উপরোক্ত শিক্ষামূলক কাজের জন্য কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করিলে এবং স্বভাব ভাল হইলে আবাসের ভিতরে মাসিক ১০ টাকা পারিশ্রমিকে ইহারা কর্মী নিযুক্ত হইতে পারে।

STATEMENT "গ"

পদের নাম।	"ক্যাজুয়াল" হোমে ১নং কলমে বর্ণিত পদের সংখ্যা।	"চিলড্রেন" হোমে ১নং কলমে বর্ণিত পদের সংখ্যা।	বেতনের স্কেল।	প্রত্যেকের মাসিক মোট ভাতা।
			টাকা।	টাকা।
(গেজেটেড পদ) ম্যানেজার ...	১	*১	২০০—৪৫০	৭০
(নন্-গেজেটেড্ পদ) এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার	২	১	১২৫—২২৫	৪৫
মেডিকেল অফিসার ...	১	*১	১০০—২৫০ বিশেষ বেতন ২৫	৪৫
জুনিয়র সোশাল ওয়ার্কার ...	১	১	১০০	৪০
লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক ...	৪	৩	৫৫—১৩০	৪০
টিচার	৩	৬	৫৫—১৩০	৪০
উইভিং ইনস্ট্রাক্টর ...	১	...	৯০—১৩০	৪৫
এসিষ্ট্যান্ট উইভিং ইনস্ট্রাক্টর ...	১	...	৫০—৮০	৩০
টেইলরিং ইনস্ট্রাক্টর ...	১	...	৬০—৯০	৪০
স্মীথি ইনস্ট্রাক্টর ..	১	...	৬০—৯০	৪০
কারপেনটারী ইনস্ট্রাক্টর ...	১	...	৫০—৭৫	৩০
ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর ...	...	১	...	...
কম্পাউণ্ডার	১	১	৫৫—১০০	৪০
নার্স	২	১	৬০—৯০	৪৫
চীফ্ হেলপার	২	১	৫০—৬০	৪২
হেলপার	৩৩	১৬	৩০—৪৫	৩২
এসিষ্ট্যান্ট হেলপার ...	২	...	২৫—৩৫	৩২
ড্রাইভার	১	...	৫০—৭৫	৪০
অফিস পিওন	১	১	২০—২৫	৩২
আদালী	১	১	২০—২৫	৩২
মালী	২	...	...	...
সুইপার	৭	৩	৩০—৪৫	৩২
দারোয়ান	...	১	২০—২৫	৩২

*বর্তমানে এই পদের কাজ "ক্যাজুয়াল" হোমের কর্মচারী দিয়া চালান হইতেছে।

Orphan Muslim girls, Muslim girls without guardians and Muslim girls rescued by police

36. Sj. Biren Banerjee: Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) what arrangements, it any, the Government have made for the care of and giving food and shelter to orphan Muslim girls, Muslim displaced women without guardians and Muslim girls rescued by the police from undesirable environments;

(*b*) whether the Government are aware of any public charitable institutions for the care of such girls and women;

(*c*) if so, what are the names of such institutions with their financial position;

(*d*) whether any such public charitable institution has applied for or is in receipt of any financial help either recurring or lump from the Government since partition of Bengal;

(*e*) if so, what are their names; and

(*f*) what steps do the Government take to see that the girls and women are properly looked after in such institutions?

The Minister-in-charge of the Education Department (The Hon'ble Pannalal Bose): (*a*) The Education Department maintain a number of State Welfare Homes which are open to Muslim girls who were rendered orphans as a result of the 1943 famine and subsequent communal riots. In these homes, the Muslim orphan girls like orphan girls of other communities are given food, shelter, education and training in one or other craft. Besides, grants are paid to certain non-official organisations taking care of such girls.

Grants are also paid to the home known as the Dural Yatama Islamia for the maintenance and training of destitute Muslim women.

Muslim girls rescued by the police from undesirable environments are placed and maintained in the following recognised homes under the orders of court. They also receive training in craft there:

(*i*) Govinda Kumar Home.

(*ii*) Society for the Protection of Children in India.

(*iii*) Salvation Army Home.

(*iv*) All-Bengal Women's Union Home.

(*b*) and (*c*) Apart from the State Welfare Homes at Baigachi, Bankura, Contai and Dhanyakuria, the following institutions also take care of Muslim girls and women:

(*i*) Govinda Kumar Home.

(*ii*) Society for the Protection of Children in India.

(*iii*) Salvation Army Home.

(*iv*) All-Bengal Women's Union Home.

(*v*) Calcutta Muslim Orphanage.

(*vi*) Dural Yatama Islamia.

(*vii*) Fazlul Haque Charitable Society.

A statement showing income and expenditure of the seven homes is laid on the Library Table.

(*d*) and (*e*) The six institutions mentioned at (*i*) to (*vi*) against clauses (*b*) and (*c*) above are in receipt of recurring grant-in-aid from the Education Department.

An institution, viz., the Muslim Women's Welfare Home, also applied for financial help but as the institution was subsequently abolished no grant was sanctioned to it.

(*f*) Regular inspection by the Inspecting Officers.

Recommendations contained in the report of the Rural Credit Survey conducted by Reserve Bank of India

37. **Sj. Provash Chandra Roy:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operation Department be pleased to state if it is a fact that Government of West Bengal have accepted some of the recommendations contained in the report of the Rural Credit Survey conducted by the Reserve Bank of India?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what are the recommendations accepted by the Government; and

(*ii*) when these recommendations will be given effect to?

The Minister-in-charge of the Co-operation Department (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) and (*b*) Yes, after consideration of the recommendations contained in the report of All-India Rural Credit Survey in the State Ministers' Conference on Co-operation held in New Delhi, resolutions were adopted accepting the basic principles and lines of reorganisation underlying the integrated Scheme of Rural Credit. The West Bengal Second Five-Year Plan on Co-operation has been drawn up in the light of the above decision of the Ministry of Food and Agriculture, Government of India, and is now under submission to the Planning Commission. The schemes formulated in the Second Five-Year Plan of the State are—

(1) Reorganisation of Central Co-operative Banks.

(2) Reorganisation of Primary Credit Societies.

(3) Supply of long-term credit.

(4) Expansion of Co-operative Training and Education.

(5) Creation of (*i*) State Agricultural Credit (Relief and Guarantee) Fund, (*ii*) Co-operative Development Fund.

(6) Staff for supervision, etc.

(7) Subsidy for Farming Societies.

The schemes will be implemented during the plan period beginning from the year 1956-57.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Heads: 40 Agriculture, etc.

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 3,62,53,000 be granted for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account".

Mr. Speaker, Sir, in presenting this budget, I would like to make a brief resume of the progress we have made during the last year and just indicate the lines along which our policy is outlined. As you will see from the budget figures, out of the total amount of Rs, 3,62,53,000 only Rs. 54 lakhs are earmarked for direction and superintendence and, out of the rest, Rs. 2 crores 35 lakhs are for our development schemes, education, extension, research and our livestock improvement departments. Sir, it would be worthwhile to mention that when I presented the budget last year, the area under cultivation in our State was 1 crore 17 lakh acres. This acreage has increased as a result of bringing in some fallow and uncultivated lands into agricultural production. On partition, the culturable waste land in our State was 14 lakh acres, but at the present time—1955—the culturable waste land has gone down to only 8 lakh acres. It would be not wise to lessen this culturable waste because of the fact that we required land for aforestation and any further encroachment on our culturable waste would not be a sound policy.

As regards irrigation, we have made some progress, but as you know there is great demand in our northern districts—Jalpaiguri, Malda, Dinajpur and Cooch Behar—and for that area we have not been able to do much of irrigation, but we are exploring the possibility of tube-well irrigation in those regions. But in the other region of Mayurakshi and Damodar Valley which irrigates parts of our lands in Burdwan, Birbhum and Bankura and parts of Hooghly and Howrah, we have increased the area under irrigation to about 39 lakh acres, i.e., 31.6 per cent. of our cultivated lands are now getting irrigation so that some of these lands get double crops because of the fact that we have got irrigation facilities. This, Sir, is a great advance and thus, I hope, in future years we shall be able to carry out in other parts of the State.

Sir, I do not like to go into detailed figures because they will probably be found in parts of the booklets that have already been circulated to you but some points with regard to agriculture I would like to mention. I feel, Sir, that in agriculture the first and the most important thing that we should have as a State policy is to have good seeds. Without good seeds we cannot grow good crops. In many States of the world they have a State Act so that no farmer can sow any seed unless it is certified by the State. I have gone into the problem, consulted by colleagues in the State Agricultural Ministers' Conference in Delhi where we have met several times, but not one State in India has been able to enforce a State Control Act in that you cannot sow a seed unless it is certified by the State.

This is a very vast problem. There are many loopholes in a huge country like ours, but as far as we are concerned, we are trying in our humble way, as far as the State of West Bengal is concerned, to enlarge the number of our seed multiplication farms. We have only a few seed multiplication farms. Apart from these farms there are a few registered growers because it has not been possible to supply all the seeds necessary, all the seeds for which our farmers send us requisition, because of the fact that we have not got sufficient seeds from our own farms. At the present time we have got seed multiplication centres at Burdwan, Krishnagar, Kalyani, Fulia, Malda, Cooch Behar and Kalimpong. This year we have added Majhan in West Dinajpur, a farm of 300 acres, Mohitnagar in Jalpaiguri district, which farm is doing very well now and which will be able to supply all the *aus* seeds in that area, Nalhati in Birbhum district, and we have just now taken over Manmathanagar in Sunderbans where we want to raise salt-resistant paddy seeds for distribution to our farmers and also a seed-farm at Bhajanghat in Nadia district which belonged to Carew & Co., where we shall also be able to raise our seeds.

I received many complaints from our members as well as from our farmers that the seeds supplied by the department are not enough; sometimes, the seeds that are supplied are not in time. Some of these allegations are quite correct, but I hope honourable members will realise our difficulty. Take for example one single crop, the *aman* paddy. We in West Bengal would require about 50 lakh tons of *aman* paddy seeds. It is impossible for the State alone to shoulder this burden. Therefore we have got to fall back upon registered growers. In many cases the registered growers have done well but difficulties have also arisen in the case of distribution. I have seen several cut motions which have been tabled by honourable members with regard to this problem but this is not the occasion for me to give an alibi or an excuse, but I would like to make some observations which will make you realise that this problem of supplying seeds to every one who wants them in our State is not as easy a problem as one might think. Take for example a farmer in Midnapore wants some *aus* seeds. *Aus* seeds we have only in Malda and recently we have started at Mohitnagar in Jalpaiguri, but by the time the seeds reach Midnapore probably the sowing time is over and it causes dissatisfaction all round.

[3-20—3-30 p.m.]

This is just only a specimen, but I can assure you that as Agriculture Minister I have dealt with this problem, and the more I go into it, the more I feel that the supply of good seeds—seeds which are tested by our Department—will be the best. This year we have found that jute seeds supplied from our Krishnagar farm and the Government Jute Seed Multiplication Centre in Barrackpore were good and these produced about 18 to 20 per cent. more fibre. That means seeds were better, that's all. There is line sowing which is very simple and which can be done by small modern implements which are not very costly. These seeds have increased our production of jute to a very great extent. I would not like to go into it at further length because the time at my disposal is short. I would just like to deal with the most salient points.

With regard to production the other day the honourable members said that our production is going down. This, Sir, is absolutely incorrect, as I will show you from figures of production of cereals in our State. In 1954-55 the production was 38.76 lakh tons. Last year, i.e., in 1955-56, we produced in our State 42.69 lakh tons of cereals. In other words there has been an increase. In jute although the acreage was the same and we have not been able to increase our acreage, our production had gone up by about 40,000 bales. This year we have produced about 19,57,000 bales of jute. Well, if you take the same area just after partition, you will find that in this area we produced about 9 lakh bales of jute. So, you will see that from the same acreage of land, we have been able to produce more jute by better agricultural practices and as I said before and I repeat again that seed is the most important thing in increasing the production of any crop.

Then with regard to *mesta*, a valuable crop, we have increased its production. This year we have producerd 61,105,000 bales of *mesta* which is required for mixing with jute and is very much in demand in foreign countries.

The potato acreage has also shown an improvement. As a matter of fact, on partition we had about 50,000 and odd acres under potato. This year (1955-56) we have 107,000 acres under potato, and we have produced about 4 lakh tons of potato from that area. The use of potato in other districts

has also gone up. One of the things that I feel most important is that we must take our knowledge, whatever little we have, of science to the masses. This is known as the extension system of the Agriculture Department. 'Extension system' means that our officers are posted in every thana and union board, and all of these people should impart knowledge that we get in our research institutions and carry it to our actual cultivators. How difficult it is you may realise when you know that most of our cultivators do not know how to read and write. The only way to convey our knowledge about better method of manuring or better method of cultivating is through the film. Sometimes we used the old magic lanterns but now we have given it up. We have got a number of valuable films which any cultivator would benefit by. We have got a number of booklets and leaflets which we circulate to take that knowledge to them, but the most important way of conveying the knowledge to the masses is by means of actual demonstration. We call these demonstration plots. Of course, we have 26 Government farms where this demonstration is carried on, and any citizen who takes the trouble of going there will be shown the modern agricultural practices that obtain there today. But these 26 farms are like one swallow in the whole State. Therefore, we have devised the method of demonstration plots all over the State. Last year when I reported to you we had only 538 demonstration plots. I am glad to say that during the year under review we have added 160 new demonstration plots. I will just give an indication as to what a demonstration plot means. Demonstration plot is an area which belongs to a farmer. He is the owner, not the Government, of say 5 acres or more where we give the farmer the seed, the fertiliser, the manure, we give him a good plough, we give him a good cultivator, we give him the other necessary implements which go to make modern agricultural practices; and when the harvest is collected, out of that harvest the farmer pays us half of what we have contributed in kind. In other words, he has nothing to lose. The crop is his own, and we have got 698 of them in our State.

I find from the cut motions that some of the honourable members have stated: "Where are these demonstration plots? I do not see any of them." It is quite true that you do not see any of them if you do not look for them. But they are all there. If you want a list, I have got the whole list, and I can give you the one which is nearest to your house, and if you will kindly go there and see and check up what they are doing you will find the difference between one plot of say one bigha with fertiliser and one plot without fertiliser. You will see a plot of land in which some special type of agricultural practices has been followed and other plots where it has not been followed. You can see with your own eyes what is happening. So, this is the most important way in which we can carry our knowledge to the masses, and we are trying to do it to the best of our ability.

I do not like to anticipate the cut motions now, but briefly I want to explain the position with regard to fertilisers. A number of cut motions are on the list with regard to fertilisers, namely, that we have not been able to give a sufficient quantity of fertilisers, that we have not been able to give fertilisers in time, that there has been maldistribution of fertilisers, and so on and so forth. But briefly I state this: Compared to what happened last year, we are giving these fertilisers to distributors on prepayment. They deposit the money in Government treasury, and they get sulphate of ammonia, superphosphate, potato mixture or paddy mixture. This distribution was arranged by means of tenders. It was not otherwise as has been alleged in some of the cut motions. Open tenders were called for in the newspapers. Various companies, several of them, gave tenders, and I will refer to them in my reply. I just want to state this that in

spite of difficulties fertiliser distribution has gone on very well. Ammonium sulphate we have been able to distribute to the extent of 13,500 tons, superphosphate 5,000 tons, paddy mixture 4,000 tons, potato mixture 6,000 tons and bonemeal 140 tons on loan and for cash

I want to say one more point with regard to the teaching of our extension staff—the union agricultural assistants. Formerly, these union agricultural assistants did not have any training at all. They just passed the Matriculation, and we appointed them. Now those days have gone by. We insist that every union agricultural assistant should get training for one year and six months. This is given at Krishnagar, Kalyani, Burdwan, Fulia and Chinsurah. We are proposing one at Malda. These are the training centres where union agricultural assistants are trained, so that in future every man in the village who will be in touch with the masses will have the basic agricultural knowledge, so that he can impart some scientific knowledge to our masses by word of mouth, by demonstration and so on.

[3-30—3-40 p.m.]

In this connection I want to say that there have been several cut motions with regard to the pay of the agricultural staff. After a great deal of deliberation amongst the various departments the pay of the Union Agricultural Assistant has been increased from the grade of Rs. 50—80 to the grade of Rs. 55—100 plus allowances. This was done in an all-India conference where other States were represented. We have seen that in some States, for example, Uttar Pradesh such an assistant gets Rs. 60 fixed, even though some of them have passed out of agricultural schools. We realise the difficulties of these poor employees but at the same time we feel that this is not the time when it is possible to increase their emoluments a little more. Excepting that I can assure them that we shall provide for their children free primary education and free medical facilities. We shall be able to do more when the *Gram Panchayat* scheme is introduced when the *Gram Panchayat* would be able to build a house for the Union Agricultural Assistant in a union. I do not wish to take much of your time except to point out one great development that we have made in the year under review, that is, with regard to the project of removal of *khatals* from Calcutta. Presence of *khatals* in Calcutta has been observed by everybody who comes to our city as a great nuisance. It is no use dilating on this point any further. We have made arrangements to accommodate 1,272 heads in the Haringhata centre. Some of them will be admitted at a concession rate, as you might have seen in the paper, that cattle admitted before 31st March, 1956, will get a rebate of certain percentage over their rentals. That has worked as an inducement and we hope that very soon many of the *khatal* owners will go to Haringhata without our having to use compulsion in the matter which I am afraid we have to use if we find that voluntary removal is not taking place at a fast rate. In this connection I may tell the honourable members that when I spoke last year there were 65 milk distributing centres in Calcutta whereas today there are 100 such in Calcutta and Howrah. That shows that the Haringhata milk is in great demand. As a matter of fact our milk has been able to reach a sufficiently high level so that wherever it is presented there is always a buyer and the other point is that we want to collect the milk not only from Haringhata alone, where the khatals would be removed from the city, but also from the surrounding countryside. We want to collect it from the whole of Nadia which is practically the milk centre of West Bengal and we want to develop the area on the pattern of Anand in Bombay where an area of 1,000 sq. miles has been turned into a dairy country. In Fulia area we have a chilling centre and you will be glad to hear that

about 90 mds. of milk are chilled here before they are bottled and sent to Calcutta. I think this is an improvement and we expect to make an agriculturist a composite agriculturist so that he not only does ordinary agriculture but also dairy farming whereby he will be able to get a subsidiary income.

As far as agricultural credit is concerned we are all sure that amount that we are able to give from West Bengal is quite insufficient. Since the disappearance of the mahajans—the village sahukars—the agriculturist is finding increasingly difficult to get his requirements at the proper sowing time. So there is a proposal from the Reserve Bank of India that some of this credit will be supplied through the co-operative banks in the shape of cheap short term agricultural credit. But what we have been able to do from the Government this year has been that we have distributed agricultural loan to farmers to the tune of 1 crore 27 lakhs; crop loan, short term loan from the co-operative banks 1 crore 11 lakhs, cattle purchase loan about 25 lakhs. This has been spent up to January, 1956, and by this time it may be a little more. I am quite conscious of the fact that this agricultural loan is not sufficient for our State and it should be much more. The Reserve Bank of India some time ago computed that if we wanted to give agricultural credit in the true sense of the term we would require a sum of Rs. 48 crores a year. I hope the honourable members will think over it and help us with their suggestions. I may say that negotiations are going on with the State Bank of India with regard to this matter and I cannot say whether we would be able to get it but I feel that without proper agricultural credit our agriculture will be in jeopardy and I think from the highest to the lowest are very conscious of this. A new policy has been adopted with regard to the flood and drought affected areas. Last year some members wanted that seed loan should be distributed. We have made a beginning of free seed distribution in North Bengal this year. In Midnapore we have also distributed wheat, barley, vegetable and lentil seeds to the local people, which I think helped them to tide over the crisis.

Sir, I do not want to take much time of the honourable members but will close my speech by saying that as far as our agriculture is concerned we have been fighting against Nature constantly. Recently we have received news that white ants are playing havoc to the crops in Katwa. We have received reports from Jalpaiguri of incidence of some disease—potato blight and so on. As for ourselves we will go on fighting constantly to make our way. In 1955 we had such difficulties but now we have at our disposal a group of scientists—mycologist, entomologist, agronomist, who are constantly undertaking research to find out methods for fighting these diseases. The plant protection department in the agricultural field has come of great use to us and we spent last year—1955-56—8 lakhs on it.

[3-40—3-50 p.m.]

I know it is not sufficient but I feel that our average agriculturist should get familiar with the fact that he must treat his seed before he sows it in order to make it disease-resistant. He must be able to fight—by means of the modern drugs that are available—the blight that affects his paddy or jute. That has got to be done. He should not sit idle and smoke his *hookah* and say "God has done all that". May be the nature is responsible but we have got to fight nature if we have got to make our agriculture prosperous.

Last but not the least I feel that our crop competitions throughout the State have helped us to a great extent. We have got paddy competition; we have got wheat competition with prizes all over the State: the highest

State prize is Rs. 5,000. Then we have got the district prizes—there is paddy competition; there are competitions on wheat, potato—and corn or maize competition in the Darjeeling District. These competitions have helped us to a very extent. We get a large number of competitors who enter their names for a sum of rupee one. We hold every year a ceremony at the Raj Bhavan for distribution of prizes. Our next ceremony will be held at the end of this month and His Excellency the Governor will distribute the prizes. There you will see some of our *krishi pundits*, whom we had not recognised before, receive the honour that is their due. This crop competition has done a great amount of good.

I shall now await the cut motions and then I shall answer them individually.

Mr. Speaker: I take it that I have the leave of the House to take all the cut motions as moved. I request members to keep strictly to the time limit otherwise there is a risk of some members being cut out. I have a list with me.

Sj. Amulya Charan Dal:

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

কৃষককে সস্তায় চাষের সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sj. Amulya Ratan Ghosh: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy specially in the district of Bankura.

Dr. Atindra Nath Bose: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Bankim Mukherji: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Balailal Das Mahapatra: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারের কৃষিনীতির ব্যর্থতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রকৃত চাষীকে ভূমির মালিক করিয়া পশ্চিমবাংলা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে এবং খাদ্য সঙ্কটের চির অবসান ঘটাইতে সরকারের অবহেলা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100, I move this in order to raise a discussion about

কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যোগ্য কৃষি সহকারী উপযুক্ত বেতন সহ পল্লী অঞ্চলের প্রতি ইউনিয়নে নিযুক্তির ব্যবস্থা, প্রতি ইউনিয়নে কৃষি কার্যালয় প্রতিষ্ঠা, সার বিতরণ কেন্দ্র ও কৃষি প্রদর্শনী স্থাপন, বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা, কৃষি জমি উন্নয়ন ব্যবস্থা, কৃষকগণকে ঋণদান এবং অসহায় কৃষকগণের ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনীয় বিষয়ে সরকারের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণে অসমর্থতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ব্রিটিশ সরকারের শাসনকালে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রামনগর থানার সাপুয়া-রামনগর ক্যানাল পরিকল্পনা গৃহীত হয়, এই পরিকল্পনার দ্বারা জল নিকাশের কোন উপকার হইবে না বলিয়া স্থানীয় জনসাধারণ তীব্র বিরোধীতা করে। তাহা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনাটি জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনার সামান্য মাত্র অংশ কার্যকরী হয় এবং অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যেসকল অঞ্চল ইহার দ্বারা বিন্দু মাত্র উপকৃত হইবে না তাহাকেও পরিকল্পনার উপকৃত অঞ্চল বলিয়া জুড়িয়া দিয়া সরকার ব্যাপকভাবে খাল খনন ট্যাক্স ধার্য করেন, জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার খাল খননের প্রকৃত ব্যয়ের অধিক টাকা ট্যাক্স দ্বারা আদায় করিয়া লইয়াছেন। ধার্য ট্যাক্সের অবশিষ্ট টাকা যদিও জন-সাধারণের তীব্র আন্দোলনের ফলে বর্তমানে আদায় স্থগিত রহিয়াছে, তবুও বর্তমানে সার্টিফিকেট জারী হইতেছে। তাহাতে জনসাধারণ বিশেষ আতঙ্কে কাটাইতেছে।

এই অত্যাচারমূলক, অসঙ্গত, জনস্বার্থবিরোধী ট্যাক্স আদায় হইতে জনসাধারণকে রেহাই দিতে সরকারের নিদারুণ সহানুভূতিহীনতা ও উপেক্ষা।

SJ. Benoy Krishna Chowdhury: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বর্ধমান সরকারী বীজ কেন্দ্রের অব্যবস্থা সম্পর্কে।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সার বন্টন ব্যবস্থা ও ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বর্ধমানে একটি কৃষিবিদ্যার কলেজ স্থাপন বিষয়ে।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেমারীতে আলু চাষীদের জন্য একটি হিমঘর করার বিষয়ে।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কৃষি পরিদর্শকদের মাহিনা, ভাতা ও গ্রেড সম্বন্ধে।

Sj. Dhananjoy Kar: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জলাভাবের জন্য জমিতে আবাদ না-হওয়া-বৎসরের সার-ঋণ মকুবে সরকারের অক্ষমতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারের কৃষিনীতি ও তাহার ফল।

Sj. Dharani Dhar Sarkar: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গরীব কৃষকদের জন্য বিনা মূল্যে বা কোন কোন স্থলে কম মূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মালদহ জেলায় পতিত জমি উদ্ধার করার কাজে সরকারী অপদার্থতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs 100 I move this in order to raise a discussion about

যথা সময়ে ভাল বীজ সরবরাহ করিতে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মালদহ জেলায় আমন চাষ ও বোরো চাষের উন্নতির জন্য অধিক সংখ্যায় ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ না করা সরকারী কৃষি উন্নতি নীতির পরিপন্থী।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে আলু বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে সরকারী ব্যর্থতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মালদহ জেলার গাজোল থানার ১২নং রাণীগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম বিল আহূড়া মৌজার বড়খাড়ীর উপর পাকা বাঁধ দিয়া বোরো চাষের সেচ ব্যবস্থা করিতে সরকারের অবহেলা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কৃষিজাত ফসলের দর অত্যধিক পরিমাণে কমিয়া যাওয়ায় কৃষকসমাজ দারুন অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াছে, অপর দিকে শিল্পজাত জিনিসের মূল্য বেশি পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় অর্থাভাবে

জনসাধারণ তাহা কিনিতে পারিতেছে না। এইভাবে ছোট শিল্প ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবসা ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। কৃষিজাত ফসলের মূল্যের সমতা রেখে শিল্পজাত পণ্যের মূল্য কমাইতে ও দর বাঁধিয়া দিতে সরকারের অক্ষমতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সারের মূল্য কমাইতে সরকারের অক্ষমতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কীট বা পোকা হইতে শস্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকারী অপদার্থতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মালদহ জেলার গাজোল থানার শ্রীমতি নদীর টাল অঞ্চল (গাজোল থানার উত্তর-পশ্চিম ডুবা অঞ্চল) ও গাজোল এবং বামণগোলা থানার মধ্যবর্তী টাঙ্গণ নদীর টাল অঞ্চল, বহু হাজার বিঘা জমি চাষযোগ্য পতিত জমি আছে, এই জমি উদ্ধার করিয়া চাষের কাজে লাগাইতে সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Dasarathi Tah: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কৃষি ব্যাঙ্ক ও শস্য গোলা (গ্রেন ব্যাঙ্ক) প্রবর্তনে সরকারের অক্ষমতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সাধারণ নীতি এবং সরকারী সার বিতরণ ব্যাপারে দুর্নীতি, অপচয় ও কৃষক বঞ্চনা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বর্ধমান জেলার রায়না ও জামালপুর থানায় কৃষিঋণ আদায়ে সরকারী জুলুমে কৃষকদের আতঙ্ক।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গবাদি উন্নয়নে সরকারের অসাফল্য ও বর্ধমান জেলার কালনা শহরে সরকারী সাহায্যে দুগ্ধোৎপাদন কেন্দ্রে অপব্যয়।

Sj. Cangadhar Naskar: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to stop the entry of dirty water of Calcutta Corporation and water from Tolly's Nalla which have caused damage to paddy cultivation and redistribute them among the peasants as they have been forcibly occupied by the zamindars, Sonarpur police-station.

Sj. Gangapada Kuar: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of setting up an Enquiry Committee to ascertain the real loan position and causes of indebtedness among the rural cultivators of the State and adopt a speedy and effective measure to fight them out.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy and grievances.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the defective system of supplying seeds and manure to the rural cultivators.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the total failure of crops this year at some villages of union No. 8 in police-station Midnapore and some villages of union No. 1 in police-station Debra in Midnapore and about the need for the postponement or partial collection of loans and liberal sanction of the same to the affected cultivators concerned.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the deteriorating financial condition of the cultivators inhabiting the spill areas of the Cossye in Midnapore, Keshpore, Debra and Daspur police-stations which are visited either by flood or by drought alternatively and almost annually and where postponement of collection or partial realisation of loan should be allowed and liberal sanction of loan be made.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the very slow progress in introducing Post-Graduate Course in Agriculture in the State.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the negligence of the Government in extending the facilities of artificial insemination and poultry farming in rural areas of the State.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the utter negligence on the part of the Government in popularising the scheme for Grow More Fodder in the rural areas of the State.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the absence of any move on the part of the Government in effecting the parity in fixing the prices of agricultural produce and non-agricultural goods resulting in the gradual economic deterioration of the toiling peasantry of the State.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of introducing and popularising the machine tube-well schemes which are being profitably run by the different other State Governments.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of immediately taking up Rungrungi Canal Extension Scheme for providing irrigational facilities in the area under unions Nos. 14, 15, 13 and 16 of Keshpur police-station in Midnapore.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of taking up greater number of small irrigation schemes for fighting the vagaries of monsoons and effecting safe cultivation in the drought affected parts of the State.

Sj. Haripada Baguli: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কৃষি জমির জলনিকাশের সুবিধার জন্য ২৪-পরগনা জেলার সাগর থানার তেঁতুলিয়া খাল, কয়লাপাড়া খাল, শীকারপুর খাল, কীর্তন খাল প্রভৃতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা—

(ক) প্রতি ইউনিয়নে প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন ;

(খ) উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের বাধ্যতামূলক কৃষি-শিক্ষাদান ;

(গ) পশুখাদ্য চাষ ;

(ঘ) মাটী পরীক্ষা ;

(ঙ) চাষের জল সরবরাহের জন্য নলকূপ খনন ;

(চ) যথা সময়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ ও প্রয়োজনীয় সার সরবরাহের জন্য প্রতি ইউনিয়নে কেন্দ্র স্থাপন ;

(ছ) জলনিকাশী খালের সংস্কার ;

(জ) কৃষকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি সরবরাহের ব্যবস্থা ;

(ঝ) মৌমাছির চাষ।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সুন্দরবন অঞ্চলে নারিকেল ও সুপারি চাষের যে সুযোগ আছে তাহা কার্যকরী করার জন্য উক্ত এলাকায় চারা তৈয়ারী ও বিতরণ এবং কৃষকগণকে উক্ত চাষে উৎসাহ দান ও চারার পোকা নষ্ট করিবার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সাগর থানার কৃষি পরিদর্শক মহাশয়কে ভাগচাষ বোর্ডের দায়িত্ব হইতে রেহাই দিয়া নিজ কার্যের সুযোগ দানের প্রয়োজনীয়তা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সুন্দরবন এলাকায় উন্নত ধরনের ষাঁড় সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা।

Dr. Jatish Ghosh: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about misappropriation, mal-practice and wilful negligence to devise scientific means of supplying water or pump in each union during drought for agriculture.

Sj. Janardan Sahu: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about giving work to U.A.'s and agriculture demonstrators and every demonstrator and U.A. must have a little garden and a cow in his area to encourage others.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about effecting economy and checking waste and unnecessary expenditure.

Sj. Jyoti Basu: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Jyotish Joarder: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure on the part of the Government to bring reasonable relief and hope to the actual tiller of the soil.

Dr. Kanailal Bhattacharya: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the malpractices and corruption in the distribution of fertilisers.

Sj. Kanai Lal Bhowmick: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

এই বিভাগ কৃপ সার্ভের জন্য যে ব্যবস্থা চালু করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত ত্রুটীপূর্ণ। বারবার প্রতিবাদ জানান সত্ত্বেও এই পদ্ধতি পরিবর্তন করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সার সরবরাহ করা, সার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করা এবং বিভিন্ন সারের দাম নির্ধারণ করার ব্যাপারে সরকারী নীতির ব্যর্থতা ও সারে ভেজাল মিশান বন্ধ করিতে সরকারী অক্ষমতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কৃষি প্রদর্শনী ক্ষেত্রগুলি জনসাধারণকে শিক্ষিত করার কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। অধিকাংশ কৃষি প্রদর্শনী ক্ষেত্রগুলিতে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হয়। জাপানী প্রথায় চাষ করার পদ্ধতি আদৌ স্থানীয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে সরকারী নীতির ব্যর্থতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কৃষিজাত পণ্যের দাম অসম্ভবভাবে পড়িয়া যাইতেছে। তা বন্ধ করিতে সরকারী কোন পরিকল্পনা নাই। পাটের নিম্নতম দাম বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য বার বার জানান সত্ত্বেও সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য ছোট ছোট খাল সংস্কার ও বাঁধ তৈরীর ব্যবস্থা করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন। বর্তমানে কোন পরিকল্পনার অর্ধেক খরচ স্থানীয় জনসাধারণকে বহন করার যে পদ্ধতি চালু আছে তা অবিলম্বে পরিবর্তন না করিলে ফসলবৃদ্ধির কাজ ব্যাহত হইবে। এ বিষয়ে সরকার আদৌ সচেতন নয়।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

এই বিভাগের কর্মচারীদের চাকুরীর স্থায়িত্ব ও বেতনবৃদ্ধি করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন।

Dr. Krishna Chandra Satpathi: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর, নারায়ণগড় ও কেশীয়াড়ী থানায় উচ্চভূমিতে অবস্থিত আবাদী কৃষি জমি সেচ অভাবে অনাবাদী হইয়া পড়িতেছে জানিয়াও নলকূপ খনন দ্বারা সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া হাজার হাজার একর আবাদী জমি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা না করিয়া সরকারী কৃষিবিভাগ জনস্বার্থ ক্ষুন্ন করিতেছেন।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পতিত জমি উদ্ধারে খড়্গপুর, নারায়ণগড় ও কেশীয়াড়ী থানায় সরকারী কৃষিবিভাগ এ পর্যন্ত কোন চেষ্টা করেন নাই।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

নিবিড় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আইন প্রণয়ন করিয়া সর্বপ্রকারের গোহত্যা নিষিদ্ধকরণে সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া জনমত বিরোধিতায় লিপ্ত হইয়াছেন।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

[illegible] স্বার্থরক্ষার্থে কৃষিজাত পণ্য বিপণন সমিতি গঠন সম্পর্কে কৃষিবিভাগ ও সরকার যত্ন না লওয়ায় কৃষিজীবীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গোচারণ ভূমি সংরক্ষণ সম্পর্কে সরকারী কোন পরিকল্পনা না থাকায় গোজাতির উন্নতিবিধান অসম্ভব।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পুষ্করিণী উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ১৯৫৪-৫৫ সালের ধার্য জলকর সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া আবশ্যক।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুর লোক্যাল থানায় ৬নং ইউনিয়নে পুষ্করিণী উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক সংস্কৃত বাঁধ ১৯৫৪-৫৫ সালে সম্পূর্ণ মেরামত হয় নাই তথাপি জলকর ধার্য করা অসংগত ও অন্যায় বিধায় উক্ত বৎসরের জলকর সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া আবশ্যক।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

খড়্গপুর থানায় ৩নং ইউনিয়নে পুষ্করিণী উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক বাঁধ নির্মাণ জন্য দেশবাসী দরখাস্ত করা সত্ত্বেও ভগ্ন বাঁধ সংস্কার করা হয় নাই।

Sj. Lalit Kumar Sinha: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সুন্দরবনে বিশেষতঃ মাতলা নদীর পূর্ব পারে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার অভাবে কৃষির ক্ষতি।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সুন্দরবনে ক্রমাগত ফসলের উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে—উহার কারণ নির্ধারণ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Madan Mohon Saha: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমি উদ্ধারে সরকারী অপদার্থতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

এবছর অনাবৃষ্টির দরুন ফসলহানি বন্ধ করিতে কৃষি বিভাগ সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়াছেন।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পাটের নিম্নতম দর বাঁধিতে ও সরকারী ক্রয় কেন্দ্র খুলিতে ব্যর্থতা।

Sj. Monoranjan Hazra: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গরু জাতির সম্পদ—ইহা দেশবাসীকে বুঝাইতে সরকারের অক্ষমতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গরুর খাদ্য সম্পর্কে জিনিসপত্রাদির সরবরাহ করিতে সরকারের অক্ষমতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে গো-চর ভূমির ব্যবস্থা করিতে সরকারের অক্ষমতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

চন্ডীতলা থানার মুগালা মৌজার ভিতর দিয়া যে জলধারাটি রঘুনাথপুরের দিকে গিয়েছে সেটি সংস্কার করিতে সরকারের অক্ষমতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

হুগলী জেলার চন্ডীতলা ইউনিয়নে নলদীঘি গ্রামে বার বার জানান সত্ত্বেও স্থানীয় দীঘিটি সংস্কার করিতে সরকারের অক্ষমতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

দরিদ্র চাষীদের সার ও বীজ সরবরাহ করিতে সরকারের অক্ষমতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কৃষিজাত জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস রোধ করিতে সরকারের ব্যর্থতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কৃষি সহকারী অফিসারদের দাবীর প্রতি সরকারের অমনোযোগ। তাহাদের ন্যায্য দাবী পূরণে সরকারের অনিচ্ছা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কীট হইতে শস্যরক্ষা করিতে এবং জমির মাটি পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে সরকারী ব্যর্থতা।

I alsc beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পাটের ন্যায্য দাম ধরিতে সরকারের অমার্জনীয় ব্যর্থতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সময়ে সার বীজ সরবরাহে গাফিলতী।

Sj. Nagendra Dalui: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলার সদর থানার মাথাই নগরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রতি বছর যে বিরাট এলাকার ফসল নষ্ট হইয়া যায় সরকার এ সম্পর্কে উদাসীন ও অক্ষম।

Sj. Nalini Kanta Haldar: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about chemical fertilisers—their distribution and disadvantages.

Sj. Narendra Nath Ghosh: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the distribution of seeds to the tillers after the appropriate time.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about promulgation of tube-well irrigation in the area where there is no canal irrigation scheme.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the supply of cheap pumping machines to the cultivators.

Sj. Natendra Nath Das: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about not providing artificial insemination or sufficient number of breeding bulls in the Contai subdivision.

Sj. Nripendra Gopal Mitra: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about general policy and specially about Jhargram Agricultural College.

Sj. Probodh Dutt: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about its policy and about apathy of the Government to the improvement of agriculture in Chhatna constituency of Bankura district.

Sj. Provash Chandra Roy: I beg to move that the demand of *Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government* to excavate and re-excavate sufficient number of small irrigation schemes.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to save jute growers by fixing Rs. 35 as minimum price and Rs. 45 as the maximum price.

Sj. Raipada Das: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to find out fresh market for the Malda Mangoes, the East Bengal market being lost as a result of the partition, and to provide easy, quick and cheap transport of the mangoes to different sale centres.

Sj. Rakhahari Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by 100. I move this in order to raise a discussion about the urgency of taking up small irrigation scheme in the district of Bankura.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the service condition and promotion of Union Agricultural Assistants and Sub-Inspectors.

Sj. Rameswar Panda: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Saroj Roy: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by 100. I move this in order to raise a discussion about agriculture department

হইতে স্মল ইরিগেশনএর জন্য যেসব বাঁধ কাটার জন্য কাহারও কাহারও জমি লওয়া হইয়াছে অনেক ক্ষেত্রে তাহার কম্পেনসেশন দেওয়া হয় নাই। ইহা সরকারী নীতির ব্যর্থতা ও দীনতা। গড়বেতা থানা ও অন্যান্য যেসব স্থানে কম্পেনসেশন দেওয়া হয় নাই তাহা অবিলম্বে দিতে হইবে।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গড়বেতা থানায় প্রায় ৩ লক্ষ মণ আলু উৎপন্ন হয় এবং সারা বাংলাদেশে সেই আলু বহুস্থ চালান যায়। স্থানীয় আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক এবং গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা অত্যধিক হয় ফলে আলু পচিয়া যায় এবং চাষীরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় সরকারী প্রচেষ্টায় গড়বেতা রেল স্টেশনের ব্যবসাকেন্দ্রে একটি কোল্ড স্টোরেজ না করায় সরকারী ব্যর্থতার বিষয় আলোচনা প্রয়োজন।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

হিমাচল প্রদেশ হইতে বাংলাদেশে যেসব নৈনীতাল আলুর বীজ আসে, তা' সব বছরই ভাল জাতের বীজ হয় না, ফলে ফসল প্রভূত ঘাটতি হয়। যেসময় ঐস্থান হইতে আলুবীজ আমদানী হয় সেই সময় বাংলা সরকারের একজন সীড এক্সপার্টকে ঐস্থানে বীজ পরীক্ষার জন্য রাখা উচিত যাতে খারাপ বীজ বাংলায় আমদানী হ'তে না পারে। সরকারের এই জরুরী কাজে ব্যর্থতা প্রকাশ পাইয়াছে।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গড়বেতা থানার শিলাবতী নদীর অববাহিকা অঞ্চলে দেখা যায় যে, ২০০ ফুট গভীর করিয়া টিউব-ওয়েল বসাইলেই তাহা অটো স্রোতে পরিণত হয় এবং চাষীদের সেচের জলের বিশেষ সুবিধা হয়। এই অবস্থায় যদি সরকার হইতে এই বিষয়ে কোন ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং এই পরিকল্পনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে আনার জন্য কোন গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়; আমাদের মনে হয় ইহা করার ব্যবস্থা বাজেটএ থাকা সত্ত্বেও সরকার না করায় ব্যর্থতা দেখাইয়াছে।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গড়বেতা থানার প্রাকৃতিক আবহাওয়া মানভূম ও সিংভূম জেলার অনুরূপ। মানভূম ও সিংভূম জেলায় প্রচুর লাক্ষা চাষ হয়। এই অঞ্চলেও লাক্ষাচাষের প্রয়োজনীয় কুল ও অন্যান্য গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এই অবস্থায় এই অঞ্চলে লাক্ষা চাষের ব্যাপক ব্যবস্থা করা যায়। এই চাষ হইলে স্থানীয় বহুলোকের আর্থিক উন্নতি হইবে এবং বাংলা সরকারের একটি অন্যতম বাড়তি আয়ও হইতে পারে। এই ব্যবস্থা না করায় সরকারী কাজের ব্যর্থতা প্রকাশ পায়।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গড়বেতা থানায় বহু হাজার বিঘা চাষোপযোগী পতিত জমি রহিয়াছে। সেইগুলিতে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে দেশের বহু হাজার মণ ফসল উৎপন্ন হইবে এবং বহু গ্রাম্য বেকার কাজও পাইবে। এই বিষয়ে সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গড়বেতা থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত শিলাবতী নদীর দুই পাশে প্রচুর আনাজ ও শাক-সবজি জন্মায়। সরকার হইতে আরও উৎপাদন বাড়াইবার জন্য আরও উন্নত ধরনের কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত লওয়া হয় নাই। ইহা সরকারী নীতির ব্যর্থতা।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Tank *Improvement*

ডিপার্টমেন্টএর দ্বারা গড়বেতা থানার যেসব ছোট ছোট সেচব্যবস্থার কাজ হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই চাষীরা ক্ষেতের জল পাইতেছে না, অথচ তাহাদের উপর জলকর ধার্য হইয়াছে। ইহা সরকারী নীতির ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। সমস্ত ব্যবস্থাগুলির যথাযোগ্য তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গড়বেতা থানায় গরীব কৃষকদের বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে যাবার সময় অতি দ্রুত বিনা খরচে জল সেচনের জন্য পাম্পিং মেসিন না দেওয়ায় সরকারী ফসল বৃদ্ধি করার নীতি ব্যর্থ হইয়াছে।

Sj. Sasabindu Bera: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the department in improving the general standard of agriculture in the State.

Sj. Subodh Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by 100. I move this in order to raise a discussion about policy, service-conditions of fieldmen and about the State Research Laboratory.

Sj. Subodh Choudhury: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to install a cold storage at Memari in Memari police-station in the district of Burdwan in spite of the promises to people of the place, and in spite of collecting Rs. 60,000 from the local people as shareholders.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take measures against white ants, which are destroying crops totally for the last few years, in spite of the frantic prayer from the peasants of the Ganges belt in Katwa police-station particularly of Agradwip Union Board.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take effective measure in Katwa subdivision in the district of Burdwan, after failure of crops in the current year.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take measures in such places where major and minor irrigation schemes by canal, *bil*, tank is not possible to irrigate lands.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take irrigation measure in the Ganges belt of Katwa *police-station in the district of Burdwan.*

Sj. Sudhir Chandra Das: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by 100. I move this in order to raise a discussion about

নীতি।

Sj. Surendra Nath Pramanik: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by 100. I move this in order to raise a discussion about the need of adequate agriculture-loans and seeds to be supplied to the poor agriculturists in the affected areas of Narayangarh and Keshiary police-stations of Midnapore.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the negligence of the Government to check adulteration in manure sold in the open market.

Sj. Nagendra Dalui: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

দাসপুর থানার শীলাবতী, বুড়িগঙ্গা ও পারাং নদীর বন্যায় ১নং ও ২নং ইউনিয়নের চন্ডীপুর, রাইকুন্ড, সুপা, পুড়শুড়ি, কাটাদরজা, দানীকলা, বাছড়া, রাজনগর, আমডাংরা, মেটেসরা, কল্যাণপুর, লঙ্কাগড়, নাড়াজোল, কিশমত নাড়াজোল, সিঙ্গাপুর, দুবরাজপুর, হাঁররাজপুর, রামদাসপুর, বালিপোতা প্রভৃতি গ্রামের মাঠগুলির ফসল প্রতি বছর নষ্ট হইয়া যায়। এই মাঠগুলির ফসল রক্ষা করার জন্য সরকার এ বিষয়ে আদৌ সচেতন নয়।

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ডেবরা থানায় জগন্নাথপুর ঝাপান দিয়া জল আসিয়া ৭।৮নং ইউনিয়নের ফসল প্রতি বছর নষ্ট হইয়া যায়। এ সম্পর্কে সরকারকে জানানো সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কোন সুব্যবস্থা করিতে অক্ষমতা।

Sj. Tarapada Bandopadhyay: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Tarapada Dey: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy of the Government of not attempting for any equitable distribution of land and about the indifference of the Government to jute, betel and similar other cultivations.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: I beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about poor treatment to Union Agricultural Assistants.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about malpractice in the matter of distribution of manures.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy of Government in respect of execution of small irrigation schemes.

I also beg to move that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture, etc." be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about general policy.

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, কৃষিমন্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতা খুব মনযোগ সহকারে শুনলাম, শুনে আমার মনে হচ্ছে যে তিনি মিথ্যা চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। গ্রামাঞ্চলে যে অবস্থা দেখেছি তাতে মনে হয় এদের চিকিৎসা যা হচ্ছে, রোগীকে বাদ দিয়ে রোগের চিকিৎসা। অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ করলে গ্রামে কৃষি কাজ হতে পারে তার কিছু কিছু এখানে ওখানে হচ্ছে বটে কিন্তু যেভাবে হওয়া উচিত সেইভাবে হচ্ছে না। এবং এইভাবে যদি চলে তাহলে ২০০ বছরেও আমাদের কৃষির অবস্থা সমাধান হবে না। আমরা জানি যে কৃষির উন্নতি করতে হলে কি কি দরকার অর্থাৎ কৃষকের হাতে জমি দেওয়া, সময় মত তাকে সার, বীজ ও বলদ দেওয়া, সেচ ব্যবস্থার সুরাহা করা এবং যাতে কৃষকরা জিনিসের ন্যায্য দাম পায় তার ব্যবস্থা করা—এবং কৃষককে ঋণমুক্ত করা। কিন্তু এই ৫ বছরের মধ্যে এসব কিছুই হয় নি। শতকরা ৩০ ভাগ ভূমিহীন চাষীর জমি পাওয়ার ব্যবস্থা নেই অধিকন্তু আরও যে শতকরা ১৫ জন ভাগচাষ করে খেত, ভূমি সংস্কার আইন আনবার ফলে আজ তারা ক্ষেত-মজুরে পরিণত হয়েছে। তাদের বাঁচাবার কোন ব্যবস্থাই হয় নি। সার কিছু কিছু দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু সময় মত দেওয়া হয় না, এবং তাও ভেজাল মেশান। শুধু সার নয়, খোল আমাদের দেশে আগে দেওয়া হত, সেটা সরকার কেন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন না। সেটা তো এখন একচেটিয়া মুনাফাখোরদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেচ ব্যবস্থার কথা বলি সরকারের এটা করা কর্তব্য কিন্তু প্রথম থেকে এরা যা ব্যবস্থা করেছেন, খরচের ভার কৃষকের ঘাড়ে চাপান হচ্ছে। আগে ছিল সরকার ২ ভাগ আর কৃষক দিতেন ১ ভাগ, তাতে কিছু কাজ হয়েছিল। কিন্তু এখন কৃষককে দিতে হয়-অর্দ্ধেক অথবা সেই অনুপাতে পরিশ্রম। এর মধ্যেও এত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে যে কৃষকরা দিতে চাইলেও সেখানে বছরের পর বছর কিছুই হয় না। আমাদের ওখানে যে নদীর বাঁধ তার স্যাংশন করেও কাজ হতে অনেক দেরী হয়েছে। আমি এম.এল.এ হবার পর রাইটার্স বিল্ডিং ঘুরে ঘুরে ৫ মাস পরে টাকা আদায় করেছি। ৬ মাস পূর্ব্বে একটা দরখাস্ত করলে ৬ মাস পরে তার স্যাংশন হয়। গত বছর আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বাঁধের ফটো দেখিয়েছি, সেখানে কিভাবে আমলাতান্ত্রিক কারবার হয়। সেখানে যদি সরকার দেখেন তাহলে দেখবেন ৮ হাজার টাকায় সেখানে আমরা ২ লক্ষ টাকার ফসল করেছি। সময় মত সাহায্য পেলে আরও কম টাকায় আরো বেশী ফসল করতে পারতাম। এই আমলাতান্ত্রিক আওতায় যেটুকু দেওয়া হয় তাও সময় মতন স্থানীয় যে সমস্ত অফিসার আছেন তাদের কোন ক্ষমতা নেই। সমস্ত কিছুই নির্ভর করে রাইটার্স বিল্ডিংএর উপর। কৃষকেরা জিনিসের ন্যায্য দাম অনেক সময় পায় না। পাট আমাদের দেশে একটা সোনার ফসল—যা থেকে কোটী কোটী টাকা রাজস্ব খাতে আসে এবং কোটী কোটী টাকা লোকে লাভ করে। এখানে কেন ন্যায্য দাম বেঁধে দেওয়া হবে না। বিদেশী কোম্পানী এই পাটে কোটী কোটী লাভ করছে

কিন্তু পাট চাষীর ন্যায্য দাম পাবার কোন ব্যবস্থা হয় নি। তারা যা দাম পায় তাতে তাদের উৎপাদন খরচা উঠে না। এবারে ঋণ সম্বন্ধে কিছু বলব। শতকরা ১০।১২ জনকে কৃষি-ঋণ দেওয়া হয় যারা দরখাস্ত করেন। কিন্তু ঋণ মোটে ১৫।২০ কি জোর ৩০।৩৫ টাকা দেওয়া হয়, তাও বহু দরজায় ধর্ণা দিয়ে আদায় করতে হয়। আমি বলি গ্রামে কোথায় কত টাকায় ঋণের দরকার সেইভাবে লিষ্ট নিয়ে যদি ঠিকমত দেন তাহলে খানিকটা উপকার হয়। চাষীর ঋণ যখন দেওয়া হয় তখন চাষের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই বলি যেটুকু দেওয়া হয় তাও সময় চলে যাবার পর দেওয়া হয়—আলু চাষের পর আলুর বীজ পৌঁছায়। কলাই চাষ হয়ে গেলে কলাই পৌঁছায়; ধান চাষ হয়ে গেলে ধানের বীজ পৌঁছায়।

[3-50—4 p.m.]

তারপর চাষ সম্পর্কে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন তাঁরা অনেক সেন্টার খুলেছেন, কিন্তু আমরা সেটা শুধু চোখেই দেখি। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি কার্যের প্ল্যাকার্ড ঝোলান থাকে, সেখানে হয়ত তাদের কার্যের জমিতে কিছু উন্নত ধরণের ফসল হতে পারে, তার আশে-পাশের যে সমস্ত মাঠে চাষ হয়, সেখানে ফলন খুব বেশী হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ সরকার জাহীর করবেন যে দেশে খুব ফসল বেড়েছে। তাঁরা য়্যাকচুয়াল যা হিসাব দেন, তা মোটেই সত্য নয়। কারণ, দেখা গিয়েছে যে আশ্বিন মাসের ফসল ফলতে না ফলতে, বলা হয়, এত টন ফসল হয়েছে। তাঁরা ঘোষণা করেছেন সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসের মধ্যে খুব বাম্পার ক্রপ হয়েছে। কিন্তু তারপর, ঝড়, বৃষ্টির দরুণ প্রচুর ফসল নষ্ট হয়ে গেল, তবুও তাঁরা বলছেন বাম্পার ফসল হয়েছে। এ বছর ফসল উঠতে না উঠতেই, এখনই ধান-চালের দাম হুহু করে বেড়ে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকেরা গরীব হয়ে গিয়েছে। ধানের দর ১০৷৷ টাকা চড়ে গিয়েছে। অতএব সরকার যে সমস্ত হিসাব দেন, সেগুলি আদৌ সত্য নয়, তার মধ্যে অনেক কারচুপি থাকে।

[At this stage the red light was lit.]

স্যার, আমার সময় হয়ে গেল? আচ্ছা আমি এখানেই শেষ করছি। আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে কৃষি ব্যবস্থার আরও উন্নতি করা দরকার। এই বিধান সভার সদস্যদের কাছে কৃষি-সমবায় সমিতির অফিসাররা যে আবেদন জানিয়েছেন, আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে সেগুলি দিচ্ছি; তিনি যেন তাদের আবেদনগুলি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করেন—কতটা পূরণ করা যায় বা না যায়।

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, পশ্চিমবাংলার পল্লী অঞ্চলে, প্রায় ৩৫ হাজার ৬৩ টা গ্রামে, ১ কোটী ৮৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪৫ জন লোক বাস করে। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে; এবং তারাই একমাত্র আমাদের যাবতীয়, যা কিছু খাদ্য-সামগ্রী সমস্ত উৎপাদন করে। কিন্তু কৃষি খাতে বাংলা গভর্ণমেন্ট এবার খরচ করছেন মাত্র ২ কোটী ৯৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; অর্থাৎ সমস্ত খরচের দিক দিয়ে দেখতে গেলে পর দেখা যাবে, এই যে জাতির সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য সরকার খরচ করছেন শতকরা ৩·৭ টাকা মাত্র। আর খরচের তালিকা দেখলে, দেখা যাবে এই কৃষি-বিভাগ বাংলা গভর্ণমেন্টের খরচের তালিকায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। কাজেই এই যে গভর্ণমেন্ট থেকে বলা হয় যে চাষের জন্য আমরা সর্বাগ্রে অধিক মনযোগ দিয়েছিলাম, একথা সর্বাংশে সত্য বলে মনে করতে পারি না। একটা কথা কৃষিমন্ত্রী বলেছেন যে অনাবাদী জমি উদ্ধারের জন্য চাষ ও খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট উৎপন্ন হচ্ছে। এই অনাবাদী জমির সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে ৩১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮ শত ৩৯·৬৭ একর। এই অনাবাদী জমি উদ্ধারের জন্য বাংলা গভর্ণমেন্ট তাঁদের সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানএ খরচ করছেন ১৯৫৬-৫৭ সালে ৫ লক্ষ টাকা; কি চমৎকার ব্যবস্থা। তারপর সর্বাগ্রে যেটা দরকার পল্লীগ্রামের চাষের উন্নতিকল্পে, সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচের জন্য ব্যয় হচ্ছে ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। এবং পুকুর সংস্কারের খাতে ধরা হয়েছে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা; আর পাম্পিং সেটএর জন্য ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। তারপর কৃষিপণ্যের জন্য ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬ লক্ষ ৫২ হাজার

টাকা খরচ করবার ব্যবস্থা হয়েছে; তাতে বিশেষ কিছু সুবিধা দেখতে পাই না। কারণ সমস্ত বাংলাদেশের লোকসংখ্যা অনুপাতে কৃষিখাতের যে ব্যয়, তাতে শতকরা দুই টাকার সামান্য কিছু বেশী পড়ে মাথা পিছু। একে অনাবাদী জমিগুলিতে আবাদ হচ্ছে না, আবার আবাদী জমি যেগুলি পতিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সে দিকে সরকারের বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। মেদিনীপুর জেলায় নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ী, এবং খড়্গপুর থানায় হাজার হাজার বিঘা জমি বৃষ্টির জল ছাড়া আবাদ হয় না বলে, আমরা চেয়েছিলাম সেখানে শক্তি পরিচালিত নলকূপ বসিয়ে ইউ,পি ও বিহার গভর্ণমেন্টের মত সেচ পরিকল্পনা করা হোক। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা করতে গভর্ণমেন্ট স্বীকার করেন নি। এই কলকাতা সহরে এমন সব ফার্ম আছে, যারা ৩ হাজার টাকার মধ্যে শক্তি-পরিচালিত নলকূপ সেখানে স্থাপিত করতে পারে, এবং তার দ্বারা ৭২ একর জমিতে আবাদ হতে পারে। ইউ,পি এবং বিহার গভর্ণমেন্ট অনেক জায়গায় বিনা পয়সায় সেচের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এবং কোথাও দরকার হলে ¼ অংশ চার্জ নিয়ে পাড়াগাঁয়ে সেই সব চাষবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের গভর্ণমেন্টের কৃষি-বিভাগ এ সম্পর্কে একেবারে চুপচাপ; এবং ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা বাবদ টাকা দিচ্ছেন মাত্র ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। এই যে সামান্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে এর দ্বারা কি কখনও গ্রামের প্রকৃত চাষবাসের উন্নতি হতে পারে? বিশেষ করে উঁচু জায়গার যে সমস্ত আবাদী জমি পড়ে রয়েছে সে দিকে সরকারের মোটেই লক্ষ্য নাই।

তারপর এখন আমি আর একটা বিষয় বলবো। কৃষিজীবিদের প্রধান সহায়ক হচ্ছে—গো-জাতি। সেই গো-সম্পদ রক্ষার জন্য আজ পর্যন্ত সরকার কিছুই করলেন না, এবং জনমতের যে দাবী ছিল দলমত নির্বিশেষে, এবং জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত বলেছিলেন যে স্বাধীনতার চেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে গো-সম্পদ রক্ষাব্যবস্থা তাছাড়া আমাদের ভারতীয় সংবিধানের ৪৮ ধারায় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গো-হত্যা নিরোধ আইন তৈরী করার কোন কিছু ব্যবস্থা করলেন না, বরং গো-হত্যার উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। ইউ,পি গভর্ণমেন্ট আইন প্রণয়ণ করে গো-হত্যা বন্ধ করেছেন; কিন্তু বাংলা গভর্ণমেন্ট সে দিকে একেবারে নিস্তব্ধ, নির্বাক, এবং অন্য দিক দিয়ে আমাদের পবিত্র সংবিধানকে অপমান করে চলেছেন বাংলা সরকার। গো-জাতির উন্নতিকল্পে এবং অন্যান্য লাইভষ্টক ইমপ্রুভমেন্টএর জন্য কিছু টাকা খরচ করছেন, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু গো-জাতি পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বাঁচবে কি করে? তাদের গো-চারণ ভূমির কোন ব্যবস্থা নাই। পূর্বে দেখা যায় যে ল্যান্ড একুইজিসন য়্যাক্ট আসবার সংগে সংগে জমিদাররা গো-চারণ ভূমির খাজনার বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা করে একেবারে লোপ করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ল্যান্ড রিফরম্ বিলএর মাধ্যমে গো-চারণ ভূমি রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। কাজেই এই দিক থেকে দেখতে গেলে, দেখা যাবে যে বাংলার গো-সম্পদ এবং কৃষির উন্নতিকল্পে যে গো-জাতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সে দিকে কিছু না করে, তাদের হত্যার ব্যবস্থা চালু রেখেছেন, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা কিছু করেন নি। ১৯৫৪-৫৫ সালে মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া অঞ্চলে যেভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তা সত্বেও এই কৃষি-বিভাগের উন্নয়ন-বিভাগ বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। সেখানে যে সমস্ত পুষ্করণী, নালা প্রভৃতি তৈরী হচ্ছিল, বৃষ্টির জলের অভাবে সেগুলি শুকিয়ে থাকায়, সেখানকার এক কোটা জমিতেও চাষ হয় নি। ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সেই সমস্ত জায়গায় জলকর ধার্য করেন এবং টাকা আদায় করবার জন্য গ্রামবাসীদের যথেষ্ট উৎপীড়ন করেন। মন্ত্রী-মহাশয়ের কাছে এ সম্বন্ধে দরখাস্ত করা হলে, তবে তাঁরা সেটা বন্ধ করেন। কিন্তু বন্ধ করলেও সেই বৎসরের বাবদ যে সমস্ত বাঁধ তৈরী করা সম্ভব হয় নি, বা আংশিক চেষ্টা হয়েছিল সেখানেও জলকর ধার্য করা সম্পূর্ণ অন্যায়। আমার নিবেদন মন্ত্রীমহাশয়এর কাছে ১৯৫৪-৫৫ সালের যে জলকর, সেটা যেন আদায় করা না হয়। যদি আদায় করা হয় তাহলে সেটা অত্যন্ত অন্যায় জবরদস্তি করা হবে। খড়্গপুর থানার ছয় নং ইউনিয়নে জলাভাব রয়েছে, ট্যাঙ্ক ইম্প্রুভমেন্ট থেকে বাঁধটি সম্পূর্ণ মেরামত হয় নাই, তথাপি সেখানে জবরদস্তি করে জলকর আদায় করার ব্যবস্থা হচ্ছে। ১৯৫৪-৫৫ সালের জলকর সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া উচিত। তারপর খড়্গপুরে তিন নম্বর ইউনিয়ন ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট ডিপার্টমেন্টএর মারফৎ সেখানে বাঁধ সংস্কার করবার জন্য বারবার দরখাস্ত করে জানান সত্বেও ঐ ট্যাঙ্ক ইম্প্রুভমেন্টএর মারফৎ তার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি।

শেষ একটি কথা। পতিত জমি উদ্ধারের জন্য খড়্গপুর, নারায়ণগড় এবং কেশিয়ারী থানার (মেদিনীপুর জেলায়) এক ছটাক জমিও উন্নতির ব্যবস্থা কিছু করা হয় নি। অথচ ওখানে হাজার হাজার একর জমি আবাদী জমি অনাবাদী অবস্থায় পতিত পড়ে রয়েছে, অনাবাদী জমি ত রয়ে গেছেই। সে দিকে কেন সরকারের নজর পড়ে নি আমি তা জানতে চাই, এবং মেদিনীপুর জেলার কোন কোন স্থানের পতিত জমি উদ্ধারের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে সে কথা মন্ত্রী-মহাশয় আমাদের জানালে পর বাধিত হব।

[4—4-10 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়! এই খাতের দাবী উত্থাপন করে মন্ত্রীমহাশয় যে কথাগুলি আমাদের সামনে বলেছেন, তার দ্বারা তিনি আমাদের সামনে একটা ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন যে কৃষির ভিতর দিয়ে আমাদের দেশ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। কৃষির দিক দিয়ে অনেক অর্থ আজ ব্যয় হচ্ছে বটে, কিন্তু উপরতলার কৃষিজীবিরাই বেশীরভাগ সেই অর্থের সুযোগ গ্রহণ করছে। সেটা যদি তলার দিকে বেশী পৌঁছাত তাহলে আমি মনে করি বাংলা দেশের খাদ্য-সমস্যার সমাধান ত হয়ে যেতই বরং বাংলাদেশ খাদ্যের ব্যাপারে একটা উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হতে পারত। কি কারণে তা হয় নি তা বলি:—প্রথমতঃ ফারটিলাইজার ডিষ্ট্রিবিউশন—অর্থাৎ সার বিতরণের যে স্কীম গ্রহণ করেছেন সেই স্কীমের মাধ্যমে আমরা গ্রামেতে দেখতে পাই যে বড় বড় জোতদাররা যাদের অনেক জমি আছে তারাই এর বেশী সুযোগ গ্রহণ করে। যে সমস্ত জোতদার কলিকাতায় বা অন্যান্য শহরে থাকে, যারা জমিগুলো বর্গাদারকে বিলি করে দিয়ে চাষের দিকে নজর দেয় না, শুধু বছরের শেষে বর্গাদারদের কাছ থেকে তাদের ধানের ভাগ নিয়ে চলে আসে, সেই সমস্ত অঞ্চলের জমিগুলোয় সার বিতরণের কোন ব্যবস্থাই সরকারপক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত করা হ'ল না। তার কারণ বর্গাদারদের নিজের জমি নাই। এই যে সার ধার দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে তার সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারে না; যাদের জমি আছে তারা জমি বাঁধা দিয়ে সার পেতে পারে। এ বিষয়ে গত কয়েক বৎসর ধরে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি বলেছি আপনারা এমন একটা স্কীম গ্রহণ করুন যার দ্বারা বর্গাদারকে সার 'লোন' দেওয়া যায়। যে জমিতে সে চাষ করে সেই জমির উৎপন্ন ফসল থেকে যে পরিমাণ ধার দেওয়া হয় সেই পরিমাণ অর্থ ধানের দ্বারা যাতে শোধ করা যেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে ব্যবস্থা কিছুই হয় নি। তার ফলে ছোট ছোট বর্গাদার দেখছে যে তার পাশের জমির বড়লোক জোতদার সে হয়ত সরকারের নিকট থেকে বিরাট সার—কয়েক মণ সার ধার পাচ্ছে, কিন্তু বর্গাদার সে গরীব বলে কোন রকম ধারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারলে না। এর ফলে দেখা যায় গ্রামের ভিতর যে অনুপাতে শস্য উৎপাদন হওয়া উচিত ছিল সেই অনুপাতটা যথেষ্ট কমে যায়। মন্ত্রীমহাশয় বলবেন যে জমিতে সার দেওয়া হয়েছে সে জমির উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু টোটাল যদি করা যায় তাহলে দেখা যাবে সার 'ডিষ্ট্রিবিউশন' সত্ত্বেও বাংলায় এভারেজ প্রোডাকশন খুব বেশী বাড়ে নি, যেখানে সেটা বাড়া উচিত। আমাদের বাংলাদেশে বিঘাকরা ধানের ফলন ৬ মণ, অথচ সার দিলে তা ১০।১২ মণ হ'ত।

তারপরে স্মল ইরিগেশন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট করে থাকেন। গত ২ বছর, ৩ বছর দেখছি এই খাতে অনেক টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল—যেমন ২০ লক্ষ টাকা। কিন্তু হঠাৎ এ বছর নজরে পড়ল সেটা কমিয়ে ½ করে দেওয়া হয়েছে মাত্র ৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। হয়ত মন্ত্রীমহাশয় বলবেন এই সকল স্মল ইরিগেশন স্কীমএর সুযোগ চাষীরা গ্রহণ করতে পারে না। কেন পারে না তার কারণ তাদের ½ ভাগ কনট্রিবিউশন করতে হবে। এই ½ 'লোক্যাল কনট্রিবিউশন' হয় না বলেই ছোট ছোট ইরিগেশন স্কীম হয় না। কিন্তু কথা হচ্ছে ছোট ছোট ইরিগেশন স্কীমে ½ 'কনট্রিবিউশন' না করে যেখানে 'লেবার' দেওয়া চলতে পারে—যেমন, মনে করুন একটা খাল কাটতে হবে সেখানে লেবার কনট্রিবিউশন হ'লে তা সে ½ হউক বা ⅓ হউক—সেই লেবার দিয়ে চাষীরা পূরণ করতে পারে। কিন্তু যেখানে ছোট একটা স্লুস্ করতে হবে সেখানে যদি বলা হয়—৮ হাজার টাকায় এই স্লুস্

করতে হবে, সেখানে তারা ২ হাজার টাকার মত খাল কেটে দিতে পারে কিন্তু বাদ বাকী ৮ হাজারের মধ্যে যদি এক হাজার বা দ্ হাজার টাকা দিতে হবে বলা হয় তাহলে সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই স্মল ইরিগেশন দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সেই পরিমাণ টাকা তুলে দেওয়া অসম্ভব। তাই আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলব যে এই খাতে আরও বেশী অর্থ বরাদ্দ করা উচিত ছিল এবং ½ দেওয়ার নীতিও পরিবর্তন করা উচিত ছিল। চাষীর কাছে লেবারের একটা পরিমাণ দাবী করুন, সে তা দিতে পারবে, কিন্তু যেখানে ছোটখাট স্লুস্ করতে হবে সেখানে ½ দাবী করলে হবে না। এই রকমভাবে আমি দেখেছি ২।৪টা স্কীম—২।৩ হাজার টাকা দিতে পারল না বলে ফেল করেছে, অথচ সেই ছোট ছোট ইরিগেশনগুলো করা খুব দরকার এবং তাহলে শস্যের ফল বেশী হতে পারে। এদিকে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তার আর একটা জিনিষ হ'ল—ক্রপ সার্ভে মেথড্। আমি গ্রামে ঘুরে দেখেছি যে সমস্ত এগ্রিকালচারাল এসিষ্ট্যান্ট ক্রপ সার্ভে করেন অর্থাৎ কত ধান হ'ল বা কত পাট হ'ল তা নির্ণয় করেন তাঁরা যে মেথড্ গ্রহণ করেন সেটা মোটেই ঠিক নয়, বরং অত্যন্ত ভুল। ভুল পথে পরিচালিত করে, ভুল ষ্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে আমাদের দেশের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়ার মত মুর্খতা আর নাই। আমাদের সত্যকার যা সমস্যা আছে সেটা এই ষ্ট্যাটিষ্টিকেল সার্ভে করে চোখের সামনে তুলে ধরা উচিত এবং সমাধানের পন্থা আবিষ্কার করা উচিত। তা না করে যেখানে ভাল ধান হয়েছে তার খানিকটা কেটে নিয়ে তাকে বেসিস্ করে সেই ফিল্ডএর সেখানকার ২০।২৫ একর মাঠের সার্ভে করা হ'ল বলে ধরেন তাহলে সেটা খারাপ। এই ব্যাপারে এগ্রিকালচারাল এসিষ্ট্যান্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তাঁরা স্পষ্ট বলেছেন এটা উপরওয়ালার নির্দেশ। আমি তাই মন্ত্রীমহাশয়কে বলছি এরকম নির্দেশ থাকলে সেটা যাতে তুলে নেওয়া হয় তার চেষ্টা করবেন, এবং ডিপার্টমেন্টের এরকম নির্দেশ থাকলে সেটা প্রহিবিট করে দেবার চেষ্টা করবেন।

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Dhananjoy Kar:

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়! কৃষি ভারতবর্ষের প্রধান শিল্প, কৃষিশিল্পের উপর ভারতবর্ষের শতকরা ৭৫ জন নির্ভরশীল। কৃষির যদি উন্নতি না হয় তাহলে ভারতবর্ষের জনসাধারণের উন্নতির আশা করা যায় না। আজকে আমাদের মাথাপিছু যে গড় আয়ের কথা বলা হয় সেটা মাথাপিছু আয় ঠিক নয়, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির আয়কে আমাদের মাথার উপর ফেলে দিয়ে একটা হিসাব দেখান হয়। কিন্তু কৃষির উন্নতির দ্বারা যদি আয় বাড়ান যায় তাহলে সত্যসত্যই কিছুটা মাথাপিছু আয় বাড়বে তাতে সন্দেহ নাই।

মন্ত্রীমহাশয় আমাদের কাছে বলেছেন যে কৃষির উন্নতির জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে, অনেক টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয় হয়ত করা হয়েছে কিছু টাকা কিন্তু সত্যিকারের কৃষির উন্নতি যাতে হতে পারে তেমনি কোন ব্যবস্থা তার দ্বারা করা হয় নি। কর্মচারী পোষার খাতে যদিও বেশী টাকা ব্যয় করছেন কিন্তু তাতে কৃষির উন্নতির বিশেষ কিছু হবে বলে আমি মনে করি না। কৃষির উন্নতি করতে হলে প্রধান এবং প্রথম যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে সেচ ব্যবস্থা। ভাল বীজ, খুব উন্নত ধরণের সার যতই দেন না কেন যদি জলের সুব্যবস্থা করতে না পারেন তাহলে ভাল বীজ ও সার ব্যবহার করে ফসল বাড়াতে পারবেন না। সেই জন্য সার, বীজের উন্নতির যত কিছু ব্যবস্থা করুন তার আগে সেচ ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য মন্ত্রীমহাশয় বলার সময় হিসাব দেখিয়েছেন যে অনেক লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলবো যে তাঁর হিসাব ঠিক হিসাব নয়, তিনি কতকগুলি ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে বলেছেন। সেচ ব্যবস্থার মধ্যে তারা ময়ূরাক্ষীর উল্লেখ করেছেন এবং তাতে কিছু আবাদী জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনা যা তাঁরা করেছেন তার অধিকাংশই একেবারে অকেজো। অথচ এই সমস্ত হিসাবের মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই যে সমস্ত ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রভৃতি সেচ পরিকল্পনা যা করা হয়েছে, তার মধ্যে শতকরা ৯০টাই সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত

হয়েছে। কোন কাজই হয় নি এইগুলির দ্বারা। এইগুলি আমরা বারবার বলেছি। প্রশ্ন করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। নয়াগ্রামের স্থানীয় লোকেরা দরখাস্ত করেছে যে এই বাঁধ হলে তাতে সেচের উপকার হবে। এই বাঁধগুলি আমাদের শুখার জন্য দরকার। যখন জল হবে তখন এই বাঁধগুলি আমাদের সেচের কাজে লাগবে। আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে সেখানে যদি জল না যায় এবং নয়াগ্রামের ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট যদি না করা হয় তাহলে এই আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে জল পাবে না এবং সেখানে এক বিঘা জমিতেও জল দিতে পারবেন না। অথচ এখানে আত্মতুষ্টি লাভ করেছেন যে ৮ লক্ষ বিঘা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছেন। এইভাবে আত্মতুষ্টি লাভ না করে সত্যি কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা তলিয়ে দেখুন। শুধু জলের ব্যবস্থা করলেই হবে না। জল, সার, বীজ এই সব দিয়ে চাষের উন্নতি হবে না। কারণ আজ চাষীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের বীজ কিনবার মত, সার কিনবার মত পয়সা নেই। চাষীর যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনমত লোন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণ দেবার জন্য কিছু টাকা দিয়েই এই রকম মনোভাব নিয়ে বসে থাকলে চাষীর উন্নতি হবে না। আমার এক প্রশ্নের উত্তরে আপনি জবাব দিয়েছিলেন, মন্ত্রীমহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম পশু খরিদের জন্য নয়াগ্রাম থানায় কত লোক দরখাস্ত করেছিল এবং কত টাকা দেওয়া হয়েছিল। তিনি আমাকে জবাব দিয়েছিলেন ৪২০টি লোক দরখাস্ত করেছিল এবং দেওয়া হয়েছিল ৪০০ টাকা। চমৎকার, এই ৪০০ টাকা দিয়ে কয়জনকে কত টাকা খরিদের জন্য দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা নয়াগ্রাম থানায় চাষীদের উন্নতি করতে হবে বলে যদি এই রকম ঋণ দিয়ে মনে করেন যে চাষীর উন্নতি করছেন, তাদের উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তা ঠিক নয়। যদি চাষীদের অবস্থার উন্নতি করতে হয় তাহলে প্রয়োজনমত ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। এখানে ৪২০ জনকে ৪০০ টাকা দিয়ে আপনারা বলছেন গরু খরিদের জন্য টাকা দেবার ব্যবস্থা করেছেন, এ টাকা দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াই ভাল। আবার সেই টাকা পেতে হলে যে অবস্থা হয় সে কথা, স্পীকারমহাশয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়কে জানাতে চাই। যারা দরখাস্ত দেয় তাদের প্রত্যেককে টাকা দেওয়া হয় না তাদের টাকা পেতে হলে ২।১০ টাকা দরখাস্ত প্রতি দিয়ে টাকা পেতে হয়। অভাবী চাষী তারা টাকা পাবার আশায় তাদের যা কিছু সম্বল তা বাঁধা দিয়ে এই টাকা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ৪২০ জনের মধ্যে মাত্র ২।৩ জন পায় বাকী লোক পায় না। অথচ তাদের কাছে থেকে টাকা আদায় করা হয়। এ কথা সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি। মন্ত্রী-মহাশয় অনুসন্ধান করুন, তাঁর যদি কোন বিশ্বস্ত কর্মচারী থাকে তাকে দিয়ে অনুসন্ধান করে দেখুন এই রকম ঘটনা মফঃস্বলে হচ্ছে কি না। এই হচ্ছে অবস্থা। আবার এই টাকা আদায় করার জন্য চাষীদের উপর কি রকম অন্যায় জুলুম করা হয় তাতে চাষীদের অবস্থার কি উন্নতি করছেন এই কথাটা আপনার মাধ্যমে উপস্থিত করতে চাই। কৃষি-ঋণ, গরু খরিদ ঋণ, এই রকম নানা প্রকার ঋণ অভাবগ্রস্ত চাষীরা কয়েক বৎসর ধরে নিচ্ছে। বন্যার ফলে, ফসল নষ্ট হওয়ার জন্য, অনাবৃষ্টির জন্য চাষীদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য সরকার একাধিকবার ঋণ দিয়েছেন। এই বৎসরে সমস্ত বকেয়া ঋণ আদায় করার জন্য সার্টিফিকেট জারী করে ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হচ্ছে। যদি এই রকম গ্রুপএর ২।১ জন লোক যারা আদায়ের টাকা দিয়ে দিচ্ছে তারাও অব্যাহতি পাচ্ছে না। যারা আদায় দিল বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য তাদেরই আবার মাল ক্রোক করা হল এবং গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট বের করা হল তাদের নামে। এ'রা মনে করেন যখন এরা দিয়েছে তখন এদের মাল যদি ক্রোক করা যায় তাহলে বাকী টাকাও বের করা যাবে। যাদের বাকী টাকা আছে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা না করে যাদের কাছ থেকে টাকা আদায় হয়েছে তাদের কাছ থেকেই আবার টাকা আদায় করার চেষ্টা হচ্ছে। এই রকমভাবে অন্যায় জুলুম চলেছে। মন্ত্রীমহাশয় হয়ত বলবেন যে এটা প্রফুল্লবাবুর ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু যারই ডিপার্টমেন্ট হোক না কেন এই রকম জুলুম চাষীদের উপর চলছে। চাষীর অবস্থার কথা চিন্তা করে তাদের যাতে উন্নতি হয় তাই করা প্রয়োজন। সারের কথা বাদ দিন। গ্রামে চলুন, সেখানে গিয়ে দেখুন চাষীর অবস্থা, তাদের ক্রয়-ক্ষমতা আগের চেয়ে বেড়েছে কি না। সে দিক থেকে আমরা দেখছি যে কিছুই হয় নি। তাদের নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, দিনের পর দিন তাদের খরচা বেড়েই চলেছে কিন্তু তাদের আয় বাড়ছে না। ফলে, চাষের কাজে যে ন্যায্য খরচ করা

দরকার তা তারা করতে পারছে না। সরকারের তরফ থেকেও তার কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এইভাবে চাষীর অবস্থার কি উন্নতি হবে সে দিক থেকে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে চিন্তা করবার জন্য অনুরোধ করছি।

[4-20—4-30 p.m.]

এটা জোর গলা করে বলা হল যে আমরা সার কর্জ দিই। কিন্তু তাঁরা কেবল এমোনিয়া সালফেট্‌ কাবুলিওয়ালাদের ব্যবসারূপে কর্জ দেন। হাড়ের গুঁড়ো, মিশ্রসার, সুপার ফসফেট্‌ যেগুলি চাষীরা চায়, সেগুলি বোধহয় কর্জ দেওয়া হয় না। এই এ্যামোনিয়া সালফেট্‌ গাছ বাড়ায়, ফলন বাড়ায় না—ফলন বাড়ানোর পক্ষে সুপার ফসফেট্‌, মিশ্রসার, এইগুলি খুব কার্যকরী হচ্ছে। চাষীরা এগুলি চাচ্ছে। এ্যামোনিয়া সালফেট্‌ চাষীরা চায় না অথচ সেগুলি তৈরী হয়ে পাহাড়ের মত জমে আছে। কাবুলিওয়ালাদের ব্যবসার মত বলা হচ্ছে ধার নাও এবং ধার নিয়ে এগুলি বিক্রী হয়ে যায়, আর আদায়ের সময় সুদ রেহাই নেই। বৃষ্টি না হওয়ার ফলে গত বছর বা তার আগের বছর ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। সেই সার দেওয়া সত্ত্বেও জমি থেকে তারা কিছু পেল না কিন্তু সেখানে সরকার সুদ সহ সেটা আদায় করে নেবেন। যদিও চাষীর ঘরে এককণাও শস্য এল না তবুও সরকার তাদের রেহাই দিচ্ছেন না। আমরা দেখতে পাই সরকারের লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী টাকা অপব্যয় হচ্ছে, অন্যায়ভাবে চলে যাচ্ছে, কোথায় চলে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। কিন্তু চাষীদের সেই সার দেওয়া সত্ত্বেও জল না হওয়ার ফলে সেই জমিতে চাষ হল না, সারের বিনিময়ে চাষী কিছুই পেল না। সেক্ষেত্রে চাষীকে ঐ সারের দাম রেহাই দিতে সরকারের এত আপত্তি কেন? তাঁরা ত মাছের ব্যবসা করছেন, ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করছেন, নানরকম ব্যবসা করছেন দেখছি, বলেছেন আমরা এতে লাভ করছি, কিন্তু তাঁরা এরকমভাবে চাষীর ঘাড় কেন ভাঙ্গছেন—এটুকু রেহাই দিতে তাঁদের আপত্তি কি? সেটা আদায়ের জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হচ্ছে—চাষী দরদী এই সরকার তা ঠিকই। সেটা বোঝাই যাচ্ছে, তাঁদের বিভিন্ন কার্যকলাপ থেকে। এটা গেল ঋণের ব্যাপার।

তারপর এই ডিপার্টমেন্টে বহু দুর্নীতি আমরা দেখছি এবং প্রচুর অব্যবস্থাও লক্ষ্য করছি। আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গেছেন যে ও'রা খুব ভাল ভাল বীজ উৎপন্ন করার ব্যবস্থা করছেন কিন্তু চাষীরা বীজ চাইলে ঠিক সময়মত ও'রা দিতে পারেন না, এমন সময় গিয়ে বীজ পেশছায় যখন চাষ প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে। তখন গিয়ে বীজ পেশছালে সেই বীজে কি হয়? সেগুলি নষ্ট হয়ে যায় বা সেগুলি তাঁরা খেয়ে ফেলে। তাঁরা বললেন অনেক মণ বীজ তাঁরা দান করেছেন—যারা অভাবী চাষী, তেমন চাষী পেয়েছে জোর করে বলতে পারেন? একটা জায়গায় আমি উপস্থিত ছিলাম, শুনলাম যে সেখানে কিছু বীজ বিলি হচ্ছে - গম, আরো কি কি জিনিস সমস্ত বিলি হচ্ছিল। অনেক লোক দৌড়াল—তারপর তারা ফিরে এলো একপোয়া, আধসের গম নিয়ে, মুখে ফেলতে ফেলতে এলো। যারা বড় বড় চাষী, যাদের বীজের প্রয়োজন নেই, তারা সেই সমস্ত ভাল ভাল বীজ বেশী করে নিয়ে নিল, আর যাদের প্রকৃতপক্ষে বীজ দরকার, তারা একপো, আধসের নিয়ে ফিরে এলো—এইভাবে এইগুলির অপব্যয় হচ্ছে। এইগুলি দিয়েই এ'রা মনে করছেন, চাষীর উন্নতি হয়ে যাবে, আর বিশেষ কিছু করণীয় বোধ হয় নেই—এরকম আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব তাঁরা যেন পোষণ না করেন। এই বীজগুলি যাতে নষ্ট না হয় কিম্বা কতিপয় মুষ্টিমেয় লোকের হাতে যাতে এই সব বীজগুলি চলে না যায় সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

তারপর এই বিভাগে অনেক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী রাখা হয়েছে কি কারণে? নূতন ছেলে, যাঁরা অভিজ্ঞ ট্রেণিং প্রাপ্ত ছেলে তাদের নেওয়া হচ্ছে না।

[At this stage blue light was lit.]

আমার কমিনিট সময় আছে স্যার?

Mr. Speaker:

আর দু'মিনিট বাকী আছে।

Sj. Dhananjoy Kar:

এইজন্য বেকার সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। এই পুরানো অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নিযুক্ত করার কারণ কি? এই যদি নীতি হয়ে থাকে, তাহলে তার মধ্যে বেছে বেছে কেন নেওয়া হল, সবাইকে নেওয়া হয় না কেন? আমি নাম করে বলে দিচ্ছি। সেই সমস্ত পুরানো কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হয়েছে, এমন কি শোনা যাচ্ছে যাঁরা অনভিজ্ঞ তাঁদেরও অনেক ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা হয়েছে। পুরানোদের মধ্যে আমি কয়েকজনের নাম বলি। তাঁদের সম্বন্ধে কিছু মন্ত্রীমহাশয় আমাদের অবশ্যই জানাবেন এটা আশা করি, কারণ তাঁদের নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে; যেমন ভবেশচন্দ্র রায়, অমৃতলাল মুখার্জ্জী, হারাণচন্দ্র মিত্র, নীরোদ চক্রবর্ত্তী, ননীগোপাল বর্ম্মণ রায়—এই সব পুরানো অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পুনর্বহাল করা হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে শম্ভুনাথ মুখার্জী, উপেন্দ্রনাথ রায় এ'রা কি অপরাধ করলেন? এ'রাও রিটায়ার করেছেন, এ'দেরও ঢুকিয়ে দিন। তারপরে কৃষি-বিদ্যালয়ে একটা শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন—তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এবং তাঁর নাকি যোগ্যতা অনেকে বলেছেন যে তিনি জয়েন্ট ডাইরেকটর মিঃ বি, ব্যানার্জীর বাড়ীতে প্রাইভেট মাষ্টার ছিলেন, তাঁকে এগ্রিকালচারাল ফার্মে শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন যখন উঠেছে, আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলবো যে দয়া করে তাঁর কোন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে ঐ বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে সেখানকার লোকেদের সংগে বসে তাঁর দক্ষতা যেন পরীক্ষা করে দেখেন। এইভাবে নিজেদের লোকদের পোষবার জন্য বছরের পর বছর তাঁদের পুনর্নিয়োগ করা হচ্ছে। এটা ভাল নীতি নয়, এই নীতি থেকে যেন ও'রা সরে দাঁড়ান এই অনুরোধ আমি করছি।

[At this stage red light was lit.]

এক মিনিট স্যার। আর একটা দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই সেচ পরিকল্পনার ব্যাপারে। আমি আগেও বলেছি যে সমস্ত জমিতে জল যায় না, আমরা দাবী করেছি যে পরীক্ষা করে দেখা হোক, কৃষিবিভাগের কোন এক্সপার্ট সেখানে যান, গিয়ে দেখিয়ে দিন যে-শ্রাবণ মাসে গিয়ে দেখিয়ে দিন যে সেই সমস্ত জমিতে জল যায়, তহালে কর নিন। জল যায় না অথচ ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট অফিসার বলেছেন যে এত বিঘা জমিতে জল যেতে পারে এবং সেখানে জোর জবরদস্তি করে কর আদায় করা হচ্ছে। এটা কি রকম নীতি? জল নেই, আমি চ্যালেঞ্জ করছি আপনারা দেখিয়ে দিন জল যায় কি না-আমরা আপত্তি করেছি, আপনাদের কাছে দরখাস্ত করেছি। আপনার এক্সপার্ট গিয়ে দেখিয়ে দিন শ্রাবণ মাসে সেই সমস্ত জমিতে জল যায়, তারপরে ট্যাক্স নিন। যাবেন না, দেখবেন না, আপত্তি করলে শুনবেন না। জোর জবরদস্তি করে ট্যাক্স আদায় করবেন। বলা সত্ত্বেও শুনবেন না—এই কি চাষীর প্রতি আপনাদের দরদ? যেমন সাপুয়া-রামনগর জল নিকাশের ক্যানালে, সেখানকার লোকেরা অনেক আপত্তি করেছিলেন যে এর দ্বারা খুব বেশী উপকার হবে না, আপনারা এটা করবেন না। তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও এটা করা হল, এতে খুব অল্প লোকেরই উপকার হচ্ছে। কাজেই সম্পূর্ণভাবে বহু লোকের কোন কাজে এটা আসছে না অথচ তাদের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে। জোর জবরদস্তি করে ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে, এমন কি সার্টিফিকেট জারী করে ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে। অনেক লোক আপত্তি করেছিলেন, তাঁদের সেই আপত্তি শুনলেন না, কাজও শেষ হল না। যা হয়েছে তার দ্বারা লোকের কতটুকু উপকার হচ্ছে সেটা দেখান। যারা উপকৃত হচ্ছে তাদের কাছ থেকে যদি নিতেন তাহলে বলার বিশেষ কিছু ছিল না কিন্তু যারা উপকৃত হচ্ছে না এমন বহু লোকের কাছ থেকে জোর করে সার্টিফিকেট জারী করে, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে—কেন এরকম হবে?

কেন এই রকম হবে? আপনারা যদি সত্যিই চাষীর মঙ্গল চান, চাষীর উন্নতি চান এবং চাষীদিগকে বাঁচাতে চান তাহলে আপনাদের দেখতে হবে কেউ যাতে চাষীদের লুণ্ঠন না করতে পারে, সে সরকারী কর্মচারী হউক আর যেই হউক। তাদের সেচের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রয়োজনমত লোন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে; ভাল বীজ এবং সার নির্দিষ্ট সময়মত যাতে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর তা না করে ৪০০।৫০০ দরখাস্ত পড়ল আর ৪।৫

জনকে সার, বীজ দিলেন আর বল্লেন আমরা অনেক দিলাম এবং লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ দেখালেন—এই সব ধাপ্পাবাজী সব লোকেই বুঝতে পারে আর বেশী দিন এ সব চলবে না। তারপর যে সমস্ত স্মল ইরিগেশন স্কীম্‌স করেছেন, এবং জল সেচের হিসেব দেখাচ্ছেন তার সবগুলি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এবং এই সমস্ত মিথ্যা রিপোর্ট—এ কথা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এবং প্রয়োজন হলে আমি প্রমাণ করে দেবো। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Nagendra Dalui:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে কৃষিপ্রধান দেশ; আমাদের দেশে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোক হচ্ছে ১ কোটী ৪১ লক্ষ। এর মধ্যে ৬০ লক্ষ কৃষকদের কোন জমি নাই। বাকী ৫৬ লক্ষ কৃষকের মাত্র ৫ একরের কম জমি আছে। আজ পশ্চিম বাংলার জমির পরিমাণ মাত্র ১ কোটী ১৭ লক্ষ একর। আর বাদ বাকী ২৫ লক্ষ কৃষকের জমি রয়েছে.। কিন্তু এই সরকারের এমন নীতি যে এই ৬০ লক্ষ কৃষককে তাঁরা জমি দিতে পারলেন না। এমন কি বাংলাদেশে যে ৩০ লক্ষ ভাগচাষী আছে তাদেরকেও জমি দেবার কোন সুব্যবস্থা এ'রা করতে পারলেন না। এই জমিদারী দখল বিল পাশ হবার পর তাঁরা জমি দিতে পারলো না কেন? সেইজন্য আমি একটু এ'দের নীতি সম্বন্ধে বলবো। এমন কি যে সমস্ত কৃষকদের হাতে জমি আছে সেই সমস্ত কৃষকরা যাতে ফসল তুলতে পারে তারও এ'রা কোন একটা সুব্যবস্থা করতে পারলেন না। আমি যে এলাকা থেকে এসেছি সেই এলাকায় দাশপুর থানার তিন নম্বর ইউনিয়ন। এই তিন নম্বর ইউনিয়নে কাকদারী-কৃষ্ণনগরে একটা স্লুস্ গেট করার জন্য প্রতি বৎসর হাজার হাজার কৃষক মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আবেদন করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার একটা ব্যবস্থা এ'রা করতে পারলেন না। তারপর পাঁচকুড়া থানায় সালাজপুরে বাঁধ কাটিয়ে জল নেবার ব্যবস্থার জন্য ওখানকার কৃষকেরা টাকা জমা দিয়েছে কিন্তু মন্ত্রী-মহাশয় তারও কোন ব্যবস্থা করলেন না। আজকে কৃষির উন্নতি করতে হলে জলসেচের ব্যবস্থা করা দরকার। জল মাঠে দেবার এবং জল বের করে দেবার দরকার কিন্তু সে দিকে এ'দের কোন দৃষ্টি নেই। তারপর সার দেওয়ার ব্যবস্থা যা হচ্ছে যে সমস্ত কৃষক গরীব এবং অল্প জমি আছে তারা যাতে বিনা মূল্যে সার পায় তার ব্যবস্থা এ'রা কখনই করবেন না। সেটা এ'দের নীতি নয়। এ'দের শুধু কাগজ-কলমের নীতি। আজকে দেশের শতকরা ৭৫ জন লোক হচ্ছে কৃষক। আজ যদি কৃষক বাঁচে এবং কৃষকদের যদি উন্নতি হয় তাহলে সমস্ত শ্রেণীর লোকের উন্নতি হবে। কিন্তু এই বাজেটে যা আমরা দেখছি এই সরকারের অধিকাংশ টাকা এ'রা পুলিশের পিছনে খরচ করছেন। সেইজন্য বলছি আজকে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হচ্ছে কৃষি সমস্যা। আজ যদি কৃষির উন্নতি হয়, কৃষকের হাতে যদি পয়সা আসে তাহলে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, দেশের শিল্পীদের হাতেও পয়সা আসবে। কারণ এ'রা যে সমস্ত মাল বিক্রী করবে তার অধিকাংশ ক্রেতা হচ্ছে এই সমস্ত কৃষক। কিন্তু এ'দের যা নীতি তা কৃষকদের বাঁচানোর কোন নীতি নয়। এ'দের নীতি হচ্ছে পুলিশকে দিয়ে কৃষকদের উপর অত্যাচার করা। তারপর আরেকটা কথা বলবো, আজকে যে লোন দিচ্ছেন তা যদি কোন কৃষক না দিতে পারে তাহলে কৃষকদের গরু, বাছুর, ধানচাল সমস্ত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এগুলি এখনই বন্ধ করতে হবে। এ'রা কৃষকদের উন্নতি করা তো দূরে থাকুক—কৃষকদের উপর অত্যাচার করাই হচ্ছে এ'দের নীতি। এ'দের শ্রেণী স্বার্থে এ'রা সব কিছু করেন। এ'দের শ্রেণী হচ্ছে বুর্জোইজ এবং তাদেরই স্বার্থে এ'রা সব কিছু করেন।

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, বাংলাদেশে প্রধান শিল্প হচ্ছে কৃষি। এবং এটা সব চেয়ে নেগ্‌লেক্টেড্ বিভাগের মধ্যে এটা একটী। যেখানে কারেন্ট ইয়ারএর মোট রাজস্বের ব্যয়-বরাদ্দ ৬৫ কোটী টাকা সেখানে কৃষির ব্যয়-বরাদ্দ হচ্ছে ২ কোটী ৯০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। মোট রাজস্বের প্রায় শতকরা ৪ ভাগ এই কৃষি-খাতে ব্যয়-বরাদ্দ হচ্ছে। এই পুরো টাকা যদি কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয়িত হতো তাহলেও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিভাগের মত এই

বিভাগেও শতকরা ৫০ ভাগ আমলাতন্ত্র পুষতেই খরচ হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আবার পে, এলাওয়েন্স এ্যান্ড অনোরারিয়া বাদ দিয়েছি। যদিও কন্টিন্‌জেন্সি এবং এস্টাব্লিশমেন্ট খরচ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। এটা বাদ দিয়ে দেখাচ্ছি ২ কোটী ৯৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকার মধ্যে ১ কোটী ১০ লক্ষ মাহিনা এবং ভাতা বাবদ চলে যাচ্ছে। যেখানে অর্দ্ধেকের বেশী টাকা রাইটার্স বিল্ডিং এবং ডাইরেক্টরেটএর অফিসার পুষতে বেরিয়ে যাচ্ছে সেখানে কৃষির আবাদ কি হবে বুঝতে পারছেন। আমি বলি আবাদ এক জায়গায় হচ্ছে এবং সোনা এক জায়গায় ফলছে সে জায়গা হচ্ছে রাইটার্স বিল্ডিংসএ আর ঐ ১৩-তলার বাড়ীতে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন রিক্লামেশন অফ ওয়েষ্ট ল্যান্ড—বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ১৪ লক্ষ একর। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন তার মধ্যে ৯ লক্ষ একর জমি তাদের অধীনে এসেছে। এটা তারা কোথায় পেলেন তা আমি খুজে পেলাম না। তারা যে বই দিয়েছেন

statement showing the progress of Development Schemes and New Schemes outside the Development Programme

এই থেকে হিসেবে করে দেখাচ্ছি তিন বৎসরে ৫১-৫২, ৫৩-৫৪, ৫৪-৫৫, ৫৫-৫৬--এই তিন বৎসরের রিক্লেম হয়েছে ১০ হাজার ৪১১ একর। কোথা থেকে ১৪ লক্ষ একরের মধ্যে ৯ লক্ষ একর হিসেব দিলেন। যদি বাৎসরিক গড় হিসেব ধরি তাহলে প্রতি বৎসর ৩ হাজার ৪৫০ একর জমি রিক্লেম হয়েছে। এই হিসাবে বাংলাদেশের পতিত জমি আবাদযোগ্য লাঙ্গলের অধীনে আনতে ৪০০ বছর লাগবে। সেই ৪০০ বছরে যে কি হবে তা কেউ বলতে পারে না—ছেড়ে দিলাম ৩ বৎসরে যে কাজ করেছেন তার গড় হিসাব। ও'দের যা টার্গেট তার কথাই বলি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিষ্কার করে লেখা আছে ১৫ হাজার একর বৎসরে ও'রা রিক্লেম করবেন।

[4-40—4-50 p.m.]

কারণ প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে টার্গেটও নীচে নেমে এসেছে। নমুনা নিলে দেখা যাবে তাদের টার্গেট ফুলফিল করতে একশো বছর লাগবে, এই জমি আবাদযোগ্য জমিতে পরিণত করতে। কি তাদের প্রোগ্রাম! আবার দেখুন দ্বিতীয় জিনিস রিক্লামেশন করছেন। ফাস্টস রিক্লামেশনএর চেয়ে দ্বিতীয় রিক্লামেশন বেড়ে যাবে। এ পর্যন্ত খারাপটা বাড়ে—ভাল জিনিস কমে ও'দের হাতে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ৪,৬৫২ একর জমি রিক্লেম হয় নাই; ১৯৫৫-৫৬ সালে ১,৬৩৯ একর রিক্লেম হয় নাই। আর ১৯৫৬-৫৭ সালে তাঁদের যে টাকা স্যাংশন হয়েছে তার হিসেবে বুঝছি, অতটাও হবে না। রিক্লামেশন বাড়তির দিকে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাড়তির দিকে নয়—প্রতিটী ক্ষেত্রে কমতির দিকে যাচ্ছে।

তারপর বাংলাদেশে জলসেচের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বাংলাদেশে একটা রিপোর্ট আছে—তা থেকে একটু পড়ে শোনাই—

"West Bengal has a cycle of five years in which one year is good, one bad and three indifferent. Even in a year of normal rainfall, famine condition prevails because of untimely commencement or end of monsoon or uneven distribution of rainfall"

পাঁচ বছরের মধ্যে এক বছর কেবলমাত্র নরম্যাল রেইনফল হয়, এক বছর খারাপ হয়। আর বাকী তিন বছর ইনডিফারেন্ট। এক বছর যখন খারাপ হয় তখন বাংলাদেশে ফসল আরম্ভও হয় না, সত্যিই ফসল হয় না। কাজেই বাংলাদেশে জলসেচের সুব্যবস্থা থাকা একান্তই দরকার। টোটাল এরিয়ার শতকরা ১২ ভাগ জমিতে ইরিগেশন আছে। রাসেল সাহেব বলে গেছেন—যিনি এই লার্জ ইরিগেশন স্কীমএর একজন অথরিটী—গ্রামের অভ্যন্তরে যখন এ সব পৌঁছাতে পারে না, সেখানে এই স্মল-স্কেল স্কীম করা দরকার। এখানে দেখতে পাচ্ছি—এই স্মল-স্কেল স্কীম প্রত্যেক বছরই কমে যাচ্ছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের রিভাইজড এষ্টিমেটএ ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল—স্মল-স্কেল ইরিগেশন স্কীমএ। সেখানে ১৯৫৬-৫৭ সালে ধরা হয়েছে ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। তাহলে এই স্মল ইরিগেশন স্কীমএ টাকা কমে গেল শুধু তাই নয়,

টারগেটএ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছেন না। ১৯৫৫-৫৬ সালের টারগেট ছিল ৬ শত ডেরিলিফ্ট ইরিগেশন ট্যাঙ্ক রিএক্স্কাভেট করা হবে। সেই ৬শোটার জায়গায় করা হয়েছে মাত্র ২১৪টী অর্থাৎ ও'দের টারগেট পরিকল্পনার লক্ষ্যের কাছেও তাঁরা পৌঁছাতে পারেন নাই। এমন চমৎকারভাবে মন্ত্রীমহাশয় কৃষি-বিভাগের কাজ করছেন।

তারপর সীড। কৃষির উন্নতি করতে হলে উন্নত ধরণের বীজ-ধান সরবরাহ করার দরকার আছে। বাংলাদেশে বীজ-ধানের প্রয়োজন প্রায় ৭০ লক্ষ মণ। এই ৭০ লক্ষ মণ বাংলাদেশের মোট চাহিদা। কারেন্ট ইয়ারএ হিসেব করে দেখলাম এবার ১০,৪৬০ মণ বীজ এ'রা বিতরণ করেছেন। সেটা আপনাদের বইয়ে আছে। এর মধ্যে ধানের বীজ দিয়েছেন ৮,৯৬৪ মণ, গমের বীজ ৬৮ মণ, আলুর বীজ ৪৩২ মণ এবং বাকী অন্যান্য। এমন চমৎকার ও'রা দিয়েছেন। প্রতিটী ক্ষেত্রে যা টারগেট আছে, সেখানে তাঁরা পৌঁছাতে পারেন না। বইয়ের ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানএর কারেন্ট ইয়ারএ যা কাজ করেছেন শেষ কলমে লেখা আছে। সেখান থেকে এই হিসেব তুলে দিয়েছি, এটা আমার মনগড়া কথা বলছি না। হুইটএর টারগেট ৩শো টন, কিন্তু তাঁরা ডিষ্ট্রিবিউশন করলেন আড়াই শো টন। চমৎকার। রাজ্যমন্ত্রী, উপমন্ত্রী দিয়ে আরো ৪ জন মন্ত্রী এজন্য দরকার। পটেটো বীজ ১৬,০০০ মণ দরকার, সেখানে এ'রা দিয়েছেন ৪৩২ মণ। তারপর ডিষ্ট্রিবিউশন অফ প্যাডি এ্যান্ড হুইট লোনস্—গভর্ণমেন্ট থেকে যা ডিষ্ট্রিবিউশন হয়েছে তা এখানে খুঁজে পাচ্ছি না। এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। এই যেখানে অবস্থা—বীজ-ধান দেবার পয়সা পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে মাইনে বাড়াবার জন্য, পাব্লিসিটির জন্য খরচ হচ্ছে, ফিল্ম প্রচার করা হচ্ছে, মানথ্লি জারনেলএ সাধনা বোসের ছবি তুলেছেন। এই ছবি দেখিয়ে চাষের উন্নতি করবেন। তাতে চাষের কি উন্নতি হয়েছে জানি না। এটা মন্ত্রীমহাশয়ের উর্বর মস্তিষ্কে থাকতে পারে, আমাদের মস্তিষ্কে এ জিনিস আসে না।

দ্বিতীয় জিনিস উনি বড় গলা করে বলেছেন এগ্রিকালচারেল কলেজ হচ্ছে, স্কুল হচ্ছে। মানি, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পালটান দরকার আই.এস.সি পাস করাবেন, বি.এস.সি পাস করাবেন। এ'রা কি করবেন? এগ্রিকালচারেল ডাইরেক্টরেটএ চাকরী পেতে পারবেন, কেরাণীর কাজ করবেন। তাঁরা নিজেরা কোনদিন মাঠে গিয়ে লাঙ্গল ধরবেন না। চাষের যদি সত্যিকারের উন্নতি করতে হয়, তাহলে য়্যাকচুয়েল টিলার অফ দি ল্যান্ড যে, ম্যান বিহাইন্ড দি প্লাউ যে, তাকে লাগান কাজে। তা না হলে কিছু হবে না। শিক্ষা যদি দিতে হয়, সেখানে দিন। এদের থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন এবং সেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে তাদের নূতন বৈজ্ঞানিকভাবে চাষের উন্নতি করবার জন্য এগ্রোনমি শিক্ষা দিন। সোভিয়েট রাশিয়া কি করেছেন তা আপনাদের চোখের সামনে রয়েছে। সেই জিনিস এতটুকুও পারবেন না—তা জানি। সেটা হচ্ছে গণরাষ্ট্র, আর এটা হচ্ছে পুঁজিপতি রাষ্ট্র। তার কণামাত্র তো এখানে আপনারা লাগাতে পারেন? বি.এস.সি, আই.এস.সি পাস করাবেন, কলিকাতার ফুটপাতে ধান রোপন করতে পারবেন। জাপানী প্রথায় চাষ কলিকাতায় হবে, কিন্তু গ্রামে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন না।

সর্বশেষে বলবো ফিল্ড্ম্যান এগ্রিকালচারেল ওভারসীয়ারদিগকে বর্দ্ধিত হারে বেতন দেবার কথা বলেছেন। আগে তারা ৫০ টাকা থেকে ৮০ টাকা পেত, সম্প্রতি সেটা ৫৫ টাকা থেকে ১০০ টাকা করেছেন। কি আরগুমেন্ট দিয়েছেন? না, ম্যাট্রিক পাশের পর দু-বছর স্পেশাল ট্রেণিং নিতে হয়—এগ্রিকালচারএ। আর সেখানকার যারা এল.ডি.ক্লার্ক মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে মেট্রিকুলেট, তাদের বেতন ৫৫ থেকে ১৩০ টাকা। আর মেট্রিকুলেট—দু-বছর স্পেশাল ট্রেণিং এগ্রিকালচারএ, তাদের বেতন কেন একশো টাকায় শেষ হবে? জুট ডিপার্টমেন্টএ ৫৫ টাকা থেকে ১০০ টাকা পায়—জুট ফিল্ড এসিস্টেন্টএরা মেট্রিকুলেশন পাস বটে, দু-বছর স্পেশাল ট্রেণিং লাগে না। আর যাদের স্পেশাল ট্রেণিং লাগে—তাদের কম দিচ্ছেন। আর, ও'দের

Assistant Live Stock Officer, qualification matriculate plus two years Special Training

তাঁদের দিচ্ছেন একশো টাকা থেকে দু-শো টাকা মাইনে। এ রকম অসামঞ্জস্য রাখবার কি যুক্তি থাকতে পারে। এদের একটা ইউনিফরম পে স্কেল থাকা দরকার। এগ্রিকালচার ওভারসীয়ার,

এগ্রিকালচারাল ফিল্ডম্যান—তাঁরা গ্রামের মধ্যে গিয়ে কাজ করেন; সে কাজ তো আর ডাইরেক্টর কিংবা সেক্রেটারী করেন না। গ্রামে গিয়েই যাঁরা চাষের কাজে সাহায্য করেন, তাদের উপযুক্ত মাইনে দেবার ব্যবস্থা করুন। যারা চাষের কাজে—চাষীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন—তাদের আপনারা ভাল মাইনে দেবেন না। আপনারা শুধু কয়েকজন বড় বড় অফিসারকে বড় বড় মাইনে দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী না বদলালে কখনো সত্যিকারের কৃষির উন্নতি হতে পারে না।

[4-50—5 p.m.]

Sj. Sambhu Charan Mukherjee:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, ফসলের প্রাণ জল; সেই জলের অভাব পশ্চিমবঙ্গে আছে সময় মতন পরিমাণ মতন জল না হবার দরুণ আমাদের আশানুরূপ ফসল আমরা পাই না—এ কথা ঠিক। পূর্বে শস্যক্ষেত্রে জল ঠিকমত পাওয়া যেত, তার কারণ নদী, খাল, বিল যে সমস্ত সে সব তখন মজেনি। তখন গঙ্গা এবং তার অববাহিকা এবং অন্যান্য খাল, বিল সম্পূর্ণভাবে জল বহন করে নিয়ে আসত—মাঠে ও কৃষিক্ষেত্রে। আজ সেই সমস্ত নদী, খাল, বিল মজে যাবার দরুন আমরা ঠিক আশানুরূপ শস্য পাচ্ছি না। কিন্তু শস্যক্ষেত্রে জল আসবার জন্য,—যাতে উপযুক্ত পরিমাণ জল আসে তার জন্য কতকটা যে চেষ্টা করা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ পরিমাণ মাফিক না হলেও খুব কমও নয়। যেমন আমরা দেখতে পাই, এ বছর স্মল ইরিগেশন স্কীম যাকে বলে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা তার ৪৪৭ টা কার্যতঃ রূপায়িত হয়ে গেছে, এবং ৩৪২ টা আন্ডার এক্সিকিউশনএ আছে। আমি এ কথা বলতে চাই না এই সব ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা যদি কার্যে পরিণত হযে যায় তাহলে আমাদের পশ্চিবঙ্গে যত কৃষিক্ষেত্র আছে, এবং চাষের জমি আছে সব সমানভাবে, সুচারুভাবে জল পাবে—আমি সে কথা বলব না। আমি বলি আরো সেচ পরিকল্পনা করতে হবে, এবং আরো সেচ যাতে আমাদের চাষের জমি পায় তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে নদীর জল, খালের জল যায় না। সেই সমস্ত জায়গায় চাষের জন্য আমরা দেখেছি ট্যাঙ্ক ইম্প্রুভমেন্ট গ্র্যান্ট অনুসারে ২৬৭টা ট্যাঙ্ক ইম্প্রুভ করা হয়েছে, এবং ৩২৫টা ইম্প্রুভ এখনো করা হচ্ছে। এখনো কাজ চলছে, এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। এ ছাড়া আর একটা সেচ পরিকল্পনা আছে। সেটা হচ্ছে টিউবওয়েল বসাবার পরিকল্পনা। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে অনুরোধ জানাব যে সমস্ত জায়গায় সেচের জন্য খালের জল, নদীর জল পৌঁছাতে পারে না সে সমস্ত জায়গায় যদি বড় বড় টিউবওয়েল করে দেওয়া হয় সারা বাংলার কৃষিক্ষেত্র খানিকটা জল পেতে পারে। তবে এ কথাও ঠিক যে হ্যান্ড পাম্পের দ্বারা টিউবওয়েল হতে সেচের কাজ চালানো যেতে পারে না। সে কাজের জন্য ইলেকট্রীসিটি যতদিন না গ্রামে আসে ততদিন সে কাজ সম্পন্ন হতে পারবে না। তবে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে বলব যে সমস্ত দেশে যে সমস্ত গ্রামে বর্তমানে ইলেকট্রীসিটি গিয়েছে সেই সমস্ত গ্রামে টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য যেন চেষ্টা করেন, এবং সেটাকে যেন কার্যে রূপায়িত করেন।

মিঃ স্পীকার, স্যার। এখন আমি সাধারণ পলিসি সম্বন্ধে কিছু বলব। আমাদের দেশের কৃষকেরা নানা রকম বৈজ্ঞানিক উপায়ে—যারা উন্নত ধরণের বীজ ও সার, এবং উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি দ্বারা চাষ করতে অভ্যস্ত নয়। সেই জন্য যাতে তারা এই রকম ধরণের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডিমনস্ট্রেশন ফার্ম কিছু করেছেন, যা থেকে দেখানো হচ্ছে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি দ্বারা কিভাবে উন্নত ধরণের চাষ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে করা যায়। কি করে ভালো বীজ দিয়ে বৈজ্ঞানিক পন্থায় চাষ করলে বেশী ফসল ফলানো যায় সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি। ৪০৭টা এই রকম ধরণের ডিমনস্ট্রেশন ফার্ম আছে। সেটা ৬৯০তে এ বছর দাঁড়াচ্ছে। তবে আমি এই কথা বলব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এবং মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে—যে যতগুলি ডিমনস্ট্রেশন ফার্ম আছে তা আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেই জন্য আমি অনুরোধ করব যাতে প্রতি ইউনিয়নে ইউনিয়নে এই রকম ধরণের ডিমনস্ট্রেশন সেন্টার হয় তার জন্য যেন

ব্যবস্থা করেন। অবশ্য সারা পশ্চিমবঙ্গে ২২ শত ইউনিয়ন আছে; প্রতিটী ইউনিয়নে যদি এই রকম ডিমনস্ট্রেশন ফার্ম হয় তাহলে আমার মনে হয় গ্রামের কৃষকেরা হাতে-নাতে তাদের চোখের সামনে ঐ সব উন্নত ধরণের চাষ দেখে তারাও সেই রকম চাষ করতে পারবে।

ডিমনস্ট্রেশন ফার্মে যা রয়েছে তাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে চাষ চলছে তাতে সুফল পাওয়া যায় তার প্রমাণ হচ্ছে—এ বছরে ধান এবং গমের সিরিয়াল্ গত বছর থেকে এক লক্ষ টন বেশী হয়েছে। উন্নত ধরণের চাষ করতে হলে আমাদের দেশের এগ্রিকালচারাল্ ইনডেটেডনেস যেটা আছে সেটা দূর করে দিতে হবে—সেটা খুব সত্য কথা। তবে এগ্রিকালচারাল্ ইনডেটেডনেস থেকে কৃষকদের রক্ষা করবার জন্য আমরা দেখেছি—তিনটে জিনিস করা হয়েছে—এগ্রিকালচারাল-লোন, ক্যাটল-লোন, ও ক্রপ-লোনএর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যদি এই ব্যবস্থা আরো ব্যাপকভাবে করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় কৃষকেরা উন্নত ধরণের বলদ, বীজ এবং যন্ত্রপাতি কিনে চাষের আরো উন্নতি করতে পারবে।

আর একটা কথা যে কৃষকদের হাতে জমি না দিতে পারলে কৃষির উন্নতি হবে না। আমি এই কথাই বলবো যে ল্যান্ড রিফর্ম য়্যাক্টএর সেক্শন ৬এ রায়তকে মালিক করা হয়েছে এবং সেই আইন যখন পুরোপুরি চালু হবে তখন কৃষকই জমির মালিক হবে।

[5—5-10 p.m.]

এখন য়্যানিমেল হাজবেণ্ড্রি সম্বন্ধে কিছু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। ক্যাটল্ ইমপ্রুভমেন্ট যেটা করা হচ্ছে তাতে এক একটা সিলেক্টেড জায়গায় ২৯৬টি উন্নত ধরণের বুল ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে এবং ১৮টি

artificial insemination centres with 24 sub-stations start

করা হয়েছে। এখানে মাসে এক হাজার ক্যাটলকে আর্টিফিসেলি ইনসেমিনেট করা হয় এবং এখানে হরিণঘাটা স্কীমএ হাওড়া ও কলিকাতা সহরে ১০০টি মিল্ক সেন্টার চালু করা হয়েছে। যে দুধ এক টাকা করে সের আমরা কিনি সেটা হবে ১২ আনা। এবং যে স্কীম হচ্ছে তাতে এই মিল্ক সেন্টার আরো বাড়ান হবে। উপসংহারে আর একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো, সেটা হচ্ছে যে, কৃষির উন্নতিই জনসাধারণের উন্নতি, কৃষির উন্নতিই দেশের উন্নতি কৃষির উন্নতিই জাতির উন্নতি, কাজেই এই উন্নতির দিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথেষ্ট দৃষ্টি দিয়েছেন এবং আরো যাতে দৃষ্টি দেন সেই অনুরোধ করবো।

Sj. Subodh Choudhury:

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, কৃষিমন্ত্রীমহাশয় তার বাজেটের ডিম্যাণ্ড উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তাতে মোটামুটি বলা যায় যে সেখানে কতকগুলি বীজ বিতরণ করে এবং উন্নত ধরণের ইম্প্লিমেন্ট্স ইত্যাদি দিয়ে আমাদের দেশের কৃষির উন্নতি হচ্ছে। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে একটা কথা চিন্তা করে দেখতে বলি, যে সরকারের কাগজপত্রেই বারবার স্বীকৃত হয়েছে কৃষি অঞ্চলে শতকরা ৯০ জন কৃষকের এমন অবস্থা নয় যে তারা দুই বেলা খেতে পায়, সেখানে উন্নত ধরণের যে সমস্ত ইম্প্লিমেন্টস্এর প্রদর্শনী দেখাচ্ছেন সেই উন্নত ধরণের চাষ তারা করতে পারে কি না। যদি তা করতে চান এবং তা করতে গেলে প্রথমেই করা দরকার যাতে সকলেই এই শিক্ষাকে কার্যকরীভাবে গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য তাদের উপযুক্ত পরিমাণে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা দুইবেলা খেতে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ঋণ দানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী বক্তা যা বলে গিয়েছেন আমিও সেই কথাই বলতে চাই। আপনারা যেখান থেকে বীজ বিতরণ করেন এ সম্বন্ধে হাউস্এ বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা হয় নি। আমাদের বর্ধমানে একটা বীজ বিতরণ কেন্দ্র আছে। সেখানে প্রতি বৎসর কিছু কিছু বীজ দেওয়া হয় কিন্তু কৃষকরা তা নিতে চায় না। তার প্রধান কারণ এই বীজ থেকে কোন ভাল ফসল হয় না; এমন কি যে বীজ বলে নিয়ে যায় সেই গাছ উৎপন্ন হয় না। এখানে মন্ত্রী-মহাশয় নির্দেশ দিয়েছেন যে সমস্ত ইউনিয়ন য়্যাসিস্টেন্ট আছেন তাদের যে পরিমাণে বীজ ঠিক করে দেওয়া হবে তা যদি বিতরণ না হয় তাহলে তাদের মাইনে থেকে কেটে নিয়ে নেওয়া

হবে। অনেকদিন থেকে এটা চলে আসছে। মন্ত্রীমহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি কেন তাদের উপর এই রকম অবিচার করা হচ্ছে। যাদের কাজের জন্য এই রকম অব্যবস্থার সৃষ্টি হয় তার জন্য এই সমস্ত গরীবদের মারা হচ্ছে কেন বুঝতে পারি না। বর্দ্ধমান বীজ বিতরণ কেন্দ্র থেকে তিন শত কলা গাছের বীজ দেওয়া হল এবং ডাইরেক্টরেট থেকে বলা হল যে এইগুলি বিতরণ না হলে ইউনিয়ন য়্যাসিস্টেন্টদের মাইনে থেকে কাটা হবে।

তার পর মাঝে মাঝে এক্সিবিশন হয়, আমি একটা এক্সিবিশনএর কথা বলছি, আমাদের ওখানে একটা হাটে এই এক্সিবিশন হয় এবং উপ-মন্ত্রীমহাশয় সেটা উদ্বোধন করেন এবং সেখানে বলেন যে এই কাটোয়াতে তিন জন য়্যাসেম্ব্লি সদস্যদের মধ্যে একজন মাত্র কংগ্রেস ও দুইজন বিরোধী সদস্য আছেন, এই কারণেই মঙ্গলঘাটেই হচ্ছে অন্য জায়গায় হয় নি। এইভাবে তাঁরা তাঁদের নিজেদের প্রচার কার্য চালাচ্ছেন।

দ্বিতীয় কথা বলি মন্ত্রীমহাশয়কে যে কাটোয়া থানায় এক জায়গায় হোয়াইট য়্যান্টএর অত্যাচারে ফসল উৎপন্ন হয় নি। চাষীরা বহু ফাইট করেছে এর বিরুদ্ধে কিন্তু কিছু হয় নি। এই নিয়ে আন্দোলন করা হয়েছে প্রায় ১০ হাজার কৃষক বারবার আবেদন করেছে যে এখানে কোন ফসল উৎপন্ন হচ্ছে না। এবং তার জন্য আমরা এমন কি গ্যামাকসিন ঔষধ পর্যন্ত ব্যবহার করেছি কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। তা ছাড়া সেখানে সেচের ব্যবস্থা এক রকম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবং সেখানে এর জন্য এগ্রিকালচারাল এস.ডি.ও তিনি সেখানে গিয়ে দেখে এসেছেন যে সয়েল ঠিক আছে, কিন্তু ইরিগেশন দরকার। সেখানে ইরিগেশন ক্যানেল হতে পারে না। একমাত্র লিফট্ ইরিগেশন পাম্প বা টিউবওয়েল বসালে হয়। সেইজন্য তারা মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে ফ্র্যান্টিক য়্যাপীল করেছে কিন্তু কাগজপত্রে এর কোন উল্লেখ নেই। আগামী বৎসর এই ব্যবস্থা হবে কি না সে সম্বন্ধে একটু চিন্তা করবার জন্য মন্ত্রীমহাশয়কে বলছি। এই সংগে সংগে অনুরোধ করছি ঐ অঞ্চলে চাষীদের বাঁচাবার জন্য বহুবার সাইন্টিফিক ওয়েতে সয়েল টেষ্ট করে যাতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় ঐ চাষীদের বাঁচাতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন। আর একটা কথার উল্লেখ করছি। চাষের উন্নতি আপনারা করছেন। এখানে ১৮ লক্ষ একর আবাদযোগ্য জমি এবং পতিত জমি ৫ লক্ষ একর আছে। আপনি বলেছেন ৯ লক্ষ একর জমিতে চাষের ব্যবস্থা করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি কোথায় করেছেন তার একটা হিসাব দিলে ভাল হয়। অবশ্য আমার পূর্বে সুবোধবাবু বলে গিয়েছেন আমিও বলি যে আমাদের দেশে অনেক মানি-ক্রপ হতে পারে কিন্তু সেচ অভাবে তা হয় না। অনেক জায়গায় আপনারা ক্যানেল কাটছেন কিন্তু সেই ক্যানেলএ যে জল সাপ্লাই হয় তার দ্বারা মানি-ক্রপ তৈরী করা যায় না। সেখানে দরকার হচ্ছে পুকুর তৈরী করে সেচের ব্যবস্থা করা যাতে প্রয়োজন মত জল পাওয়া যায়। ক্যানেলএ সব সময়ে জল পাওয়া যায় না। আপনারা জানেন এবং ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টও জানে যে বর্দ্ধমানে যখন চাষ শুকিয়ে যেতে থাকে তখন চাষীরা বহু আবেদন নিবেদন করে যাতে তাদের একটা ব্যবস্থা হয়। খাদ্য সম্বন্ধে আপনারা বলেছেন এবং আমিও বলছি যে বর্দ্ধমান জেলা একটা উদ্বৃত্ত জেলা কিন্তু ডিপার্টমেন্ট থেকেই বলা হয়েছে যে কাটোয়াতে এবার ½ ফসল হয়েছে। আশা করি এই হিসাব আপনার কাছে এসে পৌঁছিয়েছে। অন্যান্য জায়গায় রায়না থানায় একেবারেই ফসল হয় নি সেখানে চাষীরা যাতে প্রয়োজন মত ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। আর ঋণ আদায়ের সম্বন্ধে এখানে বারবার মন্ত্রী-মহাশয়কে বলা হয়েছে যে দুঃস্থ কৃষকরা ঋণ শোধ দিতে পারছে না--তাদের উপর সার্টিফিকেট জারী না করবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটএর কাছে তারা দরবারে গিয়েছিল কিন্তু কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ম্যাজিস্ট্রেট বলেন আমি কি করব। তারপর থেকে ঋণ আদায় চলছে—যত রকম অস্ত্র আছে, তা ব্যবহার করে ঋণ আদায় করা হচ্ছে। এই হচ্ছে। মন্ত্রীমহাশয়ের তাদের উপর দরদ দেখুন।

[5-10—5-20 p.m.]

Sj. Amulya Ratan Ghosh:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমি বাঁকুড়া জেলার কৃষিজীবি সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। বাঁকুড়া জেলার শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ জমিই প্রায় দেবতার বৃষ্টির উপর নির্ভর করে, যে বৎসর বৃষ্টি হয় না সেই বৎসর ধান্য অজন্মার জন্য প্রায় কৃষিজীবিগণই অভাবের সম্মুখীন হন তজ্জন্য প্রায় প্রতি বৎসরই গভর্ণমেন্টকে টেষ্ট রিলিফ ও গ্র্যাচুইটাস রিলিফ আদি দিতে হইতেছে। এবং বহু টাকা খরচ হইতেছে। বিশেষতঃ ওন্দা থানা, ইন্দপুর থানা, খাতড়া ও ছাতনা থানা ও জয়পুর থানাতে ঐ কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ লাগিয়া আছে। ঐ ঐ থানায় এবং অধিকাংশ থানার গ্রামাঞ্চলে পূর্ব পূর্ব জমিদারগণ ও জমির মালিকগণ মাঠের মধ্যে ও গ্রামের জমিতে জল দেওয়ার জন্য পুষ্করিণী ও বাঁধ খনন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সংস্কারের অভাবে মজিয়া গিয়াছে। উক্ত পুষ্করিণী ও বাঁধগুলি সংষ্কার করলে ঐ ঐ থানায় বা অপরাপর থানায় কোন অজন্মা বা দুর্ভিক্ষ হইবে না কিন্তু গভর্ণমেন্ট সে দিকে কোন দৃষ্টিপাত করিতেছে না। গভর্ণমেন্ট ছোট ইরিগেশন পুষ্করিণী ও বাঁধ সংষ্কারের জন্য বার্ষিক কিছু টাকা বাজেটে দিতে পারেন কিন্তু গভর্ণমেন্টের নিয়মানুসারে সংষ্কার কার্যের খরচের ৫০ ভাগ না দিলে তাহা গ্রহণ করা হয় না। বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ পল্লীবাসী অতীব গরীব। তাহাদের পক্ষে উক্ত টাকা দেওয়া অসম্ভব। তজ্জন্যই ঐ স্কীম অনুসারে এই জেলায় বিশেষ কিছু উন্নতি হইতেছে না। গভর্ণমেন্টের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য। এবং যাহাতে ৫০ পারসেন্টএর স্থলে অন্ততঃ ২৫ পারসেন্ট করা হয় তজ্জন্য আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি। গ্রামাঞ্চলে পুষ্করিণীগুলির সংষ্কার হইলে সেওযাতের কার্য চলিবে এবং পানীয় জলের অভাবও দূরীভূত হইবে। গভর্ণমেন্ট কৃষি-ঋণ ও ক্যাটল্ পারচেজিং লোন আদি বাবদ কিছু কিছু টাকা দেন কিন্তু তাহা সময়মত না দেওয়ায় কৃষকদের কোন উপকার হয় না। পূর্বে মধ্যস্বত্বাধিকারী ও জমিদারগণ তাহাদের প্রজা কৃষকগণকে চাষের সময় চাষের জন্য অভাবী কৃষকগণকে ধান্য দাদন দিতেন তাহাতে কৃষকগণ চাষের সময় কোন অসুবিধা ভোগ করিতেন না কিন্তু দেখা যাচ্ছে বর্তমানে জমিদারীস্বত্ব ও মধ্যস্বত্ব লোপ পাওয়ায় এবং গভর্ণমেন্ট জমিদার হওয়ায় তাহারা ঐরূপ দাদন পাইতেছে না। তজ্জন্য কৃষকদের চাষের সময় অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বহু জমি সুচারুরূপে চাষ করিতে পারিতেছে না। কোন কোন স্থানে জমি পতিত থাকিতেছে। গভর্ণমেন্ট যে কৃষি-ঋণ দিতেছেন তাহা অতি অবশ্য প্রত্যেককে ১৫।২০ টাকার বেশী দেওয়া হয় না। ইহাতে দুর্ণীতি প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাও ইউনিয়ন বোর্ডএর প্রেসিডেন্টকে যে চাষী সন্তুষ্ট করিতে পারে তাহারাই পাইয়া থাকে। অনেক গরীব চাষী ইহার সুযোগ পায় না। অন্ততঃ প্রত্যেককে ১০০ টাকা কৃষি-ঋণ দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টএর অবহিত হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ অনেক জমি পতিত থাকবে এবং তাহাতে কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপন্ন ব্যাহত হইবে। গভর্ণমেন্ট সময়মত কৃষি-ঋণ, সার, বীজ-ধান্য, গ্রামাঞ্চলে না দেওয়া এবং অনেক সময় খারাপ বীজ-ধান্যাদি দেওয়ায় চাষীগণ অত্যন্ত অসুবিধাগ্রস্ত হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গরীব চাষীদিগকে বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে সার, বীজ-ধান্য দেওয়া গভর্ণমেন্টএর কর্তব্য। কিন্তু গভর্ণমেন্ট সে বিষয়ে কোন রকম অবহিত হইতেছেন না। এগ্রিকালচার খাতে ২ কোটী ৬৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ধৃত হইয়াছে। উক্ত টাকার মধ্যে প্রায় ৬০ পারসেন্ট গভর্ণমেন্ট অফিসারদের মোটা মোটা বেতন দিতে ব্যয় হইতেছে। সামান্য টাকাই কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয় হইতেছে এ বিষয়ে অফিসারদের বেতনের ব্যয় কমাইয়া কৃষির উন্নতির জন্য গরীব কৃষকগণকে বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে সার, বীজ-ধান্যাদি দিলে এবং জমির উন্নতিসাধন করলে প্রকৃত কৃষির উন্নতি হইতে পারিত। এবং উৎপন্নাদি সঠিক হইত। কিন্তু বর্তমান গভর্ণমেন্ট সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। বাঁকুড়া জেলায় বহু অনাবাদী জমি আছে তাহা রিক্লেমেশন করিলে বাঁকুড়া জেলায় খাদ্য-শস্যের উন্নতি হইত। কিন্তু গভর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে কোন স্কীম বা কার্য করেন নাই।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ এবং আজ পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৯০ জন মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। অতএব আজকে যে সবচেয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় য় খাতে মন্ত্রীমহাশয় ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদন চাইছেন তাতে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে সায় দিতে পাচ্ছি না এ জন্য যে আমরা দেখছি যে ব্যয়-বরাদ্দ নির্দিষ্ট হচ্ছে তার শতকরা ৬০ ভাগ অফিস

মেন্টেন করতেই চলে যাবে। আর শতকরা ৪০ ভাগ চাষীর বা চাষের উন্নতির জন্য খরচ হবে। এই অবস্থায় যদি আপনারা মনে করেন যে সবচেয়ে বড় যে সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-সমস্যা সেটা সমাধান হবে তাতে আমি বলবো যে তা কিছুতেই হতে পারে না যদি তারা সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিভঙ্গী না পাল্টান কারণ গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতিসাধন বা উন্নতি করতে যদি না পারেন তাহলে কিছুতেই মানুষের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন না। চাষের উন্নতি করতে গেলে প্রথমেই দরকার আমি বারবারই এ কথা বলেছি এবং এ কথা বিশ্বাস করি—যে চাষীর হাতে জমি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। চাষের উপর নির্ভরশীল যারা, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করে তাদের ততক্ষণ পর্যন্ত জমির উপর দরদ আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ভাবতে শেখে বা জানে যে জমি আমাদের। সে জন্য বার বার বলেছি যে চাষীর উন্নতি করতে গেলে যারা হাতে-নাতে চাষ করে তাদের হাতে জমি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমরা যা দেখছি তাতে এটাই মনে হচ্ছে যে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই হয় নি চাষীর হাতে জমি দেবার। তারপর আসি--চাষের যে প্রাথমিক ব্যবস্থা করা দরকার সে ব্যবস্থাগুলি কি? জমির উর্বরাশক্তি বাড়াবার জন্য সারের ব্যবস্থা দরকার, চাষ যাতে সুসম্পন্ন হয় তার জন্য লাঙ্গল-বলদের প্রয়োজন আছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে। তিনটি ক্ষেত্র আমরা যদি বিশ্লেষন করি তাহলে দেখতে পাব কোন ক্ষেত্রেই তারা প্রত্যেক চাষীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য কিংবা পশ্চিমবঙ্গের চাষীর উন্নতির ব্যবস্থা করবার জন্য, ফসল বাড়াবার জন্য,—যে তিনটি প্রধান ব্যবস্থা তার কোনটিতেই মোটেই আশানুরূপ কিছু করতে পারেন নি। তারপর আসি সেচের ব্যবস্থায়। দুঃখের বিষয় আমাদেব পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের জেলার শম্ভুবাবু বলে গেলেন যে ৪৫০টি নাকি মাঠে ছোট ছোট ব্যবস্থা করা হয়েছে।

[5-20—5-30 p.m.]

আমার পূর্ববর্তী বক্তা যিনি আমার জেলার লোক বলে গেলেন ৪৫০টি নাকি ছোট ছোট সেচের ববাস্থা করেছেন কিন্তু বলে গেলেন না যে সারা বাংলাদেশে কত স্মল ইরিগেশনএর প্রয়োজন। আমি বলি কত প্রয়োজন বলুন তাহলে সাধারণ লোক বুঝতে পারবে। আমার সঙ্গে যদি যান আমি যে জেলায় বাস করি আমরা বার বার চেষ্টা করেছি মন্ত্রীমহাশয়কে বলেছি কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে যদি কেঁদুয়া প্রজেক্টটা ঠিক করে দিতে পারেন তাহলে আরও ৪॥ মাসের বেশী খোরাক আমাদের হাতে আসবে, এবং আরও যে সমস্ত মাইনর স্কীম রয়েছে যেগুলি একান্ত অপরিহার্য, সেই সমস্ত খালগুলি যদি কাটানো হত, যেমন গৌরীগঙ্গা, রাজাপুর ক্যানেল, ঝালকুটী ক্যানেল এইগুলি যদি স্মল স্কীমে আনা যেত তাহলে আমরা খাদ্যের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারতাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেগুলি কিছুই করা হলো না, মন্ত্রীমহাশয় কেবল বলছেন হবে, হবে। আমাদরে এখানে এক হাওড়া জেলায় এক হাঁটু জল এখনও ধান কাটা হয় নি। বার বার দরখাস্ত করে কোন ফল হয় নি। এই যে অব্যবস্থা এর জন্য মাইনে দিয়ে হাতী পোষা আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। আজকে দরকার শক্ত মনোভাব এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী যদি না পাল্টান তাহলে কিছুই হবে না। পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক উন্নতি যদি করতে চান তাহলে চাষের উন্নতি ছাড়া হতে পারে না। আপনারা কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা করেছেন অথচ তাদের কাছ থেকে এই ঋণ আদায় করতে তাদের উপর সার্টিফিকেট জারী করে ঘর-দুয়ার ক্রোক করে নেওয়া হয়। আপনারা বড় বড় হাতী পুষছেন কিন্তু ইউনিয়ন এগ্রিকালচারাল য়্যাসিষ্ট্যান্ট এদের কথাও একবার ভেবে দেখবেন। তাঁরা সারা গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাতে পারে না। তাদের দিকে একটু দৃষ্টি দেবার জন্য অনুরোধ করছি। আসল কথা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গী আপনাদের পাল্টান দরকার। সত্যিকারের চাষীর হাতে জমি দিন, সারের ব্যবস্থা করুন, সেচের ব্যবস্থা করুন, এবং কৃষি-ঋণ দেবার ব্যবস্থা করুন। নতুবা কোটী কোটী টাকা খরচা হবে আসলে কোন কাজেই আসবে না।

Sj. Nalini Kanta Halder:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারএর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু এই অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কি না বুঝতে পারি না। এতে যে ফসল বাড়ে তা আমরা কাগজে কলমে দেখতে পাই কিন্তু কতকগুলি অব্যবস্থার জন্য আমরা নিজেরা পরীক্ষা করে বুঝতে পারি না ফসল কতখানি বাড়ে এবং বাড়ে কি না। প্রথমে বলব এই সার বিতরণের অব্যবস্থা সম্বন্ধে। বর্ষার পূর্বে চাষীর কাছে সার পৌঁছায় না, এটা আমরা বুঝি যে সেচের ব্যবস্থা যেখানে নেই সেখানে চাষের পূর্বে সার যদি চাষীর কাছে না পৌঁছায় সেই সার চাষী ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। আমার ইউনিয়নে গত বছর সরকার থেকে সারের পরীক্ষা হয়েছিল সেই পরীক্ষার ফল জানতে চাই। সার যখন আমাদের ওখানে পৌঁছাল তখন বর্ষা নেমে গিয়েছে, সার যেটা দেওয়া হলো সেটা ভেসে চলে গেল। আমি একটা লেখা পড়ে শোনাচ্ছি এতে কতকগুলি ফ্যাক্টস এ্যান্ড ফিগার আছে—কন্ট্রোল প্লট ৮ কাঠা জমিতে বিনা সারে ৩ মণ ধান হল।

তার পরের ৮ কাঠা জমিতে এ, সালফেট ১০ সের দিয়ে ৩ মণ ১৪ সের ধান হল, তার পরের ৮ কাঠায় এ, সালফেট ১০ সের এবং এস, সালফেট ১২ সের ১২ ছটাক দিয়ে ২ মণ ৩৩ সের ধান হল।

এইভাবে একই প্লটএর ভিতরে দেখতে পাবেন দুই জায়গায় দুইরকম ফসল পাওয়া গেল। এর কারণ আমরা মনে করি যে অতিরিক্ত বর্ষার দরুণ যেখানে সার ব্যবহার করা হল হয়ত ভেসে গিয়েছে। অন্য কারণ হতে পারে এই যে কন্ট্রোল প্লটএ গাছ পড়ে যায় নি, সার দেওয়া জমিতে অনেক গাছ ফুল হওয়ার সময় পড়ে গিয়েছে। যার জন্য সমস্ত ধানগুলি পরিপুষ্ট হত হতে পারল না। এ, সালফেটএ গাছটা একটু বাড়ে এবং এস, সালফেটএ ফসল বাড়ে। এখন বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার এই সব সারের কথা প্রচার করবার পূর্বে দেখা দরকার কোন সার কতখানি ব্যবহার করলে গাছও ভাল হবে ফসলও বৃদ্ধি পাবে। জাপানী প্রথায় চাষের কথা বলেছেন, যেখানে গাছ খুব বেড়ে গেল সেখানে আড়াআড়ি দড়ি টানিয়ে গাছ রাখা হয়। কিন্তু লম্বালম্বি দড়ি টাঙ্গানও প্রয়োজন। কারণ হাওয়া কখন কোন দিকে বয় তার স্থিরতা নেই। কিন্তু এই রকমভাবে ব্যাপক চাষ করা সম্ভব নয়।

[5-30—5-55 p.m.]

এইভাবে জাপানী প্রথায় চাষ আমাদের দেশে সফল হতে পারে না। এখানে আর একটা অসুবিধা আছে, সারের ব্যবহার। যেভাবে সার ব্যবহারের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন, তাতে চাষ কখনও ভাল হতে পারে না। কোন জমিতে খুব খানিকটা এ্যামোনিয়াম সালফেট দিলেই যে চাষ ভাল হবে তা নয়, বরং দেখা যায় যে, সেখানে চাষ খারাপ হয়। অর্থাৎ দেখা দরকার কোন জমিতে কি পরিমাণ কোন সারের প্রয়োজন এবং সেখানকার মাটি পরীক্ষা না করে সার দিলে, সেই জমির আরও ক্ষতি হয়। আমি তার একটা পরিষ্কার ফল দেখাচ্ছি। দুটা প্লট থেকে মাটি নিয়ে সেটা পরীক্ষার জন্য আপনাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তার একটা রিপোর্ট আছে—

group (B) saline soil, the salinity is high and may interfere with crop growth if not salt resistant.

করতে পারে এমন বীজ যদি বুনতে পারা না যায়। তাহলে ফসল ভাল হবে না। তারপর বলছেন—

salt resistant varieties too may be affected if the soil dries up.

কাজেই এই ধরণের সল্ট রেসিস্টেন্ট ভ্যারাইটিস চাষ করলেও সেখানকার ফসলও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যদি সেখানকার মাটি শুকিয়ে ওঠে। এই জন্য সেচের বন্দোবস্ত পূর্বে ভালভাবে না করে এই রকম পাইকারীভাবে যদি সারের ব্যবহার করতে উপদেশ দেওয়া হয় তাহলে তাতে চাষেরই বেশী ক্ষতি হয়।

তারপর বাছাই করা ধানের বীজ, যেমন 'রঘুসাল' ধান-বীজ; আমি একে পরীক্ষা করে দেখেছি। আমি আমার জায়গায় এই 'রঘুসাল' ধানের বীজ নিয়ে চাষ করে বিঘা প্রতি ৫ মণ পেয়েছি, আর সেখানে অন্য ধান চাষ করে বিঘা প্রতি ৭ মণ পেয়েছি। এর কারণ, বোধ হয় সেখানের মাটি পরীক্ষা না করে ধান বোনাতে এই অবস্থা হয়েছে। সুতরাং সারের যদি প্রকৃত ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে প্রত্যেক জায়গার মাটি পরীক্ষা করে তবে সেটা ব্যবহার করা উচিত, এবং আরও ব্যাপকভাবে করার জন্য যদি কিছু ফি চার্জ করা দরকার হয়, তাহলে সেটাও করা উচিত।

[At this stage the House was adjourned till 5-55 p.m.]

[*After adjournment.*]

[5-55—6-5 p.m.]

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় সহকারী সভাপালমহাশয়, কৃষি সম্পর্কে আজ বাংলাদেশের সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমি মনে করি কৃষির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনসাধারণের যে খাদ্য সংকট রয়েছে, সেই সংকট থেকে জনসাধারণকে কি করে মুক্ত করা যায়। অর্থাৎ খাদ্য-শস্য প্রয়োজনমত উৎপাদনের ব্যবস্থা করা এবং অর্থকরী ফসল যাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে তার ব্যবস্থা করা; কারণ এক দিকে মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে অন্যদিকে জনসাধারণের এবং কৃষকের আর্থিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন অর্থকরী ফসলের প্রচুর উৎপাদনের ব্যবস্থা—এই দু-টার মূলে কৃষি-বিভাগের মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু বাজেটটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গত বছর কৃষির জন্য যেখানে ৪ কোটী ৩৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, এ বছর সেখানে ২ কোটী ৯৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে; অর্থাৎ ১ কোটী ৩০ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা এ বৎসর কম ধার্য করা হয়েছে এবং এই কৃষি-বিভাগের উন্নতির জন্য যেখানে টাকা আরও বাড়ান দরকার ছিল, সেখানে তাঁরা ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করেছেন। অন্যদিকে কৃষির মূল উন্নতি করতে গেলে—প্রথমতঃ কৃষকের সেচ-ব্যবস্থা, ঋণের দায় থেকে তাকে মুক্ত করা, তার প্রচুর পরিমাণ সারের ব্যবস্থা করা এবং যাতে পতিত জমি ব্যাপকভাবে উদ্ধার করে তাকে চাষযোগ্য করা যায় তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া চাই; এবং যাতে কৃষকরা ব্যাপকভাবে কৃষি-ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এই কয়েকটি মূল জিনিষের উপর সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কিন্তু এ বৎসর দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সরকার এই কয়েকটি প্রধানতম ব্যাপারে খরচ কমিয়ে দিয়েছেন। যেমন ১৯৫৪-৫৫ সালে ১ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা সারের জন্য ব্যয় করেছিলেন, তারপর ১৯৫৫-৫৬ সালে ৮৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে তাঁরা সেখানে মাত্র ৩৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা খরচ করছেন। গত বৎসরের চেয়েও তিনি ৫০ লক্ষ টাকা কম খরচের ব্যবস্থা করেছেন। তেমনি পতিত জমি উদ্ধারের জন্য গত বছর ৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন, আর সেই জায়গায় এ বছর মাত্র ৫ লক্ষ টাকা খরচ করছেন, অর্থাৎ এখানেও তাঁরা ২ লক্ষ টাকা কমিয়েছেন। ছোট ছোট সেচের ব্যাপারে যেখানে তাঁরা গত বৎসর খরচ করেছিলেন ২০ লক্ষ টাকা; এ বৎসর সেখানে খরচ করছেন ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট দেখা যায় গত বৎসরের বাজেটে ফার্টিলাইজার, রিক্লামেশন, স্মল ইরিগেশন প্রভৃতিতে খরচ করেছিলেন ১ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা, আর এ বৎসর সেখানে তাঁরা মোট খরচ করছেন মাত্র ৪১ লক্ষ টাকা এবং এবার যে বাজেট করেছেন সেই বাজেটের সাত ভাগের এক ভাগ; অর্থাৎ মাত্র ১৪ পারসেন্ট খরচের ব্যবস্থা করেছেন; অথচ এগুলিতে খরচ আরও বেশী করে বাড়ান উচিত ছিল। কারণ, সেগুলি বাড়ালে পর মূল কৃষির উন্নতি হতো। অথচ এগুলির খরচ বাড়ানো উচিত ছিল। যেগুলির খরচ বাড়ালে পরে আসলে কৃষির উন্নতি হত সেগুলির তাঁরা খরচ কমিয়েছেন! তাছাড়া যেগুলির প্রয়োজন পরে ছিল সেগুলির জন্য সব চেয়ে বেশী খরচের ব্যবস্থা করেছেন। এবং ন্যায্য মূল্যে কৃষি-ফসলের যে দাম হওয়া উচিত সে ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছেন। আমরা জানি বাংলাদেশে ২০-২৫ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট চাষ হয়। এবং ৮০-৯০ লক্ষ মণ পাট আমাদের উৎপন্ন হয়।

এবং ২০ লক্ষের মতন পাট-চাষী পাট উৎপাদন করে, এতে প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে ৪ কোটীর মতন টাকা লোকসান হয়, কারণ উৎপাদন করবার জন্য যে খরচ পড়ে বিক্রয় করে সে খরচ তাদের পোষায় না। সে দিক থেকে পাটের ন্যায্য দাম বেঁধে দেবার জন্য আমরা দাবী করেছি। আমরা বলেছি—২০ লক্ষ পাট-চাষীদের বাঁচাবার জন্য পাটের নিম্নতম দর বেঁধে দেওয়া হোক। আমরা ৩৫ টাকা করে দর বেঁধে দিতে বলেছি। আজকে তাদের পাট চাষে মণ প্রতি প্রায় ২৫ টাকা খরচ পড়ে, এমনি কি ২০।২২ টাকার বেশী তারা দাম পায় না, তার ফলে, প্রতি বিঘায় কৃষকদের ২০-২৫ টাকা করে লোকসান হয়ে যায়। আশা করি সরকার বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে যাতে সত্যিকারের কৃষির উন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের উন্নতি হয় সেই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Mr. Speaker, Sir, agriculture is a very important subject because it supplies the very life-blood of the people. Therefore, the greatest care and attention should be bestowed upon this agriculture. But from a study of this year's budget, it appears that proper importance has not been attached to this subject. You will at once see that the sum allotted under this head this year is less by Rs. 1½ crores than the sum that was allotted last year and you will also see that the revenue estimated to be received under this head this year is also much less than the revenue actually received under this head last year. So, it must be clear that there is something rotten in the affairs of agriculture in this State. I have seen, Sir, that there is some degree of complacency in the minds of the Government in respect of their alleged achievements in the agricultural front. They often brag and they often parade by saying that they have won the battle or war in the food front or the agricultural front. I must say that this estimate of their achievements is not based on facts and they must be cautious. Far from winning the war in this front, the war is to go on continuously and relentlessly for a number of years to come and we are to be ceaselessly engaged in this war. They might have won a skirmish here or an affray there, but the war is still to be won. But if we slacken our efforts in this direction, then certainly the fate of Bengal will be doomed.

Now, Sir, it must be said that Government have not been able to put this agriculture on a stable basis. Even now, Sir, agriculture has got to depend on the whims of the Rain-Gods. If there is a failure of rains, necessarily, Sir, failure of crops will follow. You know that this year in many places of Bengal there has been a serious failure of rains attended with serious failure of crops. In my subdivision—I mean Katwa—consisting of Ketugram, Mongolkot and Katwa, there has been a serious failure of crops because of serious failure of rains. The yield of paddy there is perhaps less than 25 per cent. of the normal yield. Therefore, already we hear the foot-steps of famine there. People are suffering—specially the middle class people and the labour class, the poor agriculturists. Therefore, all succour should be sent to them. They should be given loans—gratuitous loans—and other relief operations should be started there. If Government do not do this in proper time, then certainly massacre will follow.

Now, Sir, agriculture depends on irrigation. It depends on manure and it depends also on the capital available to the agricultural population. So far as irrigation is concerned, in spite of their much-vaunted claim for the achievements of the D.V.C. project and the Maur project, by far the greater portion of agricultural lands of Bengal are outside irrigation services. Therefore, Government should take prompt steps and early steps to re-excavate the derelict tanks and sink tube-wells and dig masonry wells everwhere. You know that the native genius, the native engineering skill

tried to solve the irrigation problem of Bengal by excavating a network of tanks strewn all over the length and breadth of Bengal.

Again, Sir, they are of course supplying manures but not in adequate quantity. We have heard complaints from hoary-headed and experienced swains, the cultivators, who say from their practical experience that the different grades and varieties of manures that are supplied to them are not properly suited to the peculiar soils of Bengal. This is a serious thing. They say that after a few years' application the land gets permanently deteriorated. Therefore the Government should continue to carry on research in this field and they are yet to produce and standardise certain varieties of manures which will be best suited to the peculiar lands of Bengal. So far as the reclamation of waste lands is concerned, Government's progress is very slow and tardy and if we are to cater to the growing needs of the growing population of Bengal we cannot lose any time to bring under cultivation every inch of arable land that is available in Bengal. Government should push up, speed up, their energy, their efforts, to bring under cultivation the waste lands. In this connection, Sir, I am very much pained to see vast tracts of land on both sides of the railway lines lying fallow for ages, for years together. Can't we evolve out a plan and programme to reclaim all these lands? I think a little effort, relatively small effort and relatively small expenditure can suffice for the purpose and we can, if we are so minded, bring under cultivation lakhs and lakhs of bighas of land which are nothing but the sidelands of the railway line.

Sir, my time is up, so I resume my seat.

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

ডেপুটি স্পীকারমহাশয়, আমরা সকলেই জানি বাংলাদেশের কৃষক সবচেয়ে গরীব। এই কৃষকদের দিয়ে যদি এখানকার কৃষির উন্নতি করতে হয় তাহলে প্রতিটী কৃষকের অবস্থার যাতে উন্নতি হয় সে দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সে দিক থেকে আমি বলব—কৃষকদের ঋণ, খাবার দিয়ে সাহায্য করা উচিত। কৃষকদের সাহায্যের জন্য সরকার যে সামান্য ব্যবস্থা রেখেছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রচুর। তাছাড়া গরীব কৃষক যাদের ঘরে খাবার থাকে না বছরের বেশী সময় যাদের খাবার ধান কিনে আনতে হয়, যাদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ ভাগ-চাষী এবং যাদের নিজেদের কোন জমি নাই তাদেরও আবার জমি সিকিউরিটি দিয়ে সার নিতে হবে এবং এই ব্যবস্থায় যাদের নিজেদের কোন জমি নাই তাদের পক্ষে সার নেওয়া ঘটে না। কাজেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কৃষককেরা জমি সিকিউরিটি না দিতে পারার ফলে সার নিতে পারছে না; সেইজন্য ধনী কৃষক যারা গ্রামে আছে একমাত্র তারাই সার নিতে পারে। তার পরে সরকার যে সব ডিমনষ্ট্রেশন সেন্টার করে সার ও বীজ দেবার ব্যবস্থা রেখেছেন—তারজন্যও জোতদার বা ধনী কৃষক যারা তাদেরই জমি নেন;

এবং তা ছাড়া গ্রামে গ্রামে ডিমনষ্ট্রেশন সেন্টার করবার যে ব্যবস্থা সরকার করছেন সেই ডিমনষ্ট্রেশনএর জন্য প্লট যে নেওয়া হয় তা জোতদারদের যে ভাল ভাল জমি আছে - সেগুলি বেছে নিয়ে সেই জমি চয়েস করেন এবং সেখানে সব রকম সুবিধা, বীজ ইত্যাদি দেওয়া, বিনা পয়সার সার দেওয়া প্রভৃতি সব রকম সুবিধা বড় বড় কৃষক, জোতদার শ্রেণী পায়,--গরীব কৃষক—যাদের সেগুলি পাওয়া দরকার তারা কিছুই পায় না। তারপর সাধারণ কৃষক যাতে সেই সার অল্প খরচায় বহন করে নিতে পারে, সেইজন্য ইউনিয়নে ইউনিয়নে সরকারী ষ্টক ও গোডাউন করা দরকার। সেটা সরকার এখনও করতে পারেন নাই। আমার জেলার কথা বলছি সেখানে ৪।৫টা ইউনিয়নএ সার বিতরণের কেন্দ্র আছে কিন্তু অন্যান্য ইউনিয়নের গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের কোন সুযোগ সুবিধা নেই। বর্ষাকালে সেই সব জায়গায় সার নিয়ে আসবার কোন সুযোগ সুবিধা থাকে না।

তারপর আমি গতবারের বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম আমাদের মালদহ জেলায় বহু জমি পতিত অবস্থায় পড়ে আছে। সুতরাং সরকার থেকে যদি সেইগুলি উদ্ধার করা হয়, তাহলে সেই জমিতে অনেক ফসল হতে পারে। তা ছাড়া—আমাদের মালদহতে যে ১ লক্ষ রিফিউজি এসেছে সেই রিফিউজিদের কিছু কিছু জমি দিতে পারা যায়। কিন্তু সেই জমিগুলি উদ্ধার করা হচ্ছে না। মালদহ জেলার গাজোল থানার শ্রীমতী নদীর টাল অঞ্চল এবং গাজোল ও বামনগোলা থানার মধ্যবর্তী টাঙ্গন নদীর টাল অঞ্চলে বহু হাজার বিঘা চাষযোগ্য পতিত জমি আছে—এগুলি উদ্ধার হলে চাষের কাজে লাগান যায়, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। গভর্ণমেণ্ট থেকে ট্র্যাক্টর দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু সারা বৎসর ধরে ট্র্যাক্টর বসে থাকে।

দ্বিতীয় কথা—আমার কেন্দ্র—কনস্টিটিউয়েন্সি, গাজোল, বামনগোলা, হরিপুর এবং ওল্ড মালদহে সেচের ব্যবস্থা না থাকার ফলে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ বৎসর বৃষ্টির অভাব। গত ২ বৎসর ফ্লাডএর জন্য এ সব জায়গা প্লাবিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই থানার সমস্ত ফসল একেবারে নষ্ট হয়েছে। ফলে গোটা মালদহ জেলা খাদ্যাভাবে হাহাকার করছে। যদি এখুনি সেচের ব্যবস্থা না করা হয় এবং টেষ্ট রিলিফ না দেওয়া হয় তাহলে সেখানের লোক মারা যাবে—আমি আগে থেকেই ওয়ার্ণিং হিসাবে তা জানিয়ে যাচ্ছি।

তারপর পোকার হাত থেকে ফসল রক্ষা করতে সরকার বিফল হয়েছেন। কালিয়াচক অঞ্চলে পোকা চাষীদের ফসল নষ্ট করেছে। এই রুই পোকার জন্য কৃষকের ঘরবাড়ী যেগুলি অধিকাংশ খড়ের ঘর সেগুলি নষ্ট হয়েছে—পোকায় খেয়ে নিয়েছে। সেই ঘরগুলি নূতন করে তৈয়ার না করলে আর বাসযোগ্য থাকবে না। তাদের দুরবস্থার এক শেষ হবে। একেই ত কালিয়াচক থানায় এমন খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে যে সেখানে এখনি রিলিফ দেওয়া দরকার— না দিলে সেখানে লোক অল্পদিনের মধ্যেই খাদ্যাভাবে মরতে সুরু করবে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, প্রত্যেক ইউনিয়নএ আলু-বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য কিন্তু তার জন্য সরকারী কোন পরিকল্পনা আমাদের জেলায় আছে কি না জানি না। কৃষকদের যা দেওয়া হয় তাও তারা রাখতে পারে না পচে যায়। কাজেই সরকারকে অনুরোধ করব, আলু-বীজ সংরক্ষণের জন্য সরকার যেন দৃষ্টি দেন।

Sj. Narendra Nath Ghosh:

মিঃ ডিপুটী স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কৃষি বিষয়ে যে ব্যয়-বরাদ্দ এনেছেন সেই সম্পর্কে কিছু বলছি। গত বৎসরের তুলনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বৎসর বরাদ্দ টাকার অংকটা অনেক কম ধরা হয়েছে। এতে মনে হচ্ছে কৃষির জন্য যে ব্যয় করা উচিত ছিল সেরূপ ব্যয় করার প্রয়োজন বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে। এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে দেখতে পাচ্ছি এই বৎসর কৃষির খাতে গত বৎসরের চেয়ে অনেক কম বরাদ্দ ধরা হয়েছে। যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা যদি হিসাব করে দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে উপরওয়ালা বাবুদের মাইনে বাদে কৃষকদের মাথা পিছু ১ টাকার কম কৃষি বাবদ ধার্য্য করা হয়েছে। অন্য দিকে দেখা যায় এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার জনসাধারণের মাথায় অহিংসার ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করবার জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে পুলিসের ব্যয়-বরাদ্দ মাথা পিছু ৩ টাকা করা হয়েছে। এতেই বুঝতে পারবেন এই সরকার কি রকম জনকল্যাণ-মূলক রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। স্বাধীনতার পর ৮ বৎসর চলে গেল এখনও আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের যাদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৯০ জনের বেশী সেই কৃষকদিগকে বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। আমি যে অঞ্চল থেকে আসছি সেই আরামবাগ মহকুমায় বৃষ্টির অভাবে ফসল হয় নি। জমিগুলি পড়ে রয়েছে। অনেক জায়গায় ধানের চাষ একেবারেই হতে পারে নি। সেখানে কিছু কিছু পাটের চাষ হয়েছিল কিন্তু জলের অভাবে সেই পাটও পচাতে পারে নি। সেখানে চাষীরা চেষ্টা করেছিল যে কোন টিউবওয়েল বা পাম্পএর ব্যবস্থা করা যায় কি না কিন্তু এই সরকারের অনুকম্পায় তারা সেই সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। সামান্য একটা পাম্প নিতে গেলে ৩ শত টাকা জমা দিয়ে পাম্প দেবার ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু এত দূর থেকে জল নেবার জন্য যে টাইপএর পাম্পএর দরকার সেরূপ

পাওয়া যায় না। এটা প্রতি বৎসরই বলেছি এবং মন্ত্রীমহাশয়কে আবারও নিবেদন জানাচ্ছি যে এই সমস্ত জায়গায় ক্যানেল ইরিগেশন সম্ভব নয়, এই সমস্ত জায়গায় টিউবওয়েল ইরিগেশনএর ব্যবথা করুন। আমরা যা শুনেছি তাতে ৮০০ ফিটএর একটা টিউবওয়েল যদি করা হয় তা হলেই অটো-ফ্লো হবে এবং চাষের কাজ সহজেই চলবে। আমরা দেখেছি যে আরামবাগে ধান না হওয়ার জন্য হাজার হাজার টাকা টেষ্ট রিলিফএ খরচ করা হয়েছে। যখন চাষীরা খেতে পাচ্ছিল না কিন্তু চাষীদের কাছে সেটা তখন পৌঁছাচ্ছিল না। এই টেষ্ট রিলিফএর কাজের আগে থেকে যদি চাষীদের উন্নতির জন্য, সেচ পরিকল্পনার জন্য সরকার টাকা খরচ করতেন তাহলে বুঝতাম যে সরকার যে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠন করতে চাচ্ছেন তার পরিচয় পাওয়া যেত।

আর একটা কথা আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে জানাতে চাই যে আজকে সরকারী প্রচেষ্টায় নানা রকম গবেষণা হচ্ছে, নানারকম উন্নততর যন্ত্রের ব্যবস্থা করছেন—ভাল কথা। কিন্তু এই সব যন্ত্র যাতে মধ্যবিত্ত চাষীদের নাগালের মধ্যে আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ৫।৬ শত টাকার মধ্যে পাম্পএর যন্ত্র চাষীদের মধ্যে যদি বিতরণ করতে পারেন, যাতে চাষীরাও কিছু অর্থ ব্যয় করবে এবং এই রকম সস্তা দরে যদি পাম্প দেওয়া যায় তাহলে মনে হয় চাষীদের সত্যিকারের উপকার করা হবে।

আর একটা কথা অনেকেই বলে গিয়েছেন- সরকারী বীজের কথা। প্রথমে প্রচার করা হয় যে সরকার বীজ দেবেন। বলা হয় যে ঐ জায়গায় আগামী সপ্তাহে বীজ দেবেন কিন্তু দেওয়া হয় না। এইভাবে আমাদের ওখানে আলুর বীজ দেওয়া হবে বলা হয়; লোক আশায় বসে থাকে, আলুর সময় চলে গেল বীজ এল না। এইভাবে প্রচার না করাই ভাল যে আলুর বীজ দেওয়া হবে। ধানের বীজ এবং অন্যান্য ভেজিটেবলএর বীজের বেলায় এই একই কথা। সব সময়েই বীজ পরে গিয়ে পৌঁছায়। সারের ব্যাপারেও এই রকম অবস্থা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল, রাস্তা-ঘাটের যে দুরবস্থা ছিল তা কিছুমাত্র ভাল হয় নি। বিশেষ করে আমি যে অঞ্চল থেকে আসছি সেখানে নূতন কোন রাস্তা হয় নি। একমাত্র ওল্ড বেনারস রোড ছাড়া। এই কারণে বর্ষা আরম্ভ হয়ে গেলে লোকে সার আনতে পারে না কারণ গাড়ী চলে না। সেইজন্য এই সার এমনভাবে ডিষ্ট্রিবিউট করা উচিত এবং সব অঞ্চলে ডিপো নির্দিষ্ট করা উচিত যাতে লোকে সময়মত সার পেতে পারে। এই ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

[6-15—6-25 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Bhandari:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকারমহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার কথা কিছু বলবো যেটা কৃষি-বিভাগ থেকে করা হয়। ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা যেটা ১০ হাজার টাকার মধ্যে তার মধ্যে যা ব্যবস্থা তার কথা বলবো। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা আগেও ছিল এখনও আছে, সেগুলি সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা সরকারপক্ষ থেকে করা হচ্ছে না কারণ এক একটা পল্লী-অঞ্চলে আমরা দেখেছি, বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলে যে এযাবৎ যে সমস্ত সেচ ব্যবস্থাগুলি ছিল, সেগুলি টাকার লোভে জমিদারেরা বিলিব্যবস্থা করে দিচ্ছে এবং সেগুলি পুকুর করা হচ্ছে, তারপরে সেগুলি বাস্তুভিটা করা হচ্ছে, ডাঙ্গা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে ইউনিয়ন বোর্ড, কি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, কি সরকারের কৃষি বিভাগ, কারা যে এগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন তা আমরা খুঁজে পাই না। এই নিয়ে এগ্রিকালচার এ্যাসিস্টেন্টের কাছে বলেছি, এস.ডি.ও.র কাছে, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলা হয়েছে কিন্তু কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। যদি গ্রামের কৃষকরা দলবদ্ধ হয়ে এর প্রতিকার করতে যান যেখানে খালের উপর বাঁধ দিয়ে পুকুর করা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কেস আনা হয়—এই অবস্থা হয়েছে। সে জন্য এ সম্পর্কে কি আইন-কানুন আছে সেটা জানতে চাই। নানা রকম দেওয়ানী আদালতে এ নিয়ে কিছু করা যায় না। সংরক্ষণের অভাবে এই রকম প্রচুর সেচ ব্যবস্থা অব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে, তার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। তা ছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার মধ্যে সরকারের যে পরিকল্পনা আছে তাতে

সরকার থেকে ৪৫ ভাগ খরচ দেওয়া হয়, আর ৫৫ ভাগ দেওয়া হয় সাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। আমাদের ওখানে একটা সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে দেখা যায় পাব্লিক কালেকসন কোন ক্ষেত্রেই ৫৫ ভাগ উঠছে না। কন্ট্রাক্টররা দায়িত্ব নিয়ে ৪৫ ভাগ টাকা পায়, তার মধ্যে ২০ ভাগ টাকা খরচ করেন। যেখানে পাঁচ লাখ মাটী কাটার কথা সেখানে এক লাখ মাত্র মাটী কাটা হয় সরকারী অফিসারদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে। কাজেই অল্পদিনের মধ্যে সেই সমস্ত খাল, পুকুর মজে যায়। সেচ ব্যবস্থা ভাল হয় না। সেই জন্য পরিষ্কারভাবে বাস্তবক্ষেত্রে যেটা কার্যকরী করা যায় এবং যেটা কলেকসন হওয়া সম্ভব হয় যদি তাও না হয়, তাহলে সরকারের এমন একটা পরিকল্পনা করা উচিত যাতে অন্ততঃ কমসে কম সরকারী টাকা পুরাপুরি খরচ হয় সেই রকম একটা ব্যবস্থা করা উচিত। তাছাড়া একটা খাল সংস্কার কমিটি করে চেষ্টা করেছিলাম যে সরকারী টাকা যাতে অপব্যয় না হয়, পুরাপুরি যাতে কাজ হয়, তার ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু এমন একটা চক্রান্ত করা হল যে সেটা সম্ভব হল না। সেই সমস্ত খাল সংস্কার কমিটি যেন খাল কাটার কন্ট্রাক্টের সুবিধা পায় এ সম্পর্কে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয়কে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি।

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Mr. Deputy Speaker, Sir, I am afraid, that there are some amongst us who talk through their hats. The case in point is our member from Joynagar. He stated that 70 lakh maunds of paddy seeds are required in West Bengal. Where he got this figure is not known to me, but I would like to place before you that we have in West Bengal one crore acres under paddy. Even supposing that we require 5 seers per bigha which is also too much—as a matter of fact under the Japanese method of cultivation we require 3 seers per bigha even then we require 37½ lakh maunds for the whole of West Bengal. That is our requirement. He states that we require 70 lakh maunds. Simply stating does not make the thing true. We have stated that we have distributed 12,000 mds. nuclear seed which means that this will cover about 32,000 acres and produce 6.40 thousand maunds of once multiplied seed. This is more than sufficient to meet our requirements.

Then, Sir, there is another point about which he has challenged my figures. I would like to point out that I have stated that the area under cultivation in West Bengal is 1.23 lakh acres. He cannot dispute it, because this has been recently given to us by the State Statistical Bureau. Of course a few years ago it was 1 crore 17 lakh acres but this has increased as a result of reclamation either from Government source or from private source. You will find this figure of culturable waste land which he has disputed in the Ishaque survey which was published in 1947 just before the partition. We had 14 lakh acres of culturable waste and naturally if we put this 6 lakh acres reclaimed according to the figures he has shown we have about 8 lakh acres more of culturable waste. In this connection I would like to point out a fallacy. I have heard many arguments today stating that we must put all our waste land under the plough. This is thoroughly unscientific. We must have at least 25 per cent. of our land under forest cover. All our scientists are agreed on that. So whatever little fallow land we have at the present time must be put under afforestation, not under the plough.

Sir, I was intrigued to hear the member from Malda giving me a warning and telling me that he saw the spectre of famine walking about in Malda. I happened to spend all of yesterday in Malda. I had seen some very important people of the district and talked with them, but I did not see any spectre of famine in Malda and neither did I receive any request from the district authorities about test relief in Malda just now. On the other hand the mango crop prospect this year in Malda is excellent and I am told that if the mango harvest is good and if the vagaries of nature does not make it less, Malda people will be very happy.

[6-25—6-35 p.m.]

So the point is that simply scare-mongering will not help us. I would request honourable members to be sober in their criticism. We always welcome criticisms but when a criticism is couched in a language which is rather exaggerated it makes it difficult for all of us to understand the real position.

Now I will briefly deal with some of the criticisms that have been made. One criticism is from a member from Burdwan, Sj. Tarapada Bandopadhyay. He made a statement that land gets deteriorated by the use of fertilisers. If you generalise this we would classify it as wrong. This experiment about fertilizers has been going on not only in our laboratories here but all over the world. Scientists are agreed that if you use chemical fertilizers with organic manure—not for one year but for several years even—it does no harm to the land provided it is applied in the proper way. Of course I would expect that our agriculturists or farmers will use the methods of application of fertilizers as they are advised, but unfortunately even their leaders sometimes mislead them—as for example by making a statement like this.

Sj. Nalini Kanta Haldar gave me a long list to show whether fertilizers increase the food production and he gave me some figures about his own farm, but I would like to have those from him in writing so that I can have the same looked into by experts. It is not possible for me to give an opinion off hand on the floor of the House with regard to the figures that he quoted in his speech.

With regard to Bankura, the honourable member from Bankura, Sj. Amulya Ghosh, was complaining that we have done nothing for Bankura. I want to point out to him that as far as irrigation is concerned we have executed three hundred and twenty-one small irrigation projects in Bankura and over 1,600 tank improvement projects in the Bankura district. This is the largest number of projects in irrigation executed in any district in this State. These are facts. I do not want to comment on them. All I want to say is that scare-mongering will not pay.

There are some members who are sometimes blowing hot and cold in the same breath. Sj. Subodh Banerjee said that our expenditure is top heavy; we spend most of our money on direction and superintendence. If you look up the budget figures, you will find that for direction and superintendence in the Department of Agriculture there is only 54 lakhs provided; the rest of Rs. 2 crores 38 lakhs go for development schemes for agricultural education, on extension work, on research, and all the various other work that we do from the Department. He has said that this is top heavy and in the same breath he wants that the salary of our Union Agricultural Assistants must be increased. I do not like to take much long over this, but as I have dealt with the question of emoluments to the Union Agricultural Assistants before, whose case Sj Subodh Banerjee is advocating, I would like to state that this matter has been reviewed in the light of the Government of India's recommendations in this matter. Village level workers, Union Agricultural Assistants, Gram Sebaks—call them as you like—have been given a uniform salary all over India—not in our State—on the grade of Rs. 60—80 with the same qualifications. We in our State have gone a step further and considered their case carefully and we also saw that some of their grievances were genuine and so we have revised our scale and put them on the grade of Rs. 55—100 which is the highest grade in India for the same post. Of course, we shall certainly review the position as time goes on but it should

not be said that we should immediately increase this grade because some member feels about it or has been approached about it although he says that it is top-heavy already. Blowing hot and cold in the same breath does not help so far as criticism is concerned

I would not take much time of the House except to point out one or two things—I am in agreement with some of the criticisms which have been made. About small irrigation schemes not only I myself but our Government have represented this matter to the Government of India to say that the small irrigation schemes have decreased since we have raised the contribution from the public on the 50:50 basis. It is hard on the agriculturists and I agree with the Oposition criticism on it. I shall look into it and see what can be done. But the difficulty is that we get subsidy from the Government of India and part of the money we give from the State Government. With regard to these schemes formerly the ratio was one-third from the party and two-thirds from the State; now it is 50:50. I shall look into it and see what can be done to remedy the situation because small irrigation schemes—as I heard from the members who have spoken as well as from the Reports of our advisers—are some of these little things are doing a lot of good as far as our agriculture is concerned. In our Northern districts, especially districts like Malda, Cooch Behar, and Jalpaiguri, we have not been able to give any irrigation facilities as we have been able to do in the cases of Burdwan and Birbhum. Some scheme with regard to tube-well irrigation will have to be investigated and examined. As a matter of fact the Government of India has a scheme this year of trying out test tube-wells—about 26 of them all over the State which we might put in various districts to find out the water level of a particular region. For example, if you take Malda the position there is different from 24-Parganas or Nadia. These things will have to be looked into and examined by experts so that in course of time we might take up a comprehensive proposition of tube-well irrigation.

A certain member was telling me today that the water from the tube-well is very harmful to the soil. Lay opinion of this nature coming from responsible members of the Asssembly to my mind is very harmful

[6-35—6-45 p.m.]

As a matter of fact, practical experience is there, but you must believe the scientist, the expert, who will tell you whether the water from the tube-well is harmful to the soil. This method of giving out opinion, as if you know it all 'sabjanta'—this is 1956, you must remember that, and this is not the time for empirical opinions. [Interruptions.] Now, Sir, we have in Kalyani a tube-well that gives us 42,000 gallons of water every hour It is also doing wonderful work at Haringhata. Our crops are excellent from these tube-wells and these tube-wells give very good irrigation and it is for us to find out what kind of tube-well irrigation we can make suitable to West Bengal. It is all right in Pepsu and Punjab, but it may not be all right as far as West Bengal is concerned. [Interruptions]

Now, Sir, there is one more point and I have done. There is a large volume of opinion amongst us here that we should increase pasture land. It is true, Sir, that in ancient days every village had pasture land and that was the way by which our cattle used to be helped with regard to grazing. But times are changing. We must realise that 1955 is not 1655. Today due to the fact that we have only, as I pointed out, about 8 lakh acres which can be called culturable waste, we cannot take up any more land for pasture. But we must make it up by double cropping our land by irrigation methods.

If you come and see our farm at Burdwan or Krishnagar you will find that in this very soil of Bengal we are producing 3 crops a year. It can be done; it is being done. So it is no use saying that it cannot be done.

মান্ধাতার আমলে যা করেছি আজও তাই করবো।

That argument does not play any part in these times. I believe Sir, that a fodder crop in West Bengal may be raised and our people must learn to cultivate fodder also. In fact, somewhere in the figures here it will be seen that we have distributed large quantity of fodder seeds and we also gave fodder seedlings free of charge so that all those who are interested may take to fodder cultivation besides the crop that they may be sowing. In other words I believe, Sir, it is possible provided we take certain steps in the matter—cattle trespass is one that comes in the way, lack of irrigation is one that comes in the way—probably sometimes we are a little too lethargic to work 8 hours a day, some of us work much less specially the farmer class. These are some of the things we have got to get over. But I believe, Sir, that our cattle would be much better off if we can take to double cropping of as much land as is possible under the circumstances [Interruptions]. I do not wish to take any more time because I find I have answered all the questions. With these words I oppose all the cut motions and commend my motion for acceptance of the House.

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

পাটের দাম কমে গেছে, পানের দাম কমে গেছে ; কৃষিজাত ফসলের ন্যায্য দাম দেবার কি ব্যবস্থা করছেন? পাট চাষীদের সম্বন্ধে তো কোন জবাব দিলেন না?

[Loud interruptions.]

Mr. Deputy Speaker: Do you want any divisions?

Sj. Biren Banerjee: Yes, Sir, on motions Nos. 10, 61, 68, 90 and 112.

[**Mr. Deputy Speaker:** I put the rest of the motions *en bloc* to vote.]

The motion of Sj. Amulya Charan Dal that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Amulya Ratan Ghosh that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Atindra Nath Bose that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—

Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs 100, was then put and lost

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs 3,62,53,000 for expenditure under Grant No 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Sj Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—*Agriculture—Agriculture,* and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Haripada Baguli that the demand of Rs 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Jatish Ghosh that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Janardan Sahu that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Jyotish Joarder that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Saha that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Saha that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Saha that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of

Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nripendra Gopal Mitra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Probodh Dutt that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Raipada Das that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rameswar Panda that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs 3,62,53,000 for expenditure under Grant No 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultuarl Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Das that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Surendra Nath Pramanik that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Surendra Nath Pramanik that the demand of Rs 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Bandopadhyay that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of

Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—39

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Daiui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Dr. Ranendra Nath

NOES—129

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindaban
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Piiush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno

Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 39 and the Noes 129, the motion was lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—39

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Dr. Ranendra Nath

NOES—129

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali

Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 39 and the Noes 129, the motion was lost.

[6-45—6-55 p.m.]

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—39

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar

Choudhury, Sj. Subodh
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Dr. Ranendra Nath

NOES—129

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari

Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 39 and the Noes 129, the motion was lost.

The motion of Sj. Nalini Kanta Haldar that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES -39

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj.*Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Dr. Ranendra Nath

NOES—129

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindaban
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra

ha. Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhar
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 39 and the Noes 129, the motion was lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 3,62,53,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—39

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Dr. Ranendra Nath

NOES—129

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
*Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 39 and the Noes 129, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed that a sum of Rs. 3,62,53,000 be granted for expenditure under Grant No. 22, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" was then put and agreed to.

Major Head: 41—Veterinary

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 37,66,000 be granted for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary".

In moving this, Sir, I like to point out that progress in this sphere of developmental activity has been seriously hampered by the shortage.

Mr. Deputy Speaker: If you speak after the cut motions are moved it would be all right.

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Yes, Sir.

Mr. Deputy Speaker: I take it that all the cut motions are moved.

Sj. Balailal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

(১) কৃষিউন্নয়নের প্রধান সহায়ক গোজাতিকে নানা ব্যাধি ও গোমড়ক হইতে রক্ষা এবং কৃত্রিম প্রজনন দ্বারা গো-জাতি বৃদ্ধি—তথা পল্লী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে উৎকৃষ্ট ষাঁড় বিতরণের দ্বারা উৎকৃষ্ট গো-জাতি সৃষ্টির সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণের সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

(২) পল্লী অঞ্চলে প্রতি থানায় একাধিক স্থায়ী গো-চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশেষতঃ রামনগর থানায় গো-চিকিৎসাকেন্দ্র না থাকায় কৃষক সম্প্রদায়কে যে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে তাহা উপলব্ধি করিতে সরকারী অক্ষমতা।

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Dharani Dhar Sarkar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মালদহ জেলার গাজোল থানায় একটি পশুচিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতা।

Sj. Dhananjoy Kar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল ও গোপীবল্লভপুর থানায়—প্রত্যেকটি থানায় অন্ততঃ একটি করিয়া পশুচিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনে সরকারের অবহেলা।

Sj. Gangapada Kuar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a *discussion about the immediate need of establishing a veterinary dispensary at Keshpore in Midnapore, where hundreds of cows die of diseases and which is far off from the district headquarters*, i.e., Midnapore Town.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure on the part of the Government in fighting the cattle epidemic in the rural areas of the State.

Sj. Haripada Baguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সংক্রামক গো-মড়ক নিবারণের জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সাগর থানার মধ্য স্থলে পশুচিকিৎসকের কার্যালয় স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about artificial insemination

ব্যবস্থা সুন্দরবন অঞ্চলে প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সুন্দরবনে ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসকদের জন্য সুন্দরবনের নদীপথে যাতায়াতের অনুপযোগী যেসকল নৌকা দেওয়া হইয়াছে অবিলম্বে তাহা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা।

Sj. Janardan Sahu: Sir, I beg to move that the demand of Rs 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the increasing number of students' limit in the Belgatchia Veterinary College so that all the unions in all the thanas of this State may have a Veterinary doctor within three years.

Dr. Jatish Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about insuffisient mismanagement and lack of proper attention.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy

Sj. Kanai Lal Bhowmik: I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about—

পশুচিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকারী নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গোমড়ক বন্ধ করিতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

তমলুক মহকুমার ময়না থানায় একটি পশুচিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা এবং অন্তবর্তীকালীন সময়ে পশুচিকিৎসার জন্য একটি ইউনিট স্থাপন করার দিকে সরকার এখনও নজর দিচ্ছেন না।

Dr. Krishna Chandra Satpathi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশুচিকিৎসা ক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মচারী সংখ্যা, বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে অতি নগণ্য হেতু—সরকার কর্তব্যের ত্রুটি করিতেছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গৃহপালিত পশুচিকিৎসায় সরকারী ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গোমড়ক নিবারণে সবকারী ব্যবস্থা অতীব ত্রুটীযুক্ত।

Sj. Lalit Kumar Sinha: Sir, I beg to move that the demand of Rs 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সুন্দরবনে গোমড়ক নিবারণে সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Madan Mohon Saha: Sir, I beg to move that the demand of Rs 37,66,000 for expenditure under Grant No 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গরুর অসুখ প্রতিরোধকল্পে খানাকুল থানায় সরকার মাত্র ৫০০টি এন্টি-সিয়টিক ট্যাবলেট সরবরাহ করিয়া এবং গরুর অসুখ নিবারণে সরকার প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প ঔষধ সরবরাহ করিয়া সরকারী অক্ষমতা জ্ঞাপন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রতি থানায় একটি করিয়া পশুচিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনে সরকারের ব্যর্থতা।

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about'

পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে গো-প্রজননের কোন ব্যবস্থা করিতে সরকারে অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গরুর বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য স্থায়ী ভ্রাম্যমান চিকিৎসকদল রাখিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গোমড়ক নিবারণে ও গো-পশু সংরক্ষণে সরকারের উদাসীনতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গোচিকিৎসার প্রতি সরকারের ঔদাসীন্য ও ব্যর্থতা, গাঁয়ে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সরকারের অক্ষমতা, প্রতি ইউনিয়নে ইউনিয়নে গোচিকিৎসার কেন্দ্র স্থাপনের জরুরীয়তা সম্পর্কে আলোচনা উঠাতে চাই।

Sj. Nalini Kanta Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about insufficiency of Veterinary service in the rural areas.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the insufficient supply of medicines and other implements in the Contai Veterinary Hospital.

Sj. Probodh Dutt: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to make proper arrangement for the treatment of the cattle in the rural areas of Bankura district.

Sj. Rameswar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about free treatment of emergent cases at private houses.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গড়বেতা থানার ৩০টি ইউনিয়ন ও শালবনী থানার কয়েকটি ইউনিয়নের মধ্যে এই বিরাট এলাকায় মাত্র একজন য়্যাসিস্ট্যান্ট ভেটারিনারী সার্জেন ও একজন ফিল্ড য়্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করা, সরকারী কাজের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। এই বিরাট এলাকায় আরও কয়েকজন য়্যাসিস্ট্যান্ট ভেটারিনারী সার্জেন ও আরও ফিল্ড য়্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করা দরকার। এই এলাকায় প্রতি বছরই গোমড়ক সুরু হয়। বর্তমানে যে য়্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন আছে তাহার নিকট হইতে গরীব মানুষেরা ঔষধও বিনামূল্যে পায় না। বর্তমানে আরও অনেক বেশি ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়ার জন্য সরকারী ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন আছে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বহু বৎসর যাবৎ সরকারকে জানান হইতেছে যে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা শহরে একটি ভেটারিনারী হসপিট্যাল খোলা খুবই প্রয়োজন, কারণ ঐ বিরাট অঞ্চলে প্রতি বছর গোমড়ক লাগিয়াই থাকে, কিন্তু সরকার তাহার কোন যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতেছে না। এমনকি গড়বেতা শহরে হাসপাতাল করার উপযুক্ত দুটি পাকা বিল্ডিং সহ উপযুক্ত পরিমাণ জমিও দান করার জন্য শহরবাসী রাজী থাকা সত্ত্বেও সরকার এই জরুরী বিষয়ে কোন নজর দিতেছে না, ইহা সরকারী কাজের চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও ঢিলেমী ; এই বিষয়ে অবিলম্বে সরকারের নজর দেওয়া দরকার।

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy and practice of the department with special reference to the lack of veterinary facilities in rural West Bengal.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশুচিকিৎসার ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sj. Surendra Nath Pramanik: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of establishing veterinary centres at Belda in police-station Narayangarh and at Keshiary in police-station Keshiary both in the district of Midnapore.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about insufficient arrangement for veterinary arrangements.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকারমহাশয়! যে বিষয়টা এখন এই সভার সামনে এসেছে সেই প্রসঙ্গে আমি ২।৪টি কথা বলব। আমরা "এগ্রিকালচার" খাতে আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম যে গরু সম্পর্কে আলোচনা হয়ে গেল; তারপরে এখন সাধারণ পশু সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। আমাদের দেশে গোপালন এবং পশুপালন একটি অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন। সেইজন্য এই বিভাগ যাতে ভালভাবে সংগঠিত হয় সেজন্য মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমাদের দেশে কৃষিকে যদি বাড়াতে হয় খাদ্যের জন্য তাহলে গো-সম্পদের উন্নতি আবশ্যক এবং খাদ্য হিসাবে গো-দুগ্ধ পাওয়ার জন্য, দুধের ব্যবসায় করবার জন্য গরু আবশ্যক। আমরা যদি জগতের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনা করি এবং এখানকার গো-সম্পদ এবং পশু-সম্পদ সম্বন্ধে যদি আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব অন্য বেশীদূরে যেতে হবে না—ইংলণ্ডেই গরুর প্রথম বাচ্চা হওয়ার পরে সে ৭,৬৫৮ পাউণ্ড দুধ দেয়, কিন্তু আমাদের দেশের গরু সে জায়গায় দেয় ৪২০ পাউণ্ড। যেখানে এই রকম পার্থক্য সেখানে সে সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখি যে

আমাদের দেশে গর্ সম্পর্কে অত্যন্ত অবহেলা করা হয়। সরকার এখানে অত্যন্ত আত্মসন্তুষ্টি অনুভব করেন যে তাঁরা এই সব বিষয়ে সমস্ত কিছুই কোরে ফেলেছেন এ কথা তাঁদের রিপোর্ট থেকেই বলছি। আমরা দেখি সারা বাংলাদেশে মাত্র ৪০০টি ষাঁড় আছে প্রজননের জন্য। গো-সম্পদ বৃদ্ধির এবং তার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিকটা হচ্ছে যে প্রজননের জন্য ভাল ষাঁড় পাওয়া যায় না এবং সেজন্য ভাল গরুও হয় না, আর গরুর যাবতীয় রোগ এবং যাবতীয় অবনতির মূল তার মধ্যেই প্রধানতঃ নিহিত। এই কারণে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলি যে মাত্র ৪০০ ষাঁড়ের দ্বারা বাংলার গোসম্পদের উন্নতি করা যাবে না। সেই জন্য ষাঁড়ের আমদানী প্রয়োজন।

[6-55—7-5 p.m.]

আজকে গো-সম্পদ বৃদ্ধির কথা বলা হয়। এই গো-সম্পদ সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারণ প্রজননের জন্য ভাল ষাঁড় পাওয়া যায় না। এইজন্যই গরুর যাবতীয় রোগ হচ্ছে এবং এই অবস্থার দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে সরকারের ৪ শত ষাঁড় আছে। এই ৪ শত ষাঁড় দিয়ে সারা বাংলার গো-সম্পদের উন্নতি করা যায় না। সেই জন্য আজকে ভাল ষাঁড়ের আমদানী করার প্রয়োজন আছে, যাতে ভালভাবে প্রজনন হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। কারণ এর অভাবে গরুর অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে এটা অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে বলছি যে, তাঁর যে চিকিৎসা-বিভাগ আছে ভেটেরিনারী কলেজ, সেখানকার এ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে এই সম্বন্ধে সরকার অত্যন্ত আত্মসন্তুষ্টির মধ্যে আছেন। আমরা দেখছি যে এই ভেটেরিনারী কলেজ হচ্ছে একটা রেসিডেন্সিয়াল কলেজ। এখানে তিন শত ছাত্র আছে কিন্তু ১০০ ছেলে হোস্টেলএ থাকতে পারে বাকী ২ শত ছেলের থাকবার জায়গা নেই। উপযুক্ত প্রফেসর না থাকার ফলে সার্জিকেল সেকশনএ ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। তারপর এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রীর জন্য কোন ভাল ডিমনস্ট্রেটর নেই। এই ডিমনস্ট্রেটর যিনি থাকেন তার মাইনে হচ্ছে ১৩৫ টাকা অথচ যারা গ্রামাঞ্চলে থাকে তাদের মাইনে হচ্ছে ১৭৫ টাকা সুতরাং ভাল লোক পাওয়া যায় না। তারপর গরুর যে চিকিৎসা হয় সেটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। একটা ঘর, সেখানে নানরকম আনক্লেমড গরু, ভেড়া, ছাগল রাখা হয়, যার কোন কেয়ার নেওয়া হয় না।

তারপর আউট-ডোর চিকিৎসার নিয়ম করা হল যে, গরু হলে ১ টাকা, ছাগল হলে ।।০ আনা—এইরূপ সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার ফলে কোন চিকিৎসা করা যায় না। সুদূর গ্রাম থেকে যদি কোন গরু ইনডোরএ রাখা হয় তাহলে ২০ টাকা লাগে। এইভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। সেইজন্য মন্ত্রীমহাশয়কে বলব এই বিভাগকে একটা ভাল সংগঠন করতে হবে নইলে কোন রকমভাবেই আমাদের দেশের গো-সম্পদ বাড়ান যাবে না। অন্যান্য প্রদেশের মত আমাদের এখানে গো-সম্পদকে বাড়ান যাবে না, বাঁচান যাবে না, এবং উন্নততর করা যাবে না। এর কারণ হিসাবে আমি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ভেটেরিনারী কলেজএ যে ব্যবস্থা আছে সেটা অত্যন্ত মারাত্মক। এখানে যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হয় তাদের ৪ বৎসর কোর্সএর পরে যখন তারা পরীক্ষা দেয় তখন তাদের অন্যান্য প্রদেশের মত টাইটেল 'এইচ' দেওয়া হয় না। বাকী টাইটেল দেওয়া হয়। এর ফলে যে সমস্ত ছাত্রদের 'এইচ' টাইটেল আছে অন্যান্য প্রদেশের, তাদের আগে চাকরী দেওয়া হয়।

আমার কথা হচ্ছে অত্যন্ত ভাল ভাল ছেলেরা যারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই শিক্ষালাভ করে যাবে তারা আমাদের গ্রামাঞ্চলে গো-সম্পদ ও পশু-সম্পদ বাড়াতে পারবে। সেইজন্য মন্ত্রী-মহাশয়ের কাছে এইগুলি তুলে ধরছি, বিরোধী দলের কথা বলে তিনি যেন এইগুলিকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা না করেন। এই হাউসএ এ কথা আমরা ৫ বৎসর ধরে বলে আসছি কিন্তু আমাদের কথা তিনি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ভাল ষাঁড় নেই, সেখানে গরুর ভাল ব্রীডিং হয় না। মানুষের যেমন ভাল ব্রীডিং না হলে ইনসেনিটী হয় তেমনি গরুর হয়। মানুষ ও পশু একই নিয়মে চলে। কাজেই বাংলাদেশের গো-সম্পদ রক্ষা করতে গেলে ভাল ষাঁড়ের প্রয়োজন। আর একটা বিষয় মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—সেটা হচ্ছে অত্যন্ত মারাত্মক। পশ্চিমবাংলার গ্রামের সঙ্গে তাদের কোন সংযোগ নেই—কনট্যাক্ট নেই। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যদি গ্রামে যান তাহলে দেখতে পাবেন যে গ্রামাঞ্চলে কেউ বকনা

বাছুর রাখতে চায় না। কিসের জন্য চায় না সেটা ভাবা দরকার। আমি এই সরকারী দপ্তরের—রাইটার্স বিল্ডিংসএর কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে গরুরা খেতে পাচ্ছে না। তার কারণ গোচারণের ব্যবস্থা নেই। বাজারে যে সমস্ত খাদ্য পাওয়া যায় তা সমস্তই ভেজাল। খইলের মধ্যে বালি। আমরা দেখেছি যে, যে গরু ভাল খায় তার গোবর দিয়ে যে ঘুটে হয় তা পুড়ালে কলিনস পাউডারের মত গুড়া হয়ে যায় এবং তা দিয়ে সুন্দর দাঁত মাজা যায়। আর যে সব গরু ভাল খেতে পায় না, ভেজাল খাদ্য খায় তাদের ঘুটে পুড়ালে কংক্রীট বা সিমেন্টএর মত মনে হয়। এই রকম পাথর যদি গরুর পাকস্থলীতে জমে তাহলে সে বেশী দিন বাঁচতে পারে না। এই দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই গ্রামাঞ্চলের লোকের আর্থিক দুর্গতি হবার সংগে সংগে গরুর খাদ্যের অভাব হয়েছে এবং খাদ্যে ভেজাল হবার জন্য গরু পালন করতে পারছে না। আমি আপনাকে এই কথা বলতে পারি, হরিণঘাটায় কি করেছেন জানি না, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে গরুর ভেজাল খেয়ে, শুধু খড় খেয়ে থাকতে হয়। তার ফলে এখানে গরুর অনেক কম দুধ হয়। ইংলণ্ডে হয় ৭,৬৫৮ পাউন্ড, আর আমাদের দেশে হয় ৪০০ পাউন্ড। আমি নিজে লালন-পালন করে দেখেছি যে একে ২ই হাজার পাউন্ডে তোলা যায়। হরিণঘাটা, বেংগল ভেটেরিনারী কলেজ এবং নিজেদের এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর কথা বলে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করবেন না। গ্রামের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন যে গ্রামে যে গো-সম্পদ ছিল তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গ্রামের চাষবাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সে দিকে নজর দেওয়া দরকার। আজকে আপনার ডিপার্টমেন্ট এটা অবহেলা করছে। এর উপর যে গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা দেওয়া হচ্ছে না। মন্ত্রীমহাশয়ের সামনে নির্বাচন, এইগুলি যদি অবহেলা করেন তাহলে গ্রামের মা বোনেরা, কৃষকরা আপনাদের একটি ভোটও দেবে না। আপনারা আপনাদের নিজেদের পায়েই কুড়াল মারছেন।

[7-5—7-15 p.m.]

Sj. Haripada Baguli:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, কৃষি এবং ভেটেরিনারী হেডএ কতকগুলি কাট-মোশন যা ছিল তা থেকেই মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই সবটা বুঝতে পারছেন। তবে একটা বিষয়ে আমি একটু আলোচনা না করে পারছি না। সেটা হচ্ছে সুন্দরবনের উন্নতির জন্য ১ কোটী টাকা খরচ করার কথা—যার বেশীরভাগই খরচ হয় নি দু'বছরের মধ্যে। মোবাইল ভেটেরিনারী ইউনিটএর জন্য যে নৌকাগুলি তৈরী করা হয়েছে সেগুলি মন্ত্রীমহাশয় নিজে গিয়ে দেখে এসেছেন। তিনি বলেছেন এই নৌকাগুলি কিন্তু দেখে-শুনে মনে হচ্ছে সুন্দরবনে যাতায়াতের উপযোগী নয়। যদি একটু বাতাস উঠে বা ঢেউ উঠে তাহলে নৌকা ডুবে যায়। আমাদের সাগর থানায় যে স্পেশাল বোট দেওয়া হয়েছিল সুখের বিষয় যে সেটা বজ বজের কাছে ডুবে গেছে যদি কেউ তাতে থাকত তাহলে তাকে নিয়েই ডুবতো। সুতরাং যে রকম জায়গায় যে রকম নৌকা দরকার সে সব কিছু খোঁজ-খবর না নিয়ে এ রকম যে নৌকা তৈরী হচ্ছে এবং অর্থের অপচয় হচ্ছে এটা মোটেই উচিত নয়। আশা করি সে অঞ্চল থেকে সেই নৌকাগুলি ফিরিয়ে এনে যে রকম নৌকা সেখানে দরকার সে রকম নৌকাই সেখানে দেবেন।

এর পরে আমি আর্টিফিশাল ইনসেমিনেশনএর কথা বলছি। বাংলাদেশে যেখানে সর্বত্র ষাঁড়ের অভাব সেইখানে আর্টিফিশাল ইনসেমিনেশন অত্যন্ত দরকার। মন্ত্রীমহাশয়ও অনেক জায়গা ঘুরে এটা হয়ত দেখেছেন। তিনি নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে নিশ্চয়ই দেখেছেন যে গ্রামের গরুগুলির চেহারা ছাগলের মত হয়ে যাচ্ছে কারণ অনেক সময় দু'বছরের বাছুর দিয়ে ব্রীড নেওয়ান হচ্ছে এতে যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। ভাল ষাঁড় সরবরাহ যখন সম্ভব নয়, সম্ভব হচ্ছে না—তখন এই আর্টিফিশাল ইনসেমিনেশন খুবই দরকার হয়ে পড়েছে।

তারপর যা শুনছি আমাদের দেশে যথেষ্ট পশু-চিকিৎসক নাই বলে নারায়ণগড়ের পশু-চিকিৎসক থাকেন খড়গপুরে। এই যদি হয় তাহলে নারায়ণগড়ের তো কোন উপকার হবে না। এই সম্পর্কে সংবাদ নিয়ে যদি বেলডাঙ্গাতে হেডকোয়ার্টার করেন তা হলে খুব ভাল

হয়; সেখানে চারদিক থেকে যাতায়াতের সুবিধা হয়। একটা জিনিস সাগর থানার কথা বলি। এগ্রিকালচারাল এ্যাসিস্টেন্ট, পশু-চিকিৎসকের যে অফিস আছে সেটা থানার এক প্রান্তে থাকার জন্য অধিবাসীদের কোন উপকার হচ্ছে না। থানার মাঝখানে থানা হেলথ্ সেন্টার হল, পোষ্ট অফিস আছে, হাই স্কুল আছে কাজেই সমস্ত অফিসগুলি যাতে থানার ধারে কাছে হয় তার ব্যবস্থা করবেন। তারপর সংক্রামক ব্যারাম সুন্দরবন অঞ্চলে যথেষ্ট আছে। সেখানে যদি রোগ দেখা দেয় তাহলে মরা গরুর রক্ত নিয়ে এসে এখানে পরীক্ষা করে ব্যবস্থা করতে যে সময় লাগে তাতে বহু গরু মারা যায়। কাজেই সংক্রামক প্রতিষেধকের যে ব্যবস্থা আছে যে সব অঞ্চলে বছর বছর ব্যারাম দেখা দেয় সে সব স্থানে যদি ইনঅকুলেশনএর ব্যবস্থা করা হয় তাহলে যথেষ্ট উপকার হবে বলে আমি মনে করি। আমি যে জিনিষগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, মন্ত্রীমহাশয় সে সম্পর্কে ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করি।

Sj. Madan Mohan Khan:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকারমহাশয়, প্রথমেই বলতে হয় সরকারের উদ্দেশ্য কি? আমাদের দেশের পশু-চিকিৎসকদের পশু নষ্ট করাই কি উদ্দেশ্য? তার প্রমাণ পেলাম এই যে বাজেটের লাল বই তাতে উনি বলেছেন—

Post of Veterinary Inspector fell vacant.

এর মানেটা কি? আমাদের দেশে কি ইনস্পেকটর হবার মত লোকের অভাব না অন্য কিছু? যদি লোকের অভাব থাকত... ....

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

লোকেরই অভাব।

Sj. Madan Mohan Khan:

যদি লোকের অভাব হয় তাহলে বেশী লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন না কেন? রাইটার্স বিল্ডিংসএ বসিয়ে রাখেন, কেন তাদের গ্রামে পাঠান না? ডেপুটী স্পীকারমহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি আর একটা কথা বলতে চাই মেদিনীপুরে আমাদের যে হাসপাতাল আছে তিনি কি বলতে পারেন তার কি অবস্থা? কি ব্যবস্থা তাতে আছে? লোক গরু, ছাগল, পশু নিয়ে যায়, টাকা দিলে দিনের বেলা সেখানে লোক থাকে দেখবার জন্য কিন্তু রাত্রি বেলা সেখানে কেউ থাকে না—নার্স আছে? কেন এই ব্যবস্থা এর উত্তর আমি চাই। আমরা যতদূর জানি যে হাসপাতাল করেছেন ৫০০ টাকা মাসে ঘর ভাড়া দিয়ে কিন্তু সেখানে পশু-চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হলে, পশু দেখবার জন্য কোন লোক সেখানে থাকে না এবং শুধু না দেখা-শুনা করার জনাই পশু মরে যায়। এই যদি অবস্থা তাহলে চিকিৎসা করার দরকার কি? ঘর ভাড়া দিচ্ছেন ৫০০ টাকা করে এটা কি লোক দেখানো পশু-চিকিৎসা করা? তারপর ডেপুটী স্পীকারমহাশয়, যখন গরুর মড়ক লাগে তখন কি অবস্থা হয় আপনি তা হয়ত জানেন, মন্ত্রীমহাশয়ও আশা করি ভালই জানেন। সেখানে পশুর অসুখ করলে স্থানীয় যে বড় বড় অফিসার আছেন যারা ৫০০ টাকার ঘরে থাকেন জীপ গাড়ী করে ঘুরে বেড়ান তারা ধরতেই পারেন না কি অসুখ, ওটা গরুর অসুখ, কি মানুষের অসুখ তা তাঁরা বুঝতেই পারেন না? [হাস্য] তারপর গরুর মলমূত্র কলকাতায় পাঠান হয় রিসার্চ করবার জন্য। কি রিসার্চ হয় জানি না। ততক্ষণে গরু মরে ভূত হয়ে গেছে। যে সমস্ত ডাক্তারকে, পশু-চিকিৎসককে মোটা মোটা মাইনে দিয়ে গ্রামে বসান হয় তারা যদি কিছু নাই জানে তাহলে তাদের রাখা কেন? তাদের উপযুক্ত শিক্ষা নাই। গরুর বসন্ত হলে টিকা দেওয়া দরকার হয়। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন স্যার একবার গরুর বসন্ত হলে পশু-চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি বলেন কমপক্ষে ১২০টি গরু চাই টিকা দিতে হলে। দেখুন স্যার, ১২০টি গরু এনে হাজির করলে তবে তিনি টিকা দেবেন। একবার ভেবে দেখুন কয়টি গ্রামের গরুকে এনে হাজির করতে হবে টিকা দিতে হলে। এই যদি ব্যবস্থা হয় তাহলে গরুর বসন্ত হলে বাঁচবে কি করে? সেজন্য আমার কথা হচ্ছে পশুকে বাঁচাতে হলে সে গরুই হোক আর ছাগলই হোক যখনই তার অসুখ হোক না কেন সঙ্গে সঙ্গে তার যাতে চিকিৎসা করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

তারপর সেই হাঁসপাতালে কোন ফ্রি বেডএর ডাক্তার নাই। সমস্তই সেখানে পেইং বেডএর ব্যবস্থা। দিনের বেলা সামান্য কিছু ঔষধ দেয় এবং দু-টাকা করে পশু পিছু নেয়। ঔষধ যা কিছুই দিক সেখানে দেখবার কেউ নাই- গরুগুলি কি বেঁচে রইল কি মরে গেল সে সমস্ত দেখবার জন্য কোন লোকই সেখানে থাকে না। অথচ কাগজে-কলমে দেখুন হাসপাতাল করা হয়েছে, পশু-চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে, বড় বড় ডাক্তার আছে ইত্যাদি অনেক কিছুর কথাই আছে। আমার তাই কথা হচ্ছে যা কিছু করবেন ভালভাবে করুন লোক দেখানো কিছু করবেন না। প্রতি হাঁসপাতালে দিবারাত্র নার্স রাখা চাই। বসন্তের জন্য শীঘ্র প্রতি পশুকে টিকা দিবার ব্যবস্থা করুন।

Sj. Saroj Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এ সম্বন্ধে গতবারেও আমরা আলোচনা করেছিলাম। গতবারে যে সমস্যাগুলো তুলে ধরেছিলাম এবারও সেই সমস্যাগুলোই তুলে ধরছি। আমরা পূর্বে যা বলেছিলাম তার কিছু কিছু মন্ত্রীমহাশয় উত্তর দিয়েছিলেন এবং দেবার সময় বলেছিলেন কিছু কিছু করা হবে। গত এক বছর পার হয়ে গেল কিছুই করা হয় নি। একটা একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি। অতি দুঃখের বিষয় এই একটা ডিপার্টমেন্ট রাখা হয়েছে অথচ এতে কোন কাজ হচ্ছে না তাই যদি অবস্থা হয় সঠিকভাবে কাজই যদি না হয় তাহলে এই ডিপার্টমেন্ট তুলে দেওয়াই উচিত। এই খাতে বিরাট টাকা যে খরচ করা হয় প্রকৃতপক্ষে তা কাজেই লাগে না। ২।১টি উদাহরণ দিতে চাই যে সমস্ত

Assistant Veterinary Surgeon, field Assistant

গ্রামাঞ্চলে আছে তারা কি করে দেখুন। গড়বেতা থানা এলেকায় ৯২ হাজার বাস করে, শালবনী থানা সেখানে তাতে এক লক্ষ লোক বাস করে। এই দুটো থানায় সবশুদ্ধ ৮৬টি ইউনিয়ন অথচ সেখানে একটিমাত্র এ্যাসিস্টেন্ট ভেটেরিনারী সার্জেন এবং একটিমাত্র ফিল্ড এ্যাসিস্টেন্ট দেওয়া হয়েছে। যখন গরুর মড়ক লাগে তখন তারা বাড়ীতে বসে থাকতে বাধ্য হয়। তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলে দিনে ১০।১৫টি কল আসে বিভিন্ন এলেকা থেকে, এই বিরাট এলেকা কি করে যাবো? সেখানে এত কাজ যে তাদের পক্ষে কোন কাজ করাই সম্ভব নয়, কেবল তাদের উপর কোন দোষারোপ করে লাভ নাই।

আর একটা বলি হাড়োয়া থানায় মন্ত্রীমহাশয় এটা জানেন যে নৌকা করে ভেটেরিনারী সার্জেনকে যেতে হয় কিন্তু যে নৌকায় যাবে সেই নৌকা দীর্ঘকাল ধরে আটকে আছে।

[7-15 — 7-25 p.m.]

তিনি সেখানে চিকিৎসক পাঠালেন, সেই চিকিৎসক যতগুলি গরুকে ইনজেকশন দিলেন সবগুলি গরু মরে গেল। ওরা বলেছেন যে গো-মড়ক যদি দেখা যায় তাহলে আমরা গরুর রক্ত নিয়ে কলকাতা গিয়ে ব্লাড টেস্ট করবো তারপর ব্যবস্থা করবো। তাতে সময় প্রায় দেড় মাস দু'মাস লাগল তখন ভেটেরিনারী অফিসার দেখল যে যে গরুর রোগ হয়েছিল সে মরে ভূত হয়েছে বাকীগুলিও সাবাড়। ময়না থানায় গত বছর যে গো-মড়ক হয়েছিল তা অনেকেই জানেন। সেখানে রাস্তা খুব খারাপ কোন ভেটেরিনারী সার্জেন নেই। তমলুকে একজন আছেন তিনি কোনদিন আসেন, কোনদিন আসেন না। তা ছাড়া গরীব লোকদের বিনামূল্যে কোন ঔষধ দেবার ব্যবস্থাও নাই। আবার দেখেছি লম্বা লম্বা প্রেসকৃপশন করে ছেড়ে দিলেন গরীব কৃষক তা কিনতে গিয়ে দেখল কেনা তার পক্ষে সম্ভব নয়। গরীব মানুষকে ফ্রি ঔষধ দেবার কোন ব্যবস্থাই নাই। অথচ এঁরা আমাদের সহযোগিতার কথা প্রায়ই বলেন। গত বছরে এখানে মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন যে প্রত্যেকটি সাবডিভিসনএ আমরা একটা গরুর হাঁসপাতাল করবো কিন্তু এ বছর দেখছি সমস্ত সাবডিভিসন কভার্ড হয় নি। আমরা তখন বলেছিলাম যে ঐভাবে হিসাব করলে ভুল হবে। তার চেয়ে যে সমস্ত অঞ্চলে গো-মড়ক হয় সেখানে একটা করে হাঁসপাতাল করলে ভাল হয়। গড়বেতা থানায় একটা হাঁসপাতাল করার জন্য ৬ বিঘা জমির উপর একটা বিল্ডিং সরকারকে দান করতে চেয়েছিল। গড়বেতার লোকে নিজেরা জায়গা কিনেছে চমৎকার হাঁসপাতাল হতে পারে এ রকম বিল্ডিং রয়েছে মন্ত্রীমহাশয় বল্লেন, না

হবে না। অর্থাৎ প্রয়োজনটা তারা দেখেন না। তারা দেখেন যে তার দপ্তর ঠিক করেছে সাবডিভিসন কভার্ড করবো, সুতরাং সেই হিসাবেই কাজ করবে তাতে লাভ হোক বা না হোক তাতে কাজ হোক বা না হোক। যেখানে প্রয়োজন সেখানে সব কিছু দিলেও হয় না। হাবড়া থানাতে একটা গো-প্রজনন কেন্দ্র আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে গড়বেতা থানায়—কেশপুর শালবনীতে কটা আছে? আপনি জানেন হাবড়া একজন মন্ত্রীর কনস্টিটিউয়েন্সি। সেখানকার কৃষকদের হাতে রাখার জন্য সেখানে বহু অঞ্চলে গো-প্রজনন কেন্দ্র করেছেন কিন্তু অনেক বিরাট বিরাট অঞ্চল পড়ে আছে একটিও হয় নি। গতবারে তিনি যখন উত্তর দিয়েছিলেন তখন তিনি যা বলেছিলেন সেটা শুনতে ভাল এবং কাগজে-কলমে তা বেরিয়ে যায় তখন দেশের লোক বুঝে একজন গরুর মন্ত্রী আছেন তিনি গরুর ভাল করবেন। কিন্তু তারপর বাজেট সেসন শেষ হয়ে গেল, পরের বছরে বাজেট সেসনএ এসে দেখলাম অবস্থা একই আছে। তবে যদি সিন্সিয়ারিটী থাকে তাহলে পরিষ্কার করে বলুন কতটুকু কি করতে পারবেন। ডিপার্টমেন্টএ যদি তাঁর এভাবে টাকা খরচ হয় তাহলে দেখা দরকার যাতে টাকাটা ভালভাবে খরচ হয়। কিন্তু তা দেখবার সাহস তার কি আছে? না যদি পারেন তাহলে সাময়িকভাবে ডিপার্টমেন্ট তুলে দিন অন্য খাতে টাকাটা খরচ করুন। ডাক্তার তৈরী করবেন বলে অনেক টাকা তিনি খরচ করেছেন। সেখানে কলেজে যে অব্যবস্থা আছে সে সম্বন্ধে মনোরঞ্জনবাবু বলেছেন। আমি তাঁকে বলি তাঁরা যে প্রোগ্রাম নিয়েছেন বাংলাদেশের সাবডিভিসনাল টাউন এবং ডিস্ট্রিক্ট টাউনএ হাসপাতাল করবেন। সে বিষয়ে আমি তাঁকে ভেবে দেখতে বলছি। তার চেয়ে কোন ব্যাপক এলেকায় যেখান থেকে সাবডিভিসনাল টাউন ৩২।৩৪ মাইল দূরে সেখানে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে যেন হাসপাতাল করেন এই অনুরোধ আমি করি।

Sj. Janardan Sahu:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকারমহাশয়, আমাদের রাষ্ট্রের প্রতীক হচ্ছে অশোক-স্তম্ভ। তার প্রতি এবং অশোকের প্রতি যদি আমাদের প্রকৃত সম্মান দেখাতে হয় তাহলে অশোকের যে কার্যকলাপ সমাজের সেই কার্য্য বিশেষ সমাদর করতে হবে। অশোক পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। এটা তাঁর কার্য্যের মধ্যে বেশী করে দেখি। আমাদের এই কল্যাণ-রাষ্ট্রে পশু-চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করেছেন চিন্তা করুন। মানুষের চিকিৎসার জন্য অনেক মেডিক্যাল কলেজ চারিদিকে আছে, কিন্তু পশু-চিকিৎসার জন্য একটা মাত্র ভেটেরিনারী কলেজ আছে তাতে কয়েকটী ছাত্র পড়ে। বাংলাদেশে কত লোকের কত গরু আছে তার জন্য একটী কলেজ করে দেশের গো-চিকিৎসা হতে পারে কি না দেখুন। ভেটেরিনারী ডিপার্টমেন্ট মুখে যাই বলুন এ কথা বলতে পারবে না যে, যে ব্যবস্থা আছে তা ঠিক আছে। পশু-চিকিৎসার অভাবে দেশের কি অবস্থা হয়েছে দেখুন। যে গরুর দুধ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না যখন সে গরুর অসুখ হয় তখন হাতুড়ে ডাক্তার ডেকে তার সর্বনাশের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের রাষ্ট্র ক্যাটল পারচেজ লোন দিচ্ছেন, কিন্তু গরু যদি মরে যায় তাহলে ক্যাটল পারচেজ লোন নিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে লাভ কি। আমি বলি প্রত্যেক ইউনিয়নে যদি একজন করে ভেটেরিনারী সার্জেন রাখা হয় তাহলে ভাল হবে। এই রকম একজন ডাক্তার মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন তিনি কিছুদিন পরে চলে এলেন। যদি এই রকম ব্যবস্থা আপনারা করেন যে বড় বড় সাবডিভিশনএর মধ্যে ২।৩ জন ডাক্তার রাখেন আর কোন স্থানে মোটে না রাখেন তাতে গরুর চিকিৎসা কি করে হবে? ডেভেলাপমেন্টএর জন্য রাষ্ট্র অনেক টাকা খরচ করছে কিন্তু ভেটেরিনারী কলেজ আরও বেশী কেন করছেন না? ফুড ডিপার্টমেন্টএর যে সারপ্লাস লোক আছে সেই সমস্ত লোকদের ২।১ বছর একটা মোটামুটী ট্রেণিং দিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বসিয়ে বসিয়ে নানাভাবে মাহিনা দিচ্ছেন তারচেয়ে ট্রেণিং দিলে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেমএর সলিউশন হতে পারে, তাতে দেশের উপকারও হবে। এমনি করে প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন করে ভেটেরিনারী সার্জেন দেওয়া যেতে পারে।

[7-25—7-35 p.m.]

আপনারা চীৎকার করছেন জমি নাই। গোচারণের জমি যদি না থাকে, তাহলে কি করে গো-পালন করতে পারবো? আপনারা গো-খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিন, ফডারএর ব্যবস্থা করুন,

তাহলে আর ভেটেরিনারী সার্জেনএর দরকার হবে না। গরু পেট ভরে ভাল খাবার পেয়ে সুস্থ-সবল থাকবে, কোন অসুখ বিসুখ হবে না। এখন গ্রামের গরীব লোক হা-হুতাশ করে মরছে, গরুর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করতে পারছে না। আমার অনুরোধ—গভর্ণমেন্টের ডিপার্টমেন্ট যে রকমভাবেই হোক আরো দু'তিনটা ভেটেরিনারী কলেজ করুন এবং টাকা সংগ্রহ করে পরীক্ষামূলকভাবে ভ্রাম্যমান ভেটেরিনারী চিকিৎসকের ব্যবস্থা করুন, মোবাইল ইউনিট করুন। এইভাবে চিকিৎসা করুন। গ্রামে যে সব হাতুড়ে ডাক্তার আছে কিভাবে ওষুধ দিতে হবে তা তারা জানে না। তাদের দ্বারা গরুর চিকিৎসা কি হবে? আমি দেখেছি ভেটেরিনারী সার্জেন যারা গ্রামে গরু-চিকিৎসা করতে যায়, তারা ভাল মানুষ যথাসাধ্য চেষ্টা করে গরুর অসুখ ভাল করবার জন্য।

যে সব কর্মচারী সারপ্লাস আছে তাদের যদি পশু-চিকিৎসা বিষয়ে কার্যকরী কিছু শিক্ষা দিয়ে গ্রামে পাঠান তাহলে দেশেরও উপকার হবে এবং আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম যা দেশে আছে, তাও খানিকটা সলভ করতে পারবেন।

এই বিভাগে যথেষ্ট টাকা দিয়ে গরুকে বাঁচান ফডারএর ব্যবস্থা করুন। গরুকে ভাল সুস্থ-সবল করতে পারলে, সেই দুধ খেয়ে জাতির ছেলেদের স্বাস্থ্যও ভাল করতে পারবেন। কাজেই মোবাইল ইউনিট করে গ্রামে গ্রামে শিক্ষা দিন। তাতে দেশের অনেক উপকার হবে।

Sj. Bijoy Gopal Goswamy:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকারমহোদয়, আমাদের বিরোধীপক্ষের পূর্ববর্তী বক্তারা ভেটেরিনারী সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বললেন তার মধ্যে কতকগুলি ব্যাপার সত্যিই বলা হয় নাই। সেজন্য কিছু বলতে চাই।

আমাদের দেশে প্রত্যেক বছরেই গরু মরছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি সরকারী কর্মচারীরা শৈথিল্য দেখান নাই বা এখান থেকে যে সব ওষুধ দেওয়া হয় তা যে সব সময়মত পৌঁছায়, তা সত্য নয়।

অসুখে একদিন একটা গ্রামে একটা গরু মরে যায়। তার কারণ ডাক্তার ওষুধপত্র নিয়ে ইনজেকশন করতে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানকার অশিক্ষিত লোকেরা ইনজেকশন করতে দেয় নি। পরে দেখা গেল যে গরুটীকে ইনজেকশন করা হয় নাই সেটা মরে গেছে। আর অন্য দুটী গরু যাদের ইনজেকশন করা হয়েছিল সে দুটী বেঁচে যায়। যেখানে সময়মত ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে সেখানে আর গরু মারা যায় নাই। এটা ইনকোয়ারী করলে দেখতে পাবেন। প্রত্যেক জায়গায় এরা চিকিৎসার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু অসুবিধা আছে এই সার্কেলের আয়তনের তুলনায় অফিসারের সংখ্যা অনেক কম। এই সংখ্যা আরও বাড়ান দরকার। যে য্যাসিস্টান্ট ভেটেরিনারী সার্জেন আছেন তাঁরা লোকের বাড়ী গিয়েও গরুর চিকিৎসা করে থাকেন। তার জন্য তাঁদের সাইকেল য়্যালাউয়্যান্স দেওয়া উচিৎ। তা না হলে বড়ই অসুবিধা হয়। আর তাঁদের বেতন অত্যন্ত কম সে সম্বন্ধেও সরকারের বিবেচনা করে দেখা উচিৎ।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমি শুধু একটা বিষয় এখানে প্রশ্ন আকারে রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে এ বছর এই যে বিভিন্ন জায়গাতে কিছু কিছু পশু চিকিৎসার চেষ্টা হচ্ছে, সেটা মূলতঃ আমার অভিজ্ঞতায় আছে, সেইটা আমি এখানে রাখতে চাই এবং সেজন্য উনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হয়ে তার ব্যবস্থা করবেন। আমরা দেখছি গত দু-তিন বছর ধরে গরুর যে ব্যাপকভাবে মড়ক হচ্ছে তার প্রধান কারণ, তাদের রোগের সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা একেবারে কমে গিয়েছে। অর্থাৎ সামান্য একটু রোগাক্রান্ত হলেই গ্রামের মধ্যে ব্যাপক ভাবে মড়ক দেখা দেয়। আগেই বলেছি তাদের একটু আধটু যখন রোগ হয় তখন সেই রোগের সঙ্গে লড়াই করে তারা কোন প্রকারে বেঁচে থাকতে পারে বটে, কিন্তু বর্তমানে তাদের একেবারে স্বাস্থ্য নাই। শুধু ঔষধ দিলেই গরুকে রোগ থেকে মুক্ত করা যাবে না। গরুকে

বাঁচাতে গেলে, তাকে রক্ষা করতে হলে তার খাবার চাই। আজ খাদ্যের অভাবে তাদের রেজিস্টিং পাওয়ার কমে যাচ্ছে বলেই, দেশে এত মড়ক দেখা দিচ্ছে। সুতরাং তাদের খাদ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে যদি তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, তবেই সেটা কার্য্যকরী হবে; তা না হলে শুধু ঔষধে রোগ ভাল করা যাবে নাকো। তাদের রোগ হচ্ছে পেটের খাদ্যের অভাব, সুতরাং সেটা ঔষধে বন্ধ করা যাবে না। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে 'ফডারের' চাষ করলে পর, গরুর যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য বাড়ে। কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যেটা জানি, সেইটা এখানে একটু বলতে চাই। শুধু 'ফডার' বুনবার বীজ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু 'ফডার' বুনবার জায়গা আমাদের দেশে কতটুকু আছে যে সেখানে ফডারের চাষ করলে পরে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হবে? এবং তাতে গরুকে খাওয়ান যাবে? যেটা প্রধানমন্ত্রী বললেন যদি গো-সম্পদকে বাঁচাতে হয়, সেটা একটু দয়া করে আমাদের জানাবেন এবং সে সম্বন্ধে তিনি কি বিধিব্যবস্থা করেছেন, রোগ হবার আগেই তার ব্যাধি প্রতিষেধকের ব্যবস্থা যেটা; অর্থাৎ এই খাদ্য উৎপাদনের জন্য কতখানি জমি সংগ্রহ করেছেন, সেটা জানাবেন। আজ গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত পশু-চিকিৎসক আছেন, তাঁদের আমি ব্যক্তিগতভাবে দোষ দিই না, তাঁরা বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু সেখানে চিকিৎসার কোন ভাল বন্দোবস্ত নেই। আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতার প্রশ্ন এখানে রাখছি। উনি জানেন, ওঁর নিজের কনষ্টিটুয়েন্সি—দে-গঙ্গা নদীর উপর দিয়ে পোল পার হয়ে যেতে হয়; সেখানে প্রায় এক লক্ষ লোকের বাস, এবং সেখানে গো-চারণের একটীমাত্র জায়গা আছে ও ছয় মাইল তফাতে একটী পশু-চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, গরুর অসুখ করলে সেখানে গিয়ে খবর দিতে হয়, এটা গ্রামবাসীদের পক্ষে সকল সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না বা খবর দেবার পর, ডাক্তার আসতে আসতেই গরু মরে যায়। এটা একেবারে অবাস্তব ব্যাপার। অতএব একে ঢেলে সাজতে হবে। তৃতীয় হচ্ছে স্যানিটেশন সম্বন্ধে। উচ্চধরণের নীতিতে গ্রামবাসীদের এ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আমার মোট কথা গরুর খাদ্যের জন্য, তাদের গো চারণের জন্য যা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেটা করতে হবে; এইটাই আজ এখানে প্রধান প্রশ্ন। গরুর খাদ্যের প্রাচুর্য্য কি করে হতে পারে, তার জন্য কি পরিমাণ জমি সংগ্রহ করেছেন, সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের উত্তরে জানতে চাই।

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Mr. Deputy Speaker, Sir, in the first place I must admit that the organisation of our Veterinary Department is not what it should be. We have many difficulties, the most important of which is the lack of veterinary personnel. There are, I think, over 20 vacancies in our department. Boys come to our department for ordinary clerical jobs which we can give them somewhere; but unless a person has got regular veterinary qualifications, we cannot utilise him at all because this is a specialist job. That is exactly the reason why at the present time there are vacancies in our department unfilled. Sri Madan Mohan Khan, if I remember aright, was just telling us "why don't you manufacture your veterinary surgeons, why don't you make them up." I am not a magician, Sir. In order to become a veterinary surgeon, you have got to pass the Intermediate science, put in 4 years of hard study, just the same as a medical man, because veterinary science is very similar; only we apply the veterinary science to animals. So we are intensifying our scheme of producing veterinary surgeons. The Bengal Veterinary College which is affiliated to the Calcutta University has a 4 years' course and our first graduates will come out in about 1957. We take 60 boys a year. This is the position not only in Bengal, but it is true all over India. Every other State is suffering from similar difficulties so that we cannot say that if I have not got a Bengali veterinary surgeon, I will get him from Bombay, Madras or Orissa because they are short of them also. So with the help of the Central Government we have started a diploma course, having I.Sc. requirements and then a two years' short course which will be an intensive one. I think we will have these boys out in about another year or a year and half's time and six months have already gone. Then in that case we shall

be able to give the veterinary personnel which is necessary. I quite agree with the statement of some of the members opposite when they say that we have not got the men and that at the present time we have got one veterinary surgeon for every 2½ thanas. Quite right. I agree, everybody will agree with that. But how are you going to solve it? I cannot appoint A, B and C. We will require specialists who will have to learn this science for quite a long time—four years—and then they will be of help to us. We have in our Second Five-Year Plan a scheme of having one veterinary surgeon in every thana—one in each and then under that thana veterinary centre we will have sub-centres. This is our initial difficulty and I apprise the House of this position, but I hope, Sir, in about a couple of years' time this position will be eased.

[7-35—7-45 p.m.]

Now, I come to Shri Monoranjan Hazra. I do not know where he got the figure of 400 bulls in the whole of West Bengal. This figure is absolutely incorrect. At the present time we have 1,200 government bulls all over the State spread over in our concentrated zones. Now, when Lord Linlithgow started his scheme of distributing bulls it was calculated that for a State like ours we will require 30,000 bulls for the whole of West Bengal. Where are we to get it? Each bull costs us at least Rs. 800. Modern science has placed in our hands an instrument by which we can do the same thing much cheaply, viz., artificial insemination. We have an officer specially trained for this purpose who has taken post-graduate instruction in Sweden and he has just returned. He is doing work on sterility and also artificial insemination work. At the present time we have 18 centres and 30 sub-centres all over the State. There is a long list which I have got here. I do not want to take up your time by reading the list of names of centres, but these are the places where we distribute semen and we have got officers to impregnate the cows in those regions. So Shri Hazra's information is not correct.

Now, with regard to one or two points that have been raised with regard to veterinary hospitals, it is alleged that there is nobody in the hospital at night time. This statement is absolutely incorrect. If Government is going to put up an establishment we have got to have a full staff and veterinary surgeons. That is why we are very careful of not starting mushroom veterinary hospital in any old place that any member might think of. The member for Garbeta might think that it should be there. But before it is put there let us put our own house in order. Wherever there is a veterinary hospital there is a veterinary surgeon in charge. There is a man to look after the animals day and night. If he is not there, please bring specific cases to me instead of making a general accusation that everything is wrong in the veterinary department.

Now, Sir, I do not want to take up much of your time. I think I have covered all the points. I will close, Sir, with one point which, I think, Mr. Monoranjan Hazra has mentioned about hostel accommodation in our Belgatchia Veterinary Hostel. It is quite true that we are short of hostel accommodation and we have taken a new building on hire where we will be able to accommodate the rest of the boys. But we are building a hostel of our own across the street. When this is done, we will be able to accommodate all of them. Regarding staff...... (A VOICE FROM THE OPPOSITION: What about Haringhata?) About Haringhata, that is in the womb of futurity. It is not possible to say anything about that now.

With regard to boats in the Sundarban area which Sj. Haripada Baguli has mentioned, I have seen these boats. We have to send those boats from

Saugor Island side to Canning side and I think we have to make sea-worthy boats in the area round about Saugor Island where the weather during the monsoon is rather rough.

Sir, I will close with one point. Usually Sj. Hemanta Ghosal and myself do not agree, but here is one point on which I am absolutely in agreement with him because once in a blue moon he comes and states the absolute truth. I am in agreement with him when he says that under-nourishment is one of the main causes of cattle disease—just like human beings. If a person is under-nourished, it leads to many diseases—diseases of mal-nutrition, diseases affecting lungs and so on and so forth. Similarly with regard to animals. We have in West Bengal more animals than any other country of our size has. However, I will not go into that problem. The problem is we must feed our cattle properly. They must be healthy. We must give them a balanced diet and then only they will be able to resist diseases. It is no use giving to a famished person who has absolutely no resistance a lot of vitamin tablets and other pick-up medicines which will do him no good until and unless we can increase his resistance power and ability to resist diseases.

Sir, I conclude with these words and I commend my motion to the acceptance of the House.

Mr. Deputy Speaker: I now put all the cut motions *en bloc* excepting No. 2 to vote.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Janardan Sahu that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jatish Ghosh that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmik that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmik that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmik that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohan Saha that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohan Saha that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Nalini Kanta Haldar that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The demand of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Probodh Dutt that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rameswar Panda that the demand of Rs 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Surendra Nath Pramanik that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Bandopadhyay that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

[7-45—7-50 p.m.]

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 37,66,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—29

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sudhir Chandra
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—101

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdus Shokur, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sen, Sj. Bijesh Chandra

Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 29 and the Noes 101 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed that a sum of Rs. 37,66,000 be granted for expenditure under Grant No. 24, Major Head "41—Veterinary" was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-50 p.m., till 3 p.m. on Tuesday, the 6th March, 1956, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 6th March, 1956, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 193 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Stoppage of filtered water-supply in Ward No. 10 of Calcutta Corporation

***81.** (SHORT NOTICE) **Sj. RAIPADA DAS:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(*a*) whether his attention has been drawn by the residents of Ward No. 10 of the Calcutta Corporation to the stoppage of filtered water-supply in the locality and the consequent apprehension of outbreak of epidemic diseases; and

(*b*) if so, whether the Government have taken any steps for the supply of filtered water in the area and for the prevention of such outbreaks?

The Minister-in-charge of the Local Self-Government Department (the Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) No. There has been no stoppage of filtered water-supply in the ward.

(*b*) Does not arise.

Sj. Raipada Das: Is the Hon'ble Minister aware that some houses are supplied with tube-well water and some houses are supplied with filtered water?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes.

Sj. Raipada Das: Tube-well water is hard water and filtered water is soft water. While some houses are supplied with tube-well water why the others will get the whole benefit of filtered water?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Tube-wells were installed in order to augment the supply of filtered water in that area. It is quite good water.

Sj. Raipada Das: But the fact is that some one gets the tube-well water and some one gets filtered water . . .

Mr. Speaker: What is your question?

Sj. Raipada Das: The question is tube-well water is hard water and filtered water is soft water. Why this differential treatment in the supply of water?

Mr. Speaker: He has answered that question. He has said that it is quite good water.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি যে, দুই অংশে দুই রকম জল সাপ্লাই করা হয় কি না? এক অংশে টালার ফিল্টার্ড জল আর এক অংশে টিউবওয়েল জল সাপ্লাই করা হয় কি না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I ask for notice.

Sj. Subodh Banerjee:

মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে অংশের জন্য রাখা হয়েছিল, সেটা এখনও চালু রাখা হয়েছে কি না?

Mr. Speaker: That question does not arise out of this. It is a simple question of supply of filtered water. The question does not indicate any tube-well.

Sj. Subodh Banerjee:

মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি কর্পোরেশন, এমন কি ঠিক করেছিলেন, কি না যে টিউবওয়েল জল টালার জলের সঙ্গে ইনজেক্ট করে দুই জায়গায় সাপ্লাই করা হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I cannot give any information unless a specific question is put about it.

Sj. Subodh Banerjee:

মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, যে অংশটিতে টিউবওয়েল ছিল সেই অংশে এখন টালার জল সাপ্লাই করা হচ্ছে কি না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I cannot give any answer to that if you do not put any specific question.

Visit to Calcutta of Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev

***82. Sj. Monoranjan Hazra:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

(*a*) who was given the charge for making detailed arrangements in connection with the drive of the distinguished guests of the State, Their Excellencies Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev, from the Dum Dum Airport to Raj Bhavan; and

(*b*) why and under what circumstances Their Excellencies were ultimately brought in a covered police van for a substantial portion of the route?

The Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) The Government of West Bengal in consultation with the Government of India.

(*b*) The car in which Their Excellencies Mr. Bulganin and Mr. Khrushchev were travelling broke down due to the unprecedented crowds and on account of the weight of too many persons from the crowd boarding the foot-boards. The police patrol car which was coming just behind was the nearest vehicle into which Their Excellencies could be transferred, the other cars in the convoy not being able to follow closely due to the crowds surging on to the roads.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি কাছাকাছি আনকভার্ড পুলিশের গাড়ী ছিল কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It was an open car.

Sj. Monoranjan Hazra:

মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে, কাছাকাছি আর কোনও গাড়ী ছিল কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No, no. That was the only vehicle available. I will tell the members exactly what happened. When we reached the corner of Girish Park just there the crowd became almost unmanagable, because the procession for the Jain Temple also was timed almost for the same time. Although Police stopped the main procession coming into Chittaranjan Avenue, they could not stop all the crowd that came in. On the 30th of November I issued a statement which I may be permitted to read which gives the position as I viewed then. "I regret the inconvenience that might have been caused to the great Russian leaders, in that they had to travel in a bus. The situation was such that it was not possible for us to carry them to the Raj Bhaban unless we used a closed vehicle. There was an unprecedented crowd, enthusiastic and clamarous all along the route, but from the corner of Vivekananda Road and Chittaranjan Avenue the crowd was almost impassable and everybody was shouting to see the great leaders through rush. We were in an open car but the anxiety of the people to come near and even to shake hands with the leaders exceeded any sense of discipline with the result that the car had to stop every minute or so until the engine became too hot and it was impossible to proceed. Fortunately there was a van just behind us and we all got into this police van and managed to come to Raj Bhaban one and a half hours after we left Dum Dum. I regret the inconvenience that has been caused to the great leaders in that they had to travel in a bus, but the situation was such that it was not possible for us to carry them to Raj Bhaban unless a closed vehicle was used. I was perfectly sure that a very large number of peole who were crowding the streets of Calcutta to have a *darsan* of the august leaders were greatly disappointed. I share that disappointment. I can only plead for sheer necessity that made us change for a closed vehicle. The result of this delay was that we had to cancel the rest of the engagements for Tuesday evening, particularly as the leaders were very tired by the time they reached th Raj Bhaban. I am hopping that the crowd will have the opportunity of seeing and welcoming the leaders on Wednesday at the Brigade Paradie Ground at the public meeting."

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, এখন যে কথা বললেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, গাড়ীর ইঞ্জিন গরম হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ফুটবোর্ডএ বহু লোক উঠায় গাড়ীটা ভেঙ্গে গিয়েছিল।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: What happened was that at least twenty people were on the car, some on the mud-guard, some on the bonnet, some on the footboard, some hanging on to the hood-cover and some also hanging on under the stepney that was beside the foot-board. In fact the stepney was broken down and everybody wanted to shake hands with the great leaders.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় পূর্বে থেকে এই ক্রাউড হবে ঠিক করে নিয়ে আরও ভাল এ্যারেঞ্জমেন্ট কেন করেছিলেন না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We tried our best. That is all I can say.

[3-10—3-20 p.m.]

Abandonment of the officially announced procession of Russian dignitaries through the streets of Calcutta on the day of their arrival

***83. Dr. Atindra Nath Bose:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the *Home Department* be pleased to state what were the circumstances which led to the abandonment of the officially announced procession of Russian guests, Marshal Bulganin and Mr. Krushchev, through the streets of Calcutta on the day of their arrival?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: As to the circumstances leading to the abandonment of the open car on the route the honourable member is referred to the answer at (*b*) of the starred question No. 82 of Shri Monoranjan Hazra.

Dr. Atindra Nath Bose: Will the Hon'ble Minister be pleased to state who were the persons who showed this example to the crowd in going to shake hands with these visitors?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There must be some 50 people who tried to shake hands.

Dr. Atindra Nath Bose: It is unlikely that about 50 persons rushed at the same time to shake hands.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Facts are sometime stranger than fiction.

Dr. Atindra Nath Bose: It is a fact that some big businessman of Burrabazar showed this example and threafter the people followed.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have no idea.

Dr. Atindra Nath Bose: You said that the police car was behind. Was it not their duty to come forward and check the crowd?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We have done the best in the circumstances. It was quite clear that there was no intention either to be rude or rough. I think it was more spontaneous regard for the leaders that made the crowd a lititle clamorous

Dr. Kanailal Bhattacharjya:

আচ্ছা, এটা কি সত্য, যে কারএ করে তাঁদের আনা হয়েছিল, সেটা অত্যন্ত পুরান ছিল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is not the fault of the car. I challenge everyone in the House to move a car meant for 6 or 7 people if there were 20 people hanging.

Dr. Kanailal Bhattacharjya:

আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, ঐ কারটা খুব পুরান ছিল কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No. That very car next day took the leaders to the ghat and also to the Dum Dum Airport.

Sj. Amarendra Nath Basu:

মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ও সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউর সংযোগস্থলে রাম-সীতা মন্দিরের কাছে এক মিনিট গাড়ি থামাবার জনাই এই গোলমালের সূত্রপাত হয়েছিল। কারণ তার পূর্বক্ষণ পর্যান্ত ঐ গাড়ী চলছিল, কোন গোলমাল হয় নি, কিন্তু যখন ঐ রামসীতা মন্দিরের কাছে গাড়ী থামিয়ে সোভিয়েট লিডার্সদের করমর্দনের জন্য ক্রাউড এগিয়ে গিয়েছিল, তখন এটা হয়েছিল কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তা আমি জানি না।

Sj. Amarendra Nath Basu:

আপনি ত সেই গাড়ীতে ছিলেন, [illegible] স্ট্রীট ও সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ পর্যান্ত ত গাড়ী বেশ চলে গিয়েছিল, কোন গোলমাল হয় নি, কিন্তু ঐ রামসীতা মন্দিরের কাছে গাড়ী থামাবার দরুন এই রকম হল কেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: My impression was that it was just the place where the two crowds—one the Jain Temple procession and the other for meeting the leaders—met together that made the road practically impassable.

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি, মাননীয় অতিথিদের দমদম থেকে শোভাযাত্রা প্রভৃতি করবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা নেওয়া হয় নি কেন?

Mr. Speaker: That question does not arise out of this.

Sj. Provash Chandra Roy:

এর সঙ্গে কানেকশন রয়েছে কারণ সেটা হ'লে আর মিস্ম্যানেজমেন্ট হ'ত না।

Sj. Bankim Mukherji: Is it a fact that though the crowd was immense at the junction of the Vivekananda Road and Upper Circular Road no mishap took place because the public there saw that the traffic was maintained? So I raise this question that if there was public co-operation sought this unfortunate incident might not have taken place. At first it was decided to seek co-operation of the public and various political parties but ultimately it was rejected for reasons not known to us.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It was a matter of opinion.

Sj. Bankim Mukherji: Could it not improve matters if the Eastern and Western gates were opened so that the people could enter and come away and at the same time have a sight of the distinguished visitors and thus be satisfied and thereby the visitors could pursue their arranged programme also?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Though that is a matter of opinion but I think that even then it would not have improved matters as the people would have moved backward and forward.

Dr. Atindra Nath Bose: Among the people who boarded the car was there any one who was closely related with some of the Hon'ble Ministers—could not that person be recognised as one of the close acquaintance of an Hon'ble Minister?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, যে গাড়ীতে সোভিয়েট [illegible] আনা হয়েছিল, সেটা অতি পুরান গাড়ী এবং সেটা সিলেকশন করবার কারণ কি?

Mr. Speaker:

বলাতো হয়েছে।

That is a hypothetical question.

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এটা হাইপথেসিস নয়। আমি জানতে চাই, ঐ পুরান গাড়ীটা সিলেক্ট করবার কারণ কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We wanted two good spacious cars and we found these two cars up to our requirements.

Sj. Bankim Mukherji: Could not a small lorry be had with chairs fixed inside it and decorated?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি, কেবল মাত্র পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করার ফলেই এই রকম হয়েছিল?

Mr. Speaker: That is a hypothetical question.

Sj. Amarendra Nath Basu:

ঐ রামসীতা মন্দিরের সামনে যিনি প্রথম করমর্দন করেছিলেন, তিনি জালান ফ্যামিলির কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি জানি না। একবার, দুবার, তিনবার, বারবার বলছি, আমি জানি না।

Special Police Camps in 24-Parganas district

***84. Sj. Hemanta Kumar Ghosal:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state if it is a fact that there are a number of Special Police Camps in the country-side of 24-Parganas district?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the number of such camps;

(*ii*) names of the places of 24-Parganas where such Special Police Camps exist; and

(*iii*) the reasons for maintaining such police camps?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: (*a*) Yes.

(*b*)(*i*) Ten.

(*ii*)(1) Raidighi, police-station Mathurapur.

(2) Nanda-Kumarpur, police-station Mathurapur.

(3) Durbachati, police-station Mathurapur.

(4) Taranagar, police-station Mathurapur.

(5) Harendranagar, police-station Kakdwip.

(6) Ukilerchat, police-station Kakdwip.

(7) Chamaguri, police-station Sagar.

(8) Uchilda, police-station Haroa.

(9) Kamakshyapur, police-station Sandeshkhali.

(10) Hatgachhi, police-station Sandeshkhali.

(*iii*) These temporary police camps were opened to maintain law and order, to prevent crime, especially dacoities, in the remote Sunderbans and other inaccessible areas where crime cannot be effectively controlled from the existing police-stations.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, এই যে সমস্ত পুলিশ ক্যাম্পগুলি যেখান হয়েছে, তাদের মেনটেন্যান্স খরচ পুলিশ ফান্ড থেকে কি দেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তাই ত হয়ে থাকে, আমি জানি। নোটিস দেবেন, পরে বলবো।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

যে যে জায়গায় পুলিশ ক্যাম্পগুলি আছে, সেই সমস্ত পুলিশ ক্যাম্পের খরচ পুলিশের খরচ থেকে হয়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

নোটিস দেবেন, জেনে বলবো।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই যে এখানে বলেছেন—

to prevent crime, especially dacoities in the remote Sunderbans, etc.—

এটা কি সত্য যে সুন্দরবনের এইসব অঞ্চলে যে সমস্ত বড় বড় জমিদার আছেন, তাঁদের বাড়ীতে পুলিশ ক্যাম্পগুলি করবার জন্য সিলেক্টেড স্পটস হিসাবে রাখা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমাকে নোটিস দেবেন, জেনে বলে দেবো। আমি জানি না কোথায় পুলিশ ক্যাম্প হয়েছে।

Sj. Ganesh Ghosh: For how long these police camps have been set up there?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The number of police camps and the period of their duration depends on the incidence of crime. There were no such camps in the 24-Parganas in the month of November last, but 10 temporary camps have been recently opened to cope with the situation.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

আপনি বলেছেন যে—

specially to prevent crimes and dacoities,

সুন্দরবন অঞ্চলের ইনটেরিয়রএ পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে, হাড়োয়া এবং মথুরাপুরের ২।১টা জায়গায় যেসমস্ত বাড়ীতে পুলিশ ক্যাম্প আছে, তারা সেই পুলিশ নিয়ে গিয়ে ভাগচাষীদের উপর অত্যাচার করছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি জানি না।

I have no information.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই পুলিশ ক্যাম্পগুলি যে সমস্ত জোতদার ও জমিদারের বাড়ীতে আছে, সেখানে তারা পুলিশ নিয়ে লোকের উপর অত্যাচার করে, সেগুলো প্রিভেন্ট করবার জন্য পুলিশ ক্যাম্পগুলো পাবলিক প্লেসএ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তারা যে অত্যাচার করে এবং ইল্লিগ্যাল রিয়েলাইজেশন করে সেসব প্রিভেন্ট করবার ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমার এসব জানা নাই, আর জমিদার, জোতদার কোথায়? তারা ত বিলুপ্ত হয়েছে।

Sj. Subodh Banerjee:

আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মথুরাপুরের ব্যাপার নিয়ে যে, রায়দীঘি পুলিশ ক্যাম্প, বরদা চৌধুরীর কাছাড়ী বাড়ীতে আছে, নন্দকুমারপুর পুলিশ ক্যাম্প নন্দবাবুদের বাড়ী এবং সুর্বাচটি পুলিশ ক্যাম্প—এগুলো ফ্যাক্টএর উপর স্থাপিত, এখন আমি সরকারকে জিজ্ঞাসা করছি যে, তাঁরা ডিপার্টমেন্টাল কোন নির্দেশ দিবেন কি না, যাতে ঐ ক্যাম্পগুলি ঐসব জমিদার, জোতদারদের বাড়ীতে না থাকে এবং ইনডিপেন্ডেন্টলি থাকে, বিশেষ কোরে যখন তাঁরা সরকার থেকে পয়সা পান?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ইনডিপেন্ডেন্টলি থাকবে কোথায়, সেই সব গ্রামের ভিতরে?

Sj. Subodh Banerjee:

এখনও ঐসব জোতদার, জমিদারদের যা রয়েছে, তার জন্যই তারা লোকের উপর অত্যাচার কোরে থাকে, একথা মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না, জানি না; আমি জানি after the 15th of April all zamindars are gone.

Transport of Gurkha soldiers in State buses

***85. Dr. Narayan Chandra Ray:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Transport) Department be pleased to state if it is a fact that on 5th August, 1955, a number of State Transport vehicles of the Government of West Bengal were used for movement of Gurkha soldiers from the British Military Transit Camp at Palta to the Calcutta Docks?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) how many State Transport vehicles were used for the purpose; and

(*ii*) by whose permission these Government vehicles were used to carry Gurkha soldiers from Palta to Calcutta Docks?

The Minister of State for Publicity and Public Relations Department (The Hon'ble Gopika Bilas Sen Gupta): (*a*) Yes.

(*b*)(*i*) Five State buses.

(*ii*) The Government allowed the use of vehicles for the purposes mentioned above on payment of usual hire charges.

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, এই পারমিশন দেবার অথরিটী কে?

The Hon'ble Gopika Bilas Sen Gupta:

গভর্নমেন্টের কাছেই পারমিশন নিতে হয়।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমি যদি সত্যাগ্রহীদের জন্য বাস ভাড়া চাই, তার জন্য স্টেট ট্রান্সপোর্টের কাছে না, মিনিস্টারের কাছে চাইব?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তা চাইলে আমরা গ্যারেন্ট করব। আমরা পারপাস দেখেই দিয়ে থাকি।

for instance, students from the South of India—

তারা কোন পলিটিক্যাল গ্রুপ নয়, তারা যদি বাস চায়, তাহলে তাদের কম ভাড়ায় দেব, এরকম রিকোয়েস্ট প্রায়ই আসে,

It is not the only occasion.

বিশেষ কোরে যারা নন-পলিটিক্যাল ব্যাপারে এবং পার্টিকুলারলি এডুকেশনাল ব্যাপারে আমরা দিয়ে থাকি।

Sj. Jyoti Basu: Is the Minister aware that these Gurkha soldiers were being sent to Malaya to crush the freedom struggle there?

The Hon'ble Copika Bilas Sen Cupta: I do not know.

Dr. Narayan Chandra Ray:

সেইজন্য প্রশ্ন ছিল

who is the permitting authority?

তার পরের প্রশ্ন হচ্ছে পারপাস দেখে ভাড়া দেন, না ভাড়ার জন্য দেন?

The Hon'ble Copika Bilas Sen Cupta:

পারপাস দেখেই।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এখানে পারপাস কি ছিল?

The Hon'ble Copika Bilas Sen Cupta: Transit.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Transit is not purpose. Transit purpose

হয় না, সত্যাগ্রহ পারপাস হয়।

The Hon'ble Copika Bilas Sen Cupta:

গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া চেয়েছিলেন—তাই পারপাস।

Sj. Bankim Mukherji: How can the Government of India's order be taken as a purpose?

Mr. Speaker: That is a matter of interpretation. That is not a matter of fact.

Sj. Bankim Mukherji: For certain purposes transit facilities are given—by that we understand that the purpose as understood by the West Bengal Government. Central Government might have some purpose. They did not communicate all those purposes to the West Bengal Government or might have communicated—we do not know. West Bengal might have consented to those purposes. So we wanted to know what was the precise purpose.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We were asked by the Government of India to provide a few vehicles. We do not generally question. That is not done.

Refund of collective fines realised in connection with "Quit India" movement of 1942

*86. **Sj. Dasarathi Tah:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Depatrment be pleased to state—

> ১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়" আন্দোলনে তদানীন্তন সরকার বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের যে-সমস্ত স্থানে পাইকারী জরিমানা করিয়াছিল, তাহা সকল ক্ষেত্রে ফেরং দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

The Chief Minister and Minister for Home (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy):

না ; প্রত্যেক জেলা হইতে সমষ্টিগতভাবে আদায়ীকৃত মোট জরিমানা সেই জেলার জনহিতকর কার্যে ব্যয় করা হইয়াছে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, কোন্ কোন্ জেলায় কত টাকা আদায় হয়েছিল এবং আদায়ী টাকা কিভাবে খরচ হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The total amount that was collected was Rs. 1,68,583-9.

তার মধ্যে বর্ধমানে খরচ হয়েছে ৭৩,৭৪৫ টাকা—

হুগলীতে খরচ হয়েছে	...	৬,৭০১ টাকা
নদীয়ায় খরচ হয়েছে	...	৮,৮০৬ ,,
মালদহে খরচ হয়েছে	...	৬,৪৮৮ ,,
ওয়েষ্ট দিনাজপুরে খরচ হয়েছে	...	৬২,০০০ ,,
বীরভূমে খরচ হয়েছে	...	২২,১৫৬ ,,
আর মুর্শিদাবাদে খরচ হয়েছে	...	৬,৬৮৭৷৴০ আনা।

Sj. Sudhir Chandra Das:

মেদিনীপুরে কি কোন ট্যাক্স আদায় হয় নি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এই লিষ্টের ভিতর নাই; মেদিনীপুরের লোকজন ভারী দুষ্টু।

Sj. Sudhir Chandra Das:

কোন্ কোন্ জনহিতকর কার্যে খরচ হয়েছে জানাবেন কি?

Mr. Speaker: That does not arise out of this question.

Sj. Bankim Mukherji: Is the Irrigation Minister aware of the fact that মেদিনীপুরের লোকগুলো ভারী দুষ্টু? অতএব মেদিনীপুরের লোক হিসাবে শ্রীঅজয় মুখার্জীও দুষ্টু।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Of course he does. He knows. I do not make a secret of it. Still I pull on well with him.

Dr. Jatish Ghosh:

আপনি ত একদিন মেদিনীপুরবাসীর প্রশংসা করেছিলেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Has my friend lost all sense of humour?

Migration of Indian Muslims to East Pakistan from April, 1954 to March, 1955

***37. Sj. Janardan Sahu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state the number of Muslims of this State who have permanently gone over to Pakistan from April, 1954 to March, 1955?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Only one Indian Muslim migrated to East Pakistan through check-post on West Bengal border during the period with a Pakistan Migration Certificate. No separate information has been kept as to whether he was an inhabitant of West Bengal.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Janardan Sahu:

আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে, ১৯৫৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ রিফিউজি এসেছে হিন্দুস্থানে, সেই জায়গায় কি মাত্র একজন মুসলমান চলে গিয়েছে এখান থেকে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনার প্রশ্ন হচ্ছে

who have permanently gone over to Pakistan.

যারা পারর্মানেন্টলি চলে যেতে চায়, তাদের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হয়। মাত্র একজন এই সার্টিফিকেট নিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া বহু লোক পাশপোর্ট ভিসা নিয়ে আসছে যাচ্ছে তার কোন হিসাব নেই।

Sj. Janardan Sahu:

আমি জানতে চাই--দুইটি কথা শোনা যাচ্ছে যে, পূর্ব বাংলা থেকে জমি জায়গা ছেড়ে এখানে একদল লোক চলে আসছে, আর একদল লোক চলে যাচ্ছে এবং ওখানে খারাপ ব্যবহার পাওয়ার জন্যই তারা এখানে চলে আসছে। সুতরাং গভর্নমেন্টএর পক্ষ থেকে যাতে এই সত্য কথাটা জানতে পারা যায়, তার জন্য কোন লোক পাঠাবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমাদের লোক সেখানে গিয়ে কোন ইনভেষ্টিগেশন করতে পারে না। তবে আমি বলতে পারি ১৯৫০ সালে, আমার যতটা আন্দাজ আছে, আমরা তাদের গাড়ী, ট্রেন ও ষ্টিমার দিয়েছিলাম, তখন মুসলমান চলে গিয়েছিল প্রায় ৬ লক্ষর মত এবং ধীরে ধীরে ৫ লক্ষের বেশী ফিরে এসেছে। তবে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সেটা ভিন্ন। পারমানেন্টলি মাত্র একজন লোক চলে গিয়েছে।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Invitation of Calcutta Pressmen to accompany Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev on their visit to Sindhri

38. Sj. Subodh Banerjee: (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Publicity) Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the Publicity Department, Government of West Bengal, invited journalists of Calcutta to accompany the Soviet leaders Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev during the latter's tour in Bihar; and

(*ii*) that the said Department informed the journalists of Calcutta that arrangements for their accommodation and meals would be made at Sindhri by the Government?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether such arrangements were made; and

(*ii*) if not, the reason therefor?

The Minister of State for Publicity and Public Relations Department (the Hon'ble Gopika Bilas Sen Gupta): (*a*) (*i*) Yes. The arrangement was primarily meant for news coverage of places to be visited by the Russian guests in West Bengal.

(*ii*) Yes, but it was clearly stated that the arrangement at Sindhri would be made by the local authorities and not by Government.

(*b*) The Sindhri authorities ultimately regretted their inability to accommodate the Press and this fact was intimated to the Press representatives.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি সাংবাদিকরা সিন্দ্রিতে যাবার আগে, সিন্দ্রি লোকাল অথরিটীসদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কিনা যে এই সব সাংবাদিকদের জন্য তারা এ্যাকোমোডেশন এবং মিলএর এ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The difficulty about Sindhri was it is in Bihar, and we could make no arrangements because the Bihar Government was responsible. Our charge was up to Chittaranjan and from Chittaranjan up to Sindhri all arrangements either for the guests or for the Press people were made by the Bihar Government and I have been told by the Press people that they were not given any accommodation at Sindhri for that night; but I cannot vouch for it.

Sj. Bankim Mukherji: Did the merger question arise after seeing the inconvenience of those people?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনি একবার আমার সঙ্গে আসুন, দেখুন কি হয়।

Sj. Subodh Banerjee:

আমার প্রশ্ন তা নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কলিকাতা সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং যদি করে থাকেন, তাহলে তারা সিন্দ্রি লোকাল অথরিটীসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিনা যে এই কলিকাতার সাংবাদিকদের বাসস্থান ও খাওয়াবার জায়গা করতে তারা পারবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমরা সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম, চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত এবং তারপর তাদের সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

Sj. Haripada Chatterjee:

এ কথা কি সত্য যে সিন্দ্রিতে থাকবার এবং খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা থাকা সত্বেও তাদের জন্য তা করা হয় নি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি জানি না।

Sj. Haripada Chatterjee:

খোঁজ করেছিলেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না।

Sj. Biren Banerjee:

সাংবাদিকদের এই যে এ্যাকোমোডেশনএর অসুবিধা হয়েছিল, সেটা কি তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Gopika Bilas Sen Gupta:

আপনাদের আমি বলতে পারি যে, সাংবাদিকদের যখন ডাকা হয়েছিল, তখন ডাইরেক্টর অফ পাব্লিসিটী থেকে তাদের ইনভাইট করে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল তাতে ছিল—

"There are no beddings provided on the train and we are not sure what bedding or other facilities will be available at Sindhri. It is very much regretted that due to the heavy pressure on the local authorities of a very large party of Russian guests and the guests from New Delhi better facilities may not be available and we do hope that the local Press will kindly avail themselves of whatever services are offered."

Sj. Bankim Mukherji: Were those the same who had been to the Kumbha Mela? [Laughter.]

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি, আগে যে কথা বলেছেন যাওয়ার আগে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ভাল ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে নাও পারে। এ সত্বেও কি তারা সিন্দ্রিতে গিয়েছিল?

The Hon'ble Gopika Bilas Sen Gupta:

হ্যাঁ, তা সত্বেও তারা সিন্দ্রিতে গিয়েছিল।

Mr. Speaker: Questions over.

Facility for the Opposition to speak over the All-India Radio

Sj. Jyoti Basu: Sir, before you go on to the next item of the Agenda, I have a point to raise and that is that the Chief Minister and the Leader of the House has spoken over the All-India Radio on the question of union of Bengal and Bihar. I would like to know from the Chief Minister through you whether the Opposition would be given the same opportunities to speak over the All-India Radio and whether he will get that permission from the India Government - because as you know, the Government has stated through you to us that this subject has not been decided upon as yet by the Government, that is, whether the resolution for merger is coming before the West Bengal Legislature. But in this situation the Leader of the House has spoken, he has used the Radio to speak to the people. Would the same opportunity in a democratic society be given to the Opposition—I would like to know this from him because I have received innumerable communications from different people asking us to seek this privilege of speaking over the Radio on such a controversial subject.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, the point is, I did not speak either as Leader of the House or even as a member of the Congress Party. I spoke as a member who was responsible for suggesting a method of meeting the present situation, and I had to take the permission of the

Government of India before I was allowed to do that. Any member who desires to do so may apply to the Government of India, and if they allow, he can speak.

Sj. Jyoti Basu: I may inform you, Sir, as Leader of the House—he is also the Chief Minister—he has spoken over the Radio. Of couse we can all writie to the India Government, but we are asking you to ask the Chief Minister whether he would apply for us to speak. We understand that he has already spoken. Will he apply for us?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No, Sir.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: On a point of information. When he spoke over the Radio, it was announced that the Chief Minister was speaking, and not the person.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I was not responsible for that announcement.

Message from the Governor

Mr. Speaker: The following message has been received from the Governor:—

"Members of the Legislative Assembly,

Raj Bhavan,
Calcutta,
The 2nd March, 1956.

I have received with great satisfaction the respectful expression of your thanks for the speech with which I have opened the present session of the Legislature.

H. C. MOOKERJEE,
Governor of West Bengal."

Mr. Speaker: We will now take up discussion of Grants. The debate on "Medical" and "Public Health" will be a joint debate.

[3-40—3-50 p.m.]

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: 38—Medical

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 4,36,14,000 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical".

Major Head: 39—Public Health

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 2,13,28,000 be granted for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health".

While doing so, I beg to tell you, Sir, that we are maintaining the progress in the various public health and medical activities, and these are well provided for the next year. We have provided an additional sum of Rs. 90,53,100 over the current year's budget for implementation of our schemes next year. In addition to this in the various Community Development Blocks, National Extension Centres, Tribal Welfare Department and in Sunderbans Development Works, another sum of Rs. 65,86,900 has been provided for medical relief work. Taking all these figures into

consideration, the expenditure for medical relief and public health will come to Rs. 8,89,90,000 for the ensuing year. This works out to a per capita expenditure of Rs. 3-5-11 as against Rs. 2-12 provided for the current year. This will also bring forward the expenditure to 16.7 per cent. of the revenue. For the Calcutta hospitals we have provided a sum of Rs. 10,27,338 more, for augmentation of the resources of these institutions. We have a scheme to remodel the Outpatients Department of the Medical College Hospitals which will cost a sum of nearly Rs. 36 lakhs, plans and estimates for which are under consideration, because to cope with the larger influx of patients here numbering about 5,000 a day, the situation in this hospital is assuming serious problem.

Honoraria for the officers attached to the Medical College are being revised and the same are being introduced at Nilratan Sircar Hospitals. For the mofussil hospitals Rs. 11,26,537 more have been provided. Besides, for improvement of district and subdivisional hospitals a sum of Rs. 32 lakhs has been provided.

As you know, Sir, we have not got adequate arrangements for looking after mental cases. We have to send patients to Ranchi Mental Hospital. This costs us nearly Rs. 8½ lakhs per year. We have taken upon ourselves the responsibilities of having a Mental Hospital for this State of ours. For this we have provided Rs. 1 lakh to start with. For venereal diseases clinics, 39 in number, we have provided Rs. 1,30,000. Four subdivisional hospitals have also been upgraded. Four sadar and 5 subdivisional hospitals—construction work to upgrade them is going on. For the next year we have provided to upgrade 1 sadar and 6 subdivisional hospitals and also we are providing a 150-bedded hospital at Uttarpara to cope with the situation for looking after the insured workers for which 100 beds will be provided and 50 for the local people.

We do not have any well-organised Ambulance service in the countryside for which we have provided a sum of Rs. 4,75,000 so that the subdivisional and thana health centres are equipped with modern ambulance facilities for the transport of sick patients from one place to another.

For fighting the menace of tuberculosis which is causing us great deal of concern, an additional sum of Rs. 10,94,000 has been provided. We have now 2,731 beds for tuberculosis cases. 27 chest clinics are looking after patients in the State. Eight domiciliary teams are at work—2 for non-refugee patients in Calcutta and one for refugee patients in Calcutta and 3 for refugee patients in mufussil, namely, at Chinsura, Krishnagar and Ranaghat. There are two other domiciliary teams, one at Howrah and another at Calcutta run by non-official agencies aided by the Government. In the next year we are considering the question of providing 300 more beds in conjunction with the Rehabilitation Ministry to give hospital treatment to the unfortunate victims of tuberculosis. These domiciliary teams, 8 in number, are at the present moment looking after 1,500 patients in their respective houses. We have made arrangements for providing free anti-biotics. So far this year 2,500 patients have received the benefit of free medicines.

To get the people protected against this fell disease of tuberculosis we are carrying on mass B.C.G. campaign for the people under the vulnerable age group of 20 years and 13 mass campaign teams and 2 non-mass campaign teams are at work. So far 5,826,360 persons have been tested. 2,373,864 persons have been vaccinated Death rate from tuberculosis which was .4 before remained stationary at .3 for the last three years. A redeeming feature this year is that the death rate at the end of 1955 from

tuberculosis came down to .2 per thousand. This of course does not mean that the incidence of disease is also reduced. The higher incidence is there. The modern scientific treatment facilities and the awareness of the people to get advantage of getting their cases assessed and treated in the various chest clinics probably have contributed to the reduction in the death rate of tuberculosis.

In the year for which the budget provision is under consideration we have provided 5 new chest clinics for which a sum of Rs. 2,66,000 has been provided and for upgrading one of the existing centres a sum of Rs. 15,300 has been provided. We propose to have 14 more chest clinics during the Second Plan period.

So far as rural areas which were much in neglect before are concerned, we have integrated the medical relief as well as public health facilities all over the country and we have opened so far 263 health centres in the rural areas. The cost for these 263 health centres has been so far Rs. 4,49,30,000. For these health centres we received voluntary donation of Rs. 30,54,628. I may tell you, Sir, of these 263 centres 101 centres have been opened without any voluntary financial contribution from the members of the public. Where no health centre could be started so far or where no medical relief facilities exist either by the district boards or union boards, we have provided 211 mobile medical squads who look after the afflicted persons in these areas. In the Sunderbans areas, out of 8 police-stations 3 have been provided with thana health centres and 5 more centres have been proposed. In addition, there are 5 union health centres functioning in this area. The Medical Officers who serve in these rural areas have been provided with a sum of Rs. 200 and Rs. 100 per month as public health allowance so that they can devote their energy in giving practical shape to our scheme to help our people in the prevention of diseases.

For medical education we have provided an additional sum of Rs. 16,39,910. We have included in this scheme the creation of a special department for preventive and social medicine in the Medical College. Experimental medicine institute is also being taken up. The post-graduate medical institute and Seth Suklal Karnani Memorial Hospital have also been included in our ensuing year's programme.

[3-50—4 p.m.]

For the auxiliary personnel to help the medical profession, first comes the nurse; for whose training we have provided Rs. 16,63,000. Nearly a thousand nurses of various denominations are under training in the various training centres all over the State. There are 63 maternity centres functioning in the different parts of the State. For the rural maternal care 85 more maternity centres have been proposed to be taken up in the ensuing year. Besides, in the rural areas, for indigenous midwives who were carrying on midwifery work in a crude fashion, scheme has been brought forward for training 200 of these persons into the modern aspects of looking after the maternal care; and a sum of Rs. 84,000 have been provided for this. There are arrangements for training more of these girls who live in the countryside, and we are considering a scheme in conjunction with the world health organisation, and if it materialises probably we will be able to open additional 45 centres which will not only open out avenues for these girls but also equip our mothers during times of distress in getting them avail of the services of trained ladies. Nine family planning centres are working in this State of ours and scheme for more of them is under consideration.

So far as malaria is concerned, you are all aware, Sir, that our attempt to eradicate the disease for providing residual DDT spray in the countryside has borne fruit. The death rate from malaria which was 3.6 has been reduced to .6 at the end of 1955. Roughly, lakhs of persons have been saved from the clutches of it. We had reports from doctors who practise in rural areas about their precarious existence because of the absence of malaria, and I am getting letters from practioners of wide experience who have thrived very well all these years in the villages about their present unemployment potentially in the rural areas which can no longer give them living wages. Those villages which were the subject-matter of great concern to any well-wisher of the country are now bristling with life, and the people are in a position to move about freely without contributing much towards their economic ruin, because malaria used to sap the vitality of the nation and caused an economic drain to the extent of about 43 crores of rupees each year.

Another menace which is evidenced in the laterite areas of the State is leprosy. We have now 113 leprosy clinics and hospitals in the State. In Gouripore where we have opened a Home for segregation of infectious leprosy cases we have provided accommodation for 412 persons. Under the Sardar Vallab Bhai Memorial trust fund, 72 more beds are being added, and from the State coffers 88 more beds are being provided for. In all, in this State there are 1,355 beds for looking after infectious leprosy cases.

In addition, to assess the magnitude of the problem and also the effectiveness of the sulphone drugs a survey scheme is at work in the district of Bankura covering 42 villages affecting 50,000 persons.

So far as the subdivisional and district hospitals are concerned, ,we have added more staff to these institutions, so that specialised treatment can be made available for these areas very easily.

Regarding the rural water-supply problem, I may tell you, Sir, that this year we have provided a sum of Rs. 63,73,200. In addition to this, various other schemes are also there to solve the rural water-supply problem which taken together will total a sum of Rs. 87,33,000. About four thousand more sources of potable water will be made available from these funds. We need 16,000 more sources to cover the entire State with potable source of water supply. We have provided Rs. 3 crores in the Second Five-Year Plan, and I visualise that there will be no locality in the rural area which will not have a potable source of water supply if we can implement this scheme in its entirety. For the urban water-supply, a sum of Rs. 47,80,000 has been provided. In addition to this,, we have got an assurance from the Government of India and the Planning Commission that more funds will be provided for looking after the urban water-supply in municipal areas.

So far, the District Board Public Health staff used to look after public health in districts under a sort of dual control by Government as well as by the District Boards. We are taking over the entire public health staff from all the fourteen districts of the State during the ensuing financial year. This will cost us an aditional sum of over Rs. 11½ lakhs.

As regards medical education, I have mentioned before that on an average 372 doctors turn out of the four Medical Colleges. We could provide under the State Government appointment to only 67 of these doctors during the current year. The rest have to fall on private practice or on private service. For the population of Calcutta, we have got one doctor to look after 415 persons. In the entire State of West Bengal, we have one doctor for 1,524 persons, whereas the All-India figure is for one

doctor there are 5,324 persons. Thus we are much better off with regard to the provision of medical personnel in our State. The death rate, I am very happy to announce, is continuing its downward trend very effectively. Last year I told you that our death rate at the end of 1954 was brought down from 18.2 to 9.2. At the end of 1955 the death rate stands at 8.8 per thousand. This compares very favourably not only with the conditions available in the various States of India, but stands on a better footing amongst some of the progressive European countries of the world.

These are some of the features, Sir, which I want to place before you while introducing the budget-grant for the ensuing year. I reserve my comments for the time on the various cut motions to which I shall try to reply after these are moved.

With these words, I commend the two grants for the acceptance of the House.

[*Mr. Speaker: I take it that all the cut motions on "Medical" and "Public Health" are moved.*]

Sj. Ambica Chakrabarty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about lack of adequate medical facilities for the common man of West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about maladministration in different hospitals of the State.

Sj. Amulya Charan Dal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

চিকিৎসা ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sj. Amulya Ratan Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and for establishment of Medical College at Bankura.

Sj. Balai Lal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

(৩) সরকারী ব্যয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে জরুরী ব্যবস্থারূপে পশ্চিমবাংলার প্রত্যেক থানায় এক্স-রে, মল-মূত্র-রক্ত-কফ পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং অস্ত্রোপচারের আধুনিক যন্ত্রপাতি-সহ সকল প্রকার চিকিৎসার উপযোগী এক একটি ১০০ বেডের থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার এবং একজন ডাক্তার, একজন কম্পাউন্ডার ও একজন ধাত্রী লইয়া গঠিত এক একটি [illegible] নিযুক্ত করিয়া প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র-সহ জনসাধারণের প্রদত্ত কাঁচা অথবা পাকা যে-কোন গৃহে পশ্চিমবাংলার প্রতি ইউনিয়নে স্বল্প ব্যয়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণের দ্বারা জনসাধারণকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে সহজসাধ্য সুষ্ঠু পরিকল্পনাগ্রহণে সরকারী অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রতি থানায় অন্ততঃ একটি হিসাবে প্রসূতি ও শিশুরক্ষা ভবন প্রতিষ্ঠা করিতে এবং ব্যাপকভাবে গ্রাম্য মহিলাদের ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে সরকারের পরিকল্পনার অভাব।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

(৩) থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ, জি, হাসপাতালগুলিকে জনসাধারণের অনিবার্য প্রয়োজনে উপযুক্তভাবে রক্ষার প্রতি সরকারী উদাসীনতা বিশেষতঃ রামনগর থানার লক্ষাধিক অধিবাসীর জন্য একমাত্র পিছাবনী এ, জি, হাসপাতালের অনুপযুক্ত ঔষধ-পত্র দরজা-জানালাহীন গৃহ, শোচনীয় শয্যা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাদি জাতীয় সরকারের চিকিৎসা বিভাগ সম্পর্কে চরম দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতার নিদর্শন।

Sir, I also beg to move that the den and of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

(২) পশ্চিমবাংলার প্রতি সদর ও মহকুমা হাসপাতালে এবং যেখানে থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেইরূপ থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক্স-রে, মল-মূত্র-রক্ত-কফ পরীক্ষার ব্যবস্থা, অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা এবং যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত শয্যা পৃথক রাখার ব্যবস্থা করিতে এবং কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে উৎসাহ প্রদান করিতে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

(১) পশ্চিমবাংলার পল্লীবাসীকে উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ দানে সরকারী নীতির ব্যর্থতা।

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sir I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about paucity in grant to Ayurvedic Institutions and Hospitals.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure to bring as promised a Bill to give State recognition to Homeopathic practitioners.

Sir I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about various malpractices and policy of partisanship.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: *Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about*

বর্ধমান জেলার হস্‌পিটালের উন্নতি বিধান সম্পর্কে।

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বর্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায়, বর্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালে খাদ্য ও পথ্য সরবরাহে দুর্নীতি এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের রোগীদের প্রতি নির্দয় অবহেলা প্রতিরোধে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

আনরেজিস্টার্ড কম্পাউন্ডারদের লাইসেন্স দানের নীতি।

Sj. Dhananjoy Kar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জনসাধারণের প্রচেষ্টায় এবং ঝাড়গ্রামরাজের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত কুকড়াখুপী চিকিৎসালয়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রোপযোগী সবকিছু থাকা সত্ত্বেও এবং জনসাধারণের আবেদন নিবেদন ও মহকুমা আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কমিটির সুপারিশ করার পরও চিকিৎসালয়টিকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিবর্তিত করিতে বিভাগীয় অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

নয়াবসান জমিদারী ক্রয় করার পর, তাহার কিছু পূর্ব হইতে বন্ধ থাকা ময়ূরভঞ্জরাজ প্রতিষ্ঠিত নয়াবসান দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহসহ চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ও আবশ্যকীয় যাবতীয় আসবাবপত্র সরকারের হাতে আসা সত্ত্বেও সরকার তাহা পুনরায় চালু না করায় এবং বিশেষ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমানের স্বাস্থ্য-মন্ত্রীমহাশয় ১৯৫২ সাল হইতে এই ১৯৫৬ সালের মধ্যে একাধিকবার তৎপরিবর্তে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি, এই 'হাউস' দেওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি তাহার কোন কাজ না হওয়ায় যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

যোগাযোগহীন, অনগ্রসর ও অদ্যাবধি অবহেলিত গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও সাঁকরাইল থানার মত তিনটি বৃহৎ থানায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রস্থাপনে আজও সরকারের নিষ্ক্রিয়তা।

Sj. Dharani Dhar Sarkar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে (বিশেষ করে আদিবাসী ও তপশীল প্রধান গরীব অঞ্চলগুলিতে) একটি করে ইউনিয়ন হাসপাতাল স্থাপন করিতে (সরকারের সম্পূর্ণ দায়িত্বে) সরকারী নীতির ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মালদহ জেলার গাজোল থানার ১২নং রাণীগঞ্জ ইউনিয়নের বাতিজোড়া মৌজায় ১০টি বেডের একটি ইউনিয়ন হাসপাতাল করার জন্য সরকার পক্ষের নির্দেশ মত ১৯৫৫ সালে বাবু বিমলকৃষ্ণ সান্যাল ৬/০ ছয় বিঘা জমি রেজেষ্টারী করিয়া সরকারকে দেন এবং উক্ত হাসপাতালটি উক্ত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ আদিবাসী অধ্যুষিত, সুতরাং হাসপাতালটি আদিবাসী তহবিল হইতে দেওয়ার কথা

C/o Borind and Special Officer of Tribal, Malda,

জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত উক্ত হাসপাতালের কাজ আরম্ভ না করার জন্য সরকারের গাফিলতি ও ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মালদহ জেলার গাজোল থানার ৭নং ইউনিয়ন রাণীপুর হাসপাতালে রুগীর জন্য ১০টি বেড থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত মাত্র ৪টি বেড চালু রাখা হইয়াছে ; এবং গত সাত মাস যাবত উক্ত রাণীপুর হাসপাতালে কোন কম্পাউন্ডার না দেওয়ার জন্য এবং হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধ না থাকার জন্য রুগীদের ভীষণ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিতে সরকারের চরম গাফিলতি।

Sj. Canesh Chosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to establish two maternity hopsitals in the Paikpara and Sinthee areas in the Belgatchia Constituency inspite of long and insistent demands of the people of these areas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take steps to make essential and commonly necessary medicines cheaper.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to tamke any effective measure for stopping the increasing sale of adulterated and spurious drugs.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to introduce the system of domiciliary treatment of tuberculosis in all the areas of Calcutta and Howrah, particularly in all the bustee areas of these two cities.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to suitably enlarge the Jadavpur, Kanchrapara and Digri T. B. Hospitals to make more free seats in those Hospitals available to poor tubercular patients.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to open Government Drug Stores in every locality to make medicines available at cheap prices to the people of West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to establish Government X'Ray Centres in the town and rural areas of West Bengal for taking skiagrams at very cheap rates for poor suspected T.B. patients.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to establish two charitable dispensaries in the Sinthee and Paikpara areas in the Belgatchia Constituency.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to open union health centre in each of the unions of Sonarpur and Bhangore thanas.

Sj. Gangapada Kuar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of sanctioning more money towards establishing health centres, well-equipped with maternity and child welfare wards in rural areas of the State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the painful negligence on the part of the Government for establishing health centres at places where local contribution and registration of land have been complete long ago, such as at (1) Kankra under Union No. 9 and at (2) Golgram under Union No. 8 both in police-station Debra, and at (3) Mokarampur under Union No. 3, in police-station Daspur in the district of Midnapore.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the urgent need of establishing union health centres at (1) Dhalhara under Union No. 14, (2) Anandapur under Union No. 10, (3) Sahaspur under Union No. 7, (4) Biswanathpur under Union No. 16 and Kokapur under Union No. 6 all in police-station Keshpore and at (5) Akalpous under Union No. 1 and Sangosanipur under Union No. 4 both in police-station Debra, district Midnapore, where the interested parties

concerned are ready to contribute money and donate land for the purpose immediately after the inspetcion of sites by the Engineer and approval of the authorities concerned.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of decentralising the system of medical education by way of establishing medical colleges in mofussil towns with the object of cheapening and universaling medical aid to the people at all possible expedition.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the indifference on the part of the Government for establishing a medical college in the Midnapore town and for speedily equipping the Midnapore Sadar Hospital along with its counterparts with good X-Ray arrangement, bacteriological laboratory, chest clinic and 20 segregated beds for T.B. patients.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and grievances.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the difficulties and grievances of the mofussil people in hospitalising their patients in the medical colleges of Calcutta.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the urgent need of immediately establishing Thana Health Centre at Keshpore police-station, Midnapore, where the F. R. E. Hospital being demolished and any health centre throughout the entire thana being non-existent, the need is being most keenly felt and where the suitable site for the Thana Health Centre has already been approved by the Subdivisional Officer, Construction Board, and its report sent to the Subdivisional Health Officer, Midnapore, and the donor anxiously awaits permission of the Health Directorate for registering the land.

Sj. Haripada Baguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গের আয়ুর্বেদ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর না করিয়া ভারতবর্ষের গৌরব প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার কর্তৃক কলিকাতায় একটি আয়ুর্বেদ কলেজ ও অনুশীলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং যোগ্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণকে অনুমোদনের জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about ভি. ডির প্রসার নিরোধের জন্য ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ হইতে পতিতালয় অপসারণের প্রয়োজনীয়তা।

Sj. Haripada Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to approve the affiliation granted by the University, to the Bankura Medical College.

Dr. Hirendra K. Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of Government to establish medical colleges in muffussil areas of West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about wastage of Government money by the initiation of new set-up in medical colleges.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about mode of recruitment and appointment of medical Personnel (Teachers) in Suklal Karnani Hospital and wastage caused thereby.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of Government to initiate uniform standard of amenities as regards diet-scale, medicines and other treatment facilities, professional help, nursing in different hospitals in West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Government to provide adequate medical facilities for the countryside of West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about non-abolition of medical faculty examination.

Sj. Janardan Sahu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about (i) Patashpur Thana Hospital, (ii) want of medicines in Public Health Centres, and (iii) urgency of opening outdoor centres only in every union.

Dr. Jatish Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about maladministration, malpractice, mismanagement, inadequate and wilful negligence to establish long overdue well-equipped hospital in the subdivision of Ghatal.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about not establishing a thana hospital in Danton (district Midnapore) though land for it was gifted long ago and the District Board, Midnapore, agreed to transfer their hospital dispensary and Medical Officers' quarters buildings to Government.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Jyotish Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to run the Falta Health Centre within police-station Falta, district 24-Parganas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to open Union Health Centre in each village within police-stations Falta and Diamond Harbour, district 24-Parganas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to open a Union Health Centre at Kalatollahat, within police-station Diamond Harbour, district 24-Parganas.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure on the part of the Government to bring reasonable treatment within the reach of the common man.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about conditions prevailing in the different hospitals in the State.

Sj. Kanai Lal Bhowmick: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

তমলুক শহরে মহকুমা হাসপাতাল স্থাপন করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন। এই হাসপাতাল স্থাপন করার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা দাবি করা হইতেছে। অথচ এ টাকা জমা দেওয়ার ক্ষমতা জনসাধারণের নাই।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারী নীতির ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ইউনিয়ন ও থানা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয়ভাবে জমি ও টাকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও সরকার কতকগুলি ক্ষেত্রে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। ময়না থানার রামচন্দ্রপুরে ইউনিয়ন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য টাকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও সরকার এ পর্যন্ত হাসপাতাল তৈরির কোন ব্যবস্থা করেন নাই। এইভাবে সরকার জনসাধারণের মধ্যে ধোঁকার সৃষ্টি করিতেছেন। টাকা ও জমিজমা দিলেই যে হাসপাতাল করা হইবে এ ধরনের কোন গ্যারান্টি দিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন। ইউনিয়ন হাসপাতাল করার জন্য সরকার স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে জমি ও টাকা সাহায্যের দাবী করিতেছেন। ফলে অনেক ইউনিয়নে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে সরকারী নীতির পরিবর্তন আবশ্যক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবাংলায় টি, বি, রোগ অতি দ্রুত বাড়িতেছে। অথচ উপযুক্ত সংখ্যক টি, বি, বেড নাই। টি, বি, রোগীদের ভর্তি করার ব্যাপারেও সরকার দলীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। এই নীতির পরিবর্তন অবিলম্বে প্রয়োজন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

হাসপাতালগুলি পরিচালনার ব্যাপারে যে দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব চলিতেছে তাহা বন্ধ করিতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন।

Dr. Krishna Chandra Satpathi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

খড়্গপুরে সরকারী হাসপাতাল স্থাপন না করায় সরকার অমার্জনীয় অপরাধ করিতেছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলার সদর দক্ষিণ মহকুমায় কোন সরকারী হাসপাতাল না থাকায় জনসাধারণের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সরকার কর্তব্যচ্যুত হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কলিকাতা অবস্থিত মেডিকেল [illegible] মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী গণ্যে সরকারী সাহায্যের তারতম্য অর্থহীন ও অযৌক্তিক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার ৩নং ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকল্পে জায়গা এবং অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন না করায় সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে দায়ী।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কেশীয়াড়ী থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনে সরকার উদাসীন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনে সরকারী অবহেলা অতীব পরিতাপের বিষয়।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ইউনিয়ন বোর্ড বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা সুবিধানুযায়ী থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করা আবশ্যক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

খড়্গপুর, নারায়ণগড় ও কেশিয়াড়ী থানায় সরকার একটিও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই।

Sj. Lalit Kumar Sinha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সুন্দরবন অঞ্চলে হেলথ সেন্টারের অভাবে জনসাধারণের অসুবিধা।

Sj. Madan Mohan Khan: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about upper hospital at Midnapore, to abolish the

Kespur, Sibdha, Nawghan thana hospital (A.G. and F.R.E.), to convert Isolation (pox and cholera) ward of Midnapore to T.B. ward and staff of A.G. and F.R.E. Hospitals.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about X-Ray Department of Midnapore K.E. Hospital.

Sj. Madan Mohan Saha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

আরামবাগ মহকুমায় চক্ষু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না করায় অভিযোগ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পুড়সুড়া, গোঘাট ও আরামবাগ থানা হেল্‌থ সেণ্টার স্থাপনে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

চালু হাসপাতালগুলিতে যথোপযুক্ত ঔষধ সরবরাহে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

আরামবাগ মহকুমায় ইউনিয়ন হেল্‌থ সেন্টার স্থাপনে সরকারী ব্যর্থতা।

Sjkta. Mani Kuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Government's failure to establish a hospital at Kasba-Tiljala area.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

চণ্ডীতলা হাসপাতালটির স্রষ্টাদের পূর্ণ মর্যাদা রাখিয়া হাসপাতালটি সরকারী তত্ত্বাবধানে আনিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

উত্তরপাড়া হাসপাতালে সহযোগী ডাক্তার এবং নার্সের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু সরকার এ বিষয়ে উদাসীন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

শ্রীরামপুর হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী দিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

শ্রীরামপুর হাসপাতালে মেটার্নিটি বিভাগ সংগঠিত করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

শ্রীরামপুর হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার ও এ্যাসিস্ট্যান্টদের বেতন বৃদ্ধি করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

শ্রীরামপুর হাসপাতালে নার্স, এ্যাটেনডেন্ট, ঝাড়ুদার ও মেথর ইত্যাদি সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

চণ্ডীতলা থানায় জিয়াগলা, কৃষ্টরামপুর, ডানকুনি ও বেগমপুরে মেটার্নিটি খোলার আবশ্যকতা আছে—কিন্তু সরকার এ বিষয়ে উদাসীন।

Sir I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

শ্রীরামপুর হাসপাতালে রোগীর চাপ থাকায় একাধিক ডাক্তারের প্রয়োজন বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছে—কিন্তু সরকার এই বিষয়ে উদাসীন।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ঘাটাল মহকুমা হাসপাতাল শহরের বাহিরে স্থানান্তর করতে ও পূর্ণ সরঞ্জাম-সহ পরিপূর্ণ হাসপাতালে পরিবর্তন করতে সরকারের ব্যর্থতা। প্রতি মহকুমাতে এক্স-রে ব্যবস্থা প্রবর্তন।

Sj. Nagendra Dolui: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

দাসপুর থানার ৩নং ইউনিয়নের মকরামপুর গ্রামে হেল্থ সেন্টার করার জন্য ১৯৫১ সালে শশীভূষণ মণ্ডল টাকা ও জমি সরকারের কাছে জমা দিয়াছেন এ পর্যন্ত হেল্থ সেন্টার করা হয় নাই সরকারের এ সম্পর্কে অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবাংলার দুস্থ ও অশিক্ষিত অঞ্চলে হেল্থ সেন্টার স্থাপনে সরকারের ব্যর্থতা।

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the case of late Mrs. Malkani in S. S. K. M. Hospital.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the case of Sm. Sudharani Kashyabi in Eden Hospital.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about inadequacy of arrangement for rehabilitation and improvement of existing hospital.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Seth Suklal Karnani Memorial Hospital and the policy on which it is run.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about inadequacy of attention for organisation of anti-tuberculosis drive in our State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy of temporary services in medical organisations and inadequacy and lack of policy in remuneration of personnel temporary or permanent.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about inadequacy of attention to the non-official medical colleges, and hospitals.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Government-owned Radiology Department in medical colleges or otherwise.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about insufficient arrangement for treatment of cancer cases and cases requiring Ray Therapy free of charge, in poor and deserving cases.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Government policy to Homeopathy and Ayurved and Unani system.

Sj. Narendra Nath Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the grievances regarding Prankrishna Kumudamayee Health Centre at Tantisal under Khanakul police-station.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the site selection of Goghat thana health centre in Arambagh subdivision.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Government's failure to check up spreading of T. B. in this State.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about not posting a lady doctor in the Contai Government Hospital.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the miserable condition of A. G. Hospitals in the Contai subdivision.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the difficulties of patients for want of a waiting shed in front of the Contai Government Hospital.

Sj. Nripendra Gopal Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about general discussion and particularly about Jhargram Hopsital.

Sj. Probodh Dutt: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about its policy and about the failure of the Government to establish a Medical College in Bankura town after the abolition of the Medical School and to render adequate medical facilities for the treatment of T. B. patients of Bankura district.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to start construction work of the Sukdebpur union health centre within police-station Bishnupur district 24-Parganas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to start construction work of Chowkhala union health centre within police-station Budge Budge, district 24-Parganas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to start construction work of Telari union health centre within police-station Budge Budge, district 24-Parganas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to start the construction work of Bishnupur thana health centre within district 24-Parganas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to make repair works of Bishnupur A. G. Hospital within district 24-Parganas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to make arrangements for proper function of Regional Health Committees.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Government to take immediate step to open one health centre in each union within State of West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to open union health centre in each union within police-stations Budge Budge and Bishnupur, district 24-Parganas.

Sj. Raipada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the paucity of medical facilities in the country-side specially in the interior and remote villages of Malda.

Sj. Rakhahari Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the establishment of a Medical College at Bankura.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the apathy of the Government to render medical help at Bankura and the hardship arisen thereof.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the enforcement of Pauper Leper's Act at Bankura and to shift the leper patients of Bryon Leper Home to Gouripore Leper Colony.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the situation arising out of the stoppage of grants to Bankura Sammilani Hospital.

Sj. Madan Mohan Khan: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the establishment of a 200-bedded hospital at Contai with special beds for maternity and T.B. patients.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বাংলাদেশে টি, বি, রোগের বিস্তার অত্যন্ত ব্যাপক ও দ্রুতভাবে হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় আরও অনেক বেশী বেডস টি, বি, হসপিটালগুলিতে খুলিতে হইবে। এবং প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের সুবিধার জন্য সমস্ত হাসপাতাল ও হেল্‌থ সেন্টারগুলিতে যেখানেই ইলেকট্রিক কারেন্ট পাওয়ার সুবিধা আছে সেই স্থানেই গরীব লোকদের জন্য বিনা খরচে এক্স-রে করার জন্য এক্স-রে প্ল্যান্ট বসানো প্রয়োজন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গড়বেতা থানা মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের বিবৃতি হইতে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, ওই থানার গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত মজুর, সাঁওতাল ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে টি, বি, রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে, শুধু গড়বেতা অঞ্চলই নহে শালবনী, কেশপুর প্রভৃতি গরীব মানুষ প্রধান অঞ্চলেও এই রোগ বিশেষ করিয়া গরীবদের মধ্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে ডিগ্রীতে অবস্থিত বাগুর টি, বি, স্যানেটোরিয়ামএ বাহিরের রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করার জন্য অবিলম্বে একটি আউট-ডোর খোলা উচিত। ওই আউট-ডোরে গরীবদের বিনামূল্যে এক্স-রে করা ও বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এইরূপভাবে রোগ নির্ণয়ের ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ওই অঞ্চলের জন্য বিশেষ করিয়া বাগুর টি, বি, স্যানেটোরিয়ামএ না রাখিলে গ্রামাঞ্চলে বহুলোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে ও রোগও আরও বিস্তার লাভ করিতেছে ; ওইরূপ একটি আউট-ডোর খোলারও সব ব্যবস্থা ওই স্যানেটোরিয়ামএ সহজেই করা যায়। সুযোগ সুবিধা ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও একটি আউট-ডোর না খোলা সরকারী কাজের গাফিলতি।

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head

"38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and practice of the department with special reference to the inadequate medical facilities in rural West Bengal.

Dr. Saurendra Nath Saha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

রক্তের চাপ বৃদ্ধিজনিত রোগ প্রসারের হাত হইতে দেশ রক্ষার ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতা।

Sir. I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার অধীনে স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্বন্ধে সরকারের উদাসীনতা।

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and miserable condition of nurses—both staff nurse and trainee nurse.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মফঃস্বল অঞ্চলে সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir. I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কুষ্ঠ ও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ও দুঃস্থ রোগীরা শহরের ও পল্লীর রাস্তার পার্শ্বে পড়িয়া থাকিয়া রোগের বীজাণু ছড়াইতেছে ইহার প্রতিরোধ করিতে সরকারী ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গের দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য বিনা খরচায় বিচার ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sj. Sudhir Chandra Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

(১) এ, জি, [illegible] দুরবস্থা।

(২) কাঁথি সদর হাসপাতালে বিশ্রামাগার নির্মাণে ঔদাসীন্য:

Sj. Surendra Nath Pramanik: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of maintaining reservation for admission of the Scheduled Caste students in the Medical College.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to provide for proper equipments and considerable number of beds for cholera cases in health centres and for treatment of snake bites in rural areas.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about general policy.

Sj. Ambica Chakrabarty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the lack of any planned public health policy of the Government.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about general policy.

Sj. Amulya Ratan Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and formation of health centres and negligence in supplying drinking water in the district of Bankura.

Sj. Balailal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

থানা ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকারী ঘোষিত পরিকল্পনার শোচনীয় ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারী নীতির ব্যর্থতা এবং জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্বাধীনতা লাভের ৯ বৎসরের পরও পল্লীর জনসাধারণ পানীয়জলের অভাবে পচাজল, কর্দমাক্ত জল, নোনাজল পান করিয়া মৃত্যুর শিকার হইতেছে, ইহার দ্রুত প্রতিকারের জন্য সরকারের ঔদাসীনতা ও সহানুভূতিহীনতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কার্যে সরকারের অবাস্তব বুদ্ধি ও দলীয় রাজনীতি পরিকল্পনাকে দ্রুত কার্যকরী করার পক্ষে বাধা, ইহা অনুভব করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about রামনগর থানার লক্ষাধিক জনসাধারণের জন্য অদ্যাবধি কোন থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about পশ্চিমবাংলার জেলাবোর্ডসমূহের অধীনস্থ জনস্বাস্থ্য বিভাগকে সমস্ত কর্মচারীসহ পশ্চিম বঙ্গ জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে আনিয়া সমগ্র পশ্চিমবাংলাকে একটিমাত্র উন্নততর জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিতে সরকারী অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about পশ্চিমবাংলার শহর ও পল্লী অঞ্চলে যক্ষ্মারোগের ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতা নিবারণে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about পশ্চিমবাংলার পল্লীতে পানীয়জল সরবরাহকে জরুরী ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করিয়া এবং এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিয়া এক বৎসর বা দুই বৎসরের মেয়াদে প্রতি মহকুমায় মহকুমা শাসকের পরিচালনাধীনে স্থানীয় বিধানসভার সদস্য, ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য প্রতিনিধিস্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী সদস্যসহ প্রতি মহকুমায় একটিমাত্র পানীয়জল সরবরাহ কমিটি গঠন করতঃ প্রতি ৪০০ (চারিশত) জনের জন্য নূতন নলকূপ স্থাপন, পুরাতন নলকূপের সংস্কার, যেখানে নলকূপ কার্যকরী হয় না সেখানে নূতন পুষ্করিণী খনন বা পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার, কূপ খনন বা কূপ সংস্কার প্রভৃতি কার্যে কন্ট্রাক্টরী প্রথায় অর্থ অপচয় না করিয়া মহকুমা শাসকের দায়িত্বে ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এবং সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের সহযোগিতায় বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করিয়া বিশেষভাবে নলকূপ ও কূপ খনন বা সংস্কার ব্যাপারে সরকার কর্তৃক যাবতীয় সরঞ্জাম (মেটিরিয়ালস) সরবরাহ করিয়া এবং জনসাধারণকে কেবল শ্রমদানের জন্য উৎসাহিত করিয়া অল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ে যে এই পরিকল্পনার দ্বারা পশ্চিম বাংলার মর্মান্তিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহা গ্রহণ করিতে সরকারী অক্ষমতা।

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

এডাল ইউনিয়ন হেল্‌থ সেণ্টার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অযথা দেরী করা সম্পর্কে।

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সাধারণ নীতি এবং রাজ্যব্যাপী যক্ষ্মা ও ক্ষয় রোগ বিস্তার নিবারণে ও উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য ঔষধ ও হাসপাতালে শয্যা দিবার বিষয়ে রাজ্যসরকারের অক্ষমতা।

Sj. Dharani Dhar Sarkar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মালদহ জেলার গাজোল, বামনগোলা, হবিপুর এবং ওল্ড মালদহ থানার একশতটি গ্রামের প্রায় ৯০টি গ্রামেই পানীয়জলের কোন ব্যবস্থা নাই, ডোবা, পচা পুকুরের জল খাইয়া পশুর মত জীবনধারণ করিতে হয়, এই চারটি থানায় প্রতিটি গ্রামে একটি করে রিংওয়েল দিয়া কিম্বা যেখানে পুকুর আছে তাহা সংস্কার করিয়া পানীয়জলের ব্যবস্থা করিতে সরকারের অবহেলা।

Sj. Dhananjoy Kar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

আধুনিক চিকিৎসার সুযোগলাভে বঞ্চিত, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও সাঁকরাইল থানায় শিক্ষিতা ধাইয়ের অভাবে প্রতি বৎসর যে সমস্ত অঘটন ঘটিতেছে তাহার প্রতিকারকল্পে সরকারী প্রচেষ্টার অভাব।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পানীয়জলের, এমনকি শুষ্ক অঞ্চল হওয়ার জন্য সাধারণভাবে ব্যবহারের ও গরু, মহিষের খাওয়ার জলেরও বিশেষ অভাব থাকার কথা সরকারের জানা থাকা সত্ত্বেও, সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম ও গোপী-বল্লভপুর থানায় জলসরবরাহ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে সরকারের ঔদাসীন্য।

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পল্লী অঞ্চলে বিনামূল্যে পানীয়জল সরবরাহে সরকারী অক্ষমতা।

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take steps

to remove the jute godowns in the Manmatha Gangulee Road and Srish Chowdhury Lane in Tala (Belgatchia Constituency) which are a source of constant nuisance and threat to public health to the people of the locality.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take any step to lessen and eradicate the intolerable mosquito nuisance in the whole of the Belgatchia Constituency.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take steps to construct underground drainage system in the Belgatchia constituency within the Calcutta Corporation area.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take measures to provide proper sanitary facilities, pucca drainage system, street-lighting and adequate water-supply arrangements in the bustee areas of Calcutta and Howrah cities.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take adequate measures to check the rising incidence of tuberculosis among the inhabitants, particularly the children, of the Belgatchia Bustee in the Belgatchia constituency.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take suitable measures for the supply of sufficient drinking water in the Sinthee, Centre Sinthee, Ghughudanga, Chiriamore, Noongollah, Fulbagan, North Paikpara, South Paikpara, Sahid Colony and Aurobindo Colony areas of the Belgatchia constituency.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to bring in suitable legislation providing for deterrent punishment for adulteration of foodstuff and medicines.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to make suitable legislation making spitting on roads and public thoroughfares in the urban areas a punishable offence as have been done in some towns outside West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to organise extensive and effective propaganda in the town and rural areas of West Bengal on public hygiene and public health.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about non-serviceable tube-wells and wells in the thanas of Dantan and Mohanpur within district Midnapore.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Jyotish Joarder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about drinking water and drainage problem of the State particularly of Tollygunge area under the Government.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to sink tube-wells free of cost in those villages where Tribal Scheduled Castes and poor people live.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to sink tube-wells in each village within police-stations Sonarpur and Bhangore, district 24-Parganas.

Sj. Gangapada Kuar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure on the part of the Government to remove the chronic scarcity of pure drinking water in rural areas especially in the flood-affected unions of Keshpore and Debra police-stations in Midnapore.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and grievances.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Government to adopt adequate and effective measures to improve the condition of public health in West Bengal.

Dr. Jatish Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পল্লী জনস্বাস্থ্য বিষয়ে অপরাধজনক অবহেলা, পল্লী অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস এবং ভেজালহীন খাদ্য সরবরাহে সরকারের ইচ্ছাকৃত শৈথিল্য ও অক্ষমতা, ঘাটাল শহরে শিশুসদন ও প্রসূতি আগার স্থাপনে ইচ্ছাকৃত অবহেলা, স্থাপিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির দুর্নীতি দূরীকরণে অনিচ্ছা, চন্দ্রকোণা থানার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নার্সের বাসগৃহ তৈরী করিতে অনিচ্ছা ও অবহেলা।

Sj. Jyotish Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to make arrangement for sinking of tube-wells at least one in each village within police-stations Falta and Diamond Harbour.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the service conditions of persons employed under the Directorate in different health centres and other health schemes.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy adopted by the Government regarding the establishment of health centres and rural water-supply.

Sj. Kanai Lal Bhowmick: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কলেরা ও বসন্তের টীকা দেওয়ার ভার ইউনিয়ন বোর্ডগুলির হাতে ন্যস্ত করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

এ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার সর্বত্র পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন। এমনকি টিউবওয়েল, কুয়া প্রভৃতি তৈরীর জন্য স্থানীয় জনসাধারণকে অর্ধেক খরচ বহন করিতে বাধ্য করা হইতেছে। ফলে অনেক এলাকায় টিউবওয়েল, কুয়া প্রভৃতি স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য ডি-ডি-টি প্রয়োগ করার ব্যবস্থা এখনও সমগ্র পশ্চিমবাংলায় চালু করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন। তমলুক মহকুমার তমলুক থানায় এ পর্যন্ত ডি-ডি-টি প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। বর্তমানে যেভাবে ডি-ডি-টি প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহাতে কোন কাজ হইতেছে না।

Dr. Krishna Chandra Satpathi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

খড়্গপুর শহরে অবিলম্বে সরকারী ব্যয়ে প্রসূতিসদন স্থাপন একান্ত প্রয়োজন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

শিশুদের পুষ্টিহীনতা নিবারণকল্পে প্রতি ইউনিয়নে দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা আবশ্যক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্বাস্থ্যবিধি ও রোগ প্রতিরোধের নীতিশিক্ষা প্রচার স্বাস্থ্য পরিদর্শক কর্মচারিগণের অন্যতম কর্তব্যে পরিগণিত করিয়া ভ্রমণ তালিকায় সপ্তাহে কয়েকটি দিন নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর (লোক্যাল), নারায়ণগড় ও কেঁপিয়াড়ী থানার অধিকাংশ অধিবাসী অতি দরিদ্র বিধায় সরকারী ব্যয়ে নলকূপ, কূয়া আদি দ্বারায় পানীয়জল সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পল্লী অঞ্চলে সবকারী ব্যয়ে আবশ্যকমত পানীয়জল সরবরাহের জন্য নলকূপ, কূয়া খনন করা আবশ্যক।

Sj. Lalit Kumar Sinha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ক্যানিং থানার নলকূপের স্থান নির্বাচনে আলিপুর মহকুমা হাকিম ও মণ্ডল কংগ্রেসের সম্পাদক একজোট হইয়া জন-প্রতিনিধিদের অগ্রাহ্য করিয়া পেটোয়া লোকেদের সন্তুষ্ট করার জন্য যথেচ্ছ-ভাবে নলকূপ বসাইবার ফলে গরীব জনসাধারণের পানীয় জলের সমস্যা শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে।

Sj. Madan Mohon Khan: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about to start leprosy control scheme at Midnapore town police-station and rural water-supply.

Sj. Madan Mohan Saha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গের অকেজো টিউবওয়েলগুলি কার্যকরী করিতে সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গে যক্ষ্মা অসুখ নিরোধে সরকারী ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জনস্বাস্থ্য বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মাতৃসদন ও শিশুসদন স্থাপনে সরকারী পরিকল্পনার ব্যর্থতা।

Sjkta. Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of Government to provide the people of Kasba-Tiljala areas with essential requirements of public health.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে পানীয়জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণে নলকূপ বসানো, কূপ খনন, পুষ্করিণী সংস্কার এবং কাটা বোরিং সিসটেম ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের ঔদাসীন্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগগুলিকে নিবারণকল্পে প্রতি ইউনিয়নে ইউনিয়নে চিকিৎসক স্কোয়াড স্থায়ীভাবে রাখিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে প্রতি ইউনিয়নে হেল্‌থ সেন্টার খুলিবার প্রোগ্রামকে কার্যকরী করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

হুগলী জেলার মাখলা ন'পাড়া ইউনিয়ন ও সমগ্র চণ্ডীতলা থানায় প্রতি বৎসর ভয়াবহ জলকষ্ট দেখা দেয়, তাহা নিবারণকল্পে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জনস্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারী খরচে স্থানীয় জনসাধারণের সর্বদলীয় কমিটির মাধ্যমে প্রচার চালাইতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কোন্নগর, কোতরং ও উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডগুলি স্থানীয় অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে একান্ত বিপদজনক ইহা সরকারকে পুনঃ পুনঃ জানান সত্ত্বেও কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

দাসপুর থানার ৩, ৪, ৫নং ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য টাকা জমা নেওয়া সত্ত্বেও এগুলি স্থাপন করতে সরকারের চরম অবহেলা ও ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপনে শম্বুকগতি।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

টি, বি, রোগের বিস্তার রোধ করতে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পানীয়জল সরবরাহের অব্যবস্থা।

Sj. Nalini Kanta Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to prevent epidemic in Kulpi and Mathurapur thanas in 24-Parganas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to establish union health centres in Kulpi thana, 24-Parganas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about inadequate provision for rural water-supply in Kulpi thana in 24-Parganas.

Sj. Narendra Nath Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the grievances of the workers engaged in spraying D.D.T. to control malaria.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the grievances of Subdivisional Health Officers of this State.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about not introducing any scheme for segregating T.B. and leprosy patients and their preventing infection.

Sj. Probodh Dutt: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to put check on the spread of the fell diseases such as tuberculosis, leprosy, etc., in the district of Bankura.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the necessity of much more health centres, maternity homes and child welfares in the rural areas of Bankura district.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about its policy and about water-supply in rural areas in Bankura district.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to make arrangement for the proper function of the Rural Water-supply Committee in the district of 24-Parganas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to make arrangement to sink at least one tube-well in each village within police-stations Budge Budge and Bishnupur, district 24-Parganas.

Sj. Raipada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to check spurious drugs.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

the woeful paucity of hospital facilities for the treatment of T.B. patients, a terrible and ever-increasing menace to society.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the inadequacy of rural water-supply in the villages of the district of Malda.

Sj. Rakhahari Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about leprosy and means to fight it at Bankura.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to prevent adulteration of food.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the negligence and failure of the Government to supply drinking water to the people of rural areas.

Sj. Rameswar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39 Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about taking more effective steps for control of malaria.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the sinking of a tube-well in the Civil Court compound at Contai.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about
গড়বেতা থানার বেশীর ভাগ অঞ্চলে পানীয়জলের অভাবের বিষয় সর্বজনবিদিত। অথচ এই থানার বেশীর ভাগ অঞ্চলে আজও পানীয়জলের অভাব দূর না করিতে পারা সরকারী নীতি ও কাজের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। অবিলম্বে এই থানার ১নং, ২নং, ২৮নং, ২০নং, ১৯নং, ২১নং, ২২নং, ২৩নং, ২৪নং, ২৫নং, ৯নং, ১০নং, ১১নং, ১৫নং, প্রভৃতি তীব্র পানীয় জলাভাবের অঞ্চলগুলিতে টিউবওয়েল, কূয়া অথবা ইঁদারা খনন করিয়া পানীয় জলের অভাব দূর করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত শালবনী ও কেশপুর থানার বিশেষ বিশেষ পানীয়জলের অভাবের অঞ্চলগুলিতে পানীয়জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about
সরকারী হিসাবেই দেখা যায় যে, মেদিনীপুর জেলার মধ্যে শালবনী থানা এলাকায় কুষ্ঠ রোগের বিস্তার অতি দ্রুত হইতেছে এবং ইহার ফলে পার্শ্ববর্তী থানা গড়বেতা, কেশপুর, সদর অঞ্চলেও এই রোগ বিস্তার লাভ করিতেছে। শালবনীতে কোন কুষ্ঠ হাসপাতাল না করায় সরকারী নীতির

ব্যর্থতাই প্রকাশ পায়। অবিলম্বে শালবনী থানা এলাকায় ১টি কুষ্ঠ রোগের হাসপাতাল খুলিতে হইবে। ওই হাসপাতালের সমস্ত বেডগুলিই ফ্রী বেড হিসাবে রাখিতে হইবে এবং সদর, গড়বেতা ও কেশপুরে ব্যাপকভাবে কুষ্ঠ রোগ চিকিৎসা কেন্দ্র খুলিতে হইবে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ইউনিয়ন ও থানা হেল্‌থ সেন্টারগুলির ডাক্তার ও অন্যান্য সমস্ত কর্মচারীদের চাকুরী আজও স্থায়ী চাকুরী হিসাবে সরকার গ্রহণ করেন নাই, উহাদের চাকুরী অস্থায়ী চাকুরী হিসাবে গণ্য করা হয়। আর কালবিলম্ব না করিয়া উহাদের সকলের চাকুরীকে স্থায়ী সরকারী চাকুরী হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

Sj. Nagendra Dalui: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলার বহু অঞ্চলে বিশেষকরে তপশীল আদিবাসী অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থায় সরকারী ব্যর্থতা।

Dr. Saurendra Nath Saha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সন্তানসম্ভবা নারীর ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সরকারের উদাসীনতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বন্ধ করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গ্রামাঞ্চলে যক্ষ্মা রোগ প্রসারের হাত হইতে রক্ষায় সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহে সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and practice of the department.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানায় বসন্তের টিকা দেবার সরকারী ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, সরকারী কর্মচারীদের খবর দেওয়া সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে তাহারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে টিকা দিতে যায় না। দেখা যায় গত কয়েক মাস পূর্বে গড়বেতা ২৪নং ইউনিয়নের কোন কোন গ্রামে বসন্ত রোগ দেখা যায়, কিন্তু খবর দেওয়া সত্ত্বেও ওই অঞ্চলে টিকা দেবার কোন ব্যবস্থা নাই। ইহা সরকারী কর্তৃত্বের ব্যর্থতা। গড়বেতার গ্রামাঞ্চলে প্রতি বছর নিয়মিত টিকা দেবার জন্য আরও বেশী টিকাদার নিয়োগ করা উচিত, বিশেষভাবে ওই সব টিকাদারদের একই কেন্দ্রে না রাখিয়া থানার বিভিন্ন কেন্দ্রে রাখা উচিত।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about এখনও পর্যন্ত কেশপুর ও শালবনী থানা এলাকার মধ্যে কোন হাসপাতাল না করা সরকারী নীতির ব্যর্থতার পরিচয়। কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে ওই দুইটি থানায় দুইটি ৫০ বেডের থানা হেল্‌থ সেন্টার খোলা প্রয়োজন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about গড়বেতা শহরে যে থানা হেল্‌থ সেন্টার আছে, তাহার সহিত জরুরী প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও একটি এ্যান্টি-নেটাল হোম না করায় সরকারী নীতির ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অবিলম্বে ওই হাসপাতালের সংলগ্ন একটা এ্যান্টি-নেটাল ট্রিটমেন্ট হোম খোলা আশু প্রয়োজন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about ৩০টি ইউনিয়নযুক্ত বাংলা দেশের বৃহত্তম গড়বেতা থানায় একটিমাত্র থানা হেল্‌থ সেন্টার ব্যতীত আর কোন ইউনিয়ন হেল্‌থ সেন্টার না করা সরকারী নীতির ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। বর্তমানে অত্যন্ত জরুরী কারণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী, গড়বেতা থানার ২নং, ৭নং এবং ১০নং ইউনিয়নে এবং গোহালতোড় ও চন্দ্রকোনা রোডে ইউনিয়ন হাসপাতাল স্থাপন করিতে হইবে। ইহা অত্যাবশ্যক ও জরুরী।

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and insufficient fund, failure of Government to remove the khatals from 17 Balai Sinha Lane under Calcutta Corporation, failure of Government to check epidemic diseases particularly cholera in Sundarban area.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about conditions of service of work-sarkars, now termed as work assistants, under Public Health Engineering Department and corruption prevalent in the department.

Sj. Subodh Choudhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a dicussion about the policy of the Government regarding non-matric non-registered compounders.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to fix a wage scale to the staffs of rural health centre.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy of the Government in rural water-supply.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the condition of the health centres.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা থানার অন্তর্গত বাঁড়ুযোর হাটস্থিত টিউবওয়েলটি ও অন্যান্য বহু টিউবওয়েল যাহা ইংরাজ সরকারের আমলে স্থাপিত হইয়াছিল, এইসমস্ত টিউবওয়েলগুলি মেরামত করিয়া কার্যকরী রাখিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা অঞ্চলে ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ব্যাপকভাবে ক্ষয়রোগ দেখা দিয়াছে। ইহার প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা অঞ্চলের ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণের জনস্বাস্থ্য রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা অঞ্চলের বাঁড়ুযোর হাটে ও পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের অন্যান্য হাটে বাজারে ও দেবতার স্থানে পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায়, হাজার হাজার যাত্রীরা ও ক্রেতারা হাটে বাজারে ও দেবতার স্থানে আসিয়া তৃষ্ণার্ত হইয়া ও দূষিত জল পান করিয়া নানা রকম সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেছেন। ইহার প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা অঞ্চলে ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sj. Sudhir Chandra Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ও জল সরবরাহ নীতি।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

১। কাঁথি থানার অন্তর্গত নাচীন্দায় নলকূপ না দেওয়ায় জনসাধারণের দুর্গতি।

২। গ্রামাঞ্চলের যক্ষ্মারোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহের অব্যবস্থা।

৩। বসন্তিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনে সরকারের ঔদাসীন্য।

Sj. Surendra Nath Pramanik: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the criminal negligence on the part of the State Government in establishing thana and union health centres in Keshiary and Narayangarh police-stations of Midnapore where there is not a single health centre for the free treatment of the poor villagers of the area.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and non-establishment of the thana health centre and union health centres in Ketugram thana.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take up any effective scheme for rural water-supply and sanitation for maternity and child welfare in rural areas.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about inadequate arrangement for health centres and excessive demand for public contribution for setting up of health centres.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about inadequate arrangement for prevention of epidemics.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about inadequate mobile units in rural areas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about inadequate water-supply in rural areas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about general policy.

[4—4-10 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় যে কথাগুলো বললেন এবং যে গ্রান্ট তিনি চেয়েছেন, তার মধ্যে আমি কতকগুলো কাটমোসান দিয়েছি। প্রথমেই আমি বলবো স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় চান যে, দেশের মধ্যে এক রকম

Standard of Medical Education

থাকবে, আর লাইসেন্সিয়েট যাতে না হয়, সেজন্য স্কুলগুলিকে সমস্ত তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাঁকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে কুলীন অর্থাৎ এম, বি, এবং ভঙ্গ অর্থাৎ লাইসেন্সিয়েট এদের মধ্যে পার্থক্য যখন তুলে দিয়ে সবাইকে কুলীন করা হচ্ছে কিন্তু তখনও এর মধ্যে ভঙ্গ গোষ্ঠি রয়ে গেছে। তারা হচ্ছেন স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটী—এম, এম, এফ। এম, এম, এফ, বলে যে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাতে তাদের কিছুই আলাদা করে পড়ান হয় না, তাদের কিছুই পৃথক কোর্স নেই শিক্ষা দেবার। আমরা প্রস্তাব করছি যে, ইউনিফিকেশন অব ষ্ট্যান্ডার্ড করতে গেলে এই এম, এম, এফ, ব্যাপারটা য়্যাবলিশ করা প্রয়োজন। এবং এটা করবার মালিক যারা, তাদের মধ্যে গভর্নমেন্টের লোকও আছেন। তাঁরা আইন প্রণয়ন করে এ কাজ করতে পারেন। এখানে মেজরিটি থাকলেই সব হয়। আমি শুধু এইটুকুনই বলছি যে, এই ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটী থাকবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের পড়ান হয় না, কোন রকম শিক্ষা দেবার কোর্সও তাদের নেই। সম্প্রতি

West Bengal Medical Council

এ গিয়ে যা শুনলাম এবং দেখলাম যে এই ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটীর অফিস থেকে কিছু ভুয়া সার্টিফিকেট বেরিয়েছে। সেখান থেকে মিথ্যে সার্টিফিকেট নিয়ে কি করে যে ডাক্তার হয়ে গেল, তা আমি বুঝি না, অতএব সে বিষয়ে তিনি যেন অনুসন্ধান করেন। এই ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটীকে তুলে দেওয়া ভাল, কারণ তার যে প্রিন্সিপল এবং নীতি যে একরকম ষ্ট্যান্ডার্ড অব মেডিক্যাল এডুকেশন থাকবে তাতে এই মেডিক্যাল ফ্যাকালটী রাখবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এটা থাকাতে মিথ্যা খরচ হয়, তার মধ্যে চুরি জোচ্চুরী হয়, ঘুস নেওয়া হয় এবং মিথ্যা সার্টিফিকেট সেখান থেকে বের হয়।

দ্বিতীয় জিনিষ, আমি মফঃস্বল মেডিক্যাল কলেজ সম্বন্ধে বলব। আপনারা জানেন যে, ভোর-কমিটির রেকমেন্ডেশনএ একথা বলেছে যে, শুধু সহরের মধ্যেই মেডিক্যাল কলেজ থাকবে না, সহরের বাহিরেতেও মেডিক্যাল কলেজ হবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল য়্যাসোসিয়েশনও এই ভোর-কমিটির রেকমেন্ডেশন মেনে নিয়েছিলেন এবং তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ও ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল য়্যাসোসিয়েশনএর মধ্যে ছিলেন। বাহিরে মেডিক্যাল কলেজ করার ব্যাপারে দেখুন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বেশ এটা আছে। যেমন বিহারে দুটোর মধ্যে একটা পাটনায় আর একটা দারভাঙ্গায়। মাদ্রাজ সিটিতে মাত্র দুটি মেডিক্যাল কলেজ, আর বাদ বাকি সব বাহিরে, বোম্বে, ইউ, পিতেও তাই, কিন্তু একমাত্র এই পশ্চিমবাংলায় আমরা দেখছি যে, এই চারটি মেডিক্যাল কলেজকে আঁটি বেঁধে কোলকাতায়

রাখা হয়েছে। তার ফলে কি হচ্ছে? না, বাংলাদেশের সমস্ত ছেলেকে কোলকাতায় এসে মেডিক্যাল কলেজে পড়তে হয়। এরজন্য অনেক পয়সার খরচা আছে এবং তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, স্থানীয় অবস্থার মধ্যে যদি তারা ফিরে যায় এবং স্থানীয় যে অবস্থার মধ্যে চিকিৎসা করতে হয়, কোলকাতায় বসে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা থাকে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এবং বলবেনও সেই কথা যে আমাদের আর ডাক্তারের দরকার নেই এবং যদি তাই ধরে নেওয়া যায় যে, আমাদের বাংলাদেশে আর ডাক্তারের দরকার নেই, তাহলে এটা তাঁর স্বীকার করা উচিত যে, মেডিক্যাল কলেজের যে অবস্থা হয়েছে তাতে ডিসপারশ্যাল স্কিমএর মতন ডিসেন্ট্রালাইজেশন করা উচিত। স্পীকার মহাশয়, আপনি মেডিক্যাল কলেজে নিজে গিয়ে একবার দেখে আসবেন এবং তাতে মনে হবে যে সেটাকে একটা "থাটাল রিমুভাল স্কীমে"র মধ্যে দেওয়া উচিত ছিল। তার কারণ হচ্ছে যে, সেই টিচিং ইনস্টিটিউশনএ রুগীর চারিধারে ছাত্র নিয়ে ক্লিনিক দেবার মতন অবস্থা নেই। কারণ একটা রুগীর এবং আর একটা রুগীর মাঝখানে বার ইঞ্চি থেকে চোদ্দ ইঞ্চি স্পেস, সেখানে ছেলে দাঁড়াতে পারে না। অতএব যদি তাঁরা মনে করেন যে, মেডিক্যাল কলেজের চারটির বেশী দরকার নেই, তাহলে আমি অনুরোধ করবো যে, কোলকাতার এবং অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজের য়্যাডমিশন কমিয়ে দিয়ে মফঃস্বলে মেডিক্যাল কলেজ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ সেখানে কলেজ হলে তাদের সুবিধে হবে এবং এখানে যা হয় তা আপনারা গিয়ে দেখে আসবেন যে, বেঞ্চির উপর ছেলে দাঁড়িয়ে এবং ৪।৫ রো একটা বেডের চারিধারে ৭০ থেকে ৭৫ জন ছেলে ক্লিনিকস শুনছে। এতে লেখাপড়া হতে পারে না, কারণ বেডসাইড ক্লিনিক হচ্ছে, প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং এবং সেই রুগীর গায়ে হাত দেওয়া, তাকে পালপেট করা, ষ্টেথিসকোপ দিয়ে দেখা প্রভৃতি সমস্তই ছাত্রদের করতে হয়। তা না করে রেডিওতে বসে তার মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা কি হতে পারে? তার জন্যে আমি অনুরোধ করব যে আপনি এটা চিন্তা করে দেখবেন যে, কোলকাতায় চারটি মেডিক্যাল কলেজ করে এবং প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজে ১৩০।১৩৫।১৫০ করে ছেলে যায় এবং তারপরেও কনডেন্সড এম, বি,- গোদের উপর বিষফোঁড়া। কনডেন্সড এম, বি, ছেলে আছে, ফেল করা ছেলেদেরও ট্রেনিং আছে, ইত্যাদি, থাকার ফলে একটা বট্‌ল-নেক অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। এটাতে মেডিক্যাল ট্রেনিং হচ্ছে না একটা আই ওয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য আমি বলব যে, এইসব কলেজ খালি থাক, ডাক্তারের দরকার নেই। কারণ যে ডাক্তার তৈরী করছেন, তাতে এই রকম করে আনট্রেনড ডক্টর তৈরী করবেন না। অতএব বাহিরে মেডিক্যাল কলেজ করুন এবং তাতে স্থানীয় লোকের উপকার হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন, তাতে বলেছিলেন যে, কোলকাতার কনজেশন বাড়িও না। কারণ হাসপাতালগুলো সব ওভার-ক্রাউডেড। কেন ওভার-ক্রাউডেড হবে না? অতএব আপনারা মেডিক্যাল কলেজ বাহিরে করেন। তাহলে দূরের যারা কঠিন রোগে ভোগা পেসেন্ট তারা এখানে আসবে না। আমি এর আগেও বলেছিলাম যে, জলপাইগুড়িতে যে একটা মেডিক্যাল স্কুল ছিল এবং সেখানে সার্জারির প্রফেসর ছিল। কিন্তু এখন সেখানে যে একজনকে রেখে দিয়েছেন তিনি হয়ত ফিজিসিয়ান বলে ছুরি ধরতে জানেন না। তার ফলে ষ্ট্রাংগুলেটেড হার্নিয়া জলপাইগুড়ি থেকে আসবার সময় ট্রেনে মারা যাচ্ছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া থেকে আসবার সময় কঠিন রোগে ভোগা রুগী ট্রেনে মারা যাচ্ছে। সুতরাং এটা যে কি পন্থা, কি নীতি, আমি সেটা বুঝতে পারি না। কিন্তু ধরুন বাঁকুড়াতে যে মেডিক্যাল স্কুল ছিল, সেটাকে ইউনিভারসিটি য়্যাফিলিয়েশন দিয়েছিলেন, তবুও যে কোন কারণেই হোক তার এ্যাসেট পর্যন্ত স্থানান্তর এবং হস্তান্তর করবার সিদ্ধান্ত মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট করেছিলেন। কিন্তু তা পারে নি—হয়ত আইনে আটকে গেছে। কিন্তু সেই বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলটাকে যদি কলেজ করা হত তাহলে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বীরভূমের কিছু জায়গার রুগী সেখানেই যেতে পারত এবং কোলকাতায় তারা আসত না। তেমনি জলপাইগুড়িতে যদি মেডিক্যাল কলেজ হত, তাহলে উত্তরবঙ্গের অনেক লোকের উপকার হত এবং সেখানকার রুগীকে তাহলে কোলকাতায় আনতে হত না। বর্ধমানের মেডিক্যাল স্কুলটাকে যদি আপগ্রেড করে কলেজ করা হত, তাহলে কোলকাতার মেডিক্যাল কলেজের কনজেশন কমে যেত এবং সমস্ত প্রদেশের মধ্যে তাহলে

একটা এফিসিয়েন্ট মেডিক্যাল হেল্প এবং মেডিক্যাল টিচিংটা হত। সুতরাং এটাকে চিন্তা করে দেখবেন এবং আমার মনে হয় এতে নিশ্চয় কারুর দ্বিমত হতে পারে না। কারণ এর মধ্যে স্বাস্থ্যনীতি ছাড়া রাজনীতির কথা আসে না। তারপরে যে স্কুলগুলি ছিল, তাদেরও কিছু ইকুইপমেন্ট ছিল তাতে ভোর-কমিটির রেকমেন্ডেশন নিয়ে প্রথম হোক, দ্বিতীয় হোক, পঞ্চম হোক—জানি না কতগুলি পরিকল্পনা হবে—এগুলোকে যদি আপগ্রেড করে কলেজ করা হত, তাহলে ব্যয় কম হত, কারণ সেখানে সেই স্কুলের কিছু কিছু ল্যাবরেটরি ছিল, ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি সমস্তই ছিল। ফলে সেই মেডিক্যাল স্কুলগুলি যদি আপগ্রেডেড হয়ে মেডিক্যাল কলেজ হয়ে যেত, তাহলে তাতে স্থানীয় লোকের সুবিধা হত। এছাড়া আর একটা মস্ত বড় জিনিষ হচ্ছে যে, আমাদের দেশে সুন্দরবন অঞ্চলে যে সমস্ত রোগ আছে, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে সেইসব রোগ হয়ত নেই, অতএব সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে যদি সেখানকার ছেলেরা লেখাপড়া শিখত, তাহলে লোকাল প্রবলেম ও লোকাল ডিসিস সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল হতে পারত, কিন্তু আমাদের শুধু ইংরাজী টেক্সট বুক পড়ে, সেইসব বিষয়ে অসুবিধা হয়। অর্থাৎ টাইফয়েডের ডায়েট বলি, যেমন বিফ টি খাব, এবং তাতে আমাদের যে অবস্থা হয়, যে অন্য দেশের খাদ্য যেমন আমাদের দেশে চলে না। তেমনি একই দেশের মধ্যে (ভারতবর্ষ একটা সাব-কন্টিনেন্ট) এক জায়গার ট্রেনিং অন্য জায়গায় হয়ত সেটা খাপ খায় না—সেজন্য সেটার প্রতি আমাদের নজর রাখতে হবে।

তারপরে আমি

new set-up of the Medical College

সম্বন্ধে বলব। এটা একটা অদ্ভুত বলে এটাকে আমরা নিউ সেট-আপ না বলে বলি নিউ আপ-সেট। তার কারণ হচ্ছে এই যে, আপনাদের স্মরন থাকতে পারে, আমি তখন এখানে ছিলাম না যখন নিউ সেট-আপ হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল যে, শিক্ষার উন্নতি হবে, মাষ্টাররা আরও ছাত্রদের ক্লোজার কন্টাক্টএ আসবে এবং পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিংএ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কাজ করবেন এবং রিসার্চ করবেন। সেজন্য আমি এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করব যে, তিনি তাঁর উত্তরে আমাদের জানাবেন যে, এই ৪½ বছরের মধ্যে কতগুলি পেপার এবং তার যে কি কাজ হয়েছে, তার একটা ফিরিস্তি দেবেন। তখন বলা হয়েছিল যে, ডিরেক্টররা প্র্যাকটিস করবেন না, তাঁরা কিউবিকল প্র্যাকটিস করবেন—মেডিক্যাল কলেজের ভেতরে কিউবিকল তৈরী করা হবে এবং সেখানেই প্র্যাকটিস হবে। সেজন্যে এই নিউ সেট-আপ-তে মোটা টাকা খরচ করা হল, কিন্তু হল কি? ছেলেদের সঙ্গে কি ক্লোজার কন্টাক্ট হয়েছে? কিন্তু আমি বলব যে, সেখানে ক্লোজার কন্টাক্ট হবে কি করে? কারণ সেখানে যদি ছেলে বেড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সেখানে কন্টাক্টটা তার আরও ফার্দার য়্যান্ড ফার অফ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় জিনিষ হচ্ছে যে, সেখানে এই ৪½ বছরের মধ্যে কিউবিকল তৈরী হল না, অতএব তিনি যেমন মেরিলি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন, তেমনিই করে যাচ্ছেন। অতএব এই জিনিস তাঁদের নিউ সেট-আপএর মধ্যে হওয়াতে টাকা হুড়হুড় করে খরচা হয়ে গেল এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে নিউ সেট-আপ হল, সেই নিউ সেট-আপ যে কোথায় চলে গেল, তার কোন ঠিক নেই। এই প্রসঙ্গে বলব যে, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজেও নিউ সেট-আপ করবার কথা ছিল এবং বলেছিলেন যে সেখানে এটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখবেন। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টএর যা রেজাল্ট হয়েছে, তাতে ওঁদের এখন ক্যান্ডিডলি বলা উচিত যে, এইসব আর করব না। কিন্তু সেখানে শিক্ষক এবং অনারারী ভিজিটিং অফিসারস ইত্যাদি, যাঁরা আছেন, তাদের বর্তমান য়্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে সিক্স মান্থসএর জন্য

or the New Set-up whichever is earlier,

সত্য কথাই বলে দিন না যে, নিউ সেট-আপ তাঁরা করবেন কি না, তানা ছয় মাসের পর ছয় মাস করে তাদের ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে—তাঁরা কি দিন মজুরী করছে না কি? তাঁরা জানেন না যে ছয় মাস পরে তাঁদের কি অবস্থা হবে। কারণ কার ভাগ্নে ভাইপো আছেন, যিনি বিলেত থেকে পাশ করে এসে বা এখানে থেকে একটু ইনফ্লুয়েন্স করে, সেখানে ঢুকে পড়লেন।

সুতরাং এতে কি লেখাপড়ার উন্নতি হবে, না, লেখাপড়া নিয়ে ছেলেখেলা করা হচ্ছে, নিউ সেট-আপ নিয়ে? অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে বিবি বড় হতে হতেই সাহেব গোরে গেল।

[4-10—4-20 p.m.]

দ্বিতীয় কথা আমি কার্নানী হাসপাতাল সম্বন্ধে বলব।

Post-graduate Medical Institution.

মন্ত্রীমহাশয় জানেন, ডি, পি, আই, একজন সিন্ডিকেটের মেম্বর, তিনিও জানেন, তিনি রাইটার্স বিল্ডিংসএ থাকেন, এ'দের হচ্ছে ক্যাবিনেট অব জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি, এটা আমি ধরব না যে তাদের ভাসুর ভাদ্দরবৌ সম্পর্ক, যে এক মিনিষ্টার সঙ্গে আর এক মিনিষ্টার কোন সংযোগ নেই। তা হতে পারে না। ইউনিভার্সিটির রেগুলেশনএ লেখা আছে যে,

Postgraduate medical examination will be held by the Calcutta University.

আপনারা সকলেই জানেন যে স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এটা করেছিলেন। আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম, এ, পড়ান হত, সেটা তিনি উঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেই রকম পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন ও ইউনিভার্সিটি য়্যাটমোসফিয়ার ছাড়া হতে পাবে না। কিন্তু এখানে ও'দের কি বুদ্ধি ঢুকেছে জানি না, যার ফলে ও'রা কার্নানী হাসপাতালকে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউশন করছেন। কিন্তু সি, আর, রেড্ডির মত

educationist,—who comes second to Sir Ashutosh from the point of view of education

তিনিও বলে গিয়েছিলেন যে,

'medical education is education after all',

এবং সেই এডুকেশন নিয়ে ডিল করবে স্পেসিয়ালিষ্ট। অতএব

Writers' Buildings cannot arrogate to themselves the role of specialists in education, University

ই হচ্ছে প্রপার বডি এবং সেই এডুকেশনটাই তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। গভর্নমেন্ট দেখান যে, জগতের মধ্যে কোন জায়গায় আছে যে, গভর্নমেন্ট পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন কন্ট্রোল কোরে নিজের হাতে রেখেছেন। বরং আপনারা টাকা দিন, রিসোর্সেস দিন, এবং সমস্ত ফেসিলিটিজ ইউনিভার্সিটির হাতে দিন, আর গভর্নমেন্ট যখন নিজে গ্রান্ট দেন, সেখানে তখন যদি দেখেন কিছু অন্যায় হচ্ছে, তাহলে নিশ্চয় চোখ রাঙাতে পারেন। কিন্তু কার্নানীতে হাসপাতাল হল, এবং সেখানে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশনও হবে। এখন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশনএ অনেক সাবজেক্ট আছে,

Medicine, Surgery, Midwifery

ইত্যাদ। কিন্তু প্রথম পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট করা হোল য়্যানেস্থেসিওলজি, অর্থাৎ ঘোড়া গেল, গাড়ী গেল, কিন্তু চাবুক আগে তৈরী হল এবং এইটাই হল

medical wisdom of the Bengal Government.

আমরা জানি সার্জারিতে য়্যানেস্থেসিওলজি আছে। এবং মন্ত্রীমহাশয়ও বলবেন যে মফঃস্বলে যখন অপারেশন হয়, তখন য়্যানেস্থেসিয়াকে কি ইমপর্টেন্স ও'রা দেন? এটা একটা বেআইনী কাজ এবং এটাই গভর্নমেন্ট করেন। একটা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ

medicine, surgery and midwifery

আসবার আগে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট হল। এটা কেন হল তার কারণ হচ্ছে, য়্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে। য়্যাপয়েন্টমেন্ট করার ব্যাপারে আমাদের জন্য গভর্নমেন্টের তিন রকম পন্থায় য়্যাপয়েন্টমেন্ট করছেন—

(1) through Public Service Commission, (2) through Private Service Commission and (3) through extraterritorial private service commission.

এই তৃতীয় পন্থায় ঐ লোকের য়্যাপয়েন্টমেন্ট হল। আপনারা জানেন যে, শ্রীসুখলাল কার্নানী হাসপাতালে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, কিন্তু আমি মন্ত্রীমহাশয়ের অবগতির জন্য এবং বন্ধুদের অবগতির জন্য আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি যে, সেখানে এখনও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের জন্য একটা ল্যাবরেটারী তৈরী হয় নি, ল্যাবরেটারী ইকুইপমেন্ট হয় নি, টেকনিসিয়ান নেই; অথচ মোটা মোটা মাহিনা দিয়ে আগে থাকতেই য়্যাপয়েন্টমেন্ট সব হয়ে গেল। তারপর আপনাদের জানাচ্ছি যে, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন সাকসেসফুল করতে হলে আগে চাই (1) trained Director, (2) trained Technician, (3) well-equipped department and (4) Reference Library.

এই যে চারটে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন—এর কোনটা এ'দের আছে? (শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ পালঃ দশরথ কোথায়?) দশরথ উনি নিজেই। য়্যানেস্থেসিওলজির যে ব্যাপারটা সেখানে রয়েছে, সে একটা কেলেঙ্কারীর ব্যাপার হয়েছে। কেন না, য়্যানেস্থেসিওলজির কোন জিনিষ হল না এবং তার জন্য কি হয়েছিল, সেসব একেবারে তারিখ দিয়েই বলে দিচ্ছি। য়্যানেস্থেসিওলজির রেগুলেশন ইউনিভার্সিটি তৈরী করেছিল এবং গভর্নমেন্ট সেটা য়্যাপ্রুভ করেন ১০ই অক্টোবর, ১৯৫৩ সালে। অথচ ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে অর্থাৎ তিন মাস আগে গভর্নমেন্ট এই বলে একটা য়্যাডভার্টাইজমেন্ট করলেন

'Applications are invited for admission to the course of anaesthesiology of the Calcutta University'

অতএব এতে লোকে বুঝুন যে, এটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিই করছে। এই যে য়্যাডভার্টাইজমেন্ট হল, এর মানে হচ্ছে যে, রাম না হতেই রামায়ণ; অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির রেগুলেশন তৈরী হয় নি, য়্যাপ্রুভড হয় নি, অথচ সেখান থেকে য়্যাডভার্টাইজমেন্ট করা হল যে, এখানে য়্যানেস্থেসিওলজির কোর্স হল; কিন্তু আসলে সেখানে য়্যাফিলিয়েশনই পান নি। এখানে ইউনিভার্সিটি য়্যাক্টএ আছে এবং ষ্ট্যাটিউটও আছে। ১৪৪ পাতার ৬নং রুল পড়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, যদি কোন ইনষ্টিটিউশন য়্যাফিলিয়েশনএর পূর্বে ছাত্র ভর্তি করে, তাহলে that institution stands to be disaffiliated.

তিনি জানেন যে তাঁদের লোক ইউনিভার্সিটিতে আছেন, কিন্তু তা সত্বেও সেখানকার য়্যাফিলিয়েশন চেয়ে পাঠালেন না। কবে চেয়ে পাঠালেন? না, এপ্রিল ১৯৫৪তে।

[At this stage the blue light was lit.]

আমার আরও ১৫ মিনিট সময় চাই। সেই সময় য়্যাফিলিয়েশনএর জন্য য়্যাপ্লিকেশন করা হল, অথচ ছেলে ভর্তির জন্য য়্যাডভার্টাইজমেন্ট হল জুলাই, ১৯৫৩তে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোন রেগুলেশন তৈরী হয় নি। এর কারণ হচ্ছে যে, প্রফেসর হিসাবে এক পার্টিকুলার ক্যানডিডেটকে নিতে হবে এবং তার য়্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল, নিউ ইয়র্কএ বসে। সেখানে ডাঃ রায় তাঁকে বললেন যে, ওহে! আমি একটা স্কুল অব য়্যানেস্থেসিওলজি করছি, তুমি সেখানে চল। সেজন্য কোন য়্যাডভার্টাইজমেন্ট হল না, এবং রাইটার্স বিল্ডিংসএ ডি. এইচ, এস.কে ডাকা হল এবং তাঁর সামনেই য়্যাপয়েন্টমেন্টটা হয়ে গেল। কিন্তু সেটা কি কোর্টে... হয়? কারণ, তার কোয়ালিফিকেশন যা তাতে যেটা মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া'র যে ষ্ট্যান্ডার্ড নির্দিষ্ট করেছে তার সঙ্গে খাপ খায় না; ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির কোয়ালিফিকেশনএর সঙ্গেও খাপ খায় না; অতএব তাকে কোয়ালিফিকেশন তৈরী করতে হবে বলে ছয় মাস, ছয় মাস কোরে (ডিমে তা দেওয়ার মত) রাখা হল, এবং তারপরে যখন ইন্সপেকশন হল, তখন য়্যানেস্থেসিওলজির ইন্সপেক্টরের রিপোর্টের মধ্যে আছে--

That he is not properly qualified.

কারণ তার যা কোয়ালিফিকেশন তা অল-ইন্ডিয়া মেডিক্যাল কাউন্সিলএর সঙ্গে খাপ খায় না, এবং কি রকম অবস্থাতে তাকে য়্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া, সেটাও আমি চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটএর জাজমেন্ট থেকেই জানিয়ে দিচ্ছি। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর জাজমেন্টএ বলেছেন--

"In the particular case it has been proved that the complainant does not possess qualifications prescribed by the Indian Medical Council for appointment as Professor of Anaesthesiology. Second, it has further been proved

that the post of Professor of Anaesthesiology was not advertised in the newspapers and that the West Bengal Public Service Commission was not consulted by the West Bengal Government before appointing the complainant as Professor of Anaesthesiology. Third, it has also been proved that application for affiliation of the Calcutta University to the starting of the Post-Graduate diploma course in Anaesthesiology in the P. G. Hospital was not filed by the West Bengal Government before the appointment of the complainant as Professor of Anaesthesiology. Fourth, it has also been proved that there were other competent persons who had greater experience in the practice and teaching of Anaesthesiology than the complainant and were probably more qualified than him in the subject. Consequently if the accused candidate came to the conclusion from this fact that the appointment of the complainant as Professor of Anaesthesioloy was a case of nepotism and was made on account of his relationship with some person who is holding high office, one cannot seriously cavil at him......"

সুতরাং এর চেয়ে চমৎকার কমপ্লিমেন্ট আর কারও নেই, এবং এ কথা অপোজিশন মেম্বার বলছে না, এটা স্বয়ং চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটই বলেছেন। এই রকমভাবে যেখানে টিচার্স রিক্রুট করা হয়—

irrespective of qualification, irrespective of merit

তাহলে সেখানে কি হবে বুঝেই নিন। সেই ক্যান্ডিডেট ১৯২৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন, এবং ১৯২৭ সালে ইন্টার মিডিয়েট সেকন্ড ডিভিশনে পাশ করেন এবং তারপরে বি, এ, পড়ে আইন পড়তে যান এবং আইন পড়ার পরে সোপ ইন্ডাষ্ট্রি করেন এবং তারপরে তিনি বিলাত গিয়ে এক বৎসর পরে ফিরে আসেন, ফিরে আসার পরে রোমে আর্ট শিখতে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে দুই বছরের জন্য আমেরিকায় রেডিওলজি পড়তে যান, তারপরে রেডিওলজি থেকে

he transferred his love to anaesthesiology.

এবং তারপরে নিউ ইয়র্কেই চিফ মিনিস্টার তার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। কারণ,

that is the fittest candidate for anaesthesiology,

এবং এই ক্যান্ডিডেট কোর্টের মধ্যে তাঁর স্টেটমেন্টএ বলেছেন যে, তিনি আমেরিকাতে

Anatomy, Physiology, Pharmacology, Fathology, Mycology, Physics, Chemistry and Anaesthesiology

পড়িয়েছেন, অর্থাৎ

Under-graduate, as well as post-graduate.

শুধু বোধ হয় ওরিয়েন্ট্যাল ড্যান্সটা তার মধ্যে ছিল না, তা না হলে তার মধ্যেও এটা এসে যেত। এই রকম মেথডএ যদি টিচার য়্যাপয়েন্ট করা হয় তাহলে পোষ্ট গ্রাজুয়েটে লেখাপড়া নিয়ে ছেলেখেলা নয় ত কি? কারণ, সেখানে ইকুইপমেন্ট নেই, ল্যাবরেটরি নেই, টেকনিসিয়ান ইত্যাদি কিছুই নেই, তাহলে এটা কি আলাদিনের ওয়ান্ডারফুল ল্যাম্প যে দুম কোরে মারলাম আর অমনি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন হয়ে গেল। এত সহজ কি এই পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন? তারপর কার্নানী হাসপাতালে যে রকম ওয়েস্টেজ অব মানি হচ্ছে, তার জন্য ক্রিমিনাল রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে গভর্নমেন্টের, কারণ তাঁরা কি কোয়ালিফিকেশন, কি রকম লোক তা দেখবেন না, পড়বার সুবিধা কিছু আছে কি না, ইত্যাদি না দেখেই, তাঁরা এই সব কাজ করে যাচ্ছেন। (জনৈক সদস্যঃ কুটুম্বটি কার?) কার কুটুম্ব সেটার খোঁজ করবেন। কিন্তু ওয়ান্স আপন এ টাইম বাংলাদেশে পাল বংশ, সেন বংশ রাজত্ব করত, এখন হয়ত সেই রকমই কোনও বংশ রাজত্ব করছেন। (জনৈক সদস্যঃ ডাঃ ধীরেন সেনের কি কেউ হন?) আমি ঠিক জানি না। তবে স্পীকার মহাশয়! আমি এই কথা বলব যে, এরকম কোরে অযথা মেডিক্যাল এডুকেশন নিয়ে ছেলেমানুষি করবেন না এবং মেডিক্যাল এডুকেশন নিয়ে যদি কাজ করতে হয়—যে রকম সবদেশে করে সেই জিনিষটাই করুন। এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে

রয়েছে। নেপটিজম এবং সেই ক্রিয়ার নেপটিজম গভর্নমেন্ট যে কেন করতে যান তা জানি না। আমার আর যা বক্তব্য আমার বন্ধু নারায়ণবাবু বলবেন এবং পাবলিক হেল্‌থ সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য ছিল—সেটাও উনিই বলবেন।

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Narendra Nath Ghosh: Mr. Speaker, Sir,

শহরের হাসপাতাল সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন; আমি পাড়াগ্রামে থাকি, পাড়াগ্রামের কি অবস্থা সেটা আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়কে জানাতে চাই। প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি—৭।৮ বৎসর পূর্বে জমি এবং টাকা সরকারকে দেওয়া সত্বেও গভর্নমেন্ট হাসপাতাল করলেন না। মফঃস্বলে সাধারণতঃ হাসপাতালের জন্য টাকা পাওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্বেও টাকা ও জমি দিয়ে ও তৎপরতার সহিত হাসপাতাল তৈরী হয় না। তার ফল হচ্ছে, এই যে অন্যান্য লোক যাদের টাকা দেবার ইচ্ছা আছে, সেই সমস্ত লোকের ইচ্ছা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে একটা বিশেষ হাসপাতাল সম্পর্কে বলতে চাই- সেখানে কিভাবে তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে এবং তার কি ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি। খানাকুল থানায় তাঁতশালে প্রানকৃষ্ণ কুমুদময়ী হেল্‌থ সেন্টার সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই। ডাঃ ধর্মদাস সামন্ত ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন এই হেল্‌থ সেন্টার করার জন্য। আমি বলতে পারি, হেল্‌থ সেন্টার করবার জন্য মফঃস্বল থেকে এত টাকা আর কোন অঞ্চলের কোনও লোক দিয়েছেন কিনা জানা নেই। প্রথমে ঠিক হল, এটা থানা হেল্‌থ সেন্টার করা হবে। পরে বলা হল—না; এটা থানার এক প্রান্তে। এখানে থানা হেল্‌থ সেন্টার করা হবে না। এবং বলা হল—এটা একটা স্পেশাল হেল্‌থ সেন্টার করা হবে—টেন বেডএর হাসপাতাল না হয়ে টুয়েন্টি বেডেড হাসপাতাল হবে। ও'দেরই নির্দেশ মত, ও'দেরই কন্ট্রাক্টর, একসপার্ট দিয়ে হেল্‌থ সেন্টারএর ঘরগুলি করালেন, কিন্তু সেইগুলি আজ পড়ে আছে—টুয়েন্টি বেডেড হাসপাতাল হল না। এই সম্পর্কে মন্ত্রীমহাশয়কে বার বার আবেদন নিবেদন করা হয়েছে; দেখা করা হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয় নি। বড়ই দুঃখের কথা—সিভিল সার্জেনকে চিঠি দিলে ছয় মাস পরেও সে চিঠির উত্তর পাওয়া যায় না। যাঁরা ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দান করেছেন তাঁরা চিঠি লিখলেও উত্তর পান না। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে এই হাসপাতাল সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করছি, যেন তিনি এর একটা ব্যবস্থা করেন। এখানে ম্যাটারনিটি কেস বেশী, অথচ মাত্র দশটি বেড আছে। সেই জন্য অধিকাংশ সময় জেনারেল কেসগুলি ফিরিয়ে দিতে হয়। এই হাসপাতালে আগত রোগীগুলি যাতে চিকিৎসা পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করুন- এখানে যথেষ্ট জায়গা আছে। এখানে বেশী অর্থ বরাদ্দ করে যাতে রোগীরা ফিরে না যায়, তার জন্য স্পেশাল বেড হিসাবে আর কয়েকটা বেডএর ব্যবস্থা করতে পারেন।

তারপর আর একটা কথা—মাথা পিছু মাত্র চার আনা ওষুধের ব্যবস্থা আছে। আজকাল আপনারা জানেন যে, চার আনায় কোন ওষুধই হতে পারে না। কথায় কথায় পেনিসিলিন স্ট্রেপটোমাইসিন, য়্যান্টি-বাইওটিকস ওষুধ দিতে হয়। সুতরাং এই চার আনায় কি হবে! এইটা বিবেচনা করার জন্য মন্ত্রীমহাশয়কে বলছি, তারপর গোঘাট থানার হেল্‌থ সেন্টারএর জন্য আরামবাগ সাবডিভিসন রিজিওন্যাল হেল্‌থ কমিটি কামারপুকুরএ হেল্‌থ সেন্টার করবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ডিস্ট্রিক্ট হেল্‌থ কমিটিতেও সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার কি হল—তার কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তার কি ব্যবস্থা হল—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন। গোঘাটে থানার হেল্‌থ সেন্টার হলে এক প্রান্তে হয়ে যাবে। তাতে সুবিধা হবে না। কারণ গোঘাট থেকে মাত্র চার মাইল দূরে সাবডিভিশনাল হেল্‌থ সেন্টার রয়েছে। অন্য প্রান্ত অন্ততঃ ১২।১৩ মাইল দূরে এখান থেকে পড়ে যাবে। তাই আমার মনে হয়, কামারপুকুরে হলে জিওগ্রাফিকাল সেন্টার যা বলা হয়, তা হতে পারে। এই গোঘাট থানার ইউনিয়ন হেল্‌থ সেন্টারএর কোনও স্কিম হয়েছে কিনা, সেটা তিনি উত্তরে দয়া করে জানাবেন। আর একটা কথা, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে রাখতে চাই। আজকাল দেখছি, টি, বি, রোগের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসার হচ্ছে। আজকাল হয়ত এর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার

ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। আজকে আরামবাগে ইলেকট্রিসিটি হয়েছে। সেখানে যে সাবডিভিসনাল হেল্‌থ সেন্টার আছে—তার সঙ্গে যেন তিনি একটা চেস্ট ক্লিনিকএর ব্যবস্থা করেন।

আর একটা কথা বলতে চাই, আরামবাগের গোঘাট থানা নকুন্ডা অত্যন্ত ইনটিরিয়র জায়গা। তার দুই দিকে জলাভূমি—ছয় মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্য দিকে দিগন্তপ্রসারী মাঠ। সেখানে একটা হেল্‌থ সেন্টার করবার জন্য একজন ভদ্রলোক ছয় বিঘে জমি ও দুই হাজার টাকা দিতে চান। এটা রিজিয়নাল হেল্‌থ কমিটিতে পাশ হয়ে গেল প্রায় এক বৎসর হল কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন উচ্চ-বাচ্য নেই। তার কি ব্যবস্থা করেছেন—উত্তর দেবার সময় বলবেন।

আর একটা কথা, মফঃস্বল অঞ্চলে ডি. ডি. টি. দেবার জন্য ম্যালেরিয়ার সংক্রামকতা কিছুটা কমেছে সত্য কথা, কিন্তু এই ডি. ডি. টি. দেবার জন্য যেসব লোক রাখা হয়, তাদের ৫।৬ মাসের বেশী কাজ দেওয়া চলে না। বাকী সময়টার জন্য তাদের কোন কাজ দেওয়া হয় না। আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, বাকী সময়ের জন্য যারা ডি. ডি. টি. দেয়, তাদের একটা বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করুন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই সমস্ত লোক বৎসরের পর বৎসর ডি. ডি. টি. দিচ্ছে, তারা বৎসরে মাত্র ৫-৬ মাস কাজ করে। অন্য সময়টা বসে থাকে। এরা মাসে ৫০।৬০ টাকা মাইনে পায়। তার মধ্যে যদি ৫।৬ মাস বসে থাকতে হয়, তাহলে তাদের সংসার চলতে পারে না। যাদের নিয়োগ করেছেন, বাকী সময়ের জন্য তাদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করুন।

আর একটা কথা, সাবডিভিসনাল হেল্‌থ অফিসারএর কথা। বর্তমানে মফঃস্বল অঞ্চলে সাবডিভিসনাল হেল্‌থ অফিসারদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা পালন করায় কি অসুবিধা, স্পীকার মহাশয়, আপনার নিশ্চয়ই তা জানা আছে। এদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে যে সময় লাগে, সেটা বড় কম সময় নয়। আমাদের ঐসব অঞ্চলে কোন যান বাহনের ব্যবস্থা নেই। সেজন্য এইসব সাবডিভিসনাল হেল্‌থ অফিসারদের যদি গাড়ীর ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে ভাল হয়। গ্রামে যখন এপিডেমিক লাগে তখন এক জায়গায় গেলেন সেখান থেকে খবর পেলেন দূরে আর এক জায়গায় যেতে হবে। সেখানে যেতে তিন দিন লাগবে। এই অসুবিধার প্রতিকার হওয়া উচিত। যদিও বর্তমানে কিছু কিছু রাস্তা-ঘাট হয়েছে। সেই জন্য এই সাবডিভিসনাল অফিসারদের যে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে যদি তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ভাল হয়।

তারপর শেষ কথা, এইসব সাবডিভিসনাল অফিসারদের পে আজ পাঁচ বৎসর ধরে একি স্কেল আছে। পারমানেন্ট সার্ভিসএ কি করে এটা হয়, জানি না। কোথায় কোন আইনে আটকাচ্ছে? অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মত তাদেরও যাতে পে বাড়ে তার ব্যবস্থা করুন।

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee: Mr. Speaker, Sir.

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতের বক্তৃতায় আমাদের অপোজিশনএ যে ডাক্তার বাবুরা আছেন, তারা স্পেশিয়ালিষ্ট, তারা হয়ত সেই দিক থেকে বলেছেন। আমি অন্য দিকটা দেখাতে চাই, সামাজিক দিকটা। আমি মনে করি যে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টিভঙ্গী এই সরকার যা চালিয়েছেন তা ঠিক নয়। রোগ হবে না, এই ডিপার্টমেন্ট উঠে যাবে, এই হবে দৃষ্টিভঙ্গী এবং এই হচ্ছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী। কেবলমাত্র রোগের ওষুধই দেব এই যদি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গী হয় তাহলে আমি মনে করব যে রোগকে জিয়িয়ে রাখার জন্য এই ডিপার্টমেন্টএর সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশে যাতে রোগ না হয়, লোক সুস্থ সবল হয়, চিকিৎসার প্রয়োজন না হয়, এই ডিপার্টমেন্টএর দৃষ্টিভঙ্গী সেটাই থাকা দরকার। কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গী মন্ত্রীমণ্ডলীর নেই।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে, আমি প্রথমে বলবো জনসাধারণের স্বাস্থ্যের যাতে উন্নতি হতে পারে তার জন্য কি কি জিনিষ করেছেন? আমরা একখানা বই পেয়েছি পাবলিক হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট এবং মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট কি প্রচুর কাজ করেছেন। একথা আমরা শুনতে

চাই না, আমরা শুনতে চাই সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য রোগ যাতে না হয় তার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন। এইটাই ফার্স্ট কন্সিডারেশন হওয়া দরকার। আমরা মনে করি প্রিভেনসন ইজ বেটার দ্যান কিওর এই নীতিই প্রথমে থাকা দরকার মেডিক্যাল এবং পাবলিক হেল্থের মধ্যে। রোগ হলে তারপর তার প্রতিষেধক দেবো এটা কোন কাজের দৃষ্টিভঙ্গী নয়। প্রথম কথা আমি বলবো যে স্বাস্থ্য বিভাগে আজকে এই জিনিষগুলি থাকা দরকার যাতে আমাদের দেশের লোক এমন করে স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে পারে, এমন করে তারা খেতে পায় বা তাদের স্বাস্থ্য এমন করে গড়ে উঠে যাতে চিকিৎসার প্রয়োজন পরে না হয়। তবে আমি বলবো যে চিকিৎসা বিভাগে আরও কতকগুলি নীতি থাকা প্রয়োজন। এ'রা সেদিন বলেছেন যে, মেডিক্যাল কলেজে অত্যন্ত রাস, জনসাধারণকে এ'রা উপদেশ দিয়েছেন যে মেডিক্যাল কলেজে তোমরা যেও না। অন্যান্য কলেজে তোমরা দেখাও। একথা তাঁরা বলতে পারেন, কিন্তু এতে কোন কাজ হবে না। লোকে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে আসে তার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা সেখানে স্পেসালাইজড ট্রিটমেন্টের সুবিধা পায়, সেখানে সবচেয়ে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, এই জন্যই তারা যায়। যতদিন না ঐ ষ্ট্যান্ডার্ডের আইডিয়াল কলেজ অন্য জায়গায় করতে পারছেন ততদিন মেডিক্যাল কলেজে রাস কিম্বা কলকাতার হাসপাতালগুলিতে রাস কমতে পারে না। এটা কনক্রিট সাজেসসান। প্রতি জেলায় জেলায় এবং মহকুমায় যে সমস্ত সরকারী হাসপাতাল আছে সেই হাসপাতালগুলির চেহারা আমাদের জানা আছে। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা বলে ঐগুলি যমের দোর। ঐখানে গেলে লোকে আর ফিরে আসে না। সেইজন্য তারা সেখানে যায় না। সেই সমস্ত হাসপাতালগুলির চিকিৎসা ব্যবস্থাও ভাল নয়। যদি মহকুমা হাসপাতালগুলিকে ফার্স্ট গ্রেডের হসপিটাল করতে পারেন, মেডিক্যাল কলেজের মত হাসপাতাল করতে পারেন, জনসাধারণ যদি দেখে মেডিক্যাল কলেজে তারা যেসমস্ত সুখ সুবিধা পায়, সেই সুখ সুবিধা পাড়াগাঁয়ে জেলা এবং মহকুমা হসপিটালগুলিতে তারা পাচ্ছে, তাহলে আর তারা কষ্ট করে এই সমস্ত জায়গায় আসবে না। তাই আমার বক্তব্য যে, কলকাতায় যেসমস্ত কলেজগুলি আছে, হাসপাতালগুলি আছে, ঠিক সেই ষ্ট্যান্ডার্ডের হাসপাতাল জেলায় গঠন করুন, মহকুমায় গঠন করুন, তাহলে দেখবেন যে, কলকাতার হাসপাতালগুলিতে রাস অনেক কমে গেছে। কেবলমাত্র যে চিকিৎসার দিক থেকে এবং হাসপাতালগুলির মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে তা নয়, খাওয়া দাওয়া পথ্য সমস্ত দিক থেকে আমরা শুনেছি যে, ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালসে রোগী পিছু যত খরচ করা হয় খাওয়ার জন্য তার ½ অংশ খরচ করা হয় জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালগুলিতে। একি ডিসক্রিমিনেসন? মহকুমা হাসপাতালে টাইফয়েডের রোগী গেলে তার একরকম খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, আর কলকাতার হাসপাতালে টাইফয়েডের রোগী গেলে--একই রকম রোগী গেলে--তার অন্য ব্যবস্থা, আমরা মনে করি এই ডিসক্রিমিনেসনটা রাখার কোন যুক্তি নেই। মফঃস্বলের হাসপাতালগুলিকে যতদিন না পর্যান্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এবং সংগঠিত এবং আইডিয়াল হাসপাতালে পরিণত করতে না পারছেন, ততদিন কলকাতার হাসপাতালগুলিতে রাস কমানো যাবে না। আমার এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীমহাশয় বলবেন রাস হলে কি করবো, আমরা লোককেত ফিরিয়ে দিতে পারি না, একথা আমি মানি না। আমি অবশ্য বলবোনা যে, মেডিক্যাল কলেজে এক পেসান্টের সঙ্গে আর এক পেসান্টের খাট দশ ইঞ্চি ফাঁক থাকা উচিত নয়, সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। সেটা ডাক্তারবাবুরাই বলবেন, এ বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী কমনসেনস থেকে আমি বলি, হ্যাঁ, সিট যেহেতু নেই সেইহেতু দশ ইঞ্চি রাখতে হবে। আমার বক্তব্য কেন সেখানে বেশী সিট করেন না, বেশী বাড়ী তৈরী করেন না। মেডিক্যাল কলেজে কোন একটা বিভাগে আমি জানি যুদ্ধের আগে ২২টা সিট ছিল এবং সেখানে একজন ডাক্তার ও দুটো নার্স ছিল, আর এখন ৬৮টা সিট হয়েছে, এখনও একজন ডাক্তার ও দুজন নার্স আছে। কাজেই তাঁরা সমস্ত রোগীকে কিভাবে দেখবেন? এই জায়গায় আমি বলবো না যে ২২টাকে নিন আর বাকী বাদ দিয়ে দিন। আমি দাবী করবো নুতন হাসপাতাল, নুতন বাড়ী করুন। নুতন করে মানুষকে চিকিৎসার সুযোগ দিন। সেদিকে আপনারা কি করেছেন? কলকাতায় হাসপাতাল বাড়াবার দিক থেকে আপনারা কি করেছেন। চারিদিকে দেখছি নার্সিংএর জন্য এ্যাডভারটাইজ করছেন "দলে দলে সেবার

কাজে এগিয়ে আসুন"—এই কথা তাঁরা বলছেন। আমাদের দেশে জনপ্রতি একজন নার্সকে যত রোগী দেখতে হয় খুব কম দেশই আছে যেখানে এত বেশী রোগী দেখতে হয়। বাংলাদেশ নার্সিং ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। নার্সিং এর দিক থেকে আরো যাতে বেশী সংখ্যক প্রতি বছর ট্রেনিং পেতে পারেন তার কি ব্যবস্থা করেছেন? হাসপাতালের ডাক্তারবাবুদের আমি গালাগালি দোবো না, নার্সদের গালাগালি আমি দেবো না, আমার বক্তব্য গভর্নমেন্টের এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিরুদ্ধে। একটা ডাক্তার যেখানে দশটা রোগী দেখতে পারেন সেখানে তাঁর ঘাড়ে যদি ৫০টা রোগী চাপিয়ে দেন স্বভাবতঃই সেই রোগীর চিকিৎসা হতে পারে না। আমি জানি একটা নার্স—আমি নিজে হসপিটালে ফ্রি বেডে ছিলাম, আমি নিজে দেখেছি একটা নার্স রাত্রি ৮টায় যায় সকাল ৭টায় আবার চলে আসে। তাকে দেখতে হচ্ছে ৭২টা রোগী, অপারেশনের ক্ষেত্রে। আপনাদের সবচেয়ে ভাল যে হাসপাতাল প্রিন্স অব ওয়েলস হসপিটালের কথা আমি বলছি—৭২টা রোগী পিছু একজন করে নার্স। তিনবার করে টেম্পারেচার দেখতে হবে, তারপরে পেনিসিলিন দিতে হবে। হিসাব করে দেখুন একটা লোকে পারে কিনা। শুধু নার্সদের গালাগালি দিলেই ত হবে না। এইভাবে যদি তাদের খাটান তাহলে তাদের মন আর মন থাকবে না, তাদের মন মেসিন হয়ে যাবে। রোগীর প্রতিও তাদের কোন মমত্ববোধ থাকবে না, রোগী বাঁচলো কি মরলো তাতে তাদের কিছু যাবে আসবে না। এটা হল ফাণ্ডামেন্টাল কনসিডারেসন। এই দৃষ্টিভঙ্গী আমি মনে করি অত্যন্ত ক্ষতিকর। একটা মেটিরিয়াল জিনিষ আমাদের হাতে আছে, প্ল্যানের মারফত আমরা সেটাকে গড়ে তুলতে পারি, একটা বাহ্যিক সম্পদ আমরা টাকা খাটিয়ে গড়ে তুলতে পারি, কিন্তু একটা মনকে নষ্ট করে দিলে হাজার টাকা দিয়েও সে মন গড়তে পারেন না। যারা সার্ভিসের দিকে এগিয়ে এসেছে তাদের কোনরকম এমেনিটিজ না দিয়ে তাদের অতিশয় পরিশ্রম করিয়ে আপনারা যদি তাদের মনকে নষ্ট করে দেন তাহলে কোনদিন সুষ্ঠু নার্সিং সিস্টেম আমাদের দেশে গড়ে তুলতে পারা যাবে না। অবশ্য একথাও ঠিক যে ডাক্তারবাবুদের মধ্যে সকলে পেসেন্টদের সমানভাবে দেখেন না। কিন্তু আমি বলবো কোন লোককে চার্জ করার আগে বেটার ফেসিলিটিজ আগে তাকে দিতে হবে, যে অভিযোগগুলি আসে সেগুলি দূর করতে হবে, তারপর তাঁরা যদি সেগুলি না করেন তাহলে বলতে পারেন যে তাঁরা কাজ করছেন না। মন্ত্রীমহাশয় মেডিক্যাল কলেজে ঘোরেন কিনা জানি না, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মেডিক্যাল কলেজে অর্থপেডিক ডিপার্টমেন্ট আছে—সেখানে হয়ত কেউ কোমর ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে, প্লাসটার করতে এসেছে, কারো হাত ভেঙ্গে গিয়েছে, প্লাসটার করতে এসেছে। দুঃখের কথা আর কি বলবো পাশে ঠাঁই নেই। অন্য জায়গায় ওয়েটিং রুম থাকে, সেখানে আবার ওয়েটিং রুমও নেই। একটা প্যাসেজ আছে, কোরাইডোর আছে সেখানে লোকে শুয়ে থাকে, বসে থাকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। সেখানে আবার ই, এন, টি, ডিপার্টমেন্টের লোকেরা রয়েছে। সেখানে এমন অবস্থা সেখানে দিয়ে হয়ত ডাক্তারবাবু যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে হয়ত ঠোক্কর লেগে গেল, ওমনি সেই রোগী ওরে বাবারে, মরে গেলুমরে বলে চিৎকার করে উঠলো। এইরকম এ্যারেঞ্জমেন্ট। মোট কথা এই যে লোকগুলো কষ্ট পাচ্ছে এই ফিলিংসটা পর্যন্ত তাঁদের নেই। সেই ফিলিংসের অভাব রয়েছে। কাজেই যেসমস্ত সাধারণ জিনিষগুলো করা উচিত বা যেগুলো করা দরকার সেগুলো পর্যন্ত আপনারা করেন নি। এই জিনিষগুলো ভাল হয়ে গেলেই যে আমাদের চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য ভাল হয়ে গেল একথা ঠিক নয়। নার্স এবং ডাক্তারদের মধ্যে মমত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে, তাঁদের হার্টের সন্ধান নিতে হবে, মনের সন্ধান নিতে হবে। একটা লোকের টি, বি, হয়েছে, তার আত্মীয় দেখা করতে গেল। সিট দিতে পারুন, আর না পারুন দুটো মিষ্টি কথাও ত তারা বলতে পারেন, কিন্তু সেখানে দুটো মিষ্টি কথারও অভাব হয়ে গেল। তাঁকে বেশী করে অনুরোধ করতে গেলে তিনি বলেন আরে মশায় অপনার পেসেন্টকে নিতে হলে তিনটে রোগীকে মারতে হবে। দেখুন তাঁদের কথা দেখুন। এই রকম অফিসার ছিলেন, সুখের বিষয় এখন আর সেই অফিসারটি নেই। তাঁর ব্যবহারের জন্য আমকে চীফ মিনিষ্টারের কাছে পর্যন্ত লিখতে হয়েছিল।

যাই হউক শেষে একটা কথা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে বলবো যে আপনারা লোকের স্বাস্থ্য ভাল করতে না পারেন, তাদের হাসপাতালের স্থান করে দিতে না পারেন কিন্তু একটা জিনিষ পারেন সেটা হচ্ছে এই ডিপার্টমেন্টএর দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে। মানুষের জন্য একটু মমত্ববোধ, একটু ভাল কথা, একটু আশার কথা আপনারা শুনাতে পারেন। তা না হলে যতই হেল্‌থ সেন্টার করুন আর যাই করুন
entire structure and mentality of the department
না বদলালে সাধারণ মানুষের কোন মঙ্গলই হবে না। আমার বক্তৃতা শেষ করবার আগে আমি যা যা বিষয় বল্লাম আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তার জবাব দেবেন।

[4-40—4-50 p.m.]

Sj. Balailal Das Mahapatra:
মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থিত কোরে যে বক্তৃতা দিয়েছেন অথবা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁর বাজেট বক্তৃতায় যা বক্তৃতা দিয়েছেন এবং মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় তাঁর বক্তৃতায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সবই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। যে দেশের হাজার হাজার শিশু অকালে প্রাণ হারায়, যে দেশের হাজার হাজার মানুষ এখন কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর শিকার হয় সেই দেশের শাসকরা এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিয়া বরং তাঁহাদের কাজের জন্য যে আত্মপ্রসাদের মনোভাব দেখাচ্ছেন, তাহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে মোট ৮,২৪,০৩,১০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দের দাবী করা হইয়াছে; কিন্তু সাধারণ শাসন জেল পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দের মোট দাবী ১২,৩৩,০০,০০০ টাকা এবং কেবল পুলিশ খাতে দাবী ৭,৫৯,০২,০০০ টাকা অর্থাৎ জনস্বাস্থ্যে ও চিকিৎসা খাতে ও পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবী প্রায় সমান। এই হচ্ছে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আসল স্বরূপ; কিন্তু মানুষ যদি ঔষুধ পথ্যের অভাবে মারা যায় তাহা হলে পুলিশ দিয়ে কাহাকে ঠেংগান হইবে? মাননীয় রাজ্যপালের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। তিনি যদি মানুষকে বাঁচাইতে না পারেন তাহা হইলে তিনি কাহার উপর শাসন কার্য্য চালাইবেন। যে দেশের শিশু একফোঁটা দুধ পায় না, শতকরা ৯৫ জন নুন ভাতের জোগাড় করিতে পারে না, পানীয় জলের জন্য হাহাকার করে, সেই দেশে শাসন খাতে বা পুলিশ খাতে অধিক ব্যয় করা লজ্জাজনক ব্যাপার। পশ্চিম বাংলার এলাকার পরিমাণ ৩১,০৪৮ বর্গ মাইল। এর প্রতি মাইলে ১৯৫৫ সালের সরকারী তথ্য হইতে জানা যায় বসন্তে ০·০২, কলেরায় ০·২, ডিসেন্ট্রিতে ও ডাইরিয়ায় ০·৭, জ্বরে ২·৮, অন্যান্য অসুখে ৩:৬ এবং শিশু প্রতি হাজারে ৮০ জন অকালে প্রাণ হারাইতেছে। এছাড়াও একটা প্রশ্নোত্তরে জানা যায়, ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসের রিপোর্টে জানা যায়, পশ্চিম বাংলায় কলেরায় ৬,৬৪১ জন, ম্যালেরিয়ায় ১৬,৫৬৪ জন, বসন্তে ৪২৯ জন, যক্ষ্মায় ৪,৬৭৮ জন, আন্ত্রিক জ্বরে ১,৮০০ জন এবং অন্যান্য রোগে মোট ১৬৩,৫৬১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আজও আমাদের দেশে এর কোন পরিবর্তন হয় নি।

একদিন ম্যালেরিয়া বাংলাদেশকে ধ্বংস করিতে গিয়াছিল, আজ যক্ষ্মারোগ পশ্চিম বাংলাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। গ্রামে গ্রামে যক্ষ্মারোগ ছড়াইয়া পড়িতেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতায় প্রতি পরিবারের একজন যক্ষ্মারোগী আছে। কয়েকদিন পূর্বে জলপাইগুড়িতে যে পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসক সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে কলিকাতার ৩০ হাজার যক্ষ্মারোগীর জন্য বেডএর দাবী করা হয়। মফঃস্বলে প্রকৃত প্রস্তাবে এজন্য কোন ব্যবস্থা নাই। একটা যক্ষ্মা রোগীকে বেডের জন্য এক বৎসর হইতে দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। এই সময় সে তো বিনা চিকিৎসায় মারা যায় অধিকন্তু তার পরিবার-বর্গকেও ধনে প্রাণে মারিয়া যায়। কেবল বি, সি, জি, র টিকার ব্যবস্থা করিলেই উহার প্রতিকার হইবে না। যেমন যক্ষ্মারোগীদেরকে অবিলম্বে পৃথক করার ব্যবস্থা প্রয়োজন, তেমনি তাহার জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও ঔষধের প্রয়োজন। আজ সরকার যক্ষ্মারোগীদের জন্য মাত্র ২,৭৩১টি বেডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত নগন্য। প্রতি থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, মহকুমা ও সদর হাসপাতালে যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক পৃথক বেডের ব্যবস্থা করা এবং প্রতি মহকুমা হাসপাতালে এক্স-রে ও চেস্ট ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

তারপর মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি কংগ্রেস সরকার এই আট বৎসরের মধ্যে পল্লীর পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারে নাই। এখনও পল্লীর জনসাধারণকে পচা জল, নোনা জল, কর্দমাক্ত জল পান করিয়া নানা রোগে অকালে প্রাণ হারাইতে হয়। সরকার তাদের প্রচার পুস্তিকায় জানাইয়াছেন যে ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত মোট আট হাজার নূতন নলকূপ স্থাপন বা পুরাতন নলকূপ সংস্কার এবং কূপ খনন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের রিপোর্টে আরও দেখা যায়, পল্লীতে মোট ৩০,৪০৭টি নলকূপ রহিয়াছে;

[4-50—5 p.m.]

সরকার ২২,৩২৫টি নলকূপের কথা বলেছেন; কিন্তু, আরও বেশী আছে বলে আমরা মনে করি। সরকার এই সমস্ত তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করেন জানি না। বোধহয় সেই বৃটিশ আমলের ষ্ট্যাটিষ্টিক যা চৌকিদাররা সংগ্রহ করে দিয়েছেন, সেই সমস্তকে বেসিস করে এখনও চলেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে পানীয় জলের অবস্থাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। সেইজন্য এই সম্পর্কে আমার একটি কাটমোশান দেওয়া হয়েছে, আশা করি মন্ত্রীমহাশয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। নলকূপ সম্বন্ধে গত বাজেটে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, কিন্তু তার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয় নি। এবারের বাজেটে নলকূপ স্থাপনের জন্য ৫১,৯২,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে; তার মধ্যে রুরাল ওয়াটার সাপ্লাইএর জন্য ২৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ও ন্যাশনাল ওয়াটার সাপ্লাইএ ২৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আপনারা যদি এ বিষয়ে সতর্ক না হন তাহলে ৫১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা নলকূপ স্থাপনের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা সমস্ত জলে চলে যাবে, কন্ট্রাক্টারদের পকেটে যাবে। এখানে কন্ট্রাক্ট মারফত কাজ করানর ফলে তার অধিকাংশ টাকাই সরকারী কর্মচারী ও কন্ট্রাক্টরদের পকেটে যাবে। তার কারণ দেখা যায় সেখানে গভর্নমেন্ট অফিসারদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত থাকে, পাঁচ পারসেন্ট দশ পারসেন্ট করে অনেক সময় একটা রফা হয়, এইভাবে টাকা দিয়ে বিল পাশ করে নেওয়া হয়। নলকূপ স্থাপনের জন্য এইভাবে সমস্ত বিল পাশ হওয়ার পর, হয়ত মন্ত্রীমহাশয় এখানে আমাদের বলবেন যে ৫১,৯২,০০০ টাকা এ বছর নলকূপ স্থাপনের জন্য খরচ করেছি, অতএব লোকের আর জলের অভাব নেই। এই কন্ট্রাক্টরী প্রথা তুলে দিন, এর দ্বারা জনসাধারণের উপকারে আসবে না। আমি একটি সাজেশন দিচ্ছি সেইটি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন। মহকুমা শাসকের তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি গঠন করুন এবং সেখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও আইন সভার নেস্থানীয় লোকদের এই কমিটির ভিতর নিয়ে তাঁদের মারফত সরকার সরঞ্জাম সরবরাহ করে ও সাধারণের শ্রমে নলকূপ ইত্যাদি বসাবার ব্যবস্থা করলে অল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ে পশ্চিম বাংলার পানীয় জলের সমস্যা সমাধান হতে পারে। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমার এ সম্বন্ধে যে কাটমোশন সেটা গ্রহণ করবেন।

তারপর কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে সরকার কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ঠিক; কিন্তু যক্ষ্মা হলে, তাকে যেমন অস্পৃশ্য করে, আলাদা করে রাখা হয়, তেমনি এই কুষ্ঠরোগ ব্যাধির বেলায়ও গুরুত্ব দিতে হবে। আমি মনে করি পশ্চিমবাংলায় প্রায় ৩০।৪০ হাজার কুষ্ঠরোগী আছে; এবং এই রোগ মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। কলিকাতায় কুষ্ঠরোগীরা ভিক্ষা করে, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর চতুর্দিকে রোগ ছড়ায়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের সরান হয় নি। এই ৩০।৩০ হাজার কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসার জন্য মাত্র ১,৩৫৫টি বেডের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আরও সিট বাড়ান একান্ত প্রয়োজন। আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এর জন্য যেন আরও বেশী করে টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং আরও দ্রুত যাতে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা হয় এবং এই রোগ বিস্তারলাভ করতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

তারপর হেল্‌থ সেন্টার সম্বন্ধে দেখুন। এটা নিয়ে খুব ঢাক-ঢোল পেটান হয়; এটা হল কংগ্রেস সরকারের একটা প্রচার কেন্দ্র, বা এটাকে একটা দলীয় রাজনৈতিক কেন্দ্র বলা যেতে পারে। গতবার যখন আমি একথা বলেছিলাম, তখন তিনি একটু রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, ব্যক্তিগতভাবে আপনার প্রতি কিছু বলবার আমার নাই। আমার আসল

কথা হচ্ছে যে, আপনারাই শোনান যে, খাদ্য, বস্ত্র, প্রভৃতি সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে, এগুলিকে রাজনীতির উর্ধে রাখতে হবে। কিন্তু দেখছি তাঁরা নিজেরাই রাজনীতি করতে চান; কাজেই আমাদের এখানে সেই সমস্ত কথা বলতে হয়। এমন কি তাঁর চেম্বারে কথা বলতে গেলে তিনি কথাই কন না; তাই আমাদের এখানে বলতে হয়। যাই হোক তিনি থানা হেল্‌থ সেন্টার ও ইউনিয়ন হেল্‌থ সেন্টার করতে যাচ্ছেন। সরকার গত আট বৎসরে মোট ২২৪টি থানা ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন; সুতরাং পশ্চিম বাংলার ২৫০টি থানা ও ২,০৭৯টি ইউনিয়নের জন্য সর্ব মোট ৮৩।৮৪ বৎসর সময় লাগবে, যদি এই স্কিম অনুসারে কাজ চলে। কিন্তু এতদিন মানুষ বাঁচবে কিনা সেটা ভাববার বিষয়। তারপর আপনারা মোবাইল হেল্‌থ সেন্টার খুলেছেন বলছেন। কিন্তু কতগুলি মোবাইল হেল্‌থ সেন্টার করেছেন? দেখা গিয়েছে গ্রামের ভিতর লোকে কলেরা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়ে মরে শেষ হয়ে যাবার পর সেখানে মোবাইল হেল্‌থ সেন্টার গিয়ে হাজির হয়। আপনারা হেল্‌থ সেন্টার করেছেন, তা অস্বীকার করছি না, কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে সত্যিই কি সেটা পর্যাপ্ত, সত্যিই কি সকল ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারবে সেটা চিন্তা করুন। সত্যিই কিভাবে সমস্যা সমাধানে কতটা সাহায্য করবে সেটা চিন্তা করুন। এত বছর ধরে আমরা অপেক্ষা করবো? ইংরাজরা আমাদের শোষণ করে ছিল বলে তাদের এখান থেকে তাড়ান হয়েছে; এবং আপনারা দেশের বেকারী দূর করবেন, শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন, পানীয় জলের ব্যবস্থা করবেন, এই জন্যই আপনাদের গদিতে বসান হয়েছে। (এ ভয়েস - আপনারা বসান নি।) ভুল কথা। আমরাও লড়েছিলাম, সৈনিক হিসাবে দেশের লোকের সাথে। ইংরাজরা থাকতে পারলো না, তারা শোষণ করেছিল বলে তাদের তাড়িয়েছি। আপনারাও যদি সেই অবস্থায় আসেন তাহলে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক থাকবে? (এ ভয়েস: আমরাও চলে যাবো) কাজেই আমার মনে হয়, এই হেল্‌থ সেন্টার ঠিকভাবে গঠন করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আপনারা পারবেন না। আপনারা বলছেন, পাবলিক ৫।১০ হাজার টাকা যদি দেয় তাহলে আমরা হেল্‌থ সেন্টার খুলতে পারি। কিন্তু এমন বহু জায়গা দেখা গিয়েছে, যেখানে জনসাধারণের তরফ থেকে টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে, অথচ সেখানে সরকার এমন কিছুই করতে পারেন নি। আমি এই হাউসের সামনে এমন সব রেকর্ড দেখিয়ে বলতে পারি যে ১৯৫০ সালে সরকার জমি নিয়েছেন, তবু কিছু করতে পারেন নি। এই পাবলিক হেল্‌থ এর জন্য বছরে ৬০।৭০ হাজার টাকা খরচ হয়, অথচ তাঁরা তাঁদের স্কিম ছাড়বেন না। তাঁদের ডিপার্টমেন্ট রুল করেছেন যে জমি পেতে গেলে সেটা সেন্টারে হওয়া চাই। অর্থাৎ যদি জমি পাওয়াও যায়, তাহলে সেটা সেন্টারে হওয়া চাই। আমি এখানে একটা উদাহরণ দেবো। আমার কন্সটিটিউয়েন্সীতে একটা ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তারখানা আছে, তার প্রায় পাঁচ হাজার টাকা রিজার্ভ ফান্ড আছে, তার জমিও আছে, সেখানকার এস, ডি, ও, তার প্রেসিডেন্ট, আমি তার একজন মেম্বর, সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেল এবং অনেকখানি এগিয়ে যাবার পর তাঁরা বললেন ওটাত ঠিক সেন্টারে পড়ে না; এবং তখন ওখানকার স্পেশাল অফিসারের খেয়াল হল, তিনি ম্যাপের উপর একটা লাল কালির দাগ কেটে দিলেন। এই স্পেশাল অফিসারের কোন বুদ্ধিসুদ্ধি আছে কি না? তার পরিবেশ কিছুই বুঝলাম না, সেখানে করবার মত কিছু সুবিধা ছিল, সেখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা ভাল, কিন্তু সেটা সেন্টারে পড়ে নি বলে, একটা লাল দাগ মেরে দিলেন। (এ ভয়েস - সেই জায়গার নাম কি?) রামনগর থানা। তখন সেখানে যিনি এস, ডি, ও, ছিলেন, তিনি বর্তমানে মেদিনীপুরের এস, ডি, ও, হয়ে আছেন, তাঁর কাছে খবর নেবেন। এই হল অবস্থা, এই হল বাস্তব বুদ্ধির পরিচয়। যেখানে টাকা, জমি, জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যাবে, সেখানে তাঁরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র করবেন না। আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম যে ওখানে করুন, সেখানে নয় বিঘা জমি আছে এবং দশ হাজার টাকা সেখানকার লোকেরা দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু তবু আপনি কিছু করলেন না। আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যান, তার জবাব দেন না। এই বেলনী শহীদ ক্ষেত্র, সেটা বিখ্যাত জায়গা, সেখানে কমিউনিকেশনএর ভাল বন্দোবস্ত আছে, সেখানে সাত জন শহীদ মারা যায়, সেটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য জায়গা; জায়গা, টাকা সব ঠিক, তবু আপনারা সেখানে করতে চাচ্ছেন না। এর কারণ আপনাদের দলীয় রাজনীতি আপনাদিগকে এমন পাজল করছে যে আপনারা কিছুই করতে

পারছেন না। আমি পুনরায় মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো ঐ নয় বিঘা জায়গা ও দশ হাজার টাকা নিয়ে সেখানে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য চেষ্টা করুন, এতে সেখানকার জনসাধারণ খুশী হবে, আপনাকে এর জন্য ধন্যবাদ দেবে।

তারপর আমরা দেখছি সরকার ম্যাটার্নিটির জন্য ৩,৪৩৪ বেডের ব্যবস্থা করেছেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু মফঃস্বলে ও গ্রামে আরও বেশী করে শিশুমঙ্গল ও মাতৃসদনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি থানায় এই রকম এক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং গ্রামের মহিলারা যাতে ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে ভাল শিক্ষা পেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। তার কারণ আগেকার দিনের মত মেয়েরা সাধারণতঃ আর ধাত্রীগিরী করতে আসে না। সেইজন্য প্রতিটি থানা হেল্‌থ সেন্টারে যদি ধাত্রীবিদ্যা শেখাবার চেষ্টা করেন তাহলে খুব ভাল হয়।

[5—5-10 p.m.]

[At this stage the red light was lit.]

আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন আমি শেষ করব।

এক একটা থানা হেল্‌থ সেন্টারে ২০০ বেডের উপযুক্ত ব্যবস্থা সহ যে হাসপাতাল খোলার কথা বলছি সেখানে এক্স-রেরও ব্যবস্থা থাকবে। মানে একটা ওয়েল ইকুইপ্‌ড হাসপাতাল হবে। তাছাড়া, প্রত্যেক ইউনিয়নে আমরা চাই, একজন করে ডাক্তার, একটি করে কম্পাউণ্ডার ও একটি করে ধাত্রী। কাঁচাঘর পান, পাকা ঘর পান, তাড়াতাড়ি করে তাতেই খুলে দিন। সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। আমরা চাই হাসপাতাল, যে ডিসপেন্সারীগুলি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাসপাতালগুলি আছে সেখানেই এখন হাসপাতাল করুন। তাতে আপনাদের শীঘ্র কাজের সুবিধা হবে, জনসাধারণও চিকিৎসার সুবিধা পাবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের যেসব হেল্‌থ এ্যাসিস্টান্ট রয়েছে তাদের অবিলম্বে স্বাস্থ্য বিভাগে নিন, সেগুলি নিন, অবিলম্বে নিন। জনসাধারণের তাতে চিকিৎসার সুবিধা হবে, তারা ব্যস্ত হয়ে আছে। তাদের যে স্কেল আছে সে শুনলে অবাক হবেন। যে স্কেল আছে, ডাক্তারদের ১০০—১২৫ টাকা, আর ডি, এ, ৪০—৫১ টাকা, আর কম্পাউণ্ডাররা ৪০—৮০ টাকা, ডি, এ, ৩৬ টাকা, হেল্‌থ এ্যাসিষ্টান্টরা পায় ২০ টাকা সবশুদ্ধ মিলিয়ে ৪৩৮ আনা, এদের আপনাদের ডিপার্টমেন্টে নেওয়া দরকার।

তারপর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিকে নেওয়া দরকার। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাখবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। তাদের সবই ত নিয়ে নিয়েছেন, এখন বাকি দুটোকেও নিয়ে আপনাদের কাজে লাগান। যেখানে মাত্র ৫০০ টাকার ওষুধ যায়, তাতে কি হয়? আপনারা ডিসপেন্সারীতে যা দেন তাতে আউটডোরে দুই আনা আর ইনডোরে চার আনা, আপনারা যদি এই কথা বলেন, প্রত্যেক দিন ২৮ আনা করে দিচ্ছেন, সেখানে খরচ হচ্ছে বার আনা আর সবই চুরি যায়। মাখন চার টাকা সেরের কম পাওয়া যায় না, সেখানে দিচ্ছে তারা দেড় টাকায়, সেটা কিরকম মাখন? মাছ এক টাকা সেরে দিচ্ছে? এক টাকা সেরে আজ মাছ কোথায় পাওয়া যায় জানি নে, দয়া করে কন্ট্রাক্টটা খুলে দেখবেন। কন্ট্রাক্ট দেন সিভিল সার্জন। শুকনো কমলালেবু ৮টা চার আনা আর দুধ ছয় আনা সের, অথচ দুধ ৸৵ আনার কম পাওয়া যায় না কোথাও। ২৮ আনা খরচ করেন। কিন্তু সেটা কাগজে কলমেই লেখা থাকে, রোগীদের লাভ হয় না, সব চুরি হয়, সব কন্ট্রাক্টর চোর, অফিসাররাও চুরি করে, রোগী কিছুই পায় না। তারপরে কোন কোন হেল্‌থ সেন্টারের এমন অবস্থা হয়েছে যে লোক যাবে কি, কুকুর শেয়াল পর্য্যন্ত সেখানে থাকে না। যতদিন পর্য্যন্ত ভালভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা না করতে পারছেন, ততদিন এ, জি, হাসপাতালগুলিকে ভালভাবে রাখার ব্যবস্থা অন্তত করুন। বর্তমানে সেগুলির যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে বৃষ্টি হলেই জল পড়ে, জানালা দরজা নাই, পায়খানা নাই, সেখানে রোগী রেখে চিকিৎসা করবেন কি করে? তাই বলছি সেগুলির দিকে একটু ভাল করে দৃষ্টি দিন। না হয় তুলে দিন।

শেষকালে মেডিক্যাল কলেজ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে যে অত্যধিক ভিড় হয় তা নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। এই ভিড়ের একটা কারণ মফঃস্বল সহরে ভাল হাসপাতালের অভাব। সেখানে যদি আপনারা ভাল হাসপাতাল করেন, ইউনিয়ন ও থানা হেল্‌থ সেন্টার ভাল করে খোলেন তাহলে লোকে ফোড়া কাটাবার বা টনসিল

কাটাবার জন্য কলকাতায় আসবে না। সেই জন্যই বলছি মহকুমা ও থানা হাসপাতালগুলি যাতে ওয়েল ইকুইপড হয় এবং দ্রুত হয় তার জন্য চেষ্টা করুন। সেগুলি হয়ে গেলে পর নিশ্চয়ই কলকাতার হাসপাতালগুলির ভিড় কমে যাবে। কারণ কলকাতার হাসপাতালে ঢোকাতে হলে আগে ডাক্তারকে ১৬ টাকা ফি দিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়। একটা দিলে তবেই খিড়কীর দরজা দিয়ে ঢুকতে পারে। আর ঢুকেও মেঝেতে পড়ে থাকে। তারপর মেডিক্যাল কলেজে যে ছেলেরা পড়ে, তাদের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা নেই। বছরে ১০০ জন করে ছেলে পাশ করে বেরুচ্ছে, কিন্তু তারপর ফিজিসিয়ান হিসাবে ট্রেনিং পাচ্ছে না। ৬ বছর পড়ল অথচ ফিজিসিয়ান হিসাবে ট্রেনিং পেল না, আপনাদের আরো কিছু পয়সা লাগবে বলে তাদের একেবারে ছেড়ে দিচ্ছেন মাঠে!! যতদিন তাদের পড়ানো হবে, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক হবারও ট্রেনিং দিতে হবে। তবেই জনসাধারণের কাছে তাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত, চিকিৎসার ব্যাপার যদি তারা নাই বুঝলো, তবে তাদের সেরূপ শিক্ষায় লাভ কি? এ বিষয়টার প্রতি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

[5-10—5-20 p.m.]

Dr. Beni Chandra Dutt: Mr. Speaker, Sir, I maintain that of all the heads under nation-building the Medical Budget presents a rosy picture, and it is clear from the opening speech of Hon'ble Health Minister as also from the pamphlet under the caption "Health on the March" circulated to us that our Province stands head and shoulder above other Provinces in the matter of dispensation of medical aid to the people. It is a noteworthy feature of the Medical budget that the improvements undertaken have been achieved at moderate cost and that unlike other subjects under nation-building no additional expenditure in the shape of increased pay and dearness allowances have been involved. The Medical personnel have been content to work on the same pay and emolumnts as they used to draw previously. That is quite in keeping with the tradition of the noble profession. Yes, we have been spending more than any other Province in India under the head "Medical". We have been spending Rs. 2-12 per capita. The next best is Bombay with Rs. 1-14 per capita; Punjab Rs. 1-9 and so on. The Bhore Committee's recomemndation was Rs. 1-14 per capita. In U.K. the amount is much higher but the position is quite different there as under the State Insurance Scheme every individual has to pay for his medical expenses to the State. But no allotmnt is too much for financing health measures, for health ensures increased man-hours essential for industrialisation, a key to our Second Five-Year Plan. It is not, however, absence of disease or freedom from disease which can be said to connote health. It is just a negative phase. To be positive there must be a harmonious development of physical and mental attributes for attainment of a fuller and richer life. Adverting to some of the salient points in the speech of the Hon'ble Minister it is really heartening to learn that malaria which used to ravage the countryside is fairly on the road to control. There is 36 per cent. reduction in its incidence, but in spite of the various prophylactic measures undertaken by the Government the infectious diseases, such as cholera, typhoid, etc., continue to be a menace to the people at large. Something more vigorous should be done towards this end. The mobilisation of the patriotic instincts and energies of the people at large and especially of the outside medical profession will contribute largely to the success of these measures. One is afraid that these are not being harnessed to the same extent as it should be. The sum total of the measures adopted is, however, on the credit side of the Government, for we find that the infant mortality has gone down from 136.9 per thousand to 80 per thousand, maternity death rate from 8.5 to 4.5 and the total death rate from 18.1 to 8.6 per thousand. Taken together the total death rate has gone down to 51.4 per cent. There has been an increase in the span of life by 10.79.

These achievements go to the negative side of health, viz., absence or freedom from diseases. The question now arises, have we improved our standard of health. Paradoxically enough the health of West Bengal is fast deteriorating and in fact is the lowest in India as will be evident from the reports of the several Commissions. It is generally held that West Bengal youth lacks in initiative to take to jobs involving hard labour and physical endurance. The main reason is lack of proper physical stamina. Want of proper nutrition, lack of physical culture, climate and other environmental conditions are contributory causes. It has been the aim of our welfare State to improve the nutritional standard for which some measures as the "Grow More Food" campaign have been undertaken but no planned measures seem to have been undertaken for the physical regeneration of the country although there were specific recommendations by the Bhore Committee. Whether the subject falls within the purview of medical relief or education is a different question. The problem is there and it is for the authorities to decide as to whose concern it should be.

I now come to the question of hospitals and their management. The largest allotment is on this head, viz., 39 per cent. of the total. There has been an all-round increase in the number of beds especially with regard to T.B. and leprosy.

Today West Bengal has one bed for 1,182 persons; one doctor for 1,524 and one nurse for 3,598 persons. These compare favourably with the recommendations of the Bhore Committee under the ten years' programme. These figures worked out with mathematical precision do not however convey the actual state of things prevailing in the country for lack of proper distribution. Over 13,000 beds are in the urban areas which constitute 22.9 per cent. of the total population, whereas only 7,000 beds are allotted to rural areas comprising 77.1 per cent. of the population. Calculating on the same basis it would appear that there are 16 doctors to 1,000 persons in urban areas and 3 doctors per 11,000 in rural areas. There should be a proper planning to induce medical practitioners to go to the villages for which proper facilities should be given to them to start with.

As regards the management of hospitals, well, Sir, the outcry against the hospitals is age-long and with the ushering in of Independence contributions have been no better.

In the Outdoor Department we pride over the large number of attendance but are we rendering them proper care and attention or are the medical supplies of uptodate standard? Can we not increase the working hours and employ a double set of men to cater to their needs? The question of supply of uptodate standard medicines at least to the indigent section of the patients should also be considered in its proper perspective.

The hospitals are held to be so many soulless institutions which look to the diseases and ignore the man. The absence of any human touch has a telling influence on the nerves and sentiments of the patient who never feels at home so long as he is required to stay in the hospital. If a poor city-dweller or a rustic villager happens to secure an admission, he has the same dismal impression as echoed by an English Poet: "My confidence all gone, the grey haired soldier porter waves me on, and as I crawl still my spirits fail, these corridors, stairs of stone and iron, cold, naked and clean, half warehouse half jail." He dares not address the physician or surgeon who is ushered in and out by a band of raw products. His heart sickens whilst organs of heart, lungs, etc., continue to be looked after, Hospitals thus grow proud, arrogant and callous. The medical profession is to some extent responsible for this state of affairs. Conditions were more or less the same in advanced countries but there they have adopted methods

known as humanising the hospitals by employing reception units composed of specially trained men with medical and non-medical degrees whose duty it is to help and hear the sorrowful patient and even to keep contact with his family. Another factor which is responsible for this state of things is lack of understanding and co-operation with the family physician who should receive proper attention on having interviews with the medical officer. A discharge clinical summary of the case should be supplied to family physician at the termination of the stay of the patient. This system of withholding any information about the diognosis and treatment of the case is the legacy of the I.M.S. regime much against the canons of medical ethics and it is regrettable that this pernicious system is being allowed to be perpetuated even now.

I maintain, Sir, that we have attained some improvement in increasing the number of beds and have almost attained the target fixed by the Bhore Committee. We should devote our energies towards improving the qualities of our hospitals.

The establishment of rural health centres is an achievement which stands to the credit of the Government and already 176 centres have been opened. Although this falls far short of the target it is due to paucity of funds. The system of asking local people to contribute in kind is to my mind a commendable one as it ensures greater co-operation with the public.

Medical education: This absorbs 3 per cent. of the total allocation. There has been a reduction by 2,71,000. This is not explicable. There are 23 medical colleges in India of which 4 are in West Bengal, with 705 seats and 372 outturn of doctors. All these 4 hospitals are located in Calcutta with the result that the mofussil people are deprived of the benefit of being treated by specialists with consequential overcrowding in Calcutta hospitals.

Admission in the Medical College is made according to merit but the large percentage of failure at one stage or other has been a sore point. Is there something wrong in the matter of teaching and imparting training? Is there less of academic atmosphere and more of agitational approach both by students and teachers alike?

These are vexed questions.

Regarding post-graduate training, it is a matter of regret that while art and science subjects have got post-graduate training, medical science has got no such. We understand some arrangement has been made in some hospital, specially in the Karnani Hospital but not much headway has been made so far. The establishment of a cadre of reasearch workers is long overdue.

Students with proper aptitude should be associated with reasearch work under suitable professors who must actively pursue reasearch work and have adequate finance at their control. They should from time to time submit their report to an all-India body.

I submit, Sir, that unless desiderata are fulfilled we cannot aspire to occupy a place of honour in the medical world.

I feel tempted to quote Pasteur: "Take interest, I implore, in these sacred dwellings which are designated by the expressive term Laboratories. Demand that they may be multiplied, that they be adorned. These are temples of the future, temples of well-being and happiness. There it is that humanity grows greater, stronger, better."

Investment on health measures and proper educational facilities assures a dividend which no Government can ignore.

With these words I support the demand made by the Hon'ble Minister and commend my suggestions for proper consideration.

[5-20—5-30 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, বাজেটে আমার কাটমোশান সম্বন্ধেই আমি বলব। আমাদের এই বিরোধীপক্ষ থেকে ২।১ বছর ধরে

Decentralisation of the specialist services.

কথাটার উপর প্রতিধ্বনি চারিদিক থেকেই হচ্ছে। সুতরাং এই সম্বন্ধে নূতন করে আর কিছু বলতে চাইনে, তবে একটা কথা এর মধ্যে আমি যোগ করে দিচ্ছি এবং আমিও এর আগে বলেছি যে আমাদের নিউ সেট আপ বা স্পেশাল ষ্টাফ বলে গভর্নমেন্ট কলেজে যা আছে, তাদের সিনিয়র ষ্টাফএর মধ্যে প্রত্যেকেই যাতে ডিফারেন্ট জায়গায় অন টুরএ যায়, তার জন্য নিয়ম প্রবর্তন করা হোক। ডিষ্ট্রিক্ট ডিসেন্ট্রালাইজেশন সেখানে স্পেশালিষ্ট অব দি হাসপাতালে ৩।২।১ মাসই হোক, একটা ডেফিনাইট টাইমএ তারা সার্ভিসে যাবে, এটাই যোগ করে দিচ্ছি।

আমার গত বছরের আর একটা দাবী ছিল যে, এখন আউট-ডোরগুলোকে যদি একান্ত বাড়াতে না পারেন, তাহলে সেগুলোকে ডাবল সিফট করুন। অর্থাৎ এক বিল্ডিং, এক মেশিনে ডবল কর্মচারী এবং ডাক্তার রাখুন এবং সাধারণ মানুষকে এক বেলায় ঐ আউট-ডোরএ না পাঠিয়ে দুভাগে ভাগ করে, সকালে বিকালে আউট-ডোর করুন। কিন্তু এই সম্বন্ধে এবারকার বাজেটে কিছুই শুনতে পাই নি, তাঁর বক্তৃতায় যদি কিছু শুনতে পাই। আমার বক্তব্য বিশেষভাবে এখানে এই যে আপনাদের এই বৎসরের বাজেটে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে খরচ এবং নীতি সম্বন্ধে আছে। সেখানে আপনার এই বাজেটে কোথাও দুয়ের জায়গায় তিন এবং তিনের জায়গায় সাড়ে তিন কোটি চেয়েছেন। কিন্তু পাঁচশালা পরিকল্পনা যা দেশের সামনে দাঁড়িয়েছে, সেগুলিতে দেশকে, কোন বিভাগকে গুণগতভাবে বদলে নেবার মনোভাব না থাকলে পরিকল্পনার অঙ্গ গড়ে তোলা যায় না। এইগুলিতে পরিবর্তন যদি থাকে আপনারা বলবেন, আর যদি না থাকে, তাহলে আমার এই প্রস্তাবটা শুনে নিন। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে আমার আগেকার বক্তা মাননীয় সদস্য একজন বলে গেছেন, আমরাও অনেকবার এই মনোভাব সম্বন্ধে বলেছি, এবং আর একবার একটা খুব বড় দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে আপনাকে বলেছি। কিন্তু আগে মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতায় যখন এডুকেশন সম্পর্কে ১৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়েছেন বললেন এবং মেডিক্যাল কলেজের এডুকেশন আর নীলরতনেরও নাম উল্লেখ করলেন। অতএব এই উপলক্ষ করে আমি আমার মাননীয় কংগ্রেসী সদস্যদের বলছি যে, আপনারা আপনাদের মন্ত্রীমহাশয়ের এবং সরকারী বিভাগের উপর এই নীতি পরিবর্তনের চাপ দিন। আপনারা কল্পনা করুন যে, ইংরাজ যখন ছিল, তখন সরকারী এবং বেসরকারী কলেজের মধ্যে প্রভেদ থাকার অর্থ ছিল, কিন্তু আজ যদি এখানে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দিয়ে সরকার হয়, তাহলে আজকে কি সেই মন্ত্রী মহাশয় এসে এখানে বলবেন, শিক্ষা মানেই সরকারী কলেজ। ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ বা আর, জি, কর কলেজ প্রভৃতি যেসব বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইংরাজ রাজত্বে ছিল এবং ইংরাজ আই, এম, এস, বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দেশ সেবা করে গিয়েছিল, আপনি এই গদিতে বসে, তাদের কি সম্মান দেবেন না? আপনার এই পরিকল্পনার মধ্যে তাদের কি মর্যাদা দেবেন না? আপনি যেখানে ৩০।৪০ লাখ মেডিক্যাল কলেজকে দিয়েছেন, সেখানে নীলরতনকে একটা গ্রান্ট দেবেন, আর, জি, করকে চার লাখ এবং সাত লাখ ন্যাশন্যাল মেডিক্যালকে দিয়েছেন বলে গর্ব করেন কি করে? সেজন্য আমি আপনার মারফত কংগ্রেসী সদস্যদের জিজ্ঞাসা করছি যে, আপনাদের মন্ত্রী মহাশয় কি ওদের জন্য যথেষ্ট করেছেন? আর তা যদি না করে থাকেন, তাহলে তখনকার দিনে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজ বাড়ীর পাশে তার রাঁধুনে বামুনের কুঁড়ে ঘর এবং আমাদের রাজভবনের পাশে মন্ত্রীমহাশয়েরা যেমন বাস করছেন, ঠিক তেমনি। অর্থাৎ আজকে মেডিক্যাল কলেজের পাশে আর, জি, কর কলেজ কি এমনি করেই বসে থাকবে? সেজন্য এই নীতির পরিবর্তন হিসাবে আমি বলছি, আমরা এটার সর্বাঙ্গীন উন্নতি চাই। তার জন্যে নূতন করে টাকা খরচ করবার সামর্থ্য আমাদের নেই, কিন্তু যে যে প্রতিষ্ঠান

বর্তমানে আমাদের হাতে আছে সেগুলোকে একত্র মোবিলাইজড করে, দেশের ইউটিলাইজেশনএ আসবে এবং এই হতে পারে যে আপনারা একজিষ্টিং হাসপাতাল ও একজিষ্টিং কলেজগুলোকে আপনাদের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে গিয়ে এক রকমের ডায়েট, শিক্ষা এবং হাসপাতালের এক রকমের ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিন। আপনারা দেখুন যে লোকে আর, জি, কর, মেয়ো হাসপাতাল ছেড়ে সব এই মেডিক্যাল কলেজের দরজায় যাচ্ছে। আমি নূতন কিছু করতে বলছি না, পুরানো প্রতিষ্ঠান যা আছে, তাদেরই যদি আপনারা হাতে নিয়ে তাদের মর্যাদা দেন, তাহলে আপনাদেরই মর্যাদা বৃদ্ধি হবে, আপনাদেরই ডিপার্টমেন্ট সমৃদ্ধ হবে। অর্থাৎ চারটির জায়গায় আটটি ভাল কলেজ যদি হয়, চারটির জায়গায় আটটি ভাল প্রতিষ্ঠান যদি হয়, তাহলে লাভবান বৈ লোকসান হবেন না। আপনার এই সম্বন্ধে যদি কোন নীতি থাকে, তাহলে সেটা শুনতে চাই এবং যদি না থাকে তাহলে আমি মাননীয় কংগ্রেসী সদস্যদের বলছি যে, এই রকম একটা নীতি আপনারা আনবার চেষ্টা করুন।

তারপর আর একটা জিনিস আমার বলবার দরকার আছে। সেটা হচ্ছে যে, শুধু যদি ডিপার্টমেন্ট চলত, মেসিনটা কাজ করত, বিল্ডিংটা কাজ করত, তাহলে কিছু বলার কথা ছিল না, কিন্তু আপনারা সাধারণ মানুষ ও মুষ্টিমেয় কর্মচারীদের উপর যে দৃষ্টিভঙ্গী রেখেছেন, সেটা যুক্তিসঙ্গত নয়। সেই রকম আপনাদের ডাক্তার, নার্স ও মিনিয়াল ষ্টাফদের আপনি কি কোন মর্যাদা দিয়েছেন? ইংরাজ আমলে সেই জিনিস যেখানে পর্যাপ্ত ছিল, আপনার এই জাতীয় সরকার কি তার চেয়ে বেশী কিছু মর্যাদা দিয়েছেন? আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, অনারারী বলে তাদের বঞ্চনা কেন করছেন, এতে সাধারণ মানুষ দুঃখ মনে করে, কিন্তু বলতে পারে না। অতএব এটা আপনাদের চুরি জোচ্চুরী ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ তার
Security of service, Provident Fund, Pension,
ছুটি ইত্যাদি যতগুলো জিনিস সে পার্মানেন্ট হলে পেত তা থেকে তাকে বঞ্চিত করার জন্য আপনি এই অনারারী জিনিসটা কায়েমী করছেন। এই সব লোক যাদের ছয় মাস অন্তর সার্ভিস করতে হবে, খোসামুদি না করলে সে পাবে না, তাদের উপর চাপ দিয়ে, মতিগতি বদলে দিয়ে সাধারণ মানুষের উপর এদের সেবাবৃত্তি চান কি করে? আপনি যাদের মারফত এইসব সেবাবৃত্তি নেবেন, তাদের যদি আপনি মানুষের মতন না দেখে থাকেন, তাহলে কেমন করে আপনি দাবী করবেন যে, সেই নার্স মিষ্টি কথা বলবে বা গায়ে হাত বুলিয়ে কথা বলবে। যার কাছ থেকে সাধারণ মানুষ এইসব জিনিস পায় এবং তারা যেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্র করাই শুধু নয়, আপনার কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গীও বদলান দরকার আছে। আমি আবার বলছি যে, কর্মীদের অভিযোগ ও অসন্তোষ নিয়ে কোন পরিকল্পনাকে কেউ কোন দিন রূপ দিতে পারে নি। সুতরাং আজকে চিকিৎসা বিভাগকে আপনারা রাজনীতির উপরে রাখুন এবং আপনারা যাদের বিশ্বাস করেন, তাদের নিয়ে করুন, পে-স্কেল করুন, ডাক্তারদের সিকিউরিটি অব সার্ভিস দিন এবং নার্সদের মর্যাদা দিন। আজকের দিনে অধিকাংশ ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে যখন হাসপাতালে কাজ করতে আসে, তখন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী তাদের দিকে বদলান।

তারপর আর একটা জিনিস আপনাকে করতে হবে। আপনারা নার্স, ডাক্তার, প্রভৃতি যা দেন, কিন্তু কাজের পরিমাণে কতজন দরকার হয় সেটা ফিল করেন নি। আপনারা কুড়ি জন লোক যেখানে দরকার, সেখানে দুই জন দিয়েছেন এবং সেই দুই জন যদি কুড়ি জনের কাজ না করতে পেরে থাকে, তাহলে দোষনীয় নয়। এই রকমভাবে একটা সেবার কাজকে, মহান কাজকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন অন্ততঃ ভাল লোক, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এরা অপরাধী। রাত্রে একটা মেয়ে কুড়িটা লোককে দাঁড়িয়ে সেবা দিচ্ছে, কুড়িটা লোককে এক সঙ্গে জল দিতে পারে, কুড়িটা পেসেন্টকে যদি একসঙ্গে বেড প্যান দরকার হয় দিতে পারে? এবং যেদিন হয় না, সেদিন কোন অভিযোগ নেই, যেদিন হয় সেদিন অভিযোগ আছে। সেজন্য আজ সাধারণ মানুষের একটা মূল অভিযোগ হাসপাতালের বিরুদ্ধে রয়ে গেছে। শুধু কাগজে কলমে ডাক্তারদের নার্সদের এবং হাসপাতালগুলোকে গালি দিলে হবে না, এর পেছনে কোন নীতি আছে, সেটা জানা দরকার এবং তা জেনে সেটার

প্রতিকার করা দরকার। সেজন্য আমি মাননীয় কংগ্রেসী সদস্যদের বলছি যে, আপনারা দাবী করে একটা ছোট বোর্ডের মতন গঠন করে, সেখানে হাসপাতাল সম্বন্ধে, টিচিং সম্বন্ধে, পেসেন্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করে দিন। অর্থাৎ এতগুলো করে লোক সেখানে যাবে, তারপর যদি কোন কাজ না হয়, তাহলে বাস্তবিক ডাক্তারদের সাজা দেব, যাঁরা কাজ করতে এসেছেন, তাঁদের আমরা নিন্দা করব।

তারপর আমি আর একটা কথা ক্যানস্যার সম্বন্ধে বলছি। আমি স্বীকার করছি যে, আগের তুলনায় ক্যানস্যার, রেডিওলজী ইত্যাদি অনেক সুব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু সেটাও যথেষ্ট নয়।

[5-30—5-55 p.m.]

ক্যানস্যার সম্বন্ধে যে, আর একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, সেটাও করুন। আপনারা সত্যি আগেকার তুলনায় ক্যানস্যার কেস সম্বন্ধে পাবলিককে অনেক হেল্প করেছেন, কিন্তু আমরা কি দেখি, চিকিৎসা আজকে টাকা না হলে হয় না। এক একটা এম, এল, এর দুয়ারে ধর্না দিতে ১০০ লোক গেছে, হয়ত চারটা লোক ফ্রি কিম্বা কনসেসনএর কথা নিয়ে আসতে পারে। অতএব আপনি ক্যানস্যার কেস সম্বন্ধে একটা নীতি নিন, যেমন টি, বি সম্বন্ধে নেবার চেষ্টা করেছেন, যদিও পর্যাপ্ত হয় নি, সঠিক হয় নি এবং যা যা দরকার সব হয় নি, তবু যে একটা চেষ্টা নিচ্ছেন, এটাই যথেষ্ট। টিবারকিউলোসিস সম্বন্ধে শেষকালে বলব, বলে আর কয়েকটি বিষয়ে ২।১টি কথা বলব এবং এইগুলি নীতিগত প্রশ্ন। দেশের চিকিৎসা স্বাস্থ্যটাকে যদি মবিলাইজড করতে হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের সেবার জন্য আয়ুর্বেদ এবং হোমিও-প্যাথির কথা এসে পড়ে। আমি প্রশ্ন করছি যে, দেশের মানুষের সঙ্গে আয়ুর্বেদের সম্পর্কটা কি আপনারা কম বলে মনে করেন, কিন্তু তা নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রভিন্সএর তুলনায় এই বিষয়ে আপনারা কিছু করেন নি এবং আমি যে শুনেছি যে আপনাদের যে গ্র্যান্টগুলো হয়, তাও আবার সবটা খরচ হয় না। আমি শুনেছি যে, গত বৎসরে ডেভালাপমেন্ট প্ল্যানএ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল, কিন্তু তার থেকে নাকি বিশেষ কিছুই খরচ হয় নি। আমি জানতে চাই, এটা অভিযোগ নয়, এটা প্রশ্ন যে, যে দেশবাসী আয়ুর্বেদকে জাতীয় সম্পদ বলে মনে করেন, সেই আয়ুর্বেদের জন্য আপনারা কি করছেন, আয়ুর্বেদ কলেজ এবং তার সম্বন্ধে আপনাদের কি নীতি আছে। এই প্রশ্ন আমি হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধেও ব্যবহার করছি। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, সেন্টার থেকে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন এসেছিল এবং তার যখন জবাব যায়, তখন কতটা দেরী হয়েছিল। আমি শুনেছিলাম যে, আপনারা এই সম্বন্ধে এখনই কিছু করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, সেজন্য জানতে চাচ্ছি যে, হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আপনারা কি করবেন। আপনার যখন একটা গ্র্যান্ট, এই বিষয়ে দেন নি, তখন বুঝবো যে, এই বিষয়ে এই বৎসরে কোন পরিকল্পনাই আপনাদের নেই এবং এটার ডেভেলাপমেন্টএর জন্য আসছে বছরে কিছু আসবে কিনা তাও জানি না।

এখন আমার প্রশ্ন টিউবারকিউলিসিস, সম্বন্ধে আছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে আমার অন্তরের একটুখানি ধন্যবাদ দিচ্ছি, এই জন্য যে আজকে আমি বলেছি যে, আপনাদের নীতি হিসাবে কোন নীতি নেই। যদি টাকা অভাবের জন্য আজকে এক কোটি টাকা লাভ দিয়ে থাকতে পারেন, তবুও নীতিটা খানিকটা কারেক্ট হলেও আমরা বলতে পারি যে, আসছে বছরে আমরা এক কদমকে দশ কদম করব। আমাদের দাবী ছিল যে, যেসব কেসকে আপনারা ভর্তি করেন না, সেইসব কেসকে আপনারা বাড়ীতে বসে স্ট্রেপটোমাইসিন দেবার ব্যবস্থা করুন। আপনারা সেইসব দিতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু এই কথাটা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, এটা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। ডাক্তারের সার্টিফিকেট ইত্যাদি সম্বন্ধে যে নীতি নিয়েছেন, সেটাকে আরও একটু রিল্যাক্স করুন। এই বিষয়ে আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। ইন্ডিয়ন মেডিক্যাল য়্যাসোসিয়েশন থেকে আপনাদের বকসা ক্যাম্পে একটা টিবারকিউলোসিস ক্যাম্প করবার জন্য এবং নর্থ বেঙ্গলে কলেজ করবার জন্যেও একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনাদের যে কি পরিকল্পনা আছে, সেটা জানিয়ে মন্ত্রীমহাশয় বক্তৃতা দিলে আমি সুখী হব।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[After adjournment.]

[5-55—6-5 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীমহাশয় তার ব্যয় বরাদ্দ রাখতে গিয়ে, আমাদের সামনে যে কয়টা কথা বলেছেন, তা শুনে আমি দেশের মধ্যে এখন যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার সংগে যদি মিলিয়ে দেখি, তাহলে অনেক প্রভেদ দেখতে পাব। আমি প্রথমে পশ্চিমবংগে বিভিন্ন হাসপাতালে যে ম্যালয়্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, সেই সম্বন্ধে বলব। একটা যে কোন লোক হাসপাতালে গেলেই এই অব্যবস্থা সম্বন্ধে তার দৃষ্টি এড়াবে না। এবং এর দ্বারা মনে হয় না, যে আমাদের দেশে একটা দায়িত্বপূর্ণ সরকার আছে। এই সমস্ত জিনিষ বিশেষতঃ হাসপাতালে যেখানে মানুষের চিকিৎসা হয়। মানুষ ব্যাধিগ্রস্ত হলে হাসপাতালে যায়, প্রাণ ফিরে পাবার জন্য, কিন্তু এখানকার অব্যবস্থা দেখলে সরকারের উপর আস্থা অনেকখানি কমে যায়।

আমি একটা উদাহরণ দেব। ২৩শে ডিসেম্বর আর, জি, কর হাসপাতালে দেবু নামে একটি পাঁচ বছরের ছেলেকে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে দেওয়া হলো। কিন্তু তাকে দুঘন্টা পর্যন্ত কোন রকম য়্যাটেনশন দেওয়া হয় নি, তারপর ২৭শে ডিসেম্বর রাত দুটার সময় সেই ছেলেটি মারা গেল। তার মা বাবাকে পর্যন্ত খবর দেওয়া হল না। পরের দিন সাড়ে বারটার সময় তার মা বাপ জানল যে, তাঁদের ছেলে মারা গিয়েছে। তাঁরা মর্গে গিয়ে যা দেখতে পেলেন, তাতে দেখা গেল যে, ঐ ছেলেটি তাদের ছেলে নয়, কিন্তু দেবু নামে সেই ছেলেটির গায়ে টিকিট লাগান আছে। এই সংবাদ আপনারা সকলেই জানেন এবং তা খবরের কাগজেও বেরিয়েছে। এবং এই একটি উদাহরণ দিলাম, এটি ছাড়াও যে আরো বহু ঘটনা আছে, সেটা সকলেই বিশ্বাস করেন। তারপর, হাসপাতাল চালাবার জন্য যে সংখ্যক নার্স ও ডাক্তারের প্রয়োজন তা নেই এবং মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একদিন প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন যে, একজন ডাক্তারকে কুড়িটি শয্যা দেখতে হয়। কিন্তু আমরা জানি যে, বর্তমানে একজন ডাক্তারকে ৫০।৬০টি রুগীর তত্ত্বাবধান করতে হয়। সুতরাং এখন একজন ডাক্তারের জায়গায় তিনজন ডাক্তারের প্রয়োজন। যেখানে প্রয়োজন তিনজন ডাক্তারের, সেখানে রাখা হয়েছে একজন ডাক্তার। এই রকম নার্সও প্রয়োজন অনুপাতে কম। অন্যান্য ব্যবস্থাও সেইভাবে কম আছে। তাই আমি মনে করি, এতবড় একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, মানুষের জীবনমরণ সমস্যা যেখানে, সেখানে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শয্যার সংখ্যা যদি বেড়ে যায়, তাহলে সেই সংগে সংগে নার্স-ডাক্তারদের সংখ্যাও বাড়ান উচিত। দ্বিতীয় কথা বলেছেন, ইনসিডেন্স অব টি, বি, হয়ত কমে নাই, কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা কমেছে অনেক। তার জন্য মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, তাঁরা যে ব্যবস্থা করেছেন, তা হসপিটালাইজেশন নয়, চেস্ট ক্লিনিক করেছেন, ওষুধ বিতরণ করছেন। তার জন্য মৃত্যু সংখ্যা কম হয়েছে। আমি এখানে একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। যদিও তাঁর হাত নাই, এ বিষয়ে যদি তিনি কিছু করতে পারেন, সেটা চিন্তা করে দেখা দরকার। আমাদের টি বি, রোগীর জন্য যে সমস্ত ওষুধ প্রেস্ক্রাইব করা হয়, প্যারা-য়্যামিনো-স্যালিসিলেট তার মধ্যে খুব ভাল ওষুধ। এটা আমাদের দেশে তৈরী হয় না, বাইরে থেকে আসে। একটা বড়ি চার পয়সা দাম, একটি লোককে প্রত্যহ প্রায় কুড়িটি বড়ি সেবন করতে হয়। তার দাম পড়ে পাঁচ সিকা। একটা রোগীর জন্য এই ওষুধের দরুন ৪০।৫০ টাকা খরচে হয়ে যায়। সেজন্য বাইরে থেকে আনার জন্য ওপন জেনারাল লাইসেন্স যেটা ছিল, সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কে নাকি এটা তৈরী করবার চেষ্টা করেছেন। যার দাম এক পয়সা হওয়া উচিত, সেটা চার পয়সা করে বিক্রী হচ্ছে। তাঁরা ভারত সরকারের কাছে লিখুন, যাতে এই প্যারা-য়্যামিনো-স্যালিসিলেট আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে আসতে পারে। একটা রোগী যেখানে চার-পাঁচ আনা খরচ করতে পারে না, সেখানে এত দাম এর হওয়া উচিত নয়। সরকার এদিকে দৃষ্টি রাখলে আমার মনে হয়
incidence of death by T.B.
আরো কমে যাবে।

তারপর তৃতীয় অভিযোগ ছিল, টিউবওয়েল ও হেলথ সেন্টার সম্বন্ধে। মন্ত্রীমহাশয়, এই বিভাগ থেকে যে সমস্ত টিউবওয়েলের সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল, তার সংখ্যা কম ছিল না।

কিন্তু এ বছর রিজিওন্যাল হেল্‌থ কমিটির মেম্বর হিসেবে দেখলাম, যত টিউবওয়েল দেওয়া হতো, আগের বারে, তার শতকরা ৬০।৬৫ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাওড়া সদর সাব-ডিভিসনে প্রত্যেক বছর প্রায় ৫০টি টিউবওয়েল পাওয়া যেত, সেখানে এবার ১৬।১৭টি বলছেন, সিঙ্কিং এবং রিসিঙ্কিং নিয়ে। এ বিষয়ে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ডেভেলপমেন্ট স্কিমএ অনেক টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে। সেখানে টিউবওয়েল সম্পর্কে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সদরে টিউবওয়েল নিতে গেলে, সেখানকার অধিবাসীদের অর্ধেক খরচ দিতে হবে। অর্থাৎ একটা ডিপ-সাঙ্ক টিউব-ওয়েলের জন্য ৭।৮ শো টাকা দিতে হবে। বড়লোকে অবশ্য তাঁদের এই টিউবওয়েল নিতে পারবে। কিন্তু গরীব লোকে এই টিউবওয়েলের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। আমি হাওড়ার বিভিন্ন ইউনিয়নের তথ্য দিয়ে দেখাচ্ছি। শংকরহাটী ইউনিয়ন জায়গাটা বড় লোকদের, সেখানে ৫০টি টিউবওয়েল, তারপর নলপুর ইউনিয়ন, যেখানে গরীব লোকের বাস, সেখানে মাত্র ৭টি টিউবওয়েল। এই রকম তারতম্য হয়েছে, পক্ষপাতিত্বমূলক ডিভিসন হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর হেল্‌থ সেন্টারও ঠিক এইভাবে হয়েছে। দু-হাজার টাকা এবং ছয় বিঘা জমি দেবার কথা ছিল। কিন্তু এখন সেটা বাড়িয়ে ছয় বিঘা জমি ও দশ হাজার টাকা করা হয়েছে। এর মানেটা কি? অনেক যাতে না নিতে পারে। অনেক জায়গা আছে, দশটি থানা, দশটি হেল্‌থ সেন্টার আছে, আবার কোন থানায় একটিও নাই। এটা যদি হয়, তাহলে যারা গরীব দুঃস্থ লোক, তাদের দৃষ্টি গভর্নমেন্টের প্রতি অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। এটা মন্ত্রীমহাশয় যেন বিবেচনা করে দেখেন। সরকার পক্ষ থেকে যা পাওয়া যাচ্ছে, সেটা যদি ইভিনলি ডিষ্ট্রিবিউটেড হয়, তাহলে আর বলবার কিছু থাকে না।

সরকার যে সমস্ত হেল্‌থ য়্যাসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত করেছেন, তাদের pay and house rent allowance সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্ছে, তাদের এই হাউস রেন্ট য়্যালাওয়্যান্স না পাওয়ার জন্য গ্রামে ও মফঃস্বলে থাকতে অনেক কষ্ট হয়। তার ফলে এই অসন্তুষ্ট কর্মচারীদের কাছ থেকে পূর্ণ সার্ভিস পাওয়া যায় না। এই appointment of health centre Assistants-দের বেলায়ও নেপটিজম হয়েছে। এদিকে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি দিতে বলছি। অনেক নিরক্ষর লোককে হেল্‌থ য়্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু অনেক ম্যাট্রিক পাশ, ম্যাট্রিক ফেল লোককে নেওয়া হয় নাই।

তারপর যে সমস্ত অগাক্সিলিয়ারি হাসপাতাল উঠে গেছে, সেই অগাক্সিলিয়ারি হাসপাতালের মেল নার্সদের ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের ভেতর থেকে হেল্‌থ য়্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করা হয় না। এ নিয়ে বেশ ধিক্কার ধ্বনি ডিপার্টমেন্ট থেকে উঠেছিল। শুনলাম একটা অর্ডার দেওয়া হয়েছে, গত দু বছরে এ, জি হাসপাতাল থেকে যত মেল নার্স ডিসচার্জড করা হয়েছে, তাদের নেওয়া হবে। গত নভেম্বর মাসে তাদের ইনটারভিউ হয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত তার আর কোন উচ্চবাচ্য নাই। এ বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Natendra Nath Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের জেনারেল এডুকেশন যাকে ডিসপার্সাল স্কিমএ নিয়ে জনত্র কলেজ প্রভৃতি সহরের বাইরে ছয়টি কলেজ করবার পরিকল্পনা শুনছি এবং আরম্ভও হয়েছে (এ ভয়েস: আজ তো এডুকেশন নয়।) কিন্তু আমাদের মেডিকাল এডুকেশন সেই নীতি থেকে উলটো। অর্থাৎ বর্ধমান, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি যেখানে যত মেডিক্যাল স্কুল ছিল, তা বন্ধ করে সেগুলি শুধু কলিকাতায় কনসেনট্রেশন করা হচ্ছে। যেখানে ব্যয় বাহুল্য, যেখানে কনজেস্টেড জায়গা, যেখানে দরিদ্র মধ্যবিত্ত ছাত্ররা এসে শিক্ষা লাভ করতে পারবে না, সেখানে এগুলি কনসেনট্রেশন করা হচ্ছে। একই সরকারের জেনারেল এডুকেশন ও মেডিক্যাল এডুকেশন দুটো স্বয়ং বিরোধী নীতির দিকে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। (এ ভয়েস: এর মধ্যে

রাজনীতি আছে।) তার ফলে হয়েছে ধনীর ছেলে না হলে আর এই শিক্ষা লাভ করতে পারবে না। কাজেই তাদের আর মন থাকে না পাস করে সুদূর মফঃস্বলে গিয়ে কষ্ট করে প্র্যাকটিস করা। যদি মফঃস্বলের ছেলে মফঃস্বলের আবহাওয়ায় এই মেডিকেল শিক্ষা পেত তাহলে তারা মফঃস্বলে থেকে চিকিৎসার কাজ চালাতো। তাই আমি মনে করি এ বিষয়ে আবার আমাদের একবার দৃষ্টি দেওয়া উচিত—কনসেনট্রেসন না করে ডিসপার্সাল স্কিমএ বর্ধমান, বাঁকুড়া জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে যেখানে মেডিকেল স্কুল ছিল, সেখানে আবার করা হোক।

এখন ম্যালেরিয়া কমে গিয়েছে সত্য। কিন্তু তার জায়গায় টি বিতে দেশ ভরে গেছে। এই টি বি রোগের যা চিকিৎসা, তা গরীব লোকে করতে পারে না। ধনী লোকে সে রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারে। যেসব দরিদ্র রোগী আমাদের কাছে আসে রেকমেণ্ডেশন নিতে, এখন তাদের আমাদের কাছে এলে হবে না। এখন ব্যবস্থা হয়েছে বিনা পয়সায় টি বির চিকিৎসা পেতে হলে তারজন্য রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে ফর্ম নিয়ে এস, ডি, ওর কাছে ফটো সহ দরখাস্ত করতে হবে। সেখান থেকে অনুমতি দিলে আবার স্ট্রেপটোমাইসিন নেবার জন্য আসতে হবে। কেন এস, ডি, ওর কাছে কি সেই স্ট্রেপটোমাইসিন দেবার ব্যবস্থা করা যায় না? এই টি বি রোগীকে সেগ্রিগেট করে রাখা দরকার যাতে এই ইনফেকশন স্প্রেড না করে, সস্তায় ট্রিটমেন্ট পায় তারজন্য মহকুমা হাকিমের কাছে ব্যবস্থা করে দিলে চিকিৎসা ভাল হয়। মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করবো।

[6-5—6-15 p.m.]

কিন্তু যাতে ইনফেকসন স্প্রেড না করে, যাতে স্বাস্থ্যের জন্য ট্রিটমেন্ট পায়, সেই উদ্দেশ্যে মহকুমা শাসকদের কাছে বা মহকুমার যাঁরা চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত তাঁহাদের কাছে যাতে স্ট্রেপটোমাইসিন থাকে যার ফলে সেখানে দরখাস্ত করলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, তাহলে সেটা কি ভাল কথা নয়? আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হবে। কারণ, টি বি ভয়ানক বেড়ে চলেছে, আর আমরা সেটা বুঝি, যেহেতু আমাদের প্রতি সপ্তাহেই দুই একটি লোককে রেকমেন্ড করতে হয়, এবং আমরা কনসটিটিউয়েন্সিতে গেলে প্রায়ই এজন্য লোক আমাদের কাছে আসে।

তারপরে মফঃস্বলে আমরা দেখছি এন্টি-ম্যালেরিয়া স্কোয়াড প্রায়ই বসে থাকে। গত বছর দেখেছি ১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছিলেন, সে টাকা খরচ করতে পারলেন না। সেটায় মশা মারতে পারলেন না, অথচ কিউলেক্স মশার কামড়ে আমাদের উদ্ব্যস্ত হতে হয় এবং তাদের কামড়ে ফাইলেরিয়া রোগ হয়। কিছুদিন আগে ২৪শে হরতালের দিন যেসব কংগ্রেসী বন্ধু এখানে রাত কাটিয়েছিলেন তারা মশার কামড়ে ঘুমাতে পারেন নি। যদি মশার দল এসেম্বলি হাউসে আক্রমণ করতে পারে তাহলে আমাদের যে কিরকম দুরবস্থা হয়, আমাদের তখন কিরকম অবস্থায় আমাদের মত যাদের পল্লীগ্রামে কাটাতে হয় তা ভাল কোরে বুঝতে পারেন। কাজেই এই কিউলেক্স মশা মারবার ব্যবস্থা দরকার। স্বাস্থ্যের জন্য এই ব্যবস্থা করতে গিয়ে ম্যালেরিয়া স্কোয়াড বসে থাকল, ১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকাও খরচ হল না। তারপরে সেই মশা মারবার জন্য যে ডি, ডি, টি, তাতে জল মেশান কিনা জানি না, কিন্তু তাতে আর সেরকম কাজ হচ্ছে না। তারপরে অদ্ভুত ব্যবস্থা এন্টিম্যালেরিয়া স্কোয়াডএর জন্য গাড়ী দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কলিকাতা থেকে অনুমতি না গেলে তা সরাবার উপায় নাই। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ১৫-২০ টাকা খরচ করবার ক্ষমতা দিয়েও রাখবেন না, অথচ ড্রাইভারের জন্য মাসে মাসে ১৫০ টাকা দিয়ে তাকে বসিয়ে রাখবেন। একটি পার্ট নষ্ট হলে সেখানে হয়ত তিন মাস বসে থাকবে। এইসব অব্যবস্থা দূর করা উচিত।

তারপরে মেদিনীপুর জেলা হল সেকেন্ড লার্জেস্ট এবং তার লোকসংখ্যাও মাত্র ২৪-পরগণার চেয়ে কম—৩৩ লক্ষ ৫৯ হাজার, অথচ সেখানে ৩৩টি থানার মধ্যে মাত্র ৭টি থানা হেলথ্ সেন্টার আর ১৫টি ইউনিয়ন হেলথ্ সেন্টার আছে। এ কার্পণ্য কি জন্য? মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় যে বলেছিলেন মেদিনীপুরের লোক বড় দুষ্টু একি সেইজন্য? আমি অন্য কোন জেলার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ কোরে বলছি না, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য বলছি

। মুর্শিদাবাদের লোকসংখ্যা ১৬-১৭ লক্ষ অর্থাৎ মেদিনীপুরের প্রায় অর্ধেক, অথচ সেখানে হেলথ সেন্টার ১৫টা, আর বীরভূম যেখানকার লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ ৬৭ হাজার, অর্থাৎ মেদিনীপুরের এক-তৃতীয়াংশ সেখানে থানা হেলথ সেন্টার ৫টা আর ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার ১০টা। সেইজন্য মেদিনীপুর যা

Second populous district in West Bengal—

তার দিকে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপরে এ. জি. হাসপাতালগুলির দুর্দশার কথা অনেক বন্ধু বলেছেন। আপনারা সেগুলো তুলে দেবেন বলেছিলেন। তুলে দিতে হয় তুলে দিন, কিন্তু অপব্যয় করছেন কেন? মন্ত্রীমহাশয় ত সফরে যান, গতবারে দীঘায় অন্য অনেক মন্ত্রীও গিয়েছিলেন, তাঁরা যদি রাস্তায় নেমে ওখানকার এ. জি. হাসপাতালগুলো দেখে আসতেন ত বুঝতে পারতেন। সেগুলোর খোঁয়াড়ের চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়েছে। সেখানে রোগী গেলে রোগ ভাল না হয়ে আরও খারাপ হয়। আগে ছিল মাটির ঘর, তা হোক, কিন্তু তাও আবার পরিষ্কার করা হয় না। সেগুলো আগের মত ভাল রাখা হয় নি, এবং এখন খোঁয়াড়ে পরিণত হয়েছে বললেই হয়। তাই বলি সেগুলো তুলে দিয়ে থানা হেলথ সেন্টার করুন, লোকের সামনে আর মরীচিকার সৃষ্টি করবেন না। আর এই এ. জি. হাসপাতালের জন্য থানা হেলথ সেন্টারও করছেন না, অথচ ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারের জন্য লোকে টাকা দিয়েছে, জমি দিয়েছে—সেকথা বলাইবাবু বলে গেছেন, স্কেল নিয়ে তারা মাপ করছে, বসে আছে আর দেখছে কোথায় পুকুর ভরাট হবে। একি অদ্ভুত! অথচ পাশাপাশি ভাল জায়গা আছে, কিন্তু দেন না কেন? বর্সান্ডিয়া হেলথ সেন্টার সেখানকার জন্য জমি দিয়েছে, টাকা দিয়েছে, কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন বিবেচনাধীন আছে, কদিন যে বিবেচনাধীন থাকে তা তাঁরাই জানেন। অথচ ওদিকে এ. জি. হাসপাতালের ত একান্ত দুরবস্থা। আশা করি ইউনিয়ন ও থানা হেলথ সেন্টার করবার ব্যবস্থা করবেন।

তারপরে রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলব। আপনারা দেখবেন আগের চেয়ে এবার কম মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। এ কেন বুঝি না। দুর্ভিক্ষখাতে যেমন কম চাওয়া হয়, পরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বেশী পরিমাণে খরচ করতে হয়। এখন বলছেন দুর্ভিক্ষ নাই, কিন্তু পরে যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলবেন তখন ব্যবস্থা করতে হবে। এইরকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করা হয় বোলে লোকের যেখানে প্রয়োজন সেখানে টিউবওয়েল বসান হচ্ছে না, লোকের জলাভাব দূর করবার ব্যবস্থা এরকমভাবে করতে যাবেন না। আমি জানি সুধীরবাবু কাঁথির নাচিন্দা গ্রামে টিউবওয়েল করবার জন্য বলেন এবং মন্ত্রীমহাশয় প্রায়রিটি দিতে নোট দিলেন, কিন্তু আজ এক বৎসর দেড় বৎসর হল সেখানে একটা নলও গেল না, মন্ত্রীমহাশয়ের আদেশের কি মূল্য তা বুঝি না, প্রায়রিটি বলে দেওয়া সত্ত্বেও কেন হল না বুঝতে পারি না। কাজেই এই কথা মনে রেখে ওয়াটার সাপ্লাই যাতে আরও ভালভাবে হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

তারপর আসানসোলে যে একটা হাসপাতাল রয়েছে সাধারণের হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল নয়, সে সম্বন্ধে বন্ধু ডাঃ অতীন বোস বলে গেছেন। সেখানে না আছে ভাল ডাক্তার, না আছে চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা, না আছে ঔষধপত্র। আশা করি সেই আসানসোল হাসপাতালের দিকে দৃষ্টি রাখবেন এবং সেটা যাতে ঠিকমত চলে সে ব্যবস্থা করবেন।

তারপরে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে কিছু বলে আমি শেষ করব। এলোপ্যাথিক ঔষধের যা দাম তা গরীব লোক দিতে পারে না। অথচ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মত সস্তা অথচ উপকারী ঔষধ আছে বলেই বহু গরীব লোক চিকিৎসা পাচ্ছে এবং বেঁচে আছে। আমাদের এখানে সেদিকে নজর নাই। অন্যান্য রাষ্ট্রে হোমিওপ্যাথির জন্য চেষ্টা আছে। আমাদের এখানেও জে. সি. গুপ্ত মহাশয় বিল আনবেন বলেছিলেন এবং আমরাও আশা করেছিলাম যে গভর্নমেন্ট থেকে বিল আসবে, কিন্তু এতদিন হল, এ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে কোন বিল এল না। মন্ত্রীমহাশয় এলোপ্যাথিক চিকিৎসক বোলে বোধ হয় হোমিওপ্যাথির উপর তেমন দৃষ্টি দিচ্ছেন না। তথাপি এটা সস্তার চিকিৎসা, এবং যাতে স্টেট থেকে তারজন্য ব্যবস্থা হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে বলছি।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

মিঃ স্পীকার, স্যার, মেদিনীপুর শহরের মত মেদিনীপুরের দাঁতন ও মোহনপুর প্রসিদ্ধ স্থান। আমি সেইখানকার সম্বন্ধেই বলব। বাকী জায়গা সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তারা বলে গেছেন। এই দাঁতন জায়গাটা প্রাচীন বাংলার মধ্যে বিখ্যাত। এখানে বুদ্ধদেবের দাঁত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর এই জায়গা দিয়ে চৈতন্যদেব পুরী যাবার সময় ঐখান দিয়ে যান এবং যে পাথরে বসে দন্তধাবন করেছিলেন সেই পাথরখানি এখনও রক্ষিত আছে। তার উপর অহল্যাবাঈ পুরী যাবার যে রাস্তা করে দিয়েছিলেন এবং যার নাম উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড, সেই রাস্তা এখান দিয়ে গিয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করি তাঁরা যেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করেন যাতে এই রাস্তার নাম উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোডএর বদলে অহল্যাবাঈ রোড নাম রাখা হয়। এই অঞ্চলে মোগল ও পাঠানের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। এই দাঁতনে মুনসেফ আদালত, জেল, রেলওয়ে স্টেশন, সাবরেজিস্ট্রী অফিস, উচ্চ বিদ্যালয় এবং জুনিয়র বিদ্যালয়ও আছে, বহু দোকান পশারী আছে, এটা একটা বড় বাণিজ্য কেন্দ্র, একটা বড় পানের সেন্টার। ওখান থেকে বহু জায়গায় পান চালান হয়। সেখানে সাধারণে অর্থ দিয়ে একটা হাসপাতাল ও একটা ডিসপেনসারী করেছিলেন। সেই ডিসপেনসারী না চালাতে পারায়, এবং তার ২০টা বেড যখন তারা চালাতে পারলেন না, তখন জেলা বোর্ডের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

[6-15—6-25 p.m.]

জেলা বোর্ড কিছুদিন সেই হাসপাতাল চালিয়েছিল, তারপর এটাকে এ, জি, হস্পিটাল করা হল, এ, জি, হস্পিটাল কিছুদিন চলার পর অর্থের অভাবে এই হাসপাতাল তুলে দিলেন। তা ছাড়া অনেক দামী মাইক্রস্কোপ ও ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছিল সেগুলি চুরি হয়ে গেল। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় সেই হাসপাতাল দেখেছিলেন। আমাদের জেলা বোর্ডের যে ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আছে সেখান থেকে এটাকে থানা হেলথ সেন্টারএর জন্য রেকমেন্ডেশন হয় এবং জমি দান করা হয়, আমিও দান করেছিলাম এবং অন্য লোকেও দান করেছিল, সাইট সিলেকশনও হয়ে গেল কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে তার কোন প্রভিশন নেই। এটা অত্যন্ত দরকার। দাঁতনের অধিবাসী হচ্ছে প্রায় ৯০ হাজার, ১৫টি ইউনিয়ন এবং মোহনপুর থানার ছয়টি ইউনিয়ন, সেখানে কোন হাসপাতাল নেই। এটা অত্যন্ত দুঃস্থ জায়গা। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন যে জেলা বোর্ড এই হাসপাতাল সরকারকে দিতে রাজী নয়। কিন্তু আমি এই জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছি এবং তিনিও এখানে উপস্থিত আছেন, বোর্ড এইসব ঘরবাড়ী সরকারকে দান করতে রাজী আছেন। তবু কেন হচ্ছে না তা বুঝতে পারছি না। এখানে যে ঘর আছে, জায়গা আছে, তার মূল্য ৩০ হাজার টাকার বেশী। বহু লোক রাস্তার ধারে পড়ে মরে যাচ্ছে, এই ঘরগুলিতে কুড়িটি বেডএর একটা টেম্পোরারী হস্পিটাল যেমন এ, জি, হস্পিটাল ছিল, সেইরকম হাসপাতাল করলে বহু লোকের উপকার হবে। সেই উপকার করলে লোকের আপনারা আশীর্বাদ পাবেন। তারপর মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে একটা কথা শুনলাম যে রাচী মেন্টাল হস্পিটালএ অসুবিধার জন্য নতুন একটা মেন্টাল হস্পিটাল তৈরী করার জন্য এক লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এ থেকে কি আমরা বুঝবো যে বেঙ্গল-বিহার মার্জার বা মিলনের যে প্রস্তাব ছিল সেটা তাঁরা ত্যাগ করছেন? এবং সেই সংযুক্তির প্রস্তাব ত্যাগ করে এই হাসপাতাল করছেন? তারপর দাঁতন এবং মোহনপুর থানায় অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে আছে। জেলা বোর্ড থেকেও জানিয়েছে যে বহু নলকূপ অকেজো হয়ে আছে। আপনাকেও জানান হয়েছিল। এই অকেজো নলকূপগুলিকে পুনরায় বসানর ব্যবস্থা করার জন্য জেলা বোর্ড থেকে অনেক লিখেছে কিন্তু টাকা না পাওয়ায় কিছুই করা হয় নি। তাই এখানকার লোকের জলের অভাব হয়েছে।

মেদিনীপুরে দাঁতন ও মোহনপুর থানায় ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হয়েছে। প্রথম যেবার স্প্রে করা হয়েছিল তার ফলে অনেক আরশোলা, পতঙ্গ মরে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে তার পাওয়ারটা কমে গিয়েছে বলে মনে হয়। এর মধ্যেও বোধ হয় দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। যার ফলে ডি, ডি, টির ভিতরেও ভেজাল হচ্ছে বা চুরি যাচ্ছে। এই দিকে মন্ত্রীমহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি যে লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা করা উচিত নয়।

তারপর এখন এই মেদিনীপুর সহরে জলের অত্যন্ত অভাব হয়েছে। এই জেলার development board, Midnapore District Board থেকে আর একটা কুয়া বা রিজার্ভয়রএর জন্য গভর্নমেন্টএর কাছে লিখেছিল এবং তারা ভেবেছিল যে এটা দেওয়া হবে। কারণ সহরে অত্যন্ত জলের অভাব। গ্রীষ্মের সময় পাইপ ওয়াটার যা আছে তা সাপ্লাই দিতে পারে না। এখনে যাতে সরকার শীঘ্র জলের ব্যবস্থা করেন একটা রিজার্ভয়র করে তার জন্য অনুরোধ করছি। এখন যে রিজর্ভয়র আছে সেটা নারাজলের রাজা ৫০ হাজার টাকা দিয়ে করিয়েছিলেন, কিন্তু এখন সহর বড় হয়ে গিয়েছে ঘন বসতি হয়েছে গ্রীষ্মের সময় জল পাওয়া যায় না। সেইজন্য মন্ত্রীমহাশয়কে বলবো আর একটা কূপ করে তার থেকে পাম্প করে আর একটা রিজার্ভয়রএ রাখার ব্যবস্থা করুন। এবং এরজন্য District Development Board recommend করেছেন। তারপর দাঁতনে যে হাসপাতাল করবার জন্য বহু টাকা দেওয়া হয়েছে সেটা আপনারা ওপন্ করুন। মহকুমা হাসপাতালের যে ডাক্তার ও কম্পাউন্ডার আছে তা দিয়েই আপনারা আরম্ভ করতে পারেন। না করলে বুঝবো এই কাজে আপনারা অবহেলা করছেন। এবং সর্বশেষে যেসমস্ত অকেজো নলকূপ আছে সেগুলিকে কার্যকরী করবার জন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Sj. Raipada Das: Mr. Speaker, Sir, most of the villages of Malda, specially those in the deep interior, go without any medical help, worthy of the name. There is no qualified doctor there for miles around, and the people have to depend solely on quacks. If any disease of a serious type visits these areas, or there is an outbreak of any epidemic, the people get simply non-plussed and have got nothing but to resign themselvs to their fate. The majority of the people are too poor to call in a doctor from the district town, while the few with a modicum of affluence also do not find it very easy to obtain the services of a qualified doctor on account of communication difficulties and the great distance to be covered. The result is that before any medical help arrives, the patient either expires or his condition takes a grave turn. Besides, a city doctor charges exorbitant fees if he has to go outside the city. He sticks to his demand because of the dearth of duly qualified medical men. The people in the countryside are never rich enough to call in a doctor more than once or twice, although his services may be required for days together. Then there is the cost of medicines. Unless, therefore, the Govrnment arranges free medical aid for the people in the interior villages by opening medical centres equipped with qualified doctors, there will be no substantial alleviation of their distress. A handful of A. G. Hospitals started in selected areas are not likely to be of much help to the majority of the people who cannot fulfil the conditions attaching to their construction. It is the rich areas which are benefited by the scheme, while the areas inhabited by poor men continue as helpless as ever. If hopsitals cannot be opened all at once for lack of funds, every village should be provided with a qualified doctor with a sufficient stock of medicines at Government cost. Ours is called a welfare State. If the name is to have any meaning, the welfare of the hundreds and thousands of villagers must be ensured.

Spurious drugs have almost literally flooded the market, both in Calcutta and the mofussil towns. Unscrupulous dealers carry on a brisk trade in these drugs, because they are much cheaper, and make huge profits at the cost of suffering humanity. The volume of spurious drugs has so alarmingly increased that it is extremely difficult for the lay public to obtain genuine medicines. Even pharmacies owned by doctors are not free from this vice.

[6-25—6-35 p.m.]

It is the costly drugs in respect of which the people are mostly deceived. It is well nigh impossible for non-professional men to ascertain the genuineness of the drugs. It is exclusively the duty of the Government not only to check but to exterminate this vice through the services of experts aided by the police. These experts should do their work not only in Calcutta but in all mofussil towns and should be unsparing in their dealings with the offenders. It is rather strange that no effective step has yet been taken by the Government to eradicate this evil which is a terrible menace to society. People spend their hard-earned money on these spurious drugs which they cannot recognise as such to save the lives of their near and dear ones. But all their expenses go for nothing and in many cases they suffer bereavements because of the spurious drugs. It is not unoften that even doctors are put off the scent in handling their patients when they see that specific drugs fail to produce the expected result. Dealers in spurious drugs are, to my mind, so many murderers and should be dealt with as such. Unless the manufacture and sale of spurious drugs are stopped once for all, medical treatment of people, specially in serious cases, will be reduced to a farce. If any special legislative measure is necessary, it should be enacted here and now.

Then I come to the ever-increasing incidence of tuberculosis in the State. Malnutrition and malhousing, which have become chronic in the land, are daily adding to the number of T.B. cases. Yet, no relief, worthy of the name, is in sight for these unfortunate victims of the fell disease. They still die by hundreds and thousands absolutely without any medical treatment both for want of money and lack of facilities. The T.B. drugs are extremely costly which they cannot pay for, and hospital facilities are still at a zero point, so to say. A fortunate few—but their number too is infinitesimally small succeed in securing admission into the Kancharapara and Jadavpur T.B. Hospitals, while the vast majority of them are steadily moving towards their doom, unattended in every sense of the term. Government must make an immediate and all-out effort to fight this terrible scourge by adequate expansion of hospital facilities and by supplying free medicines on a wide scale to T.B.-afflicted people. Preventive measures should also be intensified.

My next cut motion relates to the inadequacy of rural water-supply in the interior villages of my district Malda. For miles and miles around in the "Barind" areas of Gazole and Habibpur there is not a single tube-well. The shallow ponds, which are also few and far between, provide the people, mostly belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, with a scanty supply of water which is used both for drinking and washing purposes. But these dry up with the first advent of summer. During this time, extending over a considerable part of the year, their distress knows no bounds, and they have to walk mile after mile in search of drinking water. Nearly 80 per cent. of the villages of the "Barind" areas suffer from such acute scarcity of drinking water. The Tank Improvement men who work in these areas are also faced with the problem of paucity of drinking water. The least that the Government should do and can do is to sink a tube-well in each of these villages. Humanity demands it.

Sjkta. Mira Dutta Gupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গতকাল পশুচিকিৎসা বাজেট আলোচনাকালে কৃষিমন্ত্রীমহাশয় তাঁর আলোচনার সময় বলেছিলেন যে ভেটারীনারী কলেজে সুবিধা আছে, ত্রিশটা পোস্ট খালি আছে, তা সত্ত্বেও ছাত্র নেই। কিন্তু মেডিকেল কলেজে ছাত্র থাকা সত্ত্বেও যে অসুবিধা হচ্ছে

সে কয়েকটা কথা আপনার মাধ্যমে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীমহাশয়ের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চাই। প্রতি বছর জুন, জুলাই মাসে এ্যাডমিশনকালে দেখা যায় যে বহু ছাত্র মেডিকেল কলেজের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। বহু দূর জায়গা থেকে তারা এসেছে। বহুসংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়ে গেল, বাদবাকী বহুসংখ্যক বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেল। তারা রেসপেকটিভ সায়েন্স কলেজে গেল কিন্তু তখন সেখানে এ্যাডমিসন বন্ধ হয়ে গেছে। একটা বছর এইভাবে তাদের নষ্ট হয়ে গেল অর্থাৎ সারাজীবনের জন্য সেখানে নষ্ট হয়ে গেল। সেজন্য আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে সর্বপ্রথমে বলবো যে যদি ডিস্ট্রিকটে এখনও কোন সুবিধা হয় কয়েকটা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করবার জন্য তাহলে আপনারা তা করুন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি যে দুটো নন-গভর্নমেন্ট কলেজ আছে, আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ এবং ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ, তাদের অর্থ সাহায্য দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বলি, সেখানে যাতে সুশিক্ষা হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে বলি। মেডিকেল কলেজে এত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যদি স্বাস্থ্যমন্ত্রীমহাশয় সেখানে একবার যান তাহলে দেখবেন যে, যে ইকুইপমেন্ট নিয়ে মেডিকেল কলেজের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে ইউনিভার্সিটি থেকে যদি কেউ ইন্সপেকসনে আসেন, তাহলে হয়ত তাঁরা কোন সময়ে এই কলেজটাকে ডিসএফিলিয়েট করে দিতে পারেন। এই একটা কলেজ নিয়েই আমি বলবো তার কারণ সময় অতি অল্প। যে বহুসংখ্যক ছাত্র ভর্তি হল তার সংখ্যা এত বেশী এবং তার চাপ এত বেশী, আমরা যদি সংখ্যার ষ্টেটমেন্ট দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে জাস্ট ম্যাক্সিমাম নাম্বার অব স্টুডেন্টস বিফোর সেট আপ ছিল ৩৩৭, ইমিডিয়েটলি আফটার সেট আপ ১৯৫২তে হয়ে গেল ৫৫৭, গ্রাডুয়ালি উঠে গেল ১৯৫৪তে ৬৫৩। এই সংখ্যাটা হয়েছে বহুসংখ্যক ছেলে ফেল কবার জন্য এবং কনডেন্সড কোর্সের ছেলেরাও অনেক ফেল করেছে তারজন্য। কারণ নতুন সেট আপ যেটা হোল কিছুদিন আগে মেডিকেল কনফারেন্স, আমি জানি তাতে এই রেকমেন্ডেসন হোল টিচার এ্যান্ড স্টুডেন্ট রেসিও ১ঃ৫, কিন্তু এখানে আমরা দেখবো ক্লিনিক্যাল প্রিক্লিনিক্যাল সাইডে অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট, যেখানে রোগীদের নিয়ে নাড়াচড়া করা হয় না সেখানে প্রিসেট আপে ১ঃ১১ ছিল সেটা ১৯৫২তে ১ঃ৯ পোস্ট সেট আপে হোল ১ঃ৯। আর ক্লিনিক্যাল অর্থাৎ যেটায় রোগীদের নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়, তাতে হল ১ঃ১২, প্রিসেট আপে ছিল ১ঃ১৪, পোস্ট সেট আপে ১ঃ১৩। কেন এটা হয়েছে সেটা দেখবার কথা। কনডেন্সর্ড কোর্সে পড়তে ছেলেরা এসেছে, তারা ফেল করেছে। কনডেন্সড কার্সে ছেলেবা কেন ফেল করে সেটাও দেখবার কথা। তার কারণ এই যে ক্লিনিক্যাল দিকটা সেটাই তারা সুবিধা পায় না। মেডিক্যাল কলেজে ৫শো এক্সট্রা বেডস থাকা সত্ত্বেও সেগুলি রেগুলার স্টুডেন্টসদের ওয়ার্কিং ক্যাপাসিটি খেয়ে ফেলে অর্থাৎ কনডেন্সড কোর্সের ছেলেরা সেই সুবিধা পাচ্ছে না। সেইজন্য এই তারতম্য হচ্ছে। এর আগে ডাঃ নারায়ণ রায় মহাশয় বলে গেছেন যে খুব ঘন ঘন বেড হয়, ঘন ঘন বেড থাকা সত্ত্বেও স্টুডেন্টরা সেই বেডের কোন ফেসিলিটি পাচ্ছে না।

তারপরে শেষ কথা আমি বলবো যে রিসেন্টলি একটা খবর শুনছি, ঠিক জানি না, যে হাউস স্টাফদের পে এলাউন্সেস রিভিসন হবে। এই হাউস স্টাফেদের মেডিকেল কলেজও হসপিটালের রিভিসান আফটার এ্যাডিসন হলে ভাল কথা কিন্তু যদি সাবট্রাকসন হয়, তাহলে বলবো যাঁরা এইসমস্ত কলেজ এবং হাসপাতাল চালাচ্ছেন তাঁদের যদি মন তুষ্ট না থাকে, তাহলে কলেজ এবং হাসপাতাল কিছুতেই চলতে পারে না।

[6-35—6-45 p.m.]

Sjkta. Manikuntala Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার সময় বেশী নেই, সেজন্য পাবলিক হেলথএর একদিকে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেই দিকটা আমি মনে করি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। সেটা হচ্ছে ম্যাটার্নিটি এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ারএর দিকটা। সহর হোক বা গ্রামাঞ্চল হোক, এর প্রয়োজন ঘরে ঘরে আছে এটা প্রায় একটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং এরজন্য এক্সটেনসিভ ব্যবস্থা থাকা দরকার। এটাকে সেন্ট্রালাইজড করা চলে না, একে যতই সরিয়ে দেওয়া যায়, ততই জনকল্যাণ হয় এবং শিশুদের সুব্যবস্থা করা যায়। এটা না করলে চাইল্ড মর্টালিটি

কমানো বা প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যা বা স্বাস্থ্যহীন শিশুর সংখ্যা কমানো সম্ভব নয়। একটা জিনিষ দেখেছি যখনই আমরা এবিষয় এখানে উল্লেখ করি, তখনই ও'রা বলেন বৃটিশ আমলে কি অবস্থা ছিল। যদি বলি এখনও হাজার করা ৮০টি শিশু এখানে মারা যায়, তার উত্তরে বলবেন বৃটিশ আমলে শিশুর মৃত্যুর হার কি ছিল, কিন্তু সেটা কোন কথাই নয়। আমাদের দেশে এখন যে ক্ষমতা আছে, যে অর্থ আছে, তা ব্যবহার করে কতটুকু আমরা রিলিফ দিতে পারি, কতটা স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারি, সেটা দেখবার কথা, সেদিক থেকে এটা আমাদের খুবই লজ্জার কথা যে চিলি যেখানে সবচেয়ে শিশু মৃত্যুর হার বেশী তার পরেই ভারতবর্ষের স্থান। আমি পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে তুলনা করতে চাই না, একটা ঔপনিবেশিক দেশ যেখানে সর্বাধিক শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা, তার পরেই ভারতবর্ষ এইদিক থেকে ভেবে দেখুন এবং দেখা উচিত, ইংরেজ আমলে কি ছিল তার সঙ্গে তুলনা করে গর্ববোধ করার কোন কারণ দেখি না। আমি দেখাতে চাই, এদিক থেকে যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে সেটা কত কম যার দ্বারা এর প্রয়োজন একেবারেই মিটতে পারে না। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ এ সম্পর্কে যেটুকু অর্থ পাবলিক হেলথএ ১৩ লক্ষ ৩৯ হাজার তারমধ্যে ১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ধরা হয়েছে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার আর ম্যাটার্নিটি সেন্টার্স বাবদ। আর যেটা আমাদের বাজেট ফর ১৯৫৬-৫৭ তার থেকে খুঁজে পেলাম মাত্র ৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, সর্বসাকুল্যে ৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা মোট খরচ হবে আগামী বছর এই চাইল্ড ওয়েলফেয়ার এবং ম্যাটার্নিটি ক্লিনিকসএর জন্য। সুতরাং এই সামান্য টাকা দিয়ে কি হতে পারে তা সহজেই বুঝা যায়। গত পাঁচ বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটা টার্গেট ছিল যে ৩০০ মেটারনিটি সেন্টার খোলা হবে এবং তারজন্য ব্যয়বরাদ্দ দাঁড়িয়েছিল ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা কিন্তু যদি তার ৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, সেখানে মাত্র ৩৫টি হয়েছে। এটা জেনে রাখা ভাল যে যেখানে পাঁচ বছরে টারগেট ছিল তিনশো, সেখানে হয়েছে মাত্র ৩৫টি এবং তার মধ্যে ২১টি মাত্র গভর্নমেন্ট নিজস্ব কন্ট্রোলে এবং বাকিগুলি হসপিটাল য়্যাটাচড। কতকগুলি ইনডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রোলএ। ছয় লক্ষ ৬৩ হাজার টাকায় যদি ৩৫টি হয়ে থাকে তাহলে পাঁচ লক্ষ ৭২ হাজার টাকায় তারচেয়ে কম ছাড়া বেশী হবে না এটা বুঝা যায়। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার স্কিমএ বলেছেন যে আগামী পাঁচ বছরে ৮৫ সেন্টার্স অর্থাৎ ম্যাটার্নিটি ক্লিনিকস সেন্টার খুলবেন এবং '৫৬-৫৭ সালের জন্য বরাদ্দ করেছেন ১১টি। সেক্ষেত্রে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান বছরে মাত্র ১১টি খুলবেন এবং বাজেটের টাকা এবং ফাইভ-ইয়ারস প্ল্যানএর টাকা নিয়ে আমি হিসাব করেছি তাতে ৩০-৩৫টির বেশী হতে পারে না এই আমার হিসাব। তাহলে সরকারী দৃষ্টি এখানে কত কম এবং কত উদাসীন তা পরিষ্কার সকলেই বুঝবেন। তারা গর্ব করেন ওয়েলফেয়ার স্টেট করেছি, কিন্তু আমি বলি ওয়েলফেয়ার স্টেটএর গোড়াপত্তন যেখান থেকে হবে অর্থাৎ শিশুদের জন্ম থেকে যে যত্ন এবং পালন যা প্রয়োজন তার থেকে কি পরিমাণ আমাদের শিশুরা বঞ্চিত তা কি আমরা জানি না। আমাদের বাংলাদেশে ৩৫ হাজার গ্রাম আছে, বড় বড় হাসপাতাল সেখানে নেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সেখানে যাবে না, থাকলেও কম থাকে সেখানে ম্যাটার্নিটি ক্লিনিকস না থাকলে কি করে প্রসূতি এবং শিশুকল্যাণ হবে তা আমরা বুঝি না। যাঁরা বাজেট তৈরী করেছিলেন যেমন অর্থমন্ত্রী একজন, তিনি একজন খ্যাতমান ডাক্তার যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনিও ডাক্তার, তাঁদের হাত দিয়ে কি করে এই বাজেট হয়, তা বুঝতে কষ্ট হয়। যেখানে মোট ৬৩ কোটি টাকা খরচ করবেন, তার মধ্যে মাত্র ৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা উঠলো তাদের হাতে এই বাবদে। এতেই বুঝা যায় তাদের কাছে জনস্বাস্থ্য অত্যন্ত দূরের ব্যাপার, তাচ্ছিল্যের ব্যাপার, কিছুটা করা প্রয়োজন তাই নমঃ নমঃ করে কিছু টাকা দেওয়া। তারপর আর একটা কথা আমি বলছি —জানি না কেন, যেখানে ম্যাটার্নিটি ক্লিনিক এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টারএর জন্য বেশী টাকা বরাদ্দ করার প্রয়োজন ছিল, সেখানে হঠাৎ সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ যে টাকা তা থেকে ৩৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ধরে দেওয়া হয়েছে ফ্যামিলি প্ল্যানিংএর জন্য। আমি জানি না ফ্যামিলি প্ল্যানিংএর এই দিকটা দিয়ে তাঁরা কি করবেন। যদি কোন ম্যাটার্নিটি সেন্টার সেখানে থাকে সেখান থেকে যদি ফ্যামিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে এডুকেশন দেয় কারণ, এটা এডুকেশনএর ব্যাপার—সেটা ভাল কথা কিন্তু সেটা ম্যাটার্নিটি ক্লিনিকস সেন্টারএ হওয়া দরকার যেখানে প্রসূতি এবং শিশুকল্যাণ সত্য সত্য হতে পারে। তারজন্য বরাদ্দ করেন নি। সেখানে যেগুলি আইটেম

আছে তার থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে ম্যাটার্নিটি ক্লিনিকসএর যে কাজ তাই ম্যাকচুয়ালি হবে বুঝা যায় শুধু ফ্যামিলি প্ল্যানিং হবে। যেটা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেই বাবদে এই টাকা দেওয়া হয় নি। সেজন্য আমি আর দুই-তিনটি কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই লেডি হেলথ ভিজিটর্স বাবদ সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানএ চার লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এথেকে মাত্র ৬০টি হেলথ ভিজিটর্স তৈরি করতে পারবেন। আমি জানি না এত টাকা লাগে কেন লাগুক, আপত্তি নেই কিন্তু মাত্র ৬০টি হেলথ ভিজিটর্স দিয়ে কি হবে? গ্রামাঞ্চলে যা দিয়েছে তার সংখ্যা একটু বাড়িয়ে দিন। এজন্য টাকা বাড়িয়ে দিতে কার্পণ্য করবেন না। এই দাবি আমি গত বছরেও করেছিলাম, এমনকি একটা মেমোর্যান্ডাম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলাম। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অমৃত কাউর সেটা ন্যায্য দাবী বলে সমর্থনও করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল এই যে প্রতি ১০ হাজার লোকের বসতি এরিয়া পিছু অন্ততঃ একটা করে ম্যাটার্নিটি সেন্টার দেওয়া হোক এবং ফর পার থাউজ্যান্ড য়্যাডাল্ট উইমেন একটা মিডওয়াইফ এবং একজন করে হেলথ ভিজিটর দেওয়া হোক। ৩৫ হাজার গ্রামের বাসিন্দা হিসাবে যদি গণনা করা যায় এরচেয়ে কমে হতে পারে না। আপনাদের এই টার্গেট নিয়ে যদি ৩০-৩৫টি সেন্টার তাঁরা খুলতে চান তাহলে আমাদের দেশে যা লোকসংখ্যা তাতেও একশো বছর লাগবে। আমার বক্তব্য এ ধরণের বাজেট উপস্থিত না করে যদি জনকল্যাণমূলক বাজেট তৈরী করতে চান তাহলে আমার সাজেশন মত টার্গেট ধরুন এবং তারজন্য টাকা চান যদি নিশ্চয়ই আমরা সেই টাকা ব্যয় সমর্থন করবো।

[6-45—6-55 p.m.]

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়, তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আমাদের শোনালেন যে চিকিৎসা খাতে এবং জনস্বাস্থ্য খাতে বহু টাকা বরাদ্দ করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে আমরা দেখছি যে অধিকাংশ টাকাই কলিকাতা শহরের হাসপাতালের জন্য এবং বিশেষ করে কলিকাতা শহরের সরকারী কলেজে চিকিৎসাশিক্ষা বিষয়ে খরচ হয়; এই সরকারী ও বেসরকারী পৃথক ব্যবহারের কারণ বা একটা অনুপাত আমরা বুঝতে পারি না। আজ যখন আমাদের জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠিত হয়েছে, সেখানে এইরকম পক্ষপাতিত্ব ও বিমাতাসুলভ মনোভাব কেন করা হচ্ছে? দুটি মাত্র সরকারী ও অন্য দুইটি বেসরকারী কলেজ আছে এবং তারা যথাক্রমে ঠিক যেন সুয়োরাণী দুয়োরাণীর মত ব্যবহার পাচ্ছে। অথচ জাতীয় আন্দোলনের সময় যে কলেজ দুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল- তারা মিশনারীর স্পিরিট নিয়ে জাতির পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিল; তারজন্য আর সরকারের মাথা ব্যাথা নাই। অথচ বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ না থাকলে পর, আজ যে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তা বোধ হয় হতে পারতেন না। তিনি প্রথম এসে ঐখানেই মেটিয়ারী মেডিকা পড়াতেন। সেখান থেকেই তিনি আজ বিশ্বজোড়া নাম কিনেছেন। সুতরাং সেই জাতীয় আন্দোলন- স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিশেষ করে নন-কোঅপারেশনএর যুগের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ যা এখনও চলছে, সেগুলিকে বেসরকারী গণ্য করে আবশ্যকমত অর্থ সাহায্য করেন না। এ থেকে তাঁদের গর্ব করবার কোন কারণ দেখতে পাই না। আমার মনে হয় চারটা কলেজ যদি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে সমানভাবে অর্থ ব্যয় করা উচিত ছিল। অন্যান্য সদস্য মফঃস্বলে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করবার জন্য যেসমস্ত কারণ দেখিয়েছেন, আমি তার সঙ্গে আর একটা কারণ দেখাতে চাই। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং অন্যান্য নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপ্রণালী যা ব্যবহার হচ্ছে, তা মফঃস্বলের লোকেরা পাচ্ছে না, অথচ সেই সমস্ত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বসে আছেন, তাঁরা বেকার অবস্থায় আছেন। সুতরাং মফঃস্বলে যদি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়, তাহলে সেখানকার লোকেরা অপেক্ষাকৃত অল্প খরচায় এই সমস্ত চিকিৎসকের সাহায্য নিতে পারেন এবং নতুন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রণালীতেও সাহায্য পেতে পারেন। তারপর আর একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা, যা গেল বছর শুনেছিলাম, সবশুদ্ধ প্রায় ২৮৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে ২১৮টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং ১৫টি বাকি আছে ও ৫৩টি হবার পথে। এবার বাজেটে যা ধরা হয়েছে, তাতে

বলা হচ্ছে যে এবার সবশুদ্ধ ১৯৫৫-৫৬ সালের রিভাইজড বাজেটের জায়গায় ৫,৪৮,০০০ টাকা বেশী ধরা হয়েছে, আর ১৯৫৬ সালের রিভাইজড বাজেট থেকে ৫,২৪,০০০ টাকা কম খরচ করা হয়েছে। এই কম খরচ করার উদ্দেশ্য কি তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে due mainly to slower progress of construction of health centres.

তা ছাড়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের বলেছেন যে, যেসমস্ত জায়গায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতির আবশ্যক আছে, সেই সমস্ত জায়গায় আমরা আগে চেষ্টা করবো যাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং বিশেষ করে পাড়াগাঁয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র যত শীঘ্র প্রতিষ্ঠা করা যায় তারজন্য চেষ্টা করা হবে। কিন্তু তার নমুনা আমরা কি দেখতে পেলাম? আজ পর্যন্ত মফঃস্বলে মাত্র ২৬৩টি হেলথ সেন্টার খোলা হয়েছে। যেখানে সবশুদ্ধ আমাদের ইউনিয়ন আছে বাংলাদেশে ১,৮৮৩টি, (যেটা ১৯৫১ সালের সেনসস রিপোর্টএ আছে), সেখানে মাত্র ২৬৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, এই কথা মন্ত্রীমহাশয় গর্ব করে বললেন। যেখানে পাড়াগাঁয়ের লোকেরা উৎসুক হয়ে রয়েছে যে তাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্নমেন্ট যেন যথাসম্ভব সত্বর কিছু ব্যবস্থা করেন; সেখানে গভর্নমেন্টের এই স্লোয়ার প্রগ্রেস কেন হয়? কেন যে ঐ টাকা বরাদ্দ করা সত্ত্বেও, তা খরচ করা হয় না? এর একটা মাত্র কারণ তাঁরা বললেন যে আপনাদের ইউনিয়ন, ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্র না হলে কি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে না? কিন্তু আমি বলবো যেখানে দরকার, সেখানে কোথাও স্বাস্থ্যকেন্দ্র তাঁরা প্রতিষ্ঠা করছেন না। খড়্গপুর থানায়, ১৩নং ইউনিয়নে পাঁপরআড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ছয় হাজার টাকা ও উপযুক্ত জায়গা ১৯৫২ সাল থেকে নিয়ে সেখানকার লোকজন বসে আছেন, অথচ গভর্নমেন্ট কিছুই করছেন না। তারপর খড়্গপুর থানার ৮নং ইউনিয়নে, চাংগুয়ালগ্রামে যেখানে সাধারণে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চান সেখান হতে মাত্র পাঁচ-সাত বিঘা তফাতে জমিটিই জ্যামিতিক কেন্দ্রস্থল বলে সাধারণের আশা আকাঙ্খাকে অবজ্ঞা করে সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। খড়্গপুর থানার ১৪নং ইউনিয়নে ১০ হাজার টাকা ও প্রচুর জায়গা দেওয়া সত্ত্বেও সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলবার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হচ্ছে না। নারায়ণগড় থানায়, ৩নং ইউনিয়নে ১৯৪৭ সালে পাঁচ হাজার টাকা ও যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা এবং তা ছাড়া ৫০ বিঘা জমি বা তার মূল্য দিতে সেখানকার অধিবাসিগণ প্রস্তুত আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে আজ পর্যন্ত কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয় নি। কেশিয়ারী থানায়ও কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয় নি। খড়্গপুর থানার হিজলিতে অবশ্য একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে খড়্গপুর (লোক্যাল) থানা হেলথ সেন্টার বলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত থানার কাজে লাগে না—হিজলি ও খড়্গপুর সহরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় মাত্র। তার কারণ, সেখানে গভর্ণমেন্টের বড় বড় অফিসারদের কাজে লাগবে যাঁরা ওখানে গিয়ে বাস করবেন বলে জায়গা নিয়ে রেখেছেন তারজন্য আগে হতে ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ গ্রামের লোকেরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুযোগসুবিধা পান না। এটা মন্ত্রীমহাশয় জেনে-শুনেও, তার কোন প্রতিকার করছেন না। তারপর নারায়ণগড় থানা হেলথ সেন্টার। ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি ও সিভিল সার্জেন জায়গা দেখেশুনে মঞ্জুর করলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে কিছু হচ্ছে না। কেশিয়ারী থানা হেলথ সেন্টার, সেখানকার লোকেরা সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতে প্রস্তুত আছে, তথাপি সেখানে কিছু করা হচ্ছে না। কাজেই এ'দের কথায় একটা গল্প মনে পড়ে যায়। একটি লোক শ্বশুড় বাড়ী গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখে তার শ্বশুড়ের অসুখ করেছে, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, আপনাকে দেখছে কে? তিনি উত্তর দেন 'যম'। তখন সে বলে এমন বিচিক্ষণ ডাক্তার আর হয় না। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনার পথ্য কি? তার উত্তরে তিনি বলেন 'ঘোড়ার ডিম'। তাতে সেই জামাই বলে 'ঘোড়ার ডিম' আহা এমন সুপথ্য আর হয় না।' আজ পাড়াগাঁয়ের লোকেরও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে। দেখুন গিয়ে পাড়াগাঁয়ের কি অবস্থা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ও তাঁদের কাছ থেকে ঠিক এইরকম উত্তরই পাবেন।

আমি আর একটা বিষয় বলবো—দেখা যাচ্ছে জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালগুলির উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু মেদিনীপুর সদর দক্ষিণ মহকুমায়, যেখানে পাঁচ লক্ষের অধিক লোকের বাস, আটটা থানার মধ্যে এবং যেখানে ইউনিয়ন হচ্ছে ৮১টি ও তার 'এরিয়া' হচ্ছে ৯০৮·১ বর্গমাইল, সেখানে কোন হাসপাতাল নাই। অবশ্য খড়্গপুর সহরে রেলওয়ে এলাকায় ৫০ হাজার লোকের জন্য একটা ওয়েল বিল্ট, শতাধিক বেডসংযুক্ত হাসপাতাল আছে

তা ছাড়াও ৫-৭টি দাতব্য চিকিৎসালয়ও রয়েছে, কিন্তু এই ৫০ হাজার লোকের পক্ষে তাও যথেষ্ট নয় বলে বলা হয় অথচ এই বিরাট এলাকায় বিপুল সংখ্যক লোকের জন্য কোন হাসপাতাল নাই। খজাপুরে অবিলম্বে একশোটি শয্যাসমন্বিত হাসপাতাল দরকার এবং সেখানে একটি প্রসূতিসদন হাসপাতাল যাতে স্থাপিত হয়, তারজন্য আমরা দাবি করছি। কারণ সেখানে প্রসূতির মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী। ৫০-৬০ মাইল দূরবর্তী স্থান থেকে পালকি করে প্রসূতিকে নিয়ে আসতে আসতেই অনেকক্ষেত্রেই রাস্তার মাঝে মারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারের বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এ বিষয় একেবারে নির্বাক, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন।

[6-55—7-5 p.m.]

পানীয় জল সরবরাহের কথা কি আর আমি বলব। ডেভেলপমেন্ট স্কীমে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল গত বৎসর মেদিনীপুর জেলার জন্য প্রায় কিছু বেশী দুই লক্ষ টাকা। সে টাকা খরচ হয় ম্যাজিস্ট্রেটের হাত দিয়ে। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং স্বেচ্ছাচারী শাসকের মতন ব্যবস্থা করেন। গভর্নমেন্ট যে টাকা ব্যয় করার ব্যবস্থ করে দেন, পরে তা ডিস্ট্রিক্ট কমিটিতে আসে। সে কমিটি টাকা বন্টন করেন, কিন্তু মেদিনীপুর জেলার জন্য কিছু বেশী দু লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছয়টা মহকুমার মধ্যে ঝাড়গ্রামকে বাদ দিয়ে চারটা মহকুমাকে ভাগ করে দিয়েছেন। সদর দক্ষিণ মহকুমা কমিটিকে বিলি করার জন্য মাত্র প্রায় চার হাজার টাকা দিয়েছেন, আর নিজেই ৩৩ হাজার টাকা বিলি করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আর তিন মহকুমাকে অল্প কিছু কিছু দিয়েছেন, জিজ্ঞাসা করলে বলেন—এ ছাড়া আমার কিছু করবার নাই। যদি তিনি এইরকম স্বেচ্ছাচারী হয়ে ঐ টাকা খরচ করতে থাকেন তাহলে রিজিয়নাল ডেভেলাপমেন্ট কমিটি গঠন করার কোন সার্থকতা নাই। এই ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার কিছু হবার উপায় নাই।

তারপরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র করবার যে প্রস্তাব তাতে তারা লিখেছেন—ন্যাশনাল একসটেনশন সার্ভিস ব্লক যেখানে হয়েছে সেইসব জায়গায় মাত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, পাড়াগাঁয়ের ভিতর আর কোথাও হবে না। এই যদি হয় তাহলে পাড়াগাঁয়ের স্বাস্থ্যরক্ষা কিভাবে হবে আমরা জানি না।

Sj. Sasabindu Bera:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের জনস্বাস্থ্যের মান দিনের পর দিন যে নামছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং তাড়াতাড়ি যে নামছে তার কারণ আমাদের দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা এবং তার ফলে যে অনাহার ও অর্ধাহার এবং যারা হয়ত দুবেলা খেতে পারে তাদের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। আজকাল মানুষকে দুটো ভাতের জন্য এত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় যে তাতে যে তাদের স্বাস্থ্যের মান নিচে নামবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নাই! জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে যেসব অনুসন্ধান হয়েছে তা থেকে আমরা বুঝতে পারি জনসাধারণের স্বাস্থ্য এমন নীচুতে নেমেছে কেন। জনসাধারণের সঙ্গেই কলিকাতা ছাত্রদের স্বাস্থ্য অবস্থা এবং পল্লীগ্রাম মফঃস্বলের সহরগুলির জনস্বাস্থ্যের যে খবর আমরা পেয়েছি তাতে কি ছাত্র কি জনসাধারণ সকলকারই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। সেই কারণে জনস্বাস্থ্যের খাতে সরকার যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেন সেটা অত্যন্ত অল্প বলে মনে হয়। আজকে আমাদের দেশের বর্তমান যা অবস্থা সে অবস্থায় স্বাস্থ্যের মান এমন দ্রুতগতিতে নামছে যে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে আরো বেশী এগিয়ে এসে সেটাকে রোধ করবার চেষ্টা করা দরকার। এইজন্য এদিকে আরো অর্থব্যয়ের প্রয়োজন আছে। জনসাধারণের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে ; তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা এনে জনসাধারণের খাদ্যের উন্নতির সম্বন্ধে কি পথ অবলম্বন করা যায় সে সম্পর্কে সুচিন্তিত পরামর্শ দিতে হবে। কারণ আমরা দেখেছি, আমরা যা খেতে পাই তা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী নয়। আমাদের খাদ্য যাতে স্বাস্থ্যের উপযুক্ত হয় সে সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সরকার থেকে করা উচিত। সরকার পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা তারা নেন তা সামান্য। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা হিসেবে যে ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার আরম্ভ হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প, যে মোবাইল ইউনিট রয়েছে তাও অত্যন্ত কম। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ এর সুযোগ নিয়ে নিজেদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত

করতে পারে না। কাজেই এখনও সরকার পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর, আমাদের মতন দরিদ্র দেশে হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী যেটা এতকাল ধরে আমাদের দেশে চলে আসছে সেগুলোকে আরো ব্যাপকভাবে চলবার সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন কেননা জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে সেগুলো খাপ খায়। সেইজন্য হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজীর আরো সম্প্রসারণের সুযোগ দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সরকার যে এ বিষয়ে অবহিত নন সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

এখন পল্লী অঞ্চলের জল সরবরাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে দু একটা কথা বলতে চাই। জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে দেখছি আগেকার যেসব টিউবওয়েল ছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। পুনঃসংস্কারের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ডিভেলপমেন্ট স্কীমের মারফৎ নাকি সেগুলি সংস্কার করা হবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সংস্কার করা হয় নাই, বিভিন্ন অঞ্চলের ডেভেলপমেন্টের মারফৎ টিউবওয়েলের সংখ্যা কিছু কিছু বেড়েছে, কিন্তু যেসব এলেকায় পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব সেখানকার অবস্থা যেমন ছিল তেমনি আছে। তার কারণ ডেভেলপমেন্ট স্কীমের মারফত গ্রামে টিউবওয়েল করাতে হলে গ্রামবাসীদের কিছু টাকা স্থানীয় চাঁদা হিসাবে দিতে হয়। কিন্তু যেসব গ্রামবাসীরা অতি দরিদ্র সেখানে টাকা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না অথচ সেইসব গ্রামেই পানীয় জলেরও বেশী অভাব, অর্থপূরণ করতে পারে না বলেই সেসব গ্রামে টিউবওয়েল হয় না। সেইজন্য আমরা দেখতে পাই যেসব গ্রামে অবস্থাপন্ন লোক রয়েছে সেখানেই কিছু কিছু টিউবওয়েল হয়েছে। কিন্তু যে গ্রামের লোকের অবস্থা একেবারেই ভাল নয় সেখানে একেবারেই টিউবওয়েল হচ্ছে না। আর এই টিউবওয়েলের মধ্যেও যেগুলি অনেক আগে হয়েছে সেগুলি অচল হয়ে পড়ে আছে। খারাপ হওয়ার পর মেরামত হয় নাই, তার ফলেও লোকের দুর্দশার সীমা নেই। দরিদ্র এলাকায় এই বিশেষ অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। দেশে টিউবওয়েল হচ্ছে, হোক। কিন্তু আগেকার দিনে আমাদের যে পুকুর ছিল জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য সেগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করা উচিত। আগের দিনে পুকুরের দ্বারা যে শুধু পানীয় জলেরই অভাব পূরণ হত তা নয়, গ্রামবাসীর জলের দৈনন্দিন নানাবিধ প্রয়োজনও ঐ পুকুরের দ্বারা মিটত। সেইজন্য যেখানে টিউবওয়েল হবার সম্ভাবনা নাই সেখানে পুকুরগুলি সংস্কারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের পল্লীগ্রামের প্রত্যেকটা গ্রামে না হলেও দুই-তিনখানা গ্রাম মিলিয়ে, একত্র করে যেন পুকুর সংস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়। এর দ্বারা একটা নিশ্চিত এবং স্থায়ী জলসরবরাহের ব্যবস্থা হবে। আর যেসব টিউবওয়েল অনেক দিন আগে বসানো হয়েছিল এবং যেগুলি অকেজো হয়ে গেছে সেই টিউবওয়েলগুলি তুলে নিয়ে যদি আবার বসানোর ব্যবস্থা করেন তাহলেই সেই বাবদ যে অর্থব্যয় করা হয়েছে তা স্বার্থক হবে। আশা করি সরকার এবিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে যাতে জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন হয় সেই কাজ করবেন।

[7-5—7-15 p.m.]

Dr. Saurendra Nath Saha:

স্পীকার, স্যার, সারা বাংলার জনস্বাস্থ্যের অবস্থা যে কি, তাহা সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। প্রত্যেক বৎসরই দেখিতে পাই, কি রাজ্যপালের ভাষণে, কি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে, কি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভাষণে- ইহার কোন উল্লেখ নাই। জনস্বাস্থ্য যে ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাইতেছে, তাহা আর বিশেষভাবে বলা নিস্প্রয়োজন। কারণ যে জিনিষগুলির উপর জনস্বাস্থ্য নির্ভর করে —যেমন পুষ্টিকর বিশুদ্ধ খাবার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর গৃহ ও মারাত্মক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা—ইহার কোনটাই আমাদের এই সরকার জনস্বাস্থ্যের অনুকূলে লইয়া যাইতে পারেন নাই।

লজ্জার কথা, এখনও পর্যন্ত অবাধে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া হইতেছে। ঘিয়ে ভেজাল, দুধে ভেজাল, সরিষার তেলে ভেজাল, আটা ময়দায় ভেজাল। এই সরকারকে বার বার বলা হইয়াছে, ডালদাকে রঙিন করিয়া দিতে, যাহাতে ঘিএর সহিত মিশাইতে না পারে। তাহা করা হইতেছে না কেন? খাঁটি ঘি বাজারে পাওয়া দুষ্কর। ঘি বলিতে তার ৭৫ পারসেন্ট ডালদা

আছে ধরিয়া লইতে হইবে। তাহা ছাড়া এই দালদা শরীরের পক্ষে উপকারী কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমন কি, বর্তমানে যে ব্যাপক দৃষ্টিশক্তি হ্রাস ও হার্ডেনিং অব ব্লাড ভেসলস দেখা দিয়াছে, দালদা দায়ী কিনা, সে বিষয়ে বিশেষভাবে গবেষণা হওয়া দরকার। যারা জিনিষপত্রে ভেজাল দেয়, তাদের কঠোর শাসনের কোন ব্যবস্থা নাই।

গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব কিরূপ তাহা আমি দেখাইতেছি। সারা পশ্চিম বাংলায় ৩৫ হাজার গ্রামের ভিতর ১৮ হাজার গ্রামে কোন বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই—প্রটেকটেড ওয়াটার সাপ্লাই নাই। আমাদের যে

"Health on March 1948 to 1955, West Bengal"—

বইখানি দেওয়া হয়েছে, তাহাতে দেখা যায়—১৯৫৫ সালে বাংলার লোকসংখ্যা ২৬,২০৫,৫৩২ ; ইহার ৭০ ভাগ অর্থাৎ ১,৮৩,৪৩,৮৭১ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে একটি ভাষণে বলিয়াছিলেন যে ২৫০ জন প্রতি ১টি করিয়া কল দেওয়া হইবে। সেই হিসাবে সারা বাংলায় মোট ৭৩,৩৭৫টি কল আবশ্যক। অথচ সরকারী হিসাবে দেখেতে পাই ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কলের সংখ্যা গ্রামাঞ্চলে ৩০,৪৩৭। তাহা হইলে এখনও ৪২,৯৩৮টি কল আবশ্যক। কিন্তু সরকার সহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে মোট ১,৪১৫টি কল, ১২৯টি ম্যাসনারি রিংওয়েল দিয়াছেন ১৯৫৫ সালে এবং উহা সর্বোচ্চ সংখ্যা। সুতরাং শহরতলীর সংখ্যা বাদ দিয়া যদি ১,০০০ কলও বৎসরে দেওয়া হয়, তাহা হইলেও ৪৩ বৎসর সময় লাগিবে। কি ভীষণ অবস্থা! এইজন্য কলেরা প্রভৃতি জলবাহী ব্যাধি যখন গ্রামে দেখা দেয়, তখন ইহা সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয় এবং হাজার হাজার লোক চিকিৎসাভাবে মারা যায়। বেশী সংখ্যক কল গ্রামাঞ্চলে দিলেও গ্রামগুলি পানীয় জলে ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে না, যদি না পুরাণ কলগুলি সদা চালু রাখিবার ব্যবস্থা করা না হয়। প্রায়ই দেখা যায় প্রত্যেক ইউনিয়নএ কিছু না কিছু কল অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে।

তারপর ম্যালেরিয়া কমিয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু ইহার পরিবর্তে যক্ষ্মারোগ অতি দ্রুত গ্রামাঞ্চলে প্রসারলাভ করিতেছে। তাহা রোধ করিবার ব্যাপক পরিকল্পনা সরকারের নাই। এই রোগ দমন করিতে হইলে বিশুদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য যাহাতে সাধারণ মানুষের আয় ও সামর্থের মধ্যে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদিন পুষ্টির অভাব থাকিবে, ততদিন কেবল চিকিৎসা করিয়া এই রোগ ঠেকাইতে পারা যাইবে না। আজ প্রায় ৬০ হাজার লোক বাংলায় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। এদের বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য ছাড়াও সেগ্রেগেশনএর পরে তাদের একত্রীকরণ ও সুচিকিৎসার অধীনে আনতে হবে। তারপর আক্রান্ত সমস্ত লোককে বি, সি, জি, ভ্যাকসিনএর আওতায় আনিতে হইবে। তারপর এই রোগের প্রসার কমাইতে হইলে সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আজ গ্রামাঞ্চলে প্রসূতি ও শিশুদের সুচিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেও চলে। যাহা আছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। বলিষ্ঠ জাতি গঠন করিতে হইলে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ নজর দিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে দুধের অভাব অত্যন্ত বেশী। এদিকে সরকারের দৃষ্টিপাত দেওয়া উচিত।

গ্রামাঞ্চলে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিলেও তাহা অতি মন্থর গতিতে চলিতেছে। যেমন—আমাদের ইউনিয়নএর সংখ্যা ২,০৭৯ কিন্তু ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ১৭৬টি ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার খোলা হয়েছে। তাহলে ১৭৬টি হেলথ সেন্টারএর জন্য যদি আট বৎসর লাগে তাহলে ২,০৭৯টি ইউনিয়নএ হেলথ সেন্টার হইতে প্রায় ৯০ বৎসর সময় লাগিবে। থানা হেলথ সেন্টার সম্বন্ধেও যদি ধরা যায় তা হইলে দেখা যাইবে, ১৯৪৮-৫৫ সালে এই আট বৎসরে ৪৮টি থানা হেলথ সেন্টার হয়েছে কিন্তু থানার সংখ্যা ২২৭টি। সুতরাং এইভাবে যদি চলে, তবে প্রায় ৩৮ বৎসর সময় লাগিবে সমস্ত থানায় হেলথ সেন্টার হতে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য হইতেছে যে জনস্বাস্থ্যের মান উন্নতি করিতে হইলে জনস্বাস্থ্যের হানিকর কারণগুলি যুদ্ধ প্রয়োজনীয় জিনিষ মনে করিয়া অতি দ্রুত দূর করিতে হইবে। তবেই আমাদের রক্ষা—নতুবা বাঙ্গালী জাতি পঙ্গু হইয়া পড়িবে বলা বাহুল্য। আজ এই আট

বৎসরে যা করা হইয়াছে, তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই বরং ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালী জাতিকে বাঁচাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই তজ্জন্য লজ্জিত হওয়াই উচিত।

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সময় সংক্ষেপ বলে প্রথমেই আমি আমার কনস্টিটুয়েন্সির কথাই বলব। আমার কনস্টিটুয়েন্সি হচ্ছে কেতুগ্রাম থানা, কাটোয়া সাব-ডিভিসনের অধীন ও বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। সেখানে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যধিক খারাপ, রোগ, অকাল মৃত্যু, অপমৃত্যু ইত্যাদি সব সেখানে রয়েছে এবং সেখানে এই বিষয়ে সরকারী প্রচেষ্টার অত্যন্ত অভাব। সেখানকার ১১টি ইউনিয়নের কথা আমি প্রায়ই বলে থাকি, এবং আমার কেতুগ্রাম থানায় এই পাঁচ বছরের একটিমাত্র হেলথ সেন্টার হয়েছে। অতএব আবেদন নিবেদন করে নরমগরম সবই বলা গেল, কিন্তু আমার মন্ত্রীমহাশয়ের কমণ্ডলু হইতে এক বিন্দু কৃপাবারিও বর্ষিত হইল না। এই ভদ্রলোকের এক কথা এবং ঠিক সেই চালেই চলেছেন—পাঁচ বছর আগে যা ছিল, আজ পর্যন্তও তাই আছে। অর্থাৎ থানা হেলথ সেন্টার একটা হবার কথা আছে, বহুবার চেষ্টাও করা গেছে ছয় মাস আগে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ও এই সম্বন্ধে একটা খবরও দিয়েছিলেন এবং এস, ডি, ও সাহেব একদিন আমাদের ডেকে হেসে দেখালেন যে আমাদের থানা হেলথ সেন্টার মঞ্জুর হয়েছে, শীঘ্র কাজ আরম্ভ হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কাজ আরম্ভ হয় নি—উল্টো ইনসাল্ট টু ইনজুরি, আমাদের সঙ্কুর সাহেবকে দেখে মনে হয় খুব শান্তশিষ্ট লোক, সেজন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল একটা এগ্রিজিবিশন ওপন করবার জন্য আমাদের পাচন্দীগ্রাম, কেতুগ্রাম থানায়। সেখানে মন্ত্রীমহাশয়কে দেখে সকলেই বললেন যে এই দেখুন আমাদের কিছুই হচ্ছে না। তখন তিনি বললেন যে তোমরা ভোট দেবার সময় একটু বিচার করতে পার নি, অতএব এই কবছর তোমাদের এইরকমভাবে কাটাতে হবে এবং পাঁচ বছর পরে যদি তোমাদের সুমতি হয়ে একজন কংগ্রেসীকে যদি নির্বাচন করতে পার তাহলেই তখন তোমাদের সকল দুঃখের অবসান হবে। এই হচ্ছে কেতুগ্রামের প্রকৃত অবস্থা এবং এই দুঃখের সম্বন্ধে আর কি কথা বলব। এই সম্বন্ধে একটা গল্প আমার মনে পড়ল—গ্রামে আগুন লাগাতে এক মাইল দূরে মিয়া সাহেবকে ধরে আনতে জমিদারের লোক গেল, কারণ তারা মনে করল যে মিয়া সাহেবকে ধরে নিয়ে এলে এখুনি তাঁর ফুঁয়ে সমস্ত আগুন নিবে যাবে। ফলে এক-দুই ঘণ্টায় লোক মিয়া সাহেবের কাছে যায়, কিন্তু তাঁর পোষাকপরিচ্ছদ পরতে দু ঘণ্টা কেটে গেল। তারপরে, যখন তিনি চলতে আরম্ভ করলেন তখন এত ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন যে এক মাইল যেতে তার প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। তখন তারা তাঁকে বলল যে মিয়া সাহেব একটু তাড়াতাড়ি দয়া করে চলুন তা না হলে আগুন নিবোতে যে বড় দেরী হয়ে যাবে, তাতে মিয়া সাহেব রেগে তার গালে এক চপেটাঘাত করে বললেন বেকুব ইসিকা বাস্তে হাম চাল খারাপ করেঙ্গে। আমি চাই যে আমি চিরকালটা আস্তে আস্তে একটা বনেদী চালে চলি। অর্থাৎ যেরকম করে আমার বাবা চলে গিয়েছে আমিও সেই রকম করে চলছি, তা না কোথায় সামান্য একটা ঘর পুড়বে আর তারজন্য আমি তাড়াতাড়ি যাব ইসিকা বাস্তে হাম চাল খারাপ করেঙ্গে। সেরূপ আমাদের মন্ত্রীমহাশয়কে এত করে আমরা কেতুগ্রামের অবস্থা সম্পর্কে বললাম, কিন্তু উনি সেই চাল খারাপ করেন নি—সেই একই চালে চলেছেন। কিন্তু তথাপিও আমাদের আবেদন নিবেদন আমরা করে গেলাম। স্যার, আপনি দেখছেন যে আমাদের এই পাঁচ বৎসরে পঞ্চাঙ্ক নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হচ্ছে, এর আর একটা দৃশ্য বোধ হয় সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে হবে এবং তার পরেই যবনিকা পতন হবে। আর তারপরেই গণদেবতা যে কাকে আশীর্বাদ করবেন না করবেন সেটা জানি না, কিন্তু ও'র এই যে চাল সেটা গণদেবতা ধরতে পারবেন কিনা জানি না। যাই হোক গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে আমরা বলে গেলাম অন্ততঃ কনসিয়েন্স ক্লিয়ার রেখে বলে গেলাম যে আমার কনস্টিটুয়েন্সির জন্য বা দেশের জন্য যা হয় তাই বলেছি, কিন্তু এটা হল কিনা হল তাতে কিছু যায় আসে না। যা হোক আশা করি যে থানায় হেলথ সেন্টার হবে এবং অন্ততঃ আর একটা কি দুটো ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার করলে এই [illegible] উনি হবেন। এটা ভাল লোকের জায়গা, সুন্দর জায়গা, সেই জায়গা আবার কবিরাজ গোস্বামী

[7-15—7-25 p.m.]

চৈতন্য চরিতামৃত, কেতুগ্রামের লোক এবং জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি জায়গায় লোকের কাছ থেকে আশীর্বাদ পেলে আগামী নির্বাচনে তাঁর উপকার হতে পারে। এরপর আমি ও'কে বলব যে আমার কাটোয়ায় কয়েকটা জলের কল হবার কথা ছিল, কিন্তু সেখানে এখনও জলের কল হল না—কি জানি সেটাও নাকি কংগ্রেস এরিয়া নয়, কিন্তু সেখানে জলের কল হলে ভালই হয়।

তারপরে উনি বলেছেন যে দেশের অবস্থা ভাল, কিন্তু ভাল হয় নি। তার কারণ আপনার বা অপরের যেরকম শরীর কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েদের সেইরকম শরীর নয়—রোগা, ক্ষীণ, জীর্ণশীর্ণ। তারমধ্যে কারুর হয়ত কানের রোগ, চোখের রোগ, দাঁতের রোগ, ব্লাড প্রেসার এবং দিন দিন তাদের স্বাস্থ্য খারাপই হয়ে যাচ্ছে। নানান প্রকার অভাব অভিযোগের মাঝখান দিয়ে, অর্ধাশনের ও অনশনের মাঝখান দিয়ে এবং দুঃশ্চিন্তার মাঝখানে থেকে অনবরত তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অতএব স্বাস্থ্য ভাল হয় নি, বরং স্বাস্থ্যকে ভাল করতে হবে। অবশ্য এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে দেশের জীবনের মান উন্নয়ন, আর্থিক উন্নয়ন, অতএব সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলোর উন্নতি যতদিন না হয় ততদিন কিছুই হবে না। ও'রপক্ষে অনেকগুলো কাজ করার কথা আছে, সেগুলোকেও করতে হবে। উনি বললেন যে লোক কম মরছে এবং তার মূলে ও'র প্রচেষ্টাও কিছু আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশী কারণ হচ্ছে এই যে লোকের মধ্য জনশিক্ষার বিস্তার হওয়াতে লোকে একটু সাবধানে চলছে, স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখছে—তারই ফলে অপমৃত্যুগুলি অনেক কমে গিয়েছে। এ ছাড়াও এখানকার চিকিৎসাবিদ্যারও খুব উন্নতি লাভ করেছে এবং নানান প্রকার ঔষুধপত্রও আছে। উনি অবশ্য সিট বেশী বাড়াতে পারেন নি, বেশী ফ্যাসিলিটিস গভর্নমেন্টও দিতে পারে নি, তবুও লোকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চিকিৎসা করিয়ে রোগ সারাচ্ছে। ম্যালেরিয়াও উনি কমাতে পারেন নি, উনি গদিতে বসবার অন্ততঃ পনের বছর আগে বাংলা থেকে ম্যালেরিয়া চলে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবুরাই বলেন যে এটা একটা যাযাবর রোগ কোথা থেকে এসে একটা পঙ্গপালের মতন এক জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসে এবং বছর পনের-বিশ-পঁচিশ ধরে সেই জায়গাটাকে ঘেরাও করে। আবার তাদের খেয়াল খুশীমতন আর এক জায়গায় চলে যায়। এখানেও তাই হয়েছে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার মতন আর একটা রোগের ছাপ রেখে দিয়ে গেছে যক্ষ্মা রোগ। সেই যক্ষ্মার ফিল্ডটাই তৈরি করে রেখে দিয়ে গিয়ে আজ ঘরে ঘরে ক্ষয় রোগে জনসাধারণের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। সুতরাং এই ক্ষয়রোগ নিবারণ করবার জন্য বিশেষ একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বাত ভাল করতে গিয়ে উনি যদি বলেন যে ম্যালেরিয়া সারিয়েছেন তাহলে যক্ষ্মাও উনি বাড়িয়েছেন বাত ভাল করতে গিয়ে ক্ষয়রোগ বিস্তার করেছেন। কাজেই কোন প্রকার আত্মতুষ্টির মনোভাব নিয়ে এইসব জিনিষ করা চলবে না। যাই হোক আমি এখানে আর একটা কথা বলি যে আমাদের খাজুরদিহি গ্রামের লোকেরা ১০ হাজার টাকা জোগাড় করেছে, ৬ বিঘা জমিও দিয়েছে এবং মন্ত্রীমহাশয়কেও হেলথ সেন্টার হবার জন্য বারবার অনুরোধও জানিয়েছিল, কিন্তু সেখানে হতে গিয়ে সেটা আর এক জায়গায় হয়ে গেল। অর্থাৎ এটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে জিওমেট্রির সেন্টারএ আর এক জায়গায় হয়ে গেল, একটু দুই-তিন ইঞ্চি তফাতে পড়ে গেল জিওমেট্রি অব দি ইউনিয়নএ পড়ে গেল। কিন্তু এটা হতে পারে না বলে সেটা বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে একটা চিঠি নিজে লিখেছিলাম,

he was very kind to acknowledge,

তিনি সেই চিঠিখানা অ্যাকনলেজ করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই কাজ হল না।

তারপরে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলেছি যে আমরা ডাল, ভাত চর্চোষ্য যাই খাই তাতে শরীর হয়ত একটু ভাল রাখতে পারা যায়। কিন্তু একটু একসারসাইজ করা দরকার। এই বাংলাদেশে আমরা ব্যায়াম করি না, ব্যায়ামবিমুখ আমাদের ছেলেপিলেরা। যেসমস্ত সোনারচাঁদ ছেলে যারা আখড়ায় ব্যায়াম করে তারা কি প্রকার চেহারা করেছে দেখুন দেখি তারা ভারতের চ্যাম্পিয়ন হয় এবং তারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নও হতে পারে। অতএব ব্যায়ামের দিকে লক্ষ্য রেখে আপনাদের মিলিটারি ট্রেনিংটাকে কম্পালসারি এবং তার সঙ্গে ব্যায়ামটাকেও কম্পালসারি করুন। স্বাস্থ্য-তন্ত্রের মধ্যে কোন ব্যায়াম বিভাগ নেই সেটাকে কম্পালসারি করুন। এবং দেখুন প্রত্যেক সমর্থ

বালকবালিকা, কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতী—ডাক্তাররা যাকে বলবেন যে অসুখ নেই ব্যায়াম করতে পারে—তার যেরকম দরকার এবং যেরকম তাদের স্বাস্থ্যে কুলোয় সেইরকমভাবে এদের ব্যায়াম করান দরকার। এরজন্য যদি দরকার হয় একটা ব্যায়াম দপ্তরও খুলে একজন মন্ত্রীর সৃষ্টি করুন। এই বিষয়ে অবশ্য ডাক্তারবাবুরা যাঁরা রয়েছেন তাঁরা কিছুই বলেন নি, কিন্তু আমি মনে করি যে এই ব্যায়ামের অভাবেই আমরা যত কিছু স্বাস্থ্য সঞ্চয় করতে পারতাম বডি বিল্ট করতে পারতাম তা আর করতে পারছি না। মন্ত্রীদের জন্য বহু খরচ আমরা যোগালাম এবং সেজন্যে বাংলাও মরে যায় নি, অতএব আর একটা মন্ত্রীর দপ্তরের খোরাকও আমরা চালাতে রাজী আছি এবং আমার মনে হয় তাতে অনেক ভালই হবে।

যাই হোক, আমার কেতুগ্রাম থানাতে জল একেবারে নেই টিউবওয়েল করে দিন। টিওব-ওয়েলের প্রসারের জন্য কলেরা কমেছে বলে আপনি বলেছেন, অতএব আরও যদি কতকগুলি টিউবওয়েল করে দেন তাহলে কলেরা একেবারেই চলে যাবে। অন্যান্য জিনিষ বাদ দিয়ে দুই-এক বছরের মধ্যে ৩৫ হাজার গ্রামের সমস্ত জায়গায় টিউবওয়েল করে দিন এবং এটা খুব অল্পের মাঝখান দিয়েই আপনি করতে পারেন। কিন্তু এরজন্য কন্ডিশন প্রভৃতি কিছু থাকবে না যে তুমি অর্ধেক দেবে আর আমি অর্ধেক দেব। অতএব অন্ততঃপক্ষে এটা করুন, তারা টাকা দিক, বা না দিক এইগুলি আমরা সব জায়গায় বসিয়ে দেব এবং এটা করলে লোকের কল্যাণ হবে। আমরা হয়ত কেউ আসব, কেউ আসব না এবং গণদেবতার বরমাল্য কার ঘাড়ে গিয়ে যে পড়বে সেইসব কিছুর ঠিক নেই, অতএব আমরা আশা করি যে এই শেষ অঙ্কটা আমরা খুব ভালভাবেই করব—শেষে আমরা যেন একটা ফার্স না করে যাই।

Sj. Suresh Chandra Paul:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই যে কথা বলতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের অভাব অভিযোগ আছে এবং সেই অভাব অভিযোগ দুই-এক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এরকম মনে করা ভুল হবে। আমরা যে কাজ করতে চাই সে কাজের একটা খরচ আছে এবং রাষ্ট্র যে খরচ করে তারও একটা সীমা আছে, রাষ্ট্রের খরচ করার ক্ষমতা অসীম নয়। রাষ্ট্র একেবারে অসীম টাকা পাচ্ছে এবং তা থেকে সব কাজই এক সঙ্গে মিটিয়ে দিতে পারবে এরকম মনে করা ভুল। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে আমাদের কি অবস্থা ছিল এবং এখন কি অবস্থায় এসেছি। ১৯৪৭ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আমরা কি অবস্থায় এসেছি সেটাই আমরা প্রথমে দেখবো। প্রথম কথা হচ্ছে আমরা আমাদের রাজস্বের ১৫·৪ পারসেন্ট স্বাস্থ্য আর মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টএ খরচ করছি। আমাদের এই বাংলাদেশের তুলনায় অন্যান্য দেশ কি করছে দেখুন বিহার খরচ করছে—১২·৮ পারসেন্ট বোম্বে খরচ করছে—৮·৯ পারসেন্ট মাদ্রাজ করছে ৯·৪ পারসেন্ট। সুতরাং আমাদের বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে কিংবা খরচ করছে না এরকম বলা শোভা পায় না। আমরা খরচ করছি—যতটা আমাদের পক্ষে সম্ভব এবং আমাদের পক্ষে করা দরকার। অভাব অভিযোগের অনুপাতে খরচ হয়ত আমরা করতে পাচ্ছি না ; কিন্তু স্টেটের আয়ের তুলনায় আমরা কি রকম খরচ করছি সেদিকে যদি আমরা দৃষ্টি রাখি তাহলে নিশ্চয়ই বলতে পারি আমরা কাজে অগ্রসর হচ্ছি। তারপর আমরা দেখবো—মানুষের, জনপ্রতি আমাদের স্টেটএ আমরা কতটা খরচ করছি। হেলথ সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে দুই-চারটি কথা বলছি। আমাদের বাংলাদেশ জনপিছু খরচ করছে, দুই টাকা বার আনা, কিন্তু বোম্বে করছে এক টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা, মাদ্রাজ করছে এক টাকা চারি আনা আর উত্তরপ্রদেশ করছে এগার আনা তিন পাই। সুতরাং এদিক থেকে দেখলে দেখবো যে আমাদের বাংলাদেশে জনপিছু আমরা যা খরচ করতে পাচ্ছি অন্যান্য স্টেট তা করতে পাচ্ছে না। আমাদের এখানে ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার সম্বন্ধে যদি দেখি তাতে দেখবো ১৯৪৮ সালে মোট তিনটি হেলথ সেন্টার ছিল কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে সেটা বেড়ে প্রায় ২৬০-২৬৩টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আর থানা হেলথ সেন্টার ১৯৪৮ সালে মোটেই ছিল না। আজকে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪৮টি থানা সেন্টার হয়েছে ও বেশীই হয়েছে বলতে হবে। এই ইউনিয়ন সেন্টারএ খরচ যে হয় তার মধ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রত্যেক ইউনিয়নএ ছয় বিঘা করে জমি আর পাঁচ হাজার করে টাকা আমরা চেয়েছি এবং অনেক জায়গায় থেকে রেসপন্সও পেয়েছি এবং

অনেক জায়গায় ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার করতে পেরেছি। ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার করতে গিয়ে লোকে যা দিয়েছে—পাঁচ হাজার টাকা এবং ছয় বিঘা জমি কিন্তু খরচ হয়েছে এক একটা হেলথ সেন্টারে শুধু বিল্ডিংএর খরচ প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ হাজার টাকা এবং এই যে হেলথ সেন্টার হয়েছে ৪ বেডযুক্ত হেলথ সেন্টারএর রানিং কস্ট হচ্ছে, বছরে প্রায় ১৪ হাজার টাকা কিন্তু ৫০ বেডযুক্ত হেলথ সেন্টারের রানিং কস্ট অর্থাৎ প্রতি বছর যে খরচ হচ্ছে সেটা প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা। সুতরাং আমি বলবো এদিক দিয়ে কার্য যথেষ্ট অগ্রসর হচ্ছে।

এপিডেমিক আমাদের দেশে আগে স্মল পক্স, কলেরা, এই রকম ব্যাপকভাবে যে রোগ আসতো তাতে গাঁ উজাড় হয়ে যেত কিন্তু এখন এইরকম ব্যাপকভাবে গাঁ উজাড় হবার ভাবটা কমে গেছে। যদি স্ট্যাটিসটিকস দেখেন, তাহলে দেখবেন যে ১৯৪৮ সালে কলেরা ·৬ পার থাউজ্যান্ড ছিল, ১৯৫৫ সালে সেটা কমে ·২ হয়েছে। স্মল পক্স যেটা ছিল ১৯৪৮ সালে ·৪ এখন সেটা হয়েছে ·০২। সুতরাং এদিক দিয়ে যে উন্নতি হয়েছে একথা বলতে পারি। শিশু মৃত্যুর হার ছিল ১৯৪৮ সালে ১০৬·৭, সেখানে ১৯৫৫ সালে শুধু ৮০, অনলি ৮০। মরটালিটি মানুষের মৃত্যুর হার ১৯৪৮ সালে ছিল ১৮·১, ১৯৫৫ সালে ৮·৮ হয়েছে। সুতরাং এদিক দিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ঢের কমে গেছে। টিউবার কিউলোসিস যেখানে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ·৪ ১৯৪৮ সালে, ১৯৫৫ সালে সেটা ·২ হয়েছে। এদিক দিয়ে বুঝতে পারা যায় যে স্বাস্থ্যের দিকে আমরা এগুচ্ছি না পেছুচ্ছি। এগুলো উড়িয়ে দেবার কথা নয় (ডাক্তার রাধাকৃষ্ণ পালঃ বল ভাই, বল।) ফ্যাকটস এ্যান্ড ফিগার্স থেকে প্রমাণ করে দিচ্ছি। বার্থ রেট একজন বললেন—আমাদের অপর পক্ষের এক বন্ধু বলেছেন যে এইরকম যদি চলে তাহলে আমাদের দেশ আর কিছুদিন পরে উজাড় হয়ে যাবে। বাংলাদেশে নাকি আর কেউ থাকবে না। কিন্তু ডেথ্ রেট যখন কমে গেল সেই অনুপাতে বার্থ রেট দেখুন—১৯৪৮ সালে যেখানে বার্থ রেট ছিল ২১·৩ ১৯৫৫ সালে সেটা ২৪·৪ হল। সুতরাং বার্থ রেট বেড়েছে, ডেথ্ রেট কমেছে। সুতরাং মরে যাবে কি দেশ উজাড় হয়ে যাবে এটা বলা মোটেই যুক্তিসংগত নয়।

তারপরে আর একটা কথা ম্যালেরিয়া - ম্যালেরিয়া আমাদের বাংলাদেশের একটা বিশেষ ব্যাধি ছিল। ম্যালেরিয়ার ভয়ে লোকে পল্লীগ্রাম ছেড়ে সহরাঞ্চলে পালিয়ে যেত কিন্তু এখন কি অবস্থা হয়েছে! ১৯৪৮ সালে যেখানে ৩·৬ ছিল সেটা ১৯৫৫ সালে ০·৬ হয়েছে। সুতরাং ম্যালেরিয়া যে কমেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্য আমি বলছি এই ম্যালেরিয়া একটা মারাত্মক ব্যাধি ছিল, ম্যালেরিয়ার ভয়ে বাংলাদেশ থেকে অনেক লোক অন্য প্রদেশে চলে যেত। কিন্তু আজ ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে কমেছে। একথা আমরা খুব গর্বের সহিত বলতে পারি। আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যারা পূর্বে সহরাঞ্চলে চলে গিয়েছিল ম্যালেরিয়ার ভয়ে তারা সমস্ত আবার দেশে ফিরে আসছে এবং তাতে আমাদের দেশের গ্রামের উন্নতি হচ্ছে। সুতরাং সব দিক দিয়ে যদি দেখা যায়—শুধু গলায় জোর করে বললেইত হবে না, ফ্যাকটস এ্যান্ড ফিগারর্স দেখতে হবে। আমাদের টাকার সীমা দেখতে হবে, স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে বিচার করতে হবে। এই স্বাস্থ্যবিভাগ আমাদের দেশে যে কাজ করছে তাতে বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দেশে স্বাস্থ্য এগিয়ে যাচ্ছে। এইজন্য আমি এই মেডিক্যাল এবং হেলথ সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের জন্য যে টাকা বাজেটে গ্রান্ট চাওয়া হয়েছে তা আমি সর্বোতভাবে সমর্থন করি এবং অর্থসচিব ও স্বাস্থ্য-সচিবকে আমি অভিনন্দন জানাই।

[7-25—7-35 p.m.]

Sj. Gangadhar Naskar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাকে যে অল্প সময় দেওয়া হয়েছে তাতে আমি শুধু মফঃস্বলের সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলব। এই মফঃস্বলের কৃষকদের অবস্থা যে তিমিরে তারা ছিল সেই তিমিরে তারা এখন রয়েছে। এই সরকার কি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি জলসরবরাহ সম্বন্ধে কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারে নি। আমি যদি একটা ইউনিয়নের কথা বলি তাহলেই আপনারা ভালভাবে বুঝতে পারবেন। ৩ নম্বর খেদা ইউনিয়ন যেখানে আমাদের মাননীয় মৎস্য মন্ত্রীমহাশয়ের বাড়ী এবং মাননীয় সদস্য অর্ধেন্দু শেখর নস্করের বাড়ী এবং আমারও বাড়ী। এই ইউনিয়নে ৩৫টি গ্রাম আছে এবং এখানে ১২-১৩টি টিউবওয়েল আছে তারমধ্যে

৫-৬টা ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। এখানে গত বৎসর কলেরায় ১২ থেকে ১৫ জন লোক মারা গিয়েছে। এখানে হেমদার দয়াতে মৎস্য চাষের জন্য ময়লা জলের জন্য এখানে কলেরা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এখানে আমাশা, বসন্ত লেগেই রয়েছে। আজকাল মশা, মাছির উপদ্রবে লোকের পক্ষে বসবাস করা একরকম অসম্ভব হয়ে পরেছে। হেমবাবু, অর্ধেন্দুবাবু তো এখানে বসবাস করেন না, বাস করতে হয় আমাদের। তার উপর নতুন একরকম রোগ হচ্ছে—তাতে প্রথমে ঘাড়ের কাছে কন্‌কন করে তারপর সেন্সলেস হয়ে যায় পরে মারা যায়। এই এক রকম সন্ন্যাস রোগের মত। এতে ডাক্তার বদ্যি কিছু করতে পারছে না। তিন-চার জন মরে গিয়েছে, দশ-বার জন এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে। একমাত্র ঔষধ হচ্ছে জল ঢালা। কালকে মন্ত্রীমহাশয়কে এই রোগ সম্বন্ধে জানিয়েছি। অবিলম্বে ডাক্তারের ব্যবস্থা না করলে গ্রামের অধিকাংশ লোক মরে যাবে। তা ছাড়া ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে কলেরা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। নয়াবাদ গ্রামে মোট টিউবওয়েল-এর সংখ্যা তিন-চারটি তার মধ্যে দুইটা খারাপ হয়ে আছে। তারপর যেসমস্ত জায়গায় আদিবাসী বাস করে সেখানে কোন টিউবওয়েলের ব্যবস্থা নেই। চয়লা, পিউড়ীগ্রাম চণ্ডীবাসীর আবাদ প্রভৃতি যেখানে ৬৫ হাজার লোক বাস করে সেখানে কোন টিউবওয়েলএর ব্যবস্থা নেই। তারপর ডাঙ্গায় পাঁচ নম্বর ইউনিয়নে, সোনারপুর ইউনিয়নে ১৯টা টিওবওয়েলএর মধ্যে নয়টা ভেঙ্গে পড়ে আছে। আর জলসরবরাহের কোন ব্যবস্থা নাই। প্রতি বৎসর ২৫ থেকে ৩০ জন লোক কলেরায় মরে। খড়ীগঙ্গীতে বজেন্দ্র মণ্ডল এই সেদিন মারা গিয়েছে। রাধানগর গ্রামেও কলেরা এখন থেকে আরম্ভ হয়েছে। এই তিন নম্বর ইউনিয়নে যেখানে মৎস্য মন্ত্রীমহাশয়ের বাড়ী সেখানে দশ হাজার লোক বাস করে সেখানে একজন পাশ করা ডাক্তার নেই। সেখানে কোন হেলথ সেন্টার নাই, সেখানে কোন রাস্তা নাই। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ত বেলেঘাটায় মহাসুখে আছেন। সোনারপুর থানায়, ভাঙ্গর থানায় যেখানে অধিকাংশ আদিবাসীরা বাস করে সেখানে কোন জলের ব্যবস্থা নাই, টিউবওয়েলএর ব্যবস্থা নাই। যেসমস্ত ডেভেলপমেন্ট স্কীম করা হয়েছে তাতে অর্ধেক টাকা দিতে হয়। এই আদিবাসীরা গরীব তারা দিতে পারে না সেইজন্য কোন টিউবওয়েল হয় না। এদের এখানে যদি ফ্রী টিউবওয়েল ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে দেশের মানুষ কিছুতেই বাঁচতে পারে না। মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে বহুবার আবেদন করেছি যাতে এখানে টিউবওয়েল হয়, হেলথ সেন্টার হয় তা না হলে তারা কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। এবার এই দিকে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবার অবিলম্বে ভাঙ্গর থানায় টিউবওয়েলের ব্যবস্থা না করলে তিন নম্বর খেদা ইউনিয়নে ময়লা জল সরানোর ব্যবস্থা না করলে কলেরা এবং অন্যান্য মারাত্মক রোগ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে থাকবে।

[7-35—7-45 p.m.]

ওখান থেকে ময়লা জল সরাবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সেখানে লেগে থাকে। এই ময়লা জলের জন্য কলেরায় হাজার হাজার লোক কলিকাতায় পর্যন্ত মারা গেল। তারজন্য বসন্ত লেগে আছে—টাইফয়েড লেগে আছে। কলিকাতায় কোন স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় নাই। কলিকাতার আশেপাশের ময়লা জল সরিয়ে দিতে হবে। এদিকে আপনারা আবার বলেন ওয়েলফেয়ার স্টেট। ধাপার লাগোয়া হালতু ইউনিয়নে যান, দেখবেন সেখানে মানুষ বাস করতে পারে না ময়লার গন্ধে। এমন কি জন্তুজানোয়ারও পর্যন্ত থাকতে পারে না —সেই ময়লার দুর্গন্ধে। এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে ওখান থেকে সেই ময়লা জল সরাবার একটা ব্যবস্থা তিনি করেন।

Sj. Amulya Ratan Ghosh:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মেডিকেল খাতে ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে—বাজেট দৃষ্টে দেখা যায়, যে অতি কম টাকাই মফঃস্বলের জন্য খরচ করা হবে। সমস্ত মেডিকেল কলেজগুলি কলিকাতাতেই সেন্ট্রালাইজড করা হয়েছে এবং বড় বড় হাসপাতাল, টি বি হাসপাতাল সমস্তই কলিকাতার বা তাঁর আশেপাশে অবস্থিত। সেই জন্যই কলিকাতার উপর লোকের বেশী চাপ পড়েছে। বাঁকুড়ায় মেডিকেল কলেজের জন্য বহুদিন থেকে চেষ্টা চলছে, প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় বাঁকুড়ায় মেডিকেল কলেজ করবার একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং ইউনিভার্সিটিও একটা প্রভিশন্যাল মঞ্জুরী দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মহাশয় সেটা

বানচাল করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মহাশয় একটু কৃপাদৃষ্টি করলেই বাঁকুড়াতে একটা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হতে পারে। সেখানে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হবার প্রায় অধিকাংশ সরঞ্জামই আছে। একটা মেডিকেল কলেজ হলে পরে বাঁকুড়া জেলার ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গরীব ছাত্রদের অশেষ উপকার হতে পারে। কিন্তু গভর্নমেন্ট সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করছেন না।

বাঁকুড়া সম্মিলনী হাসপাতালে ১৫০টির উপরে বেড আছে। সম্মিলনী ৫০ বৎসরের কিছু পূর্ব হতে উক্ত হাসপাতালটি খুব ভালভাবেই চালিয়ে আসছিলেন। তৎসঙ্গে মেডিকেল স্কুল থাকায় উক্ত হাসপাতাল চালানোর জন্য টাকার অভাব হয় নি। কিন্তু মেডিকেল স্কুলগুলি বর্তমানে গভর্নমেন্ট বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ঐ সম্মিলনী হাসপাতালের অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। গভর্নমেন্ট কয়েক বৎসর কিছু টাকা গ্রান্ট দিয়েছিলেন। কিন্তু দু-তিন বৎসর হলো সেই গ্রান্ট গভর্নমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছেন যে বাঁকুড়া সম্মিলনী তাঁদের কথামত না চলায় উক্ত গ্রান্ট সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন। এটা গভর্নমেন্টের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। বাঁকুড়ায় যে সদর হাসপাতাল আছে, তা গরুর গোয়াল বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ হাসপাতালে জনসাধারণ সুবিধামত চিকিৎসিত হতে পারে না। গভর্নমেন্ট বলছেন যে ঐ হাসপাতালটি সম্প্রসারণ করবেন। গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করলেই বাঁকুড়া সম্মিলনীর হাসপাতালকে গ্রান্ট দিয়ে সম্প্রসারণ করতে পারেন। গভর্নমেন্টের যে কি নীতি তা বোঝা দুষ্কর। গভর্নমেন্টের উচিত সম্মিলনী হাসপাতাল যাতে নষ্ট না হয়, তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে আপনার মাধ্যমে সম্মিলনী হাসপাতালকে উপযুক্ত গ্রান্ট দেবার জন্য অনুরোধ ও দাবী করি।

মফঃস্বলে শহরে বা পল্লীগ্রামে চিকিৎসিত হবার বিশেষ সুবিধা নাই। যদিও গভর্নমেন্ট কিছু কিছু হেলথ সেন্টার করেছেন, তা আবশ্যকের তুলনায় অত্যন্ত কম। মফঃস্বল শহরাঞ্চলে স্ত্রীলোকদের জন্য বিশেষ কোন ম্যাটার্নিটি হোম স্থাপিত হয় নাই। বাকুড়া জেলায় একমাত্র বাঁকুড়া সদরে সামান্য কয়েকটি বেড আছে। অন্ততঃপক্ষে সদর হাসপাতালে ও সাবডিভিসন্যাল হাসপাতাল সহ ম্যাটার্নিটি হোম থাকা উচিত। গভর্নমেন্ট সেসব বিষয়ে নিশ্চেষ্ট আছেন। মফঃস্বল শহরে আই, নোস, থ্রোট বা টি, বি, ও হার্ট ডিজিজ সম্পর্কে চিকিৎসিত হবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা সরকার করেন নাই। কলিকাতার তুলনায় মফঃস্বলেই বেশি লোক বাস করে। মফঃস্বলের মধ্যবিত্ত বা গরীব লোকদের পক্ষে কলিকাতায় এসে ঐসব রোগের চিকিৎসা করান সম্ভবপর হয় না এবং অনেক সময় চিকিৎসার অভাবে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে থকে, ও শেষ পর্যন্ত বিনা চিকিৎসায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্ততঃপক্ষে প্রতি জেলায় ঐসব বিষয়ে পারদর্শী এক একজন চিকিৎসককে নিযুক্ত করা এবং কিছু কিছু বেড রাখা গভর্নমেন্টের পক্ষে কর্তব্য।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বাঁকুড়া জেলার অতি কম সংখ্যক হেলথ সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। অনেক কোন থানায় একেবারেই কোন হেলথ সেন্টার স্থাপিত হয় নাই। আর যাও হচ্ছে—তাও জনসাধারণকে এবং ডিস্ট্রিক্ট হেলথ কমিটিকে উপেক্ষা করে কংগ্রেস মেম্বারদের খেয়ালখুসী মত সেইসব স্থানে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলি ওন্দা থানায় বেলেড়াতে হেলথ সেন্টার হবার কথা স্থির হয়েছিল এবং অধিকাংশ হেলথ কমিটির মেম্বার বেলেড়ার সপক্ষে মতও দিয়েছিলেন। উক্ত গ্রামের লোক গভর্নমেন্টের আদেশমত জমি রেজিষ্ট্রী করে টাকাও জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু জনৈক কংগ্রেস এম এল এ এবং বালগুস্য গ্রামের কংগ্রেসী বড়লোকদের প্ররোচনায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় উক্ত স্থানের মঞ্জুরীকৃত হেলথ সেন্টার নাকচ করে বালগুস্য গ্রামে হেলথ সেন্টার করবার আদেশ দিয়েছেন। অথচ তারা কোন জমি রেজিষ্ট্রী করেও দেয় নাই বা গভর্নমেন্টের আদেশমত টাকাও জমা দেয় নাই। অনর্থক তিন বৎসর উক্ত হেলথ সেন্টার না হয়ে পড়ে আছে। গভর্নমেন্টের এরূপ শ্লথ ও অন্যায় কার্যের ফলে দেশের লোক হেলথ সেন্টারের জন্য যে উপকার পেত তা তারা পাচ্ছে না, ব্যাহত হচ্ছে। ডিস্ট্রিক্ট হেলথ কমিটিগুলি একটি ফার্স ; কেবল লোক দেখান এবং সাধারণের চক্ষে ধূলি দেবার উপায় মাত্র। গভর্নমেন্ট উক্ত কমিটির মত প্রায়ই

গ্রহণ করেন না এবং নিজেদের খেয়ালখুসীমত হেলথ সেন্টার করেন। ইহা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য। যদি ডিস্ট্রিক্ট হেলথ কমিটির সভ্যদের মত গভর্নমেন্ট গ্রহণ না করেন, তবে উক্ত কমিটি রাখবার কি কারণ বুঝি না। সেটা তুলে দিলেই তো পারেন।

বাঁকুড়া জেলার পল্লী অঞ্চলে পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব। গ্রামাঞ্চলে যেসব পুষ্করিণী বা বাঁধ আছে, তা সংস্কারের অভাবে মজে গেছে, গভর্নমেন্ট তারও কোন সংস্কার করছেন না। কোন কোন গ্রামের স্ত্রীলোকগণকে গ্রীষ্মকালে দু-তিন মাইল দূর থেকে পানীয় জল বহন করে আনতে হয় এবং অনেকস্থলে অপরিষ্কার জল খেতে হয়। তার ফলে তাদের নানা প্রকার রোগে ভুগতে হয়। গভর্নমেন্ট কিছু কিছু নলকূপ ও রিংওয়েল করে দিচ্ছেন বটে, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি কম। ঐরূপ নলকূপ কোন গ্রামে করাতে গেলে গ্রামবাসিগণকে অর্ধেক খরচ দিতে হয়। বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ পল্লীবাসী গরীব বিধায় তারা উক্ত সর্ত পালন করতে অসমর্থ হওয়ায় নলকূপাদি তারা পাচ্ছে না। গভর্নমেন্টের ঐরূপ কোন সর্ত আরোপ করা উচিত নয়। দেশের জনসাধারণকে ও পল্লীবাসিগণকে পানীয় জল সরবরাহ করা গভর্নমেন্টের অবশ্য কর্তব্য এবং ঐরূপ কোন সর্ত আরোপ না করে যাতে পল্লীবাসিগণকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয় তজ্জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি ও দাবী জানাচ্ছি।

[7-45—7-55 p.m.]

Dr. Jatish Ghosh:

মাননীয় সভাপালমহাশয়! স্বাস্থ্যমন্ত্রীমহাশয় যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন তা দেখে পল্লীবাসী জনসাধারণের উপর তাঁর সরকারের দরদের পরিচয় পাওয়া যায়। মঞ্জুরীর টাকার অধিকাংশ খরচ হয় স্বাস্থ্য বিভাগের মাথাভারী স্টাফ বজায় রাখতে। আমি এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করব না—সময় সংক্ষেপ। পল্লী অঞ্চলের চিকিৎসা বিভাগে এই সরকারের দরদের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত সভাপাল মহাশয় আপনার মাধ্যমে পেশ করছি।

ঘাটাল শহরে একটা হাসপাতাল আছে। গত ২৭শে নভেম্বর ১৯৫৫ তারিখে চন্দ্রকোণা থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার একটা একসট্রিম ডিগ্রি অব গ্যাংরিঙএর কেস পাঠিয়েছিলেন ইমিডিয়েট অপারেশনএর জন্য। ঘাটাল শহরের ডাক্তারবাবু তাঁর আত্মীয়স্বজনকে বলেন তোমরা যদি অন্য ডাক্তার ডাকতে চাও ত ডাকতে পার, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ কোরে দেখতে পারি কিছু করা যায় কিনা। রোগীর আত্মীয়রা আমাকে কল দিয়ে নিয়ে যান। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর সহিত যুক্তিমতে স্থির হয়, রোগীকে মেদিনীপুর হাসপাতালে পাঠান হউক তজ্জন্য য়্যাম্বুল্যান্স পাঠানর জন্য সিভিল সার্জনকে টেলিগ্রাম করা হউক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘাটাল শহরের টেলিগ্রাম লাইন খারাপ থাকায় ঘাটাল পুলিশ স্টেশনএ রেডিওগ্রাম ইনচার্জ অফিসারকে উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত রোগীর প্রাণরক্ষার্থে মানবতার খাতিরে রেডিয়োগ্রামটি মেদিনীপুরের সিভিল সার্জনকে পাঠানর জন্য অনুরোধ করা হয়। ইনচার্জ অফিসার মহাশয় নিম্নলিখিত উত্তর দেনঃ—

"There is strict order not to entertain any message that does not fall under the category of law and order, you may please send the message by telegram with service stamp."

ইহার পর লাইন চালু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। পরে টেলিগ্রাফ লাইন ঠিক হলে ৩টার সময় সিভিল সার্জনকে টেলিগ্রাম করা হয় এবং সন্ধ্যার সময় এম্বুলেন্স আসে এবং রোগীকে পাঠান হয়। কিন্তু রোগী মেদিনীপুর হাসপাতালে আসার পরে মারা যায়। সুতরাং আমি এই কেস দিয়ে জানাতে চাই যে ঘাটাল শহরে টেলিফোন নাই, কাজেই টেলিগ্রাম লাইন অধিকাংশ সময় খারাপ (আউট অফ অর্ডার) থকে এরূপ অবস্থায় জরুরী রোগীর প্রাণরক্ষার ব্যাপারে অন্ততঃ গভর্নমেন্ট হাসপাতালের সম্বন্ধে ল এ্যান্ড অর্ডারএর স্ট্রীক্ট অর্ডার থাকা ভীষণ হৃদয়হীনতার পরিচয়। সেইজন্য আমি অনুরোধ করছি প্রধানমন্ত্রীকে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে যে, যে পর্যন্ত ঘাটালে টেলিফোন না হয় সে পর্যন্ত রেডিওগ্রামে এইরকম জরুরী কেস নেওয়ার যেন ব্যবস্থা করা হয়।

পরিশেষে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে ঘাটাল শহরে একটা পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য বহুদিন পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু যেটা দেখছি যেন চিরকালের মত ধামাচাপা হয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ অর্থাৎ সেখানকার কংগ্রেসীরা প্রচার করেন যে ঘাটাল এলাকায় কোন কাজ হবে না। কেননা ঘাটালে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া হয় নি। যদি সরকারের সৎসাহস থাকে সরকার তার ঐরূপ নীতি স্পষ্ট ঘোষণা করুন যে ঐ কারণে ঘাটাল শহরে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালও হবে না। পল্লী অঞ্চলের জনস্বাস্থ্যের সম্বন্ধে বলা যায় যে মানুষ রোগে ঔষধ পায় না ; সেখানে ভরসা একমাত্র কোয়াক্ ডাক্তার। কিছুদিন আগে ডাঃ রায় বঙ্গীয় মেডিকেল কাউন্সিলের মিটিংএ গিয়ে রিসেপশন সভায় একটা স্পীচ দিয়েছিলেন—a fervent appeal to the medical profession to go to the villages. কিন্তু আমি ডাঃ রায়কে ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই যে ডাক্তারেরা পল্লীগ্রামে প্র্যাকটিস করতে রাজী, কিন্তু পল্লীগ্রামে প্র্যাকটিস করার মত আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারেন নি। আমি জানি ১৪ জন ডাক্তার বহু আশা নিয়ে প্রাকটিস করবার জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু গিয়ে দেখেন তাঁর চারদিকে কোয়াক ডাক্তারে ভর্তি, তার উপর বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে কখনও গামছা পরে নদীনালা পার হয়ে যেতে হয়। সেখানে না আছে পরিবারবর্গের ভরণপোষণের উপযোগী আবহাওয়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা। যদি এইরূপ অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তার রেস্ত ফুরিয়ে যায়, অবশেষে বাধ্য হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে হয় চাকুরী করতে না হয় শহরে উন্নত জীবনধারণের চেষ্টায় চলে যায়। আজ ১৩ বৎসর যাবৎ মেডিকেল এসোসিয়েশন থেকে অনুরোধ জানান হচ্ছে যে যেসব ইউনিয়নে আজও রেজিষ্টার্ড মেডিকেল প্রাকটিশনার নাই সেখানে তাঁদের ২০০ টাকা সাবসাইডি এবং দুই হাজার টাকা লোন দিয়ে বসাবার ব্যবস্থা করুন। সেই লোনের টাকা মান্থলি ইনস্টলমেন্টএ আদায় করবার ব্যবস্থা হতে পারে। এইভাবে তিন বৎসরের জন্য সাবসাইডি দিয়ে ডাক্তার পাঠানর ব্যবস্থা করা উচিত। তাই আমি বলতে চাই রিসেপশন কমিটিতে বা এসেম্বিলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া এক জিনিস, আর মফঃস্বলে প্রাকটিস করতে যাওয়া এক জিনিস। আমি সারাজীবন পল্লীগ্রামেই প্রাকটিস করছি এবং তা করার অর্থ আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। তাই আবেদন করছি যে পল্লীগ্রামে ডাক্তারদের প্রাকটিস করবার মত আবহাওয়া সৃষ্টি করুন।

আর ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যে টিওবওয়েল হয় তার অর্ধেক টাকা সেখানকার লোকদের তুলে দিতে হয়। কিন্তু এমন পল্লীগ্রাম আছে যেখানে তারা তা দিতে পারে না। সেখানে টিউবওয়েলএর যে কমিটি আছে তাঁরা বলেন যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নিয়ম যে কস্টএর হাফ কন্ট্রিবিউশন না দিলে টিউবওয়েল হবে না। সুতরাং গরীব তৃষ্ণার্ত সরকারের নিয়মে তৃষ্ণার জলটুকু হতেও বঞ্চিত। পানীয় জল সরবরাহ জন্য নলকূপ সম্বন্ধে অনেকেই বলেছেন আমি সংক্ষেপে বলব। আমি একটি প্রশ্ন দিয়েছিলাম, ঘাটাল মহকুমায়, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা ও দাসপুর থানায় তা এযাবত কতগুলি নলকূপ বসান হয়েছে তার মধ্যে খাস জনস্বাস্থ্য বিভাগ হতে কতগুলি এবং ডেভেলপমেন্ট ও অন্যান্য বিভাগ হতে কতগুলি, ঐটি নাকচ করা হয়েছে মনে হয় স্বয়ং মন্ত্রীমহাশয়ের কুলের কথা প্রকাশ পাওয়ার আশংকায়। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি খাস তার বিভাগ হতে পাঁচটির বেশী হয় না। তা ছাড়া যেখানে ৫-৬ শত টাকা একটা টিওবওয়েলের জন্য এষ্টিমেট করলে হয় সেখানে এক হাজার টাকা এষ্টিমেট কোরে থাকেন আমরা জানি, আমরা নিজেরা টিউবওয়েল করিয়েছি, ৫-৬শ টাকার মধ্যেই হয়েছে। অথচ পাবলিকএর কাছ থেকে একজরবিট্যান্ট ডিমান্ড করা হয়। তা ছাড়া টিউবওয়েল সম্বন্ধে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জানাই যে মেদিনীপুর জেলায় জেলা বোর্ড হতে যতগুলি টিউবওয়েল হয়েছিল তার অর্ধেকগুলো আজ অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। সেগুলি যদি ইমিডিয়েটলি তুলে বসাবার চেষ্টা হয় তাহলে অল্প খরচে অনেকটা ব্যবস্থা হতে পারে। পানীয় জলের জন্য নলকূপ ছাড়াও পাড়াগাঁয়ে পুষ্করিণীর বিশেষ দরকার এবং যদি পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা করেন তাহলেও অনেকটা জলকষ্ট দূর হয়।

আর একটি কথা। আমরা অনেক সময় সিভিল সার্জনএর কাছে অভিযোগ করি যে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ হয় না। তিনি সব সময় সমস্ত হেলথ সেন্টার ইন্সপেকশন করতে পারেন না। সরকারের পুলিসের জন্য, কৃষিবিভাগের জন্য জীপ গাড়ীর ব্যবস্থা আছে,

নাই কেবল অবহেলিত জেলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের জন্য, এজন্য আমি অনুরোধ করি প্রত্যেক জেলার সিভিল সার্জনের জন্য সত্যই জীপ গাড়ী ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা একটা জেলায় একজন সিভিল সার্জন থাকায় তাঁর পক্ষে অন্য কাজ কোরে হেল্‌থ ডিস্ট্রিক্টএর হেলথ সেন্টারগুলো ইন্সপেকশন করার সুব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য। এ বিষয়ে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি যেভাবে তৈরি হচ্ছে তাতে তাদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগের সম্ভাবনা কম। আর যেসব ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে সেখানে যদি আংশিক (পার টাইম) ভাবে দুই একজনকে সেখানকার ডাক্তারকে নিযুক্ত করেন তাহলে ভাল হয়। একটা ডেলিভারি কেসে ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারের একজন ডাক্তারের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, এবং বাধ্য হয়ে হয় অন্য ডাক্তার ডাকতে হয়, নয় সাবডিভিশনে বা থানা সেন্টারে পাঠাতে হয়। কাজেই সেখানে দুজন এমনকি পার্ট টাইম আংশিক ডাক্তারও থাকেন তাহলে তাঁর সেব্যবস্থা কিছু করতে পারেন। সেজন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন চিন্তা কোরে দেখেন—যখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি স্থাপিত হচ্ছে সেগুলি যেন জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে, এবং স্থানীয় ডাক্তারকে যদি আংশিক পার্ট টাইমভাবেও নিয়োগ করেন তাহলেও যথেষ্ট কাজ হবে।

শেষে আর একটি অনুরোধ করব যে ঘাটাল হাসপাতালটি যেন পূর্ণাঙ্গ একটা হাসপাতালে উন্নীত হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

[7-55—8 p.m.]

Sj. Probodh Dutta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার বাঁকুড়া জেলার কতকগুলি গ্রিভ্যান্স আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়কে জানাচ্ছি। বাঁকুড়া জেলা বাংলাদেশের মধ্যে একটি দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত জেলা। সেখানে প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ হচ্ছে অনাবৃষ্টির জন্য। এ কথা সকলেই জানেন যে সেখানকার লোকেরা রিলিফএর উপরেই নির্ভর করে জীবনযাপন করে। তারজন্য তাদের জীবনীশক্তি হ্রাস হয়ে আসছে। এই সরকারের অবহেলার জন্যই তাদের এই অবস্থা হয়েছে। এখানে যক্ষ্মা এবং কুষ্ঠ রোগের প্রসার দিন দিন বাড়ছে। অল্প দিনের মধ্যে সরকার যদি তার প্রতিকার না করেন তাহলে বাঁকুড়া জেলার লোক শেষ হয়ে যাবে। এবং এই দুর্ভিক্ষ যাতে প্রতি বৎসর না হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। এখানে জমি উচু নিচু, তা ছাড়া জলসেচের ব্যবস্থা নেই। কাজেকাজেই সেখানকার জমি যাতে উর্বর হয় সেজন্য সেচের ব্যবস্থা করা উচিত। এটা যদি গভর্নমেন্ট করেন তাহলে জনসাধারণের উন্নতি হবে, লোকের প্রাণরক্ষা পাবে। তারপর আর একটা কথা এখানে অনেকেই বলেছেন বাঁকুড়া একটা দরিদ্র জায়গা তা সত্ত্বেও সেখানকার লোকেরা একটা মেডিকেল স্কুল করেছিল এবং তার দ্বারা অনেক লোক উপকার পাচ্ছিল। দরিদ্র লোকদের বিশেষ করে গ্রামের লোকদের উপকার হচ্ছিল কিন্তু আমাদের সরকার বাহাদুর এটা উঠিয়ে দিলেন। এখানে সম্মিলনীর হাসপাতাল যা আছে তাহার সাহায্যে কিছু লোক উপকার পাচ্ছিল কিন্তু সম্মেলনীর সহিত বিরোধীতার জন্য সরকার তাহার এ্যাড (সাহায্য) বন্ধ করে দিয়েছেন। আবার সাহায্য দিয়ে সেই হাসপাতাল সরকারের চালু করা উচিত যাতে দরিদ্র লোকেরা চিকিৎসা করাতে পারে। আর একটা জিনিষ বলতে চাই প্রাইমারি স্কুলএ যে ছেলেরা পড়ে তাদের অধিকাংশই গরীব লোকের ছেলে। তাদের প্রতিদিন সামান্য কিছু খেয়ে স্কুলে যেতে হয়। স্কুল ছুটির পর তারা যখন বাড়ী আসে তখন তাদের চেহারা দেখলে বড় কষ্ট হয়। সেইজন্য মন্ত্রীমহাশয় যেন দয়া করে তাদের ফ্রী টিফিনএর ব্যবস্থা করেন। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

Adjournment

The Assembly was then adjourned at 8 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 7th March, 1956, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 7th March, 1956, at 3 p.m.

Present

Mr. Speaker (The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 194 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Refugee families returned from Islampur camps of Purnea district

***88. Sj. Hemanta Kumar Basu:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that some families of refugees have come back from various camps of Islampur police-station of Purnea district (Bihar) and are spending their days for the last one month at Sealdah station;

(*ii*) that they are in distress;

(*iii*) that the representatives of these refugees have approached and are every day approaching the officials of the Refugee Relief Department including the Relief Commissioner for relief without any effect; and

(*iv*) that one male, one female and three babies died of starvation after their arrival at Sealdah station and eight persons are in the hospital?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what is their total number—males, females and babies; and

(*ii*) what steps Government have taken so far to rehabilitate them?

Minister-in-charge of Refugee Relief and Rehabilitation Department (the Hon'ble Renuka Ray): (*a*)(*i*) In September, 1954.

(*ii*) Not now.

(*iii*) The representatives approached officials of Refugee Relief and Rehabilitation Department and medical help and emergency relief were rendered and later they were removed to Gopalpur Accommodation Centre.

(*iv*) Government have no such information.

(*b*) (*i*) There were 763 adults and 181 minors. No classification according to sex and babies was maintained.

(*ii*) One family (5 persons) went back to Islampur for rehabilitation from Sealdah station and 13 families (45 persons) returned to Islampur from Gopalpur Accommodation Centre. The remaining families who are agriculturists, will be rehabilitated as soon as they can secure agricultural land.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই যে যারা ইছলামপুর থেকে চলে এসেছে তারা শিয়ালদহ স্টেশনে কতদিন ধরে আছে আপনি বলেছেন—

"Government have no such information".

এই যে ব্যাপার, এরা শিয়ালদহ স্টেশনে কতদিন যাবৎ আছে গভর্নমেন্ট জানেন না?

The Hon'ble Renuka Ray:

নোটিস দিলে স্পেসিফিক আনসার বলে দেব।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই যে বলেছেন জনকতক বাকী আছে, রিহ্যাবিলিটেশনএর, এ সম্বন্ধে এটাই কি আপ-টু-ডেট ইনফর্মেশন অর লেটেস্ট?

The Hon'ble Renuka Ray: Yes, latest except that some of them, after having purchased land, have settled themselves with rehabilitation loans and some have returned to Islampur.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই যে যারা ফিরে এসেছে তারা এখন কোন্ ক্যাম্পএ আছে?

The Hon'ble Renuka Ray:

বললাম তো গোপালপুর এ্যাকোমোডেশন সেন্টারএ আছে।

Sj. Ambica Chakrabarty:

এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড যোগাড় করবার জন্য যা বলেছেন এই ল্যান্ডএর দাম সম্বন্ধে কি কোটা বিঘাপ্রতি কত টাকা তা বেঁধে দিয়েছেন?

The Hon'ble Renuka Ray:

হাজার টাকা।

Sj. Ambica Chakrabarty:

এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড হাজার টাকা?

The Hon'ble Renuka Ray:

আপনার কি কোয়েশ্চেন আবার বলুন।

Sj. Ambica Chakrabarty:

সিলিং ল্যান্ড প্রাইস বিঘাপ্রতি কত টাকা?

The Hon'ble Renuka Ray:

সাধারণত ১০০ টাকা দেওয়া হয়, তবে স্পেশাল কেসএ স্পেশাল স্যাঙ্কশন নিয়ে ১৫০ টাকা দেওয়া যায়।

Sj. Ambica Chakrabarty:

ঐ দামে গ্রামে কোথাও জমি পাওয়া যায়?

The Hon'ble Renuka Ray: That is a ceiling fixed by the Government of India.

Sj. Ambica Chakrabarty:

দাম বাড়াবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Renuka Ray:

আমরা প্রেস করেছি সিলিং বাড়াবার জন্য, বাড়ালে আমরা দিতে পারব

Sj. Biren Banerjee:

আপনি (iii)এর উত্তরে বলেছেন—

'The representatives approached officials of Refugee Relief and Rehabilitation Department and medical help and emergency relief were rendered and later they were removed to Gopalpur Accommodation Centre'.

এই মেডিক্যাল হেলপ এবং এমারজেন্সি রিলিফ যা দেওয়া হয়েছিল তা কতজন অসুস্থ লোককে?

The Hon'ble Renuka Ray:

নোটিস চাই, ডিটেলস দিতে পারব না। মেডিক্যাল হেলপ দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের হসপিট্যালএ এ্যাডমিশন করা হয়েছিল এবং ডাক্তার দেখান হয়েছিল।

Sj. Biren Banerjee:

এমারজেন্সি রিলিফ কি দেওয়া হয়েছিল এবং কাকে কাকে দেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Renuka Ray:

আপনি নোটিস দিলে ডিটেলস জানিয়ে দিতে পারি কি কি দেওয়া হয়েছে এবং এমারজেন্সি রিলিফ কি দেওয়া হয়েছে, হসপিটালাইজেশন কেস কি হয়েছে ইত্যাদি সব বলে দেব।

Sj. Biren Banerjee:

আপনার কাছে আছে?

The Hon'ble Renuka Ray:

না, আমার কাছে নাই। এমারজেন্সি যাদের দরকার ছিল তাদের হসপিটালএ রিমুভ করা হয়েছে।

Sj. Biren Banerjee: What is the nature of emergency relief—what is the emergency?

The Hon'ble Renuka Ray:

যা কিছু হেলপ দরকার সবই করা হয়েছে। যতক্ষণ অসুখ ছিল ততক্ষণ ডাক্তার ট্রিট করেছিল, যেখানে মনে হয়েছিল হসপিট্যালএ নেওয়ার কেস সেখানে হসপিট্যালএ নেওয়া হয়েছে।

Sj. Cangapada Kuar:

এই যে বলেছেন ১৩টি ফ্যামিলিজ ইছলামপুরে পাঠান হয়েছে তারা কি সেখানে ইচ্ছা করে গিয়েছে না কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঠান হয়েছে?

The Hon'ble Renuka Ray:

নিজেরা ইচ্ছা করে গিয়েছে।

Representation against the staff of the Kulpi Attestation Camp

***89. Sj. Haripada Baguli:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) চব্বিশ-পরগনা জেলার কুলপী থানার Attestation Camp-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করিয়া সরকারের নিকট স্থানীয় প্রজারা দরখাস্ত করিয়াছিলেন,

(২) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ কয়েকটি মৌজার পুনরায় attestation করার জন্য ও তাঁহাদের মকদ্দমা পার্শ্ববর্তী অন্য কোন camp-এ স্থানান্তরিত করার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, এবং

(৩) মন্ত্রীমহাশয় ঐসকল দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া আদেশ দিয়াছিলেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে কোন তদন্ত হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে, তাহার ফল কি, এবং

(২) উক্ত মামলাগুলি স্থানান্তরের আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা?

Minister-in-charge of Land and Land Revenue (the Hon'ble Satyendra Kumar Basu):

(ক) (১) ও (২) হ্যাঁ।

(৩) তদন্তের জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

(খ) (১) তদন্তের ফলে অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

(২) স্থানান্তরের কোন আদেশ না হওয়ায় এ প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Nalini Kanta Haldar:

যারা সাক্ষ্য দিয়েছে তার মধ্যে ৩ জন সাক্ষী- একজন ডিসচার্জড পুলিস অফিসার, একজন ডায়মন্ডহারবার কোর্টএর মোক্তার, একজন স্থানীয় জমিদার, তাদের সাক্ষ্যের উপরই ভিত্তি করে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

ডিটেলস জানি না, ২৭ জন সাক্ষীকে এগজামিন করা হয়েছে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

দরখাস্তে কি কি অভিযোগ ছিল, দুর্নীতির অভিযোগ ছিল কিনা জানাবেন কি?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: The complaints are that Bhupen Sen, a member of the staff, was trapped by the police when accepting bribe. The Kanungo does not pay sufficient attention to the papers when attesting the records. The staff sell objection forms for their own benefit.

Sj. Sudhir Chandra Das:

সেখানে এসে যারা অভিযোগ করেছিল তাদের নোটিস দেওয়া হয়েছিল কিনা -ভালভাবে?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

সকলকেই নোটিস দেওয়া হয়েছিল, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হাজির ছিলেন, ওখানকার এম, এল, এ, বন্ধুরাও হাজির ছিলেন।

Sj. Nalini Kanta Haldar:

যাকে ট্রাপ করা হয়েছিল সেই ভূপেন সেনের বিরুদ্ধে কি স্টেপ নেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Bhupen Sen was a coolie in the employ of the Revenue Department. He was discharged. After he was discharged, he set himself up as a deed-writer and he used to fill up objection forms. With regard to objection forms, Government undertook printing and they were distributed free. Sale of these forms was prohibited, but it was notified in the area also that when any printed form was not available, parties were at liberty to file objections on ordinary paper. That course was adopted for the sake of facility. Some private persons also printed objection papers. Bhupen Sen, it appears, sold objection papers. He was not then in the employ of the Settlement Department. He did that after his discharge.

Sj. Nalini Kanta Haldar:

প্রোফরমা অবজেকশন ফর্ম সেখানে লটকে দেওয়া হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

ফর্ম দেওয়া ছিল সেখানে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

দুর্নীতির অভিযোগে কতগুলি দরখাস্ত পাওয়া গেছল?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

দুটো দরখাস্ত পাওয়া গেছল।

Sj. Ambica Chakrabarty:

এই যে অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হ'ল তাতে তদন্তকারী অফিসার কে ছিলেন?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Director of Land Records and Surveys—the top man.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

[3-10—3-20 p.m.]

Acquisition of lands from Garia to Baruipur for rehabilitation purpose

39. Sj. Subodh Banerjee: (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state if it is a fact that Government is purchasing lands in areas from Garia to Baruipur in 24-Parganas for the purpose of rehabilitation of refugees?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the area of land purchased and the cost thereof;

(*ii*) whether such purchase is being made by the Government direct or through any agency; and

(*iii*) in case the land is purchased through an agency, the name of the agency or agencies and the rate of commission, if any, paid to the agency for such purchase?

Minister-in-charge of Refugee Relief and Rehabilitation (The Hon'ble Renuka Ray): (*a*) Government do not purchase any land direct or through any agent for the resettlement of refugees. Some lands were acquired in different places in the area between Garia and Baruipur for the purpose of rehabilitation.

(*b*) Does not arise.

Admission of Harijan students in Jhargram Technical Training Centre

40. Sj. Dhananjoy Kar: Will the Hon'ble Minister in charge of the Cottage and Small-scale Industries Department be pleased to state—

(ক) Technical training-এ ছাত্র ভর্তির সময় হরিজন ছাত্রদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে একথা সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন কিনা; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, তাহা হইলে মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঝাড়গ্রাম Technical Training Centre-এ কতজন হরিজনকে ভর্তি করা হইয়াছে, এবং

(২) না হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি?

The Minister for Cottage and Small-scale Industries (The Hon'ble Jadabendra Nath Panja):

এরূপ কোন ঘোষণা করা হয় নাই। সাধারণ নিয়মেই ১৯৫৫ সালে মোট ১০ জন হরিজনকে ঝাড়গ্রাম Technical Training Centre-এ ভর্তি করা হইয়াছে।

Sj. Dhananjoy Kar:

টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ঝাড়গ্রামে হরিজন ছাত্রদের জন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন ঠিক করা আছে কি?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

না, ঐ রকম কিছু নেই।

Sj. Dhananjoy Kar:

এই যে আপনি বললেন ১০ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হয়েছে, আর ছাত্ররা হয় নি কেন?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

কোন অভিযোগ পাই নি, আর ছিল কি না ছিল তার কোন নথিপত্র নেই।

Sj. Dhananjoy Kar:

হরিজন ছাত্রদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা সেখানে করা হয়েছে কি?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

কোন রকম বিশেষ ব্যবস্থা হয় নি।

Sj. Madan Mohan Khan:

ঝাড়গ্রাম ট্রেনিং সেন্টারএ কতজন ছাত্রদের পড়বার ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

আপাততঃ ৬০ জন।

Sj. Madan Mohan Khan:

আপনি বলেছেন ১০ জনকে নেওয়া হয়েছে, তারা বাদেই কি ৬০ জন;

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

মাত্র ১৯৫৫ সালে স্কুল স্টার্ট হয়েছে।

Sj. Madan Mohan Khan:

১৯৫৬ সালে ১০ জনকে নেওয়া হবে কি?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

ওর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, যদি দেখা যায় হরিজন ছাত্ররা বেশি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন, তাহলে তখন নেওয়া হবে।

Sj. Madan Mohan Khan:

আমার জিজ্ঞাস্য আপনি বলেছেন ১৯৫৫ সালে ১০ জন ছাত্রকে নেওয়া হয়েছিল, এই ১০ জন করেই কি প্রতি বছর নেওয়া হবে?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

সেটা নির্ভর করবে কতজন দরখাস্ত করে তার উপর। এরজন্য কোন স্পেশাল রিজার্ভেশন দরকার হয় নি। দরকার হলে গভর্নমেন্ট কন্সিডার করবেন।

Sj. Biren Banerjee:

আচ্ছা, ঐ ট্রেনিং সেন্টারএ যে কোর্স সেটা কতদিনের কোর্স?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

কোর্স হচ্ছে এক বছরের। আপাততঃ তাতে স্মিথি, কারপেনট্রি শেখানো হয়।

Sj. Biren Banerjee:

ওখানে নাম্বার অব এ্যাপ্লিক্যান্টস ৬০ জনের বেশি ছিল কিনা?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

আমার কাছে এ্যাপ্লিকেশনএর কোন লিস্ট নেই। নোটিস দিলে জানাতে পারি।

Sj. Mrigendra Bhattacharya:

যদি এরকম অবস্থা হয়...................................

Mr. Speaker:

আবার যদি কেন?

Magra Basin, Contai

41. Sj. Sudhir Chandra Das: Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) কাঁথি থানার মগরা বেসিনের জল নিকাশ হয় আমিরাবাদ স্লুইস দিয়া, এবং

(২) স্লুইসের মুখ হইতে রসুলপুর নদী পর্যন্ত খালটি ভরাট হইয়া যাওয়ায় জল নিকাশের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে এবং মগরা মাঠের ফসল হানি হইতেছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি যে, উক্ত খাল খননের কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক)(১) হ্যাঁ।

(২) খালটি কিছু ভরাট হইয়াছে সত্য, কিন্তু গত বর্ষায় বৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশী না হওয়ায় ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

(খ) খালটির খননকার্য আরম্ভ হইয়াছে এবং আগামী বর্ষার পূর্বেই শেষ হইবে আশা করা যায়।

Sj. Sudhir Chandra Das:

আপনি অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, কত টাকা ঐ খাল কাটবার জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আমার কাছে ফিগার নেই।

Sj. Sudhir Chandra Das:

তাহলে এই যে বলেছেন বর্ষার পূর্বে শেষ হবে বলে আশা করা যায়, তাহলে জানাবেন কি সমগ্র খালটি করবার অর্ডার্স দেওয়া হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

হ্যাঁ, অর্ডার্স দেওয়া হয়েছে।

Repairs to the damaged bridge over the canal between South Jhapardah and North Jhapardah, Howrah district

42. Sj. Tarapada Dey: (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that there is a damaged bridge over the cut-canal between South Jhapardah and North Jhapardah Unions within Domjur police-station, Howrah district; and

(*ii*) that repeated representations were made to the District Board for the repair of the said bridge with no effect?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Government consider the desirability of taking up the said bridge for prompt repairs?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji): (*a*)(*i*) Yes.

(*ii*) Not known to the Government.

(*b*) The matter is under consideration.

Sj. Tarapada Dey:

এই যে ১ নম্বর কোয়েশ্চেনে আপনি বলেছেন ইয়েস, অর্থাৎ অনুসন্ধান করে দেখেছেন ব্রীজের ড্যামেজ অবস্থা আছে...............................

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ড্যামেজ অবস্থা মানে ভাল নয়, এই বলা হয়েছে।

Sj. Tarapada Dey:

এ কার অধীনে—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর অধীনে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টএর।

Sj. Tarapada Dey:

আমার প্রশ্নে আছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

কিন্তু এটা ত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর নয়।

Sj. Tarapada Dey:

আপনি কতগুলি দরখাস্ত পেয়েছেন পুলের ব্যাপারে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

নোটিস দিলে বলব।

Sj. Tarapada Dey:

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর রিপ্রেজেন্টেটিভ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন আছে তার জবাবে আপনি বলেছেন নট নোন টু দি গভর্নমেন্ট। আপনি কি জেলা বোর্ডের কাছে অনুসন্ধান করেছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

জেলা বোর্ড হচ্ছে লোকাল অথরিটি, তাঁদের কাছে কোন দরখাস্ত গেলে আমাদের কাছে তা আসে না।

Sj. Tarapada Dey:

আপনি জানতে চেয়েছিলেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না।

Sj. Tarapada Dey:

জানতে চাইবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এখানে আন্ডার কন্সিডারেশন বলা আছে, কাজেই আমরা করব কিনা সেটা জেলা বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে চিন্তা করছি।

Sj. Tarapada Dey:

এটা কি সত্য যে এই ব্রীজ সারাবার জন্য ওখানে থানা কংগ্রেস সম্পাদককে......................

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

জেলা বোর্ড কি করেছেন, আমি জানব কি করে?

Sj. Tarapada Dey:

এটা কি সত্য ঐ থানা কংগ্রেস সম্পাদক প্রচুর কাঠ পাওয়া সত্ত্বেও জেলা বোর্ডের থেকে ঐ ব্রীজ করেন নি?

Mr. Speaker: That is not a supplementary question. Put your question properly.

Sj. Saroj Roy:

এটা কি সত্য, ওখানকার স্থানীয় প্রতিনিধিরা পুল সারানর জন্য দরখাস্ত করে উত্তর পান না?

Mr. Speaker: Take your question to the proper channel.

Sj. Biren Banerjee:

এই যে বলেছেন দি ম্যাটার ইজ আন্ডার কন্সিডারেশন, অথচ মন্ত্রীমহাশয় আবার বলছেন যে ব্রীজটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর, তাহলে দি ম্যাটার ইজ আন্ডার কন্সিডারেশনএর অর্থটা কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ব্রীজটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর, কিন্তু তলার খালটা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট সংস্কার করেছে। এখন এই ভাঙ্গা ব্রীজটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড তৈরি করবেন, না আমরা তৈরি করব, সেটা বিবেচনা করছি।

Sj. Biren Banerjee:

এটা কি জানা আছে যে ব্রীজটা অত্যন্ত ডিল্যাপিডেটেড কন্ডিশনএ আছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আগেই ত বলেছি।

Sj. Biren Banerjee:

সেজন্য জিজ্ঞাসা করছি যে দি ম্যাটার ইজ আন্ডার কন্সিডারেশন এটা কত দিন চলবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

যতদিন ইঞ্জিনিয়ারএর কাছে থেকে রিপোর্ট, প্ল্যান ও এস্টিমেট না পাই।

Sj. Biren Banerjee:

রিপোর্ট পেতে কত দেরী হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
তা আমি কি করে বলব?

Sj. Biren Banerjee:
কতদিন আগে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
আশা করছি খুব শীঘ্র রিপোর্ট পাব।

Sj. Biren Banerjee:
কতদিন আগে চাওয়া হয়েছিল বলুন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
নোটিস দিলে বলব।

Sj. Tarapada Dey:
ঐ পুলটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর না আপনার ডিপার্টমেন্টএর?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
ওটা আমার ডিপার্টমেন্টের নয়।

Sj. Tarapada Dey:
আপনি কি জানেন যে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর কাছে যাওয়া সত্ত্বেও তারা বলেছেন আমরা জানি না। যদি টিউব-ওয়েলএর কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, সেটা তখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর হওয়া সত্ত্বেও আপনারা জবাব দেন। অথচ........................

Mr. Speaker: You put your proper supplementary question.

Sj. Tarapada Dey:
তাহলে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর ব্যাপারে কাকে জিজ্ঞাসা করব, লোকাল সেলফ-গভর্নমেন্টকে, না ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর ব্যাপারে লোকাল সেলফ-গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করবেন।

Sj. Bankim Mukherji: How did the repair of this bridge come under the consideration of this Government?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: The District Board made a reference to it.

Sj. Bankim Mukherji: How long ago?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: I want notice.

Sj. Bankim Mukherji: Not exact date—three years before?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: I cannot say that. Give me notice.

Mr. Speaker: Questions over.

DEMANDS FOR GRANTS

Medical and Public Health

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Madan Mohan Khan:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রথমে আমি বলি পাবলিক হেল্‌থ সম্বন্ধে। মেদিনীপুরে ১৯২৩ সালে পূর্বতন সরকারের সাহায্যে একটা জলের কল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং সেই কল থেকে ৩০ হাজার লোক জল খেতে পায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন সেখানে ৩০ হাজারের মত লোকও বাস করত। আজ সেই মেদিনীপুর শহরে প্রায় ৬০ হাজারের মত লোক বসবাস করছে। সেই মেদিনীপুর থেকে বার বার দরখাস্ত করা হয়েছে যে, আমাদের সেকেন্ড ওয়াটার-ওয়ার্কসএ টাকা সাহায্য কর। কিন্তু সেখানে গভর্নমেন্ট বলছেন ১৯২৩ সাল থেকে মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটি যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা লোন নিয়েছিল, সেটা আজকে ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা শোধ করার পরেও আরো ৫০ হাজার টাকা বাকী আছে। এই বাকী ধারের টাকা শোধ না করলে আর আমরা সেকেন্ড ওয়াটার-ওয়ার্কসএর জন্য টাকা ধার দেব না। এখানে কি রকম ব্যাপার দেখুন। আমাদের সরকার পাবলিকের কাছ থেকে সুদ নেবার জন্য আইন করেছেন। সরকার যেখানে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ধার দিয়েছেন, সেখানে তাঁরা ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পেয়েছেন এবং বলছেন আরও ৫০ হাজার টাকা বাকী আছে। নমুনা দেখুন, জনসাধারণের কাছ থেকে কিভাবে সুদ নেওয়া হচ্ছে। সাইলক দি যু গল্প হার মেনেছে।

দ্বিতীয় হচ্ছে মেদিনীপুর শহরে এবং তার আশেপাশে কুষ্ঠরোগ কিভাবে বেড়ে চলেছে তার একটা উদাহরণ দেই। মেদিনীপুর শহরে ছোট্ট একটা কুষ্ঠরোগীর হাসপাতাল এক ইউরোপীয়ান করে গেছেন। গভর্নমেন্ট তা গ্রহণ করেছেন, তার একটা মোটামুটি হিসাব আমি দিচ্ছি। ১৯৫২ সালে সেখানে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ছিল ৫৩৫ জন; ১৯৫৩ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হ'ল ৬৪২ জন; ১৯৫৪ সালে দাঁড়াল ৭৩২ জন। এইভাবে দিনের পর দিন টাউনের পাশে হাসপাতালে কুষ্ঠরোগী বেড়ে চলেছে। কুষ্ঠরোগী দেশে আর না বাড়তে পারে, তারজন্য সরকারের কাছে বহু চেষ্টা করেও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটির পূর্বতন চেয়ারম্যান তিনি হচ্ছেন মেদিনীপুরের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি লিখেছেন ও বলেছেন যে কুষ্ঠরোগ বাড়বার কারণ হচ্ছে কুষ্ঠ-রোগীরা শহরের চারিদিকে সহজেই ঘুরে বেড়াতে পারছে, জিনিসপত্র কিনতে পারছে। তার ফলে হচ্ছে এই কুষ্ঠরোগের জার্ম জনসাধারণের মধ্যে সংক্রমিত হচ্ছে এবং কুষ্ঠরোগ বেড়ে যাচ্ছে। মেদিনীপুর শহরে দেখবেন ভদ্রলোকের বাড়িতে পর্যন্ত কুষ্ঠরোগ হতে আরম্ভ হয়েছে। সেখানে গভর্নমেন্ট বলছেন ম্যালেরিয়া কন্ট্রোলের জন্য বহু টাকা খরচ হয়েছে। ম্যালেরিয়া ত ভাল হয়। কুষ্ঠরোগ একবার হ'লে কি মানুষ ভাল হয়? আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলতে পারবেন আমাদের দেশে কুষ্ঠরোগ হ'লে ভাল হবার উপায় আছে কি নাই। সেইজন্য আমরা চেয়েছি মেদিনীপুর কেন, সমস্ত বাংলাদেশ থেকে যাতে কুষ্ঠরোগ চলে যায় তার ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করুন একটা অ্যান্টি-লেপার স্কীম করে যা আপনার বাজেটে ধরা হয়েছে।

বৃটিশ আমলে যখন আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তখন বাংলাদেশের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দূর করবার জন্য যেসমস্ত এ, জি, এ্যান্ড এফ, আর, ই, হসপিটাল হয়েছিল, সেই সমস্ত হাসপাতালের কর্মচারীরা প্রায় ১৫ বছর ধ'রে কাজ করে এসেছেন। তাদের চাকরী স্থায়ী হয় নাই। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন গত ডিসেম্বর মাসে মেদিনীপুরে ৩টি এ, জি, এ্যান্ড এফ, আর, ই, হাসপাতাল তুলে দেওয়া হয়েছে—শিলদা, কেশপুর ও নয়াগ্রাম—এই যে তিনটি এ, জি, এ্যান্ড এফ, আর, ই, হাসপাতাল তুলে দেওয়া হয়েছে, সেখানকার স্টাফদের কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় নাই। এতদিন কাজ করে এলো, তারা আজ বেকার। সেখানকার শিক্ষিত ডাক্তার, নার্স যারা, গত ১৫ বছর ধরে কাজ করে এলো, গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণের সেবা করে এলো, আজ তাদের চাকরী চলে গেল। কোথায় তারা দাঁড়াবে, তার কোন ব্যবস্থা নাই। উনি বলেছেন অনেক হেল্‌থ সেন্টার করে বহু লোককে কাজ দিচ্ছেন। আমরা দেখেছি কেশপুর, নয়াগ্রাম ও শিলদায় কি করেছেন? যেখানে এ, জি, হাসপাতাল ছিল সেগুলি তুলে

দিয়েছেন। আগে হেল্থ সেন্টার করুন, তারপর সেগুলো তুলে দিন, তাহলে আর আমাদের বলবার কিছু থাকবে না। হেল্থ সেন্টার করে ঐসব লোকদের সেখানে নিযুক্ত করুন। তা না করে যদি এই এ, জি, হাসপাতালগুলি তুলে দেন, তাহলে যেটুকু চিকিৎসা জনসাধারণ পেত, সেটাও আর তারা পাবে না। কাজেই আগে সেখানে হেল্থ সেন্টার করুন।

বৃটিশ গভর্নমেন্ট থাকাকালে মেদিনীপুরে ৪৩টি হাসপাতাল ছিল। আজ সেখানে এ, জি, এ্যান্ড এফ, আর, ই, হাসপাতাল ও হেল্থ সেন্টার নিয়ে ৪০টি হয়েছে।

আর একটা মজার জিনিস দেখুন। মেদিনীপুরে ৮টি টি-বি ওয়ার্ড আছে, সেখানে টি-বি চিকিৎসা করবার জন্য। অনেক টি-বি রোগী সেখানে হয়। তাদের থাকবার স্থান হচ্ছে যেখানে কলেরা, বসন্ত রোগী রাখা হয়, সেখানে তাদের রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেদিন মেদিনীপুর টাউন স্কুলের একটা ছেলের কলেরা হয়। হেডমাস্টার তাকে হাসপাতালে পাঠান। একজন শিক্ষক তাকে নিয়ে গেল ভর্তি করবার জন্য। স্থানীয় ডাক্তার তিনি তখন নাই। তিনি এলেন চারটার পর। এসে বললেন, তাই তো, রোগটা তো ধরতে পারছি না। বোধ হয় ম্যালেরিয়া হয়েছে। এই বলে তিনি তাকে একটা কুইনাইন ইনজেকশন করে দিলেন। ফলে পরের দিন রোগী মারা গেল। ব্লাড এগজামিন পর্যন্ত তার করা হ'ল না। সেই ব্লাড এগজামিন না করে কি করে সেই ডাক্তার কুইনিন ইনজেকশন করতে পারেন বুঝি না। পরে অবশ্য সেই ডাক্তারেরই আবার উচ্চতর পদে প্রমোশন হয়ে অন্য পদে গেছেন।

আমার মনে হয়, মেদিনীপুর জেলায় একটিমাত্র এক্সরে আছে—ঐ হাসপাতালের জন্য। তার একটা ইতিহাস আছে। যখন আমাদের ছেলেরা বার্জ সাহেবকে গুলি মেরে দিয়েছিল, তখন সেই গুলি বের করতে না পাবার জন্য এই এক্সরে আনা হয়। তার নামের সঙ্গে এটা জড়িত। ২০ বছরের উপর হয়ে গেল, সেটা খারাপ হয়ে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। সেটা অন্তত সারাবার ব্যবস্থা করুন। এ ছাড়া আর কোন এক্সরে যন্ত্র শহরে নাই। তা যাতে ভালভাবে থাকতে পারে, কার্যকরী হতে পারে তার ব্যবস্থা সরকার করুন। মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালে একটি ভাল এক্সরে যন্ত্র চাই ও টি-বি রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য নতুন টি-বি ওয়ার্ড করা হোক কেশপুর-নয়াগ্রাম-শিলদায়। এই বৎসরই হাসপাতাল চাই। মেদিনীপুরে অ্যান্টি লেপার স্কীম চালু করা হোক।

Sj. Jyotish Chandra Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে কয়েকটি কথা বলতে চাই এই হেল্থ সেন্টার সম্বন্ধে। হেল্থ সেন্টার সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের যে পলিসি আছে, সেই পলিসি যদি তারা পরিবর্তন না করেন, তাহলে আমরা দেখতে পাব বাজেটে যে কোটি কোটি টাকা গভর্নমেন্ট স্যাংকশন করছেন, তার দ্বারা কোন কাজের কাজ হবে না, জনসাধারণের কোন কল্যাণ হবে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় টাকা ও জমি দিলেও তারা সেখানে তা করেন না। যেমন কলাতলা-রাজাপুরে ১৯৫৩ সালে ইউনিয়ন হেল্থ সেন্টার করবার জন্য গ্রামের একজন গরিব চাষী ৫ হাজার টাকা ও ৬ বিঘা জমি দান করলেন। অথচ আজও তার কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না। সেদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি বললেন আমার কাছে কিছু নাই, আপনি একটা চিঠি দেন, আমি ফাইল করে সেটা উপরে পাঠাব। এই তো অবস্থা। গ্রামের একজন গরিব চাষী তিন বছর না খেয়েদেয়ে ৫ হাজার টাকা জমা দিয়েছে। এতদিনেও গভর্নমেন্ট তার কাছে সেজন্য কোন উত্তর বা চিঠি দেবার প্রয়োজন মনে করেন নাই।

কলতা থানায় একটামাত্র ইউনিয়নে একটিমাত্র হেল্থ সেন্টার আছে। তা ছাড়া আর কোন ইউনিয়নে কোন হেল্থ সেন্টার নাই। যদিও সেখানে একটা থানায় হেল্থ সেন্টার করবার আজ দু'-তিন বছর ধরে চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থানীয় লোক জমি দিতে চেয়েছে। কিন্তু সেখানেও কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। বিষ্টুপুরে থানায় একটা এ, জি, হাসপাতাল আছে। সেখানে একটা থানা হাসপাতাল করবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। যতদিন না সেই থানা হাসপাতালটি স্থাপিত হচ্ছে, ততদিন এই এ, জি, হাসপাতালকে রাখবার প্রয়োজন সেখানে আছে। গভর্নমেন্ট অনেক জায়গা থেকে এই এ, জি, হাসপাতাল তুলে দিয়েছেন। তাতে গ্রামে যে কি দুরবস্থা হচ্ছে, সরকার মোটেই

সেদিকে দৃষ্টি রাখছেন না। সরকারের প্রয়োজনে তাঁদের খেয়ালখুশিমত যখন যেটা মনে করছেন, সেই হাসপাতাল তাঁরা তুলে দিচ্ছেন এবং এই এ, জি, হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা মোটেই সরকার অনুভব করছেন না।

[3-30 3-40 p.m.]

নলকূপ সম্পর্কে তাঁদের যা পলিসি সেই পলিসির যদি পরিবর্তন না করেন তাহলে সত্যকারের গ্রামের কৃষকদের এবং অন্য লোকের জলকষ্ট নিবারণ হতে পারে না। গভর্নমেন্টের যে পলিসি সেই পলিসি অনুসারে তাঁরা রিলিফ স্কীমে একটা মহকুমা কমিটি করেছেন। বৎসরে কমিটির খুব কম মিটিং হয়; আমাদের ডাকেন কতকগুলি নাম থেকে। যখন টিউব-ওয়েলের কথা থাকে তখন দেখা যায় ঐ লিস্টএর সংগে কোন সম্পর্ক নাই। সেখানে ৫০০ টাকা জমা দিয়েও লোক টিউব-ওয়েল পায় না, আবার দেখা যাচ্ছে বিনা পয়সায়ও টিউব-ওয়েল হয়ে যাচ্ছে। সেখানে যে মহকুমা কমিটি আছে সে কমিটিও তার খোঁজ রাখেন না। স্থানীয় এস, ডি, ও, বা সার্কেল অফিসারও বলতে পারেন না যে কোথা থেকে টিউব-ওয়েল হ'ল। সেখানে গভর্নমেন্টের অন্য পলিসি আছে। দুই-তিনটা ফান্ড থেকে টিউব-ওয়েল করা হয় এই রিলিফ স্কীমে। আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি, জানি না গভর্নমেন্টের এটা আছে কিনা, মন্ত্রীমহাশয় সে সম্বন্ধে জানাবেন যে কংগ্রেস এম, এল, এদের এলাকায় তাঁদের রিকমেন্ডেশনএ টিউব-ওয়েল হয়ে যায়; এস, ডি, ও, সার্কেল অফিসার তার খবরই রাখেন না। মনে হয় কংগ্রেস এম, এল, এ, স্কীম ব'লে নূতন একটা স্কীম হয়েছে; এ সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় যদি জানিয়ে দেন ত বাধিত হব। সেই স্কীমে কোনদিকে কোনভাবে যদি কাজ হয় তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু কথা হচ্ছে, যেখানে বিনা পয়সায় টিউব-ওয়েল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে যে গ্রামের গরীব মানুষ না খেতে পেয়ে ৫০০ টাকা জমা দিয়েও টিউব-ওয়েল পায় না। এমনও দেখা গেছে ফলতা থানায় হরিণডাঙ্গা গ্রামে সন্ধ্যা-বেলায় একটা মেয়ে ছেলেকে দোলায় ঘুম পাড়িয়ে এক মাইল দূরে জলের জন্য গিয়েছে, ইত্যবসরে ছেলেটাকে শিয়ালে নিয়ে গেছে। এই ত অবস্থা। অথচ এখানে বাজেটের মধ্যে হাজার হাজার, কোটি কোটি টাকা ধরা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে, গ্রামের গরীব চাষীর মেয়ে যে এক গ্লাস জলের জন্য তার সন্তানকে হারালো, শিয়ালে তাকে নিয়ে গেল, তাহলে ত এতেই বোঝা যায় যে, ঐ রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র নয়, ধনিকের রাষ্ট্র। কার কল্যাণে আজ কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে সেইটা ভাববার কথা। আজকে ডেভলপমেন্ট স্কীমে যে টিউব-ওয়েল করা হচ্ছে বলা হয়, কিন্তু সেখানেও দেখি টাকা দিয়েও টিউব-ওয়েল পাওয়া যায় না। এই যে স্তর এই স্তর ভেদ ক'রে গ্রামের চাষীর টিউব-ওয়েল করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেই পলিসি পরিবর্তন করা দরকার। সেখানে ৫০ পার্সেন্ট টাকা জমা দিলেও তারা টিউব-ওয়েল পায় না। একটা টিউব-ওয়েল করতে যদি ৩ হাজার টাকা খরচ হয়, তাহলে তার অর্ধেক দেড় হাজার টাকা দিতে হবে। এমন দরখাস্তও রয়েছে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়েছে তবু টিউব-ওয়েল হচ্ছে না। দরখাস্ত ক'রে, আবেদন নিবেদন ক'রে ক'রেও টিউব-ওয়েল পাওয়া যায় না, এই ত টিউব-ওয়েলের অবস্থা। অথচ গ্রামের লোকের জলের কি কষ্ট! এমন অবস্থায় এই যে বক্তৃতা শোনাচ্ছেন যে, কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন এটা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য না; ঐ কল্যাণ-রাষ্ট্রের কথা নয়। যেখানে নানারকম স্বার্থ কাজ করছে সেখানে তাকে কল্যাণরাষ্ট্রের কাজ বলা যায় না। যেখানে মানুষ এক গ্লাস জলের জন্য তার শিশুসন্তানকে শিয়ালের পেটে পাঠিয়ে দিচ্ছে, সেখানে ভাবা দরকার যে জলকষ্ট কত ভয়ানক এবং তা নিবারণ করা দরকার। কোটি কোটি টাকা ত স্যাঙ্কশন হয়, কিন্তু তার পরিণাম কি? সেদিন প্রধানমন্ত্রী খাদ্যের ব্যবস্থা করতে গেলেন, খাদ্যের যে কি ব্যবস্থা হ'ল বুঝলাম না, লোক অভুক্ত রইল তার কোন ব্যবস্থা হয় নি। সেই রকম আপনারা টাকা মঞ্জুর করবেন, কিন্তু ব্যবস্থা যা তাই থাকবে, লোক জলাভাবে মরবে, এটা আপনাদের তত্ত্বাবধানে যা হচ্ছে তাই হবে।

Mr. Speaker: I find every member is exceeding the time-limit. If they do not keep to the time-limit some members from their party will have to be cut off.

Sj. Dhananjoy Kar:

অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় যখন অল্প, তখন আমি সরকারের এই মেডিক্যাল ব্যাপারের নীতির কিছু আলোচনা করব। সর্বপ্রথমে আমি আপনার দৃষ্টি এই বিষয়টার প্রতি আকর্ষণ করছি। নয়াবসান আগে ময়ূরভঞ্জ রাজার জমিদারীভুক্ত ছিল। ঐ জমিদারী ময়ূরভঞ্জ রাজার অধীন থাকাকালে ময়ূরভঞ্জ রাজপ্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। ঐ নয়াবসান জমিদারী পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ক্রয় করার পর নয়াবসান দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহসমেত চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ও যাবতীয় আসবাবপত্র পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দখলে আসার পর, ঐ চিকিৎসালয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, এবং এ পর্যন্ত ওটা চালু হয় নাই। বিষয়টার প্রতি বিশেষ ক'রে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় একাধিক বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, সেখানকার কাজ শীঘ্রই হবে। কিন্তু পাঁচ বছর গত হ'ল আজ পর্যন্তও সেখানকার কাজ কিছুই অগ্রসর হচ্ছে না।

তারপর যোগাযোগহীন অনগ্রসর ও অবহেলিত গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও সাঁকরাইল থানার মত তিনটি বৃহৎ থানায় থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনে সরকার প্রায় নিষ্ক্রিয়ই রয়েছেন। দু'-একটা যা হয়েছে তা সেখানকার লোকসংখ্যা এরিয়া প্রভৃতি সব কিছু মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে কিছুই হচ্ছে না। সে দিকে আপনার মাধ্যমে আমি সরকারের বিশেষ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যখন উনি বলেছেন করে দেবেন, যদি করেন তবে আশা করি তাড়াতাড়িই করবেন। নৈলে শুধু করব বললেই সেখানকার লোক সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।

তারপর জনসাধারণের প্রচেষ্টায় ও ঝাড়গ্রামরাজের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত কুকড়াগুপী চিকিৎসালয়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপযোগী সব কিছু থাকা সত্ত্বেও কেন সেটা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করা হচ্ছে না, তার কারণ বুঝি না। এ বিষয়ে জনসাধারণ আবেদন নিবেদন করে আসছে এবং আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কমিটিও সুপারিশ করেছেন। সেটাকে যদি ইউনিয়ন হেল্থ সেন্টার হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে কাজ খুব ভালই চলবে। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে এ বিষয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি তিনি অচিরে এটা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেন।

আর একটা কথা বলতে চাই আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সে অঞ্চলে অনেক সময়ই ডাক্তারের অভাব ঘটে। সেখানে প্রাইভেট প্রাকটিশনার বড় একটা নাই। সেইজন্য আমি বলব যদি সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হয়, প্রত্যেক ইউনিয়নে একাধিক ধাই বা প্রতি হাজার প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকের জন্য একটি করে শিক্ষিতা ধাইয়ের বন্দোবস্ত করতে পারেন, তাহলে প্রত্যেক বছরে যে স্ত্রীলোকদের অপমৃত্যু ঘটে প্রসবের সময়, তা থেকে সেখানকার স্ত্রীলোকেরা রেহাই পাবে। সেদিকে আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সর্বশেষে আমি আর একটা বিষয় বলছি—আমাদের ঐ অঞ্চলে কুষ্ঠরোগ ক্রমেই প্রসারলাভ করছে। বাঁকুড়া জেলাই সেজন্য বিখ্যাত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুর জেলাও বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম মহকুমাও খুব নাম করা হয়ে উঠছে। ঝাড়গ্রামের শিলদায় একটা কুষ্ঠাশ্রম জনসাধারণের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেটা তারা ভালভাবে চালাতে পারছেন না। যদি সরকার সেটার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে নেন, তাহলে ঝাড়গ্রাম বিশেষতঃ বিনপুর থানার কুষ্ঠ রোগীদের সুবিধা হয় এবং জনসাধারণ কুষ্ঠ রোগের হাত থেকে রেহাই পায়। গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও সাঁকরাইল থানায় কুষ্ঠ রোগ প্রসারলাভ করছে, অথচ সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। গোপীবল্লভপুরে ইনজেকশন দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, একটি ডাক্তারও পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পালিয়ে এসেছেন, সে নিজের ইচ্ছায়, কি সরকারের ইচ্ছায় তা জানি না। তিনি এখন সেখানে নাই। সরকার যদি আর একজন ডাক্তার পাঠান বা একটা সেন্টার খোলেন তাহলে ভাল হয়। কারণ গ্রামে কুষ্ঠ রোগ ছড়িয়ে পড়ছে, এবং তা থেকে রক্ষা না করলে অধিকাংশ লোক ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকবে।

[3-40—3-50 p.m.]

পানীয় জলের বিশেষ করে এই অঞ্চলে খুবই অভাব। এর কারণ এই তিনটি থানা অত্যন্ত রুক্ষ ও উঁচু জায়গায়। এখানে পুকুর ইত্যাদি বিশেষ কিছু নেই। পানীয় জল কাউকে সংগ্রহ

করতে হ'লে ১ মাইল, ২ মাইল কিম্বা আরও বেশি দূরে যেতে হয়। আমি যে দুইটি গ্রামের কথা বললাম, স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, এখানে যুবকদের বিবাহ ব্যাপার একটা গুরুতর সমস্যা। এই দুইটি গ্রামে পারতপক্ষে, খুব বিপদে না পড়লে কোন পিতামাতাই তার মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। কারণ এই দুইটি গ্রামের বাইরে থেকে জল আনতে হয়। যদি স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখানে দুইটি কুয়া করে দেন তাহলে গ্রামের লোক তাঁকে আশীর্বাদ করবে, নইলে গ্রামের লোক তাঁকে অভিসম্পাত দেবে, ধিক্কার দেবে। এই সম্বন্ধে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে আরও বলছি যে, এই তিনটি থানায় বিশেষ করে আদিবাসী আছে, এখানে গরিবদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি এবং এখানে পানীয় জলের খুব অভাব। সেদিক থেকে যদি সরকার উপযুক্ত সাহায্য না করেন, সরকারী প্রচেষ্টায় পানীয় জলের ব্যবস্থা না করেন তাহলে জনসাধারণের স্বাস্থ্য কিছুতেই রক্ষা হতে পারে না। এখানে যে ডেভলপমেন্ট স্কীম করেছেন তার মধ্যেও এটা আসতে পারে না। এখানে স্থানীয় মানুষের যে ৫০ পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশনএর ব্যবস্থা করেছেন, সেই ব্যবস্থায় সেই ৫০ পার্সেন্ট স্থানীয় লোকেরা দিতে পারে না যার জন্য তারা এর সুযোগ পায় না। গত বৎসর এখানে কুয়া এই ডেভলপমেন্ট স্কীমএ মঞ্জুর হয়েছিল, কিন্তু এইজন্য করা হয় নি। তারা নিজেদের চেষ্টায় দুইটি কুয়া খুঁড়েছিল, কিন্তু বাঁধাতে পারে নি। এই ডেভলপমেন্ট স্কীমএর আইন অনুসারে এই কুয়ার আদেশ হবার আগেই খোঁড়া হয়েছিল সেইজন্য সেই ৫০ পার্সেন্ট সেটা গ্রহণ করা হয় নি। সেইজন্য কুয়া হ'ল না।

তারপর কুলপী থানায় পানীয় জলের অভাব খুব বেশি যার ফলে একাধিক বার এই কয়েক বৎসর কলেরার মত রোগে বহু লোক মারা গিয়েছে। লোকে বমি পায়খানা হওয়ায় মনে করেছিল যে কলেরা হয়েছে, তারা সরকারকে জানালে সেখানে গিয়ে বললেন যে, বিকলাই পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব এটা কলেরা নয়। কিন্তু এই অঞ্চলে এই পানীয় জলের অভাবে বহু লোক মারা গেল। এই দিকে মন্ত্রীমহাশয় যেন দৃষ্টি দেন।

Sj. Ananda Gopal Mukherjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়, যে দাবী এখানে এনেছেন, সেই দাবীকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করবার জন্য আমি এখানে উঠেছি। আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এ বিভাগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে কোথায় এর ত্রুটি আছে, কোথায় বিচ্যুতি আছে, সেটা দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এই বিভাগের কোন কিছুই কাজ হয় না। আমি তাদের সামনে যে তথ্য রাখব, তা থেকে এটাই প্রমাণ করব যে, ভারতবর্ষে অনুন্নত যেসব প্রদেশ আছে, তার মধ্যে পশ্চিম বাংলার নানা দুরবস্থা ও দুর্বিপাকের মধ্যেও অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এই বিভাগেও যে কাজ হয়েছে, তা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেকাংশে বেশি। আমি বেশি সময় না নিয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করে আপনাদের সামনে ২-১টি তথ্য রাখছি, আপনাদের অবগতির জন্য। আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের ডেন্সিটি অব পপুলেশন সবচেয়ে বেশি। এখানে প্রতি বর্গমাইলে ৮৪৪·০ লোকের বসতি। কিন্তু এখানে পারক্যাপিটা এক্সপেন্ডিচার এই ওয়েস্ট বেঙ্গলএ সবচেয়ে হাইয়েস্ট ইন ইন্ডিয়া। ১৯৫৬-৫৭ সালে আমরা দেখছি ৩৵১১ পাই পারক্যাপিটা এক্সপেন্ডিচার ভারতবর্ষের অন্যান্য যে-কোন প্রদেশে ২৷৷০-২৷৷৵০র বেশি উঠে না। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, পার্সেন্টেজ অব টোটাল রেভিনিউর এই মেডিকেল এ্যান্ড পাবলিক হেল্থএর খাতে যা ব্যয় হয় এই ওয়েস্ট বেঙ্গলএ তা ভারতবর্ষের অন্যান্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশি। আপনারা যদি তথ্য দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৬·৭ পার্সেন্ট অব দি টোটাল বাজেট এই খাতে খরচ হচ্ছে। এবং অন্যান্য প্রদেশের তথ্য যদি দেখা যায় তাহলে দেখবেন যে, সেখানে ১০-১১-১২ পার্সেন্টএর বেশি খরচ হয় না। বিহারে ১০ পার্সেন্ট হচ্ছে। এখানে টোটাল নাম্বার অব বেডসএর পার্সেন্টেজ যদি পশ্চিম বাংলায় দেখেন তাহ'লে দেখবেন যে, এক হাজার পপুলেশনএ ওয়েস্ট বেঙ্গলএ ·৮৫ এবং তার সঙ্গে কলিকাতায় যেসব হাসপাতাল আছে সেখানে ৫০ পার্সেন্ট এক্সট্রা বেড আছে। এর মধ্যে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে ১০ হাজার পপুলেশনএ যে পার্সেন্টেজ বেড আছে তা ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই।

টোটাল নাম্বার অব হেল্থ সেন্টারএর দিকে যদি চেয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে, পশ্চিম বাংলায় এই দুরবস্থার মধ্যেও টোটাল নাম্বার অব হেল্থ সেন্টার হাইয়েস্ট ইন ইন্ডিয়া। এখন পর্যন্ত যে তথ্য পেয়েছি তাতে ২৬৩টি থানায় ইউনিয়ন হেল্থ সেন্টার কমপ্লিট হয়েছে। তা ছাড়া কাজ চলছে ৬৬টিতে। আগামী বৎসরের পরিকল্পনায় যা গৃহীত হয়েছে, তাতে এই সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। বি, সি, জি, অপারেশন ফিগার্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখতে পাবেন যে এই সংখ্যা পশ্চিম বাংলায় সবচেয়ে বেশি। তারপর রিডাকশন অব ডেথ রেট ৫১·৪, ইনক্রিজ অব স্পেন অব লাইফ যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে, ১৯৩১ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ১০·৪৭ মাত্র বেড়েছে। অল ইন্ডিয়া ফিগার যদি দেখেন —সেখানে ১৯৪৯ সালে পশ্চিম বাংলায় ছিল ৩৫·৬ পার্সেন্ট আর অল ইন্ডিয়া পার্সেন্টেজ হচ্ছে ৩২। অ্যানুয়াল প্রোডাকশনস অব বেডস এ্যান্ড ট্রেন্ড পারসোনেল যদি আলোচনা করেন তাহলে দেখবেন সারা ভারতবর্ষের তুলনায় পশ্চিম বাংলায় সবচেয়ে বেশি। এই তথ্যগুলি যদি তাঁরা নিজেরা মানেন এবং ওভার লুক না করেন, তাহলে আমি বলব, এই বিভাগের কার্যকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। বিশেষ করে যেখানে ত্রুটি আছে সেগুলি দেখালে আপত্তি করব না, কিন্তু ভালর দিকেও তাদের দৃষ্টি আনতে হবে।

তারপর আসানসোল মহকুমায় পানীয় জলের কষ্ট সবচেয়ে বেশি ছিল এবং তা সমাধান করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এর জন্য নূতন পরিকল্পনা ভারত সরকার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন এবং পশ্চিমবাংলা সরকারকে তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। পশ্চিমবাংলা সরকার তার জন্য ২৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। অলরেডি সার্ভে ওয়ার্ক চলেছে। সাপ্লাই অব ওয়াটার ফ্রম মাইথন—মাইথন থেকে জল নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের ঐ অঞ্চলের যে জলের অভাব ও কষ্ট আছে তা দূর করবার জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় করছেন ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে সেই পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। এই পানীয় জলের ব্যবস্থা তিন জন করছেন। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া কন্ট্রিবিউট করছেন, কোল মাইনস ওয়েলফেয়ার বোর্ড করছেন এবং গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল করছেন। আমরা সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, এখানে একটা শক্তিশালী ওয়াটার সাপ্লাই বোর্ড গঠন করে সেই পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করুন ও অসুবিধা দূর করুন।

মেটারনিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে মাননীয়া মনিকুন্তলা সেন যেভাবে তাঁর বক্তৃতায় আক্রমণ চালিয়েছেন তাতে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, পশ্চিম বাংলায় মেটারনিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ারএর জন্য কিছুই কাজ হয় নি। আমি তাঁর অবগতির জন্য বলছি যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন হেল্থ সেন্টারএ, ডিস্ট্রিক্ট হেল্থ সেন্টারে এবং শহরের হাসপাতালে মেটারনিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ারএর সুন্দর ব্যবস্থা আছে। [কোয়েশ্চেন্স]

[3-50—4 p.m.]

তা ছাড়া যেসব জায়গায় আলাদা আলাদাভাবে মেটারনিটি এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের জন্য হেল্থ সেন্টার খোলা হয়েছে সেদিকেও আমি তাঁদের দৃষ্টি দিতে বলব [বিরোধী পক্ষের বেঞ্চ হইতেঃ কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চন]। সেসব দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁরা এখানে কতকগুলি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন [বিরোধী পক্ষের বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল]। যেসমস্ত মহকুমা হাসপাতালগুলিকে সরকার ডেভেলপ করেছেন আমি তার কতকগুলি নাম আপনার সামনে উপস্থাপিত করব। মালদা, সিউড়ি, চিনসুরা, বহরমপুর, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, বালুরঘাট, এই সমস্ত জায়গায় হাসপাতালগুলিকে আরও বাড়িয়ে, সম্প্রসারণ করে নূতন যন্ত্রপাতি দিয়ে চিকিৎসার আরও সুব্যবস্থার আয়োজন এই সরকার করেছেন। আজ সাবডিভিশনগুলির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব বিষ্ণুপুর, ঝাড়গ্রাম, বনগাঁ, রায়গিরি, শিলিগুড়ি, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেকলীগঞ্জ, তুফানগঞ্জ এই সাবডিভিশনের হাসপাতালগুলির উন্নতি করা হয়েছে। আগামী বৎসরে যে হাসপাতালগুলির উন্নতি করা হবে সাবডিভিশনের, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাটোয়া, তমলুক, আরামবাগ, শ্রীরামপুর, বারাসত, আসানসোল, ঘাটাল, জঙ্গীপুর। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব আমাদের আসানসোলের হাসপাতাল

সম্বন্ধে—তিনি যেন আশু দৃষ্টি দিয়ে এই কাজটাকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেন [বিরোধী পক্ষের বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল]। এই সঙ্গে আমি আমার মেদিনীপুরের বন্ধুদের আপনার মাধ্যমে জানাব যে, পশ্চিমবাংলা সরকার স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে সেখানে একটা ২০ শয্যাযুক্ত টি-বি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এই হাউসের সামনে কতকগুলি ভুল তথ্য পরিবেশন করে, কতকগুলি ভুল বিবৃতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছেন [তুমুল হট্টগোল], কাজেই আমি তাঁদের সামনে আসল তথ্যগুলি রাখলাম যাতে তাঁদের সেই চেষ্টা ফলবতী না হয়।

আমি সর্বশেষে আপনার সামনে রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই সম্বন্ধে এই সরকারের যা প্রচেষ্টা তার ২।১টা তথ্য রাখব। রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই সম্বন্ধে আমি বলব ১৯৫৩ সালে যেসমস্ত নূতন টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে তার সংখ্যা হচ্ছে ১,৪১৫, রিসিংকিং হয়েছে ৩৬৪, মাসোনরী ওয়েলস ১২৯। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত যদি এর সংখ্যা দেখি তাহলে দেখব যে, ৪,৫৮৪ নূতন টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে, রিসিংকিং হয়েছে ৪,০২২ এবং মাসোনরী ওয়েলস হয়েছে ৬০৫। মেডিকেল ফেসিলিটিজ রুরাল এবং আর্বান এরিয়াতে কিভাবে দেওয়া হয়েছে তা যদি আমরা দেখি তা হলে দেখব যে মেডিকেল ফেসিলিটির জন্য রুরাল এরিয়াতে ডাক্তার আছে ৭,১২৪ জন এবং আর্বান এরিয়াতে আছে ৯,৮১১ জন। এই নিয়ে যদি পার্সেন্টেজ কষি তাহলে দেখব যে, ৩·৫ রুরাল এরিয়ায় হচ্ছে, এবং ১৬·০ হচ্ছে আর্বান এরিয়ায়। আমরা যদি সেখানে পার ১০-থাউজেন্ড হিসাবে দেখি তাহলে দেখব রুরাল এরিয়াতে আছে ৮,৪২৭ এবং আর্বান এরিয়াতে আছে ১৩,৭৩৪। এর যদি প্রপোর্সন দেখি তাহলে দেখব পার টেন থাউজেন্ড পপুলেশন রুরাল এরিয়াতে প্রপোরশন হচ্ছে ৪·২, আর আর্বান এরিয়ায় হচ্ছে ২২·৫ এবং সেখানে ওয়াটার সাপ্লাই টিউবওয়েল এবং অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার করেছেন তা যদি দেখি, তাহলে দেখব, রুরাল এরিয়ায় ৬০·৬ এবং আর্বান এরিয়ায় ৯৬·৭। এখানে আমি যে তথ্য আপনার সামনে পরিবেশন করলাম আমি আপনার মাধ্যমে আমার বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের চ্যালেঞ্জ করে রাখতে চাই, তাঁরা এই তথ্যের ভুল প্রমাণ করুন, নচেৎ তাঁরা যে মন্তব্য করেছেন সে মন্তব্য ঠিক নয়। আমরা দেখেছি বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা অনেক পরিকল্পনার কথা বলেছেন। এগুলি খুব ভাল কথা কিন্তু সেগুলিকে বাস্তবে পরিণত করা যে কতটা শক্ত সেটা তাঁদের ভেবে দেখতে বলি। তাঁরা কেবল আকাশ-কুসুম তৈরি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে যে রসদ আছে, যে টাকা আছে সেই টাকা কাজে লাগিয়ে কি করে পশ্চিমবাংলার কিছু উন্নতি করা যায় তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবলই তাঁরা আকাশ-কুসুম সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। মাননীয় ডাঃ নারায়ণ রায় যে পরিকল্পনার কথা বলেছেন আমি তাকে অভিনন্দিত করছি। কিন্তু এটার ভার যদি তাঁর হাতে থাকত তাহলে আমি বলব, যে পরিকল্পনার কথা তিনি বলেছেন সেই পরিকল্পনার পরি-টা উড়ে যেত এবং কল্পনা কল্পনা হয়েই থাকত।

Sj. Bijoy Bhusan Mondal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মেডিকেল ও পাবলিক হেল্থ খাতে সরকার টাকা ব্যয় করছেন এবং অনেক টাকা ব্যয় হচ্ছে, সেখানে যে কিছু কাজ হবে সেটা স্বাভাবিক এবং কিছু কিছু কাজ যে হচ্ছে তা অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে কাজ অত্যন্ত কম।

প্রথম কথা আমাদের জনস্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। দেশব্যাপী যে বিরাট দারিদ্র্য—যে দারিদ্র্যের জন্য লোক স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য দূরের কথা, দু' বেলা কোন রকমে পেট ভরাতে পারে না, সেই দারিদ্র্য আমাদের দেশের সাধারণ জনস্বাস্থ্যকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছে। আজ আমরা আমাদের পল্লী-অঞ্চলগুলির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে সেখানে যেসকল লোক বাস করে তাদের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের উপযোগী স্বাস্থ্য নেই, তাদের দেখলে মনে হয় তারা মানুষ নয়, মানুষের কঙ্কাল। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব আর তার উপর দুমুঠো অন্নের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনি অনেক ক্ষেত্রে অনশন এবং অর্ধাশন তাদের কঙ্কালসার করে তুলেছে। তাদের মধ্যে মারাত্মক নানা রকমের রোগ বিস্তারলাভ করেছে। কয়েক বৎসর পূর্বেও পল্লী-অঞ্চলে যক্ষ্মা ও ক্ষয় রোগ প্রায় অজ্ঞাত ছিল, আজ

পশ্চিমবাংলার এমন গ্রাম নেই, এমন পাড়া নেই যেখানে এই রোগ নেই। এই মারাত্মক, সর্বনাশা ব্যাধি যেভাবে বেড়ে চলেছে তাকে প্রতিরোধ করবার ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। সরকারের মেডিকেল ও পাবলিক হেল্থ বিভাগ এর বিস্তার কিছুতেই রুখতে পারছে না। না হয়েছে উপযুক্ত প্রতিষেধের ব্যবস্থা, না হয়েছে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা। এ রোগ যেরূপ ভয়াবহভাবে সংক্রামক ও মারাত্মক একে দমন না করতে পারলে পশ্চিমবাংলা অল্পদিনেই উজাড় হয়ে যাবে। আমি তাই সরকারকে অনুরোধ করি তাঁরা যেন এদিকে দৃষ্টি দেন এবং নতুন হাসপাতাল খুলে এবং পুরাতন যক্ষ্মা হাসপাতালগুলিতে বেডের সংখ্যা বাড়িয়ে সমস্ত রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

পল্লী-অঞ্চলে অতি অল্প সংখ্যক ইউনিয়নে ও থানায় ইউনিয়ন ও থানা হেল্থ সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। দেশে দারিদ্র্য বেড়ে গিয়েছে এবং ডাক্তার ডেকে বাড়িতে চিকিৎসা করাবার মত অবস্থা খুব কম সংখ্যক লোকেরই আছে। এ অবস্থায় এই সকল হেল্থ সেন্টার তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দিতে না পারলে লোকে চিকিৎসার কোন সুযোগ পাবে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অনেক স্থানে জনসাধারণের তরফ থেকে টাকা ও জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া সত্ত্বেও সরকার এখনও সেই সকল অঞ্চলে হেল্থ সেন্টার স্থাপনের কোন ব্যবস্থা করেন নি। মানুষের জীবন নিয়ে যেখানে কথা, সেখানে সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তা অত্যন্ত দোষাবহ. এমন কি এটা একটা অপরাধ বলে আমি মনে করি। আমি এ বিষয়ে সরকারকে তৎপর হতে অনুরোধ করি।

ডেভেলপমেন্ট স্কীমে বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু টিউবওয়েল বসান হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত কম। বিশেষ করে এই টিউবওয়েল বসাবার জন্য স্থানীয় চাঁদা হিসাবে সাত-আট শত করে টাকা জনসাধারণকে দিতে হয়। সেইজন্য গরিব এলাকায় যেখানে জলাভাব অত্যন্ত বেশি সেই সকল এলাকায় টিউবওয়েল হচ্ছে না।

পল্লী-অঞ্চলে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোক সাধারণত বর্ণ হিন্দুদের চেয়ে অনেক দরিদ্র ও অশিক্ষিত। তপশীল সম্প্রদায় যেসকল এলাকায় বাস করে সেসকল এলাকা থেকে তাদের দারিদ্র্যের জন্য টাকা সংগ্রহ করা যায় না বলে টিউবওয়েল ব্যাপারে তপশীল এলাকাগুলি একেবারে উপেক্ষিত ও বঞ্চিত। এইজন্য এবং সংক্রামক রোগ প্রতিষেধ বিষয়ে তাদের অজ্ঞতার জন্য তপশীল এলাকাগুলি প্রায়ই কলেরা ইত্যাদি মারাত্মক রোগের কবলিত হয়। পানীয় জল সরবরাহের জন্য এবং এই সকল এলাকায় সংক্রামক রোগসকলের প্রতিষেধ ব্যবস্থার জন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[4—4-10 p.m.]

Sj. Tarapada Dey:

মাননীয় স্পীকার, স্যার, সরকার পক্ষ স্বাস্থ্য বিভাগের যে রঙ্গীণ চিত্র তুলে ধরেছেন, তা দেখলে মনে হয় বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন সমস্যা নেই। বাজেট আলোচনার সময় প্রয়োজনীয় কথা যেটা আমাদের সামনে সেটা রাখেন নি। কি অবস্থা সত্যি সত্যি বাংলাদেশে ছিল, কতটুকু কি আমাদের দেশে প্রয়োজন, তার কতটুকু হয়েছে, এবং তার পার্সেন্টেজ কত, কি পার্সেন্টেজএ এগুচ্ছে, এবং এইভাবে এগুলে কতদিনে তা পূরণ হবে, এইসব কথা তারা মোটেই বলেন নি। অপরপক্ষে তারা বলেছেন, তাঁরা ম্যালেরিয়া এ দেশ থেকে দূর করে দিয়েছেন, হেল্থ সেন্টারএর কথা বলেছেন, মৃত্যু হার কমে গেছে বলেছেন, তারা যে কথা বলেছেন তাতে মনে হয় বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন সমস্যাই নেই। এমন কি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে যেসমস্ত ঔষধপত্র তৈরি হচ্ছে তার কথাটাও তাঁরা স্বীকার পর্যন্ত করেন নি। আমি শুধু আমাদের দেশে জল-সরবরাহের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জল-সরবরাহ বিষয়ে তারা যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে সারা পশ্চিম বাংলাতে বিশেষ করে বিশেষ বিশেষ এলাকাতে জল না দেবার ব্যবস্থা করেছেন। তারা বাজেটে যা ধরেছেন ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর মধ্যে ১১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা আর সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর মধ্যে ধরেছেন ২৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। মোট ৩৮ লক্ষটাকা ধরেছেন, তার মধ্যে আবার পে অব অফিসারদের মাহিনা বাবদ প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মত। আর বাকি থাকে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা তাঁরা খরচ করবেন জল-সরবরাহের জন্য। গত ৪ বৎসরে তার যদি হিসেব ধরা যায় তাহলে একটা গড় করে যেটা

পাওয়া যায় তাতে প্রায় ২৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার মত ওঁরা বছরে খরচ করছেন। এই টাকায় বৎসরে ২॥ হাজার টিউবওয়েলএর বেশি কিছুতেই হতে পারে না। বাংলাদেশের প্রয়োজনের তুলনায় এ কিছুই নয়। বাংলাদেশে গ্রামের সংখ্যা ৩৫ হাজার ৬৩। তাহলে আমাদের দেশে অন্ততপক্ষে ৩৫ হাজার টিউবওয়েলের প্রয়োজন। আজকাল ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিকরা যে কথা বলছেন তাদের যদি সেই হিসেব নেওয়া যায় যে, ২০০ জনে একটা টিউবওয়েল করতে হবে তাহলে ৮৭ হাজার ৫০০ টিউবওয়েলএর দরকার। এসব বাদ দিয়ে গ্রামপিছু একটা ধরা যদি যায় এবং তার জীবন যদি ধরা যায় ৫ বৎসর তাহলে আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৭ হাজার টিউব-ওয়েলএর প্রয়োজন। সেখানে হচ্ছে মাত্র ১,৫০০। এই করে তারা বলছেন আমাদের দেশের জল-সমস্যা প্রায় সমাধান করে নিয়েছি। যে পদ্ধতিতে টিউবওয়েল দেওয়া হয় আমি তার বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এতে দুঃস্থ এলাকাগুলি বাদ পড়ে যায়। তাদের যেসমস্ত স্কীম আছে তাতে দুঃস্থ এলাকার কোন ব্যবস্থা হয় নি। আমি আমার হাওড়া জেলায় ডোমজুড় থানায় কয়েকটা এলাকার কথা জানাতে চাই। সেখানে মোটেই টিউবওয়েল নেই। জঙ্গলপুর, চাঁদনীবাগান, সর্দারপাড়া, মালপাড়া এবং তালপুকুর, আমড়ে, আটঘড়া প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায়, যেসমস্ত জায়গায় সাধারণত অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা বাস করে সেইসব জায়গায় লোকে টাকা দিতে পারে না, সেই জায়গায় টিউব-ওয়েলের কোন ব্যবস্থা নেই। গত বৎসর হাওড়া জেলায় যে ভীষণ অবস্থা হয়ে গেছে সে সম্বন্ধেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিশেষ প্রয়োজন। গত বৎসর জল হয় নি, সমস্ত পুকুরগুলি শুকিয়ে গিয়েছিল, লোকে একটুও জল পায় নি, আমরা সরকারকে, জেলার ডি, এমকে, হেল্থ অফিসারকে জানিয়েছি, তারা গিয়েছিলেন, তারা দেখেছেন গরু-বাছুর পর্যন্ত জল পায় না। তারপর গ্রামে কলেরার আক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল, শত শত লোক মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল, এই অবস্থায় কোন ব্যবস্থা করা যায় নি। আমাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন যে, আমাদের কোন হাত নেই, স্বাস্থ্য বিভাগ থেকেই কিছুই করতে পারবেন না, বলে দিলেন আপনারা রিলিফ ডিপার্টমেন্টে যান, সেখানে যদি কিছু করা যায়। যখন রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে টেস্ট-রিলিফএর কাজ আরম্ভ হবে শুনলাম, তখন মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের কাছে গেলাম, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলেন না। বলে পাঠালেন ডেপুটেশন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগে। এই সমস্ত টাকার অর্ধেক টাকা আবার নষ্ট হয়ে গেছে- অনেক লেখালেখি হয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। অবশ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় একটি চিঠি আমাদের দিয়েছিলেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্যের জন্য বলে দিয়েছিলেন। দুই একটা কল হয়েছে, কিন্তু আর বিশেষ কোন কাজ হয় নি। কলেরা যখন হয়, তার কোন হিসেব থাকে না কত লোক মরছে। বছরে বছরে ৪০০-৫০০ লোক সেখানে আক্রান্ত হয়। ১৯৫৩ সালে আমরা গুণে দেখেছি ৫০০ লোক সেখানে কলেরায় মরেছে। জলের অভাবের কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত করেন নি। স্বাস্থ্য বিভাগে ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড সেনিটেশনএর কথা যেখানে বলা আছে, সেখানে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করতে চাই। শুধু টিউবওয়েল নয়, যেসমস্ত পুকুর একদম শুকিয়ে গেছে সেখানে পুকুর কাটাবার ব্যবস্থা না করলে লোকগুলি মারা যাবে। মানুষের জলের ব্যবস্থা নেই, এইগুলির দিকে যদি দৃষ্টি না দেন তাহলে কি হবে?

আরেকটা কথা—হেল্থ সেন্টারএর কথা অনেক ওরা বলেছেন। ২৮৮টা হেল্থ সেন্টার করেছেন অথচ এখানে প্রায় ৩,৫০০ হেল্থ সেন্টার করবার কথা ছিল। তা ছাড়া হেল্থ সেন্টারএর মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে। কলেরার জন্য দুটি বেড মাত্র আছে। এই দুটি বেড দিয়ে কি ব্যবস্থা হবে যেখানে ৪০০-৫০০ লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়? হেল্থ সেন্টারএ কোন এ্যাম্বুলেন্সএর ব্যবস্থা নেই। স্নেক বাইটিংএর চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। গত বৎসর আমাদের ওখানে তারাপদ প্রামানিক বলে একটা ছেলে মারা গেল। প্রত্যেক বৎসর ৮-১০ জন করে লোক মারা যায়—কোন ঔষধ এই হেল্থ সেন্টারএ থাকে না। সেইজন্য আমি বলছি এই হেল্থ সেন্টারএ এ্যাম্বুলেন্সএর ব্যবস্থা, সাপে কামড়ের ঔষধের ব্যবস্থা এখনই করা উচিত।

Sj. Gangapada Kuar:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি প্রথমেই আনন্দগোপাল বাবু মেদিনীপুর সম্পর্কে যে কয়েকটা ভুল তথ্য দিয়েছেন তার প্রতিবাদ করছি। তিনি বলেছেন মেদিনীপুরে ২০-বেডএর যে

টি-বি হাসপাতাল হওয়ার কথা, সেটা হয়ে গিয়েছে। ঝাড়গ্রামের কথা তিনি বলেছেন যে, হাসপাতাল আছে তার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। সেখানে আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম কেবল ভিং খোড়া হয়েছে। এখন ভিং খোড়া মানে হাসপাতাল হয়ে যাওয়া তাহলে আমাদের খগেনবাবু বহু ভিং খুঁড়েছেন তাহলে সারা দেশময় হাসপাতাল হয়ে যেত। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, আমাদের একটা বুকলেট 'হেল্থ অন দি মার্চ, ১৯৪৫-৫৬' দিয়েছেন এবং তাতে যেসমস্ত ফিগার এবং মেডিকেল ফেসিলিটিস সম্পর্কে যা দেওয়া আছে সেটা পড়লে দেখা যাবে যে, গতকাল আমাদের বন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র শতপতি মহাশয় বলেছিলেন যে, শহরের তুলনায় গ্রাম অনেক বেশি উপেক্ষিত রয়েছে, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। যত তথ্যই আমরা উপস্থাপিত করি না কেন এ কথা সত্য যে শহরের তুলনায় গ্রাম উপেক্ষিত রয়েছে। যেখানে মোট শহরের জনসংখ্যা হচ্ছে ২৩·৬ সেখানে রুরাল পপুলেশন হচ্ছে ৭৬·৭ এবং সেই জায়গায় সারা বাংলা দেশে বেড যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে শহরে ১৩ হাজার ৭৩৪ এবং গ্রামে ৮,৪২৭, ডাক্তারের সংখ্যা শহরে ৯,১১১ এবং গ্রামাঞ্চলে সেই জায়গায় ৭,১২৪। সেইভাবে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শহরে যেখানে ৯৬·৭ সেখানে গ্রামে ৬৬·৬। শহরে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার প্রতি আমরা আদৌ ঈর্ষা প্রকাশ করছি না। কিন্তু বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান। এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রধানত শত্রু হচ্ছে দারিদ্র্য। সেই গ্রামের লোক যাতে বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারে তার দিকে সরকারের দৃষ্টি রাখা উচিত।

কিন্তু আসলে আমরা তাঁদের কাজের মধ্যে সেই ধরনের মনোভাব দেখতে পাচ্ছি না। তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যেসমস্ত হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় এ পর্যন্ত ৮ বছরে গড়ে ৩৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, অথচ বাংলায় প্রায় ২,৭৭৯টি ইউনিয়ন আছে; এই হারে যদি প্রোগ্রেস হতে থাকে, তাহলে সমস্ত ইউনিয়নগুলিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে প্রায় ৬৩ বছরের মত সময় লাগবে। জানি না এই ৬৩ বছরের মধ্যে গ্রামের লোকের অবস্থা কি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে যাবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পর্কে আরও কয়েকটা কথা বলবার আছে। পূর্বে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পর্কে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তাতে কিছু কিছু বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আজকে যেসমস্ত নূতন নূতন হেল্থ সেন্টার গড়ে উঠছে, সেখানে আদৌ বেডের ব্যবস্থা নাই। আমার অনুরোধ, এই সমস্ত জায়গায়ও কিছু কিছু মেটারনিটি ফেসিলিটি থাকা উচিত ছিল। এ পক্ষ থেকে যেসমস্ত সাজেশন দেওয়া হচ্ছে, যেমন শিশুকল্যাণ ও প্রসূতি-সদনএর জন্য ট্রেইন্ড মিডওয়াইফ দেওয়ার যে ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন জায়গার কথা বলা হয়েছে, যেটা আমাদের সবচেয়ে কম দাবী, সে দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

[4-10 -4-20 p.m.]

আমার এরিয়াতে মেদিনীপুর জেলায় কেশপুর থানায়, সেখানে একটা এফ, আর, ই, হাসপাতাল ছিল, সেটা গত বছর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই থানা এলাকার জনসংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজার, অথচ সেখানে কোন একটা ইউনিয়ন হেল্থ সেন্টার বা ঐ জাতীয় কোন বন্দোবস্ত নাই। এই এরিয়া অত্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড সব দিক দিয়ে। এ সম্পর্কে আমি পূর্বে এ্যাসেমব্লীতে প্রশ্ন তুলেছিলাম, তখন মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন যে, টাকা পাওয়া গেলে পর ব্যবস্থা করবেন। আমরা বহু কষ্ট করে সেখান থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করেছি, আমি আজকে তাঁকে অনুরোধ করব, যাতে সেখানে একটা থানা-হেল্থ সেন্টার গড়ে উঠতে পারে তারজন্য তিনি সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবেন।

এ ছাড়া দাশপুর থানার তিন নম্বর ইউনিয়নে মায়াপুর, সেখানে টাকা এবং জমি দেওয়া হয়েছে; দেবরা থানা গোলগ্রামে ইউনিয়ন হেল্থ সেন্টার খোলবার জন্য বলা হয়েছে এবং ৯ নম্বর ইউনিয়ন ক্যাকড়ায় টাকা এবং জমি দেওয়া হয়েছে, অথচ সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নাই। মোকারামপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাতে তিনি বলেছিলেন এ বছর সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কিছুই হয় নি। মন্ত্রীমহাশয় যে কথা দেন, শেষ পর্যন্ত যদি সে কথা না থাকে, তাহলে আমরা কার কথা বিশ্বাস করব তা বুঝতে পারছি না।

তারপর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতি এ'দের যে [illegible] আচরণ, তা দেখে আমাদের মনে অত্যন্ত উদ্বেগের সঞ্চার হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে স্কীম আছে তাতে হোমিওপ্যাথির জন্য একটি পয়সাও খরচ করতে দেখলাম না; অথচ বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের গরিব জনসাধারণের চিকিৎসাক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথির যে অবদান তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। মন্ত্রীমহাশয় এ বিষয়টা কেন এত অবজ্ঞার সহিত দেখছেন, তা বুঝতে পারি না। আশা করি তিনি তাঁর জবাবে বলবেন।

তারপর কবিরাজী চিকিৎসা। কবিরাজীকে স্টেট রেকগনিশন দেওয়া হ'ল না। এর জন্য যে .কলেজ আছে, সেখানে ৩৪-৩৫ হাজার, নামমাত্র টাকা সাহায্য করা হয়। না ট্রিটমেন্ট, না টিচিং; কোনটাই ঠিকভাবে হয় না। অথচ দেখা যাচ্ছে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জন্য পাঁচ বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। অথচ সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে সর্বসমেত ২১ কোটির মত টাকা ব্যয় করা হবে। কিন্তু এই আয়ুর্বেদিতে মাত্র পাঁচ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এটা অত্যন্ত আপত্তিকর ও ব্যথাদায়ক পরিস্থিতি বলতে হবে।

তারপর বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যে জলকষ্ট রয়েছে, সেই জলকষ্ট যে কতদিনে নিবারণ হবে তা জানি না। উ'নি বলেছেন যে, ১৬ হাজার টিউবওয়েল হ'লে শেষ করতে পারব। কিন্তু, যেদিন ১৬ হাজার টিউবওয়েল বসান হবে, তার মধ্যে যে কতগুলি নষ্ট হয়ে যাবে, অকেজো হয়ে যাবে তার ইয়ত্তা নাই। কেশপুর থানার বন্যাপীড়িত অঞ্চলে, অধিকাংশ গ্রামেই টিউবওয়েল নেই। এই সম্পর্কে আমি প্রশ্ন করেছি এবং মন্ত্রীমহাশয় তাঁর ডেভলপ স্কীমের টিউব-ওয়েলের কথা বললেন। কিন্তু আমাদের সেই বন্যাপীড়ির অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থিক দুরবস্থার দিক দিয়ে তারা কোন কন্ট্রিবিউশন দিতে পারে না। সুতরাং এই অবস্থায়, তাদের যদি 'জিজিয়া' কর দিয়ে জল পেতে হয়, তাহলে তাদের পক্ষে টিউবওয়েল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আমি আশা করি, যেসমস্ত অঞ্চলে গরিব জনসাধারণ বাস করে, সেখানে এইভাবে কন্ট্রিবিউশনএর যে সর্ত আছে, সেটা না দিয়ে, যাতে টিউবওয়েল ও জলের ব্যবস্থা করা যায়, তার প্রতি মন্ত্রীমহাশয় বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Dhirendra Narayan Mukherji: Mr. Speaker, Sir, through your medium I rise to support the Medical Budget presented by the Hon'ble Minister Dr. Amulyadhan Mukharji. There may be a lot of shortcomings here and there but undoubtedly with our limited finance the Hon'ble Minister in collaboration with the Chief Minister who is also the Finance Minister has tried his level best to spend something for our benefit. I am afraid the members of the Opposite side may not agree with his findings, may not approve many of his policies. But, Sir, if the responsibility is given to them I am sure they will not be able to produce any better Budget than has been presented before us. The Medical Budget has been framed under the guidance of no less a person than Dr. B. C. Roy who is the last word so far as Medical and Public Health is concerned not only in West Bengal but in the whole of India. Dr. Mukharji who is also an eminent medical man who has devoted his life for the last 30 years in working out the different organisations—both official and non-official—has done his best and I am sure the members of this House, even the members belonging to the Opposition in their cool moments will accept the findings he has given to us. Sir, I represent the rural areas. There is no doubt that there is want of proper medical service and public health service in that area. My constituency—Dhaniakhali—consists of 442 villages. The other day I received from them representations that water-supply there was very bad. They have not got any proper water-supply there. At the same time I repeat that, medical relief in this area is not adequate. The "Health on the March from 1948 to 1955" recently published by the Government of West Bengal, indicates that we had a lot of difficulties in our health march. But all the same we have overcome the difficulties in many cases. Malaria has

been on the decrease for the last 15 or 20 years. Sir, I have told my constituency several times that with our limited financial resources we may not be able to make heaven in a day. We have not got the Alladin's lamp. Our Finance Minister has not got the Alladin's lamp in his hand so that he can bring heaven in a day.

[4-20—4-30 p.m.]

I also come from an urban area—Uttarpara—about eight miles from here. Here also there is a hospital managed by the State since the year 1845, nearly a hundred and ten years ago. Originally this hospital was started on a public gift. It was handled to the Government with twenty beds and with a limited fund to run the hospital. The Government have been managing it. Previously the population of Uttarpara was between four and five thousand. Now the population is 25,000, but the number of beds has not increased. On the 10th February 1950 I approached the then Director of Health Services, Dr. Das Gupta, and drew his attention to this matter. The hospital is on the western bank of the river Ganges. Since then millions of tons of water have flown but the hospital beds could not be increased. Many attempts have been made to increase the beds by the public of Uttarpara. Government was coming forward with schemes of development of Uttarpara. They came forward with Rs. 10,000 cash donation and the big merchants have offered 1½ lakhs of bricks towards the construction of a new hospital building which it is estimated would require 5 lakhs of bricks according to the Chief Engineer. Government have several times provided money in the budget but somehow, somewhere it did not work smoothly. The Government are abandoning the idea of running the hospital in the present site because they have an ambitious scheme; they want to serve the people in a much better way. They want a different site. They saw the houses of Uttarpara and fixed up a house. There is difficulty of transferring to the new building. They also have in contemplation another big building for the hospital. Sir, there are difficulties. I would like to say to the Opposition that three Chief Whips, Sj. Sushil Banerji, Sj. D. C. De and our present Chief Whip have tried their level best. They are poking the Government. I am also doing my best in my humble way as a member of the Assembly. The public of Uttarpara have been constantly carrying on correspondence, asking as to what they are to do with their funds and other things. The Government had not been able to make up their mind. The last correspondence from the Chief Whip is that a reply is still awaited from the Minister-in-charge of Medical and Public Health Department. I understand the difficulties of the Chief Whip and the difficulties of our Hon'ble Minister because he has not been able to make up his mind this way or that. There are some factors which have to be taken into consideration: the troubled condition of our country; want of proper finance. There are so many schemes and, as I say, there is a deficit finance which fell upon the Finance Minister and our Medical Minister. I suggest to my friends on the other side to have patience. There is one case of such a hospital in Uttarpara but there are hundreds of other hospitals and public health centres that require attention. We cannot do it in a day. I myself as an aggrieved party have been trying for it for the last six years but have not been able to put the thing right because of insurmountable difficulties that face the Government. I would draw the attention of the Hon'ble Minister that the matter be expedited as far as possible. Sir, I may tell you that already the hospital is serving 50,000 outdoor patients; there are also 300 accident cases a year which means about one case a day—because the road that passes through Uttarpara is very narrow; there are 200 cases of cholera treated in that hospital. The hospital needs immediate attention of the Government, and through

you, Sir, I humbly bring the matter to the notice of the Hon'ble Minister and point out to him that the hospital has worked for about 110 years with 20 beds and the number should be raised.

Thank you.

Mr. Speaker: Dr. Mukharji.

Sj. Kanai Lal Bhowmick: Sir, I would like to speak for a couple of minutes.

Mr. Speaker: That is only possible if we are prepared to sit very late. I am proceeding according to the list which has been agreed upon by all.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

তাহলে স্যার আমি আর বলতে চাইনে, আমার কাটমোশানগুলির জবাব দিলেই হবে।

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Sir, I have heard with interest the various criticisms against the policy which I enunciated yesterday while presenting the Medical and Public Health Budget. I may at once tell you, Sir, that the policy of the Government is to raise the health condition of the people at large without any discrimination amongst the rural or the urban population. It has been said that the Government had been showing partial treatment towards the rural population by trying to enlarge the city hospitals in larger numbers. I would request you, Sir, to bear in mind that the city hospitals are filled not only by the urban population, but they draw patients from all over the State. Not only so but because of the reputation which Calcutta hospitals have built up all these years, these draw patients from outside the State as well. This is one of the reasons why we have tried to focus attention for the upgrading of the Calcutta hospitals but since independence the rural areas which were left in the cold shade of neglect have been receiving special treatment. I have already pointed out that we have decided and, as a matter of fact, we have given practical shape to upgrading some of our district and subdivisional hospitals. Not only so there were in the past between 30 and 40 beds and in some cases 20 beds in the district hospitals which were meant to cater to the needs of only indigent and police cases. Since medical facilities under the modern system have been acknowledged as the best by the people of this State of ours, Government have decided to upgrade all the district hospitals to have 116 beds to start with and the subdivisional hospitals will have 58 beds. Each Thana Health Centre will have 20 beds. Some of the earlier ones have been provided with 50 beds. In the union level we have got 2,053 unions. We want to have one Health Centre in each union. The resources at the hands of the Government are certainly not sufficient to provide each union with a health centre in course of seven or eight years. We have made a beginning. At the initial stages the difficulties of procurement of material, selection of site and other factors did retard the progress but after it has gained a certain amount of momentum acceleration of the speed has been evidenced during the last three years by the multiplication of these health centres in rural areas. It has been said that Government have decided to concentrate all the four teaching institutions in Calcutta. These were not the creation of the Government. The four Calcutta Colleges came into being as a result of concerted action for a very long time. There was only one Government Medical College in Calcutta started over one hundred years ago when other States did not have any.

[4-30—4-40 p.m.]

Then the people, particularly the leaders of the medical profession feeling the necessity of expansion of medical facilities all over the country, started the R. G. Kar Medical College mainly as a result of public munificence and this College has a splendid record of service to the suffering humanity and are producing a large number of members of the medical profession who have been distributed all over the country. The next medical college which came into being was the result of upgrading the old Campbell Medical School which is designated as the Nilratan Sircar Medical College. To upgrade this institution which was one of the best medical schools in the whole of India, it has cost the Government Rs. 30 lakhs already and at least another Rs. 10 lakhs will be needed to keep it going up to the standard laid down by the Medical Council of India. The two other non-official medical schools in the city, the Calcutta Medical School and the National Medical School, have joined hands and upgraded the two institutions by integration into a full-fledged medical college. We in the Government have been helping these two non-official institutions to the best of our ability. The R. G. Kar Medical College received a sum of Rs. 5,20,000 last year The National Medical College received a sum of Rs. 8,28,000 last year. Whenever we could find money and when we noticed that the needs of these two medical colleges were imperative, we have done our best to help them. Speeches were made asking the Government to nationalise these institutions, to remove the invidious distinction between the official and non-official ones. I think that during foreign domination much could be said between institutions—Government and private institutions. After independence personally I feel the barrier which existed between the Government and people has gone to pieces and if the members of the public by tapping the resources and generosity of the people, combined with the aid from the Government, can run an institution, I think everyone in the country including those who run the Government will take legitimate pride in such achievements. I want these private institutions to flourish along with other institutions and whenever there is any need to help them, I can assure you, Sir, that the Government coffers will be at their disposal. The other private institutions which are making their headway in solving the problem of medical relief are also taken proper note of. The Chittaranjan Seva Sadan, the K. S. Ray Tuberculosis Hospital, the Chittaranjan Cancer Hospital, Daridra Bandhab Bhandar and other hospitals also receive liberal grant from the Government. I wish I had more funds to distribute to these institutions. But as we are carrying on with deficit finances our resources hardly warrant the extension of the help. Even then the nation-building activities of the State have not shrunk as a result of the increasing deficit in our finances. Regarding neglect of facilities in the mofussil centres where medical schools existed, I can tell you, Sir, so far as the two centres, namely, Jalpaiguri and Burdwan are concerned, although schools have been closed down, we have not reduced the number of specialists to look after the sick patients who go there. Dr. Chatterjee yesterday told us that when a case of abdominal malady was about to be removed to a city like Calcutta, he met his death; I do not know whether his information is correct. I may tell you, Sir, that the Surgeon who is now posted at Jalpaiguri Hospital has built up such a splendid reputation for himself and the hospital that most of the patients from North Bengal in distress flock to Jalpaiguri to get the benefit of his advice and treatment. I had been to Jalpaiguri before when there was a medical school times without number and I did not see such an amount of surgical activity displayed by the former teachers when the medical school was in existence.

Similar is the case about Burdwan. The Bankura Sammilani School also had a numbre of honorary medical officers on their staff. They are still attached to that institution. We have helped this hospital to keep it going to the tune of Rs. 1,97,000 in four years, but we found that instead of utilising the resources placed at their disposal for improving the hospital, they were concentrating it on having a medical college in the town of Bankura. Unfortunately, Sir, I could not, nor the Government as a whole could, see eye to eye with the policy of having a medical college at Bankura. In the mufussil dearth of proper clinical materials and right type of staff stand in the way. We wanted the Dufferin Hospital, the Bankura Sadar Hospital and the Bankura Sammilani Hospital to be amalgamated and run as a first class institution. The authorities of the Bankura Sammilani did not fall in line with this, and naturally we had no other option left but to stop the grant. I can assure you, Sir, very recently I have decided to pay them a grant of Rs. 25,000 to cope with the present difficulties which this hospital is faced with. I have also taken steps to acquire the premises of the Bankura Sammilani Hospital to run it as a Government institution so that the city of Bankura might have a full-fledged hospital to cater to the needs of the people of the district. Legal difficulties have been placed in our way. I am consulting Government legal advisers as to how we can obviate the legal difficulties. Probably I will have to come to you, Sir, for sanction of the Legislature in getting the institution taken over through a legislative measure.

In the Sukhlal Karnani Hospital Post-Graduate facilities have been questioned. Dr. Chatterjee yesterday questioned that before the institution could get the University affiliation for diploma in Anaesthesialogy, staff was appointed. I wonder, how, being a member of the University Senate, he could level this charge against the Government. Whenever an institution is started and affiliation is sought from any affiliating body, arrangements have got to be made for equipping the institution, and provision of staff is one of the essential conditions. Government did nothing wrong in providing the skeleton staff. Government selected an individual to take charge of the institution and prepare the paraphernalia so that the University Inspectors, when they came, might give their approval or point out the defects which could be remedied. Without one being placed in charge, how one could proceed, I do not follow. In this the active co-operation of other accredited anaesthetists' services were assured. The person selected, his quality and merit, have also been questioned. It has been said that he was selected because of his contact with our Chief Minister, Dr. Roy, while he was in New York. Far from it. He was highly spoken of by Professor Shadove of the Illinois University of Chicago as an Indian who was entrusted with teaching not only of Under-Graduate students in Medicine and Anaesthesialogy but also Post-Graduate students, and the professor wanted the individual to be attached to the American institution so that he could flourish there. But because of his innate love for his own country of origin he decided to come back and find out some work in his city, the city of Calcutta, if possible.

[4-40—4-50 p.m.]

He got another appointment under the Lucknow University in the Medical College there. He refused to go there because he thought that his place was in the city of Calcutta with his own people whom he should serve. This was the genesis of his appointment. The post was temporarily sanctioned and filled up. Since then the post has been advertised by the Public Service Commission and the recommendations of the Public Service Commission are under the active consideration of the Government and a decision will soon be arrived at about the incumbent.

Other departments for study have been opened in this hospital to give fillip to post-graduate education. I may here mention, Sir, that so long our young graduates who wanted to get advantage of the University Post-Graduate degrees, particularly M.D., M.S. and M.O., did have no arrangement for their training. Government wanted to develop this institution in conjunction with other sister institutions so that the young graduates might get intensive coaching in order to get the hall-mark of the University Post-Graduate degree. Unfortunately, other universities which came much later in this country of ours did have some sort of assistance for post-graduate study; we had none. Therefore Government wanted to develop this institution to help the young doctors in getting the wherewithal of a post-graduate qualification.

The library, laboratory and other equipment have been questioned. I do not think it is possible to equip everything of a first order in course of a month or a year. It takes time to develop an institution to bring it up to the mark. It is only the beginning that the Government have made and I am very sorry that a member of my profession who has devoted all his life to teaching students in one of the premier medical colleges could level a charge like this against the Government. (Dr. HIRENDRA KUMAR CHATTERJEE: It is true.)

So far as mofussil facilities are concerned. I have told you, Sir, about the improvement effected. Wherever there is electric energy available, we have provided X'ray units. Where electric energy is being extended, we have decided to provide X'ray facilities not only to help modern treatment and assistance for diagnosis in these places but also to develop chest clinics so that conditions of the unfortunate people who suffer from tuberculosis might be assessed in the earlier stages and proper treatment arranged for them avoiding complications which prolong treatment.

So far as rural health centres are concerned, I may tell you that out of 263 health centres that have been opened so far, in each of them there are maternity beds. There is a lady health visitor in the thana health centres. In all the health centres at the union level there is a midwife to look to the maternal care in the countryside. In addition to these there are 131 maternity and child welfare clinics running in the State not all by the Government—some by the Red Cross, some by Ramkrishna Mission, some by other voluntary institutions all over the country. We have decided to open 44 thana units with the assistance of the World Health Organisation to get training for our women folk in midwifery and *dai* training as we are badly suffering from want of trained personnel.

So far as the charges that the Congress Government have only looked to the interest of those who form the pillars of the Government, namely, Congress M.L.As. in providing health centres are concerned, I refute the charges, and I may here mention, Sir, that as many as 64 health centres have been started in areas wherefrom Congress members were not returned. Thus in the opposition members' constituencies 64 centres have been started. The Government is not so partial towards its own kith and kin. The entire people is under the care of the Government—it does not matter who represent the constituency. Whenever there is distress, whenever there is pestilence, irrespective of the area and the representation, Government machineries have been placed at the disposal of the suffering humanity.

Our friend Shri Dhirendra Narayan Mukherji has said that Uttarpara Hospital needs expansion. We are alive to it. I can assure you, Sir, and Shri Mukherji through you that we have decided to have not a 50-bedded hospital at Uttarpara but a 150-bedded hospital at Uttarpara—50 beds will

be meant for the local people and 100 beds for the insured workers under the State Insurance Act. Two houses have been acquired and steps are in progress to give it a practical shape. He should hold his patience for some time more.

So far as Family Planning Centres are concerned, Sjkta. Mani Kuntala Sen said yesterday that these should be associated with maternity clinics. These are certainly associated with maternity clinics. No Family Planning Centre—whose number is 9—is functioning today which is not attached to maternity centres.

Regarding spurious drugs I may mention that Government had only three Inspectors under the Drugs Act to see that strict vigilance is brought to bear upon those who deal in this questionable trade. Four Inspectors were added making it seven and very recently four more posts have been sanctioned so that effective control is brought to bear upon this trade. The Drugs Act which is a Central Act has very recently been amended and we had our share of recommendation to make offences under the Drugs Act cognisable and this has been accepted and punishment for offences for violation of the Drugs Rules has also been made more severe and let us hope that, with the operation of the new Act, the spurious character of the trade will be brought under check and control.

About adulteration of food, I may tell you that while we were proceeding to have an Act—our Food Adulteration Act—the Central Government have brought in a Food Adulteration Act which has just been enforced in this State of ours. Inspectors have been appointed to go through the operation of the Act and we have launched a vigorous drive, with the help of the Calcutta Corporation, Enforcement Branch of the police and with the co-operation of the people, in trying to apprehend persons who violate the normal moral laws in playing with the human lives—whether it is in the drugs or in the food sector. Whenever there is any suspicion, if the Health Department or the Police Department is taken into confidence and it is brought to their notice, I can assure you that we will take every earthly measure to apprehend the individual.

In the Asansol Hospital, very recently improvements in its buildings have been brought about. Electrification has been extended in that hospital. The staff has been strengthened and we have got a scheme to upgrade this hospital also because this part is rapidly developing into a populous industrial area.

So far as water-supply in Asansol is concerned, I can tell you that, with the Central Government's assistance, pilot survey operation is going on and we are thinking of utilising water from the reservoir at Maithon and distributing it in this area and the question of having a Water Board to look to the problem of supply of water in this area is under the consideration of the Government.

Regarding rural water-supply, I have told you, Sir, that during the First Five-Year Plan period, we have sunk 11,090 tube-wells and resunk 3,000 tube-wells.

4-50—5 p.m.]

In the next phase we have provided Rs. 3 crores to provide 16,000 sources of potable water. I am pretty sure if we can reach this target, there will hardly be any area in rural locality which will not get dependable source of water.

Sir, some friends have said that tanks—derelict tanks—should be resuscitated. Being a medical man and an advocate of scientific medicine I may tell you, Sir, that I am against getting the use of tank water for *drinking purposes, because it is very difficult to keep the tank reserved. The water gets polluted from very many sources and this helps in the* contamination of water which helps spread of diseases.

So far as tuberculosis is concerned I have already told you, Sir, that this is a menace with which we are very much confronted. I have given yesterday a scheme which we have taken up for expansion of facilities for tuberculosis treatment. I hope with the scheme which we have adumbrated yesterday we will be able to fight this menace in the course of time.

I think, Sir, here I ought to inform you and the members that during 1955 we had 24.4 births per thousand. The death rate was brought down to 8.8 making a net increase in the population of 15.6. Probably this is much higher than many other progressive countries of the world. This is causing us no less a problem.

So far as death statistics are concerned I do not want to waste the time of the House. I will only cite some of the figures of the European countries. United Kingdom has a death rate per thousand of 11.7. United States of America has 9.6. U. S. S. R. has 9. India as a whole has 13.4, but West Bengal, in spite of very many problems which we are faced with today has 8.8. I think the Health Department as well as the people at large can take legitimate pride in this achievement in expanding the life's span of our people [applause].

So far as various local wants mentioned about health centres in various places are concerned, I do not think the time allotted to me will permit me to reply to each of them. I will appeal to the members to let me have in writing their grievances about any health centre in their areas or elsewhere. I promise that I will personally look to them and find out the defects why the scheme is not being implemented, and I will see that steps are taken to do as much as I can in relieving the distress of the people. Sir, our aim is to develop positive health of the right standard for the people at large. I do not say that we are all self-complacent in the little progress which we could have. We are alive to our difficulties. We are alive to the needs of the people. Given the good-will, I am pretty sure we will do our utmost to produce a condition of health for our people which will go a long way to make this State of ours prosperous and healthy so that our people can take their legitimate places amongst the comity of nations as a virile and healthy race.

With these words, Sir, I commend my motions for the acceptance of the House and I oppose all the cut motions.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: On a point of personal explanation, Sir. In my speech I never said that about the appointment of the teacher before affiliation......

Mr. Speaker: Order, order. That is no personal explanation.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Why should he distort my statement, Sir? He told me "I am a doctor and a teacher and, therefore........."

Mr. Speaker: That is no personal explanation. It is a compliment that he had paid to you by saying you are a doctor and an eminent professor.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

একটা পয়েন্টএ আমি কোন উত্তর পেলাম না। টিউবওয়েলএর ব্যাপারে যে টাকা তুলতে হবে কেন—পাবলিককে সেটা তো বললেন না।

Mr. Speaker: You did not listen to his speech. He has said that if you have any specific grievance, you can give him that information, and he has promised to see to it.

Mr. Speaker: On which cut motions does the Opposition want to call a division?

Sj. Biren Banerjee: Motions Nos. 5, 9, 16, 44, 46, 52, 98, 99 and 126 under the "Medical" head.

Mr. Speaker: Then under "Public Health"?

Sj. Biren Banerjee: Motions Nos. 12, 50 and 79.

Mr. Speaker: Then under the "Medical" head, excepting those cut motions on which divisions will be taken I put the rest of the cut motions before the House.

The motion of Sj. Ambica Chakrabarty that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ambica Chakrabarty that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Amulya Charan Dal that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balai Lal Das Mahapatra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balai Lal Das Mahapatra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balai Lal Das Mahapatra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balai Lal Das Mahapatra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Gangapada Kuar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Gangapada Kuar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Janardan Sahu that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Jatish Ghosh that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyotish Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyotish Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyotish Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya: that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanailal Bhowmick "that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanailal Bhowmick that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanailal Bhowmick that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanailal Bhowmick that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanailal Bhowmick that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanailal Bhowmick that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20. Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohan Saha that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohan Saha that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohan Saha that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohan Saha that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Mani Kuntala Sen that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nripendra Gopal Mitra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Probodh Dutt that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Raipada Das that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj.. Madan Mohan Khan that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Saurendra Nath Saha that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Saurendra Nath Saha that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Saurendra Nath Saha that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Das that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Surendra Nath Pramanik that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Bandyopadhyay that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[5—5-10 p.m.]

The motion of Sj. Amulya Ratan Ghosh that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—54.

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—133.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad

Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi

The Ayes being 54 and the Noes 133, the motion was lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES—53.

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—133.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindaban
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mallah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi

The Ayes being 53 and the Noes 133, the motion was lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. ..,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES—54.

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Harendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Ratan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—133.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Anil Kumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Saroranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur

Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi

The Ayes being 54 and the Noes 133, the motion was lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100, was then put and a devision taken with the following result:

AYES—54.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushan
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—134.

...bul H[illegible], Janab Hajee Sk.
...dullah, Janab S. M.
...dus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Dagar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi

The Ayes being 54 and the Noes 134, the motion was lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—53.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—134.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra

Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sourindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi

The Ayes being 53 and the Noes 134, the motion was lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chawdhury that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—52.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushan
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—134.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mallah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi

The Ayes being 52 and the Noes 134, the motion was lost.

[5-10—5-40 p.m.]

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following rseult:

AYES—54.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Choudhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—134.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari

Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi

The Ayes being 54 and the Noes 134, the motion was lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—54.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)

Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—134.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanan
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukherji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhi
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar

Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi

The Ayes being 54 and the Noes 134, the motion was lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 4,36,14,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES—54.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—134.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar

Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhar.
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi

The Ayes being 54 and the Noes 134, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji that a sum of Rs. 4,36,14,100 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38-Medical" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: Then I put all the cut motions under "Public Health except cut motions Nos. 12, 50 and 79 to vote en bloc.

The motion of Sj. Ambica Chakrabarty that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ambica Chakrabarty that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Amulya Ratan Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhuri that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jyotish Joarder that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jatish Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jyotish Chandra Roy that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohan Saha that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohan Saha that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohan Saha that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohan Saha that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sjkta. Manikuntala Sen that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Nalini Kanta Haldar that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nalini Kanta Haldar that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nalini Kanta Haldar that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Probodh Dutt that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Probodh Dutt that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Probodh Dutt that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Raipada Das that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Raipada Das that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohan Khan that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohan Khan that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Saurendra Nath Saha that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Saurendra Nath Saha that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Saurendra Nath Saha that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Saurendra Nath Saha that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Das that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Das that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Surendra Nath Pramanik that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Bandopadhay that th e demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—54.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—134.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra

Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj Pijush Kanti
Mukhopadhyay. Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi

The Ayes being 54 and the Noes 134 the motion was lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—54.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Prabodh

Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—134.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Roy, Sj. Bijeyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi

The Ayes being 54 and the Noes 134 the motion was lost.

The motion of Sj. Raipada Das that the demand of Rs. 2,13,28,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—54.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—134.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra

Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi

The Ayes being 54 and the Noes 134 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji that a sum of Rs. 2,13,28,000 be granted for expenditure under Grant No. 21, Major Head "39—Public Health", was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for twenty minutes.]

[After Adjournment.]

[5-40—5-50 p.m.]

Major Head: 37—Education

The Hon'ble Pannalal Bose: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 9,16,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education".

In moving this resolution, Sir, I appreciate the indulgence shown to me by allowing me to make my submissions seated. I appreciate this indulgence and express my gratitude to the Deputy Speaker and to the House. I was determined to open this speech, if I may say so, because there were some members who made some statements showing that they

had no genuine knowledge of what is taking place, they did not know what is taking place because what is taking place is somewhat complicated. In another House a teacher observed,

"কোন নীতি নেই। অর্থাৎ কোন প্ল্যান নেই, কোন মেথড নেই। আর একজন বলেছেন, ১৭ বৎসর পর্যন্ত ছেলে স্কুলে পড়বে এটা কাউকে জিজ্ঞাসা করে করা হয় নি।" আমি বলতে চাই প্রত্যেকটি জিনিস মহা মহা পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা করে তবে নেওয়া হয়। দেখবেন অনেক জায়গায়—আমি কোন মোটিভ ইম্পিউট করতে চাই না, কেন না কারণ সেখানে মোটিভএর দ্বারা কোন কিছু এক্সপ্লেন করা যায় না। সেইজন্য আমি মোটিভ ইম্পিউট করতে চাই না। কিন্তু যাঁরা বলছেন যে, এখানে কোন নীতি নেই এইভাবে গোটাকতক কথা বলে গেলেন তাঁদের আমি বলতে চাই যে, প্রাইমারী স্কুল, এই স্কুল যে ক্রমশ বিস্তারলাভ করছে এটা শুধু আমার কথা নয়, কোন আন্দাজ নয়, এটা সকলেই জানেন। আমি গোড়া থেকে এসেই প্রথমেই প্রাইমারী স্কুলের দিকে নজর দিয়েছিলাম এবং তার ফলে হয়েছে যে, আজকে ১৯ লক্ষ ছেলে প্রাইমারী স্কুলে পড়ছে এবং তাদের মধ্যে যেসব ছেলে স্কুলে পড়ছে

they are able to carry on their programme not recklessly but according to plan.

[5-50—6 p.m.]

According to that plan I was determined that every boy should be put into the primary school. For that I can say I courted some unpopularity. So you will find that basic education is getting on all right according to plan.

Another plan is that this primary education would be basic. Basic education is a term which in my opinion is not very well understood by gentlemen and the reason is that to understand basic education one must know psychology. Whether it should be Wardah type or whether it should be any other type, that question has been discussed and settled. My decision was that these people, the primary teachers, are very apt to be misled. I do not blame them because there are people who are determined to show that they are not intelligent enough to know what basic education is. But basic education is nothing except that it is education with a practical turn. I remember while I was in a *pathshala* I had also liked all sorts of design.

These gentlemen, the primary teachers, who used to get Rs. 16 a month plus some dearness allowance—the head teacher is now getting Rs. 62 and the teachers below are getting Rs. 57 I may tell you one thing, that these gentlemen, the primary teachers, never impressed me when I was out in the mufussil because they never did their duty. Now they are doing it. They are inspired by all sorts of propaganda that wants to catch them into political parties. I may tell you that I am anxious that the boys should learn and I am not anxious that they should learn politics. If, therefore, these primary teachers remember this day's speech and remember that there is at least one man who appreciated them, I have done some good to the country.

Then these primary teachers should teach basic education. That is the opinion of the India Government, of several Commissions and we have followed those Commissions in introducing basic education in this country.

Then we have the secondary schools. Seventeen years class is the age for the coming secondary multi-purpose school and Sj. Satyapriya Roy observed with an air of wisdom that this was an age we have fixed upon—17 years class—without consulting anybody. If anybody says that I am amazed. I was ill when I heard that. I know that was the view of more than one commission; that was the view of the International Commission of Head Masters; that was the view of many people. But the A.B.T.A. boycotted the commission although they were prepared to hear them.

There is one thing which anybody living in Bengal will admit, namely, that there should be technical schools for matriculates. So, we have 7 diploma schools as you know and 37 junior technical schools and several certificate courses of intensive programme, and then we have the subsidiary course. The boys, the matriculates, are going in for technical education.

Later, Sir, I shall go into a discussion of university affiliation, and I hope, Sir, that the House will be pleased to pass the grant I have moved for.

[6—6-10 p.m.]

Sj. Ajit Kumar Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে ও স্পেশ্যাল কেডার নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব করা সম্বন্ধে।

Sj. Amarendra Nath Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Government to improve the deteriorating condition of primary education in Calcutta.

Sj. Ambica Chakrabarty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy of education.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Government to provide adequate and cheap educational facilities for the people of West Bengal.

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Government with regard to taking necessary steps for protecting the ancient and historical tombs and monuments of West Bengal.

Sj. Amulya Charan Dal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

নিরক্ষরতা দূর করায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বয়স্ক শিক্ষা ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sj. Amulya Ratan Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and appointment of primary teachers in special cadre and formation of Board and for Free Primary Education in the district of Bankura.

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about social (adult) education.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about secondary education and condition of teachers in secondary education.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about multipurpose schools.

Sj. Balailal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ব্যর্থতাপূর্ণ সরকারী শিক্ষানীতি ও তাহার প্রতিক্রিয়া।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালসমূহে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সংবিধানের ঘোষণা অনুযায়ী ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসমূহকে স্বল্প সময়ের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য প্রতি মহকুমায় দীর্ঘ-মেয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সহিত স্বল্প-মেয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনে সরকারী পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার অভাব এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম বাংলার দরিদ্র-নিঃস্ব-অনগ্রসর তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের বিশেষভাবে কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত রামনগর থানার কোদমা, ডোম, হাড়ি, ধীবর, কুমার, প্রভৃতি সহস্র সহস্র তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র অসহায় পরিবারের বালকবালিকাগণকে ব্যাপকভাবে বেতন ও পুস্তকাদি সাহায্য-দানে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহশীল করিয়া তুলিতে সরকারী অবহেলা ও অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about প্রাথমিক বিদ্যালয়ের "গ" শ্রেণীর সহস্র সহস্র শিক্ষককে চাকুরীর অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রাখিয়া এবং ভাতা দেওয়া ব্যাপারে তাঁহাদের প্রতি অসম্মানজনক পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া শিক্ষার অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টির চেষ্টা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত অন্ততঃ দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন "গ" শ্রেণীর শিক্ষককে অবিলম্বে "ট্রেন্ড" শিক্ষক রূপে ঘোষণা করিতে এবং অবশিষ্ট "গ" শ্রেণীর শিক্ষককে পাঠদানোপযোগী কোন [illegible] বা ট্রেনিং গ্রহণের সুযোগ দিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে সরকারের উদ্দেশ্যমূলক অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about সরকারী কার্যে নিযুক্ত [illegible] ন্যায় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও স্কুলবোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ও সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের জন্য চাকুরীর স্থায়িত্ব, বেতনের গ্রেড, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং পেন্সন প্রভৃতি সম্পর্কে "সার্ভিস রুল" প্রবর্ত্তন করিয়া শিক্ষকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করিতে সরকারী অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে মঞ্জুরী ও আর্থিক সাহায্যদান ব্যাপারে বিদ্যালয়সমূহকে সহজ, সরল ও সাধুতাপূর্ণ পথ পরিত্যাগে পরোক্ষভাবে প্ররোচনা যোগাইয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা, ছাত্রদত্ত বেতন এবং আয় ব্যয়ের হিসাব মিথ্যা রাখিয়া বহু বিদ্যালয়কে দুর্নীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত করিতে এবং সদ্ভাবে চলিতে প্রস্তুত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করিতে সরকারী অপচেষ্টা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে বিনাসর্ত্তে সরকার দেয় মহার্ঘ্য ভাতা ১৭॥ টাকা দিতে এবং বিদ্যালয়সমূহকে তাহাদের সাধ্যানুযায়ী এই সম্পর্কে দায়িত্ব বহন করিতে দিতে সরকারের যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের অভাব।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about পাঠ্যপুস্তকের উপর বিক্রয় কর বন্ধ করিতে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about "কিশলয়" পুস্তক সরকারী একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ায় জনসাধারণকে যে নিদারুণ দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইতেছে এবং চোরাকারবারের পথ প্রশস্ত হইতেছে তাহার প্রতিকার করিতে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বাচনিক শিক্ষার সহিত বয়ন, কাঠের কাজ, লোহার, কাজ, বেতের কাজ, মাদুর তৈরী, বাঁধাই, রং করা পুতুল তৈরী প্রভৃতি অর্থকরী ব্যবহারিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়া ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার দিনে শিক্ষিত যুবকসাধারণকে উপার্জনক্ষম আত্মনির্ভরশীল করিতে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about আত্যয়িক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং স্পেশাল কেডার শিক্ষক নিযুক্তি সম্পর্কে সরকারী প্রচারিত নীতি অপেক্ষা দলীয় রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করায় বহু ক্ষেত্রে স্থায়ী পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে এবং আত্যয়িক বিদ্যালয়গুলিতে নানা সাহায্যের মাধ্যমে অতিরিক্ত অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া সরকার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছেন এবং বহু ক্ষেত্রে যে জাতীয় অর্থের অপচয় হইতেছে বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যয়িত হইতেছে তাহা অবিলম্বে বন্ধ করিয়া স্পেশাল কেডার শিক্ষকগণকে স্থায়িভাবে বয়স্ক শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, অনগ্রসর জাতির মধ্যে বা প্রকৃত স্কুলবিহীন অঞ্চলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যে নিযুক্ত করিয়া আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে পশ্চিম বাংলার নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করিবার সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে সরকারী অক্ষমতা, বিশেষভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বহু আত্যয়িক বিদ্যালয় কিভাবে স্থাপিত হইতেছে, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রামনগর সার্কেলের "কাদুয়া আত্যয়িক বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠায় কর্তৃপক্ষের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মেদিনীপুর স্কুলবোর্ডের স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতিপূর্ণ কার্যে প্রশ্রয়দান, শিক্ষকগণের উপর দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিস্তারাদি বন্ধ করিতে, বিশেষভাবে কাঁথি সার্কেলের অন্তর্গত বহলিয়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ন্যায়সঙ্গত বকেয়া বেতনের টাকা দেওয়া সম্পর্কে চেয়ারম্যানের লিখিত আদেশ সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে শিক্ষকগণকে অদ্যাবধি ন্যায্য প্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত করার প্রতিবিধান করিতে এবং রামনগর সার্কেলের বাগপুরা ধর্মেশ্বরী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সম্পর্কে পাশবিক অত্যাচারের এবং অলঙ্কারপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সম্পর্কে জালছাত্র পরীক্ষা দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকারের অশোভনীয় অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about জাতীয় আন্দোলনকালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের অধীনে পরিচালিত জাতীয় বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণকে ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে এবং যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিহার বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি জাতীয় মহাবিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ স্নাতকগণকে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকগণের সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া চাকরী প্রভৃতি যাবতীয় কার্যে সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকারী উদাসীনতা ও উপেক্ষা।

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about withdrawal of recognition and stoppage of grant to Gobardanga Girls' High School.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about ploicy.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

হাট গোবিন্দপুর স্কুলের সরকারী সাহায্য সম্পর্কে ও স্কুল কমিটি গঠন বিষয়ে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বর্ধমানে বি, টি, ক্লাশ খোলার ব্যবস্থা সম্পর্কে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বর্ধমান রাজ কলেজের উন্নতিবিধান সম্পর্কে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reducod by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বর্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন সম্পর্কে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রাথমিক শিক্ষকদের যথাসম্ভব নিজ গ্রামের নিকটে কাজ দেওয়া সম্পর্কে ও তাঁহাদের বিনা কারণে বদলী করা সম্পর্কে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা সম্পর্কে।

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্কুলবোর্ড নির্বাচনে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপসারণ করিয়া প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে সরকারের ঔদাসীন্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারে সরকারী অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পল্লী অঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে সহশিক্ষার অব্যবস্থায় পল্লী অঞ্চলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে মহিলা শিক্ষা নিয়োগে সরকারের ঔদাসীন্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্কুল বোর্ডের অধীনে ও স্পেশ্যাল কেডার প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণে সরকারী অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনে অসামঞ্জস্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সাধারণ নীতি সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষা সঙ্কোচের আশঙ্কা, বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Dhananjoy Kar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারের শিক্ষা নীতি।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকে জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য ও কর্তৃপক্ষের অবিমৃষ্যকারিতার হাত হইতে রক্ষা করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মফঃস্বলের, বিশেষ করিয়া অনগ্রসর অঞ্চলের, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিতে সরকারের অবহেলা বা কার্পণ্য।

Sj. Dharanidhar Sarkar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মালদহ জেলার বামনগোলা থানায় একটিও উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় ঐ থানার জনসাধারণের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার পথ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, সরকারের দায়িত্বে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষার পথ খুলিয়া দিতে সরকারের দায়িত্বহীনতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মালদহ জেলার গাজোল থানার ৬নং ইউনিয়ন দোহিল জুনিয়ার মাধ্যমিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, উদ্যোগী ও যোগ্যতাসম্পন্ন যে হেডমাষ্টার তাহাকে হেডমাষ্টারের পদে মঞ্জুরী না দিয়া এবং এখন পর্যন্ত মাষ্টার ও আর্থিক কোন প্রকার সাহায্য না করিয়া প্রকৃতপক্ষে স্কুলটি তুলিয়া দিবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা সরকারের শিক্ষাবিরোধী নীতিরই পরিচয়।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মালদহ-গাজোল থানার বাণীগঞ্জ মৌজায় একটি বেসিক স্কুল ও মাস্টার কোয়ার্টার সরকারের অর্থে ১৯৫৫ সালে তৈয়ার করানো হয়; এই বেসিক স্কুলটি তৈয়ারি সমাধা হওয়ার ৩-৪ মাস পরেই দেখা যায় স্কুল ঘরটির ছাদ ও বারান্দা ফাটিয়া গিয়াছে এবং মাস্টার কোয়ার্টারের পাকা দেওয়ালও কয়েক জায়গায় ফাটিয়া গিয়াছে। এ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Government to keep the State archives properly.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take measures to stop the rising cost of education and to make education cheaper at all stages.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take measures to lessen tuition fees for both college and school education.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to stop the practice of changing text books in primary and secondary schools every year which incurs an unnecessary and heavy burden on the guardians of students.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to allot enough money to sufficiently increase the number of scholarships at every stage of education to help the poor and meritorious students.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to put down the price of text-books produced in the West Bengal by not prohibiting the practice of paying enormous commissions by publishers to agents and wholesale purchasers which raises the price of text-books.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to make adequate and sufficient grant to the Calcutta University.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to set up night schools (primary and secondary) in both town and rural areas for grown-up persons who cannot spare any time during the day to attend schools.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to put a stop to the practice of writing text-books by officials of the Education Department which practice leads to corruption and deterioration of the standard of education.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to introduce free and compulsory education for all boys and girls up to the age of 14 in West Bengal in spite of a resolution accepted recently in the West Bengal Legislative Assembly.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to bring medical education under the Education Ministry.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to establish adequate number of free primary schools for boys and girls in the Belgachia constituency.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to provide suitable amount of monetary grant to the Corporation of Calcutta and Howrah Municipality to establish adequate number of free primary schools in the bustee areas of Calcutta and Howrah for poor bustee-dwelling boys and girls.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to reconstitute the Secondary Education Board after the first Board was superseded years ago.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to make "Kishalaya" easily available to all primary students.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by

Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to adequately supervise the condition of primary education and particularly of primary schools in the Calcutta City area where accident often happens by collapse of dilapidated school buildings which causes deaths and serious injuries to school boys and girls.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to devise a clear and suitable policy for pre-University education in West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the partisan policy pursued by the Government in the appointment of teachers under the scheme for relief of educated unemployment.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to devise a suitable and effective policy for development of Bengali language and Bengali culture.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to take measures for the supply of free tiffin to all students and the teaching staff in the primary stage and milk to all under-nourished students.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to provide adequate playing grounds in different localities in Calcutta.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to provide sports facilities to the people in general and particularly to the people in the rural areas of West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the planless and whimsical way of establishing multipurpose schools.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to raise the standard of Jayabad School to High School within police-station Sonarpur, district 24-Parganas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about closedown of Radhanagore F. P. School within police-station Sonarpur, district 24-Parganas.

Sj. Gangapada Kuar: Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the lack of any satisfactory provision to fight out illiteracy and ignorance among the adult population of the State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the lack of any Government initiative in establishing secondary schools and colleges for the spread of female education in the mufassil areas of the State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the absence of any Government initiative in establishing secondary schools and technical institutions in the backward areas of the State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure on the part of the Government to provide for adequate salary, allowance, old-age pensions and other emoluments and facilities to the teachers of primary and secondary schools and professors of the colleges and the University.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the most inadequate provision for extending greater social-cum-adult education training facilities to the interested teachers and social workers, grants towards Night Schools, Libraries, Jatra and Kirtan parties, etc., for the speedy spread of social education and revival of rural culture.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the imperative need of Government initiative in undertaking measure under expansion of education scheme for establishing multipurpose schools in Keshpur police station, Midnapore, which is proverbially backward in all respects.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of establishing a women's college in Midnapore town under the direct initiative of the Government.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of sufficiently increasing the number of scholarships at every stage of education for the poor, meritorious and depressed class students.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by

Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about a most absurd and unjust stand of the Midnapore School Board Authorities towards the "C" category teachers in compelling them to maintain a diary on social works, failing which their salaries will be withheld.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the most inadequate salary and allowance for the clerks and peons employed in the schools and the need of taking suitable measures on the part of the Government to remedy the grievances.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure on the part of the Government in supplying free tiffin to the students and the teaching staff and extending free medical treatment to them in the schools.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure on the part of the Government to introduce free and compulsory education in the State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of re-organising the present system of basic education in Gandhian line and introducing the same in all stages of education.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need for providing free of cost radio sets to all the educational institutions, clubs and libraries of the State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the gross inefficiency on the part of the Government in supplying "Kishalaya" in due time resulting in much inconvenience to the students concerned.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the criminal negligence on the part of the Government in providing for free secondary education to the students belonging to the Scheduled Castes and other educationally backward classes of the State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the most undemocratic composition of the present District Social Education Advisory Council in the district of Midnapore.

Sj. Haripada Baguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র অবিলম্বে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about অনগ্রসর অঞ্চলের উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে সরকার হইতে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ অথবা নিম্নতম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about সুন্দরবন অঞ্চলে উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে কৃষি শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অনুমোদন ও শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে রাজনীতি।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about সুন্দরবন অঞ্চলে বিদ্যালয় গৃহনির্মাণে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about "কিশলয়" সরবরাহে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about সুন্দরবন অঞ্চলে শিল্পশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about সুন্দরবন অঞ্চলে বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ ও মেরামতের জন্য সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about সাগর থানার জন্য একজন স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about সুন্দরবন অঞ্চলের সংস্কৃত শিক্ষালয় পরিচালনের দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা।

Sj. Haripada Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to utilise properly the services of a Professor sent abroad for higher studies at Government cost.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষক সম্বন্ধে চরম অবহেলা।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of Government to create Culutral Centre with Museum, Library, Art Gallery and Reading Room.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy of admission of students in Government institutions (educational) before affiliation.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of Government to rectify defects in Calcutta University Act, 1951.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of Government to establish State-subsidised canteen for students of educational institutions.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of Government to establish medical colleges in mufassil.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about non-provision of adequate finances for maintenance, development of educational institutions—primary, secondary and higher.

Sj. Janardan Sahu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the fact—

(i) that present system of aimless education is quite against the welfare of the State and there is no definite and fixed plan to make education policy (from primary to the highest degree course) complete, distinct and comprehensible to the general public for receiving education according to the need of the country;

(ii) that there is no attempt to encourage teachers and students to feel their love and regard for dignity of labour;

(iii) that there is no attempt to avoid corruptions both in pecuniary affairs and duties of teachers;

(iv) that there is no arrangement for instructing the inspecting officers to visit institutions devising methods befitting different areas for making the students self-reliant in their future life in consultation with the public of the areas concerned, quite heedless of party politics and village politics, besides their duties of checking records, etc.;

(v) that preference of pay, etc., in schools should be paid not in consideration of degrees only but in consideration of the teachers' hearty, sincere and valuable duties discharged; and

(vi) that every educational institution, at least schools, should have sufficient land for basic education.

Dr. Jatish Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about indifference and lack of sincerity of purpose to promote female education in Ghatal and highhandedness of the President of the managing committee and the managing committee and threatening of exercising of executive power upon a Headmistress of the Girls' School of Ghatal town.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Government not giving sufficient aid to non-Government Science and Art Colleges and non-Government Secondary Schools.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about giving too much money to insignificant number of multipurpose schools.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about not implementing free and compulsory education throughout the State.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Government's failure to construct a stadium in Calcutta.

Sj. Jyotish Joarder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about mass illiteracy and the state of secondary, technical and higher education and the lot of students and teachers under the Government.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy and practice of the department.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy adopted in appointing persons in special cadre scheme of primary education.

Sj. Kanai Lal Bhowmick: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারী নীতির ফলে সমস্ত মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি পাইতেছে। এইভাবে শিক্ষার প্রসার সঙ্কুচিত হইতেছে। সরকারের এই নীতি অবিলম্বে পরিবর্তন প্রয়োজন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা স্কুলবোর্ড একটি সার্কুলার জারি করিয়াছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকেরা সোজাসুজি শিক্ষাদপ্তর বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন অভিযোগ পেশ করিতে পারিবে না। এই ধরনের সার্কুলার শিক্ষকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করিবে এবং দুর্নীতিরই প্রশ্রয় দিবে। অথচ সরকার এই ধরনের কাজ বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর শহরে একটি মহিলা কলেজ ও একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবাংলার সর্বত্র, বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলায়, স্পেশ্যাল ক্যাডার শিক্ষকদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস সংগঠনের কাজে নিয়োগ করা হইতেছে। এইভাবে সরকারী নীতি দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হইতেছে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্পেশ্যাল ক্যাডার নিয়োগের ব্যাপারে সমস্ত পশ্চিমবাংলায়, বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলায়, সম্পূর্ণ দলীয় স্বার্থে সরকার পরিচালিত হইতেছে। অগ্রাধিকার ও যোগ্যতা আদৌ অনুসরণ করা হইতেছে না। এক বিশেষ দলের সুপারিশকেই কার্যতঃ অনুসরণ করা হইতেছে। শিক্ষা বিভাগেও এই দুর্নীতি বন্ধ করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মাধ্যমিক শিক্ষকের উপযুক্ত পরিমাণ মাহিনা ও ভাতা বৃদ্ধি করিতে সরকার অক্ষম হইয়াছেন। এবং সরকারী প্রতিশ্রুতি অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপালিত হইতেছে না।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about বেকার সমস্যা সমাধানের নামে পশ্চিমবাংলার সর্বত্র যে সমস্ত স্পেশ্যাল ক্যাডার শিক্ষক নিয়োগ করা হইতেছে, তাহাদের দ্বারা কংগ্রেসের প্রচার ও সংগঠনের কার্য চালাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই সমস্ত শিক্ষকদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য এ'দের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হইতেছে যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গেলে চাকরি থাকিবে না। এইভাবে শিক্ষকদের মধ্যে একটা দাসসুলভ মনোভাবের সৃষ্টি করা হইতেছে। এবিষয়ে প্রতিকার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে যে সিলেবাস চালু করা হইয়াছে, তাহার সহিত সেকেন্ডারি স্কুলের সিলেবাসের কোন সম্পর্ক নাই, ফলে প্রাথমিক শিক্ষার সহিত মাধ্যমিক শিক্ষার যোগসূত্র নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার মানের পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে সরকার আদৌ সচেতন নয়।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মেদিনীপুর জেলায় সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও খামখেয়ালী কায়দায় স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো হইতেছে। ফলে পুরাতন স্কুলের উদ্যোক্তা ও শিক্ষকদের মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্য সৃষ্টি হইতেছে এবং গ্রামের বা ইউনিয়নের ঐক্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কোন স্কুলই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে না। এইভাবে ছোট ছোট ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মেদিনীপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষকদের নিকট কংগ্রেসের তরফ হইতে ডেবর ফান্ডে, টি, বি, ফান্ডে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অধিকাংশ শিক্ষক চাকরি বজায় রাখার তাগিদে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া এই সমস্ত ফান্ডে টাকা জমা দিতেছেন। এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা হইতেছে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about ময়না থানার দেউলী হাইস্কুলের বিল্ডিং গ্রান্ট মঞ্জুর করার ব্যাপারে অযথা দেরি করা হইতেছে। এবং ময়না থানায় একটি কলেজ স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে সরকার অক্ষম হইয়াছেন।

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about non-payment of increased dearness allowances to the teachers of primary schools managed by the municipalities of the State.

Dr. Krishna Chandra Satpathi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জেলা স্কুলবোর্ডগুলি নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত না হইয়া দলগত উদ্দেশ্য সাধনে পরিচালিত হওয়ায় শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র সীমাবদ্ধ হওয়ায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নির্দেশানুসারে শিক্ষকের অপ্রতুলতা লাঘবকল্পে খড়্গপুর মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা আবশ্যক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সামরিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা জাতীয় স্বার্থের অত্যাবশ্যক বিধায় আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক হওয়া আবশ্যক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা উত্তরোত্তর ব্যয়বহুল হইয়া মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র দেশবাসীর সাধ্যাতীত অবস্থায় পেঁছিয়াছে উপলব্ধি হওয়া সত্ত্বেও সরকার উদাসীন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে সরকারের কোন সুষ্ঠু নীতি নাই।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

শিক্ষা বিভাগ পরিচালনায় সরকারের নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পল্লী অঞ্চলে মাধ্যমিক স্কুলসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারকে লইতে হইবে অন্যথায় বিলোপের আদেশ দিতে হইবে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বয়স্ক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে সরকারের আন্তরিকতার অভাব।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনায় সরকারের শিক্ষা বিভাগ ও জেলা স্কুল বোর্ডের দ্বৈতনীতি প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের অন্তরায়।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about অবাঞ্ছনীয় স্কুল পরিদর্শক কর্মচারিগণের স্বেচ্ছাচারিতা দমনে সরকার [illegible] অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about অসাধু স্কুল পরিদর্শকগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে শিক্ষা বিভাগ বা সরকার কর্তৃক প্রতীকার না হওয়ায় দুর্নীতি ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about শিক্ষায় অনগ্রসর অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে সরকারের কোন সুসম্বন্ধ নীতি নাই।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about "শিক্ষায় অনগ্রসর জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার" জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সরকারী ষড়যন্ত্র মাত্র।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মেদিনীপুর জেলায় স্কুল পরিদর্শকের দুষ্কৃত কর্মের কোনরূপ বিবেচনা না করিয়া সরকার [illegible] সহায়ক হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about পাঠ্যপুস্তক মনোনয়ন ও অনুমোদনে শিক্ষাবিভাগের পরিচালক কর্তৃপক্ষ দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় শোচনীয় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about নারায়ণগড় থানায় বেলদায় ৯নং ইউনিয়নে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে সরকারী কর্তৃপক্ষের অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about সমস্ত স্কুল ও কলেজ সম্বন্ধে সরকারী ও বেসরকারী পার্থক্য রহিত হওয়া আবশ্যক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ পুনর্গঠনে সরকারী অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে দৃঢ় নিয়ম বা নীতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুসরণ না করায় শিক্ষা প্রসার ব্যর্থ হইয়াছে।

Sj. Lalit Kumar Sinha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রাথমিক শিক্ষা আইনের সংশোধনে সরকারের ঔদাসীন্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্কুলবোর্ডে জনগণ ও শিক্ষকদের ভোটে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের গাফিলতি এবং সমস্ত সভ্যের অন্ততঃ ½ অংশ সভ্য যাহাতে সরাসরি নির্বাচিত হইতে পারেন সেইরূপ বিধি প্রণয়নে সরকারের গাফিলতি।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্কুলবোর্ডে মনোনীত সদস্যগণের অবলুপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের অমনোযোগ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড গঠনে সরকারের ঔদাসীন্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্কুলবোর্ডে শিক্ষক সদস্য নির্বাচনে শিক্ষকগণের ভোটদান কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি এবং প্রার্থীর পক্ষে নানা অসুবিধার সৃষ্টি।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রতি গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে সরকারের কার্পণ্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সর্বস্তরের এবং সরকার সৃষ্ট বিভিন্ন এজেন্সির অধীন প্রাথমিক শিক্ষকদের কমপক্ষে একশত টাকা মাসিক বেতনের ব্যবস্থা করিতে সরকারের কার্পণ্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন ও ভাতা দিতে কার্পণ্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about ক্যানিং বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত সদস্য শ্রীমানিক দত্তকে বাতিল করা ব্যাপারে অভিভাবকগণের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বিভিন্ন এজেন্সির হাতে থাকায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ব্যাহত এবং শিক্ষকগণের দুর্ভোগ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about প্রাথমিক স্কুলে কার্যরত স্পেশ্যাল কেডার আই,এ পাস শিক্ষকগণ ৮০ টাকা বেতন পাইতেছেন কিন্তু স্কুলবোর্ড পরিচালিত স্কুলে তাঁহাদিগকে ৫৭৷৷৹ টাকা দেওয়া হইতেছে—এই তারতম্যে শিক্ষকগণের বিক্ষোভ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about ট্রেনিং লওয়া কালীন প্রাথমিক শিক্ষকের ভাতাসহ পুরা বেতন দিতে সরকারের কার্পণ্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about "ক" শ্রেণী ব্যতীত অন্য শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাদের প্রধান শিক্ষকের ভাতা না দেওয়ায় শিক্ষকগণের বিক্ষোভ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about "গ" শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষকগণের ৭৷৷৹ টাকা বৃদ্ধি বেতন দিতে সরকারের অদ্ভুত সর্ত আরোপ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about ১৯৫৩ এপ্রিল হইতে প্রাথমিক শিক্ষকদের মাসিক ৫ টাকা হারে বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে—মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদের ৯ মাস ঐ বেতন দেওয়া হয় না। এই সম্পর্কে সরকারের গাফিলতির আলোচনা করিতে চাই।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্রাচুইটি প্রভৃতির ব্যবস্থা না থাকায় বৃদ্ধ বয়সে নিসম্বল অবস্থায় চাকুরি যাওয়ায় শিক্ষকগণের দুরবস্থা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about [illegible] শিক্ষক প্রতিনিধি গ্রহণে সরকারের নীতি।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about প্রাথমিক শিক্ষকগণের উপর স্কুলবোর্ডের অযথা খবরদারী।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মিউনিসিপ্যাল শিক্ষকদের সম্পর্কে সরকারের ঔদাসীন্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about তপশীল ও ট্রাইব ছাত্রদের ষ্টাইপেন্ড সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about "কিশলয়" সম্পর্কে আলোচনা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমস্ত বালকবালিকার অবৈতনিক শিক্ষার প্রতি সরকারের ঔদাসীন্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষার সাধারণ নীতি।

Sj. Madan Mohon Khan: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about governing body of Midnapore College, to start teachers' training college at Midnapore, to fix the price of key books and notes and other approved books for primary and secondary schools and to start an overseer school at Midnapore.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about খানাকুল থানার রাধানগর গ্রামে অবস্থিত রাজা রামমোহন জন্মস্থান স্মৃতিসৌধ রক্ষার সরকারের অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about শিক্ষকদের ছাটাই করার ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসী প্রচারে বাধ্য করানর হীন চক্রান্ত সম্পর্কে অভিযোগ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about পশ্চিমবাংলার বেসরকারী স্কুলগুলিতে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সরকারী ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সরকারী সাহায্য না দেওয়ার অভিযোগ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about ডিস্ট্রিক্ট এডভাইসরী কাউন্সিল অফ সোসাল এডুকেশন (হুগলী) কমিটিতে জেলার সকল এম,এল,এদের গ্রহণ না করায় বেআইনী কার্যের অভিযোগ।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about পশ্চিমবাংলার প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এ বিষয়ে সরকারী নীতি ও পদ্ধতি আদৌ সন্তোষজনক নহে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about প্রাথমিক শিক্ষকদের মাসিক বেতন ও ভাতা বৃদ্ধিতে সরকারের কার্পণ্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about স্পেশাল ক্যাডার নির্বাচন কমিটির কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about প্রাথমিক শিক্ষকগণের ছাটাই, বদলী প্রভৃতি ব্যাপারে স্কুল বোর্ডগুলির উপর বিক্ষোভ।

Sjkta. Mani Kuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Government to provide cheap and adequate educational facilities for all sections and all classes of people in West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of Government to introduce free primary education at Kasba-Tiljala area.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Government to introduce free and compulsory primary education for children up to the age of 14.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the affairs of Sri Ramkrishna Silpa Bidyapith at Suri (Birbhum).

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the miserable condition of clerks, librarians, durwans and bearers of all secondary schools of West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Government to provide employment for students who have passed diploma course in journalism.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সিনেমার মাধ্যমে লোকশিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছবি তুলিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ভদ্রকালির হাইস্কুলে ছাত্রবৃদ্ধির জন্য আরও দুইজন শিক্ষক নিয়োগ করার কথা ছিল তাহা না করায় ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষতি হইতেছে—এই অবস্থা দূর করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ভদ্রকালি হাইস্কুলটিকে মাল্টিপারপাস স্কুলে পরিণত করিবার অভিপ্রায় থাকায় ডি, পি, আই, শ্রীপরিমল রায় নিজেই এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন উচ্চবাচ্য নাই, এই অবস্থার প্রতিকার করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ভদ্রকালি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডি, পি, আই-এর সরাসরি যোগসাজসে উক্ত স্কুলের শিক্ষক ও কেরাণীদের প্রতি যথেচ্ছ দুর্ব্যবহার করিতেছেন, ইহা বার বার ডি, পি, আইকে জানাইয়াও কোন প্রতিকার হয় নাই এবং ইহা সম্পন্ন করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রত্যেক শিক্ষালয়ের সঙ্গে খেলাধুলার ব্যবস্থা করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে ভদ্রকালি হাইস্কুল ও জুনিয়র হাইস্কুল সরকারের নির্দেশক্রমে একটি এ্যাড হক কমিটির দ্বারা একীকরণ হইয়া যায় এবং তারপর ডি, পি, আই নিজে এই মিলিত স্কুলটির ভার গ্রহণ করেন কিন্তু আজ পর্যন্ত এই স্কুলকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে দেখা যায় নাই—ইহা দূর করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about ভদ্রকালি মিলিত হাইস্কুলে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে এ্যাড্ হক্ কমিটির নির্দেশে দুইজন শিক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ চ্যাটার্জী ও শ্রীশীতেন্দু রায় এবং ডি, পি, আই-এর নির্দেশে শ্রীগোবিন্দপদ পাল ও শ্রীশক্তিপদ রায় শিক্ষকতা করিবার ভারপ্রাপ্ত হন কিন্তু উক্ত এ্যাড্ হক্ কমিটি ও ডি, পি, আই-এর অক্ষমতার দরুন এখনও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ইঁহাদের নিযুক্তি অনুমোদিত হয় নাই—এই অবস্থা দূর করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about ছাত্রদের বিনামূল্যে টিফিনের ব্যবস্থা করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about ছাত্রদের বেতনের হার বর্দ্ধিত করায় ছাত্রদের মানসিক রোগে ভুগিতে হয়, ইহা বন্ধ করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about ছাত্রদের পুস্তকের ভারে নুইয়া পড়িতে হয় অথচ প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না, ইহা প্রতিকার করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about প্রাথমিক [illegible] ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা সরকার হইতে না করায় [illegible] কর্তৃপক্ষকে অভিভাবকের নিকট হইতে চাঁদা তুলিতে হয় এবং সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষা আর অবৈতনিক থাকে না—ইহার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about সরকার কর্তৃক পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি প্রকৃত শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইয়া সৌখিন আড্ডা ও কংগ্রেসের ভোট প্রচারের কেন্দ্র হইয়াছে, ইহা শিক্ষা প্রসারের পক্ষে অন্তরায়।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about উত্তরপাড়া ও ভদ্রকালিতে চারিটি অত্যন্ত ভাল নৈশ বিদ্যালয় চলে সেগুলির সাহায্য দানে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about কোন্নগর নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক যেহেতু কংগ্রেস মতাবলম্বী নন, সেহেতু তাঁহার পারিশ্রমিক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা সরকারের নিষ্ঠুর দলীয় মনোভাবের পরিচায়ক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ছাত্র-যুবকদের জন্য খেলার মাঠের ব্যবস্থা করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

অসহায় ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কংগ্রেসমতাবলম্বী না হইলে কোন রকম সাংস্কৃতিক আন্দোলন সরকারী সাহায্য পায় না, ইহা সরকারের সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

অরুচিকর সাহিত্য, অরুচিকর সঙ্গীত ও অরুচিকর বিজ্ঞাপন দেশের যুব মনে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিবন্ধক, ইহা নিবারণকল্পে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারী ব্যয়ে ভারতের ইতিহাসকে ছাত্রদের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিয়া ফিল্ম নির্মাণ করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

এই সরকার শিক্ষক সমাজকে উপবাসী রাখিয়া শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে, ইহা সরকারের দেউলিয়া নীতির পরিচায়ক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

লোকশিক্ষা প্রচারে এই সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং স্পেশ্যাল ক্যাডার স্কুলের মধ্যে বিভিন্নধরণের ব্যবস্থা। কতকগুলি স্কুলবোর্ড পরিচালিত, কতকগুলি সরকার পরিচালিত। শিক্ষা ব্যবস্থায় এরূপ দ্বৈত ব্যবস্থার অবসান করা প্রয়োজন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রাথমিক শিক্ষকদের পেনসান বা প্রভিডেন্ট ফান্ডএর ব্যবস্থা করতে অনিচ্ছা। এই সমস্ত সমাজসেবী ব্যক্তিদের বৃদ্ধ বয়সে ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করে আবর্জনার ন্যায় কাজ হইতে ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইহা ওয়েলফেয়ার ষ্টেট গঠন করার নমুনা নয়। বৃদ্ধ বয়সে ইহাদের সুব্যবস্থার জন্য আলোচনা উঠাতে চাই।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

স্পেশ্যাল ক্যাডার শিক্ষকদের চাকুরী স্থায়ী কি না সরকার ঘোষণা না করায় শিক্ষকগণের পক্ষে শিক্ষকতায় মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। এ'দের চাকুরী স্থায়ী এই ঘোষণা করতে সরকারের ব্যর্থতা। এদের চাকুরী স্থায়ী ঘোষণা করা হোক, এ সম্বন্ধে পরিষ্কার সরকারী ঘোষণা করা হোক।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

"কিশলয়" পুস্তকের চোরাবাজার বন্ধ করতে এবং বইএর দাম কমাতে সরকারী অনিচ্ছা, সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রাথমিক শিক্ষার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার সংযোগ না থাকা।

Sj. Nagendra Dalui: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম বাংলার প্রাথমিক শিক্ষকদের মাসিক বেতন ও ভাতা বৃদ্ধিতে সরকারের কার্পণ্য।

Sj. Nalini Kanta Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy of the relief of educated unemployment.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the necessity of remodelling basic education on Wardha line.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the non-payment of grant-in-aid and development grants to girls' schools by the 24-Parganas District School Board particularly in the Kulpi thana.

Sj. Narendra Nath Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the equipments supplied by the School Boards to the special cadre schools.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the pay of secondary and primary teachers of this State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the high prices of the primary books.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the publication and sale of "Kishalaya".

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about sanctioning of deficit grant to recognised high schools specially in backward muffassil area.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Government's unwillingness to reconstitute Secondary Education Board, West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the special cadre teachers' selection committee.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy of the Government.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the establishment of multipurpose schools without consulting the Calcutta University.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the utility of running the Sanskrit College at Contai.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about inordinate delay in payment of tuition fees of girl students of Contai State Orphanage reading in the Chandramani Brahmo Girls' High School of Contai.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about non-introduction of compulsory primary education.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about not encouraging educational tours among the students of secondary schools after the failure of such a scheme in 1955.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the delay in payment of grants to educational institutions.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about non-introduction of a scheme for checking health of students every year in secondary and primary schools.

Sj. Nripendra Gopal Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about general policy.

Sj. Probodh Dutt: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the necessity of free supply of tiffin to the students of primary schools of Bankura district.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the necessity of more schools for the removal of illiteracy of the people of Bankura district.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the duty of the Government to take sole charge of the Junior High School at Kamalpur village, police-station Chhatna in the district of Bankura for removal of illiteracy of backward classes and tribal and scheduled classes of the locality.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy of the Government regarding the introduction of multipurpose education in West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to introduce compulsory primary education in West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the system of the election for the formation of School Boards in West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to introduce provident fund, gratuity system, etc., for the primary teachers of Free Primary Schools.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to pay Rs. 80 per month to the Intermediate passed teachers of the Free Primary Schools under School Board like the I.A. passed teachers of Special Cadre Schools.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to pay the salary of the primary teachers of 24-Parganas district in time.

Sj. Raipada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the inadequacy of governmental help to push up Scheduled Caste education.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the reckless spending of money on a handful of multi-purpose and basic schools.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the superficial and half-hearted handling of the State's education, specially secondary and collegiate education.

Sj. Rakhahari Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy and grievances.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the future of V. M. teachers, attached to secondary schools.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the duties and duration of service of the special cadre teachers.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the establishment of a Sanskrit University.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the spread of Sanskrit education.

Sj. Madan Mohon Khan: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the manner of teaching in secondary schools.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the establishment of a free primary boys' school and a free primary girls' school at Contai.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the large scale frustration in the field of education in the State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about mal-practice in the selection of candidates under the scheme of relief of the educated unemployed.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the poor salaries of teachers especially in non-Government institutions.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the mal-policy of the Government regarding the Board of Secondary Education, West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the mal-policy of the Government in the matter of dearness allowance grants to teachers of non-Government secondary schools.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বয়স্ক লোকদের শিক্ষার জন্য গ্রামাঞ্চলে নাইট স্কুল খোলার যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেইদিকে সরকারের যথাযোগ্য লক্ষ্য নাই, বহুস্থানে গ্রামের গরীব কৃষকেরা নিজেদের প্রচেষ্টায় ও অর্থ খরচ করিয়া যেসব নাইট স্কুল খুলিয়াছে তাহাও স্থায়ী করার জন্য সরকারের কোন চেষ্টা নাই। গড়বেতা থানার ২নং বাঁশদা গ্রামের গরীব ক্ষেতমজুরেরা গত ১ বছর ২ মাস যাবৎ একটি নৈশ বয়স্ক বিদ্যালয় চালাইয়া যাইতেছে, তাহার নিয়মিত ছাত্র সংখ্যা ৫০ জন এবং শিক্ষক ২ জন। গরীব গ্রামবাসীগণ এই বিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্যদানের জন্য বহুবার দরখাস্ত করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ইহাতে কোন প্রকার সরকারী সাহায্য করা হইতেছে না। ইহা সরকারী শিক্ষানীতির বিরোধী।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

গড়বেতা ও কেশপুর থানার বহু পুরাতন 'গ' শ্রেণীর শিক্ষকদের চাকুরী চলিয়া যাওয়ায় তাহারা চুড়ান্ত দারিদ্রতায় পড়িয়াছে। শিক্ষা বিভাগেই তাহাদের চাকুরী দিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। ওইসব শিক্ষকদের প্রয়োজনমত আরও উন্নত করিবার ব্যবস্থা সরকারকে করিতে হইবে। কোন পুরাতন শিক্ষককেই শিক্ষাক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিলে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গড়বেতা থানার স্পেশ্যাল ক্যাডার শিক্ষকদের বেতন নিয়মিতভাবে না দেওয়ায় শিক্ষকদের যথেষ্ট অসুবিধায় ফেলা হয়, ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রেরও ক্ষতি হয়। সরকার এই বিষয়ে মোটেই সচেতন নহে। ইহাও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে বাংলাদেশের আইনসভা চলাকালীন সময় নিয়মিত বেতন দেওয়া হয়, পুনরায় বেতন দেওয়ার কাজে অনিয়ম সৃষ্টি করা হয়।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about মেদিনীপুর জেলার অনেক প্রাথমিক শিক্ষকদের রাজনৈতিক কারণ দেখাইয়া ছাটাই করার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। অবিলম্বে ইহা বন্ধ করিতে হইবে। এবং অবিলম্বে এই বিষয়ের তদন্ত হওয়া দরকার। এইরূপ ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে লওয়া অর্থে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতাই প্রকাশ পায়।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about গত কিছু দিন পূর্বে মেদিনীপুর জেলা স্কুল বোর্ড প্রাইমারী শিক্ষকদের একটি সার্কুলার দিয়াছে ; ইহা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও শিক্ষানীতির বিরোধী। এই সার্কুলারে জানান হইয়াছে যে কোন শিক্ষক তাহার উপরিতন কর্মচারী ব্যতীত তাহার উপরিস্থিত আর কোন সরকারী কর্মচারী এমন কি শিক্ষা মন্ত্রীকেও তাহাদের কোন অভাব অভিযোগ জানাইতে পারিবে না। যদি জানায় তবে তাহা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তীতা বিরোধী দোষে দুষ্ট করা হইবে। ফলে শিক্ষককে শাস্তি পাইতে হইবে। ইহা সম্পূর্ণ নীতিবিরোধী কাজ। ঐরূপ সার্কুলার অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত।

ঐ সার্কুলারেই যেভাবে ছাত্রের সংখ্যার উপর শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহাতে আশঙ্কা করা যায় যে বহুশত শিক্ষক ছাটাই হইয়া যাইবে। এইরূপ পথ স্কুল বোর্ডকে অবিলম্বে ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে শিক্ষাদপ্তরের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about গড়বেতা কলেজটী যথেষ্ট নূতন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই কলেজের পরীক্ষার ফলাফল যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। এবং আরও উন্নতির দিকে যাইতেছে। এইমত অবস্থায় সরকারের উচিত এই শিশু কলেজকে আরও বেশী অর্থ সাহায্য করা যাহাতে একটি বিরাট অঞ্চলের একমাত্র উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠানটি আরও উন্নতিলাভ করিতে পারে। কলেজের ভাল বাড়ি ও একটি ভাল লেবরেটরী তৈয়ারি করা আশু প্রয়োজন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about গড়বেতা থানার স্পেশ্যাল ক্যাডার ও প্রাইমারী শিক্ষকদের নিকট স্কুল বোর্ড হইতে সার্কুলার দিয়া জানান হইয়াছে যে কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী ধেবর মেদিনীপুর জেলায় আসিবেন, সেই উপলক্ষ্যে শিক্ষকদের চাঁদা দিতে হইবে। ইহা সরকারী নীতিবিরোধী কাজ। স্কুল বোর্ডের এইরূপ অন্যায় কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া উচিত।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs 100 I move this in order to raise a discussion about স্পেশ্যাল ক্যাডার শিক্ষকদের চাকুরী অবিলম্বে স্থায়ী হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং স্পেশ্যাল কেডার নাম তুলিয়া দিয়া 'শিক্ষক' হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে।

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy, malpractices in appointing special cadre teachers, failure of Government to make "Kishalay" available to students.

Sj. Subodh Choudhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy of the Government to recruit special cadres for solving the problem of educated unemployed.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to give protection to primary teachers from the injustices and whims of District School Board authorities of the Burdwan district.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy of the Government to conduct the scheme of social education for the particular interest disregarding the interest of the people in general.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the wastage of public money in the name of advancing social education.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রচলনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারী খরচে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গরীব কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী ব্যর্থতা।

Sj. Sudhir Chandra Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

(১) মেদিনীপুর জেলার শিক্ষকগণকে দলীয় সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া এবং (২) 'কিশলয়' বিক্রয়ের অব্যবস্থা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

(১) 'গ' শ্রেণীর শিক্ষকগণের উপর সমাজসেবামূলক কার্য করিবার সর্ত; (২) স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষক নিয়োগে দলীয় নীতি; (৩) স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষকগণের বিশেষ ট্রেনিং না দেওয়ায় অসুবিধা; এবং (৪) ইমার্জেন্সী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে কাঁথি থানায় দলীয় নীতি।

Sj. Surendra Nath Pramanik: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about lot of "C" category teachers of primary schools.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the negligence on the part of the Government for providing free secondary education for the Scheduled Caste students.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and too slow progress in the spread of education in West Bengal.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about—

(1) the failure of the Government to make any adequate provision for the culture of physical education in West Bengal;

(2) the inability of the Government to adopt any reasonable measures for the spread of female education;

(3) the policy of the Government to use Government money for party propaganda through special cadres; and

(4) the failure of the Government to reorganise the entire system of education in West Bengal on progressive and democratic principles.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about corruption in the matter of selection of special cadre teachers.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about poor salary of primary school teachers.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about general policy.

Dr. Atindra Nath Bose: Mr. Deputy Speaker, Sir, the measure of a successful educational policy is not the money spent on it. It is the expansion of education—the nature of education, the number of persons to whom education has been made available, the building of the body, mind and character of our youngsters, helping them in practical life in finding suitable means of livelihood which are pertinent questions in assessing the merits of an educational policy; and I am sad to confess that our present system lacks each one of these merits. It is totally bankrupt of any idea. It has no policy behind the plan. I admit that the entire blame does not attach to the Government. I admit that the people also have their share

of responsibility for building up a good educational system. But the fact remains that our Government are increasingly encroaching upon educational life. They are framing the curricula, they are controlling the funds and finance, they are controlling the administration. And the result is that the system has become an amazing hotchpotch without any plan and principle, without any educational philosophy and further vitiated by reckless squandering of money, by nepotism and by the misuse of the system in furthering the ends of the party in power.

Sir, I shall take one by one education in the primary stage, in the secondary stage and in the higher stage. About primary education, a decision has been taken to convert it into the basic system. I fully agree with the Hon'ble Minister when he says that he does not understand the basic system. I too do not understand, so far as it exists in this country. It is a hopeless caricature of the system which was founded by the Father of the Nation. Mahatma Gandhi did not want merely craft training. He wanted craft-centric training. He did not expect that basic schools will be spoon-fed by the public or by the Government till Doomsday. He expected that the schools would become self-supporting with their own products. But this needs market where the basic industries produced by the school children will have a safe place free from competition of machine-made goods. We have repeatedly asked our Government to fix a place for basic industries, for hand-made industries. While on the one hand our hand-made industries like handloom, mat-making, brasswork are running into ruins we are training our boys in basic crafts which will help them to earn their livelihood in future. Sir, it is an amazing thing. The basic system of education cannot succeed unless first of all the whole economic pattern of the State is changed; and in the second place unless the teachers are trained in the ideals and methods of the basic scheme. I have seen a few of them, and what I have noticed is merely some craft training grafted upon ordinary academic instruction. So, I fully agree with our Hon'ble Minister that basic education in this State is merely a fraud, a caricature of Gandhian system.

[6-10—6-20 p.m.]

Then about the working of primary education. It is under dyarchical control. There are schools which are controlled by the District School Board and the emergency special cadre schools which are under direct Government control. There is rank disparity, unholy difference and discrimination between the two types of schools. Teachers get different scales of pay and they are under different service rules, etc. But there is one common feature. Both the types of schools are harnessed to serve the interest of the ruling party. I shall cite the achievements of the Midnapore District School Board which has earned notoriety in this direction. During the last bye-election to the Jhargram constituency a letter was issued to all schools by the Vice-President asking them to report on the election work done by the schools. The Secretary of the Contai Congress Committee, who is also a member of the District School Board, has distributed membership forms to teachers and he is giving pressure upon them for enrolment as Congress members. Sir, permit me to read a few lines from a letter which has been circulated to the schools of the district in the name of the President, District Congress Committee and of the Secretary of the District Congress Committee who also happens to be the President of the District School Board. They are Sj. Nikunja Behary Maity, who is the president and Sj. Charu Chandra Mahanty who is the Secretary of the District Congress Committee as well as the president of the School Board.

The letter runs thus—

আমাদের দেশ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে নবভারত গঠনের সংকল্প লইয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ণ রূপায়ণের জন্য অধিকতর প্রচার ও সংগঠন আবশ্যক। সেইজন্য অর্থ ও দেশ গঠনের নানা বিভাগে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক এইরূপ বহু ব্যক্তির সহায়তা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি দেশবরেণ্য শ্রী ইউ. এন. ডেবর বর্তমান জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে মেদিনীপুর জেলায় শুভাগমন করিতেছেন। জেলার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র সহ দেশগঠন কার্যে জেলাবাসিগণের আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার হস্তে একটি টাকার তোড়া ও দেশগঠনের কার্যে উৎসাহী ব্যক্তিগণের একটি নামের তালিকা প্রদান করা হইবে। আফটার এ ফিউ লাইনস মোর তাদের ঠিকানা। পত্রপ্রাপ্তি মাত্র উপরের ঠিকানায় আমাদের যে-কাহারও নামে মনিঅর্ডার যোগে ঐরূপ অর্থ ও ঐরূপ নাম কুশলে লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

So it appears from this letter that the Congress President is touring the country to collcet money to implement the Second Five-Year Plan and the school teachers are given to understand that in order to implement the Second Five-Year Plan a purse will have to be handed over to the Congress President collected from the school teachers and school boys [Noise from the Congress Benches]: After this the Secretary of the Contai Congress Committee sent a letter asking the schools to make a list of the defaulting teachers—teachers who have not paid subscription to the Dhebar Fund. Then, Sir, transfers are made arbitrarily when a teacher belongs to the non-Congress camp. There is one instance from the Burdwan School Board where its President issued transfer orders on a teacher named Sj. Radharaman Pal who is an inhabitant of that locality. He is working there for several months during the past but because he has resisted this merger move taken by our Chief Minister and the Congress he has been transferred to Sarmora about 100 miles away. [Noise.]

Sir, the emergency schools or the special cadre schools have been started to relieve educated unemployment. It was adopted last year for 3 years. This time-table very nicely fits with the next general election. This is in direct grip of the party. There is a selection board for recruiting the teachers. It is composed everywhere of Congressmen—Congress M.L.As. and their relations. The teachers who are selected in special cadre have to sign the Congress pledge.

Apparently the emergency schools are meant for non-school areas—areas where no primary school exists. But I have knowledge of cases where the sites for these schools have been chosen deliberately to destroy the existing schools which are run by non-Congress elements. For instance, an emergency school has been started at Kadua in Ramnagar police-station of Midnapore where within a quarter of a mile from that place there is another school at Lalpur which is running for several years. Sir, I ask our Government for God's sake, if they believe in God, to keep education out of party politics, to spare our schools, not to vitiate the nurseries of our future.

Then, Sir, about the working of the primary education system. There is a total bungling at the top. Monopoly of "Kisalaya" has earned an unparalleled notoriety for black-marketing. It runs out of market as soon as it is published. It is a formidable task to get a copy. One has to purchase other books—key books—in order to get a copy of "Kisalaya." It is sold at black-market rate even on the footpaths of the Clive Street. Sir, why not distribute these books from the schools?

Then about the selections of text books. Lists of approved text books are frequently notified so late that the publication has to be rushed through the press with bad printing and with printing mistakes. This year the

approved list of text books in primary schools did not appear even after the classes had begun. Sir, the teachers have still to carry on with an insignificant remuneration—they have no provident fund, no pension, no gratuities. There is discrimination against primary teachers of "C" category. They have been allowed an increment of Rs. 7-8 on condition of giving in writing that they do some kind of social work besides teaching. Sir, it is difficult to understand that teaching is not a social work. These terms and conditions are not imposed upon the primary teachers of "A" and "B" categories. This only encourages fraud. I know of honest teachers who have refused this sum rather than make a false statement that they are doing any social work and they are penalised for their honesty. These "C" category teachers have to work on temporary basis. They are not given any special training for teaching and they are always under the threat of dismissal on flimsy grounds although they have a long service to their credit. There is another fiat also issued by President and Secretary of Midnapore District School Board. According to this no grievance or complaint can be sent by a teacher to the department or even to the Minister. He will be charged for indiscipline and will be penalised if he does that.

"শিক্ষকগণ স্মরণ রাখিবেন তাহারা এই বোর্ডের অধীনে কাজ করেন। বিনা কারণে বা সামান্য কারণে তাঁহারা যদি বোর্ডকে লঙ্ঘন করিয়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করিতে থাকেন তবে তাহা ঔদ্ধত্য ও অনিয়মানুবর্তিতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে।"

[6-20—6-30 p.m.]

Then there is another passage which threatens the teachers that their pay will be withheld if the number of students fall short of the necessary quota. The quota fixed is on the average one teacher for 50 or 40 students. If our Hon'ble Minister is an educationist, he will testify what kind of scientific education can be imparted in a class of little children of 40. Is it not known that if students fall short in our schools, it is not for any lack of desire for education, it is for economic distress? Primary education is free only in name. There are numbers of families who cannot afford to purchase their books, their pencils, their slates or their khattas. To add to this burden Government are still retaining sales tax on text-books—a taxation upon primary education. Let them show their good gesture by, first of all, withdrawing sales tax on books and then think of keeping the strength of the classes up to requisite number.

Then there is another hoax known as social education for adults. It is blatantly a deal for party propaganda. There is a selection committee for making grants to libraries, to night schools, etc. There are District Advisory Councils. All these bodies are packed bodies of Congress members, Congress M.L.As., etc. You won't find a single instance where in such a committee a single member of the Opposition has found place. The major part of this money provided in the budget is spent upon officers. A very small part of it trickles down for adult education. Besides the normal expense on account of officers an additional grant of Rs. 1,97,000 has been sought in the next budget estimate on this account.

Next I come to secondary education. Government have decided to take over secondary education and to thoroughly overhaul the system. They are going to extend the course from ten years to eleven years. No opinion of teachers has been sought, nor of educational experts nor of the Calcutta University. The curriculum is being changed. This plan is designed after the recommendations of the Mudaliar Commission. The Mudaliar Commission recommended multi-purpose schools to provide for a variety of

education to suit different aptitudes and abilities of students. It is suggested that a selection may be made after Class VIII or after age thirteen plus—that is above 13 years of age for diversification of students to different technical and academic branches. I do not know who ascertained this age and how. What are the data to show that intelligence attains sufficient maturity at this stage to suit the diversified courses of study? Investigations have recently been made in England—the country which has specialised in this line and these investigations cast doubt on the hypothesis of differentiation. Rather they suggest integration and not differentiation with the increasing of age. I shall quote one of the best authorities on that subject. Mr. Vernon in his book "The Structure of Human Abilities" concludes that there is no general tendency towards differentiation except perhaps in early infancy and that everything depends on the type of educational and vocational training. So, my plea is that before you introduce such radical innovations first standardise the methods of intelligence testing. In this country as yet there is no scientific aptitude and intelligence testing. There is a Bureau for the Guidance of Psychological Education at the David Hare Training College. This is a good scientific attempt spoiled by nepotism and bureaucratic highhandedness. The professor in charge of this Bureau is no expert in psychological testing. He is an M.A. in History and in Education of London. For the post of Assistant Professor a scholar was sent to England for Doctorate in Psychology with State's scholarship. He came back qualified for the post but he was allowed not to accept the post although he was sent with Government money. He was spared from the post because the post was not sufficiently remunerative for his qualifications. Another officiating lecturer of the same college was given study leave to London and Government contributed Rs. 14,000 towards his expenses. He also came back qualified with M.A. of London and with Research on educational psychology. He also was set aside in favour of a gentleman who was officiating in his post and who had no research qualification and no specialisation in psychology. I do not know wherefrom teachers will come for the multi-purpose schools. My information is that suitable men are not yet available for training in the Teachers' Training Colleges. There is also a dearth of qualified professors who will teach in these colleges and even the few suitable men who are available are set aside according to the whims of the Education Directorate. Suitable staff has not yet been available for the Hooghly Training College which has been recently started.

Sir, Government have already spent Rs. 58,99,000 on about half a dozen multi-purpose schools—a risky adventure undertaken without any scientific advice or preparation. Sir, England adopted this system, the principle of diversification, after they had made secondary education free and compulsory in that country. But now after hard experience they have abandoned this scheme and left the choice of vocations to parents and the pupils themselves. The scheme they have abandoned, we have undertaken.

In order to illustrate the whims, the vendatta and the nepotism at the top of the directorate which is frittering whatever quality is available to introduce scientific education in our country, I shall cite one specific case.

[6-30—6-40 p.m.]

This is the case of a gentleman, Mitra, who is an M.A. in Philosophy, Second Class First. He is First Class in B.T. and he had 16 years' teaching experience in schools and colleges. He was appointed on a temporary basis in a permanent vacancy as Lecturer in Psychology in the David Hare Training College by direct recruitment. From 1950, year

after year, the post was advertised. No suitable applicant was available and the post was not given to Mitra who applied each time. Thereafter he was sent on study leave by the Department to specialise in educational psychology and he came back with successful research in this field and with M.A. in Education of London. Government spent Rs. 14,000 on him and after coming back Mitra again applied for the post. No other suitable candidate was available, but still his claim was turned down. Again in 1954 two posts of Assistant Professor fell vacant in the Training College, one was temporary and another was permanent. Mitra was selected for the temporary post but not for the permanent one although no suitable candidate was available for the permanent post. It was again advertised with a lower qualification to suit a gentleman who was selected for the post. This gentleman was an M.A. in Chemistry while Mitra was an M.A. in Philosophy and Mitra had further an Educational Degree of London and research qualification. The gentleman who was selected had no such research qualification or specialisation in Psychology. This gentleman moreover was found unsuitable for the temporary post for which Mitra was lately selected. Then in 1955, last year again, there was a post of Assistant Professor of Psychology in Hooghly Training College. This was advertised and Mitra applied but was not even called for an interview. The gentleman who was selected is no B.T. and he has no teaching experience in Educational Psychology. Then this year the post of Professor-cum-Vice Principal of the David Hare Training College was advertised and the qualifications were framed in such a manner as to shut out Mitra. The qualifications were these—"First Class in M.A. or M.Sc. or in Honours and First Class B.T.". No research qualification and teaching experience were necessary for this post. Mitra's fault was that he had no First Class in M.A., and although he had superior degrees and qualifications he was not even called for an interview. His claim was set aside, although he was qualified for this post, and although his qualifications were earned at Government expense and this is the best qualification in Education for the work.

Sir, I shall quote from the Mudaliar Commission Report about the requisite qualifications for such a teacher. This Mudaliar Commission Report is the gospel of our Government and so it is proper that I should quote from this book: "In the case of graduate training institutions the minimum qualification should be an Honours or Master's degree or a First Class B.A. or B.Sc. degree in the particular subject; a professional qualification, Master of Education, with five years' service as an Inspector or Headmaster." Mitra possesses all these requisite qualifications. Why was his claim turned down? His case came again and again before the Public Service Commission which turned down his claims and, Sir, the Chairman of the Public Service Commission is the brother-in-law of the brilliant man of Dr. Roy who is controlling the Education Directorate. His brilliance has already reduced to ashes the reputation of the Directorate, and the sooner he gets out of it the better.

Sir, I ask the Government to improve secondary education not by attempting reckless experiments. Let them try to reach the target of free and universal education up to 14 years of age as fast as possible, as resolved year before last in this Assembly. Let them give more facilities to teachers and to students. Let them introduce games in plenty. Let them arrange excursions. Last year excursions were arranged in some schools, but this year these have been abandoned. Give the teachers good remuneration and free them from the needs of supplementary earnings. The Government after the last teachers' agitation made a concession of Rs. 17-8 to each teacher, but even this grant was given on the condition that an equivalent

amount would be given by the schools concerned. Sir, this also has promoted fraud. Teachers have to sign that they are getting the necessary additional amount from their schools to get this Rs. 17-8. Let the contribution of schools be left to their capacity and let the Government contribute unconditionally what they can.

Sir, there are certain intriguing figures in the Budget presented to us. On page 92, sums allotted in the Budget could not be spent because of "smaller requirement for free-studentship to children of secondary school teachers". Are we to understand that secondary school teachers did not want free studentship for their children and that is why Rs. 8 lakhs were saved? Then again, "smaller requirement for training facilities to teachers of secondary schools" (Savings on this account is Rs. 3,83,000.) Do teachers of secondary schools require no training? Then, "appointment of smaller number of teachers than previously anticipated under the scheme for relief of educated unemployment"—Rs. 71,38,000. This shows how the educational scheme of our Government has worked.

Then, higher education. This also has been modified again and again to suit the party purposes of the Congress and not to serve the cause of education. The Dispersal Scheme was improvised on the eve of the last General Elections, and before this Election the scheme of Government-sponsored colleges is going to be improvised. I shall cite the case of two colleges under the Dispersal Scheme to show how they have worked. One is Barisha College and the other is Dum Dum Motijheel College. The former got a capital grant of Rs. 1 lakh and a recurring annual grant of Rs. 50,000. This money was virtually looted by interested parties. No audit was made by Government. No inspection was made. Purchases were made in these colleges from a Company named National Scientific Works which is known to be connected with a high official in the Finance Department. They supplied laboratory equipment, furniture and galleries at fabulous prices. Microscopes of inferior quality which are available in the market at Rs. 150 each were brought from them at Rs. 600 each. There are also evidences to show that Government have no plan behind the sponsored and dispersal colleges. For one of the sponsored colleges, a site has been selected at Barisha hardly one hundred yards away from the existing Dispersal Scheme college. Is the old Dispersal Scheme college to be abolished after so much money has been wasted upon it?

[6-40—6-50 p.m.]

Then there is no standardised service rule for the teachers of these colleges. They get a fixed amount of Rs. 150 plus 35 or Rs. 175 plus 35 although they have to work under the restriction of Government Service Rules.

There are various malpractices going on for years in these colleges. Teachers are made to take classes in subjects other than their own in gross violation of the University Regulations. This practice is going on in Barasat College for many years past. I had pointed that out in this House, but still this is going on. This practice goes on in the Barisha College also. In Barasat College, further, professors were refused remuneration for invigilation work in University examinations on the ground that under the Government Service Rules they are not entitled to any additional remuneration for additional work, but all the same, invigilators in Public Service Commission examinations get remuneration and the Principal, who refused this remuneration to the staff, is himself drawing special emoluments for compiling a Tibetan dictionary.

So, Sir, it appears that our educational system is a hopeless mosaic. I admit that letters have been brought to an increasing number of our people. But at what pace? What type of education has been brought to them? Literacy is not education, knowledge of the three R's is not education. Remove highhandedness and corruption at the top and remove party-huckstering at the bottom and put some brain into their heads and put some goodwill and sincerity into their hearts and, I believe, half the evils will be remedied.

Sj. Ganesh Ghosh:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শিক্ষা খাতে কিছু টাকা বাড়িয়ে এবার সরকার পক্ষ কৃতিত্ব নিতে চাইছেন, যেমন বরাবরই তারা নেন। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে—যে কথা ডাঃ অতীন বসু মহাশয় বলেছেন শিক্ষা খাতে টাকা কিছু বাড়ানই বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে শিক্ষার পরিকল্পনা এবং দেখা কি পরিমাণ শিক্ষা দেশের লোক পাচ্ছে। সেদিক দিয়ে আমরা হতাশ হয়েছি। গত পাঁচ বছরের পরিকল্পনার প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত যেভাবে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার তাতে দেশের জনসাধারণ হতাশ হয়েছে। এদের কাছ থেকে আশা করার কিছু নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে কাঠামো আমরা জানতে পেরেছি সেই নীতি বর্জন না করলে, যে নীতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার চলেছেন শিক্ষা সম্পর্কে সেই নীতি বর্জন না করলে শিক্ষার ব্যাপকতা হবে না, প্রসার হবে না এবং দেশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পাবার কোন সুযোগ পাবে না। ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর্সএ প্রতি বছরই বহু টাকা খরচ হয় এবং সেই টাকা শিক্ষা খাতে দেখান হয়। প্রতি বছরই জিজ্ঞাসা করেছি যে এই যে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর্সএ এত টাকা খরচ হয় সেটা শিক্ষা খাতে ধরা হবে কেন? সেটা অন্য খাতে যাক। কয়েক লক্ষ টাকা শিক্ষা খাতে কম দেখিয়ে এবং কম নয়, ১৪ লক্ষ টাকা যদি প্রকৃত শিক্ষা খাতে খরচ হয় তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার এবং মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষকগণ কিছু টাকা এ্যালাউয়েন্স পেতে পারে। যেমন করে গত বছর রামকৃষ্ণ আশ্রমের বেলুড় মঠকে গঙ্গার ভাঙ্গন থেকে বাঁচাবার জন্য যে টাকা খরচ হয়েছিল সেটা শিক্ষা খাতে ধরা হয়েছিল, তেমনি করে লক্ষ লক্ষ টাকা ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরএর শিক্ষা খাতে ধরা হয়, তা কেমন করে শিক্ষা খাতে ধরা হয় সেটা আমাদের দুর্বোধ্য, আমরা তার প্রতিবাদ করি। আমরা মনে করি এটা অন্য খাতে খরচ হওয়া দরকার, শিক্ষা খাতে নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে ডাইরেক্ট গ্র্যান্ট টু নন-গভর্নমেন্ট সেকেন্ডারী স্কুলস ফর বয়েজ বর্তমান বছরের বাজেটে ৭৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। রিভাইজড বাজেটে সেই টাকা কমিয়ে ৪৪ লক্ষ ৩৯ হাজার করা হয়েছে এবং আরও কমিয়ে সেটা ৪৪ লক্ষ ২৯ হাজার ধরা হয়েছে। কেন টাকা কমিয়ে দেওয়া হ'ল? এরা মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বেসরকারী স্কুলগুলিতে যে খরচ হয় সেই টাকা কমিয়ে কেন দিলেন? তার কারণ যা জানতে পারলাম তা এই বাজেট বইতে দেখান হয় নি। মাত্র ১৩-১৪টি মাল্টি-পার্পাস স্কুলসএর জন্য ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। এর ফলে বর্তমান বছরে ঐ স্কুলে অপরিমিত টাকা ব্যয় হচ্ছে। সে তুলনায় বেসরকারী স্কুলগুলি যে টাকা পাচ্ছে সেটা অত্যন্ত নগণ্য, ইনসিগনিফিক্যান্ট। এই পর্যায়ে যে কথা আমরা বরাবর বলছি সেটা হচ্ছে মাত্র কয়েকটি সরকারী স্কুলের জন্য যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় তার শতাংশের এক অংশ মাত্র মাধ্যমিক বেসরকারী স্কুলে খরচ হয়। এই যে ডিসপ্যারিটি খামখেয়ালীভাবে খরচ এর কোন যুক্তি আছে কি? তার মানে এই যে, যেসমস্ত ভাগ্যবান অধিবাসীরা শহর এলাকায় বাস করতে পারে এবং যেসমস্ত ভাগ্যবান খুব বেশি মেরিটোরিয়াস তারাই মাত্র সরকারী স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পাবে আর কেউ পাবে না, এইভাবেই কি শিক্ষার সকল কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা করছেন? এই কি সোসিয়ালিস্ট প্যাটার্ন অব এডুকেশন গ'ড়ে তোলার ব্যবস্থা? মাধ্যমিক শিক্ষার ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা খাতে বর্তমান বাজেটে ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল; যে কথা অতীন বাবু বলেছেন, আশ্চর্য এই যে, ৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ৮ লক্ষ টাকাই খরচ হ'ল না। রিভাইজড বাজেটে ১ লক্ষ টাকা খরচ দেখান হয়েছে। এবং আগামী বছরেও ৮ লক্ষ টাকা দেখান হয়েছে। কিন্তু সে টাকা কেন যে খরচ হ'ল না তা বুঝি না। এ কথা মন্ত্রীসভার সকলেই জানেন যে, সেদিন যে শিক্ষক-আন্দোলন হয়েছিল সে শিক্ষক-আন্দোলনের সময় সরকার পক্ষ থেকে যে পবিত্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল

যে, এই সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হবে, তাতে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের ছেলেপিলেরা যাতে সহজে শিক্ষা পেতে পারে তার জন্য যে ৯ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল তার মধ্যে ৮ লক্ষ টাকাই খরচ হয় নি। এদের কি উন্মাদ বলব না পাগল বলব? দুই-ই বলি।

এস্টাব্লিসমেন্ট অব ডে হোমস সম্বন্ধে বলেছেন—এই সম্পর্কে ডাঃ জ্ঞান ঘোষ বহু চেষ্টা করে, অনেক পরিশ্রম করে সরকারকে দিয়ে এটা গ্রহণ করিয়েছিলেন, এই বাজেটে, রিভাইজড বাজেটে ৩০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য এই ডে হোমস সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা কন্সার্ন তাদের কোন কথা বলা হ'ল না, তাদের কোন মত চাওয়া হ'ল না, তাদের কাছে কোন কিছুই পেশ করা হ'ল না। কি হচ্ছে, কি ব্যাপার দাঁড়াবে, সে কথা না জেনে শুনেই শিক্ষা বিভাগের যিনি সেক্রেটারী যার খামখেয়ালখুশিমত যা খুশি তাই হচ্ছে এই বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে, যাকে কন্ট্রোল করবার কেউ নাই—এই ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে ধরা হয়েছে। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বহু টাকা দিয়েছেন। ডে হোমস তৈরি হচ্ছে, অথচ যারা কন্সার্নড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হ'ল না, আলোচনা করা হ'ল না, তাদের মত নেওয়া হ'ল না। একটা ডে হোম তৈরি হচ্ছে, সরকারের কোন ব্যবস্থা হবে আর কি! যারা এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট হবেন তিনি হয়ত ডি, আই, জি, আই, বি, সি, আই, ডি, কিংবা সেন্ট্রাল ডেপুটী কমিশনার অব পুলিস। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আরও দেখিয়ে দেব কেমন করে শিক্ষা বিভাগে সরকারী পুলিসের হস্তক্ষেপ হয়। আমরা সন্দেহ করি আমাদের আশঙ্কা হয় এই যে ডে হোমস হচ্ছে যে ডে হোমসএর সম্বন্ধে আইন কানুন, কনস্টিটিউশন সম্বন্ধে, নীতি সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষাবিদদের আলোচনা করা হ'ল না, সিনেট, সিন্ডিকেট পর্যন্ত বাদ পড়ে যাচ্ছে, বাংলার যারা শিক্ষাবিদ তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হ'ল না—একমাত্র যিনি মুরুব্বি তিনি হচ্ছেন বাংলার শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী— আমাদের সন্দেহ হচ্ছে ডে হোমস কমিটি হবে সেটাতে পুলিসএর কন্ট্রোল হবে; মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা নাই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে যে টাকা পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে উপদেশ এসেছে যে ইলেভেন-ইয়ার-ক্লাস করতে হবে এবং তিন বছরের ইউনিভার্সিটি এডুকেশনএর ব্যবস্থা করতে হবে।

[6-50—7 p.m.]

এবং তিন বছরের ইউনিভার্সিটি এডুকেশনএর ব্যবস্থা হচ্ছে। সাধারণত বাংলাদেশের সকলের মনে আশঙ্কা ইলেভেন ক্লাস স্কুলস, হাইয়ার স্কুলস যদি তৈরি হয় তাহলে বাংলাদেশের ১২ হাজার স্কুলের সর্বনাশ হবে। এগুলিকে আপগ্রেড করে ইলেভেন-ইয়ার স্কুলে পরিণত করা যাবে না। আমাদের আশঙ্কা বেশির ভাগ স্কুলকে নীচে নামিয়ে জুনিয়র গ্রেড করে কতকগুলি স্কুলকে ইলেভেন-ইয়ার ক্লাস করা হবে। সন্দেহের কারণ আছে, কারণ আমরা দেখেছি সরকারী নীতিতে শিক্ষা সঙ্কুচিত হচ্ছে। সাধারণ লোকের শিক্ষালাভের পথ সঙ্কুচিত হচ্ছে। তাই মনে হয় কতকগুলি বাছা বাছা স্কুলকে ইলেভেন-ইয়ার করে আর সবগুলিকে জুনিয়র হাই করা হবে। কয়েকদিন আগে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএর সেক্রেটারী শিক্ষকদের কাছে বলেছেন যে, কোন স্কুলকে নামিয়ে দেওয়া হবে না কিন্তু তা বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে গোপনীয়তা অবলম্বিত হচ্ছে, কোন ক্ষেত্রেই বাংলার শিক্ষাবিদদের কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এডুকেশন সেক্রেটারীর এই কথা আমরা সত্য বলে মেনে নিতে পারি না। কারণ এই সরকারের যাঁরা মন্ত্রী রয়েছেন তাঁরা সব সময় অসত্য কথা বলেছেন, কিছুদিন আগে যখন এই এ্যাসেম্বলিতে প্রস্তাব পাস হ'ল যে অবিলম্বে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা হবে এবং কিছুদিন বাদেই তার ইন্টারপ্রিটেশন হ'ল ১৫ বছর পরে হবে। এইভাবে যারা সত্যিকারের শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন তাঁদের বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। (শ্রীযুত কালী মুখার্জি: না, না, সত্যই নেই।) যাকগে, অন্তত আপনাকে যে কনভিন্স করতে পেরেছি এটাই যথেষ্ট। যা বলছিলাম সামান্য কয়েকটিকে আপগ্রেডিং করে বাকীগুলির জায়গায় মাল্টি-পার্পাস স্কুল করবেন। শেষ পর্যন্ত যে কি হবে জানি না। ১৩-১৪টা স্কুলএর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে—গড়ে প্রত্যেকটির জন্য ৪॥ লক্ষ টাকা লেগেছে, শেষ পর্যন্ত তার দ্বারা আমরা কতটুকু বেনিফিটেড হব জানি না। অথচ সরকারী বিভাগের খামখেয়ালীর বহু টাকা খরচ হয়। মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে এখানে যে কমিশন তৈরি হয়েছিল, তাঁরা বলেছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বোর্ড হবে সেখানে নন-অফিসিয়াল মেম্বার

সেক্রেটারী হবে এবং নন-অফিসিয়াল চেয়ারম্যান হবেন। অথচ বাংলা-সরকার চান সেই বোর্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মুঠোর মধ্যে থাকবে অর্থাৎ বোর্ড যা হবে সেটা ডি, পি, আই,এর কন্ট্রোলে থাকবে—ডি, পি, আই, ইচ্ছা করলে ঐ সমস্ত বেচারীদের মাঝে মাঝে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন, নাও পারেন। মুদালিয়ার হয়ত তা চান নি। শিক্ষার খরচ সম্পর্কে বহু দিক থেকে বহু আপত্তি উঠেছে। পুঁথিপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সরকার তা কমাতে পাচ্ছেন না, কি রকম বেড়েছে তা দেখাচ্ছি। ক্লাস ওয়ান-এতে কি রকম ব্যয় লাগে দেখুন। অথচ আইনে আছে বই লাগবে না। ছেলেমেয়েরা পড়তে পারে না, মুখে মুখে শোনে তাই একটা বই দিতে হয় তার জন্য খরচ ১৮৴, ক্লাস ওয়ান বি-তে ২।০, ক্লাস টু ৩।০, ক্লাস ফোর ১০৸০, ক্লাস ফাইভএর জন্য ১৭।০ এইরকম ব্যয় করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না অথচ স্কলার্শিপএর ব্যবস্থা নেই। আমার অবশ্য শোনা কথা এই যে ইউরোপে বহু দেশে যেসমস্ত স্কুল কলেজে স্কলার ছেলেরা পড়ে, তারা বই পর্যন্ত ইনস্টিটিউশন থেকে পায়। এখানে আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। শুধু বইএর দাম যে বেড়ে যাচ্ছে তা নয়, প্রতি বছরই বই বদলে দেওয়া হচ্ছে। ... বছরের বই নেকস্ট ইয়ারে আর থাকে না। ছোট ভাই বড় ভাইয়ের বইয়ের কোন সুবিধা ... না। বছর বছর বই বদলানোর ফলে সেই বই পরের বছরে কাজে লাগে না। যে বাপের তিনটি ছেলে আছে তার পক্ষে ছেলেদের তাই বই কিনে দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি ১৭৷৷০ টাকা দিয়ে স্কুলকে ডাইরেকশন দেওয়া হ'ল বেতন বাড়িয়ে দাও। এইবারের টেকস্ট বুকের কথা কিছু বলি। যারা টেকস্ট বুক বিক্রি করে তাদের কমিশন দেওয়া হয়, সেটা বন্ধ করলে অন্তত বইয়ের দাম কমে। কিন্তু কিভাবে দেওয়া যায় সেটা ডিটেলসএর প্রশ্ন। যদি সেইভাবে চিন্তা করেন, ছেলেদের শিক্ষার জন্য খরচ কম হবে এরকমভাবে চিন্তা করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরাও নানারকম শিক্ষা দিতে পারি। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা হ'ল একেবারেই অসন্তোষজনক। বাংলার জনসংখ্যা ২ কোটি ৪৮ লক্ষ—১৯৫৬ সালে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ দাঁড়াবে। কিন্তু ডাঃ রায়ের কিংবা এডুকেশন মিনিস্টারের স্পীচে শুনলাম মাত্র ১৯ লক্ষ ছেলেমেয়ে এই প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। জনসংখ্যা যা তা মোটামুটিভাবে শতকরা ২৫ ভাগ সেন্সাসে দেখুন ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের গ্রুপ ধরলে ১৯৫৬ সালে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা প্রায় ৬৬ লক্ষ হয়, তার মানে ½ অংশ মাত্র ছেলেরা স্কুলে পড়বার সুযোগ পায়। এইভাবে এগুলে কত বছর লাগবে সকলকে শিক্ষা দিতে ভেবে দেখুন। সুতরাং এর আমূল পরিবর্তন দরকার। কলকাতার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক বক্তব্য আছে। কলকাতার এই ব্যাপারে ২-৩টি কর্তা আছে কর্পোরেশন এ্যান্ড গভর্নমেন্ট ডাইরেকশনএ কিছুটা হয় এবং আরও কতকগুলি নিজেদের খুশিমত হয়, এবং এখানে দেখা যায় ছেলেমেয়েদের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার। এর মধ্যে ৬ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়ে ১ লক্ষ ৭৭ হাজারের মত শিক্ষার সুযোগ পায় আর পায় না। তাই জিজ্ঞাসা করি এদের শিক্ষার নীতিটা কি? স্পেশাল ক্যাডার যে জিনিস তার মধ্য দিয়ে পার্টি প্রোপাগ্যান্ডা করা হচ্ছে। স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নিয়োগের সময় পুলিসের রিপোর্ট দরকার হয়। হাওড়ায় একটা ফর্ম ফিল আপ করার পর নীচে ছাপানো নোট আছে—

"Forwarded to the Superintendent of Police, D.I.B., Howrah, for favour of verification. If there is an information on record against the candidate this form with a reply should be sent through the D.I.G., I.B., C.I.D."

মিঃ স্পীকার, স্যার, আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। রেকর্ড সম্বন্ধে আমি সাধারণ প্রশ্ন করেছিলাম, আমাদের জানান হ'ল যে, যাঁরা বোনাফাইড স্কলার্স তাঁরা রেকর্ড পড়বার সুযোগ পান এবং নিয়ে যাবার অনুমতি পান, যেগুলি নিয়ে যেতে দেওয়া যায় না, তার টাইপ প্রিন্টেড কপি দেওয়া হয়। কিন্তু সেই প্রিন্টেড কপি নিতে পার পেজ ।৵০ আনা করে লাগে যা সকলে দিতে পারে না। সবচেয়ে আশ্চর্য একজন বোনাফাইড স্কলার সেখানে সার্টিফিকেট নিয়ে গিয়েছেন এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের রেকর্ড পড়তে চেয়েছেন। তাঁকে যা জানান হয়েছে, তা আমি পড়ে শোনাচ্ছি—

Dated 7th May No. With reference to your application dated 27th September I am directed to say that Government are not inclined to grant you permission to consult records relating to the Santhal insurrection of 1854-56.

১শো বছর আগে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়ে গেছে, সেই রেকর্ড পড়তে না দিয়ে এই অপদার্থরা মনে করেন দেশের বৈপ্লবিক মনোভাব বন্ধ করে দেবেন অথচ আমাদের ধাপ্পা দিয়ে সেদিন বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, স্কলার যাঁরা তাঁদের এই সুযোগ দেওয়া হয়। সমস্ত দিক থেকে আমি এই বাজেট সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছি—এতে শিক্ষার প্রসার হবে না।

[7—7-10 p.m.]

Sj. Haripada Chatterjee:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমার যে কাট-মোশান ছিল সেটা সম্বন্ধে ডাঃ অতীন বসু মহাশয় বিস্তারিতভাবে বলেছেন। আমি তাকে সমর্থন জানাব এবং দু' চারটি কথা সে সম্বন্ধে বলব, পলিসি এবং ম্যাটারের আনুষঙ্গিক ঐ রকম পলিসি যা চলছে, তার সম্বন্ধে বলব।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী এখানে উপস্থিত থাকলে খুশি হতাম। কেননা সব ব্যাপার ত তিনিই করছেন। বাংলাদেশে এই শিক্ষার ক্ষেত্রে অনাচার, অবিচার এবং স্বেচ্ছাচারিতা যা এসেছে, তা থেকে আমাদের দেশকে বাঁচাবার জন্য তাঁর কাছে আমার আবেদন ভালভাবে জানাতাম। মূল কথা হচ্ছে তিনিই আজ শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীকে ঐ পদে বসিয়েছেন এবং যত কিছু কাজ তাঁর দ্বারাই ঘটছে। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় মূখ, চুপচাপ ওখানে বসে আছেন। অবশ্য তাঁকে নিন্দা করতে চাই না, তাঁর কোন দোষ নাই। তিনি অতি ভাল মানুষ। কিন্তু এই শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীকে তিনি এ'টে উঠতে পারছেন না। সূর্যের তাপের চেয়ে বালির তাপ বেশি। সূর্যের তাপ অর্থাৎ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের তাপ বরং সহ্য করা যায়; কিন্তু সূর্যের তাপে তপ্ত বালুর তাপ মোটেই সহ্য করা যায় না। সেইরূপ বালুরূপ এই সেক্রেটারীর তাপ অসহ্য। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন বিবাদ নাই। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা নীতির সঙ্গে আমার ঘোরতর বিবাদ। তিনি কি করছেন দেখাই একটা একটা করে। আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল নিয়োগের ব্যাপারে তিনি কি করেছেন দেখুন। সেণ্ট্রাল কলেজ যেটা আগে ইসলামিয়া কলেজ ছিল, সেই কলেজের প্রিন্সিপাল নিয়োগের ব্যাপারে এবং কুচবিহার কলেজের প্রিন্সিপাল নিয়োগের ব্যাপারে কি করেছেন দেখাই। ইচ্ছামত সর্বত্র সিনিয়র অফিসারদের সুপারসিড করা হয়েছে। ফলে সমস্ত সিনিয়র সার্ভিসের প্রফেসারদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাজগতে এই রকমভাবে অন্যায়, অনাচার স্বেচ্ছাচারিতা ও নেপোটিজম যাকে বলে, সেই সব যদি চলে, তাহলে সে দেশে আর যা কিছু চলুক, শিক্ষাজীবন চলতে পারে না। এই সম্পর্কে এই ঘটনাটা দেখুন, আমি ইংরেজীতে পড়ে শোনাচ্ছি—

In 1939 a certain gentleman was appointed as Professor of English to the Bengal Junior Service ... on a contract basis as such he is not entitled to any higher post in the cadre of Senior Educational Service. On August 15, 1947 when the Islamia College area was regarded as unsafe for any Hindu, he was put in charge of the Islamia College—now known as Central College......he was not considered satisfactory and he was not confirmed as Principal for 8 long years but when it came to be known that the Principalship of the Presidency College would shortly fall vacant he was confirmed as Principal, Central College......Almost immediately after this he was appointed substantively to the Principalship of the Presidency College on October 1, 1955, although the permanent incumbent of the post was due to retire in December of that year.

যদিও ঐ পার্মানেন্ট ইনকাম্বেন্ট অব দি পোস্ট সেই বছরের ডিসেম্বরে রিটায়ার করবেন, কিন্তু তাঁর রিটায়ার করবার আগে তাঁর প্রিয় ভদ্রলোককে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপালের পদে সাবস্ট্যান্টিভলি অ্যাপয়েন্ট করলেন, ক্যাডার অব সিনিয়র সার্ভিস লোকদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। এটা ডেলিবারেটলি করা হয়েছে। তাই আমার চার্জ এগেনস্ট দি প্রেজেণ্ট সেক্রেটারী—তিনি ডেলিবারেটলি এইসব করছেন উপযুক্ত সিনিয়র সার্ভিসএর লোকদের সাট আউট করার জন্য। একজনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি তিনি সুযোগ্য ব্যক্তি, তাঁর নাম করব না। নাম করলে আপনারা ভিকটিমাইজ করেন। সেই সমস্ত সুযোগ্য লোক যাতে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল না হতে পারে তাই সেক্রেটারী মতলব করে এইরূপ করেছেন। সেক্রেটারীর প্রিয়

ব্যক্তিটি ৮ বছর ধরে রইলেন কন্ট্রাক্ট সার্ভিসে। ক্যাডার অব সিনিয়র সার্ভিসএর লোক ছাড়া ঐ প্রিন্সিপালের পদে কেউ আসতে পারে না। ওঁকে তিনি সাত তাড়াতাড়ি সাবস্ট্যান্টিভ পোস্ট দিয়ে পার্মানেন্ট করলেন। কন্ট্রাক্ট সার্ভিসের লোককে সিনিয়র সার্ভিস লোকদের উপরে এইরূপ-ভাবে বসান খুবই অন্যায়, তথাপি তিনি ইসলামিয়া কলেজে ছিলেন, তাড়াতাড়ি তাঁকে নিয়ে এলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে।

তারপর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে--

whenever a Principalship of a Government college in the mofussil falls vacant the members of the Senior Education Service are very often asked if they are willing to be considered . .. such innocuous enquiry carry with it no suggestion that refusal in such cases may be considered detrimental to later promotion.

অবশ্য ঐ মামুলীভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়--তিনি যেতে চান কিনা মফঃস্বলে।

At least it did not stand in the way of the out-going Principal of the Presidency College superseding persons who are senior to him The out-going Principal Shri J. P. Sen Gupta is the cousin of the present Secretary.

নিজে যখন ব্রিলিয়েন্ট সেক্রেটারী, তাঁর কাজিনএর কি ব্রিলিয়েন্স কম থাকতে পারে? কখনও তা থাকতে পারে না।

He also declined to move outside Calcutta but this did not prevent him from superseding Professor Susobhan Sarker and Shri K. D. Ghose.

এখানে পি. এস. সি, সম্বন্ধে কিছু বলব। এই পাবলিক সার্ভিস কমিশন তো তাঁদের পকেট ব্যুরো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের পকেট ব্যুরো বলেই তাদের আত্মীয়স্বজন কি আছে না আছে, দেখে ইচ্ছামত বিজ্ঞাপন দেন, কিভাবে উপযুক্ত প্রার্থীকে সাট আউট করতে পারেন তা দেখেন এবং সেইমত বিজ্ঞাপন দেন। প্রফেসর জে. পি. মিত্রকে ডেলিবারেটলি সাট আউট করা হচ্ছে। সেই ভদ্রলোকের অপরাধ, তিনি এই ব্রিলিয়েন্ট সেক্রেটারীর সংগে চাইল্ডস সাইকোলজি নিয়ে ডিসকাশন করেছিলেন, তর্ক করেছিলেন, সেই তর্কে এই ব্রিলিয়েন্ট সেক্রেটারীর মূর্খতা প্রমাণ হয়েছিল। সে কথা সেক্রেটারী এখনও ভুলতে পারেন নাই। কাজেই ১৪ হাজার টাকা যার পেছনে সরকার খরচ করেছেন তাঁকেও তিনি ছাড়বেন না। চার বার সিলেকশন কমিটিতে এই সেক্রেটারী ছিলেন। চার বারই তিনি শ্রী জে. পি. মিত্রর কেস টার্ন ডাউন করেছেন। এই পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাঁদের পকেট ব্যুরো কোম্পানী হয়েছে। এই আমাদের স্বাধীন দেশ। এই পি. এস. সি, মারফৎ যখন যা দরকার তাই তাঁরা করেন। একটা দৃষ্টান্ত দেই। আমাদের মোগল বাদশাহ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একজন পেয়ারের সেক্রেটারী আছেন। তার নাম করতে চাই না। তার সংগে আমার গোলমাল বা ঝগড়া কিছু নাই। তিনি সাবডেপুটী ক্যাডারের লোক তিনি বুঝতে পেরেছেন চাকা ঘুরে যাচ্ছে। ডাঃ রায়ের হাতে ক্ষমতা বেশি দিন নাও থাকতে পারে। তিনি ডাঃ রায়কে ধরে বসলেন তাঁকে ডেপুটী করে দিতে হবে। সাবডেপুটী, তাকে ডেপুটী করে দিতে হবে। আইনে আছে ১০ বছর সাবডেপুটীর চাকরি না হলে ডেপুটী হতে পারে না। কিন্তু ভক্তবৎসল, বাঞ্ছাকল্পতরু, সাহেন শাহ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সে রুল বদলে দশ বছরের জায়গায় ছয় বছর করে দিলেন এবং করে দিয়ে সেটা পাঠালেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে। এই পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাঁর বশংবদ। কাজেই সেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান তাঁকে ফোন করে বললেন অমুক বসুকে ডেপুটী করে দিলাম আপনার কথামত। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিজে এই টেলিফোন করছেন! তিনি অস্বীকার করুন এখানে যে আমার সব কথা বাজে। উনি ডেকে পাঠালেন তাকে অর্থাৎ তাঁর সেক্রেটারীকে বললেন, "ওহে, এস. এস. শোন, আশু তোমার ওটা করে দিয়েছে এইমাত্র টেলিফোনে খবর দিল।" পি.এস.সি.র চেয়ারম্যান টেলিফোনে মন্ত্রীকে এই শুভ খবর দিচ্ছেন। এই রকম পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এঁদের ফরমাস মত পি এস. সি. কাজ করেন। পি. এস. সি.র চেয়ারম্যান এডুকেশন সেক্রেটারীর ভগ্নীপতি।

Recently a vacancy occurred in the Principalship of the Cooch Behar College. In this connection the P.S.C. was asked to interview 7 members of the

Provincial Educational Service. Some of these gentlemen declined the interview because they did not want to go to Cooch Behar. The P.S.C. recommended two names, the first nominee was appointed as Principal, Cooch Behar College, but the second nominee got a far more coveted post of the Principal, Central College, Calcutta. He was given thus preference not only over his first nominee but also over about two dozen gentlemen in the Senior Educational Service, some of whom had to their credit long experience as Principals of Government colleges.

আমাদের এডুকেশনাল বিভাগের দেবতাদের চলন, বলন সব ভিন্ন রকমের।

Mistyrious are the ways of gods of our Education Department.

[7-10—7-20 p m.]

সভাপাল মহাশয়! আমি অতঃপর মিঃ মিত্র সম্বন্ধে একটা আবেদন করছি। এই কেসটা ছিল আমার এই কাট-মোশানে সে সম্বন্ধে বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। আমি বলছি বলে কাকেও ভিকটিমাইজ করবেন না। আর শুধু আমি নই কংগ্রেসের সুযোগ্য সদস্য এবং আমি নাম নাই করলাম তিনিই এই মিঃ মিত্র সম্বন্ধে আমাদের এডুকেশন মিনিস্টারকে লিখে জানিয়েছিলেন (জনৈক সদস্যঃ নামটা বলে ফেলুন) নাম বললেই বা কি? শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, এম. এল. এ. তাঁকে জানিয়েছিলেন। জে. পি. মিত্রের উপর যে অবিচার হয়েছে তা শিক্ষামন্ত্রী বুঝেছেন, কিন্তু তিনি এডুকেশন সেক্রেটারীকে এঁটে উঠতে পারছেন না। আমাদের এডুকেশন মিনিস্টার বড়, না, এডুকেশন সেক্রেটারী বড় তা বুঝতে পারি না। সূর্যের তাপ সহ্য হয়, কিন্তু সূর্য তাপে উত্তপ্ত বালির তাপ সহ্য হয় না। ডাঃ রায়রূপ সূর্যের তাপে এই এডুকেশন সেক্রেটারী-রূপ বালি তেতেছে বেশী। এডুকেশন মন্ত্রী একে এঁটে উঠতে পারছেন না। এডুকেশন মন্ত্রীর কথা ইনি গ্রাহ্য করেন না। এর দাওয়াই একমাত্র ডাঃ রায়। দেখলাম ডাঃ রায়ই সব রকমের ডাক্তার, তিনি যদি অনাচার কিছু করেন, কিন্তু বিচার যদি করতে হয় তাহলে তিনিই করতে পারেন, আর কেউ পারেন না। কারণ এডুকেশন সেক্রেটারীকে তিনি ছাড়া কেউ ধমকাতে পারেন না। আমি ডাঃ রায়কে একটা কেস দিয়েছিলাম; ৩ জন শিক্ষয়িত্রীকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, ১০-১২ বৎসরের সার্ভিস সে অনেক ইতিহাস, এখানে বলতে চাই না। ডাঃ রায় ব্যাপার কি জানতে চাইলেন। এডুকেশন সেক্রেটারী একটি স্লিপ পাঠিয়ে জানালেন সিলেকশন কমিটি তাদের কেস রিজেক্ট করেছে। সিলেকশন কমিটি তাদের ২ ৩ মিনিটের জন্য ইন্টারভিউ করেছে। অথচ ওদের স্কুলের হেড মিস্ট্রেস যেখানে এরা বহু বৎসর কাজ করেছে তিনি বার বার তাঁদের সম্বন্ধে লিখছেন যে তারা রেফিউজী এবং এঁরা খুব কোয়ালিফাইড। তারপরে ডাঃ রায় ফাইল চেয়েছিলেন, তখন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল। আর সত্য কথা বলতে কি ডাঃ রায় অনেক সময় মরা মানুষ বাঁচাতে পারেন, যাকে ৬ মাস ডিসমিস করা হয়েছিল তাকেও আবার রেস্টোর করেছেন। তিনি এ কথা ঘরে বসে শুনছেন, তা শুনুন, তাঁর শোনা উচিত। তিনি ফাইনান্স মিনিস্টার, তিনি অন্ততঃ মিঃ মিত্র সম্বন্ধে, যাঁর কথা অতীনবাবু বলেছেন তাঁর সম্বন্ধে বিচার করুন। তা নাহলে এই ব্রিলিয়েন্ট এডুকেশন সেক্রেটারী এই ভদ্রলোককে শেষ করবে ঠিক করেছে। তিনি আর ১৩০ পাউন্ড পেলে লণ্ডনের ডক্টরেট নিয়ে আসতে পারতেন। প্রফেসর ফ্লেমিংএর কেস রিকমেন্ড করে পশ্চিমবাংলা সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এডুকেশন সেক্রেটারী এর কেস সেবোটেজ করেছেন। আমাদের ব্রিলিয়েন্ট সেক্রেটারী বেশি কোয়ালিফাইড লোক পছন্দ করেন না। মিঃ মিত্রের দু বৎসরের খরচ পাবার কথা কিন্তু তিনি এক বৎসর ৮ মাসের মধ্যেই সেখানে থেকে এম. এ. টি. এডুকেশন হয়েছেন। অর্থাৎ সরকারের দেয় ৪ মাসের টাকা বাঁচিয়েছেন। তিনি যদি কিছু সময় পেতেন এবং তাঁর প্রার্থিত ১৩০ পাউন্ড পেতেন তাহলে সেখানে ৫ বৎসরের কোর্স যে ডক্টরেট, অল্প সময়েই সেই ডক্টরেট নিয়ে আসতেন। এতে আমরা একজন লণ্ডনের ডক্টরেট পেতাম। যা পেতে হলে অন্যের পেছনে ৫ বৎসর টাকা খরচ করতে হবে। কিন্তু ইনি ডক্টরেট পান এডুকেশন সেক্রেটারী তা পছন্দ করেন না। গালিভার্স ট্রাভেলএ ব্রবডিংনাগএর ডোয়ার্ফএর গালিভারের প্রতি যে মনোভাব ছিল মিঃ মিত্রর প্রতি আমাদের এডুকেশন সেক্রেটারীর সেই মনোভাব। আমাদের ব্রিলিয়ান্ট সেক্রেটারী আর কোন উপযুক্ত লোককে মাথা তুলতে দেবেন না, সকলকে ঘৃণা করেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি তিনি এর বিচার করুন।

Sj. Syamapada Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এডুকেশন সম্বন্ধে দু'চার কথা আলোচনা করতে চাই।

প্রথম নম্বর কথা হচ্ছে এখানে যেসমস্ত আলোচনা হচ্ছে তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে যা খরচ করা হবে সে খরচ প্রত্যেক বছরে বেড়ে যাচ্ছে। যা ধরা ছিল আর বারে, তার চেয়ে বেশি ধরা হয়েছে এবারে। এই যে টাকাটা খরচ করা হচ্ছে এত খালি একটা জিনিসে নয়, প্রাইমারী এডুকেশন, সেকেন্ডারী এডুকেশন, হাইয়ার এডুকেশন সমস্তটাই বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং তা থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের যা আবশ্যক ছিল, প্রায় প্রতি গ্রামে একটা করে প্রাইমারী স্কুল হয়েছে। এবং খরচও সেই অনুপাতে বেড়েছে। ১৯৫১ সালে প্রাইমারী স্কুলের যা সংখ্যা ছিল, এই পাঁচ বছরের মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। তারপরে সেকেন্ডারী স্টেজেও এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ডারী স্কুলও প্রত্যেক জায়গায় বেড়েছে। এমন কি এখন থানায় থানায় পর্যন্ত সেকেন্ডারী স্কুল হচ্ছে, আর কতকগুলি হাই স্কুল সিনিয়র আপগ্রেডেড হয়েছে। এর দ্বারা আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার প্রসার বাড়ছে।

কলেজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই, আগে ৩ ৪টে জেলা মিলিয়ে একটা করে কলেজ ছিল, সেখানে আজ দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক জেলায় জেলায় ত বটেই এমন কি প্রায় প্রতি সাবডিভিশনে কলেজ হয়েছে। এ বিষয়ে গভর্নমেন্ট যা করছেন সেটা কম উল্লেখযোগ্য নয়। আর যা দেখতে পাচ্ছি, যেসমস্ত নূতন নূতন স্কীম আসছে তার মধ্যে মাল্টি-পার্পাস স্কুল দেখছি, তার মধ্যে কি অবস্থা হবে এর পরে বা কিভাবে কি দেওয়া হবে সে বিষয়ে আমাদের অনেকেরই শোনা আছে। আমরা ঠিক যে ভাল জানি তা নয়, এর মধ্য দিয়ে শিক্ষা হিসেবে যদি উপকার হয় তাহলে আমার মনে হয় এ জিনিস ভালভাবে যাতে চালান হয় তার চেষ্টা করা উচিত। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একটা করে এই রকম মাল্টি-পার্পাস স্কুল হওয়া দরকার। এমন কি প্রত্যেক সাবডিভিশনে হওয়ার প্রয়োজন আছে। এ দিক থেকে, এই প্রচেষ্টা যাতে ভালভাবে চলে তার জন্য গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর স্কীম ফর দি এডুকেটেড আনএমপ্লয়েড এডুকেশন যা তাতে মনে হয় অনেক বেকার সমস্যার সমাধান ত হয়েইছে, তা ছাড়া প্রাইমারী শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য করা হয়েছে। যেসমস্ত জায়গায় প্রাইমারী স্কুল ছিল না সেই সমস্ত জায়গায় প্রাইমারী স্কুল হয়েছে। তবে একটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এই যেসব স্কুল হয়েছে তাতে স্থানাভাব অনেক সময় ঘটছে। এবং স্থানাভাবের জন্য স্কুল খুব ভালভাবে চালানর অসুবিধা হচ্ছে। সেইজন্য বাসস্থানে যদি স্কুল করেন তাহলে আমার মনে হয় ভাল হয়। তা ছাড়া প্রাইমারী স্কুল সম্পর্কে একটা কথা বলবার আছে, যেসমস্ত স্পেশাল কেডার টিচার তাঁদের প্রথমে বলা হয়েছিল, সোশাল সার্ভিস করতে হবে, কিন্তু সোশাল সার্ভিস তাঁদের দেবার আগে যে ট্রেনিং দেবার কথা ছিল সে ট্রেনিং এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। যদি উপযুক্তভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয় তাহলে সেই সমস্ত শিক্ষকেরা গ্রামে গিয়ে গঠনমূলক কাজ করতে পারবেন। এবং এ বিষয়ে গভর্নমেন্টকে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

আর, যে মাল্টি-পার্পাস স্কুল হচ্ছে তার সম্বন্ধে একটা কথা বলবার আছে। মাল্টি-পার্পাস স্কুলের জন্য অনেক সময় এমন স্থানে স্থান নির্বাচন করা হচ্ছে যেসমস্ত জায়গায় অধিকতর ছাত্র পড়বার সুযোগ পাবে না। আমি তাই বলছি প্রত্যেক জায়গায় এমন সব স্থান নির্বাচন করা হোক যেখানে অধিক সংখ্যক ছাত্র পড়তে পারবে বা অধিক ছাত্রের উপকার হবে। যেমন মুর্শিদাবাদ সম্বন্ধে বলছি যেসমস্ত স্থান নির্বাচিত হয়েছে তাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেটা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার, সেখানে কেন তার স্থান নির্বাচন হ'ল না বুঝতে পারি না। আশা করি গভর্নমেন্ট সেদিকে দৃষ্টি দেবেন।

তারপরে, স্কীম ফর আপগ্রেডেড হাই স্কুল, সে সম্বন্ধে আমি খুব বেশি জানি না, কাজেই সে সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে পারব না। তবে মনে হয় স্কুলে একটা বছর অতিরিক্ত পড়ায় ইন্টারমিডিয়েটের যে একটা ক্লাস কমে যাবে তাতে ছাত্রদের উপকার হবে। সেই হিসেবে আমি বলতে চাই যে, আমাদের এখানে যেসব ভাল ভাল স্কুল আছে, যেমন বেলডাঙ্গা হাই স্কুল, সেটাকে যদি আপগ্রেডেড করে ক্লাস ১১ পর্যন্ত করা হয় তাহলে তাদের পক্ষে মঙ্গল হবে।

তা ছাড়া, গভর্নমেন্ট আর যেসব জিনিস করছেন তার মধ্যে ফিজিক্যাল এডুকেশন দেবার একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সে খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেটা অত্যন্ত পর্যাপ্ত বলে আমার মনে হয়। যেসমস্ত জিমনাসিয়াম আছে তার জন্য যদি পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করা হয় সেটা কিছুই নয়। কারণ আমাদের যদি সুস্থ মন এবং সুস্থ শরীর নিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে এদিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

[7-20—7-30 p.m.]

এখানে আমার আর একটা কথা বলার আছে। সেটা হচ্ছে এডুকেশন অব দি ফিজিক্যালী হ্যান্ডিক্যাপ্ট-এই জিনিসটায় যে টাকা ধরা হয়েছে তা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত, এই টাকায় কিছুই করা যাবে না-৪০ হাজার টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে তাতে কিছুই হবে না। মুর্শিদাবাদে এই রকম ২-৩টি স্কুল আছে, সেখানে এখন পর্যন্ত কোন সাহায্য পাই নি। কেন সাহায্য পাচ্ছে না তা আমরা জানি না। যেমন কলিকাতায় ডেফ এ্যান্ড ডাম্ব স্কুল আছে এবং তারা যেভাবে কাজ করছে, এখানে এই বহরমপুরে সেইভাবে কাজ করছে, অথচ সাহায্য পাচ্ছে না। এই দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর প্রাইমারী এডুকেশন যেমন গ্রামে করা হয়েছে তেমনি মিউনিসিপাল এরিয়াতে কোন রকম প্রাইমারী এডুকেশনএর চেষ্টা করা হয় নি। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে আমি আবেদন করব যে, এদেরও যেন সাহায্য দেওয়া হয়। এবং তিনি যদি মিউনিসিপ্যালিটির দিকে দৃষ্টি রাখেন তাহলে শহরের ছাত্ররাও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

তা ছাড়া আর একটা কথা। আমার মনে হয় প্রত্যেক গ্রামে বা প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন করা হলে সেখানে এগ্রিকালচারই হোক বা যাই হোক সেখানে লোকাল যে আর্ট আছে বা সেখানে যে কাঁচা মাল পাওয়া যায়, সেই জিনিসের উপর জোর দিয়ে করলে ভাল হয়। আমি সেইজন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনএর ব্যবস্থা করবার জন্য বলছি। এবং এর দ্বারা আমাদের পক্ষে স্মল স্কেল এ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ চালু করতে আরও সুবিধা হবে।

Sj. Janardan Sahu:

মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে প্রথমেই হাউসএর নিকট আবেদন করছি কবির ভাষায়

"জেগেছ জেগেছ যদি জেগেছ এবার
জনম ভূমির প্রতি চাহ একবার।"

শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতির মেরুদণ্ড, জ্ঞানবৃক্ষ। সেই শিক্ষার মধ্যে যদি কোন প্রকার খারাপ কিছু হয় তবে জাতি নষ্ট হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। শিক্ষাকে পবিত্র রাখতে হবে। তার চেষ্টা করা দরকার। আজ যে শিক্ষা চলেছে তা এখানে অন্তর থেকে খুলে বলতে হচ্ছে এবং এর জন্য আপনার মাধ্যমে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমাদের শিক্ষা হচ্ছে লক্ষ্যহীন, ধর্মহীন ও কর্মহীন। আজকে দলে দলে ছেলেরা স্কুল কলেজে পড়ছে। তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলে যে, চাকরী করব। চাকরী যদি না পায় তবে কি করবে জানে না। এইজন্য আমাদের শিক্ষা হচ্ছে লক্ষ্যহীন। তারপর আমাদের যে শিক্ষা চলেছে, সেটা পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণে চলেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এই অনুকরণের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যে ভাল জিনিস আছে সেটা আমরা গ্রহণ করি না। পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিতর অনেক ভাল জিনিস লক্ষ্য করার আছে। লেখাপড়া বাদেও নানা রকম ভাল জিনিস আছে যাতে ছেলেরা স্বাবলম্বী হতে পারে এবং শ্রমের মর্যাদা দিতে পারে। কিন্তু আমাদের যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাতে কাজের গোলামী ছাড়া আর কোন শিক্ষা দেয় না। আমরা মুখেই বলি

হও ধরমেতে ধীর,
হও করমেতে বীর,
হও উন্নত শির,
নাহি ভয়।

আমরা মুখেই শুধু এই কথা বলি কিন্তু কাজে করি বিপরীত। শ্রম বা কর্মের সঙ্গে এর কোন সংযোগ নেই। আমাদের শিক্ষার মধ্যে শুধু গোলামী করব এই মনোভাব গড়ে উঠে। আমাদের চাকুরী ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ধর্মের সম্বন্ধেও বলতে গেলে চোখের সামনে দেখছি আমাদের মহাত্মা গান্ধী তিনি প্রার্থনা করে বা ঐশীশক্তির প্রভাবের উপর নির্ভর করে সফলতা লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া আমরা দেখেছি আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার কয়েক মাস পূর্বে রাষ্ট্রসংঘের বিশ্বশান্তি সভায় প্রেসিডেন্ট পদে বৃত হয়ে স্বদেশ থেকে যাত্রা করবার সময় প্রেয়ার করে শেষ হলেন। কিন্তু আমরা কি করছি। ভারতের কৃষ্টি আমরা ভুলে গিয়েছি--

অহং দেবো নচান্যোঽহস্মি
ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং
নিত্যমুক্তস্বভাবজ্ঞানঃ।

আমাদের দেশের শিক্ষায় ধর্মের কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। সেকুলার স্টেট বলে এখানে কোন ধর্মের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। শুধু আছে পাস করার মুক্তি না প্রকৃত মুক্তিলাভের বদলে চাকুরী, গোলামগিরির জন্য আত্মবিক্রয় করা। মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা করে সফলতা লাভ করেছিলেন, আইজেনহাওয়ার প্রার্থনা করে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু আমাদের শিক্ষা ধর্মহীন লক্ষ্যহীন। আমাদের এখানে অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করতে হবে যে কি করে আমরা ছেলেদের শিক্ষিত করে তুলতে পারি। বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি দুর্নীতিপূর্ণ এবং ছাত্রদের শিক্ষা নানাভাবে বিপর্যস্ত করছেন। এবং এজন্য বহুল পরিমাণে দায়ী রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক আন্দোলন। ইংরাজ বিতাড়নের সময় দেশের ভাবী বংশধর, স্কুল কলেজের সুশান্ত ছাত্রছাত্রীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল দেশ স্বাধীন হলে প্রকৃত ভাল শিক্ষা হবে। কিন্তু স্বাধীনতার পর বিভ্রান্ত রাজনৈতিক দল যে ডালে তারা আশ্রয় নেবে সেই ডালই কাটছে। যে বংশধরদের জন্য তারা এত চেষ্টা, এত যত্ন করেছে, আজ নিজেদের আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি হীন স্বার্থের জন্য সেই বংশধরদের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত করে প্রকৃত শিক্ষার এবং গঠনমূলক কর্মে উন্মনা করছে। এখানে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল, বহুদিন আগে রাজসাহী কলেজে লীগ মন্ত্রীদের আমলে যখন হিন্দু হোস্টেলে মুসলমান ছেলেদের থাকবার নির্দেশ দেওয়া হল, তখন হক সাহেব ছেলেদের প্রাইভেট টেলিগ্রাম করলেন যে তোমাদের ভয় নাই, তোমাদের পিছে আমরা আছি। এখনও কোন কোন বিদ্যালয়ে এই রকম দুর্নীতির সমর্থন চলছে। রাজনৈতিক দলের উস্কানির ফলে দুর্নীতি বেড়ে যাচ্ছে।

তারপর আমরা দেখছি যে, আগে যেখানে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা এই খাতে ব্যয়িত হত এখন সেখানে ৯ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু যেভাবে এই টাকা ব্যয় হচ্ছে তাতে আমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। কোন কাজ হচ্ছে না। আজকাল শিক্ষার মধ্যে দুর্নীতি বেড়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক স্কুলে এক-একটি শিক্ষকের জন্য ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষাদানে শিক্ষকরা উদাসীন। তারপর "কিশলয়" বৎসরের ৫-৬ মাস পর্যন্ত কোন বিদ্যালয়ে এটা আবশ্যক-মত পাওয়া যায় না। সরকার রাষ্ট্র চালান, কিন্তু শুধু এই বইটি দিতে পারেন না। জাতি চরম উন্নতিলাভ করতে কখনই পারবে না যদি ছাত্ররা তন্ময় হয়ে শিক্ষালাভ না করে। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। সাফল্যের জন্য তন্ময়তা দরকার। পরমহংসদেব যিনি জীবনে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তিনি ভাবোন্মাদে তন্ময় হয়ে মায়ের পায়ে ফুল না দিয়ে নিজের মাথায় ফুল দিয়েছিলেন।

[7-30—7-40 p.m.]

জে. সি. বোস বাংলার রত্ন জে. সি. বোস, তিনি একদিন ফিজিও বোটানির এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন, তখনকার গভর্নর তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। আমরা ৩টা কলেজের ফোর্থ-ইয়ার বি এ, বি.এস-সি, ক্লাসের ছাত্র ছিলাম সিটি, মেট্রোপলিটন আর স্কটিশ চার্চ কলেজ। ফিজিও-বোটানিতে গাছ যন্ত্রণা ভোগ করে, কি রকম গাছ বাড়ে সেই সমস্ত দেখিয়েছিলেন। তারপর

তিনি বললেন আমি যে এক্সপেরিমেন্ট করছি আমি এর কিছুই জানি না, সমস্তই সেই লেডী বোস জানেন। আমি কেবল চুপ করে বসে থাকি, বিভের হয়ে থাকি। আমাদের ছাত্রেরা কেন আই, এ, এস, প্রভৃতি পরীক্ষায় খারাপ করে? বিভিন্ন দলগুলি তাদের উচ্ছৃংখল করে দিচ্ছে। সেদিকে আমরা নজর দিচ্ছি না। আমরা করছি কি? আমরা যে ডালে বসব, যে ডালে আশ্রয় গ্রহণ করব সে ডালই কাটছি। আমরা যা কিছু বাড়িঘরদোর করছি সব কিছুই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য, আমরা তাদের মানুষ করব বলে, তার জন্য করছি অথচ তাদের উচ্ছৃংখল করে দিচ্ছে বিভিন্ন দল। শিক্ষা সম্বন্ধে এই অবস্থা হয়েছে। আবার, রাজনৈতিক দলগুলি কিভাবে খারাপ করছে—একদল চাচ্ছে স্বগর্বে শাসন করব, আর একদল চাচ্ছে বিরোধীতা করতে, তারা তাড়াতাড়ি করতে চায়। এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ লাগছে এবং এইজন্য ছেলেদের নিয়ে টানাটানি করছে। এই হচ্ছে রাজনীতি। ইংরাজ সমাজ ৩-৪শো বছর আগে যখন খারাপ ছিল, এডিশন তখন ইংরাজ সমাজকে ভাল করেছিলেন। তখন তিনি কতকগুলি এসে লিখে, প্রবন্ধ লিখে প্রচার করেছিলেন। তখন ছিল লেখাপড়া শিখে ছেলেরা কি কাজ করবে। ইংরাজ সমাজ তাই ছিল। এডিশন্স এসেজ এ্যান্ড লেটার্স বলে বেরিয়েছিল। বর্তমান সময়ে অভিভাবকদের ধারণা ছেলেরা পড়াশুনা করবে, না এই সমস্ত কুলি মজুরের কাজ করবে। অভিভাবকদের ধারণা লেখাপড়া শিখে কুলি মজুরের কাজ কে করবে। অভিভাবকদের মধ্যে আজ আভিজাত্যবোধ জেগেছে, এ আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন। আমি ভাল ভাল লোকের কাছ থেকে এটা শুনেছি। একজন এ, ডি, পি, আই-এর কাছ থেকে আমি শুনেছি। এই আভিজাত্যই আমাদের সর্বনাশ করেছে। আমাদের পল্লীগ্রামের লোকেরা বলে পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট বেশ সুন্দর, এটায় কোন গলদ নেই কিন্তু সেখানে এখন দুর্নীতির জন্য সকলেই অস্থির হয়ে পড়েছে। আমি একটি স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষককে নিলাম কিন্তু তিনি ফাঁকি দিতে আরম্ভ করলেন। তারপর আর একজন এলেন, ১০ দিন না কদিন পরে তিনি জয়েন করতে চাচ্ছিলেন, বললেন তখন ভর্তি হতে পারব না, তিনি চলে গেলেন। স্কুলের নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে, তিনি বললেন পারব না, চলে গেলেন। এই তাঁর মনোবৃত্তি। তাঁদের কাছ থেকে ছেলেরা কি শিখছে? ঘড়ি, ভাল জামাজুতা ইত্যাদি তাদের এখন আদর্শ হচ্ছে। শিক্ষা কি হচ্ছে জানি না। হঠাৎ স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে, পড়াতে পারে কখনও? আই, এ, পাস করেছে, ম্যাট্রিক পাস করেছে অ, আ, ক, খ, গ, ঘ পড়াবে, হয় কখনও, তা হয় না।

তারপরে সেকেন্ডারী স্কুলের দুর্নীতির কথা বলি। আগে ছিল যে ৩ জন করে গ্র্যাজুয়েট হলেই স্কুল চলবে, একটা ফিক্সড গ্রান্ট ইন-এইড ছিল। সেই টাকা দিয়ে যে কোন রকমভাবে তাঁরা চালাতেন। এখন ভাল ভাল এম, এ, বি-টি, বি, এ, বি-টি, শিক্ষক আনতে হবে, তাদের ভাল ভাল বেতন দিতে হবে, তাহলে শিক্ষা ভাল হবে। বেতন দুই রকমে আদায় হয়। কলকাতার কাছাকাছি স্কুলে ফিক্সড রেট ৬ টাকা থেকে ক্লাস টেনএ কিন্তু অন্য স্কুলে ৬ টাকার বেশি দিয়েও সিট পাওয়া যায় না। মফঃস্বলে উল্টো শতকরা ২০ জন ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পায় কিন্তু পাড়াগাঁয়ে গরিব ছাত্র এত বেশি যে সেখানে শতকরা ৪০।৫০টা গিয়ে দাঁড়ায়। তখন তারা গ্রান্ট দেবে না শতকরা ২০এর বেশি। তখন দুর্নীতি চালায়। আমি চ্যালেঞ্জ করছি পল্লীগ্রামে হাই স্কুলে এই রকম হচ্ছে। যদি ও কথা বলতে যাই বলবে তোমার জন্য স্কুলটা উঠে গেল, আমরা সাহায্য পাব না। এইভাবে দুর্নীতি চলেছে। তারপর ছেলেরা পাস করে চাকুরী পাবে না। ১।১ জন হয়ত যারা ফার্স্ট, সেকেন্ড হয় তারা হয়ত একটু ভাল চাকরী পাবে। তারপরে আবার শিক্ষকেরাও ভাল করে পড়ান না। কাজেই ছেলেদের ভাল করে লেখাপড়া হয় না। যখন ইন্সপেক্টর এলেন তিনি দেখলেন ভাল ভাল এম, এ, বি টি, বি, এ, বি টি সব টিচার রয়েছে তিনি কিছু না দেখেই অল রাইট বলে রেকর্ড দেখে চলে গেলেন। তারপরে যাঁরা পড়ান তাঁদের সময়মত রেমুনারেশন দেওয়া হয় না এই রকম চলেছে।

[At this stage the blue light was lit.]

আমি আর ৫ মিনিট সময় নেব স্যার। ফিক্সড রেসিয়ে গ্রান্ট হল। গভর্নমেন্ট করলেন কি? অতীনবাবু বলে গেছেন ৩৫ টাকা ডিয়ারনেস এ্যালাউয়েন্স দেবার কথা, ১৭॥০ টাকা স্কুল দিতে পারে নি, মফঃস্বলের স্কুলগুলি দিতে পাচ্ছে না, তখন তাঁরা বললেন হবে না। এইজন্য খাতায় ফল্স একাউন্ট চলছে।

তারপর আপনারা এম. এড. পড়াচ্ছেন। আমার একজন ছাত্র এম. এড. পাস করে এল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা, বল ত পাড়াগাঁয়ের স্কুল চালাতে পারবে? সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলল, আমি যতদূর দেখেছি পাড়াগাঁয়ের স্কুল চালাতে পারব না। কোথায় চালাবে? শহরের বড় বড় স্কুলে। আমার ছাত্র বলেছে আমি পারব না। এম. এড হয়ে বসে আছে। বাপ, মা টাকা দিচ্ছেন পড়ানর জন্য অথচ পড়ান হচ্ছে না। তারপরে তারা কর্ম করে না। এখানে আমি তাড়াতাড়ি কয়েকটা কথা বলে যাচ্ছি--তাদের কর্মব্যস্ত করতে হবে. প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কর্মী গঠনের কারখানা করতে হবে ব্যাপকভাবে। সমস্ত রাজনৈতিক দল যদি এক না হয়, অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে, তাহলে দেখবেন শিক্ষা কখনও হবে না। দেশ খারাপ হয়ে যাবে। আমি একদিন একটা উপদেশ পেয়েছিলাম আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এডুকেশন সেক্রেটারী ডক্টর ডি. এম. সেন মহাশয়কে। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি নিজের মন থেকে বলে যাব, আমি কিছুতেই ছেলেদের কর্মব্যস্ত করাতে পাচ্ছি না। তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন যে, দেখুন, নীচের ক্লাস থেকে ভালভাবে তাদের যদি পড়িয়ে আনতে পারেন তাহলে সে ছেলে উপযুক্ত ছেলে হবে। তখন তার কাজের জন্য অভিভাবকও আপত্তি করবে না, ছেলেও আপত্তি করবে না। আমি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি তাতে ভালই হবে। আর একটা উপদেশ শুনলাম এডুকেশন সেক্রেটারীর কাছ থেকে চীফ ইন্সপেক্টর, সেকেন্ডারী এডুকেশন, কিছুদিন আগে বলেছিলেন, দেখুন প্রাণপণে এক-একটা এডুকেশন সোসাইটী করুন, অর্থাৎ সেই স্কুলের চারিধারে কতকগুলি স্কুল এমনভাবে করতে হবে যাতে কাজ হবে। আমি চিন্তা করেছি মনে হচ্ছে যেন তাতে কাজ হবে, কিন্তু ব্যাপক আন্দোলনের দরকার। এই দেশে এইভাবে যে শিক্ষিত বেকার সমস্যা চলেছে, সেই বেকার সমস্যা থামাতে হলে এবং দেশের যদি কল্যাণ করতে হয়, তাহলে এটুকু আশার মধ্যে হোপিং এগেনস্ট হোপ আমি এটা দেখতে পাচ্ছি। এটা করা উচিত। আর আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, দেখুন স্কুলের জন্য কিছু জায়গা চেয়েছিলাম, কিন্তু জমি জায়গা দেওয়া হয় নি। ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন বিল পাস হয়ে গেল। আমি বলছি, উত্তর প্রদেশ ১৯৫৫-৫৬ সালে কৃষি শিক্ষার জন্য ৬১ লক্ষ ৯৬ হাজার ১শো টাকা ব্যয় করেছিল এবং ৫০০ হাই স্কুলে গরু আর লাঙ্গল দিয়েছিল আর ৩ হাজার ২শো স্কুলে এই স্কীম চালাচ্ছে, আর যে ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়েছিল সেটা ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়েছিল।

[7-40—7-50 p.m.]

উত্তর প্রদেশে ১৯৫৫-৫৬ সালে কৃষি শিক্ষার জন্য ৬৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮০০ টাকা ব্যয় করেছিল। তাদের বাজেটে যে বরাদ্দ টাকা খরচ হয় নি সেই টাকাটা কৃষি উন্নতির জন্য তারা খরচ করেছিল। কিন্তু সেই জায়গায় আমাদের দেশের অবস্থা কি? সেইজন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করব যে, আমাদের দেশের কৃষিপ্রধান অঞ্চলে যাহাতে ছাত্রেরা স্বাবলম্বী হতে পারে তার ব্যবস্থা করুন।

Sj. Subodh Chandra Maity:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা আমি সমর্থন করি। আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্য অতীন বাবু মেদিনীপুরের স্কুল বোর্ড সম্বন্ধে দুই-চারিটি মন্তব্য করেছেন সেই সম্বন্ধেই আমি প্রথমে জবাব দিতে চাই। আমরা জানি অতীন বাবু অতি পন্ডিত লোক। তিনি যদি এডুকেশন পলিসি সম্বন্ধে কিছু বলেন, তাহলে আমাদের ধীর মস্তিষ্কে তা শোনা উচিত। কিন্তু যখন তিনি তাঁর স্বদলীয় কোন সদস্যের কাছ থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস এই হাউসে পরিবেশন করেন, তখন সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস যেমন সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে বিক্রি হয়, এও তেমনি বলে মনে করা উচিত।

প্রথমেই আমি বলব, তিনি বলেছেন ঝাড়গ্রাম ইলেকশনএর সময় স্কুল বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নাকি সার্কুলার দিয়েছিলেন টিচার্স'রা যেন কংগ্রেস ক্যান্ডিডেটএর হয়ে ক্যানভাস করে, এটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, এই রকম কোন সার্কুলার দেওয়া হয় নি। তিনি বলেছেন স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট চারু বাবু এই সার্কুলার দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসএর জেনারেল সেক্রেটারী শ্রদ্ধেয় নিকুঞ্জ বাবু সার্কুলার দিয়েছিলেন যাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থসংগ্রহ করা হয়।

[ডিস্টার্বেন্স ফ্রম দি অপোজিশন বেঞ্চেস] একটা-দুটো কপি নয়, আট লক্ষ কপি ছাপান হয়েছিল এবং সমস্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার সমস্ত লোককে যেমন দেওয়া হয়েছিল, তেমনি শিক্ষক, ডাক্তার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধ্যেও দেওয়া হয়েছিল। এবং আমি আজকে এখানে বলব শিক্ষকদের রাজনীতিতে যোগদান করতে কোন বাধা নাই। আজকে মেদিনীপুর জেলার স্কুল বোর্ডগুলি যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে বেশির ভাগ শিক্ষকদের তাদের সভাপতির উপর পূর্ণ আস্থা আছে। এবং আমি আজকে এ কথা জোর করে বলতে পারি যে, সমস্ত শিক্ষকদের যদি প্লিবিসাইট নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে বর্তমান স্কুল বোর্ডএর পলিসি তারা সমর্থন করেন এবং বিপক্ষ দল যে আজকে এত চেঁচামেচি করছেন তাতে তাঁদের দুচারজন শিক্ষক ছাড়া আর কেউ সমর্থন করে না। তারপর, আরেকটি অভিযোগ করেছেন যে, রাধারমণ পালকে ট্রান্সফার করা হয় এই অজুহাতে যে, তিনি নাকি এ্যাণ্টি-মার্জার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। আমি বিরোধী পক্ষকে জিজ্ঞাসা করতে চাই তাঁরা কি গ্রামেও এই এ্যাণ্টি-মার্জার আন্দোলন করছেন? [ডিস্টার্বেন্স] তারপর, আরেকটি অভিযোগ করেছেন কাজোয়ার এক-চতুর্থাংশ মাইলের মধ্যে আরেকটি স্কুল করা হয়েছে ঐ স্কুলটিকে নষ্ট করার জন্য। আমি অতীন বাবুকে জানাতে চাই যে, তমলুক এবং কাঁথি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অত্যন্ত কম। কারণ, এই কাজোয়ার ½ মাইলের মধ্যে আরও দুটি স্কুল আছে এবং সেগুলি ভালভাবেই চলছে। সুতরাং তিনি যেসব ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন তাঁর মত বিদ্বান্ ব্যক্তির কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না। এবার আমি শিক্ষা সম্বন্ধে দুচারটি কথা আপনার মারফৎ মন্ত্রীমহাশয়কে জানাতে চাই। আমরা যদি ৫ বছরের ফিগার নিই তাহলেই দেখতে পাব, প্রাথমিক শিক্ষা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারপর সেকেন্ডারী এডুকেশনএ এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭১ হাজারে উঠেছে। এতেই বোঝা যায় শিক্ষাবিস্তার কিভাবে হচ্ছে এবং জনসাধারণ শিক্ষার জন্য কত আগ্রহশীল। আজকে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে স্কুল করা হচ্ছে, স্কুল ও কলেজের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বিরোধী পক্ষ বলছেন যে শিক্ষা সঙ্কুচিত করা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ অমূলক কথা। তারপর, আমি বলব আজকে স্পেশাল ক্যাডারএ যেসমস্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের জন্য যেন সত্বর ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা হয়, সেজন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি। কারণ, এরা ফ্রেস ফ্রম দি স্কুলস এ্যান্ড কলেজেস আসছেন, এঁদের জন্য ১৫ দিনের একটা সর্ট কোর্স ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা যাতে করেন সেদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরেকটা কথা বলতে চাই, যদিও প্রাইমারী শিক্ষকদের আগের চেয়ে মাইনা কিছু বেড়েছে তাহলেও তা যথেষ্ট নয়। কারণ, লিভিং ওয়েজও দেওয়া হয় না তাঁদের। যদি তাঁদের মাইনে উপযুক্ত রকম না দেওয়া হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ভাল ছাত্ররা কখনই শিক্ষা কার্যে ব্রতী হবে না। তারপর, "কিশলয়" সম্বন্ধে বিরোধী পক্ষ যা বলেছেন তাতে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত। এই "কিশলয়" যাতে ছাত্ররা সত্বরই পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। এদিক থেকে স্কুল ইন্সপেক্টরদের কাছে আগে থেকে বই পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়, কিম্বা আজকাল সব জায়গায় শিক্ষকদের সংস্থা আছে, তাদের কাছ থেকে ছাত্রদের কি পরিমাণ বই লাগবে সেটা যদি নভেম্বর মাসের মধ্যে জানতে পারা যায় তাহলে আপনারা ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বই পাঠিয়ে দিতে পারেন। মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমি একটা কথা বলতে চাই যে, মেয়েরা যাতে ছেলেদের সঙ্গে ফাইভ ও সিক্স ক্লাস পর্যন্ত একসঙ্গে পড়তে পারে, তার একটা ব্যবস্থা করা উচিত। বর্তমানে যে আইন কানুন আছে তাতে তা সম্ভব হয় না, কারণ, মেট্রন এবং লেডী টিচার না রাখলে এখন পড়ান সম্ভব হয় না।

[7-50—8-2 p.m.]

কিন্তু আজকে যেসমস্ত এইচ. ই. স্কুল রয়েছে, সেখানে কিছুতেই লেডী টিচার্স রাখা সম্ভবপর নয়। আজকে যাতে মেয়েদের শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে সেদিকে সরকারকে দৃষ্টি দেবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আমরা চাই ছেলে, মেয়েরা উভয়ে সমানভাবে লেখাপড়া শিখুক। সুতরাং মেয়েদের সমস্ত রকম বেরিয়ার্স তুলে দিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। মেদিনীপুর শহরে সত্বর যাতে মেয়েদের জন্য একটা হাই স্কুলএর গ্রান্ট হয়, তারজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি।

আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই, এইখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Sasabindu Bera:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, আলোচ্য বৎসরে শিক্ষা খাতে, রাজস্ব খাতের শতকরা ২০ ভাগ ব্যয় করছেন এবং

"West Bengal State Rupee—from where it comes and where it goes"

নামক যে বইটি আমাদের দেওয়া হয়েছে তাতেও টাকার অংকের একটা ম্যাজিক দেখাবার চেষ্টা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে, রাজস্ব খাতের ২০.৩ পার্সেণ্ট ব্যয় করা হবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যে বাজেট তৈরি হয়েছে, তা যদি আমরা বিচার করে দেখি, তাহলে দেখব মোট রাজস্ব ব্যয়ের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে ৬৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। এই শিক্ষা খাতের ব্যয়ের সঙ্গে সায়েন্টিফিক ডিপার্টমেন্টসএর ব্যয় ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ওঁর শিক্ষা খাতের ব্যয় দেখাবার সময় সায়েন্টিফিক ডিপার্টমেন্টসএর ব্যয় যোগ করেন। সেখানে দেখছি যে, সায়েন্টিফিক ডিপার্টমেন্টসএর ব্যয় সমেত শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হচ্ছে ৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট রাজস্ব ব্যয়ের ১৪·৪ পার্সেণ্ট টাকা বরাদ্দ ১৯৫৭ সালের জন্য করা হয়েছে দেখছি। এবং এই যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে তার মধ্যে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর ইত্যাদি যেগুলি বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, সেগুলিকেও দেখিয়ে দিয়ে, টাকার অংকটা ফাঁপিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এই রকমভাবে জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে আত্মতৃপ্তির মনোভাব সরকার পক্ষের আমরা বরাবরই লক্ষ্য করে আসছি এবং আজ সেটা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। বর্তমান সংবিধানের নির্দেশ, যে ডাইরেকটিভ, প্রিন্সিপল, সে সম্বন্ধেও বর্তমান বাজেট সেশনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে দুইবার উল্লেখ করতে শুনলাম যে সরকার সংবিধান নির্দেশিত পথে শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি করেছেন। আমরা বিরোধী পক্ষরা ঐ ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপল সম্বন্ধে উল্লেখ করি। ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালকবালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নি অভিযোগ করি। তিনি বললেন যে, ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপলকে কার্যকরী করবার পথে তাঁর সরকার বহু দূরে এগিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে, গত ৮ বছরের তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে, এবং শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সেই স্পেশাল ক্যাডার ইত্যাদির মাধ্যমে ছয় বছর থেকে এগার বছর পর্যন্ত বালকবালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে; এবং সরকার পক্ষ বলেছেন যে, তাতে ৬ থেকে ১১ বৎসর পর্যন্ত বালকবালিকাদের শতকরা ৭৫ জন শিক্ষা লাভ করছে। ১১ থেকে ১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েদের কোন ব্যবস্থা আজও হয় নি। এবং আমরা বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা দেখছি, তাকে শিক্ষা বলব না। অতীন বাবু বলে গিয়েছেন শিক্ষা এবং লিটারেসি এক জিনিস নয়। এই যে প্রাথমিক শিক্ষা, তাতে লিটারেসি হয়ত বাড়ান যেতে পারে কিন্তু বাস্তবিক তাতে শিক্ষা বাড়ে না। আজ এই প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে এই শিক্ষার ফলে, অল্প-কালের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ লোক আবার ইলিটারেসিতে ফিরে যান, এবং আগের স্টেজেই থাকেন। তারা ওখান থেকেই বিদায় নেয়, এবং তাদের শিক্ষা ব্যর্থ হয়। ভারত সরকারের শিক্ষাসচিব হুমায়ুন কবীর, শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি এঁরা স্বীকার করেছেন এবং দেশের শিক্ষার জন্য অপশোষ করে বলেছেন যে, বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং যে পরিমাণ টাকা দরকার, সেই পরিমাণ টাকা এইজন্য ব্যয় করা হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সরকার আত্মতৃপ্তির মনোভাব নিয়ে রয়েছেন, শিক্ষার জন্য বহু টাকা ব্যয় করছেন, শিক্ষার উন্নতি করছেন, ভাবছেন। এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। যেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা, শিক্ষাবিদ, বড় বড় মনীষীরা বর্তমান শিক্ষার ত্রুটি স্বীকার করেছেন, সেখানে এটা অস্বীকার করার কোন মানে হয় না। কিন্তু এ বিষয় আমাদের সরকারের কোন স্বীকৃতি নাই। এঁরা বর্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে যে ত্রুটিবিচ্যুতি আছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বলেই এটা অস্বীকার করেন। অস্বীকার করাতে আমাদের দুঃখ নেই, কিন্তু এই অস্বীকার করার মধ্যে আমরা দেখছি তাঁদের সিন্সিয়ারিটির অভাব। এইজন্যই নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি তাঁদের দৃষ্টিপাত হয় না; এবং আমরা যে সমালোচনা করে থাকি, তার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের ব্যবস্থা হয় না। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা দেখছি, তাতে কোন একটা সুসম নীতি নেই। কতকগুলি কম্পালসরি প্রাইমারী স্কুল, কতকগুলি নন-কম্পালসারি প্রাইমারী স্কুল এগুলি সব ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড-ম্যানেজড। আবার কতকগুলি স্পেশাল ক্যাডার স্কুলও এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। শহর অঞ্চলে তবু কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা

হয়েছে; কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে এই ধরনের ব্যবস্থা এক রকম হয়ই নি। সেখানে শিক্ষকদের অবস্থাও অন্য রকম। সেখানেও কোন সুসম নীতি নেই, এবং শিক্ষার যে অবস্থা, সে সম্বন্ধে আমি পূর্বেই বলেছি। এই স্পেশাল ক্যাডার সম্বন্ধে আমি দু'একটা কথা আলোচনা করতে চাই। আমি দেখছি স্পেশাল ক্যাডারএর জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা, অর্থাৎ মোট রাজস্ব ব্যয়ের ২·৬ পার্সেণ্ট, এবং মোট শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় হচ্ছে তার ১৮·৩ পার্সেণ্ট এই স্পেশাল ক্যাডারএর জন্য ব্যয় করা হচ্ছে; এবং এই স্পেশাল ক্যাডার নিয়োগের নীতি সম্বন্ধে পূর্বে অনেক আলোচনা হয়েছে, সেখানে সরকারী দুর্নীতির অত্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সেই স্পেশাল ক্যাডারএর শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুবিচার করা হয় নি। সিলেকশন কমিটিতে যাঁরা থাকেন, তাঁরা কংগ্রেস পক্ষের মনোনীত ব্যক্তি, তাঁদের নিয়ে এই সিলেকশন কমিটি করা হয়, এবং নির্বাচন সম্বন্ধে কোন নিয়মের তাঁরা বালাই রাখেন না। শিক্ষক নির্বাচন ক্ষেত্রে তাঁরা না রাখেন যোগ্যতার বিচার, না দেখেন অবস্থাটা, কোন বিচার ব্যবস্থাই সেখানে নাই, দেখুন কি অবস্থা। কারণ এই যে স্কীম, সেটা হচ্ছে শিক্ষিত বেকারদের কর্মে নিয়োগের স্কীম। আমি বলি শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি শিক্ষক নিয়োগ করতে হয় তাহলে শিক্ষকতার যোগ্যতা দেখে বিচার করা হোক। আর তা যদি না হয়, যদি আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম সলভ করতে হয়, তাহলে যাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, যাদের তাড়াতাড়ি চাকরী বা এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে না, অর্থাৎ যাদের এমপ্লয়মেন্ট তাড়াতাড়ি দেওয়া দরকার, তাদেরই আগে চাকরী দেওয়া হোক, তার পিছনে এই রকম একটা নির্দিষ্ট নীতি নেওয়া হোক। কিন্তু তা না করে, সেখানে কতকগুলি কংগ্রেস সমর্থকদের সরকারের টাকায় নিয়োগ করা হয়। জনসাধারণের টাকা দলীয় স্বার্থে এভাবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত অন্যায় বলে আমি মনে করি।

এই যে স্পেশাল ক্যাডার টিচারদের এইভাবে বেতন দেওয়া হচ্ছে সেটা অন্যায় হচ্ছে। তাদের এইভাবে বেতন দিয়ে, দলীয় স্বার্থে, অন্যায়ভাবে কাজে লাগান হচ্ছে। তারপর এইসব স্পেশাল ক্যাডার টিচারদের দ্বারা সোশাল এডুকেশন দেওয়া হবে, এবং তারজন্য তাদের সোশাল ট্রেনিং দেওয়া হবে, এই শর্তেই তাদের নিয়োগ করা হয়েছে, এবং তাদের এই নিয়োগের মেয়াদ হচ্ছে তিন বছর; তাও প্রায় শেষ হতে চলেছে, অথচ এখনও তাদের সোশাল ট্রেনিংএর কোন ব্যবস্থাই হ'ল না। যাঁরা সমাজের মধ্যে যে সোশাল শিক্ষা দেবেন, তারও কোন ব্যবস্থা হ'ল না। কাজেই এই যে স্পেশাল ক্যাডারএ এই যে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে, তার দ্বারা না করা হ'ল ভালভাবে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা, না করা হ'ল কোন রকম স্পেশাল শিক্ষার সুব্যবস্থা, না হ'ল আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম সলভ করবার ব্যবস্থা। আমরা দেখছি এই যে স্পেশাল ক্যাডারএর শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এতে গভর্নমেন্টের নীতি সম্বন্ধে আমাদের মন এমনভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, এমনভাবে বিকৃত হয়ে উঠে, যে এই স্পেশাল ক্যাডারএ এমপ্লয়মেন্ট দেওয়ার পিছনে কোন ভাল উদ্দেশ্য, ভাল নীতি আমরা দেখতে পাই না। এই স্পেশাল ক্যাডারএ এ্যাপয়েন্টএর একটা টারগেট দেওয়া হয়েছে ১৯৫৪-৫৫ সালের শেষ পর্যন্ত মোট ১৩,৯৫৯ জন লোককে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে তার আধাআধির মতন, অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬ হাজার এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ১½ হাজার লোককে চাকরী দেওয়া হবে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ স্পেশাল ক্যাডার মারফৎ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা বা কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা যেটা, সেটা এখানেই শেষ হয়ে গেল। জানি না ১৯৫৭-৫৮ সালে এর পরিণতি কোথায় হবে?

তারপর, এই প্রাথমিক শিক্ষার পরেই মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা একটু করতে হয়। সেকেন্ডারী এডুকেশনএর উপর সরকারের উপযুক্ত দৃষ্টি নেই। সেকেন্ডারী এডুকেশনএর মোট ব্যয় যা বাজেটে ধরা হয়েছে তা দেখুন। সেকেন্ডারী এডুকেশনএর জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা, আর ডেভলপমেন্ট স্কীমএ ৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ধরা হয়েছে; অর্থাৎ মোট ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করবার কথা রয়েছে। কাজেই দেখছি যে সেকেন্ডারী এডুকেশন সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ব্যবস্থা হয় নি। সেকেন্ডারী এডুকেশনএর মধ্যে গভর্নমেন্ট স্কুল ও এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুল প্রভৃতি আছে এবং তাদের প্রতি স্পেশাল ফেভারিটিজম দেখান হয়ে থাকে। এসব সত্বেও সেকেন্ডারীএর জন্য বরাদ্দ যে মোট ব্যয়, সেকেন্ডারী এডুকেশন এবং ডেভলপমেন্ট স্কীম একসঙ্গে যোগ করে মোট যে ব্যয় বরাদ্দ, সেটা দেখছি শুধু স্পেশাল ক্যাডারএর জন্য বরাদ্দ যে ব্যয়, তার চেয়ে ৩৪ লক্ষ টাকা কম।

কাজেই এর থেকে যে কতটুকু অংশ নন-গভর্নমেন্ট সেকেন্ডারী স্কুলএর ভাগ্যে পড়ে সেটা দে বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং এই সমস্ত নন-গভর্নমেন্ট সেকেন্ডারী স্কুলএর যে দুরবস্থা, সে দুরবস্থার প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শিক্ষকদের বেতন এখনও তাদের জীবিকার উপযোগী করে দেওয়া হ'ল না। গভর্নমেন্ট থেকে শিক্ষকদের মাগ্গীভাতা ১৭৷৷০ টাকা দেবার সময় একটা কন্ডিশন দেওয়া হ'ল যে, স্কুল থেকেও ১৭৷৷০ টাকা দিতে হবে; সেই কন্ডিশনটা অত্যন্ত মারাত্মক হয়েছে। কারণ এখানে হয় শিক্ষকদের দুর্নীতির প্রশ্রয় নিয়ে ৩৫ টাকার জায়গায় ১৭৷৷০ টাকা নিয়ে ৩৫ টাকা সই করতে হবে, আর না হয় দরিদ্র জনসাধারণ, তথা ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিতে হবে আরও বেশি বেতনের চাপ। বর্তমানে ছাত্রদের বেতনের যে হার রয়েছে তার উপর আজকাল বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও সঙ্কটের দিকে দৃষ্টি দিলে, দেখা যাবে যে, ছাত্ররা এত বেতন বহন করে নিজেদের শিক্ষা চালিয়ে উঠতে পারে না। সেকেন্ডারী এডুকেশনএর ক্ষেত্রে এক দিকে জনসাধারণের উপর আর্থিক চাপ, আর এক দিকে সুসংবদ্ধ শিক্ষা নীতির অভাব এর অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। আমরা দেখছি প্রাইমারী স্টেজএর সঙ্গে সেকেন্ডারী স্টেজএর কো-অর্ডিনেশন নাই। প্রাইমারী স্টেজএর পর ছাত্রেরা স্কুলে গিয়ে অন্ধকার দেখে। সেকেন্ডারী স্টেজে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটা সুসংবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় এবং সরকারের ভাল শিক্ষানীতি না থাকার ফলে আমরা দেখছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় শক্তির বিরাট অপচয় হয়, এই আর্থিক দুর্গতি এবং এই শিক্ষার দুরবস্থার জন্য। ক্লাস ফাইভএ গিয়ে ছেলেদের একসঙ্গে ইংরাজী প্রভৃতি পড়তে হবে। ক্লাস ফোর পর্যন্ত ইংরাজী পড়তে পারবে না, পড়ালে শিক্ষকদের পেনালটি হবে। ক্লাস ফাইভএ ছেলে হিন্দী শিখবে, বাংলা শিখবে, ইংরাজী শিখবে; আবার সে ক্লাস সিক্সএ উঠলে সংস্কৃত চাপিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের দেশে অল্পবয়স্ক ছাত্রদের পণ্ডিত করবার কল্পনায় এই যে শিক্ষানীতি এটা কি তা ভাবতে পারি না। এইসব ক্ষেত্রে দেখছি সরকারী নীতি অত্যন্ত মারাত্মক; এই নীতি পরিহার করতে বলি। সেকেন্ডারী বোর্ডকে সরকার চেপে দিয়ে, নষ্ট ক'রে দিয়ে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে যে স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়েছেন সেটা শিক্ষাক্ষেত্রে আরও বেশি ক্ষতির কারণ হচ্ছে বলে মনে করি। আমি মনে করি, আমাদের যখন গণতান্ত্রিক দেশ, তখন এখানে গণতান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সুসংস্কারের প্রয়োজন, এবং সেই সুসংস্কারের জন্য প্রয়োজন দেশের শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষকদের নিয়ে এবং তাঁদের কনফিডেন্সএ নিয়ে নূতন ক'রে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা। সেই সংস্কারের মনোবৃত্তি যদি না থাকে এবং সরকার যদি সর্বক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা চালান তাহলে আমরা বুঝব যে জাতির ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন।

Mr. Speaker: Sj. Khagendra Nath Bandopadhaya.

[Some members of the Opposition requested Mr. Speaker to adjourn the House at this stage.]

Mr. Speaker: If you agree to sit at 2-30 p.m. tomorrow, then I can adjourn the House now.

[Members of the Opposition agreed.]

Then the House is adjourned till 2-30 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 8-2 p.m. till 2-30 p.m. on Thursday, the 8th March, 1956, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 8th March, 1956 at 2-30 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 190 Members.

STARRED QUESTION
(to which oral answer was given)

[2-30—2-40 p.m.]

Lathi-charge by police on demonstrators before Sovabazar Rajbati, Calcutta

***89A.** (SHORT NOTICE.) **Sj. Subodh Banerjee:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the police resorted to lathi-charge on the demonstrators before Sovabazar Rajbati, Calcutta, on 28th February, 1956; and

(*ii*) that the Press photographer of *Free Lance* was assaulted by the police and his camera with films therein was destroyed?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the number of persons wounded; and

(*ii*) what steps, if any, Government have taken in the matter?

The Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) (*i*) A mild lathi-charge was resorted to by the police to restore order when there was disorderly conduct amongst groups of persons including demonstrators.

(*ii*) One Shri R. Shome, who claimed to be a photographer of *Free Lance* but who had no accredition card with him, received slight injuries during the mêlée. His camera was also found to have been damaged in consequence.

(*b*)(*i*) Eight including four members of the police.

(*ii*) One person was sent to hospital.

Sj. Subodh Banerjee:

এই যে (এ)(টু-আই)তে জবাব দিয়েছেন—

One Shri R. Shome, who claimed to be a photographer of "Free Lance", received slight injuries during the melee.

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে, এর উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করেছিল কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, fortunately this is one instance where I can speak with some amount of personal knowledge of the incident.

On the 28th of February, 1956, a meeting was arranged in the Sovabazar Rajbati for me and others to address on the West Bengal-Bihar union proposal. Information was received that a large number of anti-merger people would demonstrate before the house and might also create disorder in the locality. On this information a police force was stationed near the house under the Deputy Commissioner of Police, North District, to keep order. *From 6-30 p.m. a large crowd gathered in front of the house in* Raja Nabakissan Street largely consisting of anti-merger section of the population, but amongst the crowd was also a large number of pro-merger people. The anti-merger section of the crowd started demonstrating long before I arrived and raised slogans against the merger and myself, and the pro-merger section of the crowd raised slogans in reply. Tension was mounting high, and the police force had to be deployed to cordon off the two sections of the crowd one from the other. As I arrived there was great excitement in the area, and the anti-merger section of the crowd broke the police cordon and rushed towards me. [Opposition laughter.] Don't laugh. That is nothing to laugh at If you don't want to hear me, then I won't speak. (Sj. RAKHAHARI CHATTERJEE: Do not lose temper on this. Fortunately, although I am old, I happen to have a little physique, and although attempts were made to push me back I managed to get rid of them and went into the house. The hostile demonstrators then tried to scale the railings of the compound of the house and rushed into the house. I actually saw some of them trying to scale the gate. (Sj. JYOTI BASU: Who were they?) I wish I had known, the member may tell me who they were. (Sj. JYOTI BASU: Why, you ought to know.) I do not know. I take it that they were those who tried to prevent my getting in and not those who were trying to get into the house. (SJ. JYOTI BASU: How do you know?) It is only natural that they would be not the others. This caused confusion and melee. At this stage there was also some brickbatting. There was confusion and melee and the police at about 7-30 p.m. had restored order by mild *lathi* charge. There was in the course of the melee a certain amount of scuffle between the pro-merger and the anti-merger section of the public and there were exchanges of blows. As a result of the police action the anti-merger section of the public shifted themselves to a little distance and continued to demonstrate from there. Almost simultaneously the Officer-in-charge of the Shampukur police-station came across one Shri R. Shome who had been slightly injured and who told him that he had been beaten by the police and that his camera had been taken away. He further claimed that he was a photographer of "Free Lance". He was taken to the Deputy Commissioner, North District, who questioned him and discovered that Shri Shome was without any accredition card. A search was however instituted for his camera and two or three pieces pertaining to his camera were recovered from different places on the spot Shri Shome was asked to go to the hospital for his injuries (which were very slight) to be attended to, but he refused; he did not want to press the allegations either but wanted to go home He was then allowed to go Subsequent enquiries have failed to find out whether the injury of Shri Shome was due to the scuffle with the pro-merger section or it was due to the *lathi* charge—nobody can say. Shri Shome was noticed first in the middle of the melee where the police as well as the two hostile section of the crowd were involved As a result of the fighting amongst the public, brickbatting and the police action four members of the public and four members of the police force were injured. When I arrived, there were about 300 to 400 pro-merger people which swelled to 500 later on There were at least 600 anti-merger demonstrators The meeting was attended by nearly 700 persons. The police sent only one person to hospital. He had been injured by the front wheel of the Chief Minister's car as he came in. It happened that he was in the pro-merger

group of supporters. The rest of the injured persons were taken to the hospital by the public on their own. Nobody was arrested on the spot and the police action was timely and prevented the situation from deteriorating any further, and order was restored immediately.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি, এটা কি সত্য যে, যখন পুলিশ জনসাধারণের উপর লাঠি চার্জ করছিল, তখন শ্রীসোম ফটো তুলতে যায় এবং সেই ফটোগ্রাফারের ফ্লাশ দেখে পুলিশ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও লাঠি চার্জ করে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I cannot tell you because I was inside. I do not know. I was not present outside.

Sj. Jyoti Basu: The other facts you know all right.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Well, you say I know. I say I do not know.

Sj. Subodh Banerjee:

এই ঘটনা আপনি জানেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না, জানি না।

I may tell my friend Shri Subodh Banerjee that the Editor of "Free Lance" wrote to me and I wrote back saying that I was very sorry that this thing had happened and that when two groups of people were clashing one against the other it was difficult to say how he was injured But I had expressed my sincere sorrow

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি শুনেছেন, যে পুলিশ অফিসার শ্রীসোমকে মেরেছিল, সে তার সংগে দেখা করেছিল এবং সেখানকার ডেপুটি কমিশনার তাকে বলে ফরগিভ এ্যান্ড ফরগেট?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I do not know.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, এই রকম গুরুতর ব্যাপার, সাংবাদিকদের উপর পুলিশ কর্তৃপক্ষ লাঠি চালিয়েছিল, এটা এনকোয়ারী করতে রাজী আছেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have made inquiries but I have not been able to find out yet. Enquiry is still being made.

Sj. Subodh Banerjee:

তিনি ডেপুটি কমিশনারএর কাছ থেকে খোঁজ নেবেন বা যার কাছে থেকেই হোক। আমার কথা হচ্ছে, এই রকমভাবে সাংবাদিকদের উপর লাঠি চালানর জন্য তিনি অনুসন্ধান করতে রাজী আছেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There are two difficulties. One was he was not an accredited person—I know Mr Banerjee is always looking to the interests of newspapermen (Sj SUBODH BANERJEE: That is not the point here.) I am only trying to explain the situation. The point is that first of all in a melee if a reporter or whoever he is or if I am in a melee, I cannot be sure, that I will not get some inury. If he was there and was trying, as Shri Subodh Banerjee says, to take photograph and if there was a crowd all round, I cannot see how he can escape injury.

[2-40—2-50 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

শোভবাজার রাজবাটীতে যেখানে মিটিং করেছিলেন, সেই বাড়ীতেই লর্ড ক্লাইভএর কাছে বাংলা দেশকে বিক্রয়ের ষড়যন্ত্র হয়েছিল কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: My friend is a bigger historian than I am. I am sorry, I do not know.

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে যেখানে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণের পক্ষে মিটিং করতে পুলিশ-টুলিশ নিয়ে গিয়ে লাঠি চার্জ করতে হয়, সেখানে অতঃপর এরকম মিটিং করা থেকে বিরত থাকবেন কি?

Mr. Speaker: That is a request for action. That does not arise out of it.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, প্র-মার্জার এবং এন্টি-মার্জার পিপল সেখানে এ্যাসেম্বল হয়েছিল। এই প্র-মার্জারএ যারা আছে, এমন লোকও কিছু আহত হয়েছিল, এই রিপোর্ট সত্য কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: As a matter of fact, one was injured by my car.

Sj. Jyoti Basu: Was the Deputy Commissioner, North, present when this trouble took place near the Rajbati?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I do not know. I was not there when the trouble took place - I was inside.

Sj. Jyoti Basu: I am asking, since the report was prepared and the Deputy Commissioner met this photographer

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: He met the photographer while he was being taken to the police-station.

Sj. Jyoti Basu: Since report was received that disorders would be created by certain people, was the Deputy Commissioner himself present on the spot?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I do not know--I will find out.

Sj. Jyoti Basu: Who was the police officer in charge of the police when information had been received that troubles would be created?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have told you. Officer-in-charge, Shampukur police-station.

Sj. Jyoti Basu: Is it this officer who prepared this report about the trouble that took place?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It was received from the department.

Sj. Jyoti Basu: I know department, but that is not the Writers' Buildings. I wanted to know who supplied the information. Was it the Officer-in-charge of the Shampukur Thana or the Deputy Commissioner or any other superior officer?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Whatever it was, the report came from the Commissioner of Police who takes full responsibility for the report.

Sj. Jyoti Basu: Since it is a very serious matter, may we know from the Minister whether the Police Commissioner himself made the investigation by calling the police officers concerned or the policemen concerned?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have understood, that is so.

Sj. Jyoti Basu: With respect to the big statement read out just now, how did the Chief Minister know that the anti-merger section of the crowd broke through the police cordon?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Because they pushed me and they tried to pull me by the hand and they tried to pull up my shirt—I should say they are not friends.

Sj. Jyoti Basu: Did this incident about *lathi*-charge take place in front of the Chief Minister or after he had gone inside?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have told you several times that the actual incident happened when I was inside. So, I can only tell you of what happened when I was just going in and when I came out.

Sj. Jyoti Basu: In view of the fact that the Chief Minister's shirt was being pulled by the anti-merger section of the crowd, did not the police push away the crowd by a mild *lathi*-charge at that moment?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have already said they broke through the cordon and came near the door of my car. Before the police came in, I extricated myself from them and got inside.

Sj. Jyoti Basu: So, at that moment there was no policemen when the Chief Minister went inside?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I did not see any.

Sj. Jyoti Basu: In view of the answer given just now, after having received report that troubles would be created, was there no policeman standing by to control the crowd?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: They must have been

Sj. Jyoti Basu: But the Chief Minister did not see?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I could not see

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Did the O. C., Shampukur police-station, receive his training as regards assaulting newspapermen from Mr. P. K. Sen?

Mr. Speaker: That is not a supplementary question Put your supplementary.

Sj. Sudhir Chandra Das:

এই এ্যান্টি-মার্জার এবং প্রো-মার্জার লোকদের দুই দলের হাতেই পোস্টার ছিল কি না জানাবেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I do not know.

Sj. Rakhahari Chatterjee: Was there any necessity for *lathi*-charge on the public after the entry of the Hon'ble Chief Minister into the house?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: *In these matters, the police on th spot is the best judge whether there was any necessity or not.*

Sj. Jyoti Basu: *Did the Chief Minister, before he went to the spot,* receive any information from the Police Commissioner that troubles were apprehended?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি, যে রাজবাটীতে মিটিং হবার পূর্বে একদল গুন্ডা সেখানে এনে রাখা হয়েছিল কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Goondas may be known to you— I do not know them.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, ইহা কি সত্য যে, শ্যামবাজারের কোন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী লোক বড় লোকদের অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলেন কি না, বাড়ীর লোকদের পাঠিয়ে দেবার জন্য শোভাবাজার রাজবাটীতে, যাতে করে বক্তৃতা শুনবার সুবিধা হতে পারে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ইহা অসত্য।

Sj. Monoranjan Hazra:

শোভাবাজার রাজবাটী থেকে সোডা ওয়াটার বোতল, এ্যান্টি-মার্জার পিওপলদের উপর পড়েছিল কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি বলতে পারি না।

Sj. Saroj Roy:

পুলিশের সাহায্য ছাড়া প্রধান মন্ত্রীমহাশয়ের পক্ষে কি মিটিং করা সম্ভব ছিল না?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Bimalananda Tarkatirtha:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি, যারা শান্তভাবে এই সমস্ত এ্যান্টি-মার্জার কনফারেন্স করবে বলে উপস্থিত হন, তারা সেদিন সেই কনফারেন্স ভাঙ্গবার জন্য বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করতে সোডা ওয়াটার বোতল নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এ্যান্টি-মার্জারদের কি ব্যবস্থা আমি জানি না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমাকে যারা বাধা দিয়েছিলেন, তারা প্রো-মার্জার নয়, একথা অস্বীকার করি না। যারা বাধা দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই তারা এ্যান্টি-মার্জার, নিশ্চয়ই তাদের কোন মতলব ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

Sj. Bimalananda Tarkatirtha:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন, যারা বাধা দিচ্ছিলেন, বাইরে থেকে তারা অনেক প্ল্যাকার্ড নিয়ে এসেছিলেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

বলতে পারি না।

Sj. Monoranjan Hazra:

এটা কি সত্য যে জনসাধারণ প্রো-মার্জারএর পক্ষে এটা দেখাবার জন্য পুলিশকে সাধারণ লোকের ন্যায় সাদা পোষাক পরিয়ে সেখানে রাখা হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না, এটা সত্য নয়।

Sj. Monoranjan Hazra:

এটা সত্য নয়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না।

Insufficient number of questions

Sj. Jyoti Basu:

স্যার, আর কোয়েশ্চন নেই কেন? আমাদের অনেক কোয়েশ্চন আছে।

Mr. Speaker: There are few questions left.

Sj. Jyoti Basu: Few questions?

উত্তর দেন নি কেন?

Mr. Speaker: The total answers received will require two or three days.

Sj. Jyoti Basu:

আমি আবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আমরা কোয়েশ্চনএর জন্য এক ঘণ্টা সময় পেতে পারতাম। এভাবে আমাদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

Mr. Speaker: I have made quite a long communication to Government on that. I think it should be speeded up.

Sj. Jyoti Basu:

কমিউনিকেশন করবেন কবে, এই এসেম্বলী শেষ হয়ে গেলে? হাউসটা কি একটা জোক হয়ে দাঁড়িয়েছে গভর্নমেন্টএর কাছে আমি বুঝতে পারি না। আপনি কি, স্যার, একটু ওদের বলতে পারেন না? আমাদের মত একটু চেয়ারে বসে প্রটেস্ট করে ওয়াক আউট করতে পারেন।

Mr. Speaker: I believe during the rest of the days sufficient number of questions will come.

Sj. Jyoti Basu:

এতগুলি মন্ত্রী উপমন্ত্রী আছে, পার্লিয়ামেন্টারী সেক্রেটারী আছে, এসব কেন নিয়োজিত হয়েছে, একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারেন না? বার বার দেখেছি আধ ঘণ্টা ৪০ মিনিট মাত্র প্রশ্ন হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ মন্ত্রী উপমন্ত্রী সম্বন্ধে সব কিছু বলতে পারবেন।

Sj. Jyoti Basu:

বলবার কথা নয়, বল্লে আর কি হবে, এটা সিরিয়াস ব্যাপার, প্রশ্নের উত্তর দেন না কেন? এর উত্তর চীফ মিনিষ্টার দিন?

Mr. Speaker:

আমি গভর্নমেন্টকে বলেছি।

Sj. Jyoti Basu: *You have been telling since the first day. It does not seem to have any effect.*

Mr. Speaker: *Change the rules and give me powers.*

(A VOICE FROM THE GOVERNMENT BENCHES: বাজে কথা)

Sj. Jyoti Basu:

ওখানে একজন বলছেন -বাজে কথা।

Therefore, I want a reply from the Chief Minister, not from His Master's Voice. Let the Chief Minister reply.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We are trying to expedite answers.

Sj. Jyoti Basu:

কোথায় এক্সপিডাইট হচ্ছে? তিন বছরের প্রশ্ন পড়ে আছে, এক্সপিডাইট করছেন, লজ্জা বলে আপনাদের কোন জিনিষ নেই।

Mr. Speaker: I think some more questions will come.

[2-50—3 p.m.]

Sitting on the Shivaratri Day

Sj. Rakhahari Chatterjee: Sir, I want to make a submission to you. I find from the programme of business that the 10th March has also been fixed for discussion of the Budget Heads. 10th of March being a holiday on account of Shivaratri which is solemnised throughout India, even courts and offices, schools and colleges will all be closed on that day.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is impossible to close on that day.

Mr. Speaker: It is not a gazetted holiday.

Sj. Rakhahari Chatterjee: It is a local holiday observed throughout the State of West Bengal.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: You know under what circumstances we had to arrange for two additional sittings.

Sj. Rakhahari Chatterjee: Even then the religious sentiment of the Hindu people should be respected. You may not observe it, but there are lakhs of people who observe it. I am one of them and I observe absolute fasting on that day.

Mr. Speaker: The House will sit only in the morning of Saturday.

Sj. Rakhahari Chatterjee: I am a member of the House and I have to perform my functions in this House. I was not elected at home.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

শনিবার বিকেলে ছুটি।

Sj. Rakhahari Chatterjee: You should regard the sentiments of the Hindus. I am serious about it and I have noticed that on every occasion you are ignoring our festivals.

Sj. Biren Banerjee:

স্যার, এটা শুধু রাখহরিবাবুর কথা নয়। শিবরাত্রির দিন বহুলোক উপবাস করেন। আমি তাই আপনার মাধ্যমে লিডার অব দি হাউসকে অনুরোধ করব যেন ঐদিন বন্ধ রাখা হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

যদি সম্ভব হতো তাহলে রাখতাম। কিন্তু আপনারা দেখুন, ২২ তারিখ, তারপর ২৫, ২৬ ছুটী, তারপরে আবার ৩০, ৩১ ছুটী সবগুলিকে আপার হাউসে পাশ করাতে হবে, বিফোর ২৯শে মার্চ, তা না করাতে পারলে ভয়ানক মুস্কিল হবে।

Sj. Tarapada Bandopadhyaya:

হিন্দু ফেসটিভ্যাল আপনি সব ফ্লাউট করছেন।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

তাহলে, স্যার, দেখা যাচ্ছে, হিন্দু ফেসটিভ্যালএর কোন মূল্যই নেই, আপনাদের কাছে। জন্মাষ্টমীরও নয়, শিবরাত্রির ব্যাপারেও নয়। এর অর্থ কি?

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: 37—Education

Sj. Khagendra Nath Bandopadhaya:

স্পীকার মহোদয়, শিক্ষা খাতে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীমহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করেছেন, তাকে সমর্থন করবার জন্য আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। কালকে বিরোধী পক্ষের যে সমস্ত বন্ধুদের বক্তৃতা শুনলাম, তাতে এই কথাই শুধু বুঝতে পারছি যে, যেটা সহজ ও সরল সত্য, সেটাকে স্বীকার করে নেবার মতন সৎসাহস হারিয়েছেন বলে তাঁরা সমস্ত বিকৃত তথ্য এবং অসত্য সংবাদ এই হাউসের সামনে পরিবেশন করে গেছেন। সেজন্য সেই সমস্ত তথ্যের প্রতিবাদ করে আমি কিছু সত্য জিনিষ আপনার সামনে উপস্থিত করব।

সর্বপ্রথম আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, এই জন্য যে যখন সমগ্র বাজেট বিবেচনা করলে এইটুকুন দেখতে পাই যে, শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যেখানে ১৯৫০-৫১ সালে ৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, সেখানে আজকে এই শিক্ষা খাতে ৯ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা হয়েছে, অর্থাৎ সমগ্র বাজেটের ২০·৩ পার সেন্টের মতন টাকা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হয়েছে। বিরোধী পক্ষের বন্ধু গনেশ ঘোষ মহাশয় এবং শশীবিন্দু বেরা মহাশয় বলেছেন, এন-সি-সির টাকা এই শিক্ষা খাতে ধরা নাকি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, এন-সি-সির জন্য যে ব্যবস্থা সেটা একটা ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরএর মতন এবং সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটা ইনটিগ্রাল পার্ট অব দি এডুকেশন ধরে শিক্ষা খাতে ধরা হয়েছে।

[3—3-10 p.m.]

তা ছাড়া তাঁরা আর একটা কথা দেখান নি বা নিজেরা ভেবে দেখেন নি যে, এছাড়া রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা অন্যান্য খাতের টাকা যদি এডুকেশনএর মধ্যে ধরা হত, তাহলে শিক্ষা খাতে আরও অনেক টাকা বেড়ে যেত। তারপর আমার বন্ধু ডাঃ অতীন বসুমহাশয়, যিনি নিজে একজন শিক্ষক, কালকে হাউসের সামনে যে সমস্ত বিকৃত তথ্য দিয়েছেন, সেগুলি একেবারে নিছক অসত্য বলে, আমি একে একে সেই সম্বন্ধে হাউসের সামনে প্রকৃত অবস্থা রাখতে চাচ্ছি। স্পেশাল কেডার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, স্পেশাল কেডারটার উপর অন্য কারুর কন্ট্রোল নেই, সেটা সরকারের কন্ট্রোলে চলে এবং সেটা কংগ্রেসী নির্বাচনী যন্ত্রের পর্যায় দাঁড়িয়েছে। সেজন্য আমি তাঁর কাছে বলতে চাই যে, তিনি যদি একটু ভেবে দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন যে, এই স্পেশাল কেডার নিয়োগের জন্য যে ডিষ্ট্রিক্ট সিলেকশন কমিটি আছে, সেই কমিটিতে রয়েছেন -

Education Officer of the district, representative of School Board and person **interested in education.**

আজকে অদৃষ্টের পরিহাস বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যদি স্কুলবোর্ডে না থেকে থাকেন, তাহলে তাঁদের দুঃখ করার কারণ থাকতে পারে। অতএব এটাকে তাঁরা কংগ্রেসের পকেট বলে কিছুতেই বলতে পারবেন না এবং বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যদি স্কুল বোর্ডের মধ্যে আসতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয় তাঁরা ডিষ্ট্রিক্ট সিলেকশন কমিটির মধ্যে থাকবেন।

স্পীকার মহোদয়, আজকে আমরা ১৯৫৩-৫৪ সালের অবস্থা যদি দেখি, তাহলে শুধু এইটুকুনই দেখতে পাব যে, আজ পর্যন্ত এই স্পেশাল কেডার স্কীমে ১৯ হাজার ৯৫৯ জনকে চাকরী দিয়ে আনএমপ্লমেন্ট থেকে এডুকেটেড ইয়ংদের একটা সুরাহা করা হয়েছে। আজকে ৬ হাজার ৯০৭টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে এবং সেখানে ১৩ হাজার ৩৫৭ জনকে চাকরী দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, আরও ৫ হাজার ১৫ জনকে একজিষ্টিং প্রাইমারী স্কুলে চাকরী দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে এবং যেসমস্ত মিডল স্কুল গড়ে উঠতে পারছিল না, সেখানে আজ ১,৫৮৭ জনকে চাকরী দিয়ে তাদের সার্ভিসকে সেই লোক্যাল স্কুল কমিটির আন্ডারএ প্লেস করা হয়েছে। তাঁদের বোঝা ভুল যে, এই স্পেশাল কেডার স্কীমে যাঁরা স্কুল বোর্ডের বিদ্যালয়ে চাকরী করেন, তাঁদের স্কুল বোর্ডের অরিজিন্যাল বিদ্যালয়ের মতন চাকরীটাও স্কুল বোর্ডের আন্ডারে প্লেস করা হচ্ছে। এতে করে আমরা দেখতে পাই যে, একমাত্র ৬ হাজার ৯০৭টি নূতন বিদ্যালয়ে এই দুই বছরের মধ্যে ৪ লক্ষ ৪ হাজার ৩০৭ জন নূতন ছাত্রছাত্রী এসেছে। এর ফলে আজকে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে ১৯৫২-৫৩ সালে যেখানে ১৩ লাখ ১২ হাজার ১৪ জন ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক বিভাগে পড়ত, সেখানে ১৯৫৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী অবধি ১৯ লাখ ২১ হাজার ২৩৪ জন ছাত্রছাত্রী এসেছে এবং ৬ থেকে ১১ বছর পর্যান্ত যাদের প্রাইমারী স্কুলে পড়াব কথা, তাদের সংখ্যা হচ্ছে, শতকরা ৭৫ জন। আমি বীরভূম জেলার স্কুল বোর্ডের সঙ্গে জড়িত। সেখানকার যা অবস্থা তাতে ১৯৫৩-৫৪ সালের আগে সেখানে ৭৬৫টি স্কুলে ৬২ হাজার ছেলেমেয়ে পড়ত, কিন্তু আজকে সেখানে ৩৫০টি নূতন বিদ্যালয় করে এবং ১,২১৫ জন নূতন শিক্ষক নিয়োগ করে যে, অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে সেখানে ৬ থেকে ১১ বছর বয়সেব ছাত্রছাত্রীব সংখ্যা হচ্ছে, ৯০ হাজার। অর্থাৎ সেখানে একর্ডিং টু ১৯৫১ পপুলেশন ৬ থেকে ১১ বছবেব ছাত্রছাত্রীব সংখ্যা হচ্ছে ১১ লাখ ৩৩ হাজার। কাজেই বন্ধুবর গনেশবাবু যে আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, আজকে ইলিটারেসি দূর করার জন্য স্পেশাল কেডাব করে ৬ থেকে ১১ বছর বালকবালিকাদের বিদ্যালয়ে আনতে অনেক দেরী লাগবে সেই আশংকা সম্পূর্ণভাবে অমূলক বলে আমি মনে করি। অতএব আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, আজকে এইভাবে শুধু বেকারদের চাকবী দেবারই ব্যবস্থা করা হয় নি গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়ও করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, গ্রামে বিদ্যালয়ের কোন বন্দোবস্ত নেই, কিন্তু আমি ৬ হাজার ৯০৭টি বিদ্যালয় প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, সেখানে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শতকরা ৭০টি বিদ্যালয়েব জায়গা এবং বাড়ী তৈরী করে দিয়ে বিভিন্ন স্কুল বোর্ডকে আবেদন করে স্থানীয় জনসাধারণকে বিদ্যালয় করার সুযোগ করে দিয়েছেন। কাজে কাজেই আজকে শুধু কংগ্রেসীদের পকেটেই বিদ্যালয় হচ্ছে না, লোক্যাল এজিক্সেন্সী যেখানে ডিমান্ড করছে, সেই সব জায়গায় স্কুল বোর্ড অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে বিবেচনা করে সেখানে তাঁরা স্কুল তৈরী করে যাচ্ছেন এবং আরও করার পরিকল্পনা রেখেছেন। বন্ধুবর অতীনবাবু বেসিক এডুকেশন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, এটা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীব পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার কেরিকেচার। আমি এটার দৃঢ় প্রতিবাদ করছি এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে প্রকাশ করছি যে, তাঁর মতন শিক্ষাবিদ কি করে এই সমস্ত কথা বলতে পারেন।

[3-10--3-20 p.m.]

কেন না তাঁর এটা জানা উচিত যে, মহাত্মা গান্ধী যে জনশিক্ষার কথা বলেছিলেন, সেটা ছিল ১৪ বছর পর্যান্ত সীমাবদ্ধ, আর আমরা আজকে সেটা করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ১১ বছর বয়স পর্যান্ত এবং আজকে তিনটে ক্রাফট ট্রেনিং মিলে পশ্চিম বাংলা সরকার সেটাকে এমনভাবে দেখাতে চান যে, তাঁরা সেটাকে একটা ব্যবস্থা বলতে চাচ্ছেন। এইভাবে যে সেখানে ক্রাফট ট্রেনিংটাই একমাত্র ট্রেনিং নয়, সেটা হচ্ছে চাইল্ড এডুকেশন। এর উপর লক্ষ্য রেখে সেখানে শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি এই কথা নিশ্চয়ই জানেন যে, যেটা তিনি

গোপনে রেখেছেন, আজকে সেন্ট্রাল এ্যাডভাইসরী কমিটি অব এডুকেশন এবং ওয়ার্ধা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ডাঃ জাকির হোসেন বলেছিলেন যে, বেসিক শিক্ষা সেল্ফ-সাপোর্টিং হোক বা না হোক, সেখানকার এডুকেশন যেন সাউন্ড হয় এবং সেখানে কোন রিটার্নএর আশা প্রথম থেকে যেন না করা হয়। সেজন্য এইদিকে দৃষ্টিভঙ্গী রেখে পশ্চিমবঙ্গে আজকে সেই বেসিক শিক্ষাই চলেছে এবং আজকে আমরাও সেখানে চাচ্ছি যে, প্রাক্তন শিক্ষকরা সেই বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীকে হাতেকলমে শিক্ষার অনুশীলন দেবেন এবং সেই দিক থেকে কোন রিটার্ন আসুক বা না আসুক এই কথাই আমরা বলতে চাই যে, জাকির হোসেন তাঁর নিজের বিদ্যালয় ইসলামিয়া, যেটা দিল্লীতে আছে এবং ১৯৩০ সাল থেকে এই ২৬ বছর পর্যন্ত সেখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করে চলেছেন, সেই বিদ্যালয়ও আজকে সেল্ফ-সাপোর্টিং হয় নি। অতএব বন্ধুবর অতীনবাবু যদি কোনও একটা সেল্ফ-সাপোর্টিং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সন্ধান আমাকে দিতে পারেন তাহলে আমি সেখানেই শিক্ষালাভ করে আসবো। সমগ্র পশ্চিম বাংলার ৪৪৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে বীরভূম জেলায় ৭৪টি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমি যুক্ত আছি এবং সেখানে এগুলো আমি প্রয়োগের চেষ্টা করব। এবং আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। আর একটি কথা, আমি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে চাই। কিছুদিন আগে

assessment committee of Basic Education, appointed by the Central Government,

এখানে যাঁরা এসেছিলেন এবং তার মধ্যে ছিলেন, জি. রামচন্দ্রন, গান্ধীগ্রাম, মাদুরা এবং ইনি এই কমিটির কনভেনার,

E. W. Franklin, Basic Education Advisor, Central Education, New Delhi,

এবং তৃতীয় জন হচ্ছেন

R E Upadhya, Deputy Director, Basic Education, Bihar

এবং প্রিন্সিপাল জামিয়ামিলিয়া ট্রেনিং স্কুল। এঁরা সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে এবং সমস্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি দেখে এই রায় দিয়েছেন যে, পশ্চিম বাংলায় যে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলিত আছে সেটা হচ্ছে

"This is one of the best arrangements"

এই সব কথা বলে বেসিক এডুকেশন সম্বন্ধে তিনি যে, বক্রোক্তি করেছেন, তার আমি জবাব দিলাম।

তারপর আরও দুঃখের কথা যে, তিনি কালকে বলেছিলেন, যেমন আজকে সব বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের দেখছি যে, তাঁরাও বলছেন যে, কোন এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পয়েন্ট অব ভিউ থেকে কোন জেলা থেকে সই চার্জ করা হোক না কেন, তাঁরা সেটাকে তাঁদের নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে যুক্তি একটা বার করে দেখাতে চান। সেজন্য অত্যন্ত বেদনাবোধে এই কথাই বলতে হয় যে, কাল বন্ধুবর অতীনবাবু বললেন যে, বর্ধমান স্কুল বোর্ড রাধারমন পাল বলে একজন প্রাথমিক শিক্ষককে বাংলা-বিহার মার্জারের অনুকূলে মত প্রকাশ না করার জন্য পাইকপাড়ায় বদলী করেছেন, কিন্তু আমি যতদূর খবর নিয়ে জেনেছি এবং তাঁকেও খোঁজ নিতে বলি যে তিনি যদি দেখেন, তাহলে তাঁর এই মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী ভাবটা নিশ্চয় চলে যাবে। কারণ সত্য তথ্য যেটা আমি পেয়েছি, তাতে দেখছি যে, এই প্রাথমিক শিক্ষক বুনিয়াদী শিক্ষণ প্রাপ্ত হবার পর তাকে তাঁর প্রাইমারী স্কুল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ যাতে তিনি পাচ টাকা বেতন কম না পান এবং আগের থেকে যাতে পাঁচ টাকা বেতন তিনি বেশী পান, তার জন্য তাঁকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বদলী করা হয়েছে। অতএব কোন পলিটিক্যাল দিক জন্যে বা বাংলা-বিহার মার্জার ইস্যুর জন্যে তাঁকে বদলী করা হয় নি। তারপর কাল মেদিনীপুর সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলেছিলেন, সেইসব কথার প্রতিবাদ আমার বন্ধুবর সুবোধদা কালই দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়েছেন। শুধু তাঁকে এইটুকুন বলতে চাই যে, একজন শিক্ষক হিসাবে তিনি কালকে শ্রদ্ধেয় নিকুঞ্জদার নামে বলে গেলেন যে, তিনি নাকি মেদিনীপুর স্কুল বোর্ডের সম্পাদক এবং আজকে অনেকগুলি কাগজেও তা পড়েছি। কিন্তু প্রত্যেকটি স্কুল

বোর্ডের সম্পাদক একর্ডিং টু প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট অব ১৯৩০, সেখানকার সেই জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুলস করেন। কাজে কাজেই যখন দেখি যে, কংগ্রেসী কোন সদস্য অন্য কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন বলে তাঁরা যদি দেশবাসীর কাছে কোন সারকুলার দেন, তাহলে সেটা হয় অপরাধ, আর আজকে যখন দেখি যে, তাঁরা এই প্রাথমিক শিক্ষকদের নিজেদের দলের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করছেন, তখন কি সেটা অপরাধই হয় না? এই সম্বন্ধে আমার কাছে তথ্য আছে যে, কোন কমিউনিষ্ট এম-এল-সি বন্ধু কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, যিনি কমিউনিষ্ট হিসাবে বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ করে দিয়ে সেখানে কৃষক সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিয়েছিলেন এবং সেটাকে সম্পূর্ণ বৈধ এবং গণতন্ত্র বলে মেনে নেবার জন্য শিক্ষা বিভাগে পত্রালাপ করতেও তাঁদের কুণ্ঠিত হতে দেখি না—তখনই বড় দুঃখ হয়। শিক্ষকদের নিয়ে কংগ্রেস রাজনীতি করতে চায় না, তারা যেভাবে কাজ চায়, দেশের শিক্ষার অগ্রগতি চায়, তাতে আপনারা যদি একটু দয়া করে বিরত থাকেন, তাহলে আমার মনে হয় কাজ আরও ভাল হতে পারে।

তারপর সোস্যাল এডুকেশন। টিচারদের সোস্যাল ওয়ার্ক সম্বন্ধে কন্ডিশন ইমপোজ করার কথা বলে তিনি একটু ভুল করেছেন, কেন না একর্ডিং টু দি চেঞ্জ অব কারিকুলাম, যেখানে তাদের যে কাজ করতে হবে, তার মধ্যে সোস্যাল ওয়ার্ককে একটা পার্ট এ্যান্ড পার্সেল ডিউটি হিসাবে ধরা হয়েছে। তাদের এ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনএর কথা বিবেচনা করে, তিনি বলেছেন যে, এর জন্য কোন ট্রেনিংএর বন্দোবস্ত সরকার থেকে নাকি এখনও করা হয় নি। সেজন্য আমি বলতে চাই যে, আজকে এই ধরনের টিচারদের জন্য সমগ্র পশ্চিম বাংলায় ২৯টি সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেই সব সেন্টার থেকে প্রতি বছরে ৭০৮ জন করে প্রাইমারী শিক্ষক শিক্ষা পাচ্ছেন। কাজে কাজেই আজ যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসের যেদিন থেকে ঐ নিয়ম বন্ধ হয়েছে, সেদিনও পর্যন্ত এই (সি) ক্যাটিগরী টিচারদের সংখ্যা ছিল ২০ হাজার এবং আজকে তাদের এই ট্রেনিং নেবার পর সেই সংখ্যা ১১ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে—প্রায় অর্ধেকের মতন। অতএব এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এইটুকুন বোঝা যায় যে (সি) ক্যাটিগরী টিচারদের ট্রেনিং দেবার সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণভাবে সচেতন আছেন। তা ছাড়া অনেকে এই (সি) ক্যাটিগরী টিচারদের মধ্যে যাঁরা কিছু শিক্ষিত, অর্থাৎ যাঁরা অন্ততঃ যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ বুনিয়াদী শিক্ষা ট্রেনিং পাবার সুযোগ পাচ্ছেন। সুতরাং এই সব কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

তারপর কালকে বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের "কিশলয়" বিক্রি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে শুনেছি। "কিশলয়" বিক্রি আগে পাবলিশার্সদের মাধ্যমে ছিল এবং আমি যতদূর জানি যে, সেখানে বোধিকা বিক্রয় বাধ্যতামূলক করা নিয়ে গোলমাল হওয়ার ফলে আজকে "কিশলয়" বিক্রি অন্যভাবে করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর দ্বারা কোলকাতায় হয়ত কিছু গোলমাল আছে, কিন্তু জেলায় জেলায় সাব-ইন্সপেক্টরএর অধীনে এইভাবে "কিশলয়"-র দাম কম করে বিক্রি করার ফলে সেখানে কোন গোলমাল আছে বলে আমার জানা নেই। কাজে কাজেই এইগুলি স্মরণ রাখতে বলে, তাঁদের বলি যে, নিছক সমালোচনা যেন তাঁরা না করেন।

পরিশেষে আমি বিভাগীয় মন্ত্রীমহাশয়কে স্পেশাল কেডার টিচারদের ট্রেনিং সম্বন্ধে যাতে ত্বরান্বিত করা হয়, যাতে কম করা হয় এবং বুনিয়াদী শিক্ষণ কেন্দ্র যাতে আরও বেশী করে বাড়ান হয়, সেদিকে নজর দিতে বলে এই শিক্ষা বাজেটকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করছি। হরিপদবাবুর কথা সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না, তবে এইটুকুন শুধু বলতে চাই যে, তিনি এখানে এসে এমন সব আবোল তাবোল কথা বলেন, যে যেটা শেষকালে মিথ্যা বা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়। তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশন সম্বন্ধে দেখাতে চেয়েছেন—এই পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর রিপোর্ট যদি কোন ক্ষেত্রে সরকার না মানেন, তাহলে সেটা হয় অন্যায়, আবার তাঁদের সুপারিশ যদি মিলে যায়, তখন সেই পাবলিক সার্ভিস কমিশন হয়ে যায় ডাঃ রায়ের পকেট ব্যুরো। তাহলে কোন জিনিষটা ঠিক তাঁর মতানুযায়ী না হলেই কি তিনি তার প্রতিবাদ করবেন। এই কথা তাঁকে জানিয়ে, স্পীকার মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Amulya Charan Dal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ সম্বন্ধে বলতে হলে, আমি এই কথা বলব যে, আজকে প্রধান মন্ত্রীমহাশয় বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন, তাতে দেখছি—৯,১৬,২৭,০০০ টাকা শিক্ষা খাতে ধরা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বিশেষ কিছু না বল্লেও তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে যা করেছেন, তাতে বিশেষ করে আত্মসন্তুষ্টির ভাবই তাঁর মনে সৃষ্টি হয়েছে—দেখা যায়। আমি শিক্ষা মন্ত্রীমহাশয়কে পুনরায় জানাতে চাই আজ আমাদের দেশে শিক্ষার মান কোন্ অবস্থায়, কোন্ স্তরে আছে, সেটার প্রতি আগে নজর দেওয়া দরকার এবং সেই দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করে, একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার, এবং সেইরূপ ব্যবস্থা করলে পর তবেই আজ দেশের মানুষ লেখাপড়া শিখতে পারবে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন এবং সরকারও জানেন যে, বহুদিন ধরে আমাদের দেশে জমিদারের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের মেন্টাল অবনতি হয়ে গেছে। এরূপ অবস্থায় সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকারের কর্তব্য হচ্ছে তাদের ঋণ দেওয়া। তা না করে সাধারণ লোকের উপর ট্যাক্সের পর ট্যাক্স ধরা হচ্ছে, তাতে তাদের মাথা ভেংগে পড়ছে, তারা লেখাপড়া শিখবে কি? তার উপর শিক্ষা বিভাগে, যেভাবে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে, এবং শিক্ষার ব্যয় ভার যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে গ্রামের কৃষক ও মধ্যবিত্তের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

তারপর, আমি অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার কথা বলব। অশিক্ষিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাবার বিশেষ কিছু ব্যবস্থা আছে কি না জানি না। তাদের ছেলেপিলেদেব বিশেষভাবে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করা দরকার। আপনারা জানেন এই সম্প্রদায় কিভাবে জীবন যাপন করছে, এবং তাদের জীবিকার্জ্জনের উপায় কি। আমরা জানি এই সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকের বিশেষ কোন জমি জায়গা নাই, হয়ত তারা ভূমিহীন ভাগচাষী কিম্বা কারখানায় কাজ করে। কাজেই যে মজুরী তারা পায়, তা দ্বারা কোন রকমে পরিবার প্রতিপালন করতে পারে, এরপর আর লেখাপড়া শেখাবে কি করে? সেই জন্য আমি বলতে চাই সেই সমস্ত লোকের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শিখার সমস্ত ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের বা সরকারের গ্রহণ করা উচিত। আর যেসমস্ত জায়গায় অনুন্নত শ্রেণী রয়েছে, সেসমস্ত জায়গায় বয়স্কদের শিক্ষা প্রচলন করা উচিত। আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়কে জানাতে চাই—কতকগুলি জায়গা আছে, যেখানে বয়স্ক শিক্ষার প্রবর্তন করার ব্যাপারে সরকার অবহেলা করে আসছেন।

Sj. Surendra Nath Pramanik:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, শিক্ষা খাতে বলতে গিয়ে বলব গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলেই অধিক সংখ্যক লোকের বসবাস, প্রায় শতকরা ৭৫ জনেরও বেশী। এই সকল জনগণের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯০।৯৫ জনের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অতি দুঃখে কষ্টে এদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়, খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে। এত দুঃখ কষ্ট স্বীকার করেও বহু লোক প্রয়োজন মত খাদ্য যোগাড় করতে পারে না। আধ-পেটা খেয়ে, দু-এক বেলা উপোস করে দিন কাটাতে হয়। গ্রামাঞ্চলের এই সকল জনগণের ছেলেমেয়ের শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা সরকার করেন নি এবং করবারও কোন পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাই না। বাজেটের সাধারণ আলোচনার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী এবং গতকাল শিক্ষা-মন্ত্রীও বলেছেন যে, প্রাইমারী শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু প্রাইমারী বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ান হয়েছে, এবং ব্যাপকভাবে প্রাইমারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যা যে বেড়েছে, তা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু বর্তমান প্রাইমারী শিক্ষার এবং পরীক্ষার যে পদ্ধতি তাতে ছেলেমেয়েরা যে শিক্ষায় কতটা উন্নতি লাভ করে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন করে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। স্বভাবচঞ্চল অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীর ৫০ জনকে শিক্ষা দেওয়া একজন শিক্ষকের পক্ষে কতদূর

সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমানে পরীক্ষার যে পদ্ধতি তাতে দেখা যায় যে, ছেলেমেয়েদের প্রাইমারি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে শিক্ষক মহাশয়দের আর বিশেষ ভাবনা ভাবতে হয় না। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা দিতে হয়, তাদের নিজেদের বিদ্যালয়ে এবং তাদেরই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। এই শিক্ষক মহাশয়ই ছেলেমেয়েদের খাতা পরীক্ষা করেন এবং নম্বর দেন। কেবলমাত্র নম্বরের একটা লিষ্ট শিক্ষক মহাশয় সাব-ইনস্পেক্টরের নিকট পাঠিয়ে দেন। এই সুবিধা থাকায় দেখা যায়, প্রাইমারি পরীক্ষায় কোন ছাত্রকে অকৃতকার্য্য হইতে হয় না, প্রায় শতকরা ৯৯ জন পরীক্ষায় পাশ করে।

প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনেক ছেলেকে দেখেছি, তাদের ভালরূপ বর্ণপরিচয় হয় না, এমন কি নিজের নামটা পর্যান্ত লিখতে পারে না। এই সকল ছেলে যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, তখন তারা চারদিকে অন্ধকার দেখে। কোন বিষয় অনুসরণ করতে পারে না। ফলে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়ে দুই-এক বৎসরের মধ্যে পড়া বন্ধ করতে হয়। প্রায় অধিকাংশ ছেলেকে এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। ১০।১২ মাইল অন্তর এক-একটি বিদ্যালয় আছে। প্রত্যহ ছেলেদের ৪।৫ মাইল হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতে হয় এবং ছুটীর পরে বাড়ি ফিরে আসতে হয়। এইরূপ যাতায়াতে তাদের অনেকটা সময় নষ্ট হয়। লেখাপড়ার সময়ের অভাব ঘটে। অভিভাবকদের অবস্থার কথা তো বলেছি আর্থিক দুরবস্থার জন্য তারা ছেলেকে বিদ্যালয়ে রেখে পড়াবার ব্যবস্থা করতে পারে না। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল, মেধাবী ছেলে ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করা গ্রামাঞ্চলের সকল ছেলের পক্ষে সম্ভব হয় না। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশেরই অবস্থা চরমে দাঁড়িয়েছে। এই সকল বিদ্যালয়-গুলি প্রায়ই জমিদার-জোতদারদের দ্বারা পরিচালিত হত এঁরাই বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে আসতেন। বর্তমানে জমিদারী উচ্ছেদের ওজুহাতে তাঁরা বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে বিদ্যালয়ের অবস্থা অচল হয়ে পড়েছে: এইরূপ একটি বিদ্যালয়ের কথা আমি বলব। সেটা হচ্ছে বেলদা গঙ্গাধর একাডেমি। এই বিদ্যালয়টি নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত কন্টাই রোড ষ্টেশনের নিকটবর্তী বেলদা বাজারে অবস্থিত। এই এলেকার দুঃস্থ দরিদ্র জনসাধারণের ছেলেদের শিক্ষার সুবিধার জন্য এইখানে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কাঁথি মহকুমার মুখবেড়িয়া গ্রামের স্বর্গীয় জমিদার গঙ্গাধর নন্দ। তিনি এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর পুত্রপৌত্রাদি এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে আসছিলেন। বর্তমানে জমিদারী উচ্ছেদের ব্যাপারে বিদ্যালয়ের দিকে তারা আর বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না, এবং ব্যয়ভার বহন করেন না, ফলে বিদ্যালয়টি শোচনীয় অবস্থায় গিয়ে পৌঁচেছে। গত বৎসর এই বিদ্যালয় থেকে সতেরজন ছাত্র স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিল, একজন মাত্র থার্ড ডিভিশনে পাশ করেছে আর বাদ বাকি সকল ছেলেই ফেল করেছে। বিদ্যালয়ের এই শোচনীয় পরিণতি দেখে সকলেরই মনে একটা দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। অথচ কেউ কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারছে না। বেলদায় যে সমস্ত লোক থাকেন, তাঁদের অবস্থা মন্দ নয়। তবে তাঁরা সকলেই প্রায় ব্যবসাদার, অবাঙ্গালী, এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁদের কোন দরদ দেখতে পাওয়া যায় না। এবং বিদ্যালয়টি বাঁচিয়ে রাখবার কোন রকম আগ্রহও তাদের নাই। বরং পাশের যেসকল স্থানীয় লোক, তাঁদের অধিকাংশই তপশীল শ্রেণীভুক্ত দুঃখ ও দারিদ্র্যই যাদের নিত্যসহচর। এবং অন্যান্য সকলে দরিদ্র কৃষক। এই সকল জনগণের দ্বারা বিদ্যালয়টির সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সরকারও এর জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন না।

গত বিধান সভার অধিবেশনের সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সদস্য সহ দীঘা পরিদর্শনের ফলে সেখানকার জনগণ জানতে পেরে স্থির করল যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন অন্যান্য মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীসহ এই বেলদা দিয়ে দীঘা যাচ্ছেন, তাঁদের যদি কোন প্রকারে এই বিদ্যালয়ে আনতে পারা যায়, তাহলে তাঁরা এর দুরবস্থার কথা অবগত হয়ে নিশ্চয়ই এর একটা ব্যবস্থা করবেন। এবং সেই ব্যবস্থা হল। দীঘা যাওয়ার দিন মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীসহ ঐ বিদ্যালয়ে অতি প্রত্যূষে উপস্থিত হলেন; তাঁদের দেখবার জন্য এবং তাঁরা বিদ্যালয়ের কি ব্যবস্থা করেন, তা শোনবার জন্য বহুলোক উপস্থিত হয়েছিল।

[3-20—3-30 p.m.]

প্রায় প্রত্যেক ইউনিয়ন ও প্রতিষ্ঠান থেকে মানপত্র দেওয়া হয়েছিল। যাতে মুখ্যমন্ত্রীর বণিকদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি থাকে, সেইজন্য বণিকসম্প্রদায় মানপত্র এবং তৎসহ কিছু দর্শনীও দিয়েছিলেন। অতি অল্প সময়ের জন্য তাঁরা সেখানে ছিলেন। মানপত্রাদি গ্রহনান্তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যালয়ের মঙ্গল হোক—এই একটি মাত্র কথা বলেই স্থান ত্যাগ করলেন। এই বিদ্যালয়টির শুভাশুভের বিষয় সম্যক উপলব্ধি করতে না পেরে সকলে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। কোন কোন কংগ্রেস সদস্য এই বলে সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন যে, হতাশ হবার কোন কারণ নেই। শাস্ত্রে শোনা গেছে দেবতার আশীর্বাদে কার্যকরী ক্ষমতা ছিল। তাঁরা আশীর্বাদে যা বলতেন, সেইমত ফল ফলত। বর্তমান যুগের এই নরদেবতার আশীর্বাদ অনুযায়ী ফল ফলবে। এখনও সেখানকার জনগণ এই নরদেবতার আশীর্বাদ ফলের প্রতীক্ষায় আছে।

গ্রামাঞ্চলে মেয়েছেলেদের মাধ্যমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রাইমারি পরীক্ষার পর তাহাদিগকে বেকার অবস্থায় কালাতিপাত করতে হয়। যদি তাদের কুটির শিল্পের শিক্ষার জন্য এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন, তাহলে তারা কুটির শিল্পে শিক্ষালাভ করতে পারত, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা নেই।

পরিশেষে আমি বলতে চাই তপশিলভুক্ত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কিছুটা স্টাইপেন্ড ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু তা অপর্যাপ্ত। যদি গ্রামাঞ্চলে গ্রামের দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের বিনাবেতনে শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা, কুটির শিল্প শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সরকার না করেন, তাহলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই বলে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Sj. Madan Mohon Saha:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই শিক্ষা খাতের উপর বলতে গিয়ে প্রথমেই বলবো, এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে আলোচনা হচ্ছে, এটা পূর্বেই সরকারের মনে রাখতে হবে। কারণ আমরা যেসব কাট মোশান দিয়েছি, তার বেশীর ভাগ কাট মোশানই হচ্ছে এই শিক্ষা ব্যাপারে। এর মধ্যে যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন যে বেশীর ভাগ অভিযোগই হচ্ছে, শিক্ষা দপ্তর সম্বন্ধে। কারণ সরকারের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গাতে আমরা অশেষ যত্নবান হওয়া সত্ত্বেও দেখতে পাচ্ছি, সরকার গণতান্ত্রিক নীতিবোধক দুই পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এর প্রতিবাদ জানালেও প্রতিবাদ জানান বৃথা হয়। শিক্ষা ব্যাপারে সেখানে অভিযোগ রয়েছে যে, সেখানে দলাদলি রয়েছে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সরকারের বলবার মত ক্ষমতা বা শক্তি আছে বলে, আমি অন্ততঃ মনে করি না। এখানে আপনি দেখুন শিক্ষকদের বেতন পাবার ব্যাপারে যে, সামান্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার ঠিক সময় বেতন পাওয়া সে অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আরামবাগের খানাকুল থানায় জানুয়ারী মাসের বেতন ফেব্রুয়ারী মাসের ২৮শে তারিখে পায়। মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি তাঁর বেতন ২৮শে তারিখে পান কি? এখানে নিজেদের বেলায় যে অধিকার পেতে চান, অপরের বেলায় সে অধিকার দিতে চান না। এখানে শিক্ষামন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জিজ্ঞাসা করছি যে ঠিক সময় বেতন পাবার অধিকার থেকে এদের বঞ্চিত করছেন কেন, ক্ষুন্ন করছেন কেন? তারপর নিরক্ষরতা দূর করা সম্পর্কে এমন গলদ আছে যে, তার সঙ্গে তুলনা করার বোধ হয় আর কিছু নেই। এখানে নিজেরা টাকা খরচ করে, তারা পাঠশালা তৈরী করলো, তাকে টাকা না দিয়ে কংগ্রেস কর্মিটি ভূয়া একটা পাঠশালা তৈরী করলো এবং তাকেই টাকা দেওয়া হল। আপনাকে দেখাতে পারি যে, আরামবাগের খানাকুল থানার সম্পৎ গ্রামে একটা নৈশ বিদ্যালয় তৈরী করেছিল, কিন্তু তারা টাকা পেল না, পাচ্ছে অন্য বিদ্যালয়গুলি। তারপর স্পেশাল কেডার সম্বন্ধে যদি বলতে

হয়, তাহলে একবাক্যে বলতে হয় যে, এইগুলি ভুয়া বিদ্যালয় এবং শেষ পর্যন্ত আমি এর প্রতিবাদ করবো। আমরা সকলে এক বাক্যে বলছি যে, এই স্পেশাল কেডারএর শিক্ষকদের রাজনীতির কাজে লাগান হয়। এটা কোন মতেই গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে উচিত নয়।

তারপর পাঠ্যপুস্তকের উপর বিক্রয় কর কেন উঠিয়ে দেবেন না এর জবাব নিশ্চয়ই দেওয়া দরকার।

Mr. Speaker:

এটা সেলস ট্যাক্সএর সময় বলবেন। এটা এডুকেশনএর মধ্যে পড়ে না।

Sj. Madan Mohon Saha:

আচ্ছা, আমি স্পেশাল কেডার স্কুল সম্বন্ধে বলছি। এইসব স্কুলে ১০।১৫ জন ছাত্র মাত্র পড়ে, অথচ স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়েই যাচ্ছেন। এবং এর জন্য যথেষ্ট টাকা খরচ করা হচ্ছে। শিক্ষা দপ্তর এই নূতন স্কুল করে বেশী টাকা খরচ করছেন, কিন্তু এই স্কুলগুলি যা আছে, তাতে কয়টি স্কুলে, কয়টি ছাত্র পড়ে। এই সমস্ত স্কুল যদি ভিজিট করেন, তাহলেই দেখবেন যে এই ঘটনাই ঘটছে।

তারপর প্রাইমারি স্কুলগুলির অবস্থা এমন হয়েছে যে, সংস্কারের অভাবে বৃষ্টি পড়ে, মেরামত করার ব্যবস্থা নেই। জেলা স্কুল বোর্ড মাঝে মাঝে সাহায্য করে, কিন্তু সেখানে এমনভাবে টাকা দেওয়া হয়, তাতে দেখা যায় যে, সেখানেও দলীয় চক্রান্ত রয়েছে। আমার যে অঞ্চলে বাড়ী, সেই অঞ্চলে চণ্ডীবাড়ীতে যে স্কুল রয়েছে, আমি সেই স্কুলের প্রেসিডেন্ট। এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য জেলা বোর্ড সাহায্য করবার জন্য টাকা মঞ্জুর করেছিলেন, কিন্তু যখনই তারা জানতে পারলো যে, মদন মোহন সাহা এই স্কুলের প্রেসিডেন্ট, তখনই একটা এমন রিপোর্ট দিলেন যে, সেই গ্রান্ট আর পাওয়া গেল না -এই হচ্ছে গণতন্ত্র। এই নীতির যদি সংশোধন না হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার উন্নতি হতে পারে না।

[At this stage the red light was lit.]

Mr. Speaker: Your time is up. Please sit down. Otherwise three or four of your speakers will have to be cut out.

Sj. Madan Mohon Saha:

এর আগেও অনেকে এই সোশাল এ্যাডভাইসরী কমিটি সম্পর্কে বলেছেন, আমিও বলছি যে, আমার জেলায় এই এ্যাডভাইসরী কমিটির মধ্যে কেবলমাত্র কংগ্রেস এম, এল, এ-দের নেওয়া হয়েছে। অথচ ২৪ পরগণা জেলা এ্যাডভাইসরী কমিটিতে দেখতে পাচ্ছি, সেখানে কমিউনিষ্ট, প্রজা-সোসালিষ্ট এবং অন্যান্য পার্টিরও এম, এল, এ-দের নেওয়া হয়েছে। কিন্তু হুগলী জেলায় কেবলমাত্র কংগ্রেস এম, এল, এ-রাই এর মধ্যে আছে। এটাই কি গণতন্ত্র? এই গণতন্ত্রকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে এই সমস্ত মন্ত্রীকে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে হবে, নতুবা সরকারকে সত্যিকারের গণতন্ত্রের পথেই যেতে হবে -এই কথাই বার বার জানাচ্ছি।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Amulya Ratan Ghosh:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বর্তমান কংগ্রেস গভর্নমেন্ট শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বর্তমান গভর্নমেন্ট রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রাইমারী শিক্ষা অবৈতনিক ও কম্পালসারী করিবার অজুহাতে সমস্ত জনসাধারণের নিকট জমির আয়ের উপর, ব্যবসার উপর এবং অন্যান্য আয়ের উপর শিক্ষা সেস আদায় করিতেছেন, কিন্তু উক্ত প্রাইমারী শিক্ষা প্রত্যেক ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক বালকবালিকার অবৈতনিক ও কম্পালসারী করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। বাংলা দেশে প্রত্যেক অধিবাসীরই লেখাপড়া জানা আবশ্যক এবং প্রত্যেকেরই যাহাতে শিক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা গভর্নমেন্টের একান্ত কর্তব্য। বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষা সম্বন্ধে অনগ্রসর। এই জেলায় যাহাতে প্রাইমারী শিক্ষা অবৈতনিক ও কম্পালসারী হয় তৎপ্রতি আমি গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বাঁকুড়া জেলায় গভর্নমেন্ট কর্তৃক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। অনেক প্রাইমারী স্কুলের কোন গৃহ নাই বা কোন আসবাবপত্র নাই। প্রাইমারী স্কুল সংস্থাপন করিতে হইলে অধিকাংশ স্থলে গ্রামবাসিগণকে স্কুল গৃহের ব্যবস্থা করিতে হয়, নচেৎ সেখানে স্কুল স্থাপিত হয় না, তজ্জন্য যেসব ইউনিয়নে বা গ্রামে দরিদ্র গ্রামবাসী অধিক সংখ্যক আছে, সেই সব ইউনিয়নে বা গ্রামে কোন প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হইতেছে না এবং গভর্নমেন্টের এ নীতি অনুসারে দরিদ্র জনসাধারণের পুত্রকন্যাগণ প্রাইমারী শিক্ষার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ঐরূপ সর্তের পরিবর্তন করিয়া অন্ততঃ ৩-৪টি গ্রাম লইয়া এক একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় করা এবং স্কুল গৃহটি সহ সমস্ত সরঞ্জামাদি সহ প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন করা গভর্নমেন্টের অবশ্য কর্তব্য এবং অনেক স্থলে দলীয় স্বার্থের জন্য স্কুল স্থাপিত হয় এডুকেশন ব্যাপারে দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে থাকিয়া যাহাতে প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হয় এবং তাহা অবৈতনিক ও কম্পালসারী করা হয়, তজ্জন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আপনার মাধ্যমে দাবি করিতেছি। যখন গভর্নমেন্ট জনসাধারণের নিকট শিক্ষা সেস আদায় করিতেছেন এবং কন্সটিটিউশন অনুসারে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তখন গভর্নমেন্ট অবৈতনিক ও কম্পালসারী প্রাইমারী শিক্ষা দিতে বাধ্য। প্রাইমারী ছাত্রগণকে টিফিন দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সেকেন্ডারী স্কুলে কোন কোন বিদ্যালয়কে গভর্নমেণ্ট কিছু কিছু টিফিনের জন্য মঞ্জুর করিয়া থাকেন। প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রগণকে গভর্নমেন্টের প্রতি ছাত্র পিছু অন্ততঃ মাসিক বার আনা হইতে এক টাকা টিফিন বাবদ মঞ্জুর করা কর্তব্য। এ সম্বন্ধে আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বাঁকুড়া জেলায় স্পেশাল কেডার শিক্ষক নিযুক্তির জন্য যে বোর্ড গঠিত হইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র কংগ্রেস দলের সভ্যগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট যাঁহার বিদ্যা ক্লাস সিক্সের উপর নয় এবং যেসব কংগ্রেস এম.এল-এ যাঁহার বিদ্যা ম্যাট্রিক পর্যান্ত নয় এবং আরও যাঁহারা আছেন, তাঁহারা শিক্ষা সম্বন্ধে বেশী দূর অগ্রসর নন এইরূপ সব কংগ্রেস সভ্যগণকে লইয়া উক্ত বোর্ড গঠিত হইয়াছে বাঁকুড়া জেলায়। অপোজিসন গ্রুপের কোন এম.এল-একে উক্ত বোর্ডে লওয়া হয় না। উক্ত বোর্ড নিজের ইচ্ছামত কেবলমাত্র যাঁহারা কংগ্রেসের সহ সংশ্লিষ্ট বা ভলানটিয়ার ছিল বা আছে, সেইসব লোককে উক্ত স্পেশাল কেডারের শিক্ষক নিযুক্ত করিতেছেন, উক্ত সব ব্যক্তিদের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন যোগ্যতা আছে কি না দেখিতেছেন না এবং তাঁহাদিগকে বলা হইতেছে যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা হইলে, তাঁহাদিগকে ডিসমিস করা হইবে। এমতে দলীয় স্বার্থের খাতিরে কিছু সংখ্যক বেকার সমস্যা সমাধানের অজুহাতে উক্তরূপ শিক্ষক নিযুক্ত করা হইতেছে এবং অনেক অকর্মণ্য লোককে কেবলমাত্র কংগ্রেসের লোক বলিয়াই শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে ও হইতেছে। কংগ্রেসদল ব্যতীত অপর দলের সঙ্গে যাহার কিছুমাত্র সংশ্রব ছিল বা আছে, তাহারা যত ভাল শিক্ষিত ও শিক্ষা দিবার উপযুক্ত হউক না কেন বা যোগ্যতা থাকুক না কেন তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে না। আগামী ইলেকশনে তাঁহাদের পক্ষে প্রচার ও সংগঠন কার্য্যের জন্য উক্ত শিক্ষকগণকে নিযুক্ত করা হইতেছে। শিক্ষা বিষয়ে এবং বোর্ড গঠন বিষয়ে গভর্নমেন্টের দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে থাকা উচিত। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে এ বিষয়ে এনকোয়ারী করিবার এবং দলীয় ব্যক্তি ব্যতিরেকে প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিকে লইয়া বোর্ড পুনর্গঠন করিবার জন্য অনুরোধ ও দাবি করিতেছি। প্রাইমারী স্কুলগুলিকে বেসিক স্কুলে পরিণত করিবার বিষয় বার বার গভর্নমেন্ট বলিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কার্য্যে কিছুই হয় নাই। এই জেলায় দুই-একটি বেসিক স্কুল যাহা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও ভালভাবে পরিচালিত হইতেছে না। গভর্নমেন্টের এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। প্রাইমারী ও স্পেশাল কেডারের শিক্ষকদের মধ্যে বেতনের পার্থক্য থাকা উচিত নয়। প্রাইমারী শিক্ষকরা কম বেতন পাইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য, নচেৎ প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা ব্যাহত হইবে। প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যপুস্তক "কিশলয়" সম্বন্ধে পূর্ব বক্তাগণ বলিয়াছেন, আমি আর এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলিতে চাহি না। যাহাতে উক্ত পুস্তক বিক্রয় সম্বন্ধে ব্লাক মার্কেটিং না হয় এবং তাহা সহজপ্রাপ্য হয়, তদ্বিষয়ে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি দেওয়া ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

Sj. Narendra Nath Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, শিক্ষা বিভাগের বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে আমি এ কথা বলবো যে, শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার জন্য আমাদের সরকার টাকার অঙ্কের দিক দিয়ে যে খুব কম খরচ করছেন তা অবশ্য নয়, তবে যার উপর এই শিক্ষা দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে, তিনি যে কি রকম অচল ও অনড় ব্যক্তি সে আমরা কাল দেখে বুঝতে পেরেছিলাম। আজ আবার তাঁকে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। (এ ভয়েস ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চসঃ তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।) সরকার পক্ষের একজন সদস্য বলেছেন যে, তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তিনি জানেন না যে, ঘরের কর্তা নড়বড়ে হলে সে ঘরের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে না। সেই ধারণা যদি তাঁর থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি একথা বলতেন না—একথা বলতে তাঁর লজ্জা হোত।

মিঃ স্পীকার, স্যার, শিক্ষিত বেকারদের বেকারী ঘুচানো বা কংগ্রেস দলের নির্বাচনী প্রচার কার্যের জন্য এ পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে, ও'দের রিপোর্টেই দেখতে পাচ্ছি এবং আগামী বছরে আরো দেড় হাজার ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু তাঁদের চাকরীর স্থায়ীত্ব কতটুকু সেটা আজ পর্যন্ত জানানো হয় নি। আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনার মাধ্যমে আমাদের সেটা জানিয়ে দেবেন। যদি তাঁরা তাঁদের চাকরীর স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে আশার আলো দেখতে না পান, তাহলে আগামী নির্বাচনে তাঁরা হয়ত কাজ করতে অস্বীকার করতে পারেন, এই জন্যই কি তা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে না?

আর একটা কথা, আপনাদের স্পেশাল কেডার সম্বন্ধে বলবো। স্পেশাল কেডার ইকুইপমেন্ট গ্রান্ট বাবদ কুড়ি লক্ষ টাকার মত খরচ করা হয়েছে ভাল কথা। কিন্তু সেটা শুধু স্পেশাল কেডার স্কুলের জন্য কেন করা হল। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে জানাচ্ছি যে, তিনি যদি গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের দিকে চেয়ে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, কি স্কুল বোর্ডের স্কুল, কি স্পেশাল কেডার স্কুল, সমস্ত স্কুলগুলির একই অবস্থা। কাজেই ইকুইপমেন্ট গ্রান্ট সমস্ত স্কুলগুলিতে যাতে দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করা উচিত। তবে ইকুইপমেন্ট গ্রান্ট সম্বন্ধে একটা কথা বলবো যে, প্রায় চারশো টাকার করে জিনিষ প্রতি স্কুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই চারশো টাকা যদি স্কুল কমিটির হাতে দেওয়া হোত, তাহলে তার চেয়ে ঢের বেশী জিনিষ এবং আরো ভাল জিনিষ ঐ টাকায় কিনতে পাওয়া যেত। সেজন্য আপনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর একটা কথা, তিনি যেন কেবলমাত্র স্পেশাল কেডার স্কুলের জন্যই ইকুইপমেন্ট গ্রান্ট বরাদ্দ না করেন, যেন অন্যান্য স্কুল বোর্ডের আণ্ডারে যেসমস্ত স্কুল আছে, সেই সমস্ত স্কুলের জন্যও যেন ইকুইপমেন্ট গ্রান্টের ব্যবস্থা করেন। আর একটা কথা—শুধু ইকুইপমেন্ট গ্রান্টের ব্যবস্থা করলেই হবে না, অনেক স্কুলে ইকুইপমেন্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রাখবার উপযুক্ত জায়গা নেই। কাজেই স্কুল বিল্ডিংএর যাতে কিছু উন্নতি হয় কি স্পেশাল কেডার স্কুল, কি স্কুল বোর্ডের স্কুল সেদিকে আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়কে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। প্রাইমারী স্কুলের পুস্তকের যে দাম সে সম্বন্ধে আমি গত বৎসর মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে জানিয়েছিলাম এবং আমি তাঁকে কতকগুলি ক্যাটালগ, প্রাইস লিস্ট দেখিয়েছিলাম যে, সেখানে শতকরা ৩৩ টাকা থেকে আরম্ভ করে শতকরা ৫০ টাকা পর্যন্ত কমিশন দেওয়া হয়। ক্লাস টেনের জিওগ্রাফীর যা দাম তার চেয়ে প্রাইমারী স্কুলের জিওগ্রাফীর দাম ঢের বেশী। সেকেণ্ডারী স্কুলের পুস্তকের দাম বেঁধে দিতে পারলেন, কিন্তু প্রাইমারী বিদ্যালয়ে এই রকম দাম বাঁধছেন না কেন, তা বুঝতে পাচ্ছি না। তাঁর হিসাবে ১৯ লক্ষ ছেলে প্রাইমারী স্কুলে পড়ে, সেখানে যাতে ন্যায্য দামে ছেলেরা পুস্তক পায়, সেই চেষ্টা করা কি সরকারের কর্তব্য নয়? মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি এ বৎসরও পুনরায় মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে তিনি প্রাইমারী স্কুলের পুস্তকগুলির দাম বেঁধে দেবার চেষ্টা করেন। "কিশলয়" সম্বন্ধে আমার পূর্বে বহু বন্ধু বলে গেছেন, কাজেই সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আর বলার নেই। আমি তাঁকে বলি, কলকাতার হিন্দুস্থান বুক ডিপোতে যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, একখানা করে মানের বই কিনলে ইচ্ছামত "কিশলয়" বই পাওয়া যায়। কোথা থেকে সেই বইগুলি আসে, সে সম্বন্ধে সরকারের অনুসন্ধান করা উচিত।

তারপর সেকেন্ডারী স্কুল সম্বন্ধে আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে কিছু জানাবো। আমি যে পল্লী অঞ্চলে থাকি, সেটা এমনই গন্ডগ্রাম এবং শিক্ষায় অনগ্রসর যে সেখানে দশ হাজার লোকের মধ্যে চার-পাঁচ জনও গ্র্যাজুয়েট নেই। সেই সমস্ত জায়গায় সেকেন্ডারী স্কুলে ডেফিসিট গ্রান্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। সেই সমস্ত স্কুলের রেজাল্ট ভাল, কিন্তু তাদের কোয়ালিফায়েড টিচার নেই। এই অজুহাতে অনেককে সেই গ্রান্ট থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু যারা ভয়ঙ্কর সজাগ, কিংবা যাদের কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে দহরম মহরম আছে, তারা গ্রান্ট পাচ্ছে। আরামবাগ সাবডিভিসনে এমন কয়েকটি স্কুল আছে যেখানে একটি ছেলেও এ বছর স্কুল ফাইনালে পাশ করতে পারে নি।

[3-40—3-50 p.m.]

অথচ তারা গ্রান্ট পাচ্ছে। কিন্তু বি-এসসি, এম-এসসি, বি-টি ইত্যাদি নেই, এই অজুহাতে কতকগুলি স্কুল গ্রান্ট পাচ্ছে না। পল্লীগ্রামে যেসমস্ত সেকেন্ডারী স্কুলস আছে, তাদের গ্রান্ট পাবার পথে যাতে এইসব খুঁটিনাটি বাধা অপসারিত হয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি মন্ত্রী-মহাশয়কে অনুরোধ করছি। সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমাদের এই কথা মনে হয় যে, গণতান্ত্রিক সরকার অগণতান্ত্রিক পথেই চলেছেন। কারণ বোর্ড ডিজলভ করে নিয়ে এ্যাডমিনিস্ট্রেটরএর হাতে দিয়ে কাজকর্ম চালাচ্ছেন। পুনর্গঠন করতে ভয় পাচ্ছেন, তাদের কর্তৃত্বটা চলে যাবার ভয় আছে, অদূর ভবিষ্যতে পুনর্গঠন করবেন কিনা তা জানতে চাই। আর একটা কথা আপনার মাধ্যমে জানতে চাই যে, কি প্রাইমারী শিক্ষক কি সেকেন্ডারী শিক্ষক, কি কলেজ শিক্ষক সকলের বেতন সম্বন্ধে। যারা সৌভাগ্য-ক্রমে সরকারী স্কুলে বা কলেজে স্থান পেয়েছেন, তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু নন-গভর্নমেন্ট স্কুলস এ্যান্ড কলেজেস যেগুলি আছে, সেখানকার শিক্ষকদের কি অবস্থা, সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে কি সরকারী, কি বেসরকারী সমস্ত শিক্ষকদের বেতনের হার একরকম হয়, তার ব্যবস্থা হয়, সেজন্য অনুরোধ করছি। শিক্ষকদের উপরেই জাতি গঠনের ভার রয়েছে—তাঁরা যদি হাফ-ফেড হন, নিজেদের সংসার প্রতিপালনের অর্থ সংগ্রহ করতে না পারেন। তাহলে তাঁদের দ্বারা জাতি গঠনের কাজ হতে পারে না। তাই বলি সমস্ত শিক্ষকদের বেতনের হার একরকম করুন।

আর একটা কথা আমি বলি যে, সেকেন্ডারী টিচারদের ছেলেদের বেতনের একটা ব্যবস্থা সম্প্রতি হয়েছে, তাতে শিক্ষকেরা যে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, মাত্র সেখানেই তাঁদের ছেলেরা বিনা বেতনে পড়তে পারেন, কিন্তু মফঃস্বলে অনেকে সামান্য টাকার চাকরী করেন, বাড়ী হতে দূরে। ছেলেরা সঙ্গে যেতে পারে না। সেজন্য বিনা বেতনে পড়ারও সুযোগ পায় না। যাতে যেকোন স্কুলে সেকেন্ডারী স্কুল টিচারদের ছেলেরা পড়ুক না কেন, বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ পেতে পারে, সেই ব্যবস্থা করবার জন্য মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি। এই বলে আমি শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে, তার বিরোধীতা করছি।

Janab Tafazzal Hossain:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমি শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের সমর্থনে উঠিয়া একটি বিষয়ের দিকে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ১৯৪৮-৪৯ সালে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ কিঞ্চিত অধিক দুই কোটি টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। বর্তমান বাজেটে উহা বর্ধিত হইয়া ৯,৪০,০০,০০০ হাজার হইয়াছে। উহার সঙ্গে ইনডাইরেক্ট কস্ট ধরিলে শিক্ষা বাবদ মোট ব্যয় বরাদ্দ ১১,১৪,৮৪,০০০ দাঁড়াইবে। ইহাতে দেখা যায় গত আট বৎসরে শিক্ষার ব্যয় পাঁচ গুণেরও বেশী বর্ধিত হইয়াছে। এই বৃদ্ধি যে অভিনন্দনযোগ্য ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অন্যান্য বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। মোট ব্যয়ের শতকরা ১৭·৯, শিক্ষা, ১৬·৬ পুলিশ এবং ১১·৩ চিকিৎসা খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে। শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতের ব্যয় বরাদ্দ একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের উপযুক্তই হইয়াছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দিকে আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইয়া চলিয়াছি, উহাতে সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই। অবশ্য বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এই

অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট নহেন। দ্রুত অগ্রগতি সকলেরই কাম্য। কিন্তু বহু আকাঙ্ক্ষিত সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবর্তিত করিতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, উহা রাষ্ট্রের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় কত দূর সম্ভব, উহা বিবেচনা করিতে হইবে। আমি বিশ্বাস করি, দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে দেশের জনসাধারণ ও তাহাদের প্রতিনিধিগণ যেরূপ আগ্রহান্বিত সরকারও সেইরূপ উৎসুক। আমি শিক্ষার সহিত দীর্ঘকাল সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম, এখনও পরোক্ষে আছি। অতএব দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু মাননীয় সভাপাল মহাশয় বক্তব্য পেশ করার জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এই সময়ের মধ্যে উহা বলা শেষ হবে না বলে উহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া মাত্র শিক্ষা বিভাগের একটি উপেক্ষিত অংশ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা লঘুদের শিক্ষার জন্য এক বিশেষ শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ মাদ্রাসা নামে অভিহিত। মাদ্রাসাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—আরেবী, ওল্ড স্কীম এবং নিউ স্কীম। আরেবী মাদ্রাসা অনুমোদিত নয়। ওল্ড স্কীম এবং নিউ স্কীম মাদ্রাসাগুলি গভর্নমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত। এই মাদ্রাসাগুলিতে আরেবী শিক্ষার সহিত বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং ইংরেজী ইত্যাদি সাধারণ শিক্ষার যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

এই মাদ্রাসাগুলির পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের ভার বাহ্যতঃ একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত আছে। উহাকে বোর্ড অব মাদ্রাসা এডুকেশন বলা হয়। উহার প্রেসিডেন্ট চীফ ইনস্পেক্টর, প্রাইমারী এডুকেশন এবং সম্পাদক প্রিন্সিপাল, ক্যালকাটা মাদ্রাসা, কিন্তু বোর্ডটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। মাদ্রাসাগুলি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইতেছে। জুনিয়ার মাদ্রাসাগুলির অনুমোদন জেলা স্কুল ইনস্পেক্টর মহাশয়গণ এবং যাহারা তাঁহাদের সুপারিশক্রমে ডি-পি-আই তথা চীফ ইনস্পেক্টর, প্রাইমারী এডুকেশন, বিলি করিয়া থাকেন। দেশ বিভাগের ৮।৯ বৎসরের মধ্যেও মাদ্রাসাগুলির নূতন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং প্রকাশিত হয় নি। অবিভক্ত বাংলায় যেসব পাঠ্যপুস্তক প্রচলিত ছিল, বিশেষতঃ আরবী বহিগুলি, এখনও প্রায় উহাই প্রচলিত আছে। এই বহি ঢাকায় ছাপান হয় এবং এগুলি সংগ্রহ করিতে মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে ভীষণ বেগ পাইতে হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে মাদ্রাসাগুলির পরিদর্শন, অনুমোদন ও সাহায্য সুপারিশের ভার আরবী ভাষাভিজ্ঞ এক শ্রেণীর পরিদর্শক কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত ছিল। বর্তমানে এসব পদ লোপ করা হইয়াছে। বর্তমানে জুনিয়ার মাদ্রাসাগুলি জেলা স্কুল ইনস্পেক্টরগণ পরিদর্শন করিয়া থাকেন, এবং এগুলির অনুমোদনও তাঁহারা দিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন নয়। আরবী ভাষা জানা না থাকার জন্য ইহাদের দ্বারা মাদ্রাসাগুলি সুচারুরূপে পরিদর্শন সম্ভবপর নয় এবং তাহাদের পরিদর্শনে মাদ্রাসাগুলি আদৌ উপকৃত হয় না। একথা বহুবার শুনা গিয়াছে যে পরিদর্শন, অনুমোদন ও সাহায্য দানের সময়ে তাহারা মাদ্রাসাগুলিকে বন্ধ করিয়া দিয়া এগুলিকে এম-ই বা জুনিয়ার হাই স্কুলে পরিণত করার জন্য চাপ দেন এবং নিজেদের ব্যবহার দ্বারা এই ভাব প্রকাশ করেন যে, গভর্নমেন্ট মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধী। কিছু দিন পূর্বে একটি জুনিয়ার মাদ্রাসার অনুমোদন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আমি মালদহের বর্তমান জেলা স্কুল ইনস্পেক্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন যে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধী, এ মাদ্রাসাটির অনুমোদনের কোনও সম্ভাবনা নাই। আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিব—মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের নীতি কি? এগুলি ক্রমশঃ তুলিয়া দেওয়ার জন্য বিভাগীয় কর্মচারীদিগকে কোনওরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে কিনা, যদি এরূপ কোনও নির্দেশ না দেওয়া হইয়া থাকে, যদি উহা স্থানীয় কর্মচারিগণের খামখেয়ালীপ্রসূত হইয়া থাকে, তবে যেসব কর্মচারী গভর্নমেন্টের নীতির অপপ্রয়োগ বা নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাবের অপব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করিব।

[3-50—4 p.m.]

হাই এবং সিনিয়ার মাদ্রাসাগুলির পরিদর্শনেরও কোন সুব্যবস্থা নাই। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৮।৯টি নিউ স্কীম হাই মাদ্রাসা আছে। উহার মধ্যে একটি হুগলী মাদ্রাসা গভর্নমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত ও বাকীগুলি সাহায্যকৃত। ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা বোধ হয় তিনটি। তন্মধ্যে একটি কলিকাতা মাদ্রসা গভর্নমেন্ট পরিচালিত। হাই এবং সিনিয়ার মাদ্রাসাগুলির সাহায্যের হারও অত্যন্ত কম। অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের সাহায্য এম-ই স্কুল এবং জুনিয়ার হাই স্কুলের চেয়েও কম। এইরূপ স্বল্প সাহায্য দ্বারা যেসব মাদ্রাসা ম্যাট্রিক ষ্টান্ডার্ড পর্যান্ত শিক্ষা দিয়া থাকে, উহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা যে কতদূর কঠিন, তা সহজেই অনুমেয়। মাদ্রাসাগুলির সুপরিচালনা ও উন্নতি বিধানের জন্য শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তথা গভর্নমেন্টকে আমি আমার নিম্নোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করবো:

(১) মাদ্রাসা বোর্ডকে প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে পুনর্গঠন।

(২) মাদ্রাসা বোর্ডের উপর মাদ্রাসাগুলির অনুমোদন এবং সাহায্য বিলির ভারার্পণ।

(৩) মাদ্রাসা বোর্ডকে পশ্চিম বাংলার মাদ্রাসাগুলির পাঠ্য তালিকা নির্ধারণ, পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ এবং পরীক্ষা পরিচালনার ভারার্পণ।

(৪) হাই ও সিনিয়ার মাদ্রাসাগুলিকে হাই স্কুলের মত ডেফিসিট বেসিসএ সাহায্য প্রদান।

(৫) জুনিয়ার মাদ্রাসাগুলিকে ক্রমশঃ জুনিয়ার হাই মাদ্রাসায় উন্নীত করণ ও অনুমোদন দান।

(৬) মাদ্রাসাগুলির পরিদর্শন, অনুমোদন ও সাহায্য সুপারিশ করবার জন্য আরবী ভাষাভিজ্ঞ পরিদর্শক কর্মচারী নিয়োগ।

উপসংহারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে মাদ্রাসার শিক্ষকদিগকে সেকেন্ডারী স্কুলের শিক্ষকদের অনুরূপ বর্ধিত হারে ডিয়ারনেস এলাওয়েন্স মঞ্জুরীর জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কেও অনেক অপেক্ষার পর হুগলী গভর্নমেন্ট হাই মাদ্রাসার বিল্ডিংএর সংস্কারের ও সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান বৎসরের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং শিক্ষা খাতের ব্যয় বরাদ্দ সমর্থন করছি।

Sj. Nalini Kanta Haldar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য অতীনবাবু গতকাল বলেছিলেন যে, বর্তমান ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষার যে ব্যবস্থা, সেটা একটা কেরিকেচার—তাতে কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্য খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মহাশয় ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকটি কথা বলেছেন। তার জন্য সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলবো।

তিনি বলেছেন, বেসিক স্কুল কখনো সেলফ-সাফিসিয়েন্ট হতে পারে না, কোন জায়গায় হয় নাই এবং যদি কোন জায়গায় হয়, তাহলে সমস্ত দেশকে তিনি বেসিক স্কুলএ পরিণত করতে রাজী আছেন। আর একটি কথা অতীনবাবু বলেছিলেন, সেটা তিনি হয়ত লক্ষ্য করেন নি যে, বেসিক স্কুল প্রোডাকশনএর মার্কেট সৃষ্টি করতে হবে। নচেৎ সেখানকার প্রোডাকশনগুলি কি করে স্কুলগুলিকে সাপোর্ট করবে বুঝতে পারি না। তারপর তিনি বলেছেন এক গান্ধীয়ান স্কীমে ১৪ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। আর এঁরা করেছেন ১১ বছর পর্যন্ত। তাতে কি লাভ হবে বুঝি না। ১১ বছর পর্যন্ত তারা শিখবে কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি। তারপর মালটিপার্পাস স্কুলএ তারা শিখবে মেসিন ইন্ডাষ্ট্রি। কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি শেখার পর মেসিন ইন্ডাষ্ট্রি শিখে যে কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি শেখার কি ফল হবে? ফল হবে এই দীর্ঘ সময়টা নষ্ট হয়ে গেল। তারপর তিনি বলেছেন ডাঃ জাকির হোসেনের

গান্ধীয়ান স্কীম ও ওয়ার্ধা স্কীম আমাদের বাংলাদেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়। আমরা বাংলা-দেশে বাস করি—আমাদের পক্ষে সেটা খুব প্রয়োজন। আমি সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলবো।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তার জন্য চাই গোড়া থেকে যাতে আমাদের ছেলেরা সেই সামাজিক মনোভাবাপন্ন হতে পারে, সেই রকম শিক্ষা ব্যবস্থা গোড়াতে করা। সকলকে সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, অপরের কথা চিন্তা করতে হবে। এই সব শিক্ষা যদি আমরা না পাই, তাহলে আমরা আজকে যে সমস্ত দেশের শান্তি বাড়াবার চেষ্টা করছি, সেই শান্তি দেশে আনতে পারবো না। কাজেই এই শিক্ষার জন্য চাই আমাদের আবাসিক শিক্ষার প্রবর্তন। আমরা জানি সোস্যাল ভার্চু ডেভেলপ করবার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন কমিউনিটি লাইফ। সেই কমিউনিটি লাইফএর ব্যবস্থা না করলে বাল্যকাল থেকে ঐ জিনিষগুলি আমাদের গড়ে উঠতে পারে না। শুধু মুখে উপদেশ দিলেই হয় না; শুধু স্কুল আরম্ভ করবার সময় এই ধরণের গান দিয়ে আরম্ভ করলে হয় না, আমাদের ভেতর থেকে প্রেরণা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য আমাদের প্রয়োজন কমিউনিটি লিভিং। সেই জন্যে প্রয়োজন আবাসিক বিদ্যালয়ের। সেখানে ছেলেরা যে সামাজিক শিক্ষা লাভ করবে তার প্রয়োগ এবং পরীক্ষা ক্ষেত্র সেখানেই নিজেদের মধ্যে পাবে। Children afford the best society for children.
তা না হয়ে যদি তা বয়স্ক সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়, বয়স্ক সমাজের সংঘাতে তা নষ্ট হয়ে যাবে। তার জন্য প্রয়োজন শিশু সমাজ। যেমন স্কুলে নিয়ম আছে কামাই করলে, অবশ্য বিনা কারণে, এক আনা জরিমানা দিতে হয়। অনেক অভিভাবক আছেন, তাঁরা মিথ্যা ওজুহাত দেখিয়ে চিঠি দেন, সেই জরিমানার এক আনা মাপ করাবার জন্য। ছেলে বেলায় এই রকম শিক্ষা দেওয়া হয়। পুস্তকে শিক্ষা দেওয়া হয় সদা সত্য কথা কহিবে। কিন্তু যখন ঐ এক আনা বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কথা বলে হাতে হাতে এক আনা লাভ দেখান হল, তখন আমাদের ঐ থিয়োরেটিক্যাল শিক্ষা পণ্ড হয়ে গেল। এই হচ্ছে পারিবারিক পরিবেশ। তারপর পারিবারিক পরিবেশের বাইরে গেলে অবস্থা হয় আরো সাংঘাতিক। সেখানে প্রবঞ্চনা, চুরি ইত্যাদি শেখে। পিতামাতার স্নেহের আওতা সবচেয়ে ভাল স্বীকার করি। কিন্তু যেখানে সমস্ত সমাজ দূষিত, সেখানে সেই ভবিষ্যৎ বংশধরদের মঙ্গলের জন্য, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আমাদের উচিত সেগ্রিগেশনএর ব্যবস্থা করা। সেই সমাজ থেকে দূরে রাখা ততদিন প্রয়োজন, যতদিন না তার বুদ্ধি পরিপক্ক হচ্ছে। বুদ্ধি ম্যাচিওর হবার পর যদি এই সব শিক্ষা নিয়ে সে সমাজের সামনে আসে তাহলে সব প্রতিকূল অবস্থা সে ঠেকাতে পারবে এবং প্রয়োজন হলে সে সমাজের মোড় পর্যন্ত ঘোরাতে পারবে। সেই জন্য এই আবাসিক শিক্ষা সবচেয়ে বেশী দরকার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা ব্যয়সাপেক্ষ। সে টাকা পাব কোথা? আমি বলি—অন্য অনেক বিভাগের ব্যয় কমিয়ে এই প্রয়োজনীয় বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারেন সরকার।

তারপর হচ্ছে ওয়ার্ধা স্কীমএর কথা। সেখানে ক্র্যাফট শুধু নয়, ক্র্যাফট এ্যান্ড ট্রেড এডুকেশন আগে দিলে তার মাধ্যমে ব্যয় অনেক লাঘব হতে পারে। এই রকম শিক্ষার প্রয়োজন যে আমাদের দেশে আমাদের সমাজে কত বেশী, সেটা বোধ হয় কংগ্রেস পক্ষীয় এবং বিরোধী পক্ষীয় সদস্যগণ স্বীকার করবেন। এই উপলক্ষে সেদিনকার আমাদের এসেম্বলীর ভোজসভার দৃশ্য তাঁরা মনে করুন। কি শোচনীয় অবস্থা! কেউ কারো কথা চিন্তা করবার অবসর পর্যন্ত তখন পান নাই। আমি স্বচক্ষে দেখেছি—মহিলা সদস্যার সম্মান পর্যন্ত সে সময় মনে রাখা হয় নাই। [এ ভয়েসঃ কোন্ দিন?]

আমি প্রথম দিনের কথা বলছি। সেই মহিলা সদস্যা ঠেলাঠেলির মধ্যে না গিয়ে একধারে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি? তিনি বললেন—কম্পিটিশনএ পেরে উঠছি না। আর একজন মাননীয় সদস্য পরে গল্প করেছেন—আমি ৭টি আইসক্রীম খেয়েছি, এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা একটাও পান নি। সুধীরবাবু নেমে এসে বললেন—
I am not used to such things.

এই হচ্ছে আমাদের সমাজের অবস্থা। এইভাবে আমরা আমাদের সমাজ গড়তে যাচ্ছি। এই যদি আমাদের—যাঁরা আর্চিটেক্টস অব সোসাইটী তাঁদের অবস্থা হয়, তাহলে আশা দেখছি

না। এই সামাজিক শিক্ষা দিতে গেলে যথার্থ গান্ধী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে সেটা সম্ভবপর। এটা সকলকে স্বীকার করতে হবে।

তারপর ঐ বুনিয়াদী শিক্ষা যদি কম্পালসরী করতে হয় এবং মাস এডুকেশন করা হয়, তাহলে তার সুফল একটু পর্য্যালোচনা করে দেখতে বলি। মনে করুন, একটা হিসাবের সুবিধার জন্য বলছি প্রতি ৩৬ জনের ভেতর একজন যদি ৬ বৎসর বয়স্ক শিশু হয় এবং মাস এডুকেশন সমস্ত ভারতবর্ষের কম্পালসরী হয়, তাহলে আজ থেকে ১৫ বছর পরে এই রকম এক কোটি শিশু শিক্ষালাভ করে বেরুবে যারা পরের অধিকারকে সম্মান দিতে শিখবে এই বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে, গান্ধীজী যেটা ব্যবস্থা করে গেছেন।

[4—4-10 p.m.]

সেখানে প্রতিদিনের ছোট ছোট অভ্যাসের ভিতর দিয়ে ছেলেরা এই শিক্ষা লাভ করে—waiting for one's turn for asking a question, making use of the queue system.

এইসব ছোটখাট ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে ছেলেরা শিখবে কেমন কোরে পরের অধিকারকে মর্য্যাদা দিতে হয় এবং একমাত্র ঐ শিক্ষা লাভ হলে জগতে আর কোন বিরোধ থাকবে না। ১৫ বৎসর পরে এই রকম এক কোটি নাগরিক যদি তৈরী হয় তাহলে সমস্ত ভারতবর্ষ এই রকম নাগরিকে পূর্ণ হতে ৫০।৬০ কি ১০০ বছর লাগতে পারে, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে এইভাবেই গান্ধীজীর স্বপ্নের রাম রাজত্ব আসতে পারে।

[At this stage the red light was lit.]

আর একটু বলেই শেষ করছি। মাননীয় সদস্য বলাইলাল দাস মহাপাত্র মহাশয়ের কাট মোশনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাবেন যে সেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে আমাদের জাতীয় আন্দোলনকালে প্রতিষ্ঠিত যে "ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন" সেখান থেকে যেসব ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সরকার আজও ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইন্যাল উত্তীর্ণ বলে স্বীকার করছেন না, এবং যারা যাদবপুর বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরও কলিকাতা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েটদের সমান মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। যাঁরা সেই আন্দোলনের যুগে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই সৈনিকদের বৃটিশ গভর্নমেন্ট যেরকম দণ্ডের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন আজ আমাদের জাতীয় সরকার সেইটাই কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন। এর কোন যুক্তি নেই।

Sj. Subodh Choudhury:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার সময় খুব কম, সেই জন্য আমি একটি গুরুতর বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই ব্যাপারে আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কেও একখানি চিঠি দিয়েছিলাম এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও লিখেছিলাম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অবশ্য উত্তর দিয়েছেন; এবং আমার এটার কর্নাসডারেশনএর জন্য আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তাঁর পার্লিয়েন্ট সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ হয়ে গেল, তাঁর এতটুকুও সৌজন্য হল না যে, এই চিঠির একটা উত্তর দেন। আমি এই ব্যাপারটার একটু উল্লেখ করতে চাই। বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশন থেকে যেসব পাঠ্য-তালিকা নির্বাচন করা হয়, এপ্রুভ করা হয় সেই পাঠ্যতালিকাগুলি ভাল করে দেখেন না এবং টেকসট বুক কমিটি বলে যে একটা কমিটি আছে, আমি জানি না, এই টেকসট বুক কমিটির বিচারই বা কি এবং তাঁরা সেটা এ্যাপ্রুভ করেন কিনা এবং তাঁরা একটা ডেফিনেট রুলস নিয়ে করেন কিনা; আর তা যদি না করেন তাহলে এটার ফল হতে পারে মারাত্মক। কারণ, আমাদের এই স্টেট সেকুলার স্টেট সুতরাং কোন ধর্মের উপর আঘাত করা, কোন ধর্ম সম্বন্ধে কন্ট্রোভার্সির ভাব পোষণ করা এতে নিশ্চয়ই আমাদের শিক্ষিত মনকে তৈয়ার করা হয় না। আমি এখানে একখানি বইএর নাম উল্লেখ করতে চাই—সে বই হল, মানব ও সভ্যতা—সপ্তম শ্রেণীর ছেলেদের পাঠ্য, এবং "বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশন" থেকে এ্যাপ্রুভড হয়েছে।

এবং এই বই বিভিন্ন জায়গায় পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। সেই বইএর ৪৫ পৃষ্ঠায় আছে—মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে এবং মহম্মদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—

"তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন, অবিশ্বাসীদের ধনপ্রাণ নষ্ট করা আল্লহর অভিপ্রেত, ইহাতে কোন পাপ হয় না। অবিশ্বাসীদের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু হইলে বেহেস্ত বা স্বর্গে অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায়। এই সকল প্রচারের ফলে মহম্মদের অনুচর সংখ্যা বাড়িয়া গেল। ইহাদের লইয়া মহম্মদ মক্কা যাত্রী বণিকদলকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অনেকদিন ধরিয়া এইরূপ অত্যাচার চলিতে লাগিল। নানাভাবে উত্যক্ত হইয়া মক্কাবাসীরা প্রায় দশ হাজার সৈনিকের একটি বাহিনী লইয়া মদিনা অবরোধ করিল।"

এই বইএর আর এক জায়গায় আছে—

"তরবারির সাহায্যে ধর্ম বিস্তারের যে আদর্শ মহম্মদ শিষ্যদের সম্মুখে কথায় ও কাজে উপস্থিত করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে তাঁহারা যথাসাধ্য তাহা অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।"

এখানে আরও বিভিন্ন জায়গায় অন্য জিনিষ যা আছে, তাতে বলতে পারি, হয় তাঁরা ইতিহাস জানেন না, কিংবা ইতিহাসে যদি কন্ট্রোভার্সিয়েল কিছু থাকে সেটা দ্বারা শিক্ষার্থীর মনকে বিভ্রান্ত না কোরে অন্ততঃ সেই কন্ট্রোভার্সিয়েল সাবজেক্ট স্কুলের পাঠ্য হওয়া উচিত নয়। যেমন তাঁরা বলেছেন—

"ভারতবর্ষে ও পারস্যে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান বেশী।"

কিন্তু তাঁরা এটা স্বীকার করেন না। দুটো জায়গায় যদি দেখা যায়, ঠিক উলটোটা বার হয়। সুতরাং এই দিক দিয়ে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলছি যে, যাতে সত্যিকারের মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা মনে না করেন যে, তাঁদের ছেলেপিলেদের এইভাবের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা তাদের ধর্মকে ঘৃণা করতে শেখে। সেই জন্য তাঁকে বলেছিলাম যে, এই ধরণের জিনিষ পাঠ্যপুস্তকে থাকা উচিত নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁরা আজ পর্যন্ত তার জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন না। আশা করি এ সম্বন্ধে শিক্ষা বিভাগ অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

দ্বিতীয় কথা স্পেশাল কেডার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। "স্পেশাল কেডার"এ ১,২৯২ জন নিযুক্ত আছেন। তাঁদের যে সমস্ত জায়গায় পাঠান হয়েছে, সেখানে স্কুল নাই। সেখানে তাঁদের কিছু দিনের জন্য পাঠান হল। সেখান থেকে ঘুরে এসে তাঁরা বলেন যে, তাঁদের মাহিনা বন্ধ হয়ে গেছে। একেই ত মাষ্টারেরা নামে মাহিনা পান; তিন চার মাস সেই ভাবে থাকেন; আজ পর্যন্ত তাঁদের পার্মানেন্ট করা হয় নি। একথা নিশ্চয় যে ১৯৫৭ সালে তাদের টার্মিনেশন হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি যদি লক্ষ্য থাকে, শিক্ষার প্রসারের জন্য যদি চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁদের পার্মানেন্ট না করার কি কারণ থাকতে পারে? এক এই থাকতে পারে যে তাঁদের কংগ্রেসের কাজ করতে দিয়েছেন। তাছাড়া অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

তারপর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছেলে পাশ কোরে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংরাজী স্কুলে যাওয়ার সুযোগ তাদের মিলছে না। আমি জানি কাটোয়া-বর্দ্ধমান থেকে ২৫০ ছাত্র পাশ করেছে; তাদের সেখানে যে স্কুল আছে, তার উপর শিক্ষা বিভাগ থেকে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে যে, সেখানে যতজন ছাত্র নির্দিষ্ট কোরে দেওয়া হয়েছে, তার বেশী ছাত্র রাখা যাবে না। তার ফলে ২৫০ ছাত্র এডমিসান নিতে পারছে না। বর্দ্ধমানে যে কলেজ ছিল, তাতে দেড় হাজার ছাত্র পড়ত। এখন গভর্নমেন্ট কলেজে পরিণত হওয়ায় এক হাজারের বেশী ছাত্র সেখানে যেতে পারবে না।

মেদিনীপুর কলেজ সেটা গভর্নমেন্ট কলেজ করবার কথা। কিন্তু জানি না—কি কারণে হঠাৎ এই ব্যাপার নিয়ে ডি, পি, আই, ও ম্যাজিষ্ট্রেট অন্য রকম সিদ্ধান্ত করায় হঠাৎ দেখা গেল

মহিষাদলে যে রাজ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর সেখানে ছাত্র সংখ্যা অনেক কম, কিন্তু সেখানকার কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ হবে। এর কি কারণ থাকতে পারে, বুঝি না। এই ব্যাপার নিয়ে সেখানে প্রতিবাদ হয়েছে এবং বিভিন্ন কংগ্রেস এম, এল, এ, পর্যান্ত তার প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা হয় নি।

Kumar Deva Prasad Carga: On a point of personal explanation.

মহিষাদল রাজ কলেজ স্পনসোর্ড হিসাবে হয়েছে, সেটা গভর্নমেন্ট কলেজ নয়। সেটাকে গভর্নমেন্ট কলেজ কোরে নেবার কথাও নাই।

Mr. Speaker: That is no personal explanation. You can speak on it in reply. I will allow you to speak.

[4-10—4-20 p.m.]

Dr. Jatindra Nath Basu: Mr. Speaker, Sir, at the outset I express my feeling of a sort of philosophic pleasure at the fact that the grant under Education is the highest single-item one. In the short time at my disposal I shall restrict my remarks to the subject-matter of technical education only. In India we have the proportion of the number of trainees under graduate engineering course to that for other cadres of technical personnel, namely, overseer or diploma course, certificate course, trade course, apprenticeship course, etc., to be 1:6, which should be, according to experts, 1:16. Consequently there is a deficiency in the number of trainees in other cadres compared with the graduate engineering training. Sir, I am pleased to see that this unbalance in the training of lower cadres of technical personnel in this country is attempted to be straightened up by the following provisions in the budget, under Education, viz.

(1) Engineering Institutions for Diploma Course—Rs. 3.5 lakhs.

(2) Establishment, improvement and development for certificate courses Junior Technical Institutes—Rs. 10.0 lakhs.

(3) Technical High School—Rs. 67,000.

(4) Development of Technical Institute, State's share—Rs. 7.26 lakhs.

(5) Polytechnics for Apprenticeship-*cum*-Technical Education courses and part-time courses and diploma (Sandwitch system)—Rs. 8.3 lakhs.

This Sandwich system is a novel method and has done much improvement in western countries, and I hope and believe that this will do much service in this country as well.

With respect to training of graduates in engineering, we in Bengal are very fortunate to have three engineering colleges in our otherwise unfortunate State: One at Kharagpur run entirely by the Government of India, the other at Sibpore by the West Bengal Government and the third at Jadavpur by public donations and with the grants received from India Government and West Bengal Government, since after independence, Sir, there is a fundamental defect in this and that is complete lack of post-graduate study and research in engineering in this country. Sir, I know this is due to century-old tradition and transverse outlook of the foreign rulers in the country towards the engineering profession. Anyway, it created a lamentable situation with respect to the engineering profession in this country. For any technical projects of importance, Governments, both States and the Centre, have to indent foreign experts at various stages of the scheme—to investigate, to formulate, to estimate, to execute, and also to operate. This state of affairs should not be allowed to continue any

longer. Besides, Sir, according to British classification of engineering profession, there are five classes of which the Indian engineers could not come to two top-most classes, namely—

(1) Senior Administrator and Executives.

(2) Engineer—Scientists, Design and Development Engineers.

This is admitted in the Radhakrishnan Commission (University Education Commission) Report and the remedies suggested were—

(1) Introduction of Administration or Management subjects in the engineering degree courses, which I am glad to say is incorporated in the syllabus of all engineering colleges in the country.

(2) Research and post-graduate study in engineering.

This is still unattended and I draw Government's attention to this urgent matter. I wish to point out that this is neither due to the fact that we started imparting technical training very late, nor due to the fact that India had no tradition in this respect. Technical education was started in this country in 1825, 50 years before the Germans, who proved their superiority in engineering and technology even during the 1st world war. There are proofs of canal irrigation in this country before the Christian era. Besides our engineers in the past showed much skill and dexterity in building palaces, forts, temples and masterpiece architecture like the Taj that excited wonders from millions of people all over the globe. So, Sir, I trust and believe that, with adequate facilities offered and properly directed, our young engineers can prove to be superior to any nation in the world.

Last of all, Sir, I wish to say that I am a bit surprised not to find any provision in the budget for Jadavpur University newly formed by this Legislature. I hope this infant University will not be deprived of the fostering care of the Government and in due time the provision which might be under opaque cover now will be available for the benefit and advancement of the Jadavpur University.

With these words, Sir, I support the grant.

Sj. Amarendra Nath Basu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় শিক্ষা খাতের আলোচনা করবার সময় আমরা প্রথমেই দেখছি, সরকার পক্ষ থেকে শুধু শিক্ষার খাতে কেন, অন্য সকল খাতের আলোচনা করবার সময় দেখছি, সন্তুষ্টির মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এই সন্তুষ্টির মনোভাব প্রদেশপালের ভাষণের মধ্যে আছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের ভাষণের মধ্যেও আছে; এবং কৃষি খাতে, শিক্ষা খাতে, সকল খাতেই যখন মন্ত্রীমহাশয়রা আলোচনা করে গিয়েছেন, তার মধ্যে এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। আমার মনে হয়, এই সন্তুষ্টির মনোভাব সবচেয়ে দুঃখের কারণ হয়েছে। আমরা যে এগুতে পারছি না তা এই সন্তুষ্টির মনোভাবের জন্যই। আমাদের চোখের সামনে দেশের প্রকৃত অবস্থাটা নেই বলে তাঁরা এই সামান্য কাজ করেই, খুব করেছি, ভাল করেছি, এই রকম একটা মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেন। ৯ কোটি ২৭ লক্ষ এবং কয়েক হাজার টাকা এই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। হিসাব করলে দেখা যায়, লোক সংখ্যা অনুপাতে মাথা পিছু দৈনিক এক পয়সারও কম বোধ হয় দুই পাই। যদি অপচয়, অপব্যয় এবং দলীয় স্বার্থের কিছু হেরফের কথা যা শোনা যায়, সেইগুলি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে আধ পয়সায় এসে দাঁড়ায়। এইটা খরচ করে খুব খরচ করেছি, শিক্ষা খাতে অনেক টাকা ব্যয় করেছি, এই মনোভাব এগিয়ে যাবার পথে সাহায্য করবে না। আমাদের সামনে দেশের অবস্থাটা কি সেটা ভাল করে বুঝতে হবে। মৃৎশিল্পের প্রতিমা গড়ে তুলে তার পূজার আয়োজন করতে হলে, সর্ব প্রথম প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। আমরা স্বাধীন হয়েছি, স্বাধীন ভারতবর্ষকে সুখী ভারতবর্ষ, সমৃদ্ধিশীল ভারতবর্ষ করে গড়তে গেলে প্রথমেই প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন

এবং সেটাই হচ্ছে শিক্ষার কথা। তার মধ্যে আবার আমি মনে করি, যে প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে, সেই শিক্ষার বনিয়াদ। সেইজন্য প্রত্যেক বৎসর আমরা এই কথাই জানিয়ে এসেছি যে আপনারা প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করুন। আজকে যে জাতির শতকরা ৯২ জন অশিক্ষিত সেই জাতিকে যদি আমরা শিক্ষিত করে তুলতে না পারি, তাহলে আমাদের দেশের কোন সমস্যাই আমরা সমাধান করতে পারবো বলে মনে করি না। হিসাব করে দেখলে আমার মনে হয়—৬২ লক্ষ ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার—লোক সংখ্যার অনুপাতে। সেই জায়গায় আমরা ১৮।১৯ লক্ষের ব্যবস্থা মাত্র করেছি। এবং এই ব্যবস্থা যে কত গলদপূর্ণ তা আমরা জানি। যদি আমরা মনে করি—যেটা আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, আমরা আণবিক যুগে বাস করছি, তাহলে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে, আজকে আমাদের ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়াটাই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ। এদের জন্য এই ভবিষ্যতের দিকে চেয়েই আমাদের জাতিকে শিক্ষা দিতে হবে। আমরা বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের পরিকল্পনা করছি। আমরা নদী, খাল, বিল বেঁধে বাংলাদেশের সমস্ত জমি চাষের ব্যবস্থা করছি। এবং সেই চাষের ক্ষেত্রে আমরা কলকব্জা লাগাবার চেষ্টা করছি।

[At this stage the red light was lit.]

[The member having reached his time-limit resumed his seat.]

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Priya Ranjan Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের শিক্ষা বাজেটে বেশী টাকা বরাদ্দ হলেও কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, টাকাই সব কথা নয়। বাজেটে আমরা তো টাকার উপরই জোর দিচ্ছি। সে টাকা সদ্ব্যয় হল কি না হল সেটা পরের কথা। যেমন যারা এই খাতে কাট মোশন বেশী দিয়েছেন, তাদেরই শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগী বেশী বলে মনে করতে পারি, তেমনি এই শিক্ষা খাতে বেশী টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলেই মনে করতে পারি যে, সরকার শিক্ষা বিষয়ে বেশী অনুরাগী। কেউ কেউ কাট মোশনএ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকার পক্ষের বিরোধীতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সরকারের উদাসীন্যের অভিযোগ করেছেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে আমরা এ পর্যন্ত যা দেখে আসছি, তাতে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয় যখনি সরকারের কাছে যে টাকা চেয়েছে সরকার থেকে তা মঞ্জুর করা হয়েছে। সরকার পক্ষ কেন এটা দেশের সকলেই জানেন যে দেশের নেতৃত্ব রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের হাতে এবং তাতে শিক্ষার জন্য যে অর্থই প্রয়োজন নিশ্চয়ই আমাদের সরকার সে অর্থ মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেন না।

শিক্ষার একটা বিশেষ দিকের কথা বলি বয়স্ক শিক্ষার কথা। বয়স্ক শিক্ষার কথায় অনেকে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন যে, বয়স্ক শিক্ষার বিষয়ে, সামাজিক শিক্ষার বিষয়ে কিছুই হয় নি এবং যারা লেখাপড়া শেখে বয়স্ক শিক্ষার নামে তারা আবার ল্যাপস ইনটু ইলিটেরেসী। আমরা দেখছি যে ক্রমশঃই বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠছে। ১৯৪৯-৫০ সালে ৫৭৯টি সেন্টার ছিল। ১৯৫০-৫১তে ৬৭১টি হয়েছে। ১৯৫১-৫২ সালে ১,১৫০; ১৯৫২-৫৩ সালে ১,২৭০, ১৯৫৩-৫৪ সালে ১,৭৯৮ এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ২,১৬১ এবং এই বছর জানতে পারলাম তিন হাজার বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এই কলকাতায় লিটারেসীর পরিমাণ বড় কম নয়—৫০ পারসেন্ট এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৪·৮ পারসেন্ট। এই অনুসারে বলা যেতে পারে আমাদের দেশে লাইব্রেরীর দিকে উৎসাহদান করা সরকারের কাজটুকু খুব ভালভাবে অগ্রসর হচ্ছে। প্রায় এক হাজার লাইব্রেরীতে গভর্নমেন্ট গত বছর সাহায্য করেছেন। ১৯৪৯-৫০ সালে ১০০টি লাইব্রেরী আরম্ভ হয় এবং গত বছর এক হাজার লাইব্রেরী গভর্নমেন্টএর দানে উৎকৃষ্টতা লাভ করে। এখন এই যে ল্যাপসিং ইনটু ইলিটেরেসী যারা সেই বয়স্ক শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে? লিটারেসীর সংজ্ঞা কি? লিটারেসী শুধু নাম সই করা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী। এর সংজ্ঞা সাধারণ ক্লাস থ্রি পর্যন্ত যারা লেখাপড়া জানে তাদের আমরা লিটারেট বলি। এদিক থেকে দেখলে পরে

লিটারেসীতে বিচার করলে পর আমরা বলবো, আমাদের দেশে এডাল্ট এডুকেশন দ্বারা যে উন্নতি সাধন হয়েছে, এটা উপেক্ষা করার জিনিষ নয়। বেসিক এডুকেশন সম্বন্ধে দেখতে গেলে দেখা যায়, বাস্তবিক আমাদের প্রাইমারী শিক্ষার মান অনেক কমে গিয়েছে। সে শিক্ষার মান থেকে বেসিক এডুকেশনএর মান খুব বেশীদূর উঠতে পারেনি। কেন উঠতে পারে নি, সে কারণ নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করা উচিত। কিন্তু আমরা এটা বলবো না আমাদের যতক্ষণ সোসিয়েলিস্টিক প্যাটার্ন রিয়েলাইজ না হচ্ছে, ততক্ষণ বেসিক এডুকেশনএর প্রয়োজন নাই। সমগ্র মানুষের শিক্ষা চাই, শুধু মগজের শিক্ষাই নয়? সেজন্য তার প্রচুর চাহিদা থাক বা না থাক, তার উৎপন্ন জিনিষের চাহিদা থাক আর নাই থাক, যদি তার জন্য কিছু খরচ করতে হয়, রাষ্ট্রের জিনিষ যদি বিক্রী হয়, তাহলেই এডুকেশনএর একটা ভেলু আছে—একথা অস্বীকার করতে পারা যায় না।

মালটিপার্পাস স্কুলের কথা কিছু বলবো। মালটিপার্পাস স্কুলএর প্রয়োজনীয়তা ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, একথা বলা ঠিক নয়। রাশিয়া ছেড়ে দিয়েছে মালটিপার্পাস স্কুল তার কারণ রাশিয়ার ট্রান্সপোর্ট এরেঞ্জমেন্ট খুব ভাল। ৩০।৪০ মাইল দূর দূর ছেলে-মেয়েরা যেতে পারে, কিন্তু অনর্থক বলে ডিসকার্ডেড হয় নি। বিলাতে ডিসকার্ডেড হয় নি। বরঞ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে মালটিপার্পাস স্কুল চলে। এমন কি বলা হয়েছে, আমাদের দেশের যে মালটিপার্পাস স্কুল এবং বিলাতের যে স্কুল তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেশে যে মালটিপার্পাস স্কুল চালাবার চেষ্টা হচ্ছে, যার প্রস্তাব শুরু হয়েছে, যার সিলেবাস আমরা দেখি নি, সরকারের উচিত এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে পরামর্শ করা, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল, সে বিষয়ে আমাদের সকলকে অবহিত করা। কিন্তু তাছাড়া আমেরিকান সিসটেমএ যাকে বলে কমপ্রিহেনসিভ, এখানে তাকে মালটিপার্পাস স্কুল বলা হয়েছে। কিন্তু বিলাতে থ্রি টাইপস অব সেকেন্ডারী স্কুল আছে।

Grammar School, Modern School, Technical High School

এই তিনটিকে একত্র করে মালটিপার্পাস স্কুল বলা হয়েছে। আমাদের এখানে এরকম নাই। কিন্তু গ্রামার স্কুলএর একটা কৌলিন্য আছে। এই তিন রকম স্কুলকে এক জায়গায় আনবার চেষ্টা হচ্ছে, তাহলে অর্থ কম লাগবে, সেজন্যই আনা হচ্ছে। আমাদের দেশে ইকনমির কথা ভাববার কথা, কিন্তু এতে যে সিলেবাস কি হবে, আমরা জানি না। এখানে একাদশ ক্লাসের পর ডাইভার্সিফাইড কোর্স চলবে না, এরকম বলার কোন মানে নাই।

আমাদের হিষ্টোরিক্যাল রেকর্ড'স এডুকেশন সেক্রেটারিয়েটএর অন্তর্ভূক্ত তার সম্বন্ধে কিছু বলি। সেটা হচ্ছে এই আমাদের হিষ্টোরিক্যাল রেকর্ড'স অনেকে বলেছেন, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে থাকা উচিত। কিন্তু সেই ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী যদি অন্য জায়গায় চলে যায়, যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়, তাহলে আমরা সেগুলি হারাব। আমাদের হিষ্টোরিক্যাল রেকর্ড'স আমাদের ষ্টেটএই থাকা উচিত।

তারপর এই যে সেক্রেটারিয়েটএ এবং ডাইরেক্টরেটএ যেসমস্ত কর্মচারী রয়েছে, তারা যাতে সমান সুযোগ সুবিধা পায়, সেদিকে সরকারের লক্ষ্য রাখা উচিত।

"কিশলয়" সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কলিকাতা বইয়ের দোকানে চাইলে মানে ছাড়া "কিশলয়" পাওয়া যাবে না। বছর বছর এই বই নিয়ে এরকম অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে, এর একটা সুরাহা এখনও হল না, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। যারা প্রাইমারী পাঠ্যপুস্তকের দুর্মূল্যের কথা বলেন, তাদের একটা কথা বলতে চাই। যারা প্রাইমারী স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন, তারাই জানেন যে "কিশলয়ে" অঙ্ক রয়েছে, ভূগোল রয়েছে, এই "কিশলয়ে" সব জিনিষ রয়েছে। সুতরাং যারা প্রাইমারী বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন, তারাই ইন্টারেষ্টেড পার্টি'স এবং তারাই "কিশলয়ে'র উদ্দেশ্য ব্যাহত করেন এবং দেশের লোকের অভিভাবকের উপর বেশী টাকার বোঝা চাপান। কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয়।

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Rakhahari Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কোন বাজেটে টাকার একটা বিরাট অঙ্ক ধার্য্য করা হলেই যে সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, তা হয় না—সেই টাকার প্রতিটি জিনিষ ঠিক নিয়মমত ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, সেটাও হচ্ছে একটা পরীক্ষার মানদন্ড। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গত বৎসর যে বাজেট আমাদের সামনে আনা হয়েছিল, তাতে তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে, শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিরাট একটা টাকার অঙ্ক তাঁরা ধার্য্য করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে তার মধ্যে থেকে ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় হল না। শিক্ষকদের বি, টি, ট্রেনিং, ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি-ষ্টুডেন্টশিপ এবং এডুকেটেড আনএমপ্লয়মেন্ট সলিউসানএর জন্য সেই টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল, তা খরচ হয় নি। স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে, গভর্নমেন্ট থেকে একটা যে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে তাতে আছে যে, কোন হাই স্কুল বা জুনিয়ার স্কুলের এ্যাফিলিয়েশন পাওয়া যাবে না, যদি সেখানে কোন বি, টি, টিচার না থাকেন। অথচ পল্লী অঞ্চলের বহু শিক্ষক ট্রেনিং নেবার জন্য আবেদন করেছিলেন, কিন্তু সেই আবেদন গ্রাহ্য হয় নি বা তারা পড়বার কোন সুযোগ পায় নি- এই বিষয়ে সরকারের যে একটা গুরুতর গাফিলতি রয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া এই সরকারের নীতি দুটি পরস্পর নীতিবিরোধী কার্যের দ্বারা আবদ্ধ হচ্ছে। অর্থাৎ এক দিকে তাঁরা বলছেন বেকার সমস্যার সমাধান আবার অন্য দিকে বলছেন যে, "এডুকেটেড আনএমপ্লয়েড"দের রিলিফ দিতে হবে। কিন্তু সেই টাকা কিছুতেই শিক্ষার খাতে ধরা উচিত হয় নি রিলিফ ডিপার্টমেন্টে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ যখন নাম দেওয়া হচ্ছে, এডুকেশন বাজেট। রিলিফ অব এডুকেটেড আনএমপ্লয়েড স্কীমএর উপর যেসমস্ত শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হচ্ছে তাঁরা সর্বদাই মনে করেছেন যে, তাহাদের কাজ শিক্ষা বিস্তার নয়। সুতরাং রিলিফ অব এডুকেটেড আনএমপ্লয়েডটা যদি এর থেকে পৃথক হোত তাহলে তারা ভাল কাজ করত।

তারপর এর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি কিনা কিছু সংখ্যক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থীদের থেকে স্পেশাল বেডারএ নিযুক্ত করা হচ্ছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই গভর্নমেন্টের বিভিন্ন রকমের সার্কুলারের জন্য বহু শিক্ষককে বেকার করে দিয়েছেন। প্রথমে আমরা দেখছি যে, অনেক এম ই হাই স্কুল এবং জুনিয়ার স্কুলে ম্যাট্রিক শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু সার্কুলার দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এম ই, স্কুলে কিংবা জুনিয়ার স্কুলের নিম্নতম শ্রেণীতে যাঁরা পড়াতেন তাদের বাদ দাও অর্থাৎ তাদের চাকরী চলে গেছে। এছাড়া আবার আর একটা নূতন বিপদ দেখা দিচ্ছে এবং সেটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। মিঃ স্পীকার, আপনি খুব ভালভাবে জানেন যে, প্রাচীনকালে হুগলী নর্মাল ট্রেনিং স্কুল থেকে যাঁরা পাশ করতেন সেই ভি এম, টিচারেরা তিন বৎসর শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে বহু এম, ই, স্কুলের প্রধান পন্ডিত এবং হাই স্কুলের দ্বিতীয় পন্ডিত-রূপে কার্য্য করতেন। পাঁচ বৎসর পূর্বেও নিয়ম ছিল যে, কোন এম, ই, স্কুলে যদি কোন ভি, এম, টিচার না থাকেন, তাহলে গ্রান্ট ইন এড দেওয়া হবে না এবং "এ্যাফিলিয়েশন"ও দেওয়া হবে না। অতএব তাদের সার্ভিসকে যখন এতটা মূল্য দিয়ে দেখেছিলেন তখন কি এমন কারণ ঘটল যাতে সার্কুলার জারী করা হয়েছে যে, ভি, এম, টিচারদের আর চাকরী থাকবে না, যদি তাঁরা ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করতে না পারেন। বৃদ্ধ বয়সে নূতন করে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা সম্ভব নয়। অথচ আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারি যে, এই ভি, এম, টিচাররা একমাত্র ইংলিশ সাবজেক্ট ছাড়া যে কোন সাবজেক্টএই একজন অর্ডিনারী গ্রাজুয়েটএর চেয়ে ভাল এবং তাদের শিক্ষানীতিও এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কিন্তু যতই আমরা এগিয়ে চলেছি সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত প্রাচীন শিক্ষককে, যাঁরা আজীবন শিক্ষা দিয়েছেন, যাদের শিক্ষা-দানের ফলেই বহু কৃতি ছাত্রএর উদ্ভব হয়েছে, সেই সব শিক্ষককেই আজ বাদ দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করব যে, এই ভি, এম টিচারদের যেন বাদ না দেওয়া হয়, পরন্তু সেই নর্মাল ট্রেনিং স্কুলটাকে যেখানে বন্ধ করা হয়েছে, সেটাকে পুনরায় স্থাপন করে এবং নূতন শিক্ষা প্রণালী দিয়া আবার নূতন শিক্ষক গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে শুধু এডুকেটেড আনএমপ্লয়মেন্টএর সলিউশনএর দ্বারাই শিক্ষা সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

তারপর আমার সবচেয়ে দুঃখ লাগে যখন তারা বলেন যে, এডুকেশন খাতেও তাঁরা বহু টাকা ব্যয় করেছেন, কিন্তু চির অনাদর প্রকাশিত হয়েছে এই বাংলাদেশের সংস্কৃত শিক্ষার উপর। তাঁরা কথায় কথায় বলেন যে, আজকাল ছাত্ররা ঠিক মতন হচ্ছে না, উচ্ছৃংখল হচ্ছে এবং শিক্ষকরাও ঠিক মতন হচ্ছেন না, কিন্তু সেটা হবে কোথা থেকে? তার কারণ যে শিক্ষানীতির উপর বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা নির্ভর করত, সেই শিক্ষানীতিকে বাদ দিয়ে যদি কোন শিক্ষা বিস্তার করা হয়, তাহলে সেই শিক্ষার দ্বারা কোন কল্যাণ হতে পারে না এবং সেখানে উচ্ছৃংখলতাই বাড়বে। আমরা বাল্যকালে এমন কি বৃটিশযুগেও চাণক্য শ্লোক ইত্যাদি পড়েছি এবং বিভিন্ন রকমের মানুষের ঘনিষ্ঠ জীবনের পূর্ণবিকাশের সুযোগ তাতে থাকত এবং সেই সংস্কৃত শিক্ষার উপর নির্ভর করেই চরিত্র গঠিত হয়েছে। একটা সংস্কৃত শ্লোক বললেই বুঝতে পারবেন যে, এতে কতটা গুরুত্ব রয়েছে—

সদাবিনয়শীলস্য সদাবৃদ্ধোপসেবিনঃ।

বর্ধন্তে চত্বারো গুণাঃ আয়ুর্বুদ্ধি যশোধনম॥

এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছিলাম এবং সেই শিক্ষাই হওয়া উচিত। অর্থাৎ যারা বিনয়শীল, বয়োঃজ্যেষ্ঠ্য এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাদের আয়ু, যশ, এবং গুণ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই শিক্ষার দ্বারাই বিনয় প্রকাশ হয়—প্রত্যেক ছেলে, প্রতি ছাত্র এর দ্বারা অদ্ভূত রকমের সৃষ্টি হতে পারে। দুর্ভাগ্যের কথা যত অগ্রগতির পথে যাচ্ছেন বলছেন ততই সংশিক্ষাকে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের কথা যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ও প্রচারের জন্য যে ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, তার কিছু করা হয় নি। আরও দুঃখের কথা যে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আজ এখানে নেই, গত বৎসর তাঁকে দেখেছিলাম, হাওড়া পন্ডিতমন্ডলীর সভাতে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন এবং তিনি সেই জনসভাতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন যে, বাংলাদেশে একটা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে, এবং সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হবে, কিন্তু তার কিছুই হল না। সংস্কৃত বলতে আমি টোল বলছি না, পরিপূর্ণ স্কুল এবং কলেজ যে সীসটেমএ রয়েছে ঠিক অন্যান্য সাবজেক্টএর মত সংস্কৃতের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। আজকে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি যে পরিমাণে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল, যদি ঠিক সেইভাবে সংস্কৃত শিক্ষাকে ব্যবহার করা হত, তাহলে দেখতেন দেশের কল্যাণ আরও দ্রুত হত, দুর্নীতি দূর হয়ে যেত এবং অকল্যাণ আর থাকত না। আজকে আমাদের অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কের মতন ডাঃ রায়ও বলেছেন যে, দেশে একটা ভাষা ভাব দেখা দিয়েছে স্টেট রিঅর্গেনাইজেশনএর ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, লিনগুইজম একটা নূতন হাওয়া সৃষ্টি হয়েছে এই লিনগুইজম আর থাকত না যদি সংস্কৃত ভাষা থাকত এবং সংস্কৃত ভাষাই একমাত্র ভাষা যা ভারতবর্ষের সমস্ত লোককে একতাবদ্ধ করতে পারত। সংস্কৃত থাকাতে আগে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যান্ত যে ঐক্য ছিল, তাকে নষ্ট করা হচ্ছে এবং এর দ্বারাই বিভিন্নমুখী রাজ্যের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। অতএব সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারের জন্য সরকারের একটা কর্তব্য রয়েছে এবং এর জন্য কিছু অধিক সংখ্যক অর্থ বরাদ্দ করাও প্রয়োজন —কিন্তু দুঃখের কথা যে তা তারা করেন নি।

এছাড়া ডাইরেক্টিভ প্রিনসিপল অব দি কনস্টিটিউশনকে লঙ্ঘন করেছেন। তারা বলেছেন যে, এত স্কুল হচ্ছে এত ছাত্র পড়ান হচ্ছে। ভারতীয় সংবিধানে রয়েছে যে, ১৪ বৎসর পর্যান্ত প্রত্যেক বালকবালিকাকে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হবে অথচ সে সম্বন্ধে বাংলাদেশে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না বরং মাদ্রাজ গভর্নমেন্টের গত বৎসরের বাজেটে দেখেছি যে, ১৭ বৎসর পর্যান্ত বালকবালিকাদের অভিভাবক বা পিতামাতা যাদের মাসিক আয় ১০০ টাকার চেয়ে কম, তাদের অবৈতনিক করা হয়েছে। এই ১৪ বৎসর পর্যান্ত বালকবালিকাদের অবৈতনিক করতে গেলে বর্তমানে জুনিয়ার হাই স্কুলের যে ষ্ট্যান্ডার্ড তাতে এট লিষ্ট ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত অবৈতনিক করার প্রয়োজন আছে এবং তাহলেই ডাইরেক্টিভ প্রিনসিপলএর সম্মান রক্ষা হয়। গতকাল দেখতে পেলাম, আমাদের বন্ধু আনন্দবাবু বললেন যে, মেডিক্যাল খাতে আমরা অমুক অমুক জায়গায় এত খরচা করেছি, এবং বাংলাদেশে আমরা নাকি খুব বেশী খরচা করেছি, কিন্তু আমি আনন্দিত হতাম, যদি তিনি বলতে পারতেন যে, মাদ্রাজ যা করেছে, তার চেয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও বেশী করেছে—এই বিষয়ে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

এরপর কয়েকটা যা প্র্যাকটিক্যাল ডিফিকালটিজ আছে, সে বিষয়ে আমি আপনার সামনে কিছু বলছি। অতএব শুধু শিক্ষক নিযুক্ত করলে হবে না, এডুকেটেড আনএমপ্লয়মেন্ট সল্‌ভ করলে হবে না—শিক্ষা বিস্তারের দিকে নজর দিতে হবে। তাদের দুর্নীতি সম্বন্ধে কিছু বলছি না, কারণ সকলে যা বলেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত, তবে এইটুকুন মাত্র বলতে চাই যে, বহু টাকা ব্যয় করা হচ্ছে সত্য, কিন্তু ওদের কার্য্যাবলীর পরিদর্শনের জন্য ইনস্পেকটিং ষ্টাফ দেওয়া দরকার, মফঃস্বলে, বিশেষ করে, এর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। শুধু শিক্ষার জন্য বিরাট অঙ্ক বরাদ্দ করা হচ্ছে সত্যি, কিন্তু সেই শিক্ষকরা কাজ করছেন কিনা সেটা দেখা দরকার—সেসব কিছু হয় নি। প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার্সএ অন্ততঃ দুটি করে জীপ গাড়ী থাকা দরকার, যাতে তাঁরা তাড়াতাড়ি পরিদর্শন করতে পারেন, তা যদি না হয়, তাহলে কোন কাজ হবে না।

আমার বক্তব্য বলবার অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু সময় সংক্ষেপ বলে একটা মাত্র কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—সেটা হচ্ছে, আমার বাঁকুড়া জেলা সম্বন্ধে। আমাদের বাঁকুড়া জেলায় ইন্দাস হাই স্কুল নামে একটি স্কুল আছে এবং সেই হাই স্কুলে এমন অবস্থা চলছে, তার প্রতিকারের জন্য ইনস্পেক্টার থেকে আরম্ভ করে চীফ ইনস্পেক্টারের এডমিনিষ্ট্রেটর, স্কুল বোর্ড, এমন কি ডাইরেকটারকে পর্যান্ত বহু আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও তার কোন প্রতিকার হয় নি। সেখানকার সেক্রেটারী স্কুলের কোন হিসেব দেন নি, শুনছি যে, স্কুলে নাকি হেড মাষ্টারই কয়েক বৎসর ধরে নেই এবং সমস্ত এ্যাকাউন্টএর নাকি গোলমাল হয়েছে। এর জন্যে সেখানকার জনসাধারণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁরা কোলকাতায় বিভিন্ন কলেজের প্রফেসার, তাঁরাও অভিযোগ জানিয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের কথা অদ্যাবধি তার কোন প্রতিকার হল না। তাঁরা ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৪ তারিখ থেকে আরম্ভ করে ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৪ তারিখের পর লাষ্ট রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন, ১লা অক্টোবর ১৯৫৫ তারিখে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তার কোন প্রতিকার হয় নি। সুতরাং এই হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে ডিজল্‌ভ করে, হয় সেখানে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর রাখা দরকার, বা নূতন কমিটি করে যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা স্কুল পরিচালনা করা উচিত, কিংবা রেসপন্সিবল লোকের দ্বারা ভোটার লিষ্ট তৈরী করে ইলেকশন-এর মাধ্যমে নূতন কমিটি তৈরী করা দরকার। অতএব যদি সেই স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ না করেন, তাহলে এই হাই স্কুলটি অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যাই হোক এই রকমের বহুবিধ অভিযোগ সেক্রেটারিয়েট এবং ডাইরেক্টরেটএর কাছে রয়েছে। এবং তাঁরা সেই সব বিষয়ে যে অকর্মণ্য তার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই—এই বিষয়ে বহু বক্তাই বলেছেন, আমি শুধু মাত্র একটা উদাহরণ দিলাম যে, তাঁরা এর কেন উন্নতি বিধান এখনও করেন নি।

[4-40—4-50 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Ananda Gopal Mukherjee, I hope you will keep to the time-table strictly.

Sj. Ananda Gopal Mukherjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় যে দাবী উত্থাপিত করেছেন শিক্ষা খাতে, সেই দাবীকে আমি সমর্থন করবার জন্য এখানে দাঁড়িয়েছি। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলবার প্রথমে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস শাসন ১৯৪৭ সালের পর থেকে এসেছে। কিন্তু আজ ভারতবর্ষের অন্যান্য কতকগুলি প্রদেশে, তাদের কংগ্রেসের হাতে শাসন ভার যদি হিসাব করে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, ১৯৩৬ সাল থেকে এসেছে, এবং তারা তখন থেকে তাদের সেই প্রদেশকে শিক্ষায় উন্নতি করবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলেছে, তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনামূলকভাবে আমি দেখাচ্ছি। আজ পশ্চিমবঙ্গ তা থেকে পিছিয়ে নেই। শুধু তাই নয়, ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী শাসনের অধীনে আসবার পর পশ্চিমবঙ্গের হাতে, গভর্নমেন্টের হাতে আসলে টাকা বলে কিছুই ছিল না, টাকা কর্জ করে, ধার করে, তাঁদের কাজ শুরু করতে হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য [illegible] কি পরিমাণ টাকা ছিল তা আমি একটু তুলনামূলকভাবে দেখাবো। ১৯৪৭

সালে তাদের হাতে ৬০।৭০ কোটি টাকা মজুত ছিল; এইভাবে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, একজনের ভান্ড শূন্য আর একজনের ভান্ড পূর্ণ। দুটো প্রতিযোগিতার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ কি রকম এগিয়েছে, তার দু-একটি নমুনা আপনাদের সামনে ধরতে চাই।

বিহারের বেলায় দেখুন ১৯৫১ সালে বিহারের পপুলেশন ইন ক্রোরস যদি ধরি তাহলে দেখতে পাবো ৩·৬৩; তাদের বাজেট যদি ইন ক্রোরস দেখি তাহলে দেখবো ১·২০ এবং তাদের পার ক্যাপিটা একস্পেনডিচার হচ্ছে ০·৩। ১৯৫৫-৫৬ সালে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো পপুলেশন ইন ক্রোরস ৮·০২, এবং তাদের বাজেট অনুপাতে যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো ৭·৮২, আর পার ক্যাপিটা একস্পেনডিচার হচ্ছে ১·৯। সে ক্ষেত্রে আমরা যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলএর দিকে দেখি তাহলে দেখতে পাবো ১৯৪৮-৪৯ সালে সেখানে পপুলেশন ইন ক্রোরস ছিল ২·১২। আজকে সেখানে প্রোপোরসনেট বাজেট যা ধার্য্য হয়েছে তা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো ২·১৫ এবং সেখানে পার ক্যাপিটা একস্পেনডিচার হচ্ছে ১·০।

১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাব যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো পপুলেশন ইন ক্রোরস ২·৮০। আজকে সেখানে বাজেট অনুপাত ধরে, রিভাইজড বাজেট হচ্ছে ৯·৩৯ ক্রোর। এটা হিসাব করলে দেখা যাবে ৮·৯৯এর কিছু বেশী। সেখানে ধার্য্য করা হয়েছে পার ক্যাপিটা একস্পেনডিচার ৩·৬।

তারপর আমরা যদি বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ, ও উত্তর প্রদেশের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে দেখি তাহলে দেখতে পাবো, বোম্বের চেয়ে এ বিষয়ে আমাদের দেশ আরও বেশী অগ্রণী। ১৯৫৫-৫৬ সালে পপুলেশন ইন ক্রোরস ছিল ৩·৬০; আর তার বাজেট যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো ১৫·৭০ এবং তার পার ক্যাপিটা একস্পেনডিচার ৪·৪।

আমার এই কথা এখানে বলতে কোন বাধা নেই যে, পশ্চিমবঙ্গ এত অসুবিধার মধ্যে পড়েও এগিয়ে এসেছে, এবং তা তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে, তার অগ্রগতি বোম্বের তুলনায় অনেক বেশী। মাদ্রাজ সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু রাখহরিবাবু উল্লেখ করেছেন; কিন্তু সেখানকার হিসাবের তথ্য সংগ্রহ করা আমার কাছে এমন সুযোগ হয় নি যে এটা এখানে প্লেস করতে পারি; এবং আমার বিশ্বাস তিনিও এই মাদ্রাজের তথ্য প্লেস করতে পারবেন না। আমি এখন কিছু নূতন খবর দিতে পারবো না। মাদ্রাজকে তুলনামূলকভাবে দেখিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি লক্ষ্য করে দেখাতে চান, তাহলে ভুল হবে।

আমি এখন শিক্ষার উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গে যে প্রচেষ্টা চলেছে, তার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলবো। এখানে বলতে চাই বিরোধী পক্ষে যাঁরা আছেন, তাঁদের কাজ গালাগালি দিয়ে, যা না আছে তা বলে চালিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যদি ধীর স্থিরভাবে আজ পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত বিভিন্ন শিক্ষার উন্নতি হয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টি দেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁদের মত বদলাতে বাধ্য হবেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সম্পর্কে কি উন্নতি হয়েছে তা আপনার মাধ্যমে সহকর্মী বন্ধুদের সামনে রাখতে চাই। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গে ৮·৮ ক্রোরস অব রুপিজ এ্যালোটেড হয়েছে। কিন্তু এখানে আজকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং কলেজ শিক্ষা ও টেকনিক্যাল এডুকেশনকে ও ইউনিভার্সিটি এডুকেশনকে উন্নতি করবার জন্য এই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের সরকার যেভাবে কাজে এগিয়ে গিয়েছেন, তা শুধু প্রশংসাযোগ্য নয়, বিস্ময়কর হয়েছে। ৮·৮ ক্রোর অব রুপিস এর চেয়েও বেশী খরচ করা হয়েছে; অর্থাৎ ১১·৪২ ক্রোরস গত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচ করা হয়েছে। তারপর এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাজ শুরু হতে চলেছে। এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিভাবে কাজে এগুতে চান তার দু-একটি তথ্য আমি এখানে বলবো। প্রথমে দেখাব —স্কুলএ টেকনিক্যাল এডুকেশন, ইউনিভার্সিটি এডুকেশনগুলিকে নূতন পদ্ধতিতে কিভাবে আরও মঙ্গলকর হিসাবে জনসাধারণের সামনে ধরে দেওয়া যায়, এবং তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচেষ্ট। সেইজন্য সর্ব্বে এক্সপার্টস যাঁরা আছেন তাঁদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন

করে বিভিন্ন বিভাগ সার্ভে করে, তাঁদের যা মতামত সে-গুলিকে কার্যকরী করবার জন্য নূতনভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগিয়ে যেতে চান। আমরা এখানে যদি গত পাঁচ বছরে কিভাবে অগ্রগতি হয়েছে, তা দেখি তাহলে দেখতে পাবো প্রাইমারী এডুকেশন, বেসিক এডুকেশন সম্পর্কে ১৯৫০-৫১ সালে যতগুলি প্রাইমারী স্কুলস ছিল তার সংখ্যা হচ্ছে ১৪,৬৯৭টি, আর বর্তমানে ১৯৫৪-৫৫ সালে দেখছি সেই স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ২০,২৪৯টিতে পরিণত হয়েছে। তারপর সেখানে স্কলারস, টিচারস ও ট্রেনড টিচারস এবং গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যদি দেখি, তুলনামূলক-ভাবে, তাহলে দেখতে পাবো যে অগ্রগতি হয়েছে, তাকে কিছুতেই প্রপোর্সানেটলি কম বলা যেতে পারে না।

তারপর জুনিয়ার বেসিক স্কুল সম্বন্ধে দেখতে পাই যে, ১৯৫০-৫১ সালে মাত্র ৮৬টি জুনিয়ার বেসিক স্কুল ছিল, আর এখন ১৯৫৪-৫৫ সালে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮,৬০০টি। এবং সেখানে স্কলারসএর সংখ্যা ১৯৫৪-৫৫ সালে হচ্ছে ৪৯,৭৫০ জন।

আমরা যদি এই সম্পর্কে খরচের হিসাব দেখি তাহলে দেখতে পাবো ১৯৫০-৫১ সালে ১·৬৮ ইন লাখস খরচ হয়েছে, আর যদি আমরা ১৯৫৪-৫৫ সাল দেখি, তাহলে দেখতে পাবো ১১·৪২ লাখস খরচ হয়েছে। এই বেসিক প্রিন্সিপল, প্রাইমারী বেসিক এডুকেশন ও জুনিয়ার বেসিক এডুকেশন সফল হবে বলে চালাতে হয়, এবং তার দু-একটা তথ্য আমি এখানে রাখতে চাই।

[4-50—5 p.m.]

আমরা দেখছি যে পূর্বে এই নীতি নির্ধারণ করেন "সেন্ট্রাল এডভাইসরি কমিটি অব এডুকেশন"। তারপরে স্কুল এডুকেশন কমিটি -এ'রা এই প্রাথমিক জুনিয়ার বেসিক করেছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে কার্যোপযোগী করার জন্য চেষ্টা করছেন। সেকেন্ডারী এডুকেশন সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলেছেন। আমি সেকেন্ডারী এডুকেশনএর তথ্য আপনাদের সামনে ধরে আপনাদের মতামত জানতে চাই। সেকেন্ডারী এডুকেশন ১৯৫০-৫১ সালের যদি দেখি তাহলে দেখব—

	১৯৫০-৫১	১৯৫৪-৫৫
Total No. of H. E. and Middle Schools	২,০৬৮	২,৯১০
Total No. of Middle Schools ...	১,২৬১	১,৪৯৬
Total No. of Girls' Schools ...	০২৭	৪৮০
Scholars ...	৫০২,৫২৭	৬৬৫,৪০৪
Teachers ...	২১,৪৯৬	২৬,৬২৫
Government expenditure (in lakhs) ...	৬৭·৬০	১১৪·২৭

সেকেন্ডারী স্কুলের যে পলিসি, যে নীতির উপর এই মাধ্যমিক শিক্ষা চলে, সেই নীতি নির্ধারণ করেন—

(১) মুদালিয়র কমিশন

(২) ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন কমিশন

—এ'রাই বিশেষ কোরে সেকেন্ডারী এডুকেশনএর নীতি নির্ধারণ করেন। আজ এই যে ১১ বৎসরের কোর্স গ্রহণ করবার পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেছেন, তাও এ'দের যুক্তি নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে।

এবার আমি কলেজ এডুকেশন সম্বন্ধে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—

		১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬
Total No. of Colleges	...	৯০	৯৫
Girls' Colleges	...	১৫	১৮
Total Scholars	...	৫১,৩৩০	...
Total expenditure (in lakhs)	...	২৬·৮১	৪৫·২০

এই কোরেই আজ সরকার ক্ষান্ত থাকেন নি। এছাড়া কলেজ এডুকেশনএর দিক থেকে যে এক্সপেনডিচার যেটা ডাইরেক্ট এক্সপেনডিচার, মেইন্টিনেন্সএর জন্য গভর্নমেন্টের যে ব্যয় হয়, তাতে বিল্ডিংএর খরচ, হোস্টেল চার্জ, স্কলারশিপ, স্টাইপেন্ড, মিসলেনিয়াসএর জন্য যে খরচ গভর্নমেন্টের হয়, তা ধরা হয় নি। এছাড়া যে নূতন পাঁচটা কলেজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার করেছেন, যাদের নাম হচ্ছে—

(১) সরোজনলিনী গার্লস কলেজ, কলিকাতা,

(২) দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস, কলিকাতা,

(৩) স্ত্রী শিক্ষায়তন, কলিকাতা,

(৪) মহারাজা উদয় চাঁদ গার্লস কলেজ, বর্ধমান,

(৫) টাংরা কলেজ, ২৪-পরগণা,

তাছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সিটি কলেজ, আশুতোষ কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, এবং দমদম মতিঝিল কলেজ- এখানে আলাদা স্ত্রীশিক্ষার বিভাগ আছে। তা ছাড়াও মফঃস্বল কলেজে যাদের মহিলা বিভাগ আছে, সেখানে যে নীতিতে এই কলেজ এডুকেশন পরিচালিত হয়, তা রাধাকৃষ্ণন কমিশনএর নির্ধারিত নীতি। সেই নীতির উপর ভিত্তি কোরে পশ্চিমবঙ্গে কলেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধপক্ষ থেকে বন্ধুরা যেভাবে শিক্ষানীতিকে আক্রমণ করে চলেছেন, তারজন্য তাঁদের জানাতে চাই যে, ১৯৫৪ সালে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মিনিষ্টার মৌলানা আবুল কালাম আজাদএর আহ্বানে ইউনিভার্সিটির ভাইসচ্যান্সেলর এবং বিভিন্ন প্রদেশের এডুকেশন মিনিষ্টারদের যে কনফারেন্স হয়েছিল, তাতে আমাদের ভাইস-চ্যান্সেলরও উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁরা মূলনীতি নির্ধারণ করেন। সেই মূলনীতির প্রথমেই হচ্ছে—

Reorganisation of Secondary Education

অর্থাৎ সেন্ট্রাল এডভাইসরি বোর্ড যে নীতির নির্দেশ দিয়েছেন, সেই নীতি অনুযায়ী সেকেন্ডারী এডুকেশন পরিচালিত হবে। এই ১১ বৎসরের কোর্স সেখানে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া

reorganisation of College education

সম্বন্ধে কমিশন যে রেকমেন্ডেশন করেছিলেন যে ৩ বৎসরে ডিগ্রী কোর্স হবে, সেই নীতিও সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হয়। আজ এখানে সেই নীতিই পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেছেন। শান্তি নিকেতনে যে ইউনিভার্সিটি হয়েছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সেখানেও সেই নীতি গৃহীত হয়েছে এবং এখানে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিও সেই নীতি গ্রহণ করেছেন।

[At this stage the red light was lit.]

আর পাঁচ মিনিট সময় চাই। সর্বক্ষেত্রেই এই শিক্ষানীতিই গ্রহণ করা হয়েছে। আজ ভারতবর্ষে এই শিক্ষানীতি নির্ধারণ করার জন্য চারটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে—তাঁরাই সমস্ত ভারতের শিক্ষানীতি নির্ধারণ করেন; সেগুলি হচ্ছে—

(1) Central Advisory Board of Education—

এরা সমস্ত ষ্টেটের শিক্ষানীতি নির্ধারণ করেন।

(2) All-India Council of Secondary Education—

এরা সেকেন্ডারী এডুকেশনের নীতি নির্ধারণ করেন।

(3) All-India Council of Technical Education—

এরা টেকনিকাল এডুকেশনের নীতি নির্ধারণ করেন।

(4) University Grants Commission—

এরা ইউনিভার্সিটির নীতি ঠিক করেন।

এই নীতি যেভাবে কার্যকরী হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে বন্ধুরা তাঁদের সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা পদ্ধতিতে যে উন্নততর ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে শিক্ষার সুযোগ সাধারণের মধ্যে এসে যাচ্ছে।

সোস্যাল এডুকেশন সম্বন্ধে বিশেষ কোরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। আমি আপনার মাধ্যমে তা রাখতে চাই। গভর্নমেন্ট সোস্যাল এডুকেশনের যেগুলি সেন্টার করেছেন তাতে,

(১) লাইব্রেরী সেন্টার—৪৪৬টা

(২) কমপ্লিট সেন্টার ৪০২টা

মোট ৮৪৮টা

তা ছাড়া কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট এবং ন্যাশন্যাল একসটেনশন সার্ভিস সেন্টারএর মাধ্যমে ও সোস্যাল এডুকেশনের যে প্রচার হয়, তা থেকে দেখতে পাই -

(১) লাইব্রেরী সেন্টার আছে -১৩৯টা

(২) কমপ্লিট সেন্টার আছে ৩৮২টা

মোট ৫২১টা

তাহলে টোট্যাল সেন্টার দেখছি ১,৩৬৯টা এবং তাতে এটেন্ডেন্স ১·১২ লাখ এবং তার ফলে মেড লিটারেট বা শিক্ষা পাচ্ছে ·৪২ লক্ষ।

তাছাড়া

ভলান্টারী অর্গ্যানাইজেশন আছে -২২৬টা

লাইব্রেরী সেন্টার- ৪৩৪টা

পাবলিক লাইব্রেরী - ৬৩৭টা

সর্বসমেত ১,২৯৭টা

আমি সর্বশেষে টেকনিক্যাল এডুকেশনএর দু-একটি তথ্য পরিবেশন কোরে বক্তব্য শেষ করতে চাই। টেকনিকাল এডুকেশনের জন্য প্রি ম্যাট্রিক, পোষ্ট-ম্যাট্রিক, আন্ডার-গ্রাজুয়েট, ডিপ্লোমা কোর্স, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট, স্পেশাল স্কুল ফর হ্যান্ডিক্রাফট—এইভাবে টেকনিক্যাল এডুকেশনএর ব্যবস্থা করবার চেষ্টা হয়েছে। তাতে দেখতে পাই—

Total No. of scholars—

in 1950-51	... 5,551
in 1955-56	... 8,560

আর সেজন্য—

expenditure in lakhs (recurring and non-recurring)—

in 1950-51	... 14.68 and 48.89
in 1955-56	... 24.66 and 33.27

আর সেই টেকনিক্যাল এডুকেশনএর নীতি নির্ধারণ করেন, অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন এবং এর মধ্যে আছেন—

(১) টেকনিক্যাল এডুকেশন একসপার্ট,

(২) মিনিষ্টারস,

(৩) ইনডাস্ট্রিয়ালিষ্টস,

(৪) এডুকেশনিষ্টস,

এ'রা ষ্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশনে আছেন।

আজ এই সর্বাঙ্গীন আলোচনার দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষীয় বন্ধুদের কাছে আপনার মাধ্যমে এই জিনিসটা তুলে দিলাম। কিন্তু আর একটা বিশেষ জিনিষ আছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে এবং স্পেশাল কেডার শিক্ষকদের নিয়ে কংগ্রেস রাজনীতি করতে যায়—এই কথা বিরুদ্ধ পক্ষীয় বন্ধুরা বলছেন। কংগ্রেস ত রাজনীতির মধ্যে আছেই। কিন্তু আজকে জনসাধারণ—বিশেষ কোরে যেসব লোক দল গড়তে যায়, এতে তাদেরই হাত আছে। বিরুদ্ধ পক্ষে যাঁরা আছেন তাঁদের আজ আমি নাম কোরে আপনার সামনে বলতে চাই যে, চন্দননগর কনসটিটিউয়েন্সির ইলেকটেড মেম্বর ডাঃ হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার জন্য চন্দননগর কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে যোগাযোগ কোরে তিন ঘন্টা ধরে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে বসে তথ্য সংগ্রহ কোরে, সেই তথ্যের উপর ভিত্তি কোরে যে যুক্তির অবতারণা করেছেন, তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এখানে আছে, একথা প্রমাণ কোরে বলছি, রাজনীতির মধ্যে আমরা কাজ করতে চাই এত সামান্য জিনিস। কিন্তু তিনি বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নিকট তথ্য সংগ্রহ কোরে সরকারের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার যখন করতে চান, তখন তাঁর সিদ্ধান্তের বিষয়ে সাবধান হতে বলি।

[5—5-10 p.m.]

Sj. Lalit Kumar Sinha:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, শিক্ষা বাজেট সম্পর্কে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। সরকার বলছেন, তাঁরা শতকরা ২৬ ভাগ নিরক্ষরতা দূর করেছেন কিন্তু আমরা দেখছি সেইসব লোক যাদের অক্ষর জ্ঞান হয়েছে বলা হচ্ছে তাদের অক্ষর জ্ঞানের নমুনা এই যে যার নাম 'মধু', সে তার নাম লিখতে শিখেছে কিন্তু তাকে যদি 'যদু' লিখতে বলা হয়, সে তা লিখতে পারবে না। এই রকম অক্ষর জ্ঞানীর পার্সেন্টেজ সংখ্যাই বেশী। আর এই রকম নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সরকার গর্ব্ব করছেন।

প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৮ লক্ষ ৬৪ হাজার হয়েছে এটা হয় ত ঠিক। কিন্তু তারা শিখছে কি? সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষাদানের উপকরণ না থাকায় বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা হচ্ছে না। বস্তুর মাধ্যম হিসেবে বুড়ো শিক্ষকরা হয় ত একটা জোগাড় করতে পেরেছেন—সেটা হল তাদের মাথার চুল। পাকা আর কাঁচা চুল দিয়ে তারা সাদা-কালোর পার্থক্য শেখাতে পারেন। আর ছাত্রদের দিয়ে সাদা চুল তুলিয়ে সেটা গোণাতে পারলে অংক শেখান হয় (হাস্য)।

যা হোক বৃটিশ আমলে ছেলেদের কেরাণি গড়ার বিদ্যে শেখান হত বলে আমরা মনে করতুম বা সমালোচনা করেছি কিন্তু সে নিয়মের কি কোন ব্যতিক্রম এখন হয়েছে? কি শিক্ষা হচ্ছে ছেলেদের?

বুনিয়াদী শিক্ষার নাম করে যে সব বেসিক স্কুল করা হচ্ছিল, তার ব্যয় জনসাধারণ চালাতে পারলেন না। সেইজন্য সরকার সমস্ত গ্রামের প্রাথমিক স্কুলগুলিকে জুনিয়র বেসিক স্কুল নাম দিলেন। ৫ম শ্রেণীর বেসিক স্কুলএর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক বুঝা যায় না। ৪র্থ শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষায় গায়ত্রী কুন্ডু বলে একটি মেয়ে শশীভূষণ দে ষ্ট্রীটের রাজেশ্বরী স্কুল থেকে বৃত্তি পেল কিন্তু ৫ম শ্রেণীর স্কুলে ভর্তি হল বলে সে বৃত্তি পেল না।

৫ম শ্রেণীর বুনিয়াদী স্কুলে বস্তুর মাধ্যমে কি রকম বস্তু শিক্ষা হচ্ছে দেখুন। মা-ঠাকুরমার হাতের কাজ দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীর তৈরী বলে ভিসিটএর সময় চালিয়ে দেওয়া হয়।

এই রকম বুনিয়াদীর পিছনে প্রচুর টাকা ঢালা হচ্ছে। বিদ্যানগর, রহড়া রামকৃষ্ণ, কলা নবগ্রাম প্রভৃতি স্কুলের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা কি কারণে খরচ হচ্ছে? কলা নবগ্রামে ৬১ জন পড়ে। এর জন্য ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ব্যয় করে স্কুলটী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর রেকারিং খরচ বছরে ৫১ হাজার টাকা, অথচ ছাত্রদের কাছ থেকে মাসে ২০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। এই বুনিয়াদীকে আবার পপুলার করার জন্য আমাদের এডুকেশন মিনিষ্টার ও সেক্রেটারীর কি চেষ্টা দেখুন! বছরে বুনিয়াদী ট্রেনিং কলেজ থেকে শ' খানেক ট্রেন্ড বের হয়, আর বি, টি, কলেজ থেকে ৩।৪শ পাশ করে বের হন, কিন্তু সরকারী কাজে নিয়োগের সময় ½ অংশ বি, টি, আর ½ অংশ বুনিয়াদী ট্রেনিং কলেজ থেকে পাশ করা ট্রেন্ডদের নিতে হবে। এই বুনিয়াদী শিক্ষার পিছনে অকৃপণ কৃপা বর্ষণ ও সরকারী অর্থব্যয়। অপর দিকে কোন রকম গ্র্যাচুইটী বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডএর ব্যবস্থা না করে প্রৌঢ় শিক্ষকদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এবার এডুকেশন সেক্রেটারীর সুন্দরবন সফরের বিবরণ দিচ্ছি। তিনি সস্ত্রীক ও সপারিষদ গিয়ে উঠলেন ক্যানিং থানার বাসন্তীতে এক কুখ্যাত মিশনারীর আড্ডায়। ঐ মিশনারীটীর কাজ হল তিনি সরকারী টাকায় দুইটী অনাথ আশ্রম করেছেন। সেখানের দেশের লোক কেউ ঐ আশ্রম কমিটীর মধ্যে নেই। স্থানীয় লোকেরা কমিটীতে ঢোকবার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত করেও কিছু ফল পান নাই। এ সম্পর্কে এই হাউসএ একটী প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী স্থানীয় লোককে কমিটীতে নেওয়ার কথা বা স্থানীয় নন্‌ ক্রিশ্চয়ান ছেলেমেয়েদের নেওয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন। তারপর যখন জনসাধারণ দরখাস্ত করলেন, তখন দরখাস্ত প্রাপ্তির স্বীকারও পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তর থেকে পাওয়া যায় নি। সেই সঙ্গে সরকারী টাকায় একটী কার্পেন্ট্রি স্কুল করেছেন তাতে কার্পেন্ট্রির কিছু নাই। টাকাগুলি খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ব্যয় হয়। সেখানে সাধারণ লোকেরা একটা স্কুল করবার চেষ্টা করছেন। এডুকেশন সেক্রেটারী সাহেবের আড্ডা থেকে গ্রামের সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডাকিয়ে ধমক দিলেন যেন তারা স্কুল না করেন। সাদামুখো সাহেবের স্কুলটীকে মাল্টিপারপাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি আবার গোসাবা হেঁটে গিয়ে হাজির হলেন সেখানেও সাহেব সুবোর ব্যাপার। সেখানেও তিনি মাল্টিপারপাসএর আশা দিয়ে এসেছেন, যদিও তার পাশে মসজিদবাড়ী সনাতন হাই স্কুল, যার ৩শ' বিঘে ধানের জমি আছে এবং জমির সম্পূর্ণ আয় স্কুলটী পাচ্ছে সেই স্কুলটীর দিকে না তাকিয়ে তিনি সাহেবী স্কুলগুলিকে উৎসাহিত করে এসেছেন। যদি ঐ অঞ্চলে মাল্টিপারপাস স্কুল হবার কোন যোগ্যতা থাকে তবে সে ঐ মসজিদবাড়ী স্কুলের। কিন্তু কালা বাঙ্গালীদের স্কুলটী কি সেক্রেটারী সাহেবের নজরে পড়বে? আমি জানতে চাই এই যে এডুকেশন সেক্রেটারী, ডি,আই, ২৪ পরগণা, এ,ডি,আই, স্পেশাল কেডার, ২ জন এসিষ্ট্যান্ট ইন্‌স্পেক্টর, একজন স্পেশাল কেডার ইন্‌স্পেক্টর, একজন ডেভেলপমেন্ট এস,আই, এবং ক্যানিংএর এস,আই - এদের লোকসহ এবং সস্ত্রীক সুন্দরবনে গিয়ে যে টাকা খরচ করে এলেন তাতে জনসাধারণের কি উপকার হয়েছে? এদের খাবার ও সাহেবরা জুটিয়েছিলেন।

সরকার পক্ষ অনেক সময় অভিযোগ করেন যে শিক্ষকদের নিয়ে রাজনীতি করা হয়। শিক্ষকদের নিয়ে কারা রাজনীতি করে? কারা হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডএর শিক্ষক প্রতিনিধি সভা ইলেকশনএ ক্যান্ডিডেট নামিয়েছিলেন? শিক্ষক সমিতিতে একজন কংগ্রেসের প্রাথমিক সভা সেট-আপ করিয়েছিলেন কিন্তু সরাসরি কংগ্রেসএর ক্যান্ডিডেট হতে অস্বীকার করায় ঐ কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য যিনি শিক্ষক সমিতির ক্যান্ডিডেট তার বিরুদ্ধে কোন কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট খাড়া করেছিলেন?

হাভেলী থানার শ্যামপুরের বাকেন্দুড়ি গ্রামে ২৪-পরগণা জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তিনি জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক হেমন্ত বাবু, শিক্ষকদের সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দিতে বলেন কেন? ঐ থানার সুশীল ঘোষ - যিনি মণ্ডল কংগ্রেসের সম্পাদক, তিনি শিক্ষকতা না করে কেন কংগ্রেস করে বেড়াচ্ছেন, কেন অকংগ্রেসী শিক্ষকদের ব্যতিব্যস্ত করে বেড়াচ্ছেন?

মাননীয় সুবোধ মাইতি, কাল মেদিনীপুর স্কুল বোর্ডের অজস্র প্রশংসা করেছেন কিন্তু ঐ বোর্ড যখন ৩।৪ শত স্কুল কেটে দিয়েছিলেন, তখন ত বিরোধী দলের নেতারা, আর জেলার প্রগ্রেসিভ লোকেরা আন্দোলন করে স্কুলগুলি বজায় রেখেছিলেন। তখন সুবোধবাবু কোথায় ছিলেন? ক্যানিংএর বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটীর ইলেকশনএ শ্রীমানিক দত্ত সর্ব্বাধিক ভোটে নির্ব্বাচিত হলেন কিন্তু মণ্ডল কংগ্রেসের সম্পাদকের কথায় সেটা বাতিল হ'ল কেন? আর সেখানে কোন ভোট না পেয়ে উক্ত কংগ্রেস সম্পাদক সভ্য হ'লেন কি করে? শিক্ষা আর শিক্ষকদের নিয়ে বলুন কারা রাজনীতি করছে?

মেদিনীপুর জিলা স্কুল বোর্ড সম্প্রতি একটী সার্কুলার জারি করেছেন—যদিও ৩৫ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষকের কথা বলা হয়েছে, তবুও ঐ সার্কুলারএ বলা হয়েছে প্রতি ৫০ জনে একজন শিক্ষক। ছাত্র সংখ্যা কমের জন্য শিক্ষকদের চাকুরি গেলে, তার দায়িত্ব বোর্ড গ্রহণ করছেন না। তারা বলছেন—তাঁকে—ঐ শিক্ষককে—যদি অন্য স্কুলে বদলী করা যায়, তবে বোর্ড তা অবশ্য করবে। তা সম্ভব না হ'লে বোর্ডের অধীনে চাকরি করা তার পক্ষে সুকঠিন হয়ে পড়বে।

২৪-পরগণা জিলার ৩ মাসের বেতন বন্ধ আছে। এ-কথা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আমাদের জানিয়েছেন। এই সব অব্যবস্থার প্রতিবিধান হওয়া উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বৃদ্ধি বেতন—ক ও খ শ্রেণীতে ১০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সি ক্যাটেগরী শিক্ষকদের ৭॥ টাকা পেতে হ'লে তাদের সোসাল ওয়ার্ক করার এক অদ্ভুত সর্ত্ত দেওয়া হয়েছে। 'গ' শ্রেণীর শিক্ষকগণ শিক্ষকতা করছেন, এটা কি সোসাল ওয়ার্ক নয়? এ ছাড়া কি কি সোসাল ওয়ার্ক করতে হবে? কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহ করলে—তবে কি তাদের ঠিক কাজ করা হবে?

মেদিনীপুর জিলায় ৫ টাকা বৃদ্ধি বেতন কেন ১৯৫৩ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর—এই ৯ মাস বন্ধ রাখা হয়েছে?

স্কুল বোর্ড সভ্য নির্ব্বাচনে কিরকম অব্যবস্থা চলছে দেখুন। ইলেকশনএ মাত্র ২।৩ ঘন্টা আগে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করতে বলা হয়। আমরা শিক্ষামন্ত্রীর নিকট গিয়ে এই ব্যবস্থা তুলে দিতে এবং জেলার মহকুমাগুলিতে নির্ব্বাচনকেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব করেছিলাম। তিনি স্বীকারও করেছিলেন কিন্তু বাঁশ নুইলেন—কঞ্চি শক্ত হয়ে থাকল। এডুকেশন সেক্রেটারী কিছুতেই সেটা হতে দিলেন না।

আমি সরকারকে অনুরোধ করি—তাঁরা শিক্ষকদের দুরবস্থার প্রতিবিধান আর শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন ও উন্নয়ন করুন। এসব না করে কেবল বাজেটের সময় একবার করে বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়ে নেবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন—এই আমার অনুরোধ।

[5-10—5-20 p.m.]

Sj. Madan Mohon Khan:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমি বলতে চাই—সরকার যে-সমস্ত তথ্য এখানে আমাদের নিকট পেশ করেন তার অনেকগুলি অসত্য। এই যে দেখুন, স্যার, বইয়ের ২৪এর পাতায় বলেছেন যে ঝাড়গ্রামে একটি টি, বি, হাসপাতাল করা হয়েছে, এটা অত্যন্ত অসত্য কথা, স্যার। তারপর দেখুন, স্যার, ৭০নং ষ্টার্ড কোয়েশ্চেনএর ১লা মার্চ্চে শিক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রী মহোদয়া বলেছেন যে মেদিনীপুরে কোন মহিলা কলেজ হবে না এবং এরকম কোন কথা নাই, এরকম কোন প্রস্তাব নাই; অথচ কাগজে যা দেখছি—এটাও সম্পূর্ণ অসত্য কথা। এই যে, স্যার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠি, এটার সম্বন্ধে আমি এখানে জানাতে চাই—"সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে মেদিনীপুরে মহিলা কলেজ স্থাপনের জন্য জেলার অধিবাসিগণ যদি এক বৎসরের মধ্যে ১ লক্ষ টাকা তুলিয়া গভর্ণমেন্টকে দিতে পারেন তাহা হইলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট তিন লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন এবং রাজ্যসরকার গৃহনির্ম্মাণ ও পরিচালনের জন্য অন্যান্য সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিবেন"। সই করেছেন এ, এন, ব্যানার্জী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।

তারপর আর একটা জিনিষ আমি তুলে ধরতে চাই। আমাদের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী-মহাশয় জানিয়েছিলেন যে মেদিনীপুরে একটা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হবে কিন্তু কবে হবে তার কোন আভাস পেলাম না। আমরা এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম, তার যা উত্তর ২৭শে ফেব্রুয়ারী পেয়েছি। আমাদের প্রশ্ন ছিল—পশ্চিমবঙ্গে বি, টি, ট্রেনিংএর জন্য কোথায় কোথায় সরকার পরিচালিত কতগুলি কলেজ আছে? তার উত্তরে উনি বলেছেন—কলিকাতায় ১২২টি, ২৪-পরগণায় ৩১টি এবং মেদিনীপুরে ৩৩টি, অর্থাৎ মেদিনীপুর এ-বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে বসেছিল। এগুলি যেখানে হওয়ার কথা সেখানে কিছুই এখনো হ'ল না, মেদিনীপুরে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ করবার কিছুই হ'ল না। অথচ মেদিনীপুরে ৪৩০টি হাই স্কুল আছে এবং তাতে ৬৮ হাজার ছেলে লেখাপড়া করে এবং তাতে আমাদের দেশের ৮,৬০০ শিক্ষক শিক্ষাদান করেন। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় সকল শিক্ষককেই ট্রেনিং পাশ করতে হবে কিন্তু সরকার যে হারে বি, টি, কলেজ করছেন এবং যে হারে মেদিনীপুরের শিক্ষক মহাশয়রা ট্রেনিং পাচ্ছেন তাতে ২২৭ বছর লেগে যাবে এক মেদিনীপুর শিক্ষকগণকে শিক্ষিত হতে। এই শিক্ষকদের গত বৎসর সরকার মেদিনীপুরে একটি বি, টি, কলেজ খোলার পরিকল্পনা করেও আজ পর্যন্ত তার কোন সুব্যবস্থা করতে পারে নাই। মেদিনীপুর জেলায় একটা ওভারসিয়ার কলেজ করা দরকার। এর জন্য ৪০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হ'ল। কিন্তু, স্যার, সেখানে ওভারসিয়ার কলেজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারের প্রতি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুরে টেক্‌নিক্যাল স্কুল, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হওয়া দরকার।

তারপর কথা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের বইয়ের দাম সম্বন্ধে। শ্রদ্ধেয় প্রিয় রঞ্জনবাবু কিছু কিছু বলে গিয়েছেন আমি সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। এ বিষয়ে আমরা যা দেখি পাঠ্য বইয়ের যে দাম তার চেয়ে বেশী দাম হয় মানে বইয়ের। এটা অত্যন্ত অন্যায়। পাবলিশারগণ মানে বই ছাপিয়ে এত লাভ করে যে ফলে অভিভাবকদের অনেক কষ্ট হয়। কাজেই আমি বলি, সরকার যেভাবে পাঠ্য-পুস্তকের দাম নির্দ্ধারণ করে দেন তেমনিভাবে মানে বইয়ের দাম ফিক্স করে দিন। আর যদি ফিক্স না করেন তাহলে পাবলিশাররা যাতে বেশী মুনাফা করতে না পারে সেজন্য ঐ মানে বই ছাপা বন্ধ করে দিন। এখানে আমি একটা উদাহরণ তুলে ধরছি—"প্রাচীন ভারতীয়" বইখানি ৮ম শ্রেণীর পাঠ্য, দ্বিতীয় ভাগ, মূল্য ॥৵১০, তার পাবলিশার ক্যালকাটা বুক হাউস, ২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, তারা "কী" বের করেছে তার দাম করেছে ২ টাকা। এরূপে আরও দেখা যায় "পাঠ মালিকা"র দাম ৷৵ কিন্তু মানের দাম ২ টাকা, "সংস্কৃত প্রবেশ" ॥৵ কিন্তু মানে ১॥, "কিশলয়" ॥৵১০, কিন্তু মানে ১। । আমার কথা হচ্ছে, প্রয়োজনবোধ করলে মানে বইয়ের দাম ফিক্স করে দিন, নইলে মানে বই এবলিশ করে দিন। যাতে গার্ডিয়ানদের উপর অনর্থক টাকার চাপ না করে সেটা সরকারের দেখা কর্ত্তব্য। অর্থ বইয়ের দাম নির্দ্ধারণ করা চাই। "বি, টি, কলেজ" এ্যাণ্ড 'উইমেন কলেজ", মেদিনীপুরে এই বৎসর আরম্ভ করতে হবে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধে বলতে গেলেই আমার একটু মায়া হয়। কারণ শিক্ষা বিভাগের সাপ মারতে গেলেই শিবের মাথায় লাঠি পড়ে। এইজন্য মনে একটু মায়া হয়। শিক্ষা বিভাগের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই আমি আরম্ভ করছি যে প্রিয়রঞ্জনবাবু ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন সে সম্বন্ধে আমি কতকগুলি তথ্য জানাচ্ছি। উনি বলেছেন, ইউনিভার্সিটি টাকা চাইলেই টাকা পাচ্ছে উনি আমার চেয়ে ভাল জানেন। পার্টিশানের জন্য ইউনিভার্সিটির ১২ লক্ষ টাকা ঘাটতি হয়, তারজন্যে অনেকবার দরবারও তাঁরা করেছিলেন, কিন্তু সেই টাকা ইউনিভার্সিটি পেয়েছেন কি? অন্ততঃ আমি সিনেটের লাষ্ট মিটিং পর্যন্ত যা জানি তাতে তাঁরা পান নি।

দ্বিতীয় কথা, ইউনিভার্সিটির টাকার প্রয়োজন সম্বন্ধে কয়েকটা তথ্য আমি আপনাদের জানাচ্ছি। ইউনিভার্সিটি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেন্টএর জন্য যে ৫৮২ জন এ্যাপ্লিক্যান্ট ছিল, সেখানে ভর্তি করতে পেরেছেন মাত্র ৩০ জন, পিওর কেমিষ্ট্রিতে ৩৪০ জন এ্যাপ্লিক্যান্ট

ছিল, সেখানে ভর্ত্তি করতে পেরেছেন ১৮ জন; পিওর ম্যাথামেটিকসএ ৫০২ জন ক্যান্ডিডেট ছিল, সেখানে ভর্ত্তি করতে পেরেছেন ৮৬ জনকে—অতএব আপনারা বুঝতে পারছেন যে ইউনিভারসিটির প্রয়োজন অনুসারে, ইউনিভারসিটির বিস্তার কিরকমভাবে হচ্ছে। অথচ সিন্ডিকেটে গভর্ণমেন্টের লোক আছেন—ডি, পি, আই, সিন্ডিকেটের সভায় প্রেজেন্ট থাকেন। শুধু তাই নয়, আমরা জানি যিনি চ্যান্সেলারের সেক্রেটারী, তিনিই হচ্ছেন আবার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী তিনি "বাজালে বাঁশী, ঘোরালে ডান্ডা" অর্থাৎ তিনি একই লোক।

[5-20—5-30 p.m.]

অতএব তিনি এইসব দেখেও ইউনিভারসিটি সম্বন্ধে যেসব তথ্য বলেছেন সেইসব তথ্য সম্বন্ধে আপনারা সকলেই অবগত হলেন।

এরপর আর একটা কথা, ইউনিভারসিটি এ্যাক্ট সম্বন্ধে বলতে চাই। এই ইউনিভারসিটি এ্যাক্টের কথা পূর্ব্বেও বলেছি, এখনও বলি। ইউনিভারসিটি এ্যাক্ট হবার পরে আমাদের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলার জ্ঞান ঘোষ মহাশয় এবং আমাদের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার বলেছিলেন এবং প্রিয়রঞ্জনবাবু জানেন, শ্রীকুমারবাবুও শুনেছিলেন—এই ইউনিভারসিটি এ্যাক্ট এটা একখানি অদ্ভুত আইন। তখন আমি বলেছিলাম যে এটা অপূর্ব্ব 'জুলজিক্যাল স্পেসিমেন', এটা একটা কোন বিশিষ্ট 'এ্যানিম্যাল' নয় 'ইট ইজ এ মনস্টার'।

Mr. Speaker: You cannot criticize an Act passed by the Legislature without an amending Bill. It is on the budget you are speaking. You cannot criticize an Act which has been passed by the Legislature unless there is an amending Bill for consideration before the House. Therefore, don't criticize that. Please confine yourself to the budget.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমি সেই কথাই বলছি। আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, এই হ'ল এ্যামেন্ডিং বিল, এই এ্যামেন্ডিং বিলটা আমার বন্ধু গণেশবাবু এনেছিলেন এবং সেখানে মন্ত্রীমহাশয় পান্নালালবাবু বলেছিলেন যে প্রয়োজন মনে করলে পরে এটা তিনি নিয়ে আসবেন। কিন্তু গণেশবাবুর সে বিল এ্যাকসেপ্ট করা হয় নি। ১৯৫৪ সালে রাইটার্স বিল্ডিংএ পান্নালালবাবুর সঙ্গে তাঁর ঘরেতে এই সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়েছিল এবং এই সম্বন্ধে যেসব করেসপন্ডেন্স হয়েছিল সেইসব নিশ্চয় এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বার করবেন। তাতেই দেখিয়েছিলাম ইউনিভারসিটি এ্যাক্টের ছত্রে ছত্রে কোথায় গলদ আছে, গরমিল আছে এবং আমার এইসব কথা পান্নালালবাবু স্বীকারও করেছিলেন বলে এটা এখানে মেনশান করলাম।

Sj. Jyoti Basu: On a point of privilege Sir. Why cannot an Act be criticised I have not been able to understand. We are not condemning anything but suppose when an Act is in operation if we feel that there are certain points which need be changed in a particular Act, then why can't it be criticised in this House I have not been able to understand. I think it is a great attack against the privilege of the members to say that we cannot criticise an Act passed by this Legislature or by Parliament.

Mr. Speaker: That is the rule I was telling you, Mr. Bose.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএর বোধ হয় খুব বেশী কাজ; তা নাহলে তিনটি জায়গায়—ভেটিরিনারী কলেজ, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং কার্মাইকেল হাসপাতাল—এ্যাফিলিয়েশন সম্বন্ধে যে সুন্দর কেলেঙ্কারী আছে, তা বলা দরকার। তাদের ক্লাস ষ্টার্ট হয়ে গেল, ছেলে ভর্ত্তি হয়ে গেল, অথচ এ্যাফিলিয়েশন নেই। প্রিয়রঞ্জনবাবু এবং আমার বন্ধু শ্রীকুমারবাবু জানেন যে ১৪৪ পাতায় ৬ নম্বর রুলে লেখা আছে যে, যদি এ্যাফিলিয়েশনএর পূর্ব্বে কোন জায়গায় ছেলে ভর্ত্তি করা হয় তাহলে সেই ইনষ্টিটিউশনকে ডিসএ্যাফিলিয়েট করা যায়। কিন্তু এইসব জেনেশুনেও চ্যান্সেলারের সেক্রেটারী, যেখানে এডুকেশন সেক্রেটারী, সেখানে

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মাষ্টার ডিগ্রির সময় এ্যাফিলিয়েশন নেওয়া হয় নি, সেজন্য ৩ বছর পরে সিনেটএর সামনে গিয়ে আবার স্পেশাল পারমিশন নিতে হয়। এটাও এঁরা সবাই জানেন যে কার্মানী হাসপাতালে টাকা দিয়ে ছেলে ভর্তি হবার ৮ মাস পরে তার এ্যাফিলিয়েশন নেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ সেখানে রেগুলেশন তৈরী হবার আগেই ছেলে ভর্তি হয়েছিল। এবং সেখানে যখন এ্যাফিলিয়েশন দেওয়া হ'ল তখন তাদের দেওয়া হয়েছিল কি—আমি চ্যালেঞ্জ করছি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে যে তারা নন্-কলেজিয়েট হয়ে, টাকা দিয়ে এবং ঝকমারির মাশুল দিয়ে 'পার্ট আই একজামিনেশন' দিয়েছিল। অতএব লজ্জার কথা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এঁরা নিজেরাই ইউনিভারসিটি রেগুলেশন মানেন না।

ইউনিভারসিটির রেগুলেশন এঁরা যে মানেন না তারও প্রমাণ আমি দিয়ে দিচ্ছি। আনন্দবাবু, চন্দননগর কলেজের কথা বলাতে আমার আনন্দ হয়েছে, কেন না আনন্দবাবু আমাকে আনন্দ দিয়েছেন এবং আমি বলবারও একটু সুযোগ পেয়েছি। আপনি জানেন যে আমি চন্দননগর থেকে ইলেক্টেড হয়েছি এবং সেই চন্দননগর কলেজ সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় খোঁজ নেব যে সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে। এবং এইসব আমি যদি করে থাকি তাহলে আমি এটা কর্তব্য করেছি কারণ এইসব এখো চন্দননগর কলেজ থেকে জোগাড় না করে কি কানবাজা টাকে লেনে অনুসন্ধান করবো। এই চন্দননগর কলেজের ফরাসীর প্রফেসারের কোয়ালিফিকেশনএর জন্যে ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ইউনিভারসিটি থেকে প্রিন্সিপালকে চিঠি লিখেছিলেন যে

with reference to your letter, dated 14th December 1955 I am to inform you that under the rules the teacher must be at least a second class M.A. in French.

কিন্তু ইউনিভারসিটির চিঠি থাকা সত্ত্বেও এবং ৯ই জানুয়ারী এই নির্দেশ পাওয়ার পরেও এঁরা যাকে ডিপার্টমেন্টাল হেড অব ফ্রেঞ্চ করেছেন, তাঁর কোয়ালিফিকেশন আমি জানি। তিনি ফরাসী পাণ্ডিচারী ইউনিভারসিটির "বাসিলিয়ে" (ব্যাচেলর) ডিগ্রি নিয়ে পাশ করে নেবেন। "বাসিলিয়ে" মিনস্ "ব্যাচেলর"। তিনি "বাসিলিয়ে ইন লেটর" অর্থাৎ "ব্যাচেলর অব লেটার্স" বা "ব্যাচেলর অব আর্টস্" এবং এঁরা এঁকেই করেছেন প্রফেসার অব ফ্রেঞ্চ। তিনি ফ্রেঞ্চ অনার্স পড়াবেন,

Translation from English to French and French to English

করবেন, অথচ তিনি ইংরেজী জানেন না। তিনি হচ্ছেন "বাসিলিয়ে ইন আর্টস"। কিন্তু তিনি যদি "লিসাঁস" (লাইসেন্স) হতেন, তাহলে এম.এর সঙ্গে সমান হতেন। কিন্তু এঁকে করা হচ্ছে এইজন্য যে তিনি চন্দননগরের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরএর প্রাইভেট টিউটর ফরাসী পড়ান এবং সেই জন্যেই সরকারী উমেদারী এঁর জন্যে হয়েছিল। মিঃ স্পীকার, স্যর, এই ব্যক্তি শুধু ফরাসী ডিপার্টমেন্টের হেড হন নি, "হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট অব ফ্রেঞ্চ ইন কলেজ" নন, ইন এ্যাডিশন টু হিজ ডিউটিজ, তিনি আগে যা ছিলেন, ডাইরেক্টর ইন ফ্রেঞ্চ ইন সেকশন" এবং তিনি আবার হয়েছেন কলেজ ডিপার্টমেন্টএ ফ্রেঞ্চএর হেড। সেজন্য আমার মনে হ'ল তিনিও একজন "ব্রিলিয়েন্ট" লোক, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএর সেক্রেটারীর মত যিনি একসঙ্গে

Secretary of the Chancellor and Secretary of the Education Department.

আমি জানি না মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় চন্দননগরের এই ব্রিলিয়েন্ট রত্নটিকে রাইটার্স বিল্ডিংএ নিয়ে এসে এখানকার ব্রিলিয়েন্স বাড়াবেন কিনা?

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে আমাদের চন্দননগর স্কুল সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী-মহাশয় একদিন বলে গিয়েছিলেন যে চন্দননগরে যাঁরা এখন এমপ্লয়েজ আছেন তাঁদের এখনও অপসন দেওয়া হয় নি। ২রা অক্টোবর, ১৯৫৮এ মার্জার হ'ল, কিন্তু এখনও তাঁদের অপসন দেওয়া হ'ল না এটা কোন রুলে আছে তা জানি না। অথচ ২জন মাষ্টার রিটায়ার করল, পেনসান পেল, পেনসান বুক তাঁদের দেওয়া হ'ল এবং ৩ মাস লিভ দেবার যা নিয়ম আছে তাও তাঁরা পেয়েছিল, কিন্তু নাম করেই বলে দিচ্ছি যে, সূর্য্য দত্ত ও তিনকড়ি

দাসকে সামারিলি রিটায়ার করিয়ে দেওয়া হ'ল—কিন্তু তাদের পেনসান বুক দেওয়া হয় নি বা তাদের পেনসানএর কোন ব্যবস্থাও করা হয় নি। তাঁরা তো আমাদের ব্রিলিয়েন্ট এডুকেশন সেক্রেটারীর মত ২,৭৫০ টাকা মাইনে পান না—তাঁদের কোন সংস্থান নেই এবং তাঁরা খেতে পান না বলে তাঁর স্ত্রী আবেদনও করেছেন বলে আমি সেই খবর জানাই। অতএব এইসব মাষ্টারদের বে-আইনীভাবে রিটায়ার করান হচ্ছে, সার্ভিস রুলকে ইগ্‌নোর করে তাঁদের রিটায়ার করান হচ্ছে এবং তাঁরা উপবাসে পড়ে আছে—এই হচ্ছে আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

আমি জানি না আনন্দবাবু কোথায় আনন্দ করতে চলে গেলেন, কিন্তু একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের যদি সত্যি শিক্ষা বিস্তার করতে হয় তাহলে অন্য পথ গ্রহণ করতে হবে। আমি সেটা ফিল করেছিলাম, কারণ যখন চন্দননগরে ফ্রেঞ্চ এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশন ছিল তখন I was in charge of the Education portfolio এবং সেখানে আমরা প্রজেক্ট করেছিলাম যে একটা স্কুল বিল্ডিংএ সকাল বেলাতে ১০টা কি ১১টা পর্যন্ত লোয়ার ক্লাসগুলি করে ঐ বিল্ডিংএই আবার হাইয়ার ক্লাসগুলি পরে করা হবে। এটা করলে ক্যাপিট্যাল এক্সপেণ্ডিচার কম হয় এবং টাইম ইউটিলাইজ করা যায় ও অনেক মাষ্টারও আমরা এ্যাপয়েন্ট করতে পারি। অনেক জায়গায় স্থানের অভাবে স্কুলের এক্সপ্যানসন হয় না, মাষ্টার নিযুক্ত হয় না বলে যারা পড়াতে পারে তাদের মধ্যে অনেকেই বেকার হয়ে বসে থাকে। সেজন্য আমি যে সাজেসন দিচ্ছি এটাকে শুধু ক্রিটিসিজম হিসাবে নেবেন না, কনস্ট্রাক্‌টিভ একটা আইডিয়া দিচ্ছি যে আপনারা যদি বাংলার যেসব স্কুল বিল্ডিং আছে সেগুলোকে ডিউলি ইউটিলাইজ করতে চান তাহলে এই বিষয়ে বিবেচনা করে দেখবেন। তা নাহলে আত্মতুষ্টির মধ্যে আমি কেবল এই এই করেছি এবং আরও করবার বাকী আছে বলে কোন লাভ নেই।

আর একটা কথা ওঁরা বলেছেন, প্রাইমারী স্কুল সম্বন্ধে। সম্প্রতি আমি শিয়াখোলায় গিয়ে শুনলাম যে সেখানে ৭ বছর ধরে সেখানকার লোকের কাছ থেকে এডুকেশন সেস নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু শিয়াখোলার মতন প্রতিপত্তিশালী গ্রামে সেটা অর্ডিনারী একটা ছোট গ্রাম নয়; রেলওয়ের একটা "টারমিনাস"- ৭ বছরের মধ্যে ফ্রি প্রাইমারী এডুকেশনএর জন্য একটা স্কুলও হয় নি। কেন হয় নি আমি যদি জিজ্ঞাসা করি এবং যদি বলি যে সেখানকার প্রতিনিধি হয় ত ঠিক কংগ্রেসী নন, তাহলে নিশ্চয় এখানকার কংগ্রেসী বন্ধুরা আমাকে মার্জনা করবেন। চন্দননগরে, ঝা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের রেকমেণ্ডেশনএ ছিল এবং যে রেকমেণ্ডেশেন সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন যে—has been accepted from A to Z পার্লামেন্টে তাঁর ষ্টেটমেন্টএ তিনি যা বলেছিলেন, তাতে তার মধ্যে ছিল যে সেখানে একটা—cultural centre with museum art gallery and reading room হবে। কিন্তু সেটা যে কোন কোল্ড ষ্টোরেজএ আছে জানি না এবং প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর এ্যাসিওরেন্সএর মূল্যটা যে কি তাও আমরা জানি না। বাজেটের মধ্যে এর কোন সন্ধান আমরা পাই নি বলেই এটা আপনার সামনে তাঁদের জানিয়ে দিচ্ছি।

এর পরে আর একটি সুন্দর কথা বলব বনগাঁর একটা স্কুল সম্বন্ধে। সেখানকার একটা বালিকা-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী এবং হেডমিষ্ট্রেসএর সময় তাঁরা অকল্যাণ্ড হাউস থেকে, যেটার সুনাম আজ চারিদিকে সৌরভের মতন ছড়িয়ে পড়ছে, কিছু টাকা হেডমিষ্ট্রেস নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে কতকগুলি রিফ্যুজি ছাত্রী পড়ে, তাদের যা তার চেয়ে বেশী টাকা নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানকার একাউন্ট বুকএ এন্ট্রী করেন নি। ফলে ৫ বছর পরে অডিট করতে গিয়ে সেখানকার সেক্রেটারী এবং হেডমিষ্ট্রেস ধরা পড়ল এবং অডিটএর সময় তাঁরা সমস্ত খাতাপত্র অকল্যাণ্ড হাউসে নিয়ে এলেন। সেখানকার যিনি হেডমিষ্ট্রেস ছিলেন তিনি হাওয়া হলেন এবং যিনি সেক্রেটারী ছিলেন তিনি রেসিগনেশান দেওয়াতে নূতন কমিটি সেখানে তৈরী হ'ল। এমন সময় সেকেণ্ডারী বোর্ড থেকে ইন্সপেকসান গেল

এবং খাতাপত্র দেখতে চাওয়াতে তাঁরা বললেন যে খাতাপত্র সব অকল্যান্ড হাউসে আছে। তার ফলে যেহেতু সেই স্কুলের খাতাপত্র তাঁরা দেখাতে পারলেন না সেহেতু এই গভর্নমেন্টের এফিসিয়েন্সীর জন্য সেই স্কুলের এফিলিয়েশন চলে গেছে, তার গ্রান্টও বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব এই হচ্ছে আমাদের বিদ্যোৎসাহী গভর্ণমেন্ট এবং এই হচ্ছে 'এফিসিয়েন্সী অফ দি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট'—যার সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলে গিয়েছিলেন যে 'ব্রিলিয়েন্ট ম্যান হ্যাজ বিন বট ইন'। মিঃ স্পীকার, স্যার আমি ভুলে গিয়েছিলাম স্কুলটা বনগাঁর নয়, গোবরডাঙ্গার। স্যার, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে যেখানে আমাদের দেশে সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা মেঘনাথ সাহার মতন প্রফেসারকে ১,৩০০-১,৮০০ টাকার মাইনেতে পাওয়া যায়, সেখানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএ কে এমন ব্রিলিয়েন্ট ম্যান আছেন যিনি ২,৭৫০ টাকা ডিজার্ভ করেন। আমি এইটুকু মনে করি যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মেঘনাথ সাহার পদতলে বসে এডুকেশন সম্বন্ধে যাঁরা শিখতে পারেন, সেখানে তাঁদের ব্রিলিয়েন্সীর জন্য বেট পেয়ারএর টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ২,৭৫০ টাকা দিয়ে অক্ষম অফিসার রাখার প্রয়োজন আমি বোধ করি না। ["সেম, সেম"

[5-30—5-55 p.m.]

আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে এর কারণ হচ্ছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে যে তারা সময় মত কর্মচারীদের পেনসন দিতে পারেন না, তাঁরা কাজ করে উঠতে পারেন না। গার্লস স্কুলএর এ্যাফিলিয়েশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য কোনও কাজ হচ্ছে না। সেখানে আমি অত্যন্ত 'সমপ্যাথী' অনুভব করি, অন্ততঃ আমাদের বৃদ্ধ মন্ত্রীমহাশয়ের জন্য।

এ কথা আমিই শুধু বলছি না, এ কথা "যুগান্তরে"র ষ্টাফ রিপোর্টার বলছেন—"মন্ত্রীমহাশয় বসে থাকেন সেক্রেটারীর কোলে"। আমি বলছি সেই কোলেতে থাকাই তাঁর কাল হল। তিনি কালকে যখন ফলটার করেছিলেন বক্তৃতা দিতে দিতে, তখন মনে হচ্ছিল হয় ত আজকে ড্রামাটিক কিছু হয়ে যাবে, হয় ত তিনি ঘোষণা করবেন যে আমি রেজিগনেশন দিয়ে চলে যাচ্ছি। কিন্তু তা হয় নাই। তাঁর অনেক সমস্যা। ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি আমার ছাত্রের পিতা। তিনি শিব হতে পারেন, তাই বলছি ডিপার্টমেন্টের সাপটিকে মারতে গেলে শিবের মাথায় লাঠি মারা হয়। চ্যান্সেলার সেক্রেটারীর কাজ করতে হচ্ছে তাই ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর কাজ করতে পারেন না। চন্দননগর ফ্রেঞ্চ ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর-হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট অফ দি কলেজ, সেখানে তিনি নিজের কাজ করতে পারেন না। তিনিই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরএর প্রাইভেট টিউটরের কাজ করেন বৈতনিক কি অবৈতনিক তা ঠিক জানি না। কারণ সেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর বিচার করলে নাকি ফরেন সার্ভিসে সুবিধা হবে এই ফ্রেঞ্চ জানলে পরে।

স্পীকার, স্যার, এই ডিপার্টমেন্টের আর কি সমালোচনা করবো করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে, এত রত্নগর্ভা এই ডিপার্টমেন্ট তাই এইখানেই বক্তব্য শেষ করি।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment*]

[5-55—6-5 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দের দাবীতে এত আলোচনা হয়েছে যে, আমি সেসবগুলির আর পুনরাবৃত্তি বিশেষ করতে চাই না। আমি একটা দিকে আমার সমালোচনা নিবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে সরকার পক্ষ থেকে যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে এই শিক্ষা খাতে, তার সুযোগ গ্রহণ করে আজকে কংগ্রেস যেভাবে দলীয় স্বার্থসিদ্ধি করবার প্রচেষ্টা করছেন সে সম্বন্ধে দু-চারটি কথা আপনার সামনে পেশ করব।

প্রথম হচ্ছে—প্রত্যেকে বলেছেন এবং কংগ্রেস পক্ষ থেকে একথা বলা হ'ল যে, ১৩ হাজারের মত বেকারকে এই স্পেশ্যাল কেডার স্কীমএ চাকরি দেওয়া হয়েছে। এই খাতে সরকার পক্ষ থেকে শিক্ষা বাজেটের শতকরা ১৮ ভাগ খরচ হচ্ছে এবং সমস্ত রেভেনিউ এক্সপেনডিচারএর ২·৬ ভাগ এই স্পেশ্যাল কেডার স্কীম খাতে খরচ হচ্ছে। কিন্তু এই শিক্ষকদের নিয়োগ ব্যাপারে যেভাবে কংগ্রেস দলীয় স্বার্থই সিদ্ধি করছেন, সেটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং অত্যন্ত অন্যায়।

এই স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষকদের এ্যাপয়েন্ট করবার জন্য জেলায় জেলায় যেসমস্ত এ্যাপয়েন্টমেন্ট বোর্ড আছে, সেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট বোর্ডএ দেখা যায়, কংগ্রেস নেতারা শিক্ষাবিদ্ হিসেবে নিযুক্ত আছেন এবং সেখানে অন্য কাউকে আপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় না। স্পেশ্যাল কেডারএর শিক্ষক কংগ্রেসী ব'লে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। আমি সব খবর নিয়ে বলছি। হাওড়ার বহু গ্রামে এইভাবে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এমন কি দেখা গেছে, একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক প্রাইমারী ট্রেনিং পাশ পি, টি, পাশ তাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয় নাই। কারণ, তাঁর বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সেটা তাঁদের কর্ণগোচর হয় বলে চাকরী পান নাই। তারপর তিনি ডিস্ট্রিক্ট স্কুল ইন্সপেক্টরএর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন—নিরুপায়, এ বিষয়ে তাঁর হাত নাই। এইভাবে স্পেশ্যাল কেডার স্কীমএ শিক্ষক নিয়োগ করে কংগ্রেসীরা যেভাবে তাঁদের দলীয় স্বার্থ সিদ্ধ করছেন, তা অত্যন্ত অন্যায়।

তারপর, দ্বিতীয় হচ্ছে সোস্যাল এডুকেশন এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার স্কীমএর ভেতর দিয়ে লাইব্রেরিগুলিকে সাহায্য করা। প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় বললেন প্রায় হাজারটি লাইব্রেরিকে অর্থসাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু তদন্ত করলে দেখা যাবে যেসমস্ত লাইব্রেরি কংগ্রেস কীড মানে কংগ্রেসের কথা মানে, তাদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যদি কোন লাইব্রেরিতে লেফটিস্ট বা বামপন্থী কর্মী থাকে সেই সমস্ত লাইব্রেরিকে গ্রান্ট-ইন-এড দেওয়া হয় না। এই সমস্ত ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকা আবশ্যক। এই সোস্যাল এডুকেশন এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার স্কীমএর ভেতর দিয়ে সকল গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরিতে রেডিও সেট দেওয়া হয়। যেখানে এই কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেস কর্মিবৃন্দ কর্তৃক লাইব্রেরি হয়েছে সেখানে তারা এই রেডিও সেট পাবে। কিন্তু বামপন্থী কর্মিবৃন্দ যেসমস্ত লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁরা কোন রেডিও সেট পাবেন না।

এই রেডিও সেট সম্বন্ধে দু একটা কথা বলতে চাই। এই রেডিও সেট যেসমস্ত লাইব্রেরিতে দেওয়া হয় তার দাম হিসেবে ধরা হয় ১৭৫ টাকা এবং তার ⅓ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৬০ টাকা লাইব্রেরিকে দিতে হয়। কিন্তু সেই সমস্ত রেডিও সেট যদি আমরা পরীক্ষা করে দেখি তাহলে দেখা যাবে, তার দাম বাজারে ৬০।৭০ টাকার বেশী নয়। কল্যাণী না কোথায় নাকি এর উৎপাদন কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্র থেকে এনে এইরকম বাজে জিনিস দিয়ে ৬০ টাকা আদায় করা হয়, তাতে শুধুমাত্র কলিকাতা স্টেশনের খ কেন্দ্র ধরা যায়। তা ভিন্ন অন্য কেন্দ্র ধরা যায় না। এই রেডিও সেটের যে ব্যাটারী দেওয়া হয় তার দাম অবশ্য ২৬ টাকা, কিন্তু তা এক মাসের বেশী চলে না। ছয় মাস চলে এমন ব্যাটারী দেখা গেছে দাম মাত্র ৩৩ টাকা। এইভাবে টাকা নেওয়া হয় লাইব্রেরীর কাছ থেকে। আর রেডিও সেট যেটা দেওয়া হয়, তাতে সরকারী অর্থের বহু অপচয় হয়। সত্যিকারের সুযোগ সুবিধা যা দেওয়া হয়, তাতে ডান হাতে দিয়ে বাঁ-হাতে কেড়ে নেবার প্রচেষ্টা হয়।

তারপর তৃতীয় হচ্ছে এই প্রাইমারী এডুকেশন সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। গ্রাম্য এলাকায় এডুকেশন আজকাল ছড়িয়ে পড়ছে কিছুটা সত্য, আমাদের হাওড়া জেলায় প্রায় ১০ লক্ষ লোকের জন্য প্রায় হাজার প্রাইমারী স্কুল হয়েছে। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির থেকে সেদিকে আদৌ কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে ৮০টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। তার অধিবাসী সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ, অর্থাৎ

⅓ of the total population of West Bengal.

সেই জায়গায় প্রাইমারী এডুকেশন ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসরি নয়। যে কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটির বিদ্যালয় আছে, তা চাহিদার তুলনায় খুব কম। সরকার পক্ষ থেকে এই প্রাইমারী এডুকেশন ফ্রি ও কম্পালসরি করবার কোন স্কীম নাই। হাওড়া টাউনে প্রায় ৫ লক্ষ লোক আছে; অথচ সেখানে ২০টি মাত্র মিউনিসিপ্যাল ফ্রি প্রাইমারী স্কুল হয়েছে। এক একটি বিদ্যালয়ে ১৭৫টি

করে ছাত্র বহন করা হয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যাবে মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে প্রাইমারি শিক্ষা সম্প্রসারণের দৃষ্টির এত অভাব যে সরকার প্রদেশের একটা বড় অংশকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার দিকে দৃষ্টি মোটেই দিচ্ছেন না। আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়কে বলব এদিকে দৃষ্টি দিতে এবং মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ফ্রি প্রাইমারী স্কুল আরও যাতে বেড়ে ওঠে সেদিকে চেষ্টা করতে বলব।

Sj. Biren Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, একটু আগে শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জি উচ্ছ্বসিত প্রশংসারভাবে বলেছেন যে, এডুকেশন নিয়ে তাঁরা রাজনীতি করতে চান না। আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দেখাব যে, কিভাবে স্কুল বোর্ড তৈরি করার ব্যাপার নিয়ে কি কাণ্ড করা হয়। আমি হাওড়া স্কুল বোর্ডের কথাই বলছি।

হাওড়া স্কুল বোর্ডে ৪ জন নমিনেটেড মেম্বার হওয়ার কথা। এস ডি ও সদর, এস ডি ও—উলুবেড়িয়া এবং কমিশনার এঁরা ৩ জন মিলে এই ৪টা নাম পাঠালেন -

(১) শ্রীকালী দত্ত, এম এ, বি এল, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড।

(২) শ্রীবর্ণজিৎ মণ্ডল, বি এল, সিডিউল্ড কাস্ট।

(৩) শ্রীহিমাংশু মাইতি (উলুবেড়িয়া, বাগনান)।

(৪) শ্রীশক্তিসাধন সাহা সিডিউল্ড কাস্ট।

এই ৪ জনের নাম ২২এ নভেম্বর ১৯৫৫তে ঠিক করে ২৮এ নভেম্বর কমিশনার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে পাঠালেন। হঠাৎ কি জানি কেন, ৫ই মার্চ ১৯৫৬ তারিখে এই ৪টা নামের ৩টা নাম কেটে দেওয়া হ'ল, কেবল একটা নাম রাখা হল এবং তিনটা নূতন নাম বসিয়ে দেওয়া হল:

তার মধ্যে একজন কালোবরণ ঘোষ, প্রেসিডেন্ট, হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটি।

আর একজন নিত্যানন্দ গায়েন কেউ জানে না তাঁর কি সোস্যাল বা এডুকেশনাল এ্যাক্টিভিটি।

আর একজন মহম্মদ ইয়াকুব হোসেন ম্যাট্রিক পাশ, এবং রাইটার্স বিল্ডিংসএ চাকরী করেন। সেখানে যে মানি লেণ্ডিং ডিপার্টমেন্ট আছে সেই মানি লেণ্ডিং ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন।

আর কেবল যে একটি নাম রাখা হল শ্রীশক্তিসাধন সাহা তাঁকে রাখা হ'ল এইজন্য যে তিনি ওয়াইন ভেণ্ডর এই তাঁর কোয়ালিফিকেশন। একজন এম এ, বি এল, এক্সপিরিয়েন্সড উকিলের নাম উল্টে দিয়ে রাখা হ'ল শক্তিসাধন সাহার নাম বোধ হয় এই কারণে যে, তিনি ওয়াইন মার্চেণ্ট। আর কালোবরণ ঘোষ তাঁর একটা কাগজ আছে "নব ভারত" এবং সেই কাগজের এক হাজার কপি স্কুলে স্কুলে দেন স্কুল বোর্ডের অর্ডারে এবং সেজন্য বছরে ৬,০০০ টাকা পান। তিনি যে কি করে বোর্ডের মেম্বর হ'তে পারেন তা বুঝি না। অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে অন্যান্য সভ্যেরা বলেছেন। এখন মন্ত্রীমহোদয় বা ডেপুটি মন্ত্রীমহোদয় যখন বলবেন তিনি জেনে বলুন যে তাঁরা যে কোনরকম রাজনীতি করতে যান না কিন্তু আমরা দেখি যে, তাঁরা পদে পদে রাজনীতি করেন। যেকোন ছেলে স্পেশ্যাল কেডারএ দরখাস্ত করলে আগে পুলিশ ফাইল খুলে দেখা হয় যে তার নাম কোন পার্টিতে আছে কিনা, এবং প্রত্যেক থানায় সেই খবর নেওয়া হয়। অতএব সভ্য মহোদয় যে কথা বললেন তা সত্য নয়। আমি বলি, এডুকেশন যদি সত্য সত্যই সুষ্ঠুভাবে গ্রামে বা শহরে চালু করতে হয় তা হলে এ রকম নেপোটিজম্‌, স্বজনপোষণ নীতিকে অবিলম্বে ত্যাগ করুন। শিক্ষার খাতে কোন্‌ পদ্ধতিতে, কোন্‌ নীতি অনুযায়ী খরচ হবে তা যদি সুষ্ঠুভাবে ঠিক না হয়, তাহলে এত টাকা খরচ করেও কিছু হবে না। আর ঐ রকম নামের পরিবর্তন সম্পর্কে যদি উপমন্ত্রী মহোদয়া জবাব দেন তাহলে উপকৃত হব।

Sj. Raipada Das: Sir, "Education", said Vinobaji, "should not be under Government's control, because with the change in Governments, professing different ideologies, the minds of the children will be affected.

It would be the biggest danger to mould the minds of children in a particular way". Education is the unfoldment of the best that is in us—the realisation of the most fundamental truth that men and women all over the world are but brothers and sisters under the common fatherhood of God. If education fails to develop in us this sense of oneness and unity it fails of its purpose. It follows, therefore, that education should be planned and shaped by the best educationists of the country, if the children of the soil are to be brought up as worthy citizens not only of a particular State or country, but of the world as a whole. Education must always be free from politics, particularly party politics. Unfortunately, however, the education of the State is increasingly being brought under Government control. The appointment of special cadre teachers purely on a party basis will have the effect not of expanding education, as is claimed by the Government, but of making education move in a particular groove to suit the purpose of the powers that be. In fact, as I said on a previous occasion, these teachers play the role more of election agents of the Government than of bona fide teachers. Yet, these men mainly account for the monetary increase in the Education budget. The multi-purpose schools will end in serving no purpose with so much of money spent on them. Basic education will fare no better. With the people's attention diverted to and focussed on the education of this dubious type, the Government is secretly and ingeniously seeking to strike education at the top. They are talking of covering the country with a network of new colleges while the established colleges go crippling and begging for money. The proposed three-year Honours course for collegiate education will, of a certainty, cut down the number of students seeking to go in for collegiate education. Similarly the 11-year course for Secondary education will result in the abolition of many secondary high schools in the State. The secondary education is already a one-man show. At the first instance, the control was taken away from the University and transferred to a Board, called the Secondary Education Board; but that Board having proved refractory, the overall control has now vested in one-man acting under the direct control of the Government. A gradual and thorough regimentation is thus in the offing, and it constitutes a serious threat to the healthy development and expansion of education.

Now, let us see how the diverse allotments have been made with regard to education. For a dozen and a half of multi-purpose schools 1 crore and 5 lakhs have been provided. The State-managed schools claim 24 lakhs, while all the non-Government schools together have a meagre provision of 53 lakhs. There has been little improvement in the condition of teachers. The payment of dearness allowance at the rate of Rs. 17-8 has been so conditioned as to debar the majority of teachers from getting the benefit thereof. In the words of Dr. S. N. Sen, "Conditions should be created so that teachers could rehabilitate themselves in the place of honour they had once held. Teachers had neither wealth nor honour. Unfortunately in no country could a wealthy man command so much influence in society as in India today. In the prevailing environment the plight of teachers was pitiable indeed. For economic reasons, mainly the best products of Universities in India refused to start their teaching career in primary schools, because once they did so, they would remain for ever in that position. In Europe, many departmental heads of Universities started their career as teachers in lower classes".

If we really want that in the name of expansion of education the country should not be filled with primary, basic and multi-purpose men, supplanting the brilliant University alumni, it is time that education was made free from the ever-increasing control of the Government and planned and shaped by men with the highest educational qualification and attainments.

[6-5—6-15 p.m.]

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দু' দিন ধরে শিক্ষা খাতের ব্যয়বরাদ্দ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এবং সরকার পক্ষের সদস্যরা বহু কথা বলেছেন। আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে এইসব কথা শোনবার চেষ্টা করেছি। গণেশবাবু, ডাঃ অতীন বসু এবং বহু সদস্যই একবাক্যে বলেছেন, সরকারের শিক্ষানীতি নেই, কোন পলিসি নেই তাদের পিছনে কোন পরিকল্পনা নেই। ও'দের বক্তৃতা শুনতে শুনতে একটা কথা মনে হচ্ছিল ও'রা যখন বক্তৃতা করেন তখন ও'রা মনে করেন যে, এই সম্বন্ধে বলবার অধিকার কেবলমাত্র ঐ সদস্য কয়েকজনেরই আছে। ও'রা এত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ, এ বিষয়ে বলবার প্রেরোগেটিভ যেন কেবল ও'দেরই আছে। ও'রা মনে করেন এবং আশা করেন, তাঁরা যা বললেন, তা আমরা সব অর্বাচীনের দল, বেদবাক্যের মত মনে করব।

আজ প্রথমেই আমি তাই সরকারের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলতে চাই। এইকথা বহুবার এখানে দাঁড়িয়ে বলা হয়েছে যে, যাঁরা জেগে ঘুমোতে চান তাঁদের ঘুম ভাঙ্গান খুবই শক্ত। সেইজন্য আমি বলি অধ্যক্ষ মহাশয়, সে চেষ্টা করলেও আমি ব্যর্থ হব। তবুও বিশেষ কর্তব্য রয়েছে বলেই এ করতে চাই। সরকারী শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে সুষ্ঠু, যে বলিষ্ঠ পরিকল্পনা রয়েছে, সেই পরিকল্পনাকে আজ যে কোন শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাভিজ্ঞ লোক তাঁদের সম্বন্ধ অভ্যর্থনাই শুধু জানান নি, এই সরকার পরিকল্পনাকে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে রূপ দিতে চেয়েছেন তাতে তাঁরা অভিনন্দনই জানিয়েছেন। কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা বিপ্লব এনেছে এক যুগান্তকারী পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিষয় আলোচনা করবার সময়—যে কথা সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন সেকথা তাঁরা কেন অস্বীকার করছেন তা বুঝি। তার কারণ, আজকে এই পরিকল্পনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন তাতে তাঁদের অভিভাবকদের নিয়ে, ছাত্রদের নিয়ে, শিক্ষকদের নিয়ে আর ছেলেখেলা বা রাজনীতি করা সম্ভব হবে না। তার কারণ, এই বলিষ্ঠ নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা গ্রহণ করেছেন তাতে আজকে সমস্ত জায়গায় একবাক্যে সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা। ও'রা ভাবছেন রাজনীতি ক্ষেত্রে ও'রা বেকার হয়ে যাবেন। শিক্ষক ধর্মঘট, ছাত্র ধর্মঘটের সংখ্যা কমে গেলে তাঁদের রাজনৈতিক দাবাখেলা আর চলবে না। অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলেই বলতে হয়—দীর্ঘকাল ধরে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলে এসেছে, সেই শিক্ষায় অসংখ্য গলদ, অসংখ্য ত্রুটি ছিল—সেই শিক্ষাই পুরুষানুক্রমে, উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পেয়েছি। অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, আমরা যে ইতিহাসের বই পড়েছি, ভূগোল পড়েছি, সেটা মিথ্যা করে বৃটিশ তার স্বার্থে লাগিয়ে ছিল। সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজতে হচ্ছে। নতুন বনিয়াদের উপর ভিত্তি করে নতুন করে ইতিহাস রচনা করতে হচ্ছে। যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি সেই শিক্ষা প্রত্যেকের প্রয়োজনে আসে না এবং সেই শিক্ষার শেষে সহস্রমুখো বেকারের সংখ্যা বাড়িয়েছে। সেই শিক্ষায় শ্রমের মর্যাদা দেয় নি। এই শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হচ্ছে—নতুন কাঠামোর উপর দাঁড় করিয়ে শ্রমের মর্যাদা দিয়ে। যাতে ভবিষ্যতে মানুষ, প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ হতে পারে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা সৃষ্টি করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে এই সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন রূপ দিতে হচ্ছে। তাই আজকে আমাদের সরকার দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদি প্রথায় করতে চাচ্ছেন। এটা শুধু মুখের কথা নয়—এটা কাজেও আমরা সুরু করে দিয়েছি। প্রথমে আমাদের শিক্ষকদের নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সেইজন্য শিক্ষকদের শিক্ষিত করা হচ্ছে। ৫৭১টি স্কুলে নতুনভাবে শিক্ষিত শিক্ষকদের নিয়ে নতুন কাঠামোর উপর ভিত্তি করে শিক্ষা দিতে সুরু করেছেন। আমি এখানে বেশি পরিসংখ্যান দেব না। কারণ, আমাদের পক্ষের বহু সদস্য পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন এবং আমার কাজের ভার লাঘব করে দিয়েছেন। এখানে একটা কথা শুনে হাসি পাচ্ছে। গণেশবাবুর মত লোক, অতীনবাবুর মত লোক বলে গেলেন যে, একটা নন-অফিসিয়াল ডেতে রেজলিউশন পাশ করেছিলেন—১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলেদের সকলকে ফ্রি প্রাইমারী এডুকেশন দিতে হবে কিন্তু সেই রেজলিউশন এখন কার্যকরী করা হয় নি কেন? ভারতবর্ষের

যে কনস্টিটিউশন, সেই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনএর কথাই হচ্ছে যে, ১৪ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও অবৈতনিক করতে হবে। সুতরাং নন-অফিসিয়াল রেজলিউশন এতে দরকার হবে না। এতে মনে হয় যে, তাঁরা শুধু নির্বাচকমণ্ডলীকে এসব কথা বলেছেন তাই দেখাতে চেয়েছেন যে, সার্বজনীন প্রাথমিক আবশ্যিক শিক্ষাপ্রবর্তনের কৃতিত্ব তাঁদেরই। কিন্তু একটা কথা আপনারা জানেন যে, নির্বাচকমণ্ডলী আজকাল আর চোখ বন্ধ করে ভোট দেয় না। তারাও কনস্টিটিউশন পড়েছে--সেটা তারা জানে। সুতরাং একথা বলার কোন সার্থকতা নেই। আমরা আজ এখানে ৬৫ পারসেন্ট ছেলেদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরী করতে পেরেছি। গ্রাম এলাকায় শতকরা ৭৫টি ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক স্কুলে দিতে পেরেছি। অধ্যক্ষ মহাশয়, স্পেশ্যাল কেডার নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, অনেকে বলেছেন কেন এটাকে এডুকেশন বাজেটএর মধ্যে ধরা হয়েছে। এর কারণ, আমরা এদের শিক্ষার কাজে নিয়োগ করেছি। যাতে আমাদের ইউনিভারস্যাল এডুকেশন আরও এগিয়ে যায় তারজন্য আজকে এই স্পেশ্যাল কেডারএর শিক্ষকদের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের বলা হচ্ছে—তোমরা যাও, যেসব স্কুলগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, তোমরা সেখানে গিয়ে শিক্ষকতা কর সেইসব স্কুলগুলিকে বাঁচাও। অনেক সভ্য বলেছেন যে, এঁদের আগামী নির্বাচনের জন্য নেওয়া হয়েছে। অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা কথা সদস্যদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, নির্বাচকরা জানে যে, কাদের ভোট দিতে হবে। সুতরাং তার জন্য লোক নিয়োগ করার দরকার নেই। প্রমাণ হিসাবে বলতে পারি ওদিকে বিরোধী দলে যেসমস্ত সদস্য বসে আছেন তাঁরা জানেন এই পার্লিয়ামেন্টারী কায়দায় একটা পার্টি তাঁরা গঠন করতে পারেন নি এখানে আসার পরে। তাঁরা জানেন, নির্বাচকমণ্ডলী কাদের ভোট দিয়েছিল। সেইজন্য স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষকদের নিযুক্ত করা দরকার হবে না।

[Noise—interruptions.]

অধ্যক্ষ মহাশয়, ও'রা যখন বক্তৃতা করেছিলেন, তখন আমরা বাধা দেই নি। আমরা বক্তৃতা দিতে গেলে ও'রা বাধা দিচ্ছেন কেন?

অধ্যক্ষ মহাশয়, নীতির কথা বলতে গেলে, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে নীতি আমরা নিয়েছি সেই বুনিয়াদি নীতির সম্পর্কে অনেকে বলেছেন যে, আপনারা কিসের উপর ভিত্তি করে এই জিনিস করছেন। আমি তাঁদের মনে করিয়ে দি আগেও বলেছি—যে বুনিয়াদি ভিত্তির উপরই প্রাথমিক শিক্ষা চলছে। আমরা নীতি ঠিক করে দিয়েছি এবং সেই অনুসারে কাজ হচ্ছে 'ক্লাশ ওয়ান' থেকে 'ফাইভ' পর্যন্ত পাঁচ বৎসর নিম্ন বুনিয়াদি, আর ক্লাশ 'সিক্স' থেকে 'টেন' পর্যন্ত উচ্চ বুনিয়াদি এ প্রথায় কাজ চলছে।

এইবার আমি বলব, মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নীতির কথা।

[6-15—6-25 p.m.]

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী নীতির কথা যখন বলি, তখন একথা আমি জোরের সঙ্গে বলি যে, এই ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আমরা আনতে যাচ্ছি, যে বিপ্লব আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আনব তাতে আমাদের মনের সম্পূর্ণ জোর আছে, আমাদের কর্মশক্তির উপর যথেষ্ট আস্থা আছে। আপনি জানেন, অধ্যক্ষ মহাশয়, যে একটা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে কোনরকমে পাশ করে সাধারণত কলেজগুলিতে পড়বার সুযোগ পায় না। জুনিয়র হাই স্কুলে কিম্বা হাই স্কুলেই তাদের শিক্ষা শেষ হয় আমাদের অর্থনৈতিক মানের জন্য। সেইজন্য আমরা এখানে শিক্ষা এমন করে দেব যাতে সে সমস্ত জীবনে সেই শিক্ষা উত্তর-জীবনে সহায়তা করে যেতে পারে। আজকে তাই মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা ঠিক করেছি যে, ১১ বছরের ক্লাস হবে। যে দুটো বছর আই এ এবং আই এস সি পড়তে নষ্ট করা হত সেই ১১ বছরের মধ্যে আই এ এবং আই এস সি কোর্স আমরা অনুপ্রবিষ্ট করব নিম্ন বুনিয়াদী পাঁচ বছর, তারপর উচ্চ বুনিয়াদি ৩ বছর এবং শেষ ৩ বছর। আমাদের এই শিক্ষায় উচ্চতর ক্ষেত্রের জন্য এই ৩ বৎসরের শেষের এক বছর আমরা দেখে নেব ছেলেদের কোনদিকে বেশি ঝোঁক রয়েছে তার পরিবারের পেশা কি, সে কোন পরিবার থেকে এসেছে, কিভাবে শিক্ষা পেলে তার মনকে স্পর্শ করতে পারবে সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যা শিখে সে সমস্ত জীবনে যাতে শক্ত বুনিয়াদের উপর দাঁড়াতে

পারে বা যাতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা না বাড়িয়ে সমস্ত জীবন সে কাজকর্ম করে যেতে পারে, যাতে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে সে বিষয়েও আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি থাকবে এবং সেই-জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নানারকম শিল্পের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে ডক্টর অতীন বসু মহাশয় এটার সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক জিনিসকে টেনে এনেছেন। আমি শুধু তাঁকে একটা কথা বলছি--[বিরোধী পক্ষের বেঞ্চগুলি হইতে তুমুল হট্টগোল] তিনি বিদেশের এবং এ্যাপ্টিচুড মেরিট টেস্টএর কথা বলেছেন। সেই হিসাবে আমি বলতে চাই যে, এই ১১ বছর ক্লাসে সেখানে এ্যাপটিচুড টেস্ট করে নিয়ে, তার পরীক্ষার একটা ক্ষেত্র করে, ছাত্র কোনদিকে যাবে, কোনদিকে তার ঝোঁক বেশি রয়েছে, তার মেধা অনুযায়ী, তার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেছেন--বিলাতি শিক্ষাব্যবস্থার কথা, সেখানে যারা ক্লাস ওয়ান ছাত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলে যাদের বোঝা যাবে সেইসমস্ত ছাত্রদের গ্রামার স্কুলে পড়বার অধিকার দেওয়া হয়। তারপরে সেকেন্ড গ্রেড, তাদের দেওয়া হয় টেকনিক্যাল এড এবং তারপরে যারা সাধারণ মেরিটের ছেলে তাদের জন্য নানারকম মডার্ন সাবজেক্টস আছে। আমরা সেকথা সবাই জানি। তিনিও বলেছেন। [তুমুল হট্টগোল] আমরা এখনই রাতারাতি একবারে সব কিছু পরিবর্তন করে একদিনে লাফিয়ে গিয়ে সেই স্তরে পৌঁছাব, এটা আমরা বিশ্বাস করি না। তবে আমরা কাজ শুরু করেছি। এ্যাপ্টিচুড টেস্ট করবার জন্য, ইনটেলিজেন্স টেস্ট করবার জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। তিনি আবার নিজ মুখে প্রশংসা করেছেন যে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের ব্যুরোর কাজ ভালভাবে চলছে বলে। অতএব এ সম্বন্ধে যে যুক্তি দিলেন, সেই যুক্তির উপর শেষ পর্যন্ত উনি দাঁড়ান নি। কাজেই সে বিষয়ে বলে কিছু লাভ নেই। বিদেশে যাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র তাঁরা অনেক সময় অনেক জায়গায় পড়ার সুযোগ পান না, কিন্তু আমাদের এখানে সকলেই ইচ্ছা করলে সুযোগ পেতে পারেন। তারা যখন স্কুল ছেড়ে দেবে তখন তারা একটা সার্টিফিকেট পাচ্ছে এবং সেই সার্টিফিকেটটা তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগাতে পারেন। আমাদের ছাত্রদের রুচি অনুযায়ী, তাদের পরিবারের পেশা অনুযায়ী, তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী তাদের সঙ্গতি অনুযায়ী স্কুলে পড়বার সময় একটা কোন না কোন শিল্পে কিম্বা কোন না কোন একটা হাতের কাজে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যাতে সে সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনে করে খেতে পারে। তারপরে ১১ বছরের শেষে সব থেকে যারা ভাল ছেলে বলে প্রমাণিত হবে তাদের থ্রি ইয়ার্স ডিগ্রী কোর্সে যাবার অধিকার আছে। এখানে অনেক সদস্য বলেছেন যে, থ্রি ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্স হলে পরে হয়ত এখনকার বহু বেসরকারী কলেজের ক্ষতি হবে। তাঁদের একথা আমি বলছি যে, এতে বেসরকারী কলেজগুলির কোন ক্ষতি হবে না, কারণ বিশেষজ্ঞরা এই মত দিয়েছেন যে, ১৫ শ'র বেশি ছাত্র থ্রি ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্সে থাকবে না। তাই যদি হয় তা হলে এই বেসরকারী কলেজগুলিকে সবাইকে বাদবাকি ছাত্রদের ভাগ করে দেওয়া যাবে এবং তাঁরাও এই কাজে অধিকতরভাবে অগ্রসর হতে পারবেন এবং কলেজগুলোকে সাহায্যের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেই খাতে টাকাও রাখা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি হয়ত শুনেছেন যে, অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, ইলেভেন্থ ক্লাস হলে পরে বহু শিক্ষকের হয়ত চাকরী যাবে, বহু শিক্ষককে আপ গ্রেড না করে ডিগ্রেড করা হবে। আমি জোরের সঙ্গে বলছি যে, এই আশঙ্কার কোন কারণ নেই। যে শিক্ষক রয়েছেন, তাঁদের নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার জন্য আমরা ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করছি- সকালে কিম্বা বিকালে বি টি, এল-টি প্রভৃতি অন্যান্য ট্রেনিংএর সুবিধা তাঁরা পাবেন এবং নূতন পদ্ধতিতে পড়াবার জন্য তাঁদের যে ধরনের ট্রেনিংএর দরকার হবে আমরা সেই ধরনের ট্রেনিং দিতে পারব। যাঁদের ৪৫ বছর বয়স বা ১০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে তাঁদের চাকরী থাকবে না। আমি তাঁদেরও অবগতির জন্য আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি যে, মাত্র ৮ সপ্তাহের জন্য স্পেশ্যাল ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করে আমরা তাঁদের এই শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারব।

তারপরে টেকনিক্যাল এডুকেশন সম্বন্ধে কিছু বলতে হয় এবং সেকথা বলতে গিয়ে আমাদের সরকার পক্ষের সদস্য ডক্টর যতীন বসু মহাশয় অনেক কথা বলেছেন। সেই সমস্ত পরিসংখ্যান দেখিয়ে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই। তবে এই কথা বলছি যে, এটা ভাবা দরকার যে, ডাইভার্সিফায়েড কোর্স হলে, মাল্টিপার্পাজ কোর্স হলে টেকনিক্যাল এডুকেশনের স্কোপ আরও বৃদ্ধি পাবে। এই গেল সরকারের সাধারণ শিক্ষানীতি, সে শিক্ষানীতিতে

ছাত্রের কোন সময়, কোন শক্তি এবং কোন অর্থের অপচয় হবে না। প্রাইমারীর সঙ্গে সেকেন্ডারী এবং সেকেন্ডারীর সঙ্গে কলেজীয় শিক্ষার ইন্টিগ্রেশন এর মধ্যে রয়েছে এবং কোনদিক দিয়েই সময় ও শক্তির অপচয়ের প্রশ্ন আসে না। এখানে আরও অনেক সদস্য অনেক কিছু বলেছেন। ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জি মহাশয় জোর করে বলে গেলেন যে, ইউনিভার্সিটির গ্রান্ট দেবার কথা এবং গ্রান্ট এডিকোয়েটলি দেওয়া হয় না। আমি শুধু তাঁকে শোনাচ্ছি যে, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৮ সালে টোটাল প্রভিশন ছিল ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, এই সমস্ত ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট। ১৯৫৬-৫৭ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে ২১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। এই টোটাল প্রভিশন ছাড়া ইউনিভার্সিটি ডেভেলপমেন্টে যে টাকা আছে তার খরচের পরিমাণ হচ্ছে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ এবং সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে অন্যান্য ডেভেলপমেন্টের জন্য ইউনিভার্সিটিকে দেবার কথা আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ৩ বছর ডিগ্রি কোর্সের কথা বলতে গিয়ে এক্ষেত্রে অনেকেই সমালোচনা করেছেন যে, এটা বুঝি স্বপ্ন, এটা কখনও বাস্তবে পরিণত হবে না এবং হলেও তাতে মঙ্গল সাধিত হবে না। আমি আজকে এটা তাঁদের জানাচ্ছি যে, বিশ্বভারতীতে এটা অলরেডি সুরু হয়ে গেছে—যাদবপুরেও খুব শীঘ্র এটা সুরু হতে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এটাকে অনুমোদন এবং গ্রহণ করবেন। কাল গণেশবাবু এখানে অনেক কথা বলেছেন 'ডে হোম' সম্বন্ধে তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, এই 'ডে হোম-গুলিতে' নাকি পুলিশ কন্ট্রোল থাকবে। আমি অবাক হয়ে যাই, অধ্যক্ষ মহাশয়, ও'রা কথায় কথায় পুলিশকে ডেকে আনেন কেন? কথায় কথায় ও'রা এডুকেশন সেক্রেটারীকে সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী করেন কেন যে ভদ্রলোক নিজে এখানে উপস্থিত হয়ে নিজেকে ডিফেন্ড করতে পারেন না তাঁর কথা ও'রা টেনে আনেন কেন? সকলে এত কথা বলেছেন এডুকেশন সেক্রেটারীর সম্বন্ধে, তাতে মনে হয় যে, সেগুলিকে আমাদের কমপ্লিমেন্ট হিসাবেই নেওয়া উচিৎ। কারণ, একটিমাত্র লোককে যখন সকলেই ভয় খাচ্ছেন তখন তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং কর্মপ্রচেষ্টা হিসাবে আমরা সেগুলিকে কমপ্লিমেন্ট হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। গণেশবাবু 'ডে হোমের' কথায় বলেছেন যে, ডক্টর জ্ঞান ঘোষ এই জিনিসের পরিকল্পনা করেন, তাঁর মাথায় এটা এসেছিল, কিন্তু শিক্ষাসচিব ইউনিভার্সিটির কাউকে এর ভেতর নেন নি। আমি তাঁকে জানাচ্ছি যে, ডক্টর জ্ঞান ঘোষ প্রভৃতি সকলে এই ব্যাপারে আগেও যেমন আগ্রহশীল ছিলেন, এখনও ঠিক তেমন আগ্রহশীল আছেন। অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার কাছে নামগুলি বলে দিচ্ছি। কারণ 'ডে হোম' সম্বন্ধে ও'দের এই ধারণা হয়েছে যে, এটা পুলিশের কিছু একটা ব্যাপার হচ্ছে, এতে পুলিশের হস্তক্ষেপ থাকবে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, ও'রা কি জানেন যে, এই 'ডে হোমের' কমিটিতে কে কে আছেন?

[6-25—6-35 p.m.]

অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার কাছে নামগুলি বলে দিচ্ছি, কারণ 'ডে হোম' সম্বন্ধে ও'দের একটা ভয়, বলেছেন—এটা বুঝি পুলিশের জন্য একটা কিছু হচ্ছে বা এতে পুলিশের হস্তক্ষেপ থাকবে। সেজন্য আমি জিজ্ঞাসা করছি যে ও'রা কি জানেন যে, 'ডে হোম'-এর কমিটিতে কে কে আছেন 'ডে হোম'এর প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন চীফ মিনিস্টার, ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার এবং বর্তমান ট্রেজারার শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ। অতএব কি করে বলতে পারছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে জিজ্ঞাসা না করেই তাদের মতামতের কোন মূল্য না দিয়েই আমরা এই কাজ করছি। তাঁরা বলেছেন যে, এর মধ্যে পুলিশের হস্তক্ষেপ আছে, কিন্তু যা নাম বললুম তা ছাড়াও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীমতী চারুশীলা দেবী, আনন্দ আশ্রমের পক্ষ থেকে শ্রীমতী সুপ্রভা চৌধুরী, এস কে রায়, বরিষা কলেজের প্রিন্সিপাল স্বামী লোকেশ্বরানন্দ; রেভারেন্ড গ্রীন, মেথোডিস্ট চার্চের পক্ষ থেকে, ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএর সেক্রেটারী। সেজন্য আমি জিজ্ঞাসা করছি যে, পুলিশের লোক বলে এ'দের কাকে আপনাদের মনে হয়? (এ ভয়েসঃ বিধান রায়কে।) এ ছাড়া কালকে গণেশবাবু বলেছেন যে, গভর্নমেন্ট স্কুলগুলিতে কেবল ধনীরাই সুযোগ পায়। কিন্তু আমি তাঁকে আপনার মাধ্যমে জোরের সঙ্গে বলছি যে, তিনি কি জানেন যে, গভর্নমেন্ট

স্কুলের ছেলেদের ভর্তি করা হয়—সেখানে পরীক্ষা এবং 'মেরিট' টেস্ট ক'রে নেওয়া হয়? অতএব তাঁর যদি কোন ছেলে সেখানে 'মেরিট' টেস্টএ পাশ না করে ফিরে এসে থাকে তাহলে তার জন্যে আমি দুঃখ বোধ করছি।

তারপর কালকে অতীনবাবু এখানে কয়েকজন প্রফেসরদের কেস সম্বন্ধে বলেছেন। অবশ্য যে কাট মোসানটিতে মিঃ মিত্র সম্বন্ধে ছিল, নাম ও'রাই প্রকাশ করেছেন, সেই কাট মোসানটি বোধ হয় অতীনবাবুর নামে ছিল না। এটা ছিল হরিপদবাবুর এবং তাঁর বক্তৃতার জন্য তাঁর তূণে যে অস্ত্রটি সবচেয়ে বেশি শানান ছিল, সেটাই খোয়া গেছে এবং সেটা কুড়িয়ে পেয়েছেন ডাঃ অতীন বসু। সেই অস্ত্রটি হাতে পেয়ে তিনি এত খুসি হয়েছেন যে, তিনি যাচাই করে নেন নি যে সরকারের পিঠ এতে কাটবে কিনা, তাঁর সুবিধে হবে কিনা। কিন্তু এই ব্যাপারে এত শক্ত বুনিয়াদের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি যে, এই কেস সম্বন্ধে আপনাকে ডিটেলস না বলে পারছি না। ও'রা শ্রী জে পি মিত্র সম্বন্ধে বলেছেন অবশ্য আমার পক্ষে এখানে নাম নিয়ে আলোচনা না করাই শোভন হ'ত, কিন্তু ও'রা যখন ব্যক্তিগতভাবে নাম ধরেই আলোচনা করেছেন তখন আমিও নাম প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম। এবং যে অধ্যাপকের জন্য ও'রা এত ওকালতি করেছেন সেই অধ্যাপকের 'কোয়ালিফিকেশন' এবং তাঁর বদলে যাকে নিয়োগ করা হচ্ছে তাঁর 'কোয়ালিফিকেশন' আমি আপনার সামনে পড়ে যাই তখন আপনি বিচার করবেন কাকে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। শ্রী জে পি মিত্র ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিসনএ পাশ করেছিলেন, উনিও ফার্স্ট ডিভিশনএ, এ'র নাম বলবার দরকার হবে না, কারণ ও'রা নাম বলেন নি। শ্রী জে পি মিত্র, আই এ ফার্স্ট ডিভিশনএ পাশ করেছিলেন, কিন্তু এই ভদ্রলোক শুধু ফার্স্ট ডিভিশনএই নয়, 'টেন্থ ইন অর্ডার অব মেরিট' হয়েছিলেন। বি-এতে শ্রী জে পি মিত্রের ফিলজফিতে 'অনার্স' ছিল এবং হয়েছিলেন 'ফিফ্থ', আর এ'র ছিল কেমিস্ট্রিতে 'অনার্স' এবং হয়েছিলেন ফার্স্ট' এবং দুজনেই সেকেন্ড ক্লাশ। এম এ ফিলজফিতে শ্রী জে পি মিত্র হয়েছিলেন ফার্স্ট ইন সেকেন্ড ক্লাশ, আর এই ভদ্রলোক এম-এস-সি কেমিস্ট্রিতে 'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট'। বি-টিতে দুজনেই ফার্স্ট ক্লাশ, এ ছাড়া এম এ ইন এডুকেশন হয়েছেন শ্রী জে পি মিত্র। কিন্তু ও'রা যেভাবে কেসটাকে বলেছেন তাতে মনে হচ্ছিল যে, আর একজনের যেন কোন কোয়ালিফিকেশন নেই। আমরাই মিঃ মিত্রকে স্টেট স্কলারশিপ দিয়ে বাইরে পাঠিয়েছিলাম এইরকম একটা ভুল ধারণা ও'রা হাউসের মাঝখানে পেশ করবার চেষ্টা করছিলেন। এই ভদ্রলোক স্টাডি লিভ নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে এম এ ইন এডুকেশন হয়ে এসেছেন। অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, বি-টিতে যাদের ফার্স্ট ক্লাস থাকে, তাঁদের এম-এ ইন এডুকেশনএর সমান মর্যাদা দেওয়া হয় এবং সমান মূল্য দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কেসটি সম্বন্ধে নাম ও'রা বলেছিলেন কিনা মনে নেই, যদি বলেও থাকেন তাহলে তা আপনারা জানেন, কিন্তু আমি আর নাম বলছি না। দ্বিতীয় কেসটির বেলায় বলেছেন যে, শ্রী জে পি মিত্র মহাশয় যখন দ্বিতীয়বারে পেলেন না [নয়েজ]। অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাকে কিছু সময় দিতে হবে, কারণ এগুলোকে ও'রা সরকারের 'করাপশন' হিসাবে বলেছিলেন বলে আমি দেখাতে চাই যে, সরকার ঠিক যোগ্য পাত্র হিসাবেই এ'দের নিয়োগ করেছেন। দ্বিতীয় যে কেসটি সম্বন্ধে ও'রা বলেছেন, তাতে দ্বিতীয়বারেও যে ভদ্রলোক পারেন নি তাঁর সম্বন্ধে জানিয়ে দিচ্ছি যে, তিনি এডুকেশন সাইকলজিতে পি-এইচ-ডি হয়েছেন এবং এই ক্ষেত্রে সাইকলজি পড়ানোর জন্যই ও রিসার্চ করার জন্যই তাঁকে নেওয়া হয়েছিল।

তারপরে শ্রীহরিপদ চ্যাটার্জি মহাশয় কয়েকটি প্রিন্সিপ্যালএর নিয়োগ সম্বন্ধে বলেছেন। প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগের কেস সম্বন্ধে আমরা ভালভাবে খবর নিয়ে দেখলাম, যে কেসের কথা উনি বলছিলেন এবং তাতে দেখা গেল যে, সেখানেও হরিপদবাবু বার বার যে 'ট্যাকটিস' নেন এবং শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসেন—এখানেও ঠিক তাই হয়েছে বলে আমি এবারেও ও'র জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি। (এ ভয়েস ফ্রম দি অপোজিশনঃ ওটা নারীসুলভ।) স্যার, আপনি জানেন যে, প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে যদি কাউকে নিয়োগ করতে হয় তাহলে তাকে 'ক্লাশ আই' সার্ভিসএর লোক হতে হয়। ও'রা যাঁর কথা বলেছেন সেই ক্লাস আই সার্ভিসএর লোককেই প্রেসিডেন্সী কলেজে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু ও'রা বলছেন যে, তাঁকে কেন করা হল এবং তাঁর সঙ্গে কারুর আত্মীয়তার সম্বন্ধ বার করেছিলেন। এই আত্মীয়তার খবর আমরাও

অনেকের জানি এবং কিভাবে সেগুলোকে 'ইউটিলাইজ্‌ড' করা হয় তাও জানি, কিন্তু আমরা সেইসব করা নোংরামি বলে মনে করি। প্রেসিডেন্সি কলেজে যে ভদ্রলোককে প্রিন্সিপ্যাল বলে নিয়োগ করা হল, তিনি সেই লাইনে সিনিয়ার মোস্ট ছিলেন, এই লাইনে কোয়ালিফায়েড লোক ছিলেন এবং কোন সিনিয়ার লোককে সুপারসিড না করেই তাঁকে প্রিন্সিপ্যাল করা হয়েছিল। কিন্তু ও'রা এমন ভাব দেখালেন যে, তাতে মনে হল যেন, কত লোককে সুপারসিড করে একজন অযোগ্য লোককে সেখানে দেওয়া হয়েছে। তারপর ও'রা কুচবিহার কলেজের কথা বলেছেন। সেই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগের সময় দেখা গেল যে, কলকাতায় যাঁরা শহরে থাকেন, নানান কারণে তাঁরা বাহিরে ট্রান্সফার নিতে চান না এবং বাহিরে যখন ট্রান্সফার তাঁদের করা হয় তখন তাঁরা নাম কাটিয়ে দেন—যখন প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ করা হবে তখনও যদি বাহিরে যেতে যেসমস্ত প্রফেসর রয়েছেন, তাঁরা যদি সকলেই রাজী না হন, তাহলে বাহিরের এডুকেশনও আমাদের সাফার করবে। হরিপদবাবু যে ভদ্রলোকের জন্য এত ওকালতি করছিলেন, তিনি এইরকমভাবে বাহিরের কলেজে যাওয়াটাকে রিফিউজ করেছিলেন। দশ বছর যাঁর সাবস্ট্যানটিভ এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এইরকম লোককে গভর্নমেন্ট, যদিও তাঁরা দ্বিতীয় ক্লাশ সার্ভিসের লোক, তবুও তাঁদের প্রমোশন দেবার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর কাছে পাঠিয়েছিল এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে এই দু জন ভদ্রলোককে সমস্ত দিক বিবেচনা করে তাঁদের প্রমোশনএর জন্য রেকমেন্ড করেন এবং তাঁদেরই নিয়োগ করা হয়। [নয়েজ]

অধ্যক্ষ মহাশয়, চন্দননগর সম্বন্ধে যখন সার্ভিস রুল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল. ..... .[নয়েজ]

Sj. Subodh Banerjee:

আমি ঘটনা জানি—পার্সোন্যাল নলেজ থেকে জানি। উনি যা বলেছেন তা এন্টায়ার ডিসটোরশন। আই চ্যালেঞ্জ.... ....[হট্টগোল]

Mr. Speaker: That is not the way. The House will decide by votes.

Sj. Subodh Banerjee:

কমিশন নিয়োগ করুন।

Mr. Speaker: Order, please. Why are you shouting? When the cut motions are put to vote, the House will decide. That is the parliamentary way. The Minister is speaking after 25 to 35 members have spoken. The House will have to decide. That is the procedure. As an experienced parliamentarian you ought to know that. Please sit down.

[6-35—6-45 p.m.]

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এত গোলমালের ভিতর আমি আর বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না, সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যেসমস্ত প্রশ্ন তুলেছেন, তার বেশির ভাগ উত্তরই সরকার পক্ষের সদস্যরা দিয়েছেন। আমি এখানে একটা উত্তর দিচ্ছি। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন যে, (সি) ক্যাটিগরির শিক্ষকদের চাকরী যাবে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে আমি তাঁদের জানিয়ে দিতে চাই যে, কোন শিক্ষকের চাকরী যাওয়ার কোন পরিকল্পনা আমাদের নাই। এই (সি) ক্যাটিগরির শিক্ষকরাও সকলকার মত পারমানেন্ট স্টাফ। তারপর বার বার বলা হচ্ছে, সোস্যাল ওয়ার্কএর কাজ কেন এদের করতে হবে? এবং সেটার জন্য এইভাবে সময় নষ্ট করতে কেন দেওয়া হবে? আমি উত্তরে তাঁদের এই কথা জানাই—সোস্যাল ওয়ার্ক বলতে এই কথা হয়েছে যে, ছাত্রদের সঙ্গে মিলে মিশে, খেলাধুলা করে তাদের সকলকে নিয়ে চলা। এরপরে আর আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। কারণ, ও'রা অনেক এমন সব পয়েন্ট বলেছেন, যার বেশির ভাগগুলিরই কোন যুক্তি নাই। তাঁদের এত উষ্মা কেন? —তা সকলেই সহজে বুঝতে পারেন। বিরোধী পক্ষ হতে যেসমস্ত কাট মোশন টেবল করা হয়েছে আমি তার সমস্তগুলির বিরোধিতা করছি, এবং শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এখানে যে বাজেট রেখেছেন তাকে আপনাদের সকলের অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করছি।

Sj. Haripada Chatterjee: I want to ask one information.

Mr. Speaker: Now I shall put the cut motions to vote. As a good parliamentarian you know that this is not the time to put that point. You may ask it later. [Noise.]

The motion of Sj. Ajit Kumar Basu that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ambica Chakrabarty that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Ambica Chakrabarty that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Amulya Charan Dal that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Amulya Charan Dal that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37 Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Amulya Charan Dal that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Amulya Charan Dal that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj Amulya Ratan Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Atindra Nath Bose that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Atindra Nath Bose that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Atindra Nath Bose that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Atindra Nath Bose that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37 Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Biren Banerjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Biren Banerjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Janardan Sahu that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Jatish Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyotish Joarder that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick *that the demand of Rs. 9,16,27,000* for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Dr Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Dr Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Dr Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19. Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19. Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19. Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Bibhuti Bhuson Ghose that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhuson Ghose that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Graut No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Mani Kuntala Sen that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Mani Kuntala Sen that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Mani Kuntala Sen that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Mani Kuntala Sen that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Mani Kuntala Sen that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Mani Kuntala Sen that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Mani Kuntala Sen that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nalini Kanta Haldar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nalini Kanta Haldar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nalini Kanta Haldar that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost

The motion of Sj Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj Natendra Nath Das that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj Natendra Nath Das that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj Natendra Nath Das that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost

The motion of Sj Natendra Nath Das that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nripendra Gopal Mitra that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Probodh Dutt that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37 Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Probodh Dutt that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37 - Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Probodh Dutt that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19 Major Head: "37 Education" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj Provash Chandra Roy that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Raipada Das that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Raipada Das that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Raipada Das that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rameswar Panda that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rameswar Panda that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Das that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Surendra Nath Pramanik that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Surendra Nath Pramanik that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Bandyopadhyay that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[6-45—6-55 p.m.]

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—41.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattorjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar

NOES—139.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath

Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhyaya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. F.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rahuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Profulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 41 and the Noes 139, the motion was lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—42.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar

NOES—139.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mongaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindaban
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dev, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Let, Sj. Panchanon
Mohammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sikta Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath

Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 42 and the Noes 139, the motion was lost

The motion of Sj Dasarathi Tah that the demand of Rs 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head "37—Education" be reduced by Rs 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—42.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar

NOES—139.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla

Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Losu
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mabbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 42 and the Noes 139, the motion was lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—4

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar

NOES—137.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatrai, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mojumder, Sj. Jagannath

Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 42 and the Noes 137, the motion was lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No 19, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—42.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharyya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi Dr Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar

NOES—138.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Prafulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas

Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jaineswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Sj. Bijoyendu Narayan
Roy Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 42 and the Noes 138, the motion was lost.

The motion of Sj. Haripada Chatterjee that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—41.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar

NOES—139.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mojumder, Sj. Jagannath

Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 41 and the Noes 139, the motion was lost.

The motion of Dr Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—42.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar

NOES—139.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath

Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterli. Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadha
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Pratulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 42 and the Noes 139, the motion was lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

AYES—42.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Dutt, Sj. Probodh
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Dr. Jatish
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mitra, Sj. Nripendra Gopal
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar

NOES—139.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haider, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath

Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 42 and the Noes 139, the motion was lost.

[6-55—7-5 p.m.]

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division was called.

[At this stage Mr. Speaker found that the vote recording apparatus was not working.]

Mr. Speaker: I find that the apparatus has gone out of order. The bell is not ringing.

Sj. Jyoti Basu: Even without the bell, will the votes be recorded?

Mr. Speaker: No. That cannot be done.

Sj. Jyoti Basu: We can stand and then it can be counted.

Sj. Bankim Mukherji: We need not stand and waste the time.

Mr. Speaker: There must be some basis for counting. I will ask you raise your hands.

Sj. Bankim Mukherji: Please record our names, but not by show of hands. That will do.

Mr. Speaker: Raising your hands will be the best thing.

Sj. Jyoti Basu: I hope this will not create a precedent.

Mr. Speaker: This will not be a precedent. All right, please raise your hands.

The Ayes being 42 and the Noes 139, the motion was lost.

[Votes were recorded by show of hands.]

Sj. Jyoti Basu: Sir, since it is an extraordinary situation the same voting may be recorded in respect of the other cut motions on which we wanted division.

Mr. Speaker: All right. I will put motions 233, 236, 264, 272 and 284 together. The same voting will apply to them and they are lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

The Ayes being 42 and the Noes 139, the motion was lost

[Votes were recorded by show of hands]

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

The Ayes being 42 and the Noes 139, the motion was lost.

[Votes were recorded by show of hands]

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

The Ayes being 42 and the Noes 139, the motion was lost

[Votes were recorded by show of hands]

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

The Ayes being 42 and the Noes 139, the motion was lost

[Votes were recorded by show of hands]

The motion of Sj. Sudhir Chandra Das that the demand of Rs. 9,16,27,000 for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

The Ayes being 42 and the Noes 139, the motion was lost

[Votes were recorded by show of hands]

The motion of the Hon'ble Pannalal Bose that a sum of Rs. 9,16,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 19, Major Head: "37—Education", was then put and agreed to.

Ruling on Question of Privilege.

Mr. Speaker: Before we take up the next item of business, I would make my observations on the question of privilege of Dr. Chatterjee. It is a very important question which he raised. I have got the exact passage here, and I quote it: "During the budget discussion in the Committee of Supply it is provided that the administrative action of a department is open to debate, but the necessity for legislation and matters involving legislation cannot be discussed." That is a different thing. When can Parliament say something against a passed Statute of the same House? "A disrespectful or abusive mention of a Statute would seem to be partly open to the same

objection as unparliamentary language applying to Parliament itself, for it imputes discredit to the Legislature itself and has a tendency to bring the law in force into contempt." Dr. Chatterjee was referring to a monstrous piece of legislation, that is why I point this out to him. Criticism is allowed only when an Amending Bill is before the House.

Sj. Jyoti Basu: My point is whether one could criticise. It is another thing to be disrespectful.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: I never said monstrous legislation. I said the legislaion was formed by adding up piece by piece; it was not a zoological specimen of an animal but a monster.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: 25—General Administration

[7-5—7-15 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 3,18,34,000 be granted for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration".

This particular item in the Budget appears every year and more or less the criticisms also follow the same pattern. General Administration is an item which is put in the Budget so that funds may be available for the purpose of carrying out the objects of the administration. Sir, according to the Constitution the executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him.

In pursuance of this finding you will find in the budget under this head various items, for instance the salary of the Governor and his staff, the salary and emoluments paid to the members of the State Legislature, the salary paid to the Civil Secretariat, the provisions that are to be made for the Public Service Commission, for the Board of Revenue, for Commissioners, etc. It may be that some people may honestly think that some of the items or sub-items under this head should not have been introduced at all or that the expenditure which has been put for these items should not have been put in. I will give you one example about the Commissioners. I remember in the olden days, 1924-25, in the old Council we were very much against the appointment of Commissioners, but when we came to the administration we found that there is a necessity of having two officers of a high status, that they not only have to be officers of a high status to look after the work of the different District Officers but often enough we have to approach them for communicating to the officers concerned the orders and policies of the Government on the one hand and also to make arrangements for various administrative propositions. Therefore, I say this that although it may seem to some that a particular item or a particular sub-item is not necessary or the amount proposed for it is not desirable, I suggest that it is only those who have to take on the administration have to lay down the method through which the administration would be carried.

Sir, the first criticism that is always made with regard to this particular item in the budget is that ours is a top-heavy administration. A few months ago a gentleman was brought in by the Government of India, called Mr Appleby. He came to different States as well as to West Bengal to find out exactly what was the situation regarding the services and he laid down that in many cases it is not only not top-heavy but top-light. I will give you this example. The total number of persons who are getting a salary

below Rs. 300 is 1,45,874; the total emoluments paid to them monthly is Rs. 1,47,12,903. The second class is those who get a salary between Rs. 300 and Rs. 500. There are only 1,554 people who get a monthly salary of Rs. 7,54,259, and there are 715 people who are getting between Rs. 501 and Rs. 1,000 whose total salary is Rs. 6,13,607. Above Rs. 3,000 there are only two officers in the Government and 19 Judges of the High Court.

Sir, as a matter of curiosity I was just trying to find out in case we did take away the salary of the people getting Rs. 3,000 and more and distribute this to those who are getting less and I found that only a sum of Rs. 1-3 per month would come to the large number of people getting below Rs. 300. The expression "top-heavy" seems to indicate that either in the matter of emoluments or in the matter of number there are more officers at the top than at the bottom correspondingly or they get more salary or take more emoluments than those below. If you look at the figures as I have just pointed out you will find that that is not correct. I find the total number of persons needed for the lower services is essential because if the officers have to work they have got to take a certain pattern of help from the people and therefore to my mind the administration is a broad-based one—one lakh 45 thousand below and at the top only two, and in between there are various stages which I need not worry you with.

Now, Sir, the next question that has been asked is why expenditure under this item is increasing. Sir, if you look at the Red Book, you will find that in the year 1956-57 the main cause for increase in expenditure under General Administration is that there is an item of Rs 17 lakhs provided for the next General Election which will fall in the year 1956-57. Then there is an addition to the Civil Secretariat staff because we have now, according to the suggestion of the Auditor-General, started a new system of accounting We have started with two depertments Education and Refugee Rehabilitation—where instead of waiting for the papers, for the bills, etc., or for the vouchers to come at a later stage, the arrangement is that the officer of the department will send all the bills and vouchers to an officer here and, after getting an order from him, the District Officer will pay from the Treasury In the beginning, I confess, there was some amount of confusion because the people did not understand the procedure. But at the present moment, I believe, it is working satisfactorily. But, what is more important, to my mind, is that we shall not be hung up in our Public Accounts Committee for the reports from the districts to come at the time when we are examining the accounts of a particular year It is expected that when all the departments have started the new system of Pay and Accounts, it would be possible for us not merely to get proper papers in time but to close the accounts also much earlier than it is today The Auditor-General thought and we also agreed with him that this is a policy which we should adopt because it will lead to quicker examination of audit and accounts.

[7-15—7-25 p.m.]

The next point that I want to make out is that it is not only necessary to find out the total increase that takes place under this head, but it is desirable that we should consider the figure under 'General Administration' compared to the total revenue expenditure of the year. I have got the figures here. In 1951-52 the total expenditure was 37,30,75,000 and the expenditure under General Administration was 2,47,28,000. The percentage of expenditure on General Administration compared to the total expenditure is 6.6. If you take with it the amount that was spent on nation-building departments in this year you will find that it was 43.3. If you take the figures of the following years—I won't go into the detailed

figures but I will take the percentage only—you will find it was 6.6 in 1951-52; 6.5 in 1952-53; it was 5.7 in 1953-54; it was 5.6 in 1954-55; it was 4.6 in 1955-56. This shows two things. Correspondingly, on the expenditure on nation-building department, the percentage has increased from 43.3 in 1951-52 to 45 in 1952-53, 45.5 in 1953-54, 46.1 in 1954-55 and 49.4 in 1955-56. Why I am placing these figures before you is that for the purposes of advancing the nation, it is necessary that we should spend more on the nation-building departments, but as soon as we begin to spend more, we have got to employ more people to carry out the particular purposes covered by the nation-building departments. As we go higher in our expenditure on those departments, the expenditure under 'General Administration' must correspondingly go higher. If you curtail the expenditure it might mean one or two things; either that your accounts would not be of a proper type or that the money that you spend for the nation-building departments will be done without proper check. The Government keep a close watch on all expenditure to prevent waste of money, and all the Departments of the Government have been particularly instructed to have in view the following basic principles in their spending organisations:—

(1) While the limitation of Budget provision is a primary check on the expenditure, the provision should be reduced to the level of minimum need, that is to say the spending department must apply its mind carefully not to take up such subjects as cannot be covered by the Budget provision;

(2) Non-essential journeys or tours are to be completely eleminated;

(3) Air journeys should not be undertaken unless they are absolutely unavoidable. Usually the Ministers or the Secretaries to Government are give the privilege of going by air. It gives this advantage that if you went by train from here to Delhi, it will take at least 36 hours, i.e., a day and a half to go and a day and a half to come. By air journey you save at least two days out of the three for other work.

Then, Sir, transfers are to be reduced to the minimum.

No new post is to be created unless it is inescapable

No additional pay should be recommended for officiating appointments or combination of posts as far as possible.

Proposals for special pay or increase in pay are subject to the strictest scrutiny by the Finance Department, and if possible not pursued at all. Existing cases are being examined as much as possible.

Motor car allowances and other free conveyance allowances should be strictly scrutinised, and special rules are framed for the purpose of controlling this particular type of expenditure.

The strictest economy is to be observed in contingent expenditure, use of stationery etc.

The Registration office which has been non-paying for more than three years should be abolished.

We have been persistently asking the departments concerned that criminal cases should be expedited, so that expenses on under-trial prisoners may be reduced. As a matter of fact, only recently we have appointed Special Magistrates to try the cases as early and as quickly as possible in order that expenditure may be reduced, and the suffering may be less.

All the departments have got this instruction, and the Finance Department tries its best to see that he rules are followed.

Now, Sir, if you take the three provinces of West Bengal, Bihar and U. P. and compare the proportion of expenditure on General Administration in those provinces to the total expenditure of the provinces, you will find,

as I have told you just now, that whereas in the case of West Bengal it was 3.6, 6.5, 5.75, 5.6 and 4.5; in the case of Bihar it is 7.8, 7.2, 5.7, 5.4 and in the case of U. P. it is 9.4, 8.4, 7.3 and 7.41. Sir, I do not refer to these simply to show that our expenditure is less, but what I do say is that when you think in terms of increasing the provisions of nation-building departments you cannot avoid increase in expenditure under this head.

Sir, the third point that I want to mention is that it has been suggested that there is a lot of corruption in the departments of the Government. Sir, I could not stand up and say that there are no corruptions. When you are dealing with 1,57,000 people it is not very strange that cases of corruption come up sometimes. It is true that we have been doing our level best to see that corruption is removed as early as possible. There is a department of Government which deals with corruption matters and when we talk in the Police budget we shall refer to that in more detail.

[7-25—7-35 p.m.]

The next question that I want to refer to is the question of the First Five-Year Plan. Some amount of discussion which will take place now will refer to this particular aspect of our work Sir, in the First Five-Year Plan we would be spending by the 31st March, 1956, a sum of Rs 72 crores of which 51 crores have been spent during the first four years. The object of the plan was to raise the living standard of the people by undertaking measures of development in agriculture, community development, irrigation and power industry, transport and communications and social services which include education, health, housing, labour welfare, amelioration of backward classes. When I mention all these I do not propose to say that we have reached our goal As a matter of fact in all cases of work meant for the people it is my conviction that more you reach towards the goal the further does the goal recede. It encourages them to achieve more. Sir, whatever we do my friends opposite say that it is done out of a political motive Politics means greatest good to the greatest number That is the derivative meaning (Sj Jyoti Basu: সব মরীচিকা mirage) My friend may think it is মরীচিকা। That is a matter of opinion The improvement of agriculture in West Bengal has been effected by the reclamation of waste lands. Dr Ahmed has already mentioned how through better and improved supply of seeds, manures and fertilisers improvement of agriculture has been effected The area of available waste land in this State has been reduced from 11 lakh acres at the time of Partition to 5 lakh acres in 1955 Provision has been made for the improvement of agriculture veterinary education The Central livestock breeding station at Haringhata would be supplying 200 improved bulls each year from the end of the First Plan period The total irrigated area of West Bengal by the end of the First Plan period is likely to be about 40 lakh acres as against 24 lakh acres in 1950-51 26 places have been electrified up to August, 1955. My latest report is that about 100 places will be electrified in the course of the next few years The allotment for industry in the First Plan period was rather small The reason was that we were more keen upon developing our communications and developing our irrigation projects in order that we might save the State from the paucity of food. Improvement of trade and commerce has been effected through improved communications, 1,500 miles of road are expected to be completed by the end of 1955 in all respects with cement concrete or tar-macadam.

The Government of West Bengal has been spending much larger sums for social services than other States. Our achievements in medical and public health have already been mentioned by Dr Amulyadhan Mukharji and grants under the Education Department have been voted by the Assembly. Besides building for middle class families at Calcutta and

Kalyani housing loans have been granted to people of low income group. An intensive programme for industrial housing has also been taken up. It will appear that we have tried to cover in the course of the last five years various aspects of human life and communal living.

Sir, the next question that really does not belong to my department but belongs to my friend Shri Jalan's department is with regard to the development of *panchayet*. The *Panchayet* Bill will be before the House in the course of the next few days. In order that we might familiarise our people with the system of *Panchayet* scheme we have been setting up *panchayets* in the different parts of the State. 1,004 experimental *panchayets* have already been set up throughout the State so that those areas might with advantage be taken up for establishing *panchayet* when the Act is passed. A sum of Rs. 140 has been sanctioned to each of these 1,004 *panchayets*. A sum of Rs. 100 for welfare, 20 thousand for contingency and 20 thousand for election expenses. In the next financial year we are thinking of putting 598 experimental *panchayets* mostly in the community development project block. It is possible that when the *Panchayet Bill* is passed and put in the statute book we will be able to give fuller expression to the scheme of *panchayet*. I do not want to take the time of the House any longer because I know a large number of speakers want to speak on different aspects of this motion of mine and therefore I will be glad to hear what they have got to say and then I shall reply.

With these words I move my motion.

[*Mr. Speaker: I take it that all the cut motions are moved.*]

Sj. Amarendra Nath Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about top heavy administration of the department.

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about mal-administration, corruption, nepotism in the general administration of the State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ধানচালের দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর বেঁধে দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Amulya Ratan Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about corruption, wastage and favouritism in the Department of Publicity.

Sj. Balailal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জনসাধারণের পুনঃপুনঃ দাবি সত্ত্বেও কাঁথি মহকুমায় বাসভাড়া হ্রাস করিতে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কাঁথি মহকুমার বাসরুটের লাইসেন্স ফিস আদায় সম্পর্কে সরকারী পক্ষপাতিত্ব এবং ইহার প্রতিকারে সরকারী অক্ষমতা, যথাঃ কাঁথি-খড়্গপুর ৫৮ মাইলের বাসরুটের জন্য লাইসেন্স ফিস ১,০৪০ টাকা; কাঁথি-বেলদা ৩৬ মাইলের বাসরুটের জন্য লাইসেন্স ফিস ১,০৪০ টাকা; কাঁথি-দীঘা বা কাঁথি-দেউলী ২১ মাইলের বাসরুটের জন্য লাইসেন্স ফিস ১,০৪০ টাকা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কাঁথি-দেউলী বা কাঁথি-দীঘা বাসরুটের বাসগুলিতে অতিরিক্ত যাত্রী-ভীড় হেতু সাধারণের নিত্য নৈমিত্তিক অসুবিধা নিবারণের জন্য উক্ত লাইনের বাসগুলিকে ডবল ট্রিপ প্লাই করিতে দেওয়ায় জনসাধারণের যুক্তিসঙ্গত, পুনঃপুনঃ দাবির প্রতি সরকারের চরম অবহেলা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs 100. I move this in order to raise a discussion about

শাসন ব্যবস্থায় সরকারী নীতির চরম ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

মাথাভারী শাসনব্যবস্থা, দুর্নীতিপরায়ণতা, স্বজন ও স্বদল পোষণ নীতি, শোষণ ব্যবস্থা, স্বেচ্ছাচারিতা, গণতন্ত্রবিরোধী মনোভাব, জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিহীনতা ও সাধারণ অর্থের অপব্যবহারের প্রবণতা বর্তমান শাসন ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখদারিদ্র্য, বেকারী ও পীড়ন লাঞ্ছনার সম্মুখীন করিতেছে এবং পশ্চিমবাংলার সঙ্কটজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতেছে তাহা অনুভব করিতে এবং তাহার পরিবর্তনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে শোচনীয় সরকারী অবহেলা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head: "25 General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কংগ্রেস-সরকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বারবার ঘোষণা করিলেও উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণের মধ্যে বেতন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার বিরাট ব্যবধান হ্রাস করিতে এবং নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণের আর্থিক অবস্থা উন্নয়ন ব্যাপারে সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণ করিতে অশোভনীয় অবহেলা।

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure to comprehend the depth of sentiment and outraged feelings, of the entire Muslim population of West Bengal over an advertisement in Uttar Pradesh paper and to allay their suspicion by moving the Government of India to take suitable action.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about mismanagement in the organisation of reception to Soviet leaders while refusing offered help and co-operation from the public.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25 General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure to comprehend the depth of sentiment and outraged feeling of the entire Muslim population of West Bengal over an advertisement in Uttar Pradesh paper and failure to urge the Central Government to change the defamation law or to introduce some suitable Bill to prevent recurrence of such things and mete out exemplary punishment to the culprits

Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25 General Administration" be reduced by Rs 100 I move this in order to raise a discussion about not providing conveyance and other facilities to non-official members to visit and inspect various Development Projects and State concerns

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs 100. I move this in order to raise a discussion about

শাসন ব্যবস্থার গলদ সম্পর্কে।

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the service condition of the lower grade employees under each department of the Government.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মফঃস্বলে মোটর বাসের ভাড়া নির্ধারণ ও বাসস্ট্যান্ড নির্ম্মাণে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বর্ধমান বিজয়তোরণের সম্মুখে বাসযাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মাণে সরকারী বাধা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সাধারণ নীতি, পল্লীপঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠায় সরকারের পশ্চাৎপদ নীতি।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলে কোলিয়ারী মালিকগণ কর্তৃক কৃষকদের উপর নানাবিধ অত্যাচার নিবারণকল্পে সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Dhananjoy Kar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারী বিভাগসমূহে ঘুষ দমনে সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Dharani Dhar Sarkar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মালদহ জেলায় একটি দ্বিতীয় সাবডিভিশন সৃষ্টি করার বিষয় সরকার স্থির করিয়াছে। গাজোল থানা ও বামনগোলা থানা দ্বিতীয় সাবডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত করায় উক্ত দুই থানার জনসাধারণ সর্ববিষয়ে অসুবিধার বিষয় চিন্তা করিয়া এই অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানাইতেছে। এ সম্পর্কে সরকারের বিবেচনা করা প্রয়োজন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারী কর্মচারীর বেতন ঊর্ধ্ব ৫০০ টাকা ও নিম্ন পরিমাণ ১০০ টাকা ধার্য করিতে সরকারী অনিচ্ছা ও ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

উপমন্ত্রীর পদ তুলিয়া দিতে এবং মন্ত্রীদের বেতন ভাতা সহ ৫০০ টাকায় কমাইয়া আনিতে সরকারের অস্বীকৃতি ও ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মালদহ জেলার বিভিন্ন হাট ও বাজারে, বিশেষ করিয়া জেলার বড় বড় হাট -বালিয়া-নবাবগঞ্জ হাট, গাজোল হাট, পাকুয়া হাট, সামসী হাট, চাঁচোল হাট প্রভৃতি হাটের ইজারাদারগণ অতিরিক্ত

জমা আদায় করিতেছে এবং বেআইনীভাবে এখনও তোলা ও ঝাড়ুদারী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের অতিরিক্ত তোলা আদায় ও জুলুম করিতেছে। এ সম্পর্কে বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোন সুব্যবস্থা না করা সরকারের চরম অবহেলা।

Sj. Canesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to advise the Central Government to take steps to liberalise the travel restrictions to East Pakistan.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to abolish the posts of the Commissioners of Divisions.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the refusal by the Government to consult the Legislature before submitting their report on the Second Five-Year Plan with reference to West Bengal.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the undemocratic and anti-popular policy of administration

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the whimsical arbitrary and unjust use by the Government of the Preventive Detention Act.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the refusal by the Government to withdraw the order declaring the Chittaranjan Locomotive Workshop area as a protected area, much to the inconvenience of the people living in that area.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the various inefficiencies of the Government during the visit of the Prime Minister and the First Secretary of the Communist Party of the Soviet Union to Calcutta in November last.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the persistent refusal by the Government to publish the Cooch Behar Firing Enquiry Report and the Mukherjee (Justice) Committee's Report on the undesirability of enhancing the second class tram-fare in Calcutta.

Sj. Gangapada Kuar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of fixing the pay-scales and allowances of the orderlies, peons and liftmen serving in the different departments of the Government at the minimum of Rs. 100.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the gross indifference on the part of the Government to adopt any measure for removing all sorts of disabilities from among the depressed classes of West Bengal.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about the absence of any effective move to check the growing unemployment specially among the rural population of the State.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25 General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of amending the old and existing Service Rules and providing for greater facilities and better remuneration to the Government employees.

Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head: "25 General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about the failure on the part of the Government to replace the present bureaucratic structure of administration by simplifying and thoroughly reorganising the same

Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head. "25 General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about the failure on the part of the Government to remove casteism in the field of administration.

Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the ever-growing corruption, favouritism in every department of administration and the absence of any effective move to root them out.

Sj. Haripada Baguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সুন্দরবন অঞ্চলে একটি স্থায়ী "অডিও-ভিস্যুয়াল বোর্ড ইউনিট"এর প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কাকদ্বীপে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সাগর থানার জন্য একজন সার্কেল অফিসার নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Government's failure to initiate motor launch ferry service at Ranighat at Chandernagore, in spite of contract having been made and terms of agreement signed with lessee in 1953.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25 General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Government's failure to frame Service Rules for Chandernagore employees.

Sj. Janardan Sahu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about poor salaries of the office-bearers and their claim for increment.

Dr. Jatish Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

নগরকেন্দ্রিক মাথাভারী, দুর্নীতিপ্রশ্রয়দাতা, স্বৈরাচারী, আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about not appointing Economy Committees to devise ways and means to reduce the expenditure of General Administration as well as all costs of administration as has been done by the States of Bihar and U. P.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25 General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the ever increasing cost of General Administration (e.g., opening of new offices and appointing officers under District Administration, renting buildings for headquarters of pool vehicles, increasing costs of the Publicity Department, etc.).

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Ministers to act collectively on the question of merger of West Bengal and Bihar.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the service conditions of the persons employed in different Directorates and Secretariats of the Government with particular reference to the pay-scale of the typists.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the arbitrary stoppage of payment of house-rent allowances to the employees of the Government in the district of Howrah.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the administrative set up of the district of Howrah.

Sj. Kanai Lal Bhowmick: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারী প্রচার বিভাগকে সম্পূর্ণ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হইতেছে।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারী দলকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যেই পশ্চিমবাংলায় এত বেশিসংখ্যক মন্ত্রী-উপমন্ত্রী-পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়োগ করা হইয়াছে, যাঁহাদের অধিকাংশেরই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের কোন যোগ্যতা নাই। সরকার এইভাবে একটি মাথাভারী ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো চালু রাখিয়াছেন।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার জনমত দৃঢ়তার সহিত ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সরকার সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক কায়দায় বাংলা বিহার সংযুক্তিকরণ কার্যকরী করার চেষ্টা পাইতেছেন।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী কায়দায় জনমতের বিরুদ্ধে বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণ প্রস্তাব কার্যকরী করার চেষ্টা করা হইতেছে।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহকুমা ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনেক সময় স্থানীয় প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতাদের চাপে পড়িয়া বিবেকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বমূলকভাবে এক বিশেষ দলের স্বার্থে কাজ করেন। ফলে সরকারী শাসনযন্ত্রের উপর জনসাধারণের আদৌ আস্থা নাই। এ বিষয়ে প্রতিকার করার কোন সাধ্য কংগ্রেস সরকারের দেখা যাইতেছে না।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মন্ত্রীরা সরকারী খরচায় নিজেদের পার্টির প্রচার ও সংগঠনের কাজ করিতে আদৌ কুণ্ঠাবোধ করেন না। সরকারী প্রচার দপ্তরকে বেশির ভাগ কংগ্রেস পার্টির প্রচারমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়। তীব্র প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও সরকার এই পদ্ধতি বন্ধ করেন নাই।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

সরকারের সমস্ত বিভাগেই দূর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব ও দায়িত্বহীনতা দেখা দিয়াছে। এ সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করার দিকে সরকার আদৌ সচেতন নয়, বরং সরকারী নীতির ফলেই এই সমস্ত দোষত্রুটি বৃদ্ধি পাইতেছে।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে সরকারী বিভাগগুলিকে সরকারী দলের প্রচার ও সংগঠনের কাজে ব্যবহার করিবার চেষ্টা হইতেছে। বারেবারে প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও সরকার এ বিষয় আদৌ সচেতন নয়।

Dr. Krishna Chandra Satpathi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী আইনগত পরিবর্তন সাধনকরতঃ সরকারী প্রচার বিভাগ ও শাসন বিভাগাদি সর্বত্র বাংলাভাষা বাধ্যতামূলক সরকারী ভাষারূপে ব্যবহার না করা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25 General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া সাধারণ শাসন বিভাগে ব্যয়হ্রাসের ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী আবশ্যক।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলার সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসকের কার্যালয় মেদিনীপুর শহর হইতে খড়্গপুরে স্থানান্তর না করায় শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিতে সরকারের ব্যর্থতা অতি শোচনীয়।

Sj. Lalit Kumar Sinha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ক্যানিং সার্কেল হইতে সম্প্রতি বদলী সার্কেল অফিসারের দূর্নীতি সম্পর্কে অনুসন্ধানের গাফিলতী।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

আলিপুরের মহকুমা শাসকের দুর্নীতি দমনে সরকারের ঔদাসীন্য।

Sj. Madan Mohon Saha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the necessity to amalgamate the two cadres of record-supplier and muharrirs in the West Bengal Secretariat.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গে বাসে যাত্রীদের যে পরিমাণ সীট আছে তদপেক্ষা ২।৩ গুণ বেশী যাত্রী দাড়াইয়া যাতায়াত করে। সরকার যাত্রীদের অসুবিধা দূরীকরণে ব্যর্থতা দেখাইয়াছেন।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

আরামবাগ মহকুমায় ১৯৫২ সালের আন্দোলনের জন্য পাইকারী জরিমানার টাকা কৃষকদের ফেরত না দিতে পারার অক্ষমতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মাতৃভাষার মাধ্যমে সরকারী বিভাগীয় কার্যাদি পরিচালনায় সরকারের চরম ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বেকারদিগের চাকুরী অথবা বেকার ভাতা দিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Government to stop retrenchment in various departments of the Government of West Bengal.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বিভাগীয় কমিশনারের পদ তুলিয়া দিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রীদের বেতন ৫০০ টাকার মধ্যে করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expendit under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion abou

সরকারী কর্মচারীরা বিধানসভার বিরোধী দলের সদস্যেরা কোন অফিস ইত্যাদিতে গেলে তাহাদের প্রতি সাধারণ সৌজন্য প্রদর্শন করিতে পারেন না—তাঁহাদের ইহা শিখাইতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতি সরকারী কর্মচারীরা জেলখানার কয়েদীর মত ব্যবহার করে। ইহা সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতির পরিচায়ক।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম-বাংলার শিক্ষিত নারীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে- ইহা দূর করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

দেশের ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলে যে গ্রাম্য বেকার শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের ভর্তিকরণ ব্যবস্থা করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

চা-বাগান, চটকল ও বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, এবং সরকারী চাকরী হইতে যাহারা কর্মচ্যুত হইতেছেন তাহাদের বিকল্প চাকরীর ব্যবস্থা করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে যে ভয়াবহ বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা বিন্দুমাত্র লাঘব করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

আড়াই ডজনের উপর মন্ত্রী, উপ মন্ত্রী, ষ্টেট-মন্ত্রী করে দরিদ্র বাংলায় আত্মীয় পোষণ করা হচ্ছে। ২॥ কোটি বাংলায় মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রীসমেত দশ জনের বেশী না থাকে—সে সম্বন্ধে আলোচনা উঠাতে চাই।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

অনাবশ্যক মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রীপাল এর সংখ্যা কমিয়ে দিতে সরকারের অস্বীকৃতি এবং সর্বসমেত ৫০০ টাকার বেশী বেতন ও ভাতা বন্ধ করতে সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs 100 I move this in order to raise a discussion about

অফিস, আদালত প্রভৃতি সরকারের প্রতি বিভাগে ঘুষ নেওয়া সাধারণ নিয়মের মত চলছে এবং এই অন্যায় কাজ বন্ধ করতে সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head: "25 General Administration" be reduced by Rs 100. I move this in order to raise a discussion about

মাথাভারী শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে সরকারের ব্যর্থতা।

Sj. Nagendra Dalui: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs 100 I move this in order to raise a discussion about

মন্ত্রী উপমন্ত্রী, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী, বড় বড় অফিসারের সংখ্যা না কমাইয়া মাথাভারী শাসন ব্যবস্থা চালু রাখা হইয়াছে, মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রীরা সরকারী খরচে টুর করেন, অথচ কংগ্রেসের মিটিংগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন, এই ধরনের দুর্নীতি ও অব্যবস্থা বন্ধ করিতে সরকার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন।

Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head: "25 General Administration" be reduced by Rs 100 I move this in order to raise a discussion about

পাবলিক সার্ভিস কমিশন এ্যাণ্ড পাবলিক একাউন্টস কমিশনএর রিপোর্ট আইন সভায় আলোচনার জন্য উত্থাপন করিতে সরকার অযথা গাফিলতি করিতেছেন, এ বিষয়ে সরকারী অযোগ্যতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head. "25 General Administration" be reduced by Rs 100 I move this in order to raise a discussion about

জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কুচিত করা ও দমননীতি চালান সরকারের মূলনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম বাংলার সরকারী অফিসারদের ঘুষ বন্ধ করা সম্পর্কে সরকারের উদাসীনতা ও অক্ষমতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head: "25 General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

৫০০ টাকার উপর বেতনপ্রাপ্ত অফিসারদের বেতন কমিয়ে ১০০ টাকার কর্মচারীদের মধ্যে বিভাগ করে দিতে সরকারী অনিচ্ছা ও ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গ্রাম্য মহাজনদের শোষণ হইতে কৃষকদের রক্ষা করতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম বাংলার মাতৃভাষার মাধ্যমে সরকারী বিভাগীয় কার্যাদি পরিচালনায় সরকারের চরম ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম বাংলার সরকারের বিভাগীয় অফিসিয়্যাল কার্য্যাদি বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত না হওয়ায়, শতকরা নিরনব্বই ভাগ জনসাধারণের বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। এই অসুবিধা দূর করিতে সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম বাংলার সরকার প্রচলিত আইনের পুস্তকগুলি ও ইস্তাহারগুলি বাংলা ভাষার মাধ্যমে ছাপাইতে ও প্রচার করিতে সরকারের এ বিষয়ে ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারদের কাজ দিতে ও বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধে সরকারী ব্যর্থতা।

Sj. Narendra Nath Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs 100. I move this in order to raise a discussion about the case of State *vs.* C. I. Inspector of Arambagh.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the inconvenience caused to the public for not emppowering the Subdivisional Officer, Contai, to issue special route permits on special occasions for different motor routes of the Contai subdivision.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administrateion" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to reduce the salary of the highly paid officers and increase the salary of the low paid officers and clerks of the Government of West Bengal.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to pay the salary of the chowkidars and dafadars from Police Account.

Sj. Rakhahari Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about corruption, misuse of pool cars and negligence in official works, rampant in moffossil areas.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the top heavy administration and the distressing condition of the subordinate staff under the department.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy and practice of the department.

Sj. Soroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫৬) গড়বেতা সহরে সরকারী নেতৃত্বে যে প্রদর্শনী হইয়াছে, সেই প্রদর্শনী জনসাধারণের পক্ষে কোন উপকার হয় নাই। অধিকন্তু সেই প্রদর্শনীতে জনসাধারণের অর্থ অযথা ব্যয় করা হইয়াছে। গড়বেতা থানার প্রতি ইউনিয়ন বোর্ড হইতে জেলার ও স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা ১০০ টাকা লইয়াছেন, এবং গতপূর্ব জানা যায় যে ওই টাকা ইউনিয়ন বোর্ড তহবিল হইতেই বে-আইনীভাবে আদায় করা হইয়াছে। ওই টাকা লওয়ার ব্যাপারে আইনের সঠিকতা বজায় না রাখতে অনেক কায়দা অবলম্বন করা হইয়াছে, তবে ইহা সত্য যে গরীব ইউনিয়ন বোর্ডের ফাণ্ড হইতেই ওই টাকা আদায় করা হইয়াছে। এই বিষয়ে অবিলম্বে সরকারী তদন্তের প্রয়োজন আছে। এইভাবে একটি জনস্বার্থ বিরোধী প্রদর্শনী করার কাজে সরকারী ব্যবস্থাপনায় গরীব ইউনিয়ন বোর্ডগুলি হইতে টাকা আদায় করা সরকারী নীতি ও কাজের চূড়ান্ত অন্যায় ও ব্যর্থতা প্রকাশ পাইয়াছে।

Sj. Subodh Choudhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to redress the grievances of the typist-copyist in West Bengal Criminal Court.

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy of the Government to curtail trade union right of the workers of Burnpur, Kulti, Chittaranjan, Pilgiton of Asansole by declaring protective area and in declaring the section 144 for years.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গের বেকার ও দুস্থা নারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিরোধ করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ভেজাল খাদ্য ব্যবসার প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গরীব কৃষকদের জীবনের মান উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বাংলা ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সরকার পক্ষের আলোচ্য বিষয়গুলি উত্থাপন করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বাংলা ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের অনুবাদ করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা অঞ্চলে ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বেকার যুবকদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

দর্জিশিল্পজাত পোষাকাদির বৈদেশিক ব্যবসায় অবনতির প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা ও মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলের ঋণগ্রস্ত দর্জিরা, মালিকদের দ্বারায় প্রহৃত ও অত্যাচারিত এবং ক্রয় বিক্রয় হইতেছেন। ইহার প্রতিকার বিধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারী পোষাকের টেন্ডারী প্রথার মধ্যে যে সমস্ত দুর্নীতি চলিতেছে তাহা প্রতিরোধ করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গরীব ছোট ছোট পোষাক ও কাপড় ব্যবসায়ী ও দোকানদের নিকট হইতে লাইসেন্স ফিঃ আদায় করা হইতেছে। এই সরকারী নীতি সম্পর্কে বক্তব্য আছে।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

হাওড়া হাট মালিকদের অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সামাজিক বর্ণ বৈষম্য প্রতিরোধে সরকারী ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা কেন্দ্রের ভোটার তালিকার মধ্যে প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ ভোটদাতার নাম ভোটার তালিকার মধ্যে নাই। ইহা সংশোধন করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জনসাধারণের ক্রয়-শক্তি অনুযায়ী খাদ্য মূল্য নির্দ্ধারণে সরকারী ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জনসাধারণের ক্রয়-শক্তি অনুযায়ী বস্ত্র মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারী ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের জীবনের মান উন্নয়ণ করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় যে সমস্ত দুর্নীতি চলিয়াছে, তাহার প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

অন্ধ, খঞ্জ ও অকর্ম্মন্য ব্যক্তিদের খাদ্য ও বস্ত্র দিয়া পালন করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা অঞ্চলের বাটা সু কোম্পানির কারখানা হইতে গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় স্থানীয় বহু মুসলমান যুবককে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। কিন্তু নেহরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তি অনুযায়ী তাহাদের পুনর্বহাল করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

SJ. Sudhir Chandra Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

কাঁথি মহকুমায় মাল ক্রোকের জুলুম।

Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

(১) ব্যয় বৃদ্ধি ও ব্যাপক দুর্নীতি,

(২) মোটরে শ্রেণী বিভাগ লোপ না করা,

(৩) মেদিনীপুর আর, টি, এর বর্ত্তমান ভাড়ার হার চালু না করা।

SJ. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13 Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about rural broadcasting.

SJ. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about wastage of public money for publicity campaign which is unrelated to the objective condition prevailing in West Bengal.

Sj. Surendra Nath Pramanik: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the indifference of the Government towards the upliftment of the Scheduled Caste people.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and illegal exactions from, and unjust treatment meted out to, Shri Tara Prosanna Chatterji, retired District and Sessions Judge, Katwa (Burdwan).

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy of the Government in respect of the huge expenses for maintenance of general administration.

Sj. Bbhuti Bhushon Chose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about poor salary of the Lower division clerks and manual staff.

Sj. Jyoti Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর উপর বলতে গিয়ে প্রথমে কয়েকটি তথ্য আপনার সামনে দেব। খুব বেশি নয়, যদিও মুশকিল হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় অনেকগুলি তথ্য দিলেন। এক্ষুনি সেগুলি বিচার করা খুব কঠিন।

আমি যেটা হিসেব করে দেখেছি, সেটা হচ্ছে এই যে, জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর উপর আমরা মনে করছি যে, অনর্থক খরচ বেড়েছে। এই খাতে ১৯৫০-৫১ সালে ২·১০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সেখানে আমি দেখছি, ১৯৫৫-৫৬ সালে হ'ল ২ ৯৫ কোটি টাকা। আর ১৯৫৬-৫৭ সালে দাঁড়াচ্ছে ৩ ২৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বেশি এঁরা খরচ করছেন। এর মানে হচ্ছে শতকরা ৫৬ টাকা বেশি তাঁরা খরচ করছেন—১৯৫০-৫১ থেকে ধরলে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন এই সব খরচ করতে হয়, যা অনেক অংক করে বললেন খুব বেশি নয়। তিনি বলেছেন কে নাকি একজন এসে বলেছেন এতদিন যা করা হচ্ছে তা মোটেই টপ-হেভি নয়, বরং উল্টো। এই সার্টিফিকেটের কথা উনি বলছেন।

[7-35—7-45 p.m.]

এই সার্টিফিকেট উনি পেয়েছেন এবং আগে আমরা শুনেছি উনি বলেছেন, এই যে খরচ—আমাদের নেশন-বিল্ডিং ব্যাপারে অনেক খরচ করতে হচ্ছে। এখন আমার কথা হচ্ছে, যেটা আমরা বলি, যে এইভাবে যদি আপনি হিসেব করেন যে, নেশন-বিল্ডিংএ ৭২ কোটি টাকা খরচ করতেন, এবারে ১০০-এর কোটি টাকা ধরেছেন—২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এইভাবে যদি খরচ ধরেন তাহলে আমরা দেখব—যেভাবে উনি ধরেছেন এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেট-আপএ প্রায় শতকরা ১১০ ভাগের উপর ১৯৫৬-৫৭ সালে চলে যাবে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর খরচ। এটার ত কোন হিসেব হল না। আমরা বারে বারে জানতে চেয়েছি, কিন্তু জানতে পারি নি। আমরা বলছি, কিছু কিছু অন্যায় খরচ, অযৌক্তিক খরচ এর মধ্যে দেখছি। এ

আর রিপিট করছি না। আর হিসাব দেখাবার সময় আমার নাই। সেটা হচ্ছে রাজ্যপালের উপর, তাঁর হাউসহোল্ডিংএর ব্যয় ও অন্যান্য বাবদ খরচ নিয়ে যে টাকাটা ব্যয় করেন, আমি জিজ্ঞাসা করি এই কথা—এই দেশে, এত গরিব দেশে, এই খরচটা কি করা উচিত? তিনি কোন একটা ফ্ল্যাটএ যেতে পারেন, একটা বড় ফ্ল্যাট দেখে নিয়ে সেখানে যেতে পারেন; গরিব দেশে এত আড়ম্বর করে থাকা উচিত নয়। এটা আমরা নিশ্চয়ই বলব। তার পরে এখানে যা দেখছি—এটারও মানে বুঝছি না। এই যে—সার্টেন ইমলিউমেন্টস ১৯৫৫-৫৬ সালে যেখানে ৬ হাজার এই ইমলিউমেন্টএর বাবদ লেখা আছে, কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সালে আমরা দেখছি ২৬ হাজার টাকা। এটা কেন বেড়ে গেল জানবার প্রয়োজন আছে এবং এটা অন্যায় বলেই আমরা মনে করি।

তারপর এখানে কমিশনারের হিসেবে উনি দেখিয়েছেন—৩ হাজার টাকা করে দুজনে মাইনে পান। ঐ টাকাটা ভাগ বাঁটোয়ারা করে ৫০০ লোকের ভিতর দিলে মাথাপিছু ১ টাকা বা ১৵০ করে হবে। এই এতগুলি টাকা একটা দুটো অনাবশ্যক পদের জন্য ব্যয় করা—এতে করে একটা ডিমরালাইজেশন সমস্ত জাতির মধ্যে এসে যাচ্ছে। যেখানে এক এক-জন ওয়ার্কার ৫০/৬০/৭০ টাকা মাইনে পায় উনি সেখানে ৩ হাজার টাকা মাইনে দিচ্ছেন একজন লোককে—এতে মনে হয় আমাদের দেশের লোকের মধ্যে মোর‍্যাল ডিপ্রেশন আনে। সাধারণ লোক মনে উৎসাহ পায় না—কোন নেশন-বিল্ডিংএর কাজ, গঠনমূলক কাজ করতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে। সরকারী মাইনের ক্ষেত্রে এতটা তারতম্য থাকা উচিত নয়। ও'রা এক জায়গায় যদি খরচ নামিয়ে নিতে পারেন, তাহলে বিভিন্ন দিকে ও'দের দৃষ্টি পড়তে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় অনেক এক্‌জাম্পল দিয়েছেন, সব আমার এখন দেখাবার সময় নেই; কিন্তু এইটে জিজ্ঞাসা করি—কিভাবে উনি খরচ কমাচ্ছেন? এবং কত কমিয়েছেন? কোন কোন জায়গায় নিশ্চয়ই কমানো যায়, যেমন অনর্থক টুরে যাওয়া। টুরে গিয়ে পলিটিক্যাল প্রপাগান্ডা করা হয়। কাজকর্ম নেই মন্ত্রীদের তাই এটা করেন! মটরকার এ্যালাওয়েন্স যেগুলি দিয়েছেন এ নিশ্চয়ই কমানো যায়। তারপরে বলেছেন 'ক্রিমিনাল কেসেস যাতে তাড়াতাড়ি করা যায় তার সম্বন্ধে সব কিছু বলার আমার সময় নাই, অন্যান্য বক্তারা বলবেন। কিন্তু একটা উদাহরণ দিই। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে ট্রামভাড়া এক পয়সা বাড়ানো নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছিল, সেই সম্পর্কে যে কেস করা হয়, তিন উইক আগে সেই কেসের ডিসিশন হয়েছে। এইভাবে সমস্ত ক্রিমন্যাল কেসগুলি হয়। আমরা জানি না, এখান থেকে অর্ডার গেলে কিভাবে কি পরিচালনা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের ধারণা সিস্টেমএর কোন পরিবর্তন হয় নি। যদি কোন পরিবর্তন হয়ে থাকে হাই কোর্টএর কেসএ বা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টএর কেসএ ক্রিমিনাল কোর্টএর বাঁধিতে আমার মনে হয় না পরিবর্তন হয়েছে। যদি আমার ভুল হয় আমি উইথড্র করব। উনি বলেছেন—কমিশনারএর থ্রুতে অর্ডার পাঠান অফিসারদের কাছে তাইতে দেরী হয়। এটা কি কারণ হল? উনি বলেছেন—আগেকার দিনে ও'রাও অপোজ করতেন এই বিষয়ে। আমরা বলি, এখনও অপোজ করুন। ঐ দু' জন কমিশনারকে উঠিয়ে দিন, যাদের জন্য এত টাকা খরচ হয়।

তারপরে সিভিল সেক্রেটারিয়েটএ, যদিও অল্পসংখ্যক সিক্রেট সার্ভিসএ ৫০০ টাকা। বলবেন কি খুলে কিসের জন্য সিভিল সেক্রেটারিয়েটএ সিক্রেট সার্ভিস রাখতে হবে এবং তার জন্য খরচ করতে হবে—এটার রহস্য বুঝিয়ে দেবেন কি? তারপরে অ্যালাওয়েন্সেস, অনোরারিয়া, আদার কন্টিনজেন্সিজ প্রভৃতিতে ১৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। এত টাকা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক বিভাগেই আবার অনোরারিয়া, অ্যালাওয়েন্সেস ইত্যাদির জন্য খরচ কেন? তা ছাড়া আরও অনেক রয়েছে—আমি ডিটেইল এখন বার করতে পারছি নে। তারপরে আর একটা অনর্থক খরচ দুই বুকএ দেখছি সোস্যাল ওয়েলফেয়ারএর বাবদ—হোম ডিপার্টমেন্টএ যেটা আগে

ছিল ৩১ হাজার এবারে হচ্ছে ৯৫ হাজার টাকা। কি কারণে এতটা বাড়ল? কি সোস্যাল ওয়েলফেয়ার করবেন তা যদি আমাদের না জানান তাহলে আমরা বলব—এ অযৌক্তিক খরচ। তেমনি করে

office of the Movement Sponsoring Authority and Political Liaison Officer

এটার জন্য খরচ হচ্ছে ৫৩ হাজার টাকা; এই অফিসারএর কাজটা কি? কেন তাঁকে রাখা হয়েছে? এরকম একটা প্যারাফার্নেলিয়া কেন—আমরা জানতে চাই। এইভাবে আমরা দেখছি যে, ডেভেলপমেন্টএ ৬৬ হাজার টাকা খরচ বেড়েছে। তা ছাড়া প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে আলাদা আলাদা এই দরুন খরচ হচ্ছে। কাজেই এইসকল হিসেবের খরচগুলি বাড়তি হিসেব বলে মনে হয়, যেখানে খরচের দরকার নেই সেখানে খরচ করা। সেইজন্য আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট থেকে যদি নেতৃত্ব দেন খরচ কমাবার ব্যাপারে, যদি একটা ডিপার্টমেন্টএ আরম্ভ করেন, তা হলে, আমরা জানি, যদি এইরকম কাজ করা হয়, সমস্ত বাংলাদেশময় তা হলে বহু কোটি টাকা বিভিন্ন খাতে কমাতে পারবেন এবং সেগুলি গঠনমূলক কাজে লাগাতে পারবেন। এই কথাগুলি আমি একটা বিশেষ বিষয়ে বলব। তার আগে আর একটা কথা না বলে পারছি নে। আমরা বলেছিলাম এতগুলি মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারী যখন প্রথম এ্যাপয়েন্টেড হয়েছিলেন, তখন এজন্য হন নাই যে, কাজের প্রয়োজন আছে বলে, এইজন্য হয়েছিলেন যে, তখন যে পার্টির মধ্যে উপদল আছে, চক্রান্ত আছে সেগুলিকে ঠিক রাখবার জন্য এবং পার্টি মেম্বারদের খুসি করতে হবে এইজন্য হয়েছিল। এজন্য নয় যে, ডেভেলপমেন্টএর কাজ আছে, বা আর কিছু কাজ আছে। আজও পর্যন্ত আমাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট নয় বা দেশের লোকের কাছে সুস্পষ্ট নয় যে, এইসব পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ও ডেপুটি মিনিস্টার কি কাজ করেন। কি কি স্পেশ্যাল জব তাঁদের আছে আমরা জানতে চাই। আমরা ছোট ছোট জিনিস থেকেই বুঝি। চিঠি গেলে তার উত্তর আসে না। পাবলিকের কাছ থেকে দরখাস্ত গেলে তার উত্তর নাই। মন্ত্রীরা বলেন আমরা নেশন-বিল্ডিং নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, অতএব উত্তর কি করে দেব? ডেপুটি মিনিস্টার কি এই করতে পারেন? পার্লামেন্টারি সেক্রেটারীও কি করতে পারেন? এমন কি আমরা চিঠি লিখলেও, ডাঃ রায়ের কথা আমি বলব না, তাঁর কাছ থেকে চিঠির জবাব আমরা পাই কয়েক দিনের মধ্যেই। কিন্তু আমি সত্যেনবাবুকে চিঠি লিখেছিলাম ৩।৪ মাস আগে, সামান্য একটা কেস নিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, তার কোন জবাব নাই। আমাদের কাছে লোকে এসে বলে, এবং এ বিষয়ে কমপ্লেন করে। আমরা বলি মহাশয়, আপনারা লিখুন না মন্ত্রীদের কাছে। তারা বলে লিখে কি হবে, আমাদের কোন চিঠি তাঁরা খুলে পড়েন বলে আমাদের ধারণা নাই, কারণ আমরা কোন চিঠির জবাব পাই না।

[7-45—7-55 p.m.]

বার বার চার বৎসর ধরে বলছি, আমাদের কোয়েশ্চেন ২।৩ বৎসরের পড়ে আছে, এবার অবশ্য খানিকটা বেশি উত্তর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনও বহু কোয়েশ্চেন পড়ে রয়েছে। তারপর দেখছি ইংলণ্ডও একটা গণতান্ত্রিক দেশ, সেখানেও দেখছি অবশ্য আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু এটা কর্তব্য বলেই বলতে হচ্ছে, কেন তাঁকে আপনারা কষ্ট দিচ্ছেন? তিনি যখন অসুস্থ, তখন তিনি সরে যেতে পারেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স, যিনি লেবার গভর্নমেন্টের একজন বড় মন্ত্রী ছিলেন শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি রিজাইন করে চলে গেলেন থাকতে পারলেন না। আর আমাদের এই শিক্ষামন্ত্রীকে কেন ওখানে বসিয়ে রেখেছেন যখন তিনি কোন কাজ করতে পারেন না। হয়ত বিধানবাবুর তিনি খুব প্রিয়, শ্রদ্ধাভাজন কিন্তু এতে ওঁর উপরই অন্যায় করা হচ্ছে। ওঁদের পক্ষে ত ১৭০ জন মেম্বার আছেন তার যে-কোন একজনকে এডুকেশন মিনিস্টার দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন! আমি বসে বসে ভাবছিলাম শ্রী জামান সাহেবকে এডুকেশন মিনিস্টার করে দিতে ত পারেন—তাতে কি অসুবিধা আছে!

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তাতে জনসাধারণের পক্ষে ভালই হবে।

Sj. Jyoti Basu:

আপনাদের মত জনসাধারণের ভালই হবে। তারপর শ্রীযুক্তা পূরবী মুখার্জি এই কিছুক্ষণ আগে শিক্ষা খাতের আলোচনার উত্তর দিতে গিয়ে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন—তাতে তাঁকেও করা চলতে পারে। তাতে কিছুই ক্ষতি হবে না। কারণ ও'দের ত' কিছু করতে হয় না। যখন নিজকে ডিফেন্ড করতে হয়—এবং সমর্থন করতে গিয়ে পথ খুঁজে পান না—তখন যা করার আছে—ঐ যাঁরা পিছনে বসে আছেন—তাঁরাই সমস্ত করেন। ঐসব ব্রিলিয়ান্ট সেক্রেটারিজ—আই সি এস অফিসারস—দু' হাজার আড়াই হাজার টাকা যাঁদের মাইনে, তাঁরাই সব করছেন ও করবেন। অনর্থক ও'কে এইভাবে কষ্ট দিচ্ছেন কেন—এবং জনসাধারণের টাকা এইভাবে নষ্ট করছেন কেন!

তারপর দু-একটা স্পেসিফিক ঘটনা আছে—সে সম্বন্ধে বলি। আমরা বার বার বলেছি—খাদ্যদপ্তরের কর্মচারীদের বিষয়ে। প্রফুল্লবাবু এখানে এখন নেই। মন্ত্রীমহাশয় উঠে বললেন—ওদের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যে হিসাব দিলেন তাতে দেখছি যে, ৭ হাজারের মধ্যে ৪,১২৬ জনকে সরকার বলেছেন সরকারী চাকুরিতে রাখবেন—কোথায় রাখবেন তা অবশ্য জানি না। কিন্তু যারা বাদ পড়ে গেল তাদের এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নি। অবশ্য প্রফুল্লবাবু বলেছেন—কাকেও ছাঁটাই করা হবে না। এই ৭ হাজার সারপ্লাস—তার মধ্যে ৪,১২৬ জনকে চাকরি দেবেন, বাকিগুলির বিষয় কোন কথাই বলেন নি। তাদের জন্য ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা উচিত। তারা ১০ বছর ধরে সার্ভিস করছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখনও কোন লোককে ছাঁটাই করা হয় নি।

Sj. Jyoti Basu:

৪,১২৬ জনের কথাই বলছেন বাকী লোকের কথা বলছেন না। এই সমস্ত টেম্পোরারি লোয়ার ডিভিসন এ্যাসিস্ট্যান্ট যারা পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর ভিতর দিয়ে আসে নি, তারা বড়িয় মেমোরান্ডাম আপনার কাছে দিয়েছে। তারা এই কথাই বলতে চায় যে, তারা ৩০০ এইরকম আছে যাদের মধ্যে ৯ জন এম-এ, ৮৪ জন গ্র্যাজুয়েট, ৯৯ জন ইন্টারমিডিয়েট এবং বাকি সব ম্যাট্রিক, তাদের ডিস্ট্রিক্টএ ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এখানে আইনের দোহাই দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এদের রাখবার কোন উপায় নেই। তাদের সঙ্গে টেম্পোরারি কন্ট্রাক্ট ছিল, সেখানে লেখা ছিল যে, তাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর ভিতর দিয়ে আসতে হবে। এটা অন্যায় কথা। এবং প্রথমে আমি এটা বিশ্বাস করি নি। যারা এতদিন ধরে সুষ্ঠুভাবে কাজ করে এসেছে তাদের কি করে শুধু এই রকম একটা টেকনিক্যালিটি ধরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেক ল' অফিসারও বলেছেন যে, এতে কোন অসুবিধা নেই। আমি লিগ্যাল ওপিনিয়ন নিয়ে দেখেছি যে, এই আইনটা না বদলিয়েও করা যায়। এটা আমার মনে হয়, দেখা দরকার এ কথাটা সত্য কি না। এই ২।৩ শত লোক যারা এতদিন ধরে কলিকাতায় বসবাস করে এই সেক্রেটারিয়েটএ চাকরি করে এসেছে, তাদের এখন বাইরে পাঠালে তারা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়বে তাদের পরিবার নিয়ে।

তারপর যা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে, করপোরেশনএর ইলেকশন সম্বন্ধে। স্পীকার মহাশয়, আপনাকেও বহুবার বলেছি কিন্তু তার জবাব পাই নি। জবাব আমরা চাইও না। করপোরেশনএর ইলেকশন হবার কথা ছিল এবার। কিন্তু হঠাৎ এক বৎসরের জন্য শেষ মুহূর্তে

পিছিয়ে দেওয়া হল। আমরা বার বার জানতে চেয়েছিলাম যে, কি কারণে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনি বলবেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলবেন যে, আইন আছে যাতে আমরা পিছিয়ে দিতে পারি এক বৎসরের জন্য। আইন থাকা সত্ত্বেও আমাদের এটা যখন গণতান্ত্রিক দেশ বলে বলা হয়, তখন জনসাধারণের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেটা দেখা দরকার। যদি কোন অসুবিধা থাকে তবে নিশ্চয়ই আইন অনুসারে পাস করবেন। কিন্তু যদি কোন পার্টির স্বার্থ থাকে, কংগ্রেসের যদি অসুবিধা হয়, সেই কারণে পিছিয়ে দেবেন এটা হতে পারে না। যে উদ্দেশ্যে আইন আছে সেইরকম কোন কারণ এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পার্টির অসুবিধা হবে এ ছাড়া আর কোন কারণ দেখতে পাই না। কারণ যেসমস্ত জায়গায় নির্বাচন হয়েছে, চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটিতে মার্জার হবার পর, কংগ্রেস দাঁড়াতে পারে নি, নতুবা হেরে যাচ্ছে।

Janab A. M. A. Zaman:

নর্থ ব্যারাকপুরএ কি হয়েছে?

Sj. Jyoti Basu:

আমার কথা হচ্ছে, এই করপোরেশন ইলেকশন, মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় আমাদের কাছে। কারণ সেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের অধিকার নেই। অথচ সেখানেও আমরা দেখছি যে, এমন কতকগুলি লোককে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে তবুও কংগ্রেস হেরে যাচ্ছে। আমার মনে হয় ওঁরা যখন দেখছেন যে, এই সময় হরতাল, স্ট্রাইক হচ্ছে, জনমত সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে সেইজন্য গভর্নমেন্ট ভীত হয়ে এটা পোস্টপোন করে দিয়েছেন এক বৎসরের জন্য। এখানে এই সরকার গণতন্ত্রের উপর আঘাত করে স্বেচ্ছাচারিতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশের লোকের মত না নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর কেবিনেটএর সঙ্গে আলোচনা করলেন ও কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে আলোচনা করে নূতন পরিকল্পনা দেশের সামনে এনে হাজির করছেন। অথচ তিনি দুই মাস পূর্বেই অন্য কথা বলেছিলেন, যেকথা সরকার তাঁর মেমোরান্ডামএ এস আর-সিকে বলেছিলেন একথা কি তিনি ভুলে গিয়েছেন? এটা কি গণতন্ত্রের কথা না স্বেচ্ছাচারিতার কথা? আপনাকে দুই-একটি জিনিস আমি পড়ে শুনাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় তিনি যে অবস্থায় এই করপোরেশনএর ইলেকশন পোস্টপোন করছেন এর জন্য তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী। তিনি যে মেমোরান্ডাম দিয়েছিলেন এস-আর-সির কাছে সেখানে যে কথা বলেছিলেন আর আজ একমাস পরে কি করে সমস্ত জিনিসটার পরিবর্তন করে এইটা জোর করে চাপাচ্ছেন? এই কি হচ্ছে ডেমোক্র্যাসী? তিনি বলে গিয়েছেন—

> "It is however important to recognise that unity of India is not the external unity based on dead colourless uniformity. The fundamental unity of India is one which co-exists with the superficial variety and diversity that is manifest in the languages of the races, cultures and traditions of its people."

আর এক জায়গায় বলেছেন—

> "Unless the representatives of the people speak the same language, live the same cultural life, move about in the same social environment and generally participate in the beliefs and attitudes of

the people whom they seek to represent, they can never correctly reflect their will. In this context language and culture are vital *factors which cannot be ignored in re-organising the States."*

এই কথা তিনি বলেছেন। আরও অনেক কথা আছে—ভাল ভাল কথা যা আর পড়তে চাই না। তারপর এই সমস্ত সংযুক্তির কথা বলে দেশকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন তিনি আর আমাদের খেসারৎ দিতে হচ্ছে- করপোরেশন ইলেকশন আমরা করতে পারব না। এই হচ্ছে গণতন্ত্র আমাদের দেশের মুখ্যমন্ত্রীর। আর একটা কথা বলতে চাই এই ব্যাপারে যে, তিনি গণতন্ত্রের উপর কিরকম আঘাত হেনেছেন। যখন সমস্ত জনসাধারণ তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছে, আর উপায় নেই তখন তিনি কাগজের এডিটর ও ওনার্সদের ডেকে পাঠান। এবং তাঁদের সঙ্গে বার বার মিটিং করেন। "অমৃতবাজার" এবং "হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড" পত্রিকার মালিকদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অনুনয়-বিনয় করে বলেন যে, এ ছাড়া কংগ্রেসকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই। সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে আপনারা কিছু লিখবেন না এবং অন্য পক্ষের পাবলিসিটি বন্ধ করুন বা কম করুন। এই সমস্ত কথা তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। এর ফল আমরা জানি ও দেখেছি যে, এই সব পত্রিকার মালিকরা সরকারের সঙ্গে এক হয়ে কিভাবে ডাক্তার রায়কে সাহায্য করবার জন্য চেষ্টা করছেন।

[7-55—8-3 p.m.]

কিন্তু এই কি গণতন্ত্র, এইভাবে কি দেশ চলবে? এইভাবে যদি দেশকে চালাতে যান তাহলে সরকারের সাথে সাথে জাতীয়তাবাদী পত্রিকা যাদের বলা হয় তাদের মর্যাদাহানি হয় এবং তাদের বেঁচে থাকবার উপায় বিশেষ কিছু নেই এই বাংলাদেশে যদি তারা সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবে এইভাবে সাহায্য এবং সমর্থন করেন। তারপরে আমি একথা বলি যে, ডাঃ রায় কোরাপসনের কথা বলেছেন। আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, স্পীকার মহাশয়, তিনি বড় বড় কথা বললেন যে, ১ লক্ষ লোককে নিয়ে যাদের ডিল করতে হয়, সেখানে দু-চারটা কোরাপসন থাকবে। একজন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের কোরাপসনের চার্জে হাইকোর্ট অবধি সাজা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, তাকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কেন ছেড়ে দিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি তার জেল হোল না কেন, তার কি বিচার করলেন তিনি তা জানতে চাই। ২৫০ টাকা ঘুষ নেবার চার্জ হয় একজন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের বিধানবাবু জানেন কারণ তিনি তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি এই জিনিস এই একজাম্পল যদি আপনারা দেশের সামনে রাখেন, তা হলে অন্য মানুষকে আপনারা কি বলবেন? মোরেলের কথা আপনি বলেন, কিন্তু এর রাজা হয়ে আপনি বসে আছেন। কোরাপসনের কথা আপনি বলছেন, সেসমস্ত কোরাপসনের রাজা হচ্ছেন বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। আপনার নিজের কোম্পানী আছে, বেনামে চলে, সেখানে আপনি তাদের বিজনেস যোগাড় করে দেন, তা আমরা জানি না? আপনি মুখ্যমন্ত্রী হবার পর সেই সমস্ত জিনিস বেনামীতে চলছে। আপনি বলছেন কোরাপসনের কথা। যেমন বিড়লার ট্যাক্স ইভেসনের ব্যাপারে একটা কমিশন বসেছিল, তা এখন আর নেই —আমরা জানি রাইটার্স বিল্ডিংসএ একদিন রবিবারে বিড়লা গিয়ে সেখানে বিধানবাবুকে একথা বললেন, আপনার এগ্রিকালচারাল কলেজের জন্য ১০ লক্ষ টাকা আমি দেব। এইসব লোকের কাছ থেকে যদি টাকা আপনি নেন, যাঁরা প্রতিনিয়ত ট্যাক্স ফাঁকি দেন, তা হলে কি হবে? আপনি জানেন তাঁরা ট্যাক্স ফাঁকি দেন। কারণ, আপনিও একজন ব্যবসাদার। আপনি শুধু ডাক্তারই নন, আপনি একজন ব্যবসাদারও একথা আমরা জানি। এই জিনিস যদি হয় তাহলে আপনি বলবেন বিড়লা মন্দির করবেন—কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দেবার পর ১০ লক্ষ টাকা তারা ছুঁড়ে ফেলে দেবে একথা আমরা জানি। তারপর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং আপনার সঙ্গে তার ব্যবস্থা হবে যাতে করে তার উপর অন্ততঃ পুলিশের নজর না পড়ে একথা আমরা জানি। কাজেই কোরাপসনের কথা বড় গলায় আপনি অন্ততঃ বলবেন না। ১ লক্ষ কর্মচারীর বিষয়ে আপনি বলবেন না দয়া করে, এটা আপনার কাছে অনুরোধ।

তারপরে আমি বলি যে, সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান তার পাবলিসিটিতে ৭ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। গণতান্ত্রিক অনেক কথা আপনি বললেন। কিসে খরচ করছেন? খোল কর্তাল নিয়ে গান করতে করতে যাবেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মহিমা কীর্তনের জন্য?

আমরা জানলাম না যে, বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কি। বারে বারে আমরা বলেছি, উত্তরপ্রদেশে আলোচনা হয়েছে, অন্ধ্রে আলোচনা হয়েছে, আরও অন্যান্য জায়গায় আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে এ সম্পর্কে কোনরকম আলোচনা করলেন না, ৭ লক্ষ টাকা এক বছরে ব্যয় করছেন খোল কর্তাল নিয়ে এর মহিমা কীর্তনের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে। এইভাবে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা জাগানো যাবে না, একথা আমি ও'কে আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি।

তারপরে আমরা দেখছি যে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর বারে বারে আপনি আঘাত দিচ্ছেন; খরচ কমাতে চাচ্ছেন, তা হলে মিথ্যা কেসগুলো কেন বন্ধ করেন না? কৃষকদের বিরুদ্ধে, মজুরদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কেস হচ্ছে, এই রকম যদি দু'-চারটা কেস মালিকের বিরুদ্ধে আপনারা করতেন, যদি বড়লোকের বিরুদ্ধে আপনারা করতেন, তা হলে দেশে শান্তি বজায় থাকত একথা আমরা জানি, কিন্তু তা ত' আপনি করেন না। যখন নূতন ধান উঠে তখন গাঁয়ে গাঁয়ে আমরা দেখি আপনার পুলিশ গিয়ে হামলা করে কৃষকদের উপর, ১০৭ ধারায় মামলা করে, সমস্ত বাংলাদেশময় তারা এটা করে। তারপরে বলেন যে, খরচ বেড়ে গেছে, অর্ডার দিয়েছি কম দিনে যাতে কেস নিষ্পত্তি হয়। মিথ্যা কেসগুলো বন্ধ করুন। সত্য যদি কেস হয় নিশ্চয়ই চালাবেন। তারপর অনর্থক টাকা খরচ করেন, লোককে প্রিভেণ্টিভ ডিটেনশন এ্যাক্টএ, নিবর্তনমূলক আটক আইনে বিনা বিচারে আপনি আটক করেন। কিসের জন্য, তার চার্জ কি? চা-বাগানে চায়ের মজুরদের আটক করলেন, পোর্টে গোলমাল করলো, আটক করে দিলেন, কোন প্রমাণ নেই।। আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির প্রভিন্সিয়াল কমিটির সীতারাম সিংকে আটক করলেন যে, সে একজনকে মারপিট করবার জন্য বলেছিল। মারপিট করবার জন্য বলেছিল, এই যদি প্রমাণ থাকে, তাহলে যদি আপনাদের সাহস থাকে ত কেস করুন। আমি বলছি দু দিনের মধ্যে সে খালাস পাবে। যদি সাহস থাকে, কেস করুন, কিন্তু আপনি তা করবেন না, আপনি জানেন আপনার হাতিয়ার আছে আপনার হাতে। এই সমস্ত জজেরা পর্দার আড়ালে বসে কি রকম জুজুরি করেন, কি রকম সুবিচার করেন তা আমরা জানি, কাজেই এসব কথা বলে ভুলাবেন না। কিন্তু আমি বলি, সিভিল লিবার্টির এই অবস্থা। কারখানার মালিকেরা গুণ্ডা পুষছেন, আপনার পুলিশ জানে, আপনি জানেন না? পুলিশের প্রধান হয়ে নিশ্চয় আপনি জানেন। কেশরামের কথা আপনি জানেন না? নিমাই মিত্রের কথা আপনি জানেন না যাকে খুন করেছিল হাওড়াতে? ব্যারাকপুর অঞ্চলে সেই সমস্ত জায়গায় কারখানায় মালিকের গুণ্ডারা কি করে তা আপনার জানা নেই, সমস্তই আপনাদের জানা আছে। তা সত্ত্বেও আমি বলছি যে আপনারাই প্ল্যান করছেন। এটা ছোটখাট পুলিশ অফিসারের কথা নয়। তাঁরা জানেন যে মন্ত্রীরা কি চান, তাঁরা জানেন যে তাঁদের চালাতে হবে কিভাবে, কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়নকে ধ্বংস করতে হবে যে ট্রেড ইউনিয়নে হয়ত আমরা অপোজিসন মেম্বাররা আছি তাঁরা জানেন কি করে তাকে ধ্বংস করতে হবে। এই হচ্ছে সিভিল লিবার্টি এইভাবে রাজত্ব চলছে এবং আপনি বলছেন বাংলাকে ভালবাসি, বাঙ্গালী আমি, বাংলাকে ভালবাসি না? এইসব বড় বড় কথা আমরা শুনতে চাই না। আমরা দেখছি, সমস্ত দিক থেকে আপনারা দেশকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। দেশের ছেলেদের চরিত্র কোথা থেকে তৈরি হবে? আপনারা আগে চরিত্র দেখান তারপরে বড় বড় কথা বলবেন। আমরা জানি পরে বলব, আপনারা কি রকম ফেবার করেন বেনী ট্যাক্সি কাকে কাকে দিয়েছেন আমরা জানি। দু'-চারটা কেস আছে আমার কাছে, পরে আমি বলব, এখন আর সময় নেই। সেখানে দেখবেন যে এতে মন্ত্রীরা জড়িত আছেন, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জড়িত আছেন। আমি জানি যে একজন মহিলা একটা জিনিসের উপর লিখে দিলেন, "এটা করে দিও", বিধানবাবু সেটা করে দিলেন। এইসব জিনিস চলে আমরা জানি। কিন্তু আমি বলি, এগুলো ত লুকানো থাকে না, এগুলি যে সবাই গল্প করে, সবাই জানে। কাজেই দেশের মধ্যে, দেশের মোরাল আপলিফ্টমেন্ট কি করে হবে? শুধু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা আপনারা বলুন, আর সংযুক্তিকরণের কথা বলুন, তাতে কিছুই হবে না। কাজেই আমার অনুরোধ আপনাদের কাছে এই যে, দেশকে সর্বনাশের পথে আপনারা নিয়ে যাবেন না। এটাই আমার জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপর সবচেয়ে বড় কথা, সবচেয়ে বড় অনুরোধ আপনাদের কাছে।

Mr. Speaker: We are one hour behind the scheduled time. So, I would request members to avoid guillotine on the last day.

The House stands adjourned till 2-30 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 8-3 p.m. till 2-30 p.m. on Friday, the 9th March, 1956, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 9th March, 1956, at 2-30 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 195 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[2-30—2-40 p.m.]

Erection of a memorial for poet Kashiram Das

***90. Sj. Subodh Choudhury:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

(*a*) if it is a fact that the inhabitants of the village Singhee, police-station Katwa, district Burdwan, have submitted several representations to the Government praying for erection of a suitable memorial for poet Kashiran Das (translator of the Mahabharata); and

(*b*) if so, what action the Government propose to take on these representations?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay (on behalf of the Minister for Education, the Hon'ble Pannalal Bose): (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Sj. Canesh Chosh: What steps do the Government on its own initiative want to take to preserve the memory of Kashiram Das?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We have not thought over this matter. If there is a demand for it we shall certainly consider this question.

Sj. Jyoti Basu: Of course, Shri Pannalal Bose is not here—that is the difficulty—but whether enquiries were made in the department whether such a petition had been received, because we are aware that a petition was sent.

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

এরকম পিটিশন শুধু এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএ নয়, এমন কি ওয়ার্ক্স অ্যান্ড বিল্ডিংস ডিপার্টমেন্ট—তারা ইরেকশন করে ব'লে সেখানেও খবর নিয়েছি, এরকম পিটিশন আসে নি।

Payment of compensation for the lands acquired for Burdwan-Arambagh Road

***91. Sj. Narendra Nath Chosh:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Works and Buildings Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বর্ধমান-আরামবাগ রোডের আরামবাগ প্রান্তের পরিবর্ধন (extension) সময়ে যে-সমস্ত লোকের জমি বা বাস্তুর উপর দিয়া রাস্তা গিয়াছে তাহারা ক্ষতিপূরণের টাকা এখনও পায় নাই; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হয়, মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কতদিনে তাহারা ক্ষতিপূরণ পাইবে,

(২) ক্ষতিপূরণ পাইতে বিলম্বের কারণ কি, এবং

(৩) ক্ষতিপূরণ পাইবে কিনা বা না পাইলে, তাহার কারণ কি?

The Minister for Works and Buildings (The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta):

(ক) হ্যাঁ।

(খ)(১) ও (৩) যথাসম্ভব শীঘ্রই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

(২) ১৯৪৮ সালের ২নং আইনবলে এইসব জমি দখল করিয়া ক্ষতিপূরণের প্রাক্‌কলন প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী একটি প্রাক্‌কলন মঞ্জুর করাও হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত আইনটি সংশোধিত হওয়ায় মঞ্জুরীকৃত প্রাক্‌কলনেরও সংশোধন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এইজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বিলম্ব হইতেছে।

Sj. Narendra Nath Ghosh:

জমি বা বাস্তু কতদিন পূর্বে দখল করা হয়েছিল?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

১৯৫৩ সালে।

Sj. Jnanendra Kumar Chowdhury:

'প্রাককলন' শব্দের মানে কি?

Mr. Speaker: Estimate.

Sj. Narendra Nath Ghosh:

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পূর্বে তারা কি ক্ষতিপূরণের টাকা পাবে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

অলরেডি সেই টাকা ঠিক হয়ে গেছে; টাকা মঞ্জুর হয়ে গেছে, হয়তো এতদিনে পেয়ে গেছে; যদি না পেয়ে থাকে তো শীঘ্রই পাবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি যে, ক্ষতিপূরণের টাকা না দেওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে যে সহযোগিতা পাওয়া যায় তা না পেয়ে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়?

Mr. Speaker:

ওটা তো জেনারেল কোয়েশ্চেন।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

যাদের জমি নেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না ব'লে......

Mr. Speaker:

উনি তো বললেন, অর্ধেক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, যদি না পেয়ে থাকে তো শীঘ্রই পাবে।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

তার তো হাফ পোরশন অলরেডি স্যাংশন হয়েছে, পেমেন্ট হয়তো হয়ে গেছে। আর হাফ পোরশনএর এস্টিমেটও রেডি হয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব পাবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

উনি তো বলেছেন যত শীঘ্র সম্ভব হবে, কিন্তু একটা সময় দিতে পারেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: With regard to payment of compensation the procedure we follow is, first of all we must find out who are the exact owners; secondly, what is the proportion to which they are entitled. Then an estimate is given and allotment is made by the Collector. The Collector has to be personally responsible for the payment. Naturally he has got to find out from the title deeds as to exactly who are the owners who are to receive compensation. That makes a little delay. I understand that those persons whose lands were taken suffered very badly, but we are trying to expedite as much as possible. We have appointed a Special Officer also for that, but it takes a little time. I cannot help.

Sj. Narendra Nath Ghosh:

১৯৫৩ সালে নিয়েছেন বলছেন; যাদের বাস্তু নিয়েছেন তারা ১৯৫৬ সালেও যদি টাকা না পায় তাদের যে কি ভয়ানক কষ্ট হয় তা বুঝতে পারছেন কি?

[No reply.]

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

যেসমস্ত বাস্তু বা জমি নেওয়া হয়েছে, তার জন্য পুরাতন খাজনা কি সরকার আদায় করছেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

ডাঃ রায় একটু আগে বললেন যে, ক্ষতিপূরণ দিতে দেরি হ[illegible] লোকের যে অসুবিধা হচ্ছে তা স্বীকার করেছেন। এমনও কেস আছে যেখানে সমস্ত জমি চলে গেছে সেখানে হয়তো অর্ধেক ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন, তাতেই যদি অনেক বছর সময় লাগে তা হলে আর বাকি অর্ধেক দিতে কতদিন লাগবে তা বোঝা যাচ্ছে না। যদি স্পেশাল অফিসার অ্যাপয়েণ্ট করেছেন যাদের সমস্ত, একটুমাত্র জমি চলে গেছে [illegible] অন্যান্য [illegible] বাসের ব্যবস্থা না হওয়ার কথা স্মরণ রেখে ইমিডিয়েটলি [illegible] কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আমি আগেই বলেছি রেকারিং কম্পেনসেশন দেওয়া হবে, কারণ ল্যাণ্ড আমরা দখল করলেও অ্যাকুইজিশন কমপ্লিট হয় নি; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কমপ্লিট না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত রেকারিং কম্পেনসেশন পাবে, অর্থাৎ এই ল্যাণ্ডে যে ফসল হবে সেই ফসলের উৎপাদন অনুসারে তারা কম্পেনসেশন পাবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি যেটা বলছেন, রেকারিং কম্পেনসেশন পায়, বাস্তবে সেটা সত্য নয়; এ সম্বন্ধে আপনারা আর একবার তদন্ত করবেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনি যেটা বলছেন সেটা সত্য নয়।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমি জানি বলেই এখনও অনুরোধ করছি। এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি এটুকু বলতে পারি, যদি কোন ডিফিকাল্টি কোথাও কিছু হয়, বিশেষ কষ্ট হয় তা হলে আমাদের জানালে আমরা তা দূর করতে চেষ্টা করব।

Sj. Madan Mohan Khan:

যেসমস্ত লোকের জমি এবং ঘর নেওয়া হয়েছে, সরকার কি তার বদলে তাদের জমি এবং ঘরের ব্যবস্থা করেছেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমরা ত্রিশ লক্ষ রিফিউজীকে দিতে পারছি না, আর ওদের দেব কোথা থেকে?

Dr. Jatish Ghosh:

রেকারিং কম্পেনসেশনএর কথা যে বলেছেন, সেটা ল্যান্ডএর জন্য, না ওদের বসতির জন্য?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

ল্যান্ডএর জন্য।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Discharge notice on some primary school teachers of Midnapore District School Board

43. Sj. Kanai Lal Bhowmick: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলা স্কুল বোর্ড কতকগুলি প্রাথমিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনিয়া তাঁহাদের উপর নোটিস জারি করিয়াছেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহা হইলে মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি,

(২) কতজনের উপর এই নোটিস জারি করা হইয়াছে,

(৩) তাঁহাদের নাম কি,

(৪) এই সমস্ত অভিযোগের কোন তদন্ত হইয়াছে কিনা,

(৫) অভিযুক্তদের বেতনের বিল আটক করিয়া রাখা হইয়াছে কিনা,

(৬) রাখা হইলে, তাহার কারণ কি,

(৭) কতজনের বিল এ-পর্যন্ত আটক রাখা হইয়াছে,

(৮) তাঁহাদের নাম কি, এবং

(৯) কতদিনের মধ্যে এই শিক্ষকদের বিল দেওয়া সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে?

The Minister-in-charge of the Education Department (The Hon'ble Pannalal Bose):

(ক) ও (খ)(৪) হ্যাঁ।

(খ)(১) নিজ নিজ কর্তব্য কার্য অবহেলাপূর্বক সরকারবিরোধী কার্যকলাপে রত থাকা।

(২) ১১ জন।

(৩) একটি তালিকা লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

(৫) হইতে (৮) তদন্তের পর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রাণা নামে একজন শিক্ষক দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাঁহাকে জানান হইয়াছে যে, তাঁহার চাকুরী থাকিবে না। এই শিক্ষক ব্যতীত আর কোন শিক্ষকের বিল আটক নাই।

(৯) এ প্রশ্ন উঠে না।

[2-40—2-50 p.m.]

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল, কোন্ সালে আনা হয়েছিল এবং কবে বিচার হয়েছিল বলবেন কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

১৯৫১ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং তদন্ত তখন থেকেই শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত একজন শিক্ষকের চাকরি যায়। তদন্ত করতে অধিক সময় লাগে নি। বাদবাকি সব ১৯৫৩ সালে শেষ হয়ে গিয়েছে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

তদন্ত করেছিল কে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তদন্ত করেছিলেন ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

যাদের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করা হয়েছিল তাদের জানানো হয়েছিল কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

জানানো হয়েছিল।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তাদের লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল এবং তারা উত্তরও দেয় লিখিতভাবে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

৯১ জনকেই লিখিতভাবে দিয়েছিলেন?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

৯১ জনই দিয়েছিলেন।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রাণার চাকরি গেল, এর বিচার ম্যাজিস্ট্রেটএর সামনে হয়েছিল কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

হ্যাঁ, ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই করেছিলেন।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

ম্যাজিস্ট্রেটএর হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তিনি এর বিচার ক'রে আমাদের বলেছেন যে, একে রাখা উচিত নয়।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

সুরেন্দ্রনাথ রাণার বিরুদ্ধে কোন্‌ সালে বিচারের ফয়সলা হয়েছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

শেষ হয়েছে ১৯৫৪ সালে।

Sj. Saroj Roy:

সুরেন্দ্রনাথ রাণা সরকার-বিরোধী কি ধরনের কার্যকলাপ করেছিল, জানাবেন কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তা বলা যায় না।

Sj. Saroj Roy:

সরকার-বিরোধী কার্যকলাপ অনেক মন্ত্রীরাও ক'রে থাকেন, তাদের সম্পর্কে বিচারের বন্দোবস্ত করবেন কি?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Sudhir Chandra Das:

এখানে (খ)(১)এ উত্তর দিয়েছেন, "নিজ নিজ কর্তব্যকার্য অবহেলাপূর্বক সরকার-বিরোধী কার্যকলাপে রত থাকা",—এখানে সরকার-বিরোধী কি কি কার্যে রত ছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

আগেই বলেছি তা বলা যায় না।

Sj. Sudhir Chandra Das:

কেন বলা যায় না?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay: For Public Interest.

Sj. Cangapada Kuar:

এই সুরেন্দ্রনাথ রাণাকে কোনদিন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তার চাকরি থাকবে না?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন্‌ তারিখে তা বলতে পারি না।

Sj. Cangapada Kuar:

যেদিন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই তারিখ পর্যন্ত তার পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

যতদিন চাকরি করেছিল ততদিনের পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে?

Sj. Balailal Das Mahapatra:

এই শিক্ষকরা কংগ্রেস-বিরোধী কাজ করেছিল? না, সরকার-বিরোধী কাজ করেছিল?

Mr. Speaker: That is not allowed.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

পাবলিক ইন্টারেস্ট বলতে আপনি পার্টি ইন্টারেস্ট বোঝেন কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

পাবলিক ইন্টারেস্ট বললে পার্টি ইন্টারেস্ট বুঝায় না।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই সুরেন্দ্রনাথ রাণা কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার ছিলেন ব'লেই কি এর চাকরি গেল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

এখানে বলাই হয়েছে যে, সরকার-বিরোধী কার্যে রত থাকার জন্য।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

১৯৫১ সালের ইলেকশনএর পর এইসব কেস করা হয়েছে। ১৯৫১ সালের আগে তাদের সরকার-বিরোধী কার্যকলাপের কোন রিপোর্ট আছে কিনা?

Mr. Speaker: That question does not arise out of this.

Sj. Balailal Das Mahapatra:

কোন্ কোন্ কাজকে সরকার-বিরোধী কার্য বলা যায়?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Natendra Nath Das:

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে বিচার হয়েছিল তাতে আমরা জানতে চাই যে, এদের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম ক'রে জুডিসিয়াল এনকোয়ারি ক'রে কোর্টে ট্রায়াল হয়েছিল কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

ডিপার্টমেন্টাল বিচার হয়েছিল।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয়া মন্ত্রিমহোদয়া একটু আগে বলেছেন, সরকার বিরোধী কার্যকলাপ যেটা পাবলিক ইন্টারেস্টএ বলা যায় না। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে তিন মাস স্কুলে হাজিরা ছিল না, সেটাকে কি সরকার বিরোধী কার্যকলাপ বলা হবে?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

এখানে বলা হয়েছে যে নিজ নিজ কার্যে অবহেলা ক'রে সরকার বিরোধী কার্যকলাপ করেছিল, তিন মাস হাজিরা না থাকার জন্য নয়।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

একথা কি সত্য যে মেদিনীপুরের স্কুল বোর্ডএর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে গেলে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

Mr. Speaker: That has nothing to do with this

Sj. Saroj Roy:

১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ গত ইলেকশনএর পূর্বে কোন প্রাইমারি টিচার সম্পর্কে সরকার বিরোধী কার্যকলাপের চার্জ আনা হয়েছিল কিনা?

Mr. Speaker: That is disallowed.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

তিনি বলেছেন যে সাধারণ প্রিন্সিপল হচ্ছে যে, যে এইরকমভাবে তিন মাস কাজে অবহেলা করে, তাদের চাকরি থাকে না। এই সাধারণ প্রিন্সিপল এখানে সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

হ্যাঁ।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

এখানে বলা হয়েছে, নিজ নিজ কার্যে অবহেলা ক'রে সরকার-বিরোধী কার্যে রত থাকে। কোন্ কোন্ অপরাধ করেছে সেটা না বললেও, কোন্ কোন্ কার্যকে সরকার-বিরোধী বলা হয়—সেটা বলবেন কি?

Mr. Speaker:

জবাব দেবেন না বলেছেন।

There cannot be unlimited supplementaries if sufficient information has been obtained. You have got more important subject, Budget discussion, before you.

Sj. Sudhir Chandra Das:

কতগুলি লোকের এই বিল আটক করা হয়েছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

বিল আটক করা হয়েছিল এবং বিচারের পর তাদের দিয়ে দেওয়া হয়।

Sj. Sudhir Chandra Das:

কতদিন বিল আটক করা হয়েছিল?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

বিচার করতে যে কয়েকদিন লেগেছিল।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

বহু স্পেশাল কেডারএর শিক্ষককে কংগ্রেসের কার্য করতে হবে, এইরকম ধরনের প্রতিশ্রুতি তাঁরা সরকারকে দিয়েছেন কিনা?

[No reply.]

Sj. Provash Chandra Roy:

এইরকম বহু স্পেশাল কেডারএর শিক্ষক এবং প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, তারা স্কুলের কাজ অবহেলা ক'রে কংগ্রেসের প্রচারকার্যে নিযুক্ত থাকে—একথা সত্য কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

এটা এর মধ্যে আসে না।

Sj. Provash Chandra Roy:

প্রাইমারি টিচারদের কংগ্রেস প্রচারকার্যে লাগানো হয় কিনা?

Mr. Speaker: That does not arise.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে ৯১ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সরকার-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র একজন শিক্ষকের চার্জ প্রমাণিত হয়েছে। এই যে বাকি শিক্ষকের বিরুদ্ধে অসত্য চার্জ করা হয়েছিল, এ সম্বন্ধে সরকার তদন্ত করবেন কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

এইসমস্ত প্রশ্নের গত সপ্তাহে আমি ডিটেল উত্তর দিয়েছি।

Mr. Speaker: An identical question has been answered.

Sj. Balailal Das Mahapatra:

সরকার-বিরোধী কার্যকলাপগুলি শিক্ষকদের অবগতির জন্য এবং স[illegible] অবগতির জন্য সরকার প্রচার করবেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ভেবে দেখা যাবে।

Sj. Saroj Roy:

আইনসভার ও স্কুলবোর্ডএর ইলেকশনএর সময় এইসব শিক্ষকরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং সেইজন্য এই কার্যকে সরকার-বিরোধী বলে গণ্য করা হবে কিনা?

Mr. Speaker: That question does not arise out of this.

Grants to Midnapore District Board

44. Sj. Gangapada Kuar: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government Department be pleased to state the total amount of Government grants received by the District Board, Midnapore, in the years 1952-53, 1953-54, 1954-55 and 1955-56?

The Minister-in-charge of the Local Self-Government Department (The Hon'ble Iswar Das Jalan):

Year.		Government grant. Rs.	a.	p.
1952-53	...	3,05,801	0	0
1953-54	... .	2,47,098	0	0
1954-55	. ..	2,81,284	0	0
1955-56 (up to 31-12-55)	... .	96,522	1	6

[2-50—3 p.m.]

Sj. Gangapada Kuar:

মেদিনীপুর জেলা স্কুলবোর্ডে প্রতি বৎসর যে সাহায্য দেওয়া হয়, সেই সাহায্যই কি দেওয়া হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Not according to requirement.

Sj. Gangapada Kuar:

তারপরে আর কি কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছিল ঐ মাসে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I have not collected information after that.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

সরকার যে টাকা দিয়েছেন, তা ঠিকমত খরচ হচ্ছে কিনা, তার কোন অডিট রিপোর্ট সরকার রাখেন কিনা?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: District Board's accounts are audited by the auditors and the report is published.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

অডিটারের যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের অনেক দুর্নীতির কথা বেরিয়েছে এটা কি সত্য?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I ask for notice.

Sj. Gangapada Kuar:

মেদিনীপুর জেলায় পর্যাপ্ত সরকারী সাহায্যের অভাবে বহু রাস্তাঘাট সংস্কার হ'তে পারছে না—এটা কি সত্য?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: That is the general position of all the district boards.

Sj. Sudhir Chandra Das:

এই যে ৩১-১২-৫৫এর হিসাব দিয়েছেন, এর পরে আরও কিছু টাকা কি মঞ্জুর করেছেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: *I have already answered that I have not collected information after the 31st December.*

Sj. Madan Mohan Khan:

আপনি বলেছেন গভর্নমেন্ট গ্রান্ট, এটা কি মোটর ভিহিকল্‌স, না রোড সেস বাবদে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: It is the education grant, dearness allowance, health and matters of that nature.

Sj. Madan Mohan Khan:

এ ছাড়া মোটর ভিহিকল্‌স অ্যান্ড রোড সেস আছে কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: The district boards do not get motor vehicles tax.

Sj. Madan Mohan Khan:

সিভিল সাপ্লাই থেকে যে টাকা দেয়, সেটা কি এর ভেতর ধরা হয়েছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: My information is that education, health and dearness allowance these come under this grant.

Cattle-purchase loan in Bankura district during 1955-56

45. Sj. Subodh Choudhury: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) বাঁকুড়া জেলার দুর্গত অঞ্চলগুলিতে এই বছরে (১৯৫৫) গো-ঋণ দিবার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা এবং থাকিলে কি পরিকল্পনা আছে; এবং

(খ) ইহা কি সত্য যে, বাঁকুড়া জেলায় বহু কৃষক অভাবের তাড়নায় গরু বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদিগকে গো-ঋণ দেওয়া হয় নাই?

The Minister-in-charge of the Agriculture and Animal Husbandry Department (The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed):

(ক) ১৯৫৫-৫৬ সালে ১,৮০,০০০ টাকা বলদ ক্রয় ঋণ দিবার পরিকল্পনা আছে। তন্মধ্যে ১,৪৬,২৫০ টাকা বিলি করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ৩৩,৭৫০ টাকা বিলি করা হইতেছে।

(খ) এরূপ কোন ঘটনার বিষয় সরকার অবগত নহেন।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

এই বলদ ক্রয় ঋণের জন্য আবেদনকারী কতজন ছিল?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: I want notice.

Sj. Rakhahari Chatterjee:

যত আবেদনকারী ছিলেন, তাঁদের সকলেই কি ঋণ পেয়েছেন?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

সকলে ঋণ পান নি, তবে সেখানে যারা পেয়েছেন তা জানতে চাইলে বলে দিতে পারি।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

এই যে বলদ ক্রয় ব্যাপারে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কত টাকা দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: The maximum is Rs. 300 and the minimum is Rs. 50.

Sj. Rakhahari Chatterjee:

তিনশো টাকা কোন অ্যাপ্লিক্যান্টকে কি দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

সে লিস্ট আমার কাছে নেই, যদি চান খোঁজ ক'রে দেব।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

৫০ টাকা যেটা মিনিমাম তাতে কি গরু পাওয়া যায়?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Rakhahari Chatterjee: That is not a matter of opinion. It is a question of facts. The Hon'ble Minister is in charge of Agriculture.

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

৫০ টাকায় তো পাওয়া যেতে পারে।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

৫০ টাকা একটা ছাগলের দাম, গরু কি ক'রে পাওয়া যাবে? একটা কৃষিযোগ্য বলদের দাম বাংলাদেশে কত?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: The price varies.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is expected that something they will collect and something will be given by Government. They should not wait for the whole thing to be given by Government.

Sj. Rakhahari Chatterjee:

সরকার কি মনে করেন যে গরু একজোড়া কিনতে যে টাকার দরকার সেই টাকা তাকে দেওয়া উচিত।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Difficulty arises in case he is paid a big sum and he is unable to pay.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই বলদ ক্রয়ের যে ঋণ দেওয়া হয়, সেটা কোন মাসে দেওয়া হয় চাষের আগে, না পরে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

যখন আবেদন আসে তখন রেকমেণ্ড করলে ইমিডিয়েটলি পাঠানো হয়। আফটার দি বাজেট ইউজুয়ালি এলটমেন্ট পাঠানো এবং সেটা মার্চ মাসে হয় এবং এরা সেপ্টেম্বর অক্টোবরে পায়।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

সরকার কি জানেন, সাধারণতঃ চাষের পর সেটা চাষীদের হাতে পৌঁছায়?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

তা আমার জানা নেই।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

ঋণের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা এবং ঋণ গ্রাণ্ট করা—এর মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

সেটা ভ্যারি করবে ডিস্ট্রিক্ট টু ডিস্ট্রিক্ট।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

উনি বললেন যে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে গরু কিনতে ঋণ দেওয়া হয়—তা হ'লে গরু কবে খরিদ করবে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

সেটা ডিপেন্ড করবে চাষীর উপর। আমি কি ক'রে বলব?

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

সরকার কি এটা দেখবেন যে, টাকা না দিয়ে গরু সাপ্লাই করতে পারেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

গরু নিয়ে বিক্রি ক'রে দেবে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

আপনি কি জানেন যে, বলদের টাকা সব পেটে যায়?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে যায়।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, চাষের সময়টা কখন?

Mr. Speaker: That question does not arise out of this.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে লোন দেওয়া হয়, সেটা য়্যাকচুয়াল চাষের মাস নয়, সেজন্যই বলছি চাষের সময় কোনটা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: In the flood-affected areas they are given loan in October for rabi crop.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে আমন ধান চাষের সময় কোনটা দয়া ক'রে জানাবেন কি?

Mr. Speaker: Do not try to cross-examine the Hon'ble Minister.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

একথা কি সত্য, বাংলাদেশে ধানের চাষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখন হয়, সেই চাষ উঠে যাবার পর এই ঋণ দেওয়া হয়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের পরে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে যখন চাষ করবে ততদিনে কিনে ফেলবে।

[3—3-10 p.m.]

Sj. Provash Chandra Roy:

কৃষকেরা যাতে চাষের আগে, চৈত্র-বৈশাখের মধ্যে কৃষিঋণ পায়, তার ব্যবস্থা করা হবে কি?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

যত শীঘ্র পেতে পারে তার চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশে তো বারোমাসই চাষের কাজ চলে।

X-Ray examination charges of private patients at State Hospitals in Calcutta and State-managed Hospitals outside Calcutta

46. Dr. Narayan Chandra Ray: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that State Hospitals in Calcutta charge private patients (non-hospital) Rs. 32 per film for skiagram of the chest, while State-managed Hospitals outside Calcutta charge only Rs. 8 for the same; and

(*b*) if so, the reasons for such difference of charges?

Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department (The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji)): (*a*) Yes, in Medical College and Nilratan Sircar only but in Sambhunath Pandit and Lady Dufferin the rate is Rs. 16 only. The Seth Sukhlal Karnani Memorial Hospital do not undertake private patients.

(*b*) Because patients in Calcutta get expert opinion of eminent Radiologists and are provided with better facilities not generally available to mofussil patients. Moreover, rates in mofussil have been kept low to afford wider opportunities to patients there.

The question of fixing rates of fees for X-Ray examination at State Hospitals is under re-examination of the Government.

Dr. Narayan Chandra Roy:

এই যে বলেছেন—

patients in Calcutta get expert opinion of eminent Radiologists and are provided with better facilities—

এই বেটার ফেসিলিটিস কি কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

যে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন যা ওঁরা পান সেইটাই।

Dr. Narayan Chandra Roy:

এই এক্সপার্ট ওপিনিয়নএর জন্য রেডিওলজিস্টরা কিছু পায় কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

হ্যাঁ, তার জন্য রেডিওলজিস্টরা কিছু পায় বৈকি।

Dr. Narayan Chandra Roy:

কত টাকা পান।

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তা বলতে পারি না।

Dr. Narayan Chandra Ray: "The question of fixing rates of fees is under re-examination". Is the re-examination finished?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Not yet, the whole question is being re-examined.

কারণ, এখন অনারারি রেডিওলজিস্ট এবং পেড রেডিওলজিস্ট রাখা হয়েছে। মফঃস্বলে যেমন রেডিওলজির জন্য তেমন কোন বন্দোবস্ত ছিল না। এই দুইএর মধ্যে একটা ইউনিফরমিটি আনবার জন্য এইসব ব্যবস্থা ক'রে করবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Dr. Narayan Chandra Roy:

ডিস্ট্রিক্টে যেগুলি তাঁরা করছেন, তাঁরা রেডিওলজিস্ট না রেডিওগ্রাফার—কোনটা?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

রেডিওলজিস্টএর কাজ মেকানিক্যাল পোরশন রেডিওলজিস্ট দিয়েই করানো হচ্ছে, কারণ রেডিওলজিস্টএর সংখ্যা অতিশয় কম।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

প্রত্যেক সদর হাসপাতালে এবং সাবডিভিশনাল হাসপাতালে রেডিওগ্রাফার এবং রেডিওলজিস্ট দুইই আছে কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

না, মফঃস্বলে একজন মেডিক্যাল অফিসারকে স্পেশাল ট্রেনিং দিয়ে রেডিওলজিস্ট অথবা রেডিওলজি জানেন এমন মেডিক্যাল অফিসারকে স্পেশাল ট্রেনিং দিয়ে রেডিওলজিস্টএর কাজ চালানো হয়।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

চন্দননগর হাসপাতালে যিনি আছেন, তিনি রেডিওলজিস্ট, না রেডিওগ্রাফার?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

চন্দননগর হাসপাতালটি সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। আমরা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা বিষয় ব্যবস্থা করছি। এখনও নতুন নিয়ম প্রবর্তন করা হয় নাই। ব্যবস্থাদি যা যা ছিল তাই এখনও বজায় রাখা হয়েছে।

Dr. Narayan Chandra Roy:

এই যে

question of fixing of the rates of fees

বিবেচনা করবেন বলছেন, তাতে কি মেডিকেল কলেজ ও নীলরতন সরকার হাসপাতালকে একই স্ট্যান্ডার্ডএ ফেলতে চান?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

ওটা রি এক্সামিনেশনএর পর বলতে পারব।

Dr. Narayan Chandra Roy:

এই যে এখানে বলেছেন—

Some do it at Rs. 16, one does not do it, and one does it at Rs. 32.

এর কোনটা ইউনিফর্ম করতে চান?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সমস্ত কিছুই ইউনিফর্ম করতে চেষ্টা করছি।

Sj. Canesh Chosh:

মেডিকেল কলেজেই হ'ক বা নীলরতন হাসপাতালেই হ'ক, প্রত্যেক প্রাইভেট পেসেন্ট ৩২ টাকা ফি দেবার পরে প্রয়োজনীয় খরচ বাদে কত টাকা বাঁচে? অর্থাৎ ডিফারেন্সটা কত?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সে হিসাব আমার কাছে নাই। তবে আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এই হাসপাতালে সরকারী কাজের চাপ এত বেশি যে, বাইরের লোকের রেডিওলজি করার অল্প সময়ই থাকে।

Sj. Canesh Chosh:

চাপ বেশি ব'লে কি ফি বেশি, না খরচ বেশি হয় ব'লে ফি বেশি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

বাইরে যখন এত বেশি রেডিওলজিস্ট রয়েছেন, তখন সেখানে যাতে রেডিওলজির জন্য না আসে বা আসবার এনকারেজমেন্ট না পায়, তার জন্য এত ফি রাখা রয়েছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

হাসপাতালেতে ভাল রেডিওলজিস্ট রয়েছে, এখানে সুযোগ কম দেওয়ার এ কোন্ নীতি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

বাইরেও অনেক ভাল ভাল রেডিওলজিস্ট রয়েছেন, অভাব নাই। সেখানেও স্পেশালিস্ট মত পাওয়া যেতে পারে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

নীলরতন সরকার হাসপাতালেও কাজের চাপ থাকে এই অবিশ্বাস্য ফি রাখবার কারণ কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সবটার জন্যই বিবেচনা করা হচ্ছে।

Sj. Biren Banerjee:

এই ফি কবে ধার্য হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

অনেক আগে।

Sj. Biren Banerjee:

তার মানে যুদ্ধের আগে কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তাই মনে হয়।

Sj. Biren Banerjee:

তা হলে কি এক্সামিনেশনে ফি বেড়ে যাবে কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সম্ভবত নহে; সব বিবেচনা না হওয়া পর্যন্ত সঠিক কিছু এখন বলা ঠিক হবে না।

Health Centres in Midnapore district

47. Sj. Kanai Lal Bhowmick: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state

(ক) মেদিনীপুর জেলায় কোন্ কোন্ ইউনিয়নে ইউনিয়ন হেল্‌থ্ সেন্টার রহিয়াছে এবং কোন্ কোন্ থানায় থানা হেল্‌থ্ সেন্টার রহিয়াছে;

(খ) ঐ জেলায় কোন্ কোন্ স্থানে কতজন লোক কত টাকা ও জমি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য দিয়াছেন,

(গ) এই সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈয়ারি হইয়াছে কিনা; এবং

(ঘ) মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার ৭নং ইউনিয়নে কোন হাসপাতাল অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈয়ারির পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

(ক) "ক" বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) ও (গ) "খ" বিবরণী এতৎসহ লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

(ঘ) এতৎসম্পর্কে সরকার এখনও জেলা কমিটির নিকট হইতে কোন প্রস্তাব পান নাই।

Statement "ক" referred to in reply to clause (ক) of unstarred question No. 47

মেদিনীপুর জেলায় স্থাপিত ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের নাম

(১) ক্ষীরপাই—থানা চন্দ্রকোণা।
(২) ভগবন্তপুর—থানা চন্দ্রকোণা।
(৩) বসনচোরা—থানা চন্দ্রকোণা।
(৪) রামজীবনপুর—থানা চন্দ্রকোণা।
(৫) জাড়া—থানা চন্দ্রকোণা।
(৬) বামনমারা—থানা ঝাড়গ্রাম।
(৭) লালগড়—থানা বিনপুর।
(৮) মনসুকা—থানা ঘাটাল।
(৯) মহিষোরা—থানা পাঁশকুড়া।
(১০) আমরালা—থানা গোপীবল্লভপুর।
(১১) পানিপারুল—থানা এগরা।
(১২) কুলটিকরী—থানা সাঁকরাইল।
(১৩) দেভোগ—থানা সুতাহাটা।
(১৪) মহম্মদপুর—থানা নন্দীগ্রাম।
(১৫) রাধাপুর—থানা ভগবানপুর।

মেদিনীপুর জেলায় স্থাপিত থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের নাম

(১) গড়বেতা।
(২) হিজলী (থানা খড়্গপুর)।
(৩) চন্দ্রকোণা।
(৪) এগরা।
(৫) নন্দীগ্রাম।
(৬) দাসপুর।
(৭) সাবং।

Dr. Jatish Ghosh:

ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, দুটো মিউনিসিপ্যালিটিতে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ক'রে নীতিগত যে আইন আছে, তা ভায়োলেট ক'রে ইউনিয়নএর লোকের অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে —তা মন্ত্রিমহাশয় জানেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

যখন স্থাপিত হয়েছিল তখন স্থানীয় কমিটি যা করেছিল, সেই নীতি গ্রহণ ক'রে সেই অনুযায়ী স্থাপিত হয়েছে।

Dr. Jatish Ghosh:

রামজীবনপুর, যেখানে সেন্টার হয়েছে, সেখান থেকে তিন মাইল দূরে চন্দ্রকোণা থানা সেন্টার। এজন্য অনেক অসুবিধা হচ্ছে। মন্ত্রিমহাশয় সেখানে নতুন ক'রে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করবেন কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

যদি প্রয়োজন হয় ও স্থানীয় কমিটি সুপারিশ করেন, তা হ'লে বিবেচনা ক'রে দেখা হবে।

Dr. Jatish Ghosh:

আমি সেই কমিটির মেম্বার, আমি জানাচ্ছি।

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আপনি ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বার জানালে তো হবে না। সমস্ত কমিটি যদি সুপারিশ করেন, তা হ'লে দেখব।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

ইউনিয়ন হেল্থ সেন্টার ও থানা হেল্থ সেন্টার স্থাপনে কোন প্রায়রিটি অনুসরণ করা হয় কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

কমিটি যেভাবে বলেন, সেইমত কেসটা বিবেচনা করা হয়।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

একথা কি মন্ত্রিমহাশয় জানেন যে, ১৯৫০ সালে প্রয়োজনীয় টাকা ও জমি সরকারকে দেওয়া সত্ত্বেও অনেক জায়গায় সেন্টার করা হচ্ছে না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তা হ'তে পারে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

তমলুক, ময়না, রামচন্দ্রপুরে টাকা ও জমি দেওয়া সত্ত্বেও সেখানে সেন্টার করা হচ্ছে না কেন?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সেখানে জমি নিয়ে গোলমাল ছিল, সম্প্রতি তা মিটে গেছে। জমিও খুব নিচু। এখন ইঞ্জিনিয়ারের মত নিয়ে উন্নতির ব্যবস্থা হচ্ছে। শীঘ্র হবে।

Dr. Jatish Ghosh:

ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে নার্স থাকে, তাদের জন্য কোয়ার্টার্স‌এর কোন ভাল ব্যবস্থা নাই—জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সব জায়গায়ই নার্সদের কোয়ার্টার আছে। তবে প্রথম যে কিছু কিছু বাড়ি তৈরি হয়েছিল, তা হয়তো জীর্ণ হয়ে গেছে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মেদিনীপুরে সমস্ত থানায় হেল্থ সেন্টার করবার পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

হবেই তা বলতে পারি না, তবে টাকা অনুযায়ী করা হবে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

থানা বা ইউনিয়ন সেন্টারএর জন্য যে টাকা ও জমি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তা কি বাধ্যতামূলক?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আমি তো বাজেট স্পীচএ বলেছি, ২৬৩টার মধ্যে ১০১টার জন্য কোন টাকা পাওয়া যায় নাই। তা সত্ত্বেও করেছি।

Sj. Sudhir Chandra Das:

১৫নং রাধাপুর ইউনিয়নে ভগবানপুর থানায় বড়বেড়িয়া কোন ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়েছে জানেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

যা লিস্টে আছে, তার চেয়ে বেশি জানা নাই। তবে বড়বেড়িয়ায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু আছে ব'লেই তো জানি।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Dhananjoy Kar:

মন্ত্রিমহাশয় এই (ক) প্রশ্নের উত্তরে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তাতে বলেছেন যে, আমরালা থানা গোপীবল্লভপুরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সেটা কি ঠিক আমরালাতেই হয়েছে, না অন্য কোথাও হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তা ঠিক বলতে পারি না। তবে আপনি প্রশ্নের নোটিস দিলে তথ্য সংগ্রহ ক'রে বলতে পারব ব'লে আশা করি।

Mr. Speaker: Questions over.

Sivaratri Day—question of postponing sitting

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I am again raising the question which Rakhahari Babu raised. Tomorrow is Sivaratri. We should not sit tomorrow. If we sit tomorrow, it will be interference with the rights of the Hindus. I would request you and the Hon'ble Chief Minister to see that we do not sit tomorrow. Everybody here is of opinion that we should not sit tomorrow—every officer, every orderly, everyone. You should be pleased somehow to manage your programme, but keep the House closed tomorrow. Some way must be found. I must press this upon you. Otherwise we will be seriously inconvenienced.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনাদের পূজো হবে ৬টা সন্ধ্যা বেলায়।

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

যাদের উপবাস কোরে কাকেও যেতে হবে বুড়োশিবতলায়, কাকেও ভূকৈলাসে, এইরকম। You should be pleased to arrange. It is a question of our right and privilege.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখনই ত আমাদের দু'বেলা বসতেই হচ্ছে, সকালে কাউন্সিল তারপর আবার এখানে; আমাদের কথাও ভাবা দরকার।

Sj. Tarapada Bandopadhyay: You cannot be allowed to trample on our sacred rights. You are always interfering with our religious rights. Why should you do that? You are doing, and the whole Assembly feel like that.

Sj. Jyoti Basu:

আমি বলছি, এটা একটু সিরিয়াসলি ভাবা দরকার। এই কারণেও যে, আমাদের চীফ মিনিস্টার আবার ব্রহ্মজ্ঞানী। সেইজন্য ওঁর পক্ষে এটা বোঝা মুস্কিল হ'তে পারে আপনারা যতই বলুন না কেন হিন্দু রাইটসএর কথা; হিন্দুদের 'রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট ও'র বোধগম্য হওয়ার নয়। উনি বুঝতেই পারবেন না যে, এতে তাদের সেন্টিমেন্টএর উপর আঘাত লাগবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি তো মশাই ব্রহ্মজ্ঞানী, আপনি কোন্ জ্ঞানী?

Sj. Sudhir Chandra Roy Chaudhuri:

স্যার! আপনি ছুটির ব্যবস্থাটি করুন; এটা চিরকাল হয়ে এসেছে এই এ্যাসেম্বলীতে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আগামী ২২এ তারিখে ইলেকশন আছে; তারপরে ২৬এ তারিখে ছুটি, আবার ৩০ ও ৩১এ তারিখেও ছুটি।

Sj. Sudhir Chandra Roy Chaudhuri:

সেগুলি আপনি সুবিধামত এ্যাডজাস্ট করবেন।

Mr. Speaker: It is not in my hands. It is always by consent. The programme is sent by the Government. You should not make as leader of an opposition party a wrong statement.

Sj. Rakhahari Chatterjee: I do not know why they should not agree to this. Government should see to the rights and privileges of all communities.

Mr. Speaker: The programme is in the hands of Government.

Now we will take up discussion on Demands.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: 25—General Administration.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

সভাপাল মহাশয়! সাধারণ শাসনখাতে বরাদ্দ ব্যয়ের অর্থ চাইতে গিয়ে আমাদের অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় কয়েকটি অদ্ভুত এবং উদ্ভট তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, এই খাতে খরচ কমের দিকে চলেছে। কিন্তু বাজেটে আমরা অন্য জিনিস দেখতে পাচ্ছি। আমাদের যিনি রাজ্যপাল, যাঁকে আমরা কখন কখন সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে শুনি, বা যাঁকে কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে বিবাহ বা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে দেখি, বা কোন নতুন থিয়েটার, সিনেমা বা দোকানের দ্বারোদ্ঘাটন বা ঐই রকম যাঁর কাজ, তাঁর হাউস-হোল্ডএর খরচ ১৯৫২-৫৩ সালে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ছিল; আর আগামী বৎসরে খরচ হবে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা— —

The Hon'ble Renuka Ray: Sir, can the Governor be criticised?

Mr. Speaker: I am here to see that.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

আর তাঁর সেক্রেটারিয়াল স্টাফএর জন্য ১৯৫২-৫৩ সালে ছিল ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা; তার স্থানে আগামী বৎসরে খরচ ধার্য হয়েছে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। সুতরাং সব দিকেই খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

তারপরে আমাদের যে ২৯ জন মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী, যাঁদের অনেকের অকর্মণ্যতা এবং অপদার্থতা সম্বন্ধে কারও কোন সন্দেহ নেই, তাঁদের মাহিনা বাবদ এবং তাঁদের পিছনে অন্যান্য অ্যালাউন্স বাবদ যা খরচ হয়, তাও বেড়ে যাচ্ছে। সেটা ১৯৫২-৫৩ সালে ছিল ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা, কিন্তু আগামী বৎসরের জন্য ধরা হয়েছে ১১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। সিভিল সেক্রেটারিয়েটের খরচ ৩৩ লক্ষ টাকা বেড়ে গিয়েছে। সেখানে ১৯৫২-৫৩ সালে খরচ হয়েছিল ৭৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা, আর আগামী বর্ষের জন্য ধার্য হয়েছে ১ কোটি ৯ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সমস্ত টাকাটাই যতদূর আমার জানা আছে, ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের পোষণের জন্যই বরাদ্দ হয়েছে, নিম্নস্তরের কর্মচারীদের সুখসুবিধার জন্য এই টাকার কিছু অংশ খরচ হবে না।

ডাক্তার রায় বলেছেন যে, তিনি একটা প্রশংসাপত্র পেয়েছেন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে যে, এই যে শাসনব্যবস্থা এটা মাথাভারী নয়। মাথাটা যে হালকা তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন যে, যারা অধস্তন কর্মচারী, তাদের সংখ্যা অনেক বেশি এবং স্বভাবতই সেজন্য খরচও বেশি। কিন্তু যাঁরা উপরে তাঁদের সংখ্যা কম এবং সেজন্য তাঁদের জন্য খরচও হয় কম। তিনি যে আমাদের কি বোঝাতে চান, তা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারেন নি। তাঁর কথায় ব্যাপারটা যদি উলটো হ'ত, অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সংখ্যা বেশি হ'ত, তা হ'লেই মাথাভারী হ'ত এইটা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন কিনা, জানি না। তবে মাথাভারী বলতে আমরা কি বুঝি সেটা তাঁকে জানিয়ে দিতে চাই; এবং আশা করি, তিনি উত্তরে সেটা বুঝিয়ে বলবেন। যেখানে প্রয়োজনের বাহিরে বেশি ক'রে ঊর্ধ্বতন কর্মচারী রাখা হয়, যেখানে তাদের যোগ্যতা অপেক্ষা বেশি ক'রে মাহিনা দেওয়া হয়, তাঁদের কাজ আছে কিনা, পেটে বিদ্যাবুদ্ধি আছে কিনা বা তাঁদের চাকুরি করার বয়স আছে কিনা এসব না দেখে অন্য জায়গা থেকে ধ'রে এনে আর এক জায়গায় সকলের উপর জোর ক'রে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং যেখানে

তাঁদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বেশি খরচ চাওয়া হয় সরকার থেকে,* তাকেই বলা হয় মাথাভারী শাসন। আমরা জানলে খুশি হব যে, তিনি কোথায় একটা দিয়ে পাঁচটা বড় অফিসারের কাজ চালাচ্ছেন। বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে একটা ছিল সেখানে বন্ধুপ্রীতিই বলুন, স্বজন-পোষণই বলুন, একটার জায়গায় পাঁচটা অফিসার নিযুক্ত করেছেন।

[3-20—3-30 p.m.]

যে অফিসাররা অবসর গ্রহণ করেছেন বা অপটু বা অকর্মণ্য, এমন বহু অফিসারকে ধ'রে ধ'রে এনে সকলের মাথার উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা কাজ করতে চায়, ছোট থেকে বড় হ'তে চায়, এমত অবস্থায় তাদের খাটবার ইচ্ছা থাকবে কেন? যদি তারা জানে যে, তাদের চাকুরিজীবনে কোন আশা নেই, তাদের মাহিনা বাড়বে না, তাদের কোন উন্নতি হবে না, যদি কোনদিন উপরের কোন কাজ খালি হয়, তা হ'লে মাথার উপরে আর কাউকে বাহির থেকে এনে বসানো হবে, তা হ'লে কি ক'রে তারা মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে? এই যে ব্যবহার আমাদের সরকার নিম্নতম [illegible] উপর ক'রে আসছেন এবং এই যে পক্ষপাতিত্ব করছেন নিজস্ব কয়েকটি লোককে উপরওয়ালা কর্মচারী বানিয়ে হাতে রাখবার জন্য, সেটা তাঁরা বিনা স্বার্থে করছেন না এবং আজকের বক্তৃতায় আমি তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আপনার সামনে তুলে ধরব। আজকে বলা হচ্ছে যে, ডাঃ রায় অপচয় বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। এতদিন এই সুবুদ্ধি কোথায় ছিল? আজকে এই যে নির্দেশ দিয়েছেন অপচয় বন্ধ করবার জন্য, তা হ'লে স্বীকার করছেন যে, অপচয় হচ্ছিল এবং আমরা বারবার যে কথা বলেছিলাম, সেই কথা সত্য। কিন্তু ছোটখাট অপচয় বন্ধের নির্দেশ দিলে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না। কেন না, চারিদিকে আজ আত্মসাতের যে খেলা চলেছে, যে বেমালুম পুকুরচুরির রাস্তা সর্বত্র খোলা হয়েছে, তা যদি বন্ধ করতে না পারেন তা হ'লে তিনি যে সামান্য কড়া হ'তে নির্দেশ দিয়েছেন, সেটাকে লোকে ধোঁকা বা ধাপ্পাবাজী ব'লে মনে করবে। কয়েকটা অত্যন্ত অন্যায় চাকরী যা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দিয়েছেন ব'লে আমাদের কাছে খবর এসেছে, তা আমি একটি একটি ক'রে বলছি।

প্রথম জিনিস হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মাথাভারী শাসনব্যবস্থা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। লোকের দরকার নেই, তবু লোক নিচ্ছেন। যেখানে যেখানে লোক রিটায়ার ক'রে চ'লে যাচ্ছেন তাদের ধ'রে ধ'রে আনছেন, বাংলার বাইরে থেকেও লোক ধ'রে আনছেন, যেন বাংলাদেশে আর লোক নেই। একটা লোক সারা জীবন পরিশ্রম ক'রে যখন তার উন্নতির সময় হ'ল, তখন বাইরে থেকে অন্য লোক ধ'রে এনে মাথার উপর বসিয়ে দেওয়া হ'ল কোন এক মহিলার খাতিরে। তারপর তিনকড়ি মিত্র,

Retired Chief Engineer, Works and Buildings Department.

তিনি ১৯৫৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। যেদিনই তিনি অবসর গ্রহণ করলেন, সেই দিনই তার জন্য একটা নতুন চাকরির সৃষ্টি হয়—

Consulting Engineer, Works and Buildings Directorate,

এবং সেইদিনই সেই তারিখে তাকে তিন হাজার টাকা বেতনে

T.A. and other benefits

ছাড়া বহাল করা হ'ল। এই ওয়ার্ক্স অ্যান্ড বিল্ডিংস ডিপার্টমেন্টএ তিনজন চীফ ইঞ্জিনিয়ার আছেন। তার একজন হচ্ছেন,

S. N. Mazumdar, Chief Engineer, Works and Buildings Directorate.

আর একজন হচ্ছেন,

R. C. Roy, Chief Engineer, Development Department

আর একজন হচ্ছেন,

S. N. Bandopadhyay, Chief Engineer, Construction Board,

এঁদের মধ্যে একজন রিটায়ার্ড হলেন, তার জায়গায় আর একজনের চাকরি হ'ল। তা সত্ত্বেও এই ডিপার্টমেন্টএ কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারএর কি প্রয়োজন ছিল? যদি সেটার প্রয়োজনই ছিল

আগে কেন সেই য়্যাপয়েন্টমেন্ট হয় নি এবং তার জন্য সেই পোস্ট ক্রিয়েট করা হয় নি? যখন একজন লোক চ'লে গেল সেইদিনই আর একটা পোস্ট ক্রিয়েটেড হ'ল এবং সেই জায়গায় তাকে বহাল করা হ'ল। এটা আমি অত্যন্ত অন্যায় ব'লে মনে করি।

তারপর একজনকে য়্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন Assistant Inspector-General of Prisons এর পোস্টএ।

Mr. Speaker: It would be all right without naming the persons. That is not fair.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

না বললে হয় না। যাকে যাকে য়্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন, নাম কর'ছ না যখন বলছেন, তিনি একজন মজুমদার, রিটায়ার করবার পর ৬-১২-৫৪ তারিখে তাকে চাকরি দেওয়া হ'ল য়্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ প্রিজন্স ক'রে। তিনি জেল সংক্রান্ত কোন কাজ কোন দিন করেন নি; অন্য কোথাও কাজ করেছিলেন। প্রথমেই তাকে ৫৯০ টাকা বেতন দেওয়া হ'ল, তা ছাড়া তিনি আগেকার পেনশন ৫৫১৷৷৶০ আনা পাচ্ছেন। অথচ যারা এই জেল ডিপার্টমেন্টএ এতদিন ধ'রে কাজে পোক্ত হয়েছিল এবং যারা সুষ্ঠুভাবে এই কাজ করছিল, তাদের কাউকে এই কাজ না দিয়ে বাইরে থেকে একজনকে পোষণ করবার জন্য তাদের উপর চাপিয়ে দিলেন।

আমাদের স্বাস্থ্যবিভাগে আমরা জানি চার-পাঁচ জন ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ হেল্থ থাকা সত্ত্বেও যখন Secretary and Director of Health Services retire করলেন তখন ঐ ডিপার্টমেন্টএর যে চার-পাঁচ জন ডেপুটি ডাইরেক্টর আছেন তাদেরই একজন Secretary and Director of Health Services হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানে Secretary and Director of Health Services হলেন সাম চক্রবর্তী, যিনি একজন রিটায়ার্ড মিলিটারি ম্যান।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: He has not retired. He has got two years of service yet.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

তার মাইনে হচ্ছে ১১৪৮৷৶০, তা ছাড়া রিটায়ারিং পেনশন পাবেনই ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে।

তারপর আসছি, এইচ, এন, রায়, আই.সি.এস.-সেই যে কুচবিহারে যিনি বুভুক্ষু মানুষের উপর গুলি চালিয়েছিলেন সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লোক। ইনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, কারণ আমাদের সরকারের বিপক্ষে যখন রায় যায় সেটা গোপন ক'রে দেন। প্রেস মেম্বারদের বিরুদ্ধে কমিশন যখন রায় দেন, সেটা তাঁরা প্রকাশ ক'রে দেন, কিন্তু যখন ট্রাম কোম্পানির বিরুদ্ধে রায় গেল তখন পাবলিকএর কাছে সেটা চেপে গেলেন। এখানে একটা কমিশন বসেছিল হাইকোর্টএর জাজ নিয়ে এই ভদ্রলোকের বিচার করবার জন্য। তারা রায় দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই রায় ডাক্তার রায় প্রকাশ করেন নি। এই থেকে আমরা এই কনক্লুশনএ আসতে পারি, এই রায় এই ভদ্রলোকের বিপক্ষে ছিল ব'লেই ডাক্তার রায় সেটা প্রকাশ করেন নি। এই লোককে কুচবিহার থেকে কলিকাতায় নিয়ে আসা হ'ল এবং প্রথমে তাকে কমিশনার অফ কমার্শিয়াল ট্যাক্সেসএ য়্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হ'ল ১-১১-৫৫ তারিখে এবং তার মাইনে বেড়ে হ'ল ১,৯৫০ টাকা। তারপর সম্প্রতি ৩১-১২-৫৫ তারিখে আবার তাকে য়্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হ'ল।

Special Officer and ex-officio Secretary, Home, Anti-corruption and Enforcement Department—

মাইনে দেওয়া হ'ল ২,৭৫০। একেবারে আট শত টাকা বেড়ে গেল। এই রকম কদর্য কাজ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

[3-30—3-40 p.m.]

তারপর এই যে আমাদের এডুকেশন সেক্রেটারি, তার বিরুদ্ধে আমি এখন অভিযোগ করছি আপনাদের ধারণা, এ'কে আবুল কালাম আজাদ রেকমেন্ড ক'রে পাঠিয়েছেন। তা নয়, আবুল কালাম আজাদ একে ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বেঁচে যান ইনি হচ্ছেন সেই রকম দরের অফিসার। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কোন মহিলার খাতিরে—প্রয়োজন হ'লে প্রমাণ করব, নাম ব'লে দেব -এখানে এনে বসিয়েছেন।

Mr. Speaker: It is a personal reflection. You can criticise as bitterly as you like, but personal reflections are not allowed.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

আপনি যদি বলেন তো ব'সে যাব,

but if I am to speak at all I must refer them when the Government is run on personal lines.

সেদিন ডাক্তার রায় বলেছিলেন, এই ভদ্রলোক, এডুকেশন সেক্রেটারিকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর ভিতর দিয়ে আনা হয়েছে। তিনি এখন নতুন আইন তৈরি ক'রে নতুন কথা বলছেন যে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর ভেতর দিয়ে একবার চাকরি পেলে কোনও স্টেটএ চাকরি করতে হ'লে সেখানকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর সামনে যেতে হয় না। যখনই প্রয়োজন হয় সব আজগুবী নতুন কথা ব'লে থাকেন। তাঁর প্রথম কথা যে এই ভদ্রলোক পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর ভিতর দিয়ে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার চাকরি পেয়েছিলেন। আমরা তার প্রমাণ পাই নি। আমাদের খবর হচ্ছে, সেটা বাজে কথা। তারপর তাও যদি হয় বাংলাদেশে চাকুরি করতে হ'লে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় চাকুরি করছে বললেই হবে না, তাকে নিয়মের ভিতর দিয়েই আসতে হবে, আমাদের ধাপ্পা দিলে চলবে না। এখানে চাকুরি নিতে হ'লে তাকে এখানকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর ভিতর দিয়েই আসতে হবে। কোথায় কোন্ দেশবিদেশে পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর ভেতর দিয়ে চাকুরি পেয়েছিল কিনা, সেটা এখানে কার্যকরী হবে না। সুতরাং বাংলার পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর ভিতর দিয়ে আসা প্রয়োজন।

রাধাগোবিন্দ ঘোষ,

Refugee Rehabilitations Department Deputy Director, Camp

এর চাকুরি করতেন ; তিনি মিসয়্যাপ্রোপ্রিয়েশনএর দায়ে পড়েছিলেন দু' হাজার টাকার। সে টাকা তাঁর মাহিনা থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে, সুতরাং মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন সম্বন্ধে কারও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তা সত্ত্বেও এ'র নাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর কাছে পাঠানো হয়েছে এ খবর গোপন ক'রে। যিনি দু' হাজার টাকা তছরূপ করেছিলেন এবং যা মাসে মাসে মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে, এটা বাদ দিয়ে খবর পাঠানো হ'ল এবং তার কিছু উন্নতিরও ব্যবস্থা করে দেওয়া হ'ল। কিন্তু এই ব্যবস্থা অন্য কর্মচারীর বেলায় হ'তে পারে না। আর, জি, ঘোষ এই ডিপার্টমেন্টএর একজন গেজেটেড অফিসার, তিনি একটা ফল্‌স টি.এ. বিল দাখিল করেছেন এবং সেটা ধরাও পড়ল এবং এ.জি. সেটা ফেরত দিলেন, তার উপর কোন শাস্তির ব্যবস্থাই করা হ'ল না। কিন্তু একটা কানুনগো দুই টাকা টি.এ. বিলএর জন্য অভিযুক্ত হয়েছিল, ফলে প্রথমে সে সাসপেন্ডেড হ'ল, পরে তার চাকুরিও গেল।

এ. ডি. খান ডাঃ রায়ের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী। যখনই যে অপকর্মে দরকার হয় তাকে ডেকে পাঠান। সম্প্রতি তিনি কমিশনার হয়েছেন রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টএর। তিনি সেখানে এসেই নিজের ভগ্নীপতিকে——

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: On a point of order, Sir. We are discussing "General Administration". I cannot give an answer straightaway to all these questions that he is asking. I have not a dossier about the different officers. I cannot give any answer. If he goes on like this, I cannot give an answer.

Sj. Jyoti Basu: These are all his appointments. These are the Chief Minister's appointments.

Mr. Speaker: That is the Secretariat policy.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: He cannot expect any answer from me.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Why not?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have not got a dossier for all these gentlemen.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: You have so many officers sitting behind you.

তিনি এই ডিপার্টমেন্টএ এসে তাঁর ভগ্নীপতি, তাঁর নাম হচ্ছে এ. বি. সিন্‌হা, তিনি একজন গ্র্যাজুয়েটও নন, তাঁকে এনে

Administrator, Howrah Refugee Township

করে দিয়েছেন, মাইনা ৭৫০ টাকা, গ্রেড ১৮০০ টাকা পর্যন্ত। এবং তিনি গিয়ে করেন কি? সেক্রেটারি, এ. ডি. খানের ঘরে গিয়ে ব'সে থাকেন। যাঁরা সচরাচর ঐ অফিসে গিয়ে থাকেন তাঁরাই বলবেন যে, ইনি আর একজন কমিশনার। কথা হচ্ছে, এই এ. ডি. খান, আপনি যাকে ভালবাসেন, আশ্রয় দিয়েছেন, তিনি যদি আপনার সম্মান না রাখেন এটা যে আমাদের লাগে (হাস্য)। সেজন্য আমরা কিছু কিছু খবর আপনার ভালর জন্যই দিচ্ছি। আমরা বিরোধীপক্ষ হ'লেও আপনার শত্রু নই। এই ভদ্রলোক একটা গুরুতর ব্যাপার করেছেন। আজকে গিয়েই কাগজপত্র দেখুন, সব দেখতে পাবেন। চাল কেনে রিফউজি ডিপার্টমেন্ট। ১৯৫০ সালের গোড়া পর্যন্ত এই চাল সাপ্লাই করত ফুড ডিপার্টমেন্ট, কারণ কন্ট্রোল ছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালের গোড়া থেকে টেন্ডারে চাল কেনা শুরু হ'ল। টেন্ডার যার লোয়েস্ট হ'ত, সেই চাল দিত এবং এই টেন্ডারের একটা শর্ত হচ্ছে গানি ব্যাগসহ। এরকম ৯০ হাজার মণ চালের টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল। টেন্ডার দেওয়ার পর সেই টেন্ডারের লোয়েস্ট প্রাইস হয়েছিল ১৫৷৽ উইথ গানি ব্যাগস। তিনি এসে দেড় মাস চুপচাপ ব'সে রইলেন, তিনি চাল কিনলেন না না কিনে দেড় মাস বাদে টেন্ডার ডিসচার্জ করলেন এবং আবার ফ্রেস টেন্ডার কল করলেন এবং আগে যেখানে ছিল ৫০,০০০ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট, তিনি ক'রে দিলেন ১৫,০০০ টাকা। আগে নিয়ম ছিল টেন্ডার য়্যাকসেপ্টেড হ'লে দশ পারসেন্ট অফ দি ভ্যালু সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হ'ত। তিনি সেটা কমিয়ে করলেন পাঁচ পারসেন্ট। ৯০,০০০ মণ চাল ছেলে খেলার কথা নয়। তের জন টেন্ডার দিয়েছিল, তার মধ্যে তিন জন মিলওনার্স ছিল। নতুন করে যে টেন্ডার ডাকলেন সেটাও মনঃপুত হ'ল না, তার কিছুদিন বাদে সেটা ডিসচার্জ ক'রে দিলেন। তারপর পারসন্যাল টেলিফোনিক অর্ডারএ চাল কিনতে লাগলেন। চার পাঁচ হাজার মণ কিনেছেন, আরও সব কিনবেন। একটি পার্টির নাম

Guha Rice Mills

এবং তার

Sunil Guha, Deputy Director

এর ক্লোজ রিলেশন। আর একজনের কাছ থেকে কিনেছেন, তার বন্ধু, নাম নীলমণি দত্ত। শেষেরটা কিনেছেন উইদাউট গানি ব্যাগস। প্রথমটায় দর উইথ গানি ব্যাগস ১৮৸৹ করে

পরেরটার দর উইদাউট গানি ব্যাগস ১৭৷৷॰ ক'রে। আপনি গিয়ে আফিসে দেখনে কাশীপরে গদোমে চা'ল চালান হচ্ছে। চালানে লেখা আছে—

rice is being supplied against telephonic order of Mr. Khan.

এখানে বলা প্রয়োজন, এই যে চা'ল যিনি কিনছেন এর উপরে একজন ডেপটি মিনিস্টার আছেন, একটা বোর্ড আছে--তাকে বলে পারচেজ বোর্ড। তাতে আছেন—

Director of Supply and Accounts, Joint Secretary, Joint Commissioner, Deputy Director, Financial Advisor, and two other officials.

আগে যিনি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমিশনার ছিলেন, তিনি পারচেজ বোর্ডএ আসতেন। ইনি সমস্ত পারচেজ বোর্ডএর মিটিংএ উপস্থিত থাকেন না এবং অকল্যান্ডএও আসেন না। শ্রীমতী পরেবী মখার্জি পাছে তাঁর কাজে ইন্টারফিয়ার করেন ব'লে তিনি আফিস করেন রাইটার্স বিল্ডিংসএ। অকল্যান্ড থেকে ফাইল নিয়ে যান যাতে শ্রীমতী মখার্জির নজরে না আসে। এইসব দেখে শনেও আপনি যদি বলেন যে, সব ভাল করেছেন, সেটা আমরা কি ক'রে বিশ্বাস করব? যাই হ'ক, যখন এরকম অবস্থা চলছে, যেখানে উর্ধ্বতন কর্মচারীরা আত্মীয়পোষণে ব্যস্ত, সে সময়ে কিছ, কিছ, গরিব কর্মচারীদের কথা আমরা এখানে বলব। এই যে সারা সেক্রেটারিয়েটে মিনিস্টেরিয়াল স্টাফ, তারা ডি.এ. যেটা পায় তার অর্ধেকটা তাদের মাইনে ক'রে দেওয়া হ'ক আর অর্ধেকটা ডি.এ. হিসাবে রাখা হ'ক ব'লে আবেদন করেছিল। এই নিয়ে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টএর গ্যাডগিল কমিটির রিপোর্ট হয়েছিল এবং সেই রিপোর্ট নিয়ে তারা দাবি করেছিল। কিন্তু এতে ইমিডিয়েট ফাইনান্সিয়াল রিলিফ কিছ, হ'ত না। তারা যখন রিটায়ার ক'রে চ'লে যাবে তখন হয়তো কিছ, টাকা বেশি পাবে। ইমিডিয়েট ফাইনান্সিয়াল কোন ইমপ্লিকেশনও নেই, কিন্তু ফাইনান্স সেক্রেটারি মহাশয় কিছতেই তা হ'তে দেবেন না। আর একটা জিনিস হচ্ছে, সেণ্ট্রালএ এক রকম আর এখানে আর এক রকম ব্যবস্থা। সেণ্ট্রালএ যত বেশি মাইনে হবে তত ডি.এ. কম, এখানে তার উলটো, যত মাইনে বেশি হবে ডি.এ. তত বেশি পাবে। ৫০ টাকা পর্যন্ত সেণ্ট্রালএ যাদের মাইনে, তাদের ডি.এ. ৪০ টাকা, এখানে ৩০ টাকা। এমন কি আপনি দেখবেন যে, ওখানে ৭৫০ টাকা থেকে ১,১০০ টাকা পর্যন্ত ডি.এ.র হার ক্রমশ কমের দিকে। এখানে ৪০১ টাকা হ'তে ২,০০০ টাকা বেতনের কর্মচারী ১৭½ পারসেণ্ট হারে ২৬৩ টাকা পর্যন্ত ডি.এ. পায়। ক্রমশ এদিকে বাড়ার দিকে যেখানে মাইনে বেশি, আর গরিবের বেলায় কম। এদিকে যেন ডাঃ রায় নজর দেন। তারপর তাদের যেটা য়্যাসোসিয়েশন আছে তাকে এরা রেকগনিশন দিয়েছেন একটা শর্ত দিয়ে যে, তাঁরা রাজনীতি করতে পারবেন না এবং তাঁদের গ্রিভান্স নিয়ে তাঁরা কোন এজিটেশন করতে পারবেন না এবং নিজেদের বক্তব্য সম্বন্ধে কোন পিরিয়ডিক্যাল পাবলিশ করতে পারবেন না।

They are precluded from adopting any means to ventilate their grievance other than communicating them direct to the proper Government officials.

[3-40—3-50 p.m.]

এখন দেখা যাচ্ছে যে, এ'দের য়্যাসোসিয়েশনএর রেকগনিশন সম্বন্ধে এইসব কন্ডিশন ইম্পোজ করেছেন আমাদের ফাইনান্স সেক্রেটারি। কিন্তু এটা তিনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন, কেন না এটা সংবিধানবিরোধী। আমি এই কথা বলি এই কারণে যে, আমাদের সংবিধান অনযায়ী

we have fundamental right and freedom to form an association.

এবং কে ও কখন রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করতে পারে তাও ১৯ আর্টিকলএ দেওয়া আছে। সেই রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করা যায় দ'টা গ্রাউন্ডএ—একটা হচ্ছে মরালিটি, আর একটা হচ্ছে পাবলিক অর্ডার; কিন্তু যদি কেউ তার নিজের চাকরি সম্বন্ধে গ্রিভান্স জানায়, তা হ'লে জিজ্ঞাসা করি সেটা কোন্ মরালিটি বা পাবলিক অর্ডারকে য়্যাফেক্ট করে? আমি আরও জানাতে চাই যে, কন্ডিশন ইম্পোজ করবার ক্ষমতা গভর্নমেণ্টএর নেই; সংবিধান স্পষ্ট ক'রেই বলছে যে, এটা স্টেটএর ক্ষমতা, এবং আর্টিকল ১২টা যদি একট, ভাল ক'রে দেখেন, তা হ'লে দেখতে পাবেন যে, স্টেট্ বলতে কাকে বোঝায়। স্টেট বলতে গভর্নমেন্ট নয়, অর্থমন্ত্রী নয়, তার ফাইনান্স সেক্রেটারি নয়; স্টেট বলতে বোঝায় গভর্নমেন্ট য়্যান্ড দি লেজিসলেচার। সতরাং আমাদের কাছে রেফার না ক'রে মিনিস্টেরিয়াল স্টাফদের উপর যে অন্যায় তিনি ক'রে আসছেন, সেটা

আমরা অত্যন্ত গুরুতর রকমের ব'লে মনে করি। সেজন্য আশা করি, ফাইনান্স সেক্রেটারি যেসমস্ত নোট পাঠিয়েছেন সেইসব নোটগুলি তিনি ফেরত নেবেন, তার কারণ তিনি যা করেছেন তা সমস্ত বেআইনী। এবার, স্যার, আর একটি অফিসারের কথা আছে: তিনি হচ্ছেন পাবলিসিটি অফিসার। তাঁর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে, কোনদিনই সেইসব আলোচনায় আমি যোগ দিই নি। এবার দেখছি যে, তিনি চাকরি বজায় রাখবার জন্য খুব বড় রকমের একটা ভুল দিচ্ছেন, তাই সেটা আর না ব'লে পারছি না। তিনি বাংলা বোঝেন না, অথচ বাংলায় রাজত্ব করছেন। বাংলায় এত মিথ্যা প্রচার করছেন বাংলা না বুঝে—অতীনবাবুর এই কথাটা ভুল ব'লে মনে হয়, কিন্তু তা নয়। আমাদের সরকার যেসমস্ত কাজকর্ম করছেন, সেসব প্রচারের ভার তিনি নিয়েছেন এবং নাচগান ইনক্লুডিং রুরাল ব্রডকাস্টিং ইত্যাদির সব কিছু তাঁর হাতে। এই রুরাল ব্রডকাস্টিংএ কি হচ্ছে সেইসব এখন তাড়াতাড়ি বলতে হবে, কারণ সময় কম। প্রথমত, অল ইন্ডিয়া রেডিওর স্পেসিফিকেশনএ টেন্ডার চাওয়া হয়েছিল এবং তাতে হিন্দুস্থান জেনারেল ইলেকট্রিক করপোরেশনএর টেন্ডার অ্যাকসেপ্টেড হয়েছিল এবং তাদের রেট ছিল ১৯৫ টাকা। অন্যান্য অনেক ফার্মের আরও লোয়ার রেট ছিল, যেমন—ইন্ডিয়া রেডিও প্রডাক্ট ইত্যাদি। লোয়েস্ট রেট হয়েছিল ১২০ টাকা, কিন্তু তাদের স্পেসিফিকেশন অল ইন্ডিয়া রেডিওর স্পেসিফিকেশনএর সঙ্গে সমান হয় নি ব'লে তাদের কাউকে দেওয়া হয় নি। সুতরাং হিন্দুস্থান জেনারেল ইলেকট্রিক করপোরেশনকেই ঐ ১৯৫ টাকায় দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের কাছ থেকে ১২৫টা রেডিও সেটও কেনা হয়েছিল। তারপর হঠাৎ ফ্ল্যাস লাইট ইন্ডিয়া লিঃ নামে একটা ফার্ম গজায়, ডাঃ রায় ফ্ল্যাস লাইট জ্বেলে দিলেন এবং ওদের উপর তখনই ছ হাজার রেডিও সেটএর অর্ডার হয়ে গেল। এদের প্রতি সেটএর দাম হ'ল ১২৫ টাকা অর্থাৎ ১০০ টাকা ফর সেট এবং ২৫ টাকা ফর ব্যাটারি। কিন্তু মালদহ ও নর্থ বেঙ্গলের অনেক জায়গায়, বিশেষ ক'রে গ্রামের মধ্যে আওয়াজ পাওয়া গেল না। অথচ এইসব দিয়ে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট চলতে লাগল। এইজন্য এ নিয়ে নানা দিক থেকে নানা রকম কমপ্লেন আসতে আরম্ভ করল। এদের কাছে ছ' হাজার সেটের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়, তার মধ্যে পাঁচ হাজার ডেলিভারি নেওয়া হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ন' শো থেকে হাজারখানেক সেট পাবলিককে সাপ্লাই করা হয়েছে। ২৪শে ডিসেম্বর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় পাবলিসিটি অফিসার যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তাতে তিনি একটা মস্ত বড় মিথ্যা কথা বলেছেন যে, এইসব সেট এ-আই-আরএর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে, কিন্তু বস্তুত তা করা হয় নি। কেন না, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে একটা প্রোটোটাইপ পাঠানো হয়েছিল এবং তাদের সেই স্পেসিফিকেশন মানা হয় নি ব'লে তাদের এক-তৃতীয়াংশ সাবসিডি দেবার যে কথা ছিল, সেই এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া তারা বন্ধ ক'রে দিয়েছে এবং সমস্ত খরচের ভারটা আমাদের গভর্নমেন্ট নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। এরপর সম্প্রতি যে একটা ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে যে, ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আমতলাতে যাতে ভাল ক'রে আওয়াজ যায় সেজন্য একটা ৫০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার অল ইন্ডিয়া রেডিও বসিয়েছে এবং তারা ওয়ার্ক করছে ৪৪৭ মিটারে। কিন্তু ফ্ল্যাস লাইট যে রেডিও দিয়েছে সেগুলো ৩০০ মিটার ছাড়া কাজ করতে পারে না। সেইজন্য যে কয়টা সেট তাঁরা দেশ বিদেশে বিক্রয় করেছেন সেগুলো হঠাৎ ফেইল করলো। তাঁদের দু' দিন ধরে কোন আওয়াজ ছিল না। তখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে মিনতি ক'রে বলা হ'ল যে বিকালের প্রোগ্রামটা চেঞ্জ ক'রে ৩০০ মিটারেতেই দেওয়া হোক, এই অবস্থা সেখানে দাঁড়িয়েছে। এখন এইসব সেট যদি ৪৪৭ মিটারে চালু রাখতে হয়, তাহলে সেটের মধ্যে ব্যান্ড উইড্‌থ বলে যেটা আছে, সেটাকে চেঞ্জ ক'রে জিনিসটাকে ঠিক কার্যকরী করতে গেলে ৩০ হাজার টাকার বেশী খরচ হবে। অতএব কেন তিনি এই কোম্পানীকে এইসব অকেজো সেটের অর্ডার দিলেন?

এখন এই ফ্ল্যাশ লাইটস ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানী সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা আছে। এটা হচ্ছে ডাঃ রায়ের ঘরোয়া ব্যবসা, ফ্যামিলি বিজনেস। এই কোম্পানীটা ওঁর বাড়ীতে আছে, ওঁর বাড়ীর সামনেটা ওয়েলিংটন স্কোয়ার, তার পিছনের কিছুটা অংশ ১৩৫ নম্বর প্রিন্সেপ স্ট্রীট। এই ঠিকানায় ঐ কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিস। আমি রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজএর অফিস সার্চ করে এসেছি, এবং এটা উনি অস্বীকার করতে পারবেন না, যে ডাঃ রায় হচ্ছেন এর শেয়ার-হোল্ডার। ১৫টা শেয়ার তাঁর নিজস্ব ও তাঁর

নামে আছে। এখানে একটি কোম্পানীর মাধ্যমে কয়েকজন মাড়োয়ারীকে ঢোকান হয়েছে, এবং তারাই বেশী টাকা এনেছে, অথচ সুকুমার রায়, এস, সি, রায় ও সাধনচন্দ্র রায়, মোট ৪ জন ডিরেক্টরের মধ্যে তিন জন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ডাঃ রায় এই কোম্পানীর ডাইরেক্টর ছিলেন। এবং তাঁর লোক ধীরেন মিত্র ও সুকুমার রায়, তাঁরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এখন যদিও উনি এই কোম্পানীর ডাইরেক্টর নেই, কিন্তু এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া), লিমিটেড; ডাঃ রায়ের নিজস্ব যে দু'টা কারবার আছে—একটা

Gauhati Electric Supply Corporation

এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে

Industrial Development Syndicate—

তারও ম্যানেজিং এজেন্ট হচ্ছে এই

Development of Industries (India), Ltd.

এই কোম্পানীটাকে যখন ফ্ল্যাশ লাইটস, ইণ্ডিয়া, লিমিটেডএর ম্যানেজিং এজেন্ট বলে জানা যায় তখন ঘৃণার অবধি থাকে না। এই ডেভেলপমেন্ট অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া), লিমিটেডএর মোট ১০টি শেয়ারের মধ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ৩টি, সাধন রায়ের (সম্প্রতি মারা গিয়াছেন) একটি, সুবোধচন্দ্র রায়ের একটি, ধরনী বোস, এই ভদ্রলোকটিও মারা গিয়াছেন, এ'র একটি ও সুরেন বোসের দু'টি, সুকুমার রায়ের একটি এবং এ, এন, হালদার এর একটি। এই সবগুলি অস্বীকার করবার উপায় নেই, আমি নিজে সার্চ করে দেখেছি এটা ঠিক। এই অবস্থাতে আবার শুনছি এই কোম্পানীকে কল্যাণীতে কি একটা ট্রেনিং দেবার ভার দেওয়া হবে, এবং কি একটা প্রজেক্টর তৈরী করবার জন্য তাদের ৩ লাখ টাকা দেওয়া হবে। এই কারবার তিনি করছেন। এই কোম্পানীর জন্য সরকারী গদীতে বসে, সরকারী টাকা দিয়ে তিনি এই কারবার দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বোধহয় এই কারবার এর জন্যই ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন হয়েছিল, এবং আমরা তাতে বাধা দিয়েছিলাম। এই রকম ব্যবসার জন্য হয় ত, ইলেকট্রিসিটি বোর্ড তৈরী হ'ল। সরকারী পরিচালনায় বৈদ্যুতিক উন্নয়নের কাজ বন্ধ হ'ল। কোথায় কি হবে, না হবে, সমস্ত কাজ-কর্ম ঠিক হয়ে গেল পর্দার অন্তরালে। সরকারের হাত থেকে বার করে নিয়ে ইলেকট্রিসিটি বোর্ড যে হ'ল তাতে তাঁর মাড়োয়ারী বন্ধুদের ভাল হবে, সরকার টাকা দেবে, স্টেটএর লোক সাপোর্ট করবে এবং তাতে বেশ ভাল কারবার জমবে। ডাঃ রায় বোঝেন কিনা জানি না, যে এইসব অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এইগুলিকে অত্যধিক জঘন্য বৃত্তি বলে আমরা মনে করি। যাই হোক, আর বেশী কিছু বলবার সময় নেই বলে, আর বলব না। তিনি বড় গলায় বলেছিলেন যে এমন কিছু মূল্য নেই যা দিয়ে তাঁকে কেনা যায়। কারণ, তখন আমি বলেছিলাম যে, তিনি বোধহয় প্রেসিডেন্ট হবার লোভে সংযুক্তিতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু যিনি এত বড় নোংরা কাজ করতে পারেন, সামান্য লোভের জন্য, তিনি প্রেসিডেন্ট হবার লোভেই হোক বা বাংলা-বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হবার লোভেই হোক, সব করতে পারেন। তিনি বিহারে জন্মেছেন এবং বাংলায় মানুষ হয়েছেন, বাংলা-বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হবার এ্যাম্বিসন বড় কম এ্যাম্বিসন নয়, এই পাওয়াটা বড় কম পাওয়া নয়, তিনি যদি দুটো স্টেটএর মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন এবং এইসব মাড়োয়ারী বন্ধুদের নিয়ে যদি স্টেটএর টাকা দিয়ে নানারকমের বড় বড় কারবার চালাতে পারেন, তা হ'লে তাঁর পক্ষে মন্দ হবে না। আমি এইসব প্রমাণ করে দেবো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি এইসব বলবো, তাতে উনি আমার নামে কেস করতে পারেন, আমি ওঁকে ইনভাইট করছি। আমি শুধু এখানে বলেই ক্ষান্ত হব না, আমি যেসব ফ্যাক্টস, ডকুমেন্টস পেয়েছি, সেইসব নিয়ে আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলবো, এবং আমি ওঁকে ইনভাইট করবো আমাকে কোর্টে নিয়ে যাবার জন্য। অবশ্য যদি কোর্টকে হাত না করে ফেলেন, কারণ তাও তিনি করতে পারেন। [হাস্য রোল।] দেখুন মহাশয়, তা নাহ'লে লোকে কেন বলে যে যদি কায়েমী স্বার্থ না থাকে তাহলে এখনও উনি কেন বলেন যে বাংলা কিছু চায় না, বাংলাকে বিহারকে দিয়ে দাও। তিনি বুঝতে পারছেন না, বাংলার কি

ভাল, যা পাগলেও বোঝে। বাঙ্গালী তাঁর বৃত্তি বোঝে না; তার কারণ, বাঙ্গালী বোঝে যে বাংলা তার কি? এবং এই বাংলাকে হারালে তার কি দুর্গতি হবে। এই যে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, তাদের বুকের মধ্যে জমাট বাঁধা হাহাকার, তা একদিন ফুটে বেরুবে। তাই আমি ডাঃ রায়কে বলবো, উনি যে পাপটা বাংলা দেশের উপর দিয়ে করে গেলেন, তাতে উনি যে আশা করছেন যে দুটোরই মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা হতে পারবেন না। এখানে একটা ভবিষ্যৎ বাণী আমি করে যাচ্ছি যে শ্রীকৃষ্ণবাবু ওঁকে তাড়িয়ে দেবেন।

[3-50—4 p.m.]

তিনি যেটা প্রশস্তি মনে করছেন সেটা একটা বিরাট ফাঁদ। দিল্লীতে গিয়ে লিখে দিয়ে এলেন। সেটা ব্যক্তিগত স্বীকৃতি না বাংলা দেশের পক্ষে চুক্তিপত্র? লিখে দিয়ে এলেন বাংলাকে বিক্রী করে দেওয়া হবে। কেন? দুটো জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীত্ব করবেন বলে? লজ্জা করে না? আজকে বলছি নিরস্ত হউন, বাংলাকে বাঁচান। এ ভয়ানক দেশ—এই বাংলা দেশ। আজ ফুলের মালা পরাচ্ছে, কাল জুতোর মালা পরাবে। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা অঙ্গের ভূষণ হবে। আপনার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না। দয়া কোরে এটা তুলে নিয়ে নিজেকে বাঁচান, দেশকে বাঁচান, নিজের দলকে বাঁচান, এই আমার শেষ অনুরোধ।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

মিঃ স্পীকার, স্যার! মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় যে বলেছেন যে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার হওয়ার চেষ্টা তিনি করছেন, কিন্তু সেই চেষ্টা করতে হ'লে যা করা উচিত তা তিনি করছেন না। সেজন্য 'এক্‌জিকিউটিভ' থেকে 'জুডিসিয়ারি' পৃথক যদি করেন তাহলেই এই বিচার শীঘ্র হবে। যে বিহার নিয়ে এত বলছেন, যে বিহার এটা করেছে, ওটা করেছে, কিন্তু তাদের বাজেটে কি বলছে সেটা শুনিয়ে দিতে চাই। বিহারের ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেটে বলছে -

"The experiment of having cases heard and decided by the magistrates under the direct control and supervision of the Sessions Judges has proved very popular and has given entire satisfaction to all concerned. It has been welcomed by the litigant public as well as the lawyers and has led to clearance of arrears of criminal cases in districts where separation was given effect to."

তাতে এই ফৌজদারী মোকদ্দমাগুলোর বিচার অতি শীঘ্র হয়ে গেছে। উনিও যদি এই সেপারেট করে দেন তাহলে বিচার শীঘ্র হয়ে যাবে। কেন না অনেক সময় দেখা যায় যে দিন বিচারের দিন আছে সে দিন ম্যাজিস্ট্রেট তিনি আবার এক্‌জিকিউটিভ অফিসার অন্যত্র চলে গেছেন বা কোন মন্ত্রীর পিছনে ঘুরছেন। কাজেই বিচারের দিন পিছিয়ে যায়। তারপরে উনি বলেছেন যে ১৪০০ পঞ্চায়েত স্থাপন করছেন। কিন্তু সত্যই সেখানে ভাল লোক নিতে হ'লে কিভাবে নেবেন, 'ইলেকশন'এর দ্বারা, না 'নমিনেশন'এর দ্বারা, সেটা দয়া কোরে বলুন; কিন্তু সে কথা বললেন কি? করাপসন সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে দুর্নীতি দমন করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি বলব সেটা যদি আন্তরিকভাবে করতে চান তাহলে বিহার যা করেছে সেটা দয়া কোরে করবেন কি? বিহার কি করেছে তাই বলছি। ১৯৫৪-৫৫ সালের বিহার বাজেটে আছে

"It is also proposed the special officers should investigate the reasons and the extent of corruption in criminal, revenue and registration courts, and should suggest measures for cheking it. The representative of the Bharat Sebak Samity is being co-opted on the District Committees to help the anti-corruption drive."

সেই রকম একজন ভারত সেবক সংঘ কিংবা রামকৃষ্ণ মিশন বা এই রকম কোন মিশন থেকে যদি একজন কোরে প্রত্যেক জেলায় রিপ্রেজেন্টেটিভ নেন তার মেম্বর কোরে তাহলে দেখবেন করাপসন কি কোরে চেকড হয়, নতুবা চেকড হবে না।

[4—4-10 p.m.]

এবার আমি বলি, যে কথা আমি আগেও বলেছি যে যুক্তবাংলা ২৭ জেলা বিশিষ্ট ছিল, তার পরিমাণ ছিল ৭৭ হাজার বর্গ মাইল। কিন্তু তার ১৯৪৭-৪৮ সালের 'জেনারেল এড্‌মিনিষ্ট্রেসন'এর বাবদে ছিল ২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। আর এখন খণ্ডিত ৩০ হাজার বর্গ মাইলের ১৪টি জেলা, তার ভিতর আবার কতকগুলি অর্দ্ধ জেলা, তার ১৯৫৬-৫৭ সালের 'সিভিল ওয়ার্কস'এর মধ্যে চাওয়া হয়েছে ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। বিহারের আয়তন ৭০ হাজার ৩৬৮ বর্গমাইল, তাতে ১৯৫৫-৫৬ সালের বাজেটে আছে—

Demands Nos. 12-13, General Administration

এ ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি তাতে দেখছি 'সিভিল সেক্রেটারিয়েট'এর কর্মচারীর সংখ্যা আমাদের বাংলায় ১১৬টি, ক্লার্ক, ১১০২, আর বিহারে ৯১টি কর্মচারী, আর ক্লার্ক ৫৭১। ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেটে ক্লার্কের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, গত বৎসর ক্লার্কের সংখ্যা দেওয়া হয় নি। সিভিল সেক্রেটারিয়েটে কিরকম খরচ বেড়েছে তা বলি:—

১৯৫৪-৫৫ সালে—৯২ লক্ষ ৫৪ হাজার

১৯৫৫-৫৬ সালে—১ কোটি ৬ লক্ষ

আর ১৯৫৬-৫৭ সালে—১ কোটি ৯ লক্ষ ১৬ হাজার।

বিচার বিভাগের খরচ কিরকম বেড়ে চলেছে সেটার কথা বলি:—

যুক্তবাংলায় খরচ ছিল ৫ লক্ষ টাকা

১৯৫৩-৫৪ সালে খরচ হ'ল ১৭ লক্ষ টাকা

১৯৫৪-৫৫ সালে খরচ হ'ল ২৮ লক্ষ টাকা

১৯৫৬-৫৭ সালে খরচ হ'ল ৩২ লক্ষ ১৬ হাজার,

গত বৎসর আমি একটা জিনিস বলেছিলাম, তার উত্তর পাই নি; সেইটা আগে বলছি। গত বৎসর ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ কেনা হয়েছিল এমন কোন কোম্পানী থেকে যার কোন অস্তিত্ব নেই। তাদের কোন দোকান নেই, অথচ তাদের কাছ থেকে ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ কেনা হ'ল। পরে দেখা গেল যে ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ চলে না, সেই ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের জন্য আবার যে এক হাজার টাকা ব্যয় হ'ল এটা ঠিক নয়; সে টাকা কার কাছ থেকে সরকার আদায় করবেন। সে কোম্পানী একটা 'বোগাস' কোম্পানী, কোথা থেকে যে কেনা হ'ল তা জানি না। এই বিভাগ থেকে যেসব মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচার হয়—"বসুন্ধরা", "ওয়েস্ট বেঙ্গল", "স্বাস্থ্যশ্রী" ইত্যাদি, তার প্রত্যেকের সার্কুলেশন কত বা পেইং সাবসক্রাইবার কতগুলি তা প্রধান মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি? সরকারী অর্থে চারণ দল, ভ্রাম্যমাণ সিনেমা, এক্‌জিবিশন ইত্যাদিতে খরচ না কোরে ঐ টাকাটা গ্রাম্য-রাস্তা নির্ম্মাণ, গ্রামে বিদ্যুৎ-সরবরাহ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করা দরকার।

তারপরে বলছি, ইকনমিক কমিটি করা দরকার। দু'বছর ধরে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করেছি, এবারও অনুরোধ ক'রব, তারা ইকনমিক কমিটি করুন। ইকনমিক কমিটি করলে এই যে অন্যায় অযথা খরচ, যার জন্য বিরোধী পক্ষের সবাই এত বলছেন, জ্যোতি বসু মহাশয়, সুধীর রায় চৌধুরী মহাশয় যেসব কথা বলেছেন—সমস্ত খরচ কমে যাবে, এবং অযথা খরচ হবে না, যদি ইকনমিক কমিটি করেন। বিহারে তাঁরা ইকনমিক কমিটি করেছেন; তাই বিহারের ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেটে রয়েছে—

"The report of the Economy Committee is likely to be available by the end of this month. Some of the important recommendations have been already given effect to and a further saving of Rs. 50 lakhs is expected.

১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেটে আছে

"The recommendations of the Bihar Economy Committee are being taken into account. The jurisdiction of the Circle Officers is proposed to be made smaller so that they can handle both revenue and development work in their jurisdiction. In the Secretariat, five Departments of the Secretariat have been amalgamated with the corresponding offices of the Heads of the Departments. Steps have been taken to reorganise the Departments. For example, Judicial and Legislative Departments have been merged into one Department of Law. It has been decided to merge the Medical and Public Health Departments into one Department of Health under one Director."

আবার ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেটে দিচ্ছে,

"The work of the reorganisation of the Secretariat and attached offices launched in 1952 has been continued vigourously since then. Amalgamation of all departments was completed by January, 1954."

এইরকমভাবে ইউ, পি তাঁরা খরচ কমিয়েছেন। তারপর ইউ, পির বাজেটে দেখছি ১৯৫৪-৫৫ সালের,

"In 1948 we set up a Special Economy Committee to scrutinise all department's expenditure and suggest economies. In 1949 we appointed a Reorganisation Committee to make further investigation in this field. Now we have created a special branch in the Finance Department to keep up continuous scrutiny of all Governmental expenditures of all Governmental organisations with a view to enforce economies and to prevent the occurrence of loss of public money through financial irregularities This year the Chief Minister personally issued a special economy directive and held personal discussions with Heads of Departments and others and as a result economies to the extent of Rs. 2½ crores were effected In addition to all this we have just set up another Economy Committee consisting of some members of the Legislature and also once again to make a comprehensive review of our expenditure and indicate where economies appear to be possible."

আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো যে তিনি অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বা গোবিন্দ বল্লভ পন্থের চেয়ে কম নন। তাঁদের গভর্ণমেন্ট যদি করতে পারেন তবে তিনি কেন ইকনমিক কমিটি করবেন না। সেটা করলে এই রকম কথা শুনতে হ'ত না। সর্বশেষ আমি অনুরোধ করবো তিনি যেন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা ইকনমিক কমিটি করেন এবং তাহলেই কাজ ঠিকভাবে চলবে।

Sj. Bibhuti Bhusan Ghosh:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আজকে এই সাধারণ শাসনখাতে ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে যে সমস্ত কেলেঙ্কারীর কথা ইতিপূর্বে আমাদের সুধীর রায় চৌধুরী মহাশয় বলে গিয়েছেন, তা শুনে সকলেরই লজ্জা পাওয়া উচিত। আজকে পশ্চিম বাংলায় ডাক্তার রায় কিভাবে শাসন-যন্ত্র পরিচালিত করছেন, কি ভয়াবহ তার চিত্র। আমরা দেখছি কি যে ব্যয়-বরাদ্দ দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর বেড়েই চলেছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা বাজেট। এষ্টিমেট বজেটএ হয়েছে ২,৮৫,২৭,০০০ টাকা, রিভাইজড বাজেটএ সেটা বেড়ে হ'ল ২,৯৪,৮১,০০০ টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে এইটা দাঁড়ায় ৩ কোটি ২৪ হাজার ৭ শত টাকা। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আমরা দেখেছি যে, অবিভক্ত বাংলায়, ১১ জন মন্ত্রী ও ৬১ জন সেক্রেটারী নিয়ে কাজ হ'ত। সেই জায়গায় আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ৩২ জন মন্ত্রী ও আছেনই এবং ২৭২ জন গেজেটেড অফিসারএ এসে দাঁড়িয়েছে। তার মানে তার ৪½ গুণ হয়েছে। গভর্ণরএর দরুন মোট ব্যয়-বরাদ্দ আমরা দেখছি ৫ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। আমরা বুঝতে পারি না যখন দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের জীবনের মান নীচের দিকে নেবে যাচ্ছে—অবশ্য তিনি দেখিয়েছেন যে পরেন্ট ওয়ান করে বাড়ছে, সেখানে একটি-মাত্র মানুষের জন্য ৫ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ব্যয় করছেন। এই

রাজসূয় যজ্ঞের কি প্রয়োজন আছে আমরা বুঝতে পারি না। এই যে খরচ হচ্ছে, এর কারণ তিনি যক্ষ্মা রোগের টাকা তোলার জন্য সকলকে নিয়ে ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা, ইত্যাদি অকাজের জন্য যা নিয়ে সংবাদপত্র পর্যন্ত তাঁর রুচী নিয়ে সমালোচনা করেছিল। এই সমস্ত কাজ করবার জন্য যদি গভর্ণরএর প্রয়োজন হয় তাহলে হয় ত গভর্ণরএর পিছে ৫ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা খরচ করার দরকার আছে ব'লে আমি মনে করি।

[4-10—4-20 p.m.]

মন্ত্রীদের পিছনে ১১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা খরচ হ'ত, আজকে আমরা দেখছি যে দিন দিন সেই ব্যয়-ভার বেড়েই চলেছে। ২৩।২৪ জন গেজেটেড অফিসারএর জন্য যদি আপনারা দেখেন তাহলে দেখবেন যে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য তিন হাজার টাকা মাইনে, টি. এ. অ্যান্ড আদার বেনিফিটস ছাড়া। আর ৩৫ হাজার যেসমস্ত কর্মচারী রয়েছে, সরকারী কর্মচারী তাদের বেতন হচ্ছে ২১ টাকা থেকে ৪০ টাকা। এতেও যদি আপনারা বলেন যে মাথাভারী শাসন ব্যবস্থা নয়, হাতী পুষে রাজ্য চালান নয়, তাহলে বুঝতে পারি না কি করে আর হাতী পুষে, মাথাভারী রাজত্ব চালান হয়। আমরা যদি প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টএর যোগ্যতা দেখি, তাহলে দেখি, ফৌজদারী আদালতের কথাই ধরুন। সেখানে আমরা জানি, যদি একটা সংখ্যা দেওয়া যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে শতকরা কতটা কেস তারা দৈনিক করে এবং একটা কেসএর জন্য সাধারণ মানুষকে দিন ফেলে ফেলে কিভাবে নির্যাতিত করা হয় তা যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলেই তাদের অযোগ্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমাদের প্রচার ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে এইমাত্র বলে গেলেন, আমি বেশী বলতে চাই না। প্রচার বিভাগে যুক্তবাংলায় ৫ লক্ষ টাকা খরচ হ'ত। আর ১৯৫৩-৫৪ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে ১৭ লক্ষ টাকা বিভক্ত বাংলায়; ১৯৫৫-৫৬ সালে ২৮ লক্ষ হ'ল এবং আজকে দাঁড়িয়েছে ৩২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। প্রচারের মধ্যে আমরা দেখি যে ধরণের প্রচার হয়, তাতে মন্ত্রীদের ফটো বেরিয়েছে যে কোথাও এক ঝুড়ি মাটি মাথায় করে দেশকে কৃতার্থ করছেন- একটা জায়গ্যান্টিক ফটো এবং তার পাশে কর্মচারী এবং আরো জনকয়েক মানুষের ফটো, বড় বড় সুন্দর বাঁধাই কাগজে দেখি। আমি মনে করি যে এই এক ঝুড়ি মাটি পাঁচজনের সাহায্যে মাথায় করে নিয়ে দেশকে তাঁরা সুন্দর করে গড়ে তুলবেন কিম্বা দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের যোগ আছে সেটা প্রচার করবার সার্থকতা কি জনসাধারণের কাছে আছে, যার জন্য এই ৩২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা খরচ করছেন? আজকে একটা নূতন কাজ করা হচ্ছে। ডাক্তার রায়ের বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রচার করার জন্য। সেদিন এই অ্যাসেমব্লী হাউসএ হেম সান্যালের বইএর কথা বলা হয়েছিল এবং বলা হয়েছে যে এই প্রচার বিভাগের তরফ থেকে হেম সান্যালের বঙ্গ-বিহার পুনর্মিলনের একটা পুস্তক সমস্ত পাবলিসিটি অফিসারএর কাছে দেওয়া হয়েছে হাজার হাজার কপি। তাদের বলা হয়েছে আপনারা গ্রামে গ্রামে এইটা প্রচার করুন। এই প্রচার বিভাগের দিকে যদি আপনারা দৃষ্টি দেন তা হ'লে বুঝতে পারবেন যে, এই প্রচার বিভাগ অত্যন্ত অযোগ্য ও অকর্মণ্য, যার কোন প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করি না। একমাত্র মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীর ফটো ছাপান কিম্বা কিভাবে গান-বাজনা ক'রে, চারণ দল ক'রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার চিত্র দেওয়া। জনসাধারণের অর্থ এইভাবে অপচয়, অপব্যয় করবার তাদের কোন অধিকার আছে ব'লে আমি মনে করি না।

অতএব আমি মনে করি যে ডাঃ রায় বাংলা-বিহারকে এক করবার জন্য কিংবা বাংলাকে বিকিয়ে দেবার জন্য মতলব করেছেন এবং তারই জন্য প্রচার বিভাগকে আরও বেশী টাকা দেওয়া হচ্ছে। এটা যদি খুলে বলেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। আজকে সমস্ত উপর-তলায় যে দুর্নীতি রয়েছে, যে আত্মীয়-স্বজন পোষণ চলেছে, যে স্বার্থপরতা, যে পরিমাণ দুর্নীতির কথা একটু পূর্বে এই অ্যাসেমব্লীর ফ্লোরএ শ্রদ্ধেয় সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় রেখে গেলেন তাতে আমার মনে হয় যে-কোন নির্লজ্জ সরকারের এক-মুহূর্তও বিলম্ব না করে এগুলি ইমিডিয়েটলি অনুসন্ধান করা উচিত। সরকার কোথায় উঠে বসে রয়েছেন? যারা জনসাধারণের অর্থ এভাবে অপচয় করছে তাদের, যদি সরকারের মর্যাদা বোধ থাকে, তা হ'লে উচিত হবে আজকে এদের দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারগুলির

শাস্তি বিধান করা, যারা আত্মীয়-স্বজন পোষণ কিংবা গভর্ণমেন্টএর টাকা এভাবে আত্মসাৎ করছে তাদের অকর্মণ্যতার জন্য প্রসিডিংস স্থ্রু করা, তাদের আদালতে বিচার করা এবং এদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ক্যাপিটাল পানিসমেন্ট দেওয়া। যদি ডাঃ রায়ের সৎসাহস থাকে তাহলে আমাদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। আমরা নিজেরা যখন কোন ডিপার্টমেন্টএ লিখি তার উত্তর পেতে ৩।৪ মাস দেরী হয়। ডাঃ রায়ের কাছে চিঠি দিলে অন্ততঃ তিন দিনে তার একটা এ্যাকনলেজমেন্ট রিসিট আসে কিন্তু সেক্রেটারীর তরফ থেকে একটা ডিপার্টমেন্টএর হেডএর উত্তর দিতে ৩।৪ মাস সময় লাগে। আমি জানি একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র করবার জন্য এক ভদ্রলোক টাকা দিলেন, জমি দিলেন, ৬ মাস গেল, এক বছর গেল। মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে একটা চিঠি লেখা হ'ল। তিনি কি করলেন? তিনি উত্তর দিলেন এটা আমি এনকোয়ারি করবার জন্য চার মাস আগে এস, ডি, ওর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনারা গিয়ে তার কাছ থেকে খবর নিন। দুর্ভাগ্য, চার মাস বাদেও সেই এস, ডি, ও কিংবা তার অফিস থেকে কোন রিপ্লাই পাওয়া গেল না। এই অকর্মণ্য, অযোগ্য অফিসার, যারা দিনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গের শাসনতন্ত্রকে বিকল করে দেবার চেষ্টা করছে তাদের এভাবে হাতী-পোষার কোন যুক্তিযুক্ততা আছে বলে আমি মনে করি না। অবশ্য ডাঃ রায় আশা করি যে-সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে তার উত্তর দেবেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলি, দেশের উপর সরকারের কর্তব্য আছে, দেশের নাম করে যে-সমস্ত অফিসার বা কর্মচারী শাসন-যন্ত্রকে বিকল করে দেবার জন্য দেশকে চিরতরে দুঃখ-দারিদ্র্যে, ঋণভারে জর্জরিত করছে তাদের জন্য একদিন আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, জনসাধারণের কাছে সরকারকে তার কৈফিয়ৎ দিতেই হবে। সেজন্য পরিষ্কার কথা হচ্ছে আজকে মাথাভারী হাতী-পোষা শাসনখাতে যে টাকা চেয়েছেন সেই টাকার ব্যয়-বরাদ্দ গ্রহণ করতে আমরা মোটেই রাজী নই।

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, দেশ স্বাধীন হ'লে, শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হয়। এবং তাই হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ আমি দেখছি যে ইংরেজ আমলে যে আই.সি.এস, অফিসারদের দিয়ে শাসন চালান হ'ত, যে ধরণের, যে নীতিতে শাসন চালান হ'ত, বর্তমানেও সেই আই.সি.এস, অফিসারদের দিয়ে সেই ধরণের, সেই নীতিতে শাসন চালান হচ্ছে। জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর আলোচনা করার দিক থেকে এটাই আমি বলবো যে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-নীতি এবং কর্মচারীরাই বর্তমান শাসন ব্যবস্থার পিলার বিশেষ। সেদিক থেকে উঁরা যাই বলুন না কেন, ১৯৪৭ সালের পর জনসাধারণের মনে কোন কন্ফিডেন্স আসে নি তারা এই শাসন ব্যবস্থাকে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা বলে মনে করতে পারে না। কারণ যে আমলাতান্ত্রিক, যে ব্যুরোক্রেসী এবং আই.সি.এসএর দাপট ছিল তা আজও সমানে চলছে যাদের ইতিহাস জনসাধারণকে গুলী করার ইতিহাস, যাদের সমস্ত কার্যকলাপ জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ, তারা এখন স্বাধীন রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিক হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে এই মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে। আমি বলি জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর সমালোচনা করতে গেলে এ-কথা অতি পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনকালে যে অত্যাচারী শাসন ছিল এখনও তাই চলছে। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন তাঁর এই শাসন ব্যবস্থা মাথাভারী নয় এবং তার জন্য কতকগুলি ফিগার দিয়েছেন। গতবারে ডাঃ রায় যে ফিগার দিয়েছিলেন তা থেকে তুলে দেখাব এটা মাথাভারী শাসন কিনা? প্রথম কথা, তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে বেশী সংখ্যক লোক অল্প মাইনে পায়। কিন্তু মাথাভারী শাসন কিসে বুঝায়? এটা বুঝতে হ'লে অন্যান্য ক্ষেত্রে উনি যেমন পারসেন্টেজএর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এখানেও দেখতে হবে মোট কর্মচারীর শতকরা কত অংশ মোট মাইনের কত অংশ পেয়ে থাকে শুনলে অবাক হবেন শতকরা ৫ ভাগের মত সরকারী কর্মচারীরা পাচ্ছে, তাদের জন্য যে মাইনে দিতে হয় তার শতকরা ৫½ ভাগ অংশ গ্রহণ করে। এটাকে মাথাভারী এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে নাকি? সংখ্যার জন্য মাথাভারী হয় না। কার পেছনে কত টাকা খরচ হ'ল তাই দেখতে হবে। কয়েকটি অফিসারএর জন্য মোট যে টাকা মাইনার জন্য খর

হয়, তার শতকরা মোট ৫২ ভাগ বরাদ্দ হয়েছে অথচ বলছেন মাথাভারী নয়। এর কোন যুক্তি দেখি না। জাতীয় আয় যখন বৃদ্ধি পেয়েছে তখন জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে খরচ কেন বাড়বে? এখান থেকেই প্রমাণ হয় মন্ত্রীমহাশয়ের এই যুক্তি টেঁকে না। এ ছাড়া সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীটা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে তা বড় বড় অফিসারদের দিকে দেওয়া হয়েছে। মিনিয়ালস যাদের ওঁরা বলেন, তাদের দিকে মোটেই এদের দরদ দেখি না। মিনিয়ালসের দিকে দেখুন, গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার মিনিয়ালসরা পায় মাসে ৮২২ টাকা, বোম্বেতে ৮৮২ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে ৫৭২ টাকা। তা হ'লেই দেখুন যে কংগ্রেসের রাজত্বে বোম্বেতে মিনিয়ালসরা যা পায়, তার চেয়ে এখানে মিনিয়ালসরা ৩১ টাকা কম পাচ্ছেন। লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কের দিকে দেখুন, দেখবেন ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট সেখানে দিচ্ছে ১৬০ টাকা, বোম্বে ২০১ টাকা, পশ্চিমবঙ্গ ১৮৮ টাকা। টাইপিষ্ট যদি দেখেন, কেন্দ্র দিচ্ছেন ১৬০ টাকা, বোম্বে ২০১ টাকা, পশ্চিমবঙ্গ ১৫৩ টাকা। তাহলে দেখা গেল যে টাইপিষ্ট এবং মিনিয়ালসদের ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং বোম্বের থেকে পশ্চিমবঙ্গ কম দিচ্ছেন। বোম্বের কথাই বলছি, কেন না আর কোন রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা হয় না। কারণ অর্থনৈতিক দিক থেকে যে-সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে আমাদের সিমিলারিটি আছে সেই রাজ্যের সঙ্গে তুলনা হতে পারে। বিহার, উড়িষ্যা, এবং উত্তর-প্রদেশের সঙ্গে আমাদের তুলনা হ'তে পারে না। বাংলা শিল্পোন্নত দেশ, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কাল্ট্রী, সেজন্য বোম্বের সঙ্গে ফিগার দিয়ে তুলনা করলাম। আবার তাকিয়ে দেখুন, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দিকে। আপার ডিভিসন ক্লার্ক বোম্বে ৩০৫,, পশ্চিমবাংলা ৩৬০,, লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কের ক্ষেত্রে বাংলা কম দিল, মিনিয়ালসদের বেলায়ও তাই, কিন্তু আপার ডিভিসন ক্লার্কের বেলায় বাংলা বেশী দিচ্ছে। ষ্টেট সিভিল সার্ভিসেসএর ব্যাপারে বোম্বে যেটা লোয়ার গ্রেড সেখানে ৩৫০ টাকা থেকে ৬৫০ টাকা, সেখানে বাংলা গভর্ণমেন্ট ৫০০ থেকে ৬৫২ টাকা অর্থাৎ ১৫০ টাকা বেশী। হাইয়ার প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস যদি ধরি, বোম্বে দিচ্ছে ৭৫০ টাকা, পশ্চিম-বাংলায় ৯১৫ টাকা। তাহলে দেখা গেল যারা আই.সি.এস, তাদের ক্ষেত্রে, আপার ডিভিসন ক্লার্কদের ক্ষেত্রে পশ্চিম-বাংলা বেশী দেবেন, অথচ নীচে যারা তাদের কম দেবেন। এইজন্যই বলি শাসনপদ্ধতির নীতি এদের জঘন্য। শাসনপদ্ধতি যদি দেখা যায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের জন্য চালিত হয়, তাহলে সেই শাসনের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না এবং সেই রকম শাসনই পশ্চিম-বাংলা সরকার চালিয়েছেন। আবার এদের কণ্ডিসনস অফ সার্ভিস দেখুন, পশ্চিম-বাংলার মত এমন জঘন্য সার্ভিস কণ্ডিসন আর কোন রাজ্যে নেই। এখানে যত সরকারী কর্মচারী তার শতকরা ৪৮ ভাগ টেম্পোরারী এবং ৬০ ভাগ ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স। তাহলে শতকরা ৫০ ভাগ টেম্পোরারী এবং ক্যাজুয়াল ক'রে কেন এদের ঝুলিয়ে রেখেছেন? তারা পার্মানেন্ট হ'লে তাদের দাবী নিয়ে লড়তে পারে, চাকরী যদি টেম্পোরারী থাকে তাহলে ইউনিয়ন করতে পারে না। এ-ছাড়া শতকরা ৫৫ ভাগকে এইভাবে বিনা সার্ভিস সিকিউরিটিতে রেখেছেন। বোম্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, এমন কি পিছিয়ে পড়া উড়িষ্যার দিকে তাকিয়ে দেখুন, একদিকে এই সমস্ত কর্মচারীদের চাকরী অস্থায়ী, অন্যদিকে বহু লোককে যাদের কেবলমাত্র কোয়ালিফিকেসন এই দুটো টাস্কএ তৈলাসিক্ত করতে পারা, তাদের পার্মানেন্ট করবার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের দলের স্বার্থ রক্ষা হয় না যদি তাদের বসিয়ে রাখা হয়। তাদের অনুগ্রহ করলে যে কায়েমী স্বার্থ রয়েছে সেগুলি চালু করতে পারবেন। উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, তাকিয়ে দেখুন সেক্রেটারীয়েটের ক্লার্কদের দিকে, সেখানে ২৯৭ জন ক্লার্ক রয়েছেন, তাদের কোন কোন লোক ১৬ বছর ধরে চাকরী করছেন, তাদের যখন নিয়েছেন তখন পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট বন্ধ হয়েছিল। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল থেকে আরম্ভ করে ২০শে ডিসেম্বর ১৯৫০ সালের মধ্যে যাদের যুদ্ধের মধ্যে নেওয়া হয়েছিল, তারা এবং যাদের ২০শে ডিসেম্বর ১৯৫০ থেকে আরম্ভ করে অক্টোবর ১৯৫১ পর্যন্ত যখন পি,এস,সি, উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী দিতে পারে নি, তখন এদের নেওয়া হয়েছিল, এখন এই ২৯৭ জনের প্রায় ছাটাইএর ব্যবস্থা হয়েছে, বিভিন্ন জেলায় ট্রান্সফার করে দিচ্ছেন, সেখানে তাদের

টোট্যাল ইমোলিউমেন্টস কমে যাবে। মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে দরবার করেছে, এসোসিয়েসনের পত্র দিয়ে, কিন্তু কোন ফল হয় নি। মিঃ তালুকদার যখন চীফ সেক্রেটারী ছিলেন তখন তাঁর নোট আই,ই।২৬।৫৫, তাতে পরিস্কার স্বীকার করেছেন এদের দাবী মেনে নেওয়া উচিত।

[4-30—4-40 p.m.]

লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার রয়েছেন—কে, কে, হাজরা রয়েছেন, তিনি নোট দিয়েছেন এদের গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু ডাঃ রায় দি গ্র্যান্ড ডেস্পট, তিনি এদের দাবী স্বীকার করেন নি, করবেন না। কারণ, সার্ভিস কমিশনএর আইনের উপর আইন করতেও তাঁর বাধে না; সার্ভিস কমিশনের জন্য আইন করেন নাই, তাঁর পেয়ারের লোকের চাকরীর উন্নতি করবার জন্য করেছেন, সাব-ডেপুটীকে ডেপুটী করলেন। টেলিফোন করে পাবলিক সার্ভিস কমিশন জানালেন তাঁর সাব-ডেপুটীকে ডেপুটীতে পাকা করেছেন। তাঁর একটা লোকের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আইন তিনি পাল্টাতে পারেন। আর ২১৭ জনের জন্য সার্ভিস কণ্ডিসন পাল্টানোর প্রয়োজন নাই, তার জন্য কোন কথা তিনি বলবেন না! এই হচ্ছে তাঁর শাসন ব্যবস্থা! তিনি বলেছেন যে শাসন ব্যবস্থাকে স্ট্রেনদেন করবেন। মনে রাখা দরকার যে শাসন ব্যবস্থাকে স্ট্রেনদেন করা মানে এই নয় যে অধিক সংখ্যক লোক নিয়ে আসা। শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠু করে চালানো দরকার, জনস্বার্থও দেখা দরকার। জনস্বার্থ যে সরকারের পেছনে তাঁদের ভিত্তি, তাহলে তা কোথায়? সেই জায়গায় শাসন ব্যবস্থার এফিসিয়েন্সি বাড়ানো দরকার। সেই এফিসিয়েন্সি বাড়িয়েছেন ডাঃ রায়? আগের থেকে অনেক কমে গেছে। একজন ইংরেজ অফিসার যা করতে পারতো তখন, এখন এক ডজনও তা করতে পারবেন না।

দ্বিতীয় হচ্ছে আগের চেয়ে এখন সেক্রেটারীর সংখ্যা ৭ গুণ বেড়ে গেছে, এফিসিয়েন্সি বাড়ে নাই, রেড-টেপিজম্ বেড়ে গেছে। হোম ডিপার্টমেন্টের অবস্থা দেখুন। আগে ছিল একজন চীফ সেক্রেটারী, হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী একজন, হোম ডিপার্টমেন্টের এ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারী একজন, ডেপুটী সেক্রেটারী একজন, ৫ জন এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী, ইন অল ৮ জন। এখন হচ্ছে, চীফ সেক্রেটারী, তাঁর অধীনে একজন ডেপুটী সেক্রেটারী রয়েছে, একজন হোম সেক্রেটারী রয়েছে, জয়েন্ট সেক্রেটারী রয়েছে, দু'জন আণ্ডার সেক্রেটারী রয়েছে, ৯ জন এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী রয়েছে। অর্থাৎ আগের আটজনের জায়গায় এখন হয়েছে পনের জন। তাতে কি এফিসিয়েন্সি বাড়লো? চীফ সেক্রেটারীর ঘরে গিয়ে দেখুন ফাইলের হিমালয় জমে গেছে, রেড-টেপিজম্এর চূড়ান্ত হচ্ছে। ডাঃ রায় গিয়ে দেখুন কত ফাইল জমেছে, তা পরিস্কার করতে করতে বর্তমান চীফ সেক্রেটারী, মিঃ তালুকদারের জান্ চলে যাবে। এই তো এফিসিয়েন্সি। একজন রেড-টেপিজম্এর ডাক্তার, ডাঃ রায়কে একটা ডি,ও, চিঠি দিলে তার জবাব পেতে ৬ মাস দেরী লাগে। এই রকম এফিসিয়েন্সি বেড়েছে! ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টএ ইংরেজ আমলে একজন সেক্রেটারী ছিল, সেখানে আজকে তিনজন সেক্রেটারীতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এর পরে ডাঃ রায় বলতে পারেন না যে এফিসিয়েন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়েছে। করাপসনএর কথা আর বলবো না। সুধীরবাবু তার অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। আশা করি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করবেন। হয় তিনি এর জবাব দেবেন, আর না হয়, এগুলিকে মেনে নেবেন। কোন মুখ্যমন্ত্রী ব্যবসায় করেন বেনামীতে, এটা যদি তিনি মেনে নেন, তাহলে তাঁর আর ওখানে থাকা উচিত নয়। সসম্মানে, মান থাকতে থাকতে তাঁর গদি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত, এই দাবী করছি।

Dr. Atindra Nath Bose:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের পারিবারিক কারবারে সওয়া ছয় লক্ষ টাকা পাইয়ে দেবার ব্যাপারে যে বিভাগ কাজ করেছিল, উপলক্ষ্য হিসেবে, সেটা হ'ল আমাদের এই প্রচার বিভাগ। আমাদের রুর্যাল ব্রডকাষ্টিং স্কিমকে ডুবিয়ে আমাদের প্রচার বিভাগ থেকে ছয় লক্ষের উপর টাকা নষ্ট করে যিনি এ-কাজ করেছেন অর্থাৎ তা করবার প্রধান দায়িত্ব যাঁর, তিনি হ'লেন প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তারপর তাঁর সম্বন্ধে আর

একটা সুন্দর নজীর আছে আমার কাছে। আমি সেগুলি আপনার সামনে উপস্থিত করছি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নামে একজন বে-সরকারী সাধারণ নাগরিক বঙ্গ-বিহারের সংযুক্তির একটা প্রস্তাব বে-সরকারীভাবে উপস্থিত করেছিলেন। এই বে-সরকারী সাধারণ নাগরিক মহাশয়ের এই বে-সরকারী প্রস্তাব প্রচার করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমাদের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট; আমাদের প্রচার বিভাগ। এই পুস্তিকার নাম হচ্ছে দি গ্রেট লিড এবং প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। জিনিসটা বোধহয় দেখে খারাপ লেগেছে; পরে বুঝেছেন যে, এ জিনিসটা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হবার আগে সাধারণ নাগরিক হিসেবে তিনি যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাব প্রচার বিভাগ থেকে প্রচার করা ঠিক হচ্ছে না। সেই জন্য গোপনে আর একখানি পুস্তিকা এলো "বিহার-পশ্চিমবঙ্গের পুনর্মিলন", লেখক হেমেন্দ্রনাথ সান্যাল; মুদ্রাকর শিক্ষাবিভাগ

The Great Lead and Co., Ltd.,

হাওড়া। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস। তারপর এটা প্রচার করবার জন্য দুটো গোপন সার্কুলার প্রচারিত হ'ল, প্রথমটা হ'ল ৯ই ফেব্রুয়ারী, আর দ্বিতীয়টা হ'ল ১৫ই ফেব্রুয়ারী। তার ভাষা হচ্ছে এই—

"50 copies of booklet regarding union of West Bengal and Bihar copies of which have been presented to us by the author have been separately sent to him. The District Publicity Officer and the Subdivisional Publicity Officer sent to me today by registered parcel. He is requested to arrange distribution to libraries and other important individuals without using Government postage stamps."

পোস্টেজ স্ট্যাম্পস ধরা পড়বার ভয়ে বলা হ'ল,

"It should be treated as non-official publication for all purposes"

নীচে নাম সই, এ. কে. মুখার্জি, ফর ডাইরেক্টর অফ পাবলিসিটি। তারপর নীচে আর একটা জায়গায় আছে, সেটাও ইউজিং গভর্ণমেন্ট পোস্টেজ স্ট্যাম্পস—প্রচার বিভাগ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী দেওয়া, স্বাক্ষর হচ্ছে—

G. Bhowmick for Director of Publicity.

তারপর আর একটা খবর কালকের অমৃতবাজার পত্রিকায় (৮ই মার্চ ১৯৫৬), এখানে দেখছি পঞ্চম পৃষ্ঠার শেষ কলামে তার মাথায় রয়েছে—

Dr. Roy explains union proposal to principal.

কোন একজন শ্রী সরকার সভা ডেকেছেন, বে-সরকারী নাগরিক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাসায় এবং তিনি তাঁর বে-সরকারী সভায় মার্জার প্রস্তাব বুঝিয়েছেন। তাতে যে-সমস্ত প্রিন্সিপ্যালস্ উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করি আমরা যদি কোন এ্যান্টি-মার্জার পুস্তিকা লিখি' তাহলে কি পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট তা প্রচার করবার দায়িত্ব নেবেন? আমরা যদি কোন এ্যান্টি-মার্জার সভা ডাকি, সেখানে কি একটা সরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এলে তাঁর ঘাড়ে মাথাটা থাকবে? ঐ রেডিও ব্রডকাস্টিংই বলুন, মার্জার প্রচারই বলুন, তাঁদের এই সমস্ত কাজ করবার জন্য একটা উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন। সেই উপযুক্ত লোকটী হচ্ছেন ঐ ডাইরেক্টর অফ পাবলিসিটি। এবং তার জন্য সেই রকম উপযুক্ত ব্রিলিয়্যান্ট ম্যান চাই। সেই ব্রিলিয়্যান্ট ম্যানএর জন্য

Calcutta Gazette, January 20, 1955

এতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। তাতে

qualification for direct recruitment

৫ দফা দেওয়া ছিল, সব পড়বার সময় হবে না। কোয়ালিফিকেশনএর বাঁদিকে আছে দুভাবে নিয়োগ হতে পারে—একটা হচ্ছে

by promotion from the post of Deputy Director of Publicity, West Bengal,

াথবা যাই ডাইরেক্ট এ্যাপয়েন্টমেন্ট। এই ডাইরেক্ট এ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হলে ৫০ দফা কোয়ালিফিকেশন দরকার। তার মধ্যে একটা হচ্ছে বাংলা জানা প্রয়োজন। এ-বিষয়ে তিনি একেবারে ইনোসেন্ট, নির্দোষ। দ্বিতীয় হচ্ছে, সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। এ সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা নাই। এ বিষয়ে তিনি নির্দোষ, একেবারে ইনোসেন্ট। তৃতীয় হচ্ছে—

horough knowledge of planning, execution, press pictorial, publicity, etc.,

আরো অনেক কিছু। সে সর্বদিকেও তিনি একেবারে নির্দোষ। এই ব্রিলিয়ান্ট অফিসারটী এখানে আসবার আগে ১৯৪৪ সালে তিনি যা কিছু কাজ করেছেন তার মধ্যে এরকম কোন অভিজ্ঞতার নজীর নাই।

তারপর এত যখন তিনি করছেন আমাদের বে-সরকারী নাগরিক মহাশয়ের জন্য, তখন তিনি নিজের জনাই বা একটু গুছাবেন না কেন? তার সামান্য কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতে পারি। তার একটা হচ্ছে বাজেটে প্রচারের ফিল্ম প্রডাকসন এ্যান্ড পারচেজএর জন্য মঞ্জুর ১ লক্ষ টাকা, ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা উঠেছে। এটা কেন উঠলো? এর ভেতর একটুখানি রহস্য আছে। সেটা হচ্ছে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেসনের সঙ্গে ফিল্ম প্রোডাকসনএর জন্য কন্ট্রাক্ট হয়েছিল ৩৮০ আনা পার ফুট। সেটাকে বাড়িয়ে এখন ৪ টাকা করা হয়েছে অর্থাৎ ই বাড়তি চার আনা ওটা তাঁর দক্ষিণা।

4-40—4-50 p.m.]

তারপরে গুপ্ত ব্রাদার্স নামে আর একটী নন-বেঙ্গলী ফার্ম আছে, যখন অফিসিয়াল এন্টারটেনমেন্ট হয় তখন কেটার করবার জন্য, খাবার-দাবার সাপ্লাই করবার জন্য সমস্ত মনোপলি তাঁদের দেওয়া হয়, সেই অবাঙ্গালী গুপ্ত ব্রাদার্স নামে কোম্পানীকে দেওয়া হয়, তাঁরাই টার্মস্ যা কিছু ডিক্টেট করেন, সাধারণ বাজারের থেকে বেশী দামে সাপ্লাই করেন এবং সেইভাবে আদায় করেন। সরকার থেকে কোন টার্মস দেওয়া হয় না, তাঁরা যে দাম দেয় তাই দেওয়া হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় কথা, সোভিয়েট নেতারা যখন এখানে এসেছিলেন, তখন কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল ১৫টা তোরণ তৈরী করবার জন্য এবং এক-একটী তোরণের জন্য ২২০০ টাকা কোরে চার্জ করা হয়েছে। ২২০০ টাকার তোরণের চেহারা দেখেছেন যে কেমন মাদুর, চাটাই আর বাঁশ দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল! আর সেই এক-একটা তোরণের জন্য ২২০০ টাকা লেগেছে! আশ্চর্য্য যে এর পুরস্কার স্বরূপ আমাদের ডিরেক্টর বাহাদুর ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টকে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছেন যে তিনি যে তাঁর রেগুলার ডিউটির উপর অতিরিক্ত কাজ করেছেন, তার জন্য তাঁকে অতিরিক্ত ভাতা মাস মাস দিতে হবে। আমরা সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি যে তাঁকে এটা দেওয়া উচিত। যিনি এই রকম ব্রিলিয়ান্ট লোক, যিনি অতিরিক্ত কাজ করেন, সেজন্য ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে তাঁকে যেন অতিরিক্ত ভাতা মঞ্জুর করা হয়। আমরা এই রকম অনেক খরচের কথা বলি কিন্তু ডাঃ রায় যেন রাগ না করেন, বিরোধী পক্ষ হিসাবে আমাদের একটু বলা প্রয়োজন। আমরা যেটুকু বলা প্রয়োজন বুঝি, যার মেটিরিয়্যাল আছে, আমরা তাও সব সময় বলতে পারি না। আমরা যা বলি, প্রত্যেকটা কথা যখন বেরোয় তখন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একটা উইচ হান্টিং চলে যে কোথা থেকে বেরুল। সন্দেহবশে বহু লোককে নির্যাতন করা হয়। সেই ভয়ে খবর থাকা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি না। তাই ডাঃ রায় দয়া কোরে বোলে দিন যে গণতন্ত্রের মধ্যে কোন্ উপায়ে আমরা পাবলিক গ্রিভান্সেস ভেন্টিলেট ক'রব, কোন্ রাস্তায় প্রতিকার খুঁজব। তিনি যেন সেই রাস্তাটা বোলে দেন এবং এই দুর্ভাগাদের যেন বাঁচান। যেন উইচ হান্টিং কোরে নির্দোষ লোককে ভিক্টিমাইজ না করেন। আর শেষ কথা, যিনি পার্বালসিটি মন্ত্রী তিনি আশা করি নিশ্চয়ই জবাব দেবেন। তিনি যেন যাঁরা পিছনে বসে আছেন তাঁরা যেমন প্রম্পট করবেন সেই রকম কথা না বলেন—শ্রীমতী পূরবী মুখার্জীর মত সেইটা পড়ে না দেন। তিনি যেন নিজে মিনিষ্টিরিয়্যাল রিপ্লাই দেন এই অনুরোধ করি।

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

স্পীকার মহোদয়! বাংলার জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এত দ্রুত গতিতে ক্রমশঃ নিম্ন থেকে নিম্নতর হতে চলেছে, যে এটা বিশেষ শঙ্কার কারণ হয়েছে। স্বজন পোষণ, অসাধুতা, দুর্নীতি, ঘুষ ইত্যাদির স্রোত অনবরত বেড়েই চলেছে। কোন স্থান থেকে এর কোন প্রতীকার করবার একটা বলিষ্ঠ উপায় নির্ধারিত হচ্ছে না, বা তার প্রচেষ্টা করাও হচ্ছে না। আর কেই বা করবে? কোন জায়গায় কারও কোন চরিত্র, কোন সাধনা, কোন নীতি এ'দের মাঝখানে আছে? কথায় আছে—'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়' এ'দের শেখাবার মত লোক আছে? কেউ নাই। সব গড্ডলিকা প্রবাহের মত; একটা স্রোতে সারা গভর্ণমেন্ট চলছে। এটা খুব বিপদের বিষয়। আপনারা ক্রিমিন্যাল কোর্টে যান, সিভিল কোর্টে যান, রেজিস্ট্রেশন অফিসে যান, অন্য কোন স্থানে পুলিশের আওতায় যান, সকল জায়গায় দেখা যায় ঘুষ না দিলে একটা ন্যায্য কাজও করা হচ্ছে না বা করা চলবে না। ডাঃ রায় বলেছেন ৩।৪ হাজার লোকের কেস, সেখানে এক-আধটা ঘুষ বা দুর্নীতি থাকতে পারে। কিন্তু তাও প্রকৃত ব্যাপার নয়। এখানে অধিকাংশই ঘুষ, আর অধিকাংশই দুর্নীতি। কোন লোক সৎ বা সাধু থাকলে তার কথা হয়। এখন কথা হচ্ছে এত যে মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রীর গোষ্ঠী, এ'রা সব বসে বসে কি করেন? এ'রা দিব্য ঠান্ডা ঘরে বসে থাকেন, আর নিজেদের বপুটা বৃদ্ধি করছেন, আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াচ্ছেন। তাঁরা কি কোন সময়ে যান কোন অফিসে? তাঁরা কি কখন কোনখানে ইনকগ্নিটো যান বা সারপ্রাইজ ভিজিট দেন? তা দেন না। যদি দয়া কোরে কোন জায়গায় যাওয়া হয়, তবে সেখানে যেন "জার অফ রাশিয়া" আসবেন, সেইভাবে আগে সব খবর হয়ে গেল; কমিশনার থেকে চৌকীদার পর্যন্ত সবাইকে কাজ বন্ধ কোরে তটস্থ হ'য়ে তাঁকে সেলাম করবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এই রকম কোরে কখনও কাজ হয়? আমি বলব যতসব অপদার্থ লোকের জন্য এইসব চলেছে। আরও যে একটা বিপদের বিষয় বর্তমানে রয়েছে সে কথা বলি। সারা ভারতবর্ষের সামনে ভীষণ দুর্দিন আসছে। স্পীকার মহাশয়, ঐ দেখুন, সীয়াটোয় ব্যাপার চলেছে। ওয়াশিংটন, লন্ডন, করাচী, গোয়াকে এ্যাক্সিস কোরে একটা ঘোর বিপদ ঘনায়মান হচ্ছে। বোধ হয় ১৯৫৭ সালে ভারত বিপন্ন হবে। এসময় কাজ কি? জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এমন জিনিস করতে হবে যাতে নেতৃত্বের কোন দ্বন্দ্ব না থাকে; এরকম করা বিশেষ দরকার। কিন্তু করছে কে, আর শুনছেই বা কে? স্পীকার মহাশয়, আমাদের যে ভাল এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন চলতে পারে না তা আমি বলি না। মরুভূমির মাঝখানে একটা মরুদ্যানও আছে। সেটা আমি স্বীকার করি। সেটা আপনার সেক্রেটারিয়েট, সেটা খুব ভাল চলে। এখানে কোনরকম গলদ নাই; এখানে কোনরকম অন্যায় নাই। এত সুষ্ঠুভাবে কাজ চলে কেন? বাঙ্গালী আমরা যে কাজ চালাতে পারি না তা নয়, আমরা কাজ চালাতে চাই না। কিন্তু এই আবহাওয়া অন্য জায়গায় নাই কেন? ওখানকার ক্লেদ এবং গলদ সাফ হয় না কেন? বাস্তবিক আপনার যে সেক্রেটারিয়েট এমন সুন্দর চলে তার জন্য আপনার উপযুক্ত সেক্রেটারী এবং তাঁর উপযুক্ত সহকর্মিগণ, তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আমি বলব আপনি যদি মাঝে মাঝে অন্যান্য অফিসে আপনার সেক্রেটারিয়েটের উপযুক্ত কর্মচারীদের সার্ভিস লেন্ড করেন তাহলে সেখানকার ক্লেদ দূর হয়ে তাদের একটা আইডিয়্যাল ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা হ'তে পারে, এবং তাহলে খুবই উপকার হবে। কেন না সব জায়গাতেই দেখি রেড-ট্যাপিজম্। কোন ভদ্রলোক চিঠি লিখলে জবাব পান না, বা কোন ভদ্রলোক গেলে সেখানে কোন অভ্যর্থনা পাবেন না। সেখানে আগে যেমন ছিল হোয়াইট ব্যুরোক্র্যাসী, এখন হয়েছে ব্রাউন ব্যুরোক্র্যাসী।

তারপরে স্পীকার মহাশয়, অনেকে ব'লে গেছেন বিচার বিভাগ থেকে শাসন বিভাগ তফাৎ করা দরকার। তা না করলে অন্যায় ও ক্ষতি হচ্ছে। কারণ শাসন বিভাগে তাঁরা জুডিসিয়াল অনেষ্টি বা ইমপার্সিয়্যালিটি বা সেরকম কিছুর ট্রেনিং পান না এবং সেজন্য বিচার বিভ্রাট হয়ে থাকে। কিন্তু বিচার বিভাগে এসব ত্রুটি অল্প। তাছাড়া বিচারে বহু সময় নষ্ট হয় ব'লে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক ইত্যাদিতে ফিলিপ দেওয়ার কাজ তাঁরা করতে পারেন না, কারণ ম্যাজিস্ট্রেট, এস, ডি, ও, তাঁদেরই কাজ, তাঁদের দ্বারা ডেভেলপমেন্টের অনেক কাজ হ'তে পারে। সুতরাং তাঁদের অনর্থক বিচারের ভার দিয়ে যেমন বিচার বিভ্রাট ঘটান হয়, সেই রকম তাঁদের যে অনেক কাজ করার আছে, তা করতে দেওয়া হয় না। আজ থেকে এই যে

এস, ডি, ও, ও ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁদের কেবলমাত্র এক্সিকিউটিভ ফাংসন দিন এবং তাঁদের এই কথা বলুন, এই রকম সার্কুলার দিন যে তোমার যোগ্যতা সম্বন্ধে মাপকাঠি হবে এইসব কাজ, তোমার প্রোমোশন সম্বন্ধে এইটিই বিচার করা হবে যে তোমার আমলে তোমার এলাকায় জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা কোরে ডেভেলপমেন্টের কাজ, যথা, রাস্তা বল, ঘাট বল, ইউনিয়ন বা থানা হেল্‌থ সেন্টার বল, এইসব কাজে লোকের সহযোগিতায় কতদূর কি করতে পেরেছে—এইটাই বিচার করা হবে। তাহলে তারপর দেখবেন আমাদের দেশে কি হয়েছে। আমাদের দেশে এই যে জনকল্যাণমূলক কাজের কথা বলা হয় তা কত অসম্পূর্ণ। এখনও পর্যন্ত যে দেখি এই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, শিশু রাস্তায় জন্মাচ্ছে, রাস্তায় মরছে, এক বিন্দু ঔষধ পায় না। তাদের দিকে কোনদিন লক্ষ্য করা হয় না, এতে কি লজ্জা লাগে না? এই এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর গলায় দড়ি দেওয়া উচিত। আমি বলব যদি গভর্ণমেন্ট এখনও বিচার বিবেচনা করেন তবে সে ব্যবস্থা এখনই করুন, যে যারা দুঃস্থ, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, অথর্ব, যাদের কেউ নাই, যাদের ভিক্ষাবৃত্তি সম্বল, যারা না খেয়ে মরছে, তাদের আহারের ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে; কিন্তু আপনারা সে ব্যবস্থা করবেন না। দিন দিন দেখছি, স্পীকার মহাশয়, জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর খরচ বেড়ে চলেছে, আর সে বাড়বার কি মজা! ৭ লক্ষ টাকা প্রচার বিভাগে দেওয়া হয়েছে, চারণ দল চাই। আগে কিন্তু প্রতাপ সিংহ, সংগ্রাম সিংহ, পৃথ্বীরাজ ইত্যাদি রাজাদের অপূর্ব মহিমামণ্ডিত গৌরব কাহিনী প্রচার করবার জন্য মাহিনা দিয়ে কোন চারণ রাখা হ'ত না। দেশের যারা গুণী, দেশপ্রেমিক, চারণ কবিরা আপনা থেকে তাঁদের বীরত্ব গাথা, চরিত্র গাথা, দেশে দেশে প্রচার করতেন। মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়, শিখরে যাহার রক্ত পতাকা উড়ে না আর। আর আজ এই চারণ কবিরা ডাঃ রায়ের সম্বন্ধে কি বলবে? তারা এই কথা বলবে, বাংলার গদী, বাংলার গদী, আঁকড়ি থাকিতে চাহি নিরবধি। বাংলার গদী আঁকড়ে থাকবেন। সুতরাং এটা লজ্জার কথা। কিছুই করতে পারছেন না, কেবলমাত্র হেঁয়ালীর সৃষ্টি করছেন, প্রচার কার্যের জন্য তার জন্য বহু টাকা নিচ্ছেন। অনাবশ্যক ইন্দ্রধনু এবং রামধনু কেবলমাত্র আকাশে আঁকছেন। যদি সেখানে যাই দেখি তার মাঝখানে বস্তু কিছুই নাই। ভাঁওতা দিয়ে, লোককে ভুল বুঝিয়ে, লোকের টাকা নষ্ট কোরে, নিজেদের পজিশন কতদিন রাখতে পারবেন তা বলতে পারি না। তারপরে বলব একটা কথা, এই ডিভিশনাল কমিশনারের কথা। ডাঃ রায় বলেছেন আগে তাঁরা মনে করতেন এবং ক্রিটিসাইজ করতেন যে ডিভিশনাল কমিশনারের দরকার নাই কিন্তু এখন উঁদের দিব্যজ্ঞান হয়েছে, উঁদের গভর্ণমেন্টের যে জ্ঞান হয়েছে তাতে বুঝেছেন যে ডিভিশনাল কমিশনার না থাকলে চলতে পারে না।

[4-50—5 p.m.]

কিন্তু স্পীকার মহাশয়, এই

Bengal Administration Enquiry Committee

দিন বসেছিল তখন সেই কমিটি এই অফিস তুলে দেবার জন্য সুপারিশ করেছিল, বলেছিল য এর কোন প্রয়োজন নেই

t merely serves as a post office.

ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়েই এই কাজ চালাতে পারা যায়। সুতরাং এইটা তুলে দিলে কিছু টাকা বাঁচবে, সে টাকা দিয়ে কিছু অনাথ গরীবরা খেয়ে বাঁচবে।

তারপর স্পীকারমহাশয়, এই টপ-হেভি শাসন ব্যবস্থার কথা সকলেই বলে গিয়েছেন। ডক্টার রায় এর বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তার মধ্যে কোন সার বস্তু নেই। একজন ৪০ টাকা মাইনে পাবে, আর একজন তিন হাজার টাকা পাবে এর মানে হতে পারে না। এই রকম টপ-হেভি এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর অফিসারদের মধ্যে রাইভ্যালরি হচ্ছে, এদের মধ্যে টিম ওয়ার্ক হয় না, এর দ্বারা কাজ সাফার করে, মেরিট সাফার করে, সার্ভিস সাফার করে। তাই বলি য়র রি-এ্যাডজাস্টমেন্ট করুন এবং বিভিন্ন সমস্ত স্তরের রাজকর্মচারীদের মাইনের একটা সামঞ্জস্য সাধন করুন। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে ৫০০ টাকার বেশী মাইনে দেওয়া

উচিত নয়। অবশ্য এখন টাকার দাম অনেক কমেছে, সেখানে ১,৫০০ টাকা দিন এবং মিনিয়ালসদের অন্ততঃ ১০০ টাকা দিন কম পক্ষে। এ না করলে করাপশান বেড়েই যাবে। এই জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর সামনে অতি বড় এবং অতি কঠিন কর্তব্য আছে। এই দেশে ফিফ্থ কলামিস্টসএর অভাব নেই। তাঁদিগকে চিনে রাখতে ও খুঁজে বের করতে হবে। আপনাদের বিপদ আসছে, সেই বিপদের সময় হয় ত এক হাতে মোগলকে এবং আর এক হাতে মগকে রুখতে হবে। যদি শুধু গদি আঁকড়েই থাকতে চান তাহলে দেশ বিষম বিপদের সম্মুখীন হবে। তাই খুব সাবধান। শেষে যেন না বলতে হয়—

"পড়েছি মোগলের হাতে
খানা খেতে হবে সাথে"।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রীদের অনেক কীর্তির কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং বিশেষ করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, তিনি যখন প্রথম এখানে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আসেন, তার সাংগ-পাংগকে নিয়ে এক সুখী পরিবার গঠন করেন, ৩২ জন নিয়ে, সেই সময় বলেছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে উন্নতিমূলক কাজ করবার জন্যই এই সমস্ত মেষপালের মত লোকপাল দরকার, এবং তাদের জন্য জনসাধারণের অর্থের বিরাট একটা অংক প্রতি বছরেই নিয়োগ করেছেন বাজেটের মধ্যে। তারপর, সেদিন তিনি বলেছেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নতিমূলক কাজ। তার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পূর্ববর্তী এক বক্তৃতায়, এই বাজেট বক্তৃতায়ও বলেছেন যে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ব্যয়-বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শাসন খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বাজেটের ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ২ কোটী ৭৫ লক্ষ, ২৭ হাজার টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালের রিভাইজড এষ্টিমেট দেখি ২ কোটী ৯৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে সেটা বেড়ে হচ্ছে ৩ কোটী ১২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। এই যে খরচ বেড়েছে সেটা শাসন বিভাগে জনকল্যাণ বিভাগে নয়। ২৩ ৫৩ লক্ষ টাকা এই যে বৃদ্ধি হ'ল এটা উন্নয়ন বিভাগ থেকে শাসন বিভাগে বেশী বৃদ্ধি হ'ল। সুতরাং আমার মনে হয় তিনি যে কথা মুখে বলেন, সেটা কাজে করেন না। তার আরও প্রমাণ আছে। তিনি ইতিপূর্বে বলেছিলেন যে, জুডিসিয়ালকে এক্‌জিকিউটিভ থেকে আলাদা করে দেওয়াই মন্ত্রীসভার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা দেখছি, বার বার তাঁর কাছে বলা সত্ত্বেও তিনি তা করেন নি। এবং তার জন্য সারা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি এমনভাবে চলেছে যে তাঁর কাছে বার বার এ সম্পর্কে নানা রকম অভিযোগ করা সত্ত্বেও তিনি এগুলি ধামা-চাপা দিয়ে রেখেছেন। সুতরাং তাঁর কথা এবং কাজে কোনই সামঞ্জস্য নেই। তারপর দেখতে পাচ্ছি যে, এমোলিউমেন্টএর জন্য গভর্ণরের পিছনে যে খরচ হয় সেটা ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ৬ হাজার টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে সেটা ২৬ হাজার টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন মন্ত্রী আছেন যিনি বাড়ীভাড়া বাবদ টাকা নিচ্ছেন, আবার তাঁর স্বামী চিফ সেক্রেটারী, তিনিও বাড়ীভাড়া বাবদ টাকা নিচ্ছেন। একই পরিবারে একসংগে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে তাঁরা থাকেন, তার জন্য সরকারী তহবিল থেকে আলাদা আলাদা করে বাড়ীভাড়া নেওয়ার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। তারপর দেখা যাবে এমন মন্ত্রী আছেন যে মন্ত্রী প্রত্যেক সপ্তাহে সারা পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন ডাক বাংলোয় বিভিন্ন সময়ে আনন্দ করবার জন্য যেয়ে থাকেন, তম্বী নারী সমভিব্যাহারে। বাগান বাড়ীর চেয়েও আনন্দ করবার পক্ষে নির্জন ডাকবাংলো অনেক বেশী সুবিধের। তার জন্য অবশ্য গাড়ী চাই, জীপ চাই, আনুষংগিক ব্যবস্থা চাই। সরকারী টাকার অপচয় করে এ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এমন মন্ত্রীও আছেন, যাঁর সংগে স ওয়ালেস কোম্পানীর একটা গোপন রফা আছে এবং সে রফায় এই কোম্পানীর কাছ থেকে মন্ত্রীমহোদয়ের গোপন-পাওনা সেটা এখানে দেওয়া হয় না—সেই টাকা মন্ত্রীমহোদয়ের নামে জমছে বিলাতে। যেহেতু স ওয়ালেস বিলাতী কোম্পানী। মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই বেনামীতে ট্যাক্সি নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন। তাছাড়া এদের মধ্যে দুর্নীতি এত আছে যে বলে

শেষ করা যায় না। এই হচ্ছে মন্ত্রীসভার প্রকৃত পরিচয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে দুর্নীতি যদি মন্ত্রীসভার মধ্যেই থাকে তাহলে তর অধীনস্থ যে বিভাগ আছে সেখানে দুর্নীতি রোধ করবে কে? আমরা সেইজন্য এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, প্রত্যেক বিভাগে ১৯৪৭ সালের আগে যে চরম দুরবস্থা ছিল বর্তমানে সে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। এবং অফিসিয়ালস যাদের চরিত্র সংশোধনের কথা মন্ত্রীসভাকে আগে বলেছিলাম কিন্তু তাদের চরিত্র সংশোধন ত হয়ই নি এবং তারা জনসাধারণের সঙ্গে যে ধরণের আমলাতান্ত্রিক ব্যবহার করে, সেই কথা কিছু দিন আগে "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় বলা হয়েছিল, সেখানে এই অফিসিয়ালসদের এ্যাটিটিউড সম্পর্কে ষ্টেটসম্যান পত্রিকা একটা স্পেশ্যাল আর্টিকল্ লিখেছিল। কংগ্রেসী আমলে আমলারা জনসাধারণের প্রতি আগের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট ব্যবহার করে থাকে, পাবলিকের সঙ্গে তাদের কোনও কো-অপারেশন নেই, এই আমলে নেপোটিজম্ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা আমার কথা নয়, ষ্টেটসম্যানএর রিপোর্টরাই একথা লিখেছেন এবং সেটা বেরিয়েছে স্পেশ্যাল আর্টিকল্এ ঐ পত্রিকায়।

তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই মন্ত্রিসভা কায়েমী স্বার্থরক্ষা করবার জন্যই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করছেন, জনসাধারণের দিকে তাঁরা তাকান না, শ্রমিক দমন করা, কৃষক দমন করাই হচ্ছে এদের উদ্দেশ্য। তার পরিচয় আমরা পাচ্ছি কলকারখানায় যেভাবে ১০৭ ধারা প্রয়োগ করে শ্রমিক দমন করা হচ্ছে এবং কৃষকদের উপর যেভাবে নিপীড়ন করা হচ্ছে—এই মন্ত্রীসভা শুধু মিল মালিক ও জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করছেন। এই সমস্ত জঘন্যতম দুষ্কৃতির কথা বলতে গেলে অনেক সময় কেটে যাবে। আমি শুধু সংক্ষেপে বলব। এদের যে সমস্ত কাজ আমরা দেখেছি তার কোনটাই প্রশংসনীয় নয়। কিছুদিন আগে আমাদের দেশে মহামান্য শ্রদ্ধেয় ২ জন অতিথি এসেছিলেন মহান বুলগানিন ও ক্রুসচেভ। তাঁদের সম্পর্কে আমাদের এই যে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন যাঁরা চালাচ্ছেন, বিশেষ করে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে তাঁরা যেভাবে একটা অবর্ণনীয় অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন তারপরে এই ডিপার্টমেন্ট থাকার আর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।

[5-5-10 p.m.]

আমরা জানি এই সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের শ্রদ্ধেয় নেতা জ্যোতি বসু মহাশয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জানিয়েছিলেন যে এই ব্যাপারে জনসাধারণ সরকারের সঙ্গে কো অপারেশন করতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে স্বীকার করেছিলেন, কো-অপারেশন তাঁরা নেবেন এবং একযোগে কাজ করবেন। কিন্তু হঠাৎ আমলারা তাঁকে কি বোঝালেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন "আমি যা ভাল বুঝবো তাই হবে"। তারপর পরিনামে যে কি অবস্থা হয়েছিল সে অবস্থা দেশের লক্ষ লক্ষ অগণিত জনগণ দেখেছে, সেই মহান অতিথিদের শেষে কিনা প্রিজন ভ্যানএ নিয়ে যেতে হ'ল এবং এভাবে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে তাদের রাখা হ'ল এবং এই বাংলাদেশকে একটা লজ্জাস্কর অবস্থার মধ্যে টেনে আনা হ'ল।

[At this stage the red light was lit.]

এই তো হ'লো মাননীয় অতিথিদের কথা। আমার টাইম শেষ হয়েছে?

Mr. Speaker:

হ্যাঁ।

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, সাধারণ শাসন খাতে ব্যয় দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, সে কথা পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গিয়েছেন, নূতন করে সে বিষয়ের অবতারণা করতে চাই না। যখন ইংরেজ আমলে এই শাসন চলেছিল সেই সময় সামান্য কর বৃদ্ধির কথা যখন উঠেছিল টাকায় ৪ পয়সা তখন কংগ্রেস থেকে, চারদিক থেকে কি ভয়ানক আপত্তি তোলা হয়েছিল, কত বিবৃতিই না দেওয়া হয়েছিল এই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে। আজ কি নীতি চলেছে? এই গত ৯ বছরের মধ্যে সর্ব বিভাগে সর্বরকম ব্যয় বৃদ্ধির যে খরচ তা বেশীর

ভাগ আসছে ট্যাক্স ধার্য করে। কিন্তু তার কথা আজ কংগ্রেস দল তো প্রতিবাদ করেনই না বরং সেটা সমর্থন করে চলেছে। ডাঃ রায় তাঁর বক্তৃতায় বল্লেন শাসনযন্ত্র উন্নতির জন্য বাংলাদেশ যা করেছে, ভারতবর্ষের আর কোথাও তা করে নি। কিন্তু আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি মেদিনীপুরে সদর দক্ষিণ মহকুমায় যে অবিচার আজ পর্যন্ত চলছে গত বছর তা তাঁরা স্বীকার করা সত্ত্বেও সেখানে সদর দক্ষিণ মহকুমা অফিস মেদিনীপুর সহরেই রাখা হয়েছে, দক্ষিণ মহকুমায় আনে নি এবং সেই দক্ষিণ মহকুমা অফিস খড়গপুরে স্থাপন হওয়া দরকার; করবেন বলে আজ পর্যন্ত কোন চেষ্টাও পর্যন্ত করেন নি। গত বৎসরেও আমরা বলেছিলাম খড়গপুরের সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস খড়গপুরে স্থানান্তরিত করা হোক, তারপর আমরা দেখলাম সেখানে বিশেষ করে ম্যাজিস্ট্রেট ও এস,ডি,ও,এর কাছ থেকে খবর নেওয়া হচ্ছে খড়্গপুরে কোথাও বাড়ীভাড়া পাওয়া যাবে কিনা? কিন্তু তারপর এক বছর অতীত হয়ে গেল আর কোন উচ্চবাচ্য নাই। আমি মনে করি এই সরকার জনসাধারণের কোন সুখ-সুবিধা দেখেন না, কেবল কোন রকম করে দিনগত পাপক্ষয় করলেই হ'ল। শাসন বিভাগে এই যে চলছে প্রতিশ্রুতিমতও কাজ চলছে না, এই যেখানে অবস্থা সেখানে শাসনখাতে ব্যয় বৃদ্ধি তো আর হওয়া উচিতই না বরং কি করে ব্যয় কমান যায়, যাতে কাজকর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তার জন্য একটা কমিটি নিয়োগ করা উচিত। আমাদের তরফ থেকে যেসব অভিযোগ পাঠিয়েছি তার যদি প্রতিকার করতেন তাহলে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা মঙ্গলকর হ'ত। তৃতীয় কথা, এই শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ত্রুটী হচ্ছে যে বাংলাদেশের জনমত চায় যে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় সমস্ত সরকারী কাজকর্ম চালান হউক, তার ব্যবস্থা করা হউক, কিন্তু এ সরকার তা করবেন না। সংবিধানগত যেটুকু বাধা আছে সেটুকু পরিবর্তন সাধিত করা যায়। কেন তা করা হচ্ছে না? এই কথার উত্তর বাংলাদেশের জনসাধারণ কংগ্রেস সরকারের কাছে চায়। অন্যান্য জায়গায়, বিহারে এবং আসামে আমরা দেখছি বাংলা ভাষার উপর কিরকম অত্যাচার, অবিচার চালান হচ্ছে। সেখানে বিধান সভায় ও পরিষদে বাংলা ভাষায় কথা বলতে দেওয়া হয় না। তা ছাড়া বাংলা সরকার বাংলা ভাষা প্রচারের জন্য দুই হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা ছিল তাও বন্ধ করে দিয়েছেন। তারপর বাংলার গ্রামাঞ্চলে যে শাসন চালান হচ্ছে তা নির্যাতন ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রামের উন্নয়নের কথা যা বলা হয় তাকে ভাওতাবাজী ছাড়া আর কিছুই বলব না। কালকে ডাঃ রায় বলেছেন বাংলাদেশের শাসন খরচা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সর্বাপেক্ষা কম। কিন্তু আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি এই তুলনা করে কি লাভ? কংগ্রেসী পাল্লায় পড়ে বাংলাদেশ আজ ক্ষুদ্রতম রাজ্যে পরিণত হয়েছে। সেইজন্য অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে লাভ নেই। অন্য দেশ যদি ভুল ত্রুটী করে থাকে তাহলে কি আমরা সেটাই অনুসরণ করব? সুতরাং অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। কংগ্রেসের হাতে পড়ে আজ বাঙ্গালী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সেই কীর্তিকলাপ চাপা দেবার জন্যই বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রশ্ন এনেছেন। এবং বলা হচ্ছে এতে বাঙ্গালীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে। অতীনবাবু বলেছেন আজকে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের উপরে হুকুম দেওয়া হয়েছে তাঁরা যেন বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রচার করেন। একথা কি আজ ডাঃ রায় অস্বীকার করতে পারেন?

[5-10—5-20 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার, স্যার, সাধারণ শাসন খাতে ব্যয়-বরাদ্দের আলোচনায় সরকারী মাথাভারী শাসন ব্যবস্থার কথা অনেকে বলেছেন, আমি সেইসব কিছু বলতে চাই না। আমি হাওড়া জেলা এবং হাওড়া সহরের মধ্যে যে শাসন ব্যবস্থা, সে সম্বন্ধে ২।৪টা কথা বলব। একটা কথা মুখ্যমন্ত্রীকে শুনাতে চাই, খরচ কমানোর নাম নিয়ে হাওড়ার সরকারী কর্মচারীদের মাহিনা কাটা হয়েছে।

অন্য পন্থা গ্রহণ না করে এই ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে হঠাৎ গত বছর বাড়ী-ভাড়ার ভাতা হিসেবে যা দেওয়া হয় সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ এ-সম্বন্ধে যুক্তি বিশেষ কিছুই দেওয়া হয় নি। শুধু বলা হয়েছে হাওড়ার নাকি বাড়ী ভাড়া কম।

আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই হাওড়ায় যদি বাড়ী ভাড়া কম হয় তাদের অনেকগুলি অফিস বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া নেওয়া হয়েছে তার থেকে কি তাদের মনে হয় কলকাতার বড়বাজার অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে যে বাড়ী ভাড়া আছে তার চেয়ে হাওড়ায় কম। এটা মোটেই ঠিক নয়। এর দ্বারা হয়েছে কি বড় বড় যে সমস্ত অফিসার, আই.পি.এস, আই.সি.এস, তাদের হাউস রেন্ট কাটা হয় নি। যারা গরীব তাদের বাড়ী ভাড়া কেন কাটা হ'ল। সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এটা রেষ্টোর করে দেওয়ার জন্য। কারণ তা নাহলে অনেক এ্যানোমালির সৃষ্টি হয়। একটা ক্লার্ক সদরে কাজ করছিল, বাড়ী ভাড়া পাচ্ছিল, সে উলুবেড়িয়ায় ট্রান্সফার্ড হওয়ায় বাড়ী ভাড়া বন্ধ হয়, পরে সদরে এলেও বাড়ী ভাড়া রেষ্টোর হ'ল না অথচ তার আগে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এখন বাড়ী ভাড়া পাচ্ছেন। এই অবস্থা যাতে তাড়াতাড়ি রিমুভড্ হয় ততই সরকারের কাজ ভাল হবে বলে মনে করি। দ্বিতীয়তঃ হাওড়ায় যতগুলি সরকারী অফিস আছে সেগুলি এমন ডিস্ট্রিবিউটেড আছে, সমস্ত সহরের মধ্যে যে তা সরকারের কাজকর্ম ব্যাহত হয়। সিভিল সাপ্লাই অফিস হচ্ছে শিবপুরে, হেল্‌থ্ অফিস শালকিয়া, কৃষি অফিস পঞ্চাননতলা, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটএর অফিস হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সামনে, সতেনবাবুর অফিস হালদার পাড়ার মুখে, এই সমস্ত সরকারী অফিসগুলি যদি সমস্ত সহরে ছড়িয়ে থাকে তাহলে জনসাধারণের পক্ষে খুব অসুবিধা হয় এবং সরকারের একটা ফাইল এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্টএ যেতে অনেক সময় লাগে। সেদিক থেকে হাওড়ার সমস্ত সরকারী অফিসগুলি যদি কেন্দ্রীভূত করা হয় তাহলে ভাল হয়। যেখানে কলেক্টরএর অফিস আছে সেখানে যদি একটা বড় বাড়ী তৈরী করা হয় তাহলে সবদিকে ভাল হবে। আরেকটা কথা বলব, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এখন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরএর হাতে। এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে একটা কথা বলতে চাই, এ ব্যাপারে আমি স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। গত দুই বছরের মধ্যে চারবার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর পাল্টান হ'ল, তার কারণ যিনি হবেন তাঁকে একজন আই.সি.এস. হতে হবে, অবশ্য তিনি আবার এ্যান্টি-করাপশনএর সেক্রেটারী হবেন। আগে ত্রিবেদী সাহেব ছিলেন, তিনি যাওয়ার পর এ. বি. চ্যাটার্জী তিন-চার মাস থাকলেন। তিনি যাওয়ার পর অশোক মিত্র মহাশয় ৫-৬ মাস থাকলেন, তারপর নতুন এসেছেন শ্রী এইচ. এন. রায়। দুই বছরের মধ্যে ৮বার এই রকম বদলানোর জন্য কাজ ভাল হয় না। একজন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরএর পক্ষে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা বুঝতে ৪।৫ মাস সময় লেগে যায়। এখানে যেটুকু সুব্যবস্থা মিঃ ত্রিবেদী করেছিলেন তাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে গুরুতর অব্যবস্থা দেখা দিয়েছে। সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে, যদি শ্রী এইচ. এন. রায়কে নতুন ইলেকশন পর্যন্ত রাখা সম্ভব না হয় তাহলে এক্ষুনি তাঁকে ট্রান্সফার করে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেখানে রাখুন। যিনি সাময়িকভাবে চালাতে পারবেন। আমার শেষ বক্তব্য এই যে ডাইরেক্টরেট এবং সেক্রেটারিয়েটএ যে-সমস্ত টাইপিষ্ট এবং এ্যাসিষ্ট্যান্টদের মাহিনার যে তারতম্য রয়েছে সেখানে টাইপিষ্টরা যদিও এ্যাসিষ্ট্যান্টদের মত গুণসম্পন্ন এবং উপরন্তু টাইপ জানা সত্ত্বেও আমাদের সরকারের ডাইরেক্টরেট এবং সেক্রেটারিয়েটএ যে সমস্ত টাইপিষ্ট আছেন তাদের মাহিনার হার এ্যাসিষ্ট্যান্টদের মাহিনার হার অপেক্ষা কম। অথচ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টএর মাহিনার হার দুজনেরই সমান। এদিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Nripendra Copal Mitra:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, কোন মানুষ যখন মোহাচ্ছন্ন হয় তখন বিদ্বানকে সে অপমান করে, বুদ্ধিমানের কথা সে কানে তোলে না এবং অন্য মতামতকে সে ভালো চোখে দেখতে পারে না, তুচ্ছ করে এবং নিজে পড়াশুনা করেছে বলে জাহির করে। আমার মনে হয় যে, যে বিদ্যা বিনয় দেয় না সেই বিদ্যা আত্মঘাতী হয় এবং মানুষকে কূপমণ্ডুক করে। আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে এই ধারণা বোধ হয় আছে যে বাহিরে থেকে কোন পরামর্শ গ্রহণ করলে তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধিতে বাধবে এবং সেটা গ্রহণ করাও উচিত নয়। সেজন্য আমার মনে হয় যে বলেও বিশেষ কোন লাভ হবে না, তথাপি আত্মতৃপ্তির জন্যই আমি বলছি।

প্রথমে আমি প্রপাগ্যাণ্ডা এ্যাণ্ড পাবলিসিটির কথা বলব। এই প্রপাগ্যাণ্ডা এবং পাবলিসিটিকে গোড়া থেকে শেষ অবধি ঢেলে না সাজালে আজকের দিনে এই প্রপাগ্যাণ্ডা এবং পাবলিসিটির মাধ্যমে কোন কিছু কাজ তাঁরা করতে পারবেন না, এই কথাই আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমেরিকা, বৃটিশ এবং স্বগোত্রীয় যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই আজ অনুভব করছেন যে তাঁদের প্রোপাগ্যাণ্ডা এবং পাবলিসিটির যে ধারা আছে, সেই ধারার দ্বারা তাঁরা পিছিয়ে পড়ছেন এবং আজকের দিনে কোন স্বার্থক কাজ তার দ্বারা তাঁরা করে উঠতে পারছেন না। তার কারণ হিসেবে তাঁরা এইটুকু অনুভব করেছেন যে তাদের প্রোপাগ্যান্ডা এ্যান্ড পাবলিসিটি এ পর্যন্ত যে ধারা ধরে এসেছে সেটার মধ্যে আর্টলেস ইগোইজম্ এবং সেলফ-এ্যাডভারটাইজমেন্ট ছাড়া অন্য কিছু আর ছিল না এবং তার দ্বারা মানুষের মনকে স্পর্শ করা যায় নি। তাঁরা এটাও স্বীকার করেছেন যে

communist way of propoganda and publicity

ওদের চেয়ে অনেক উন্নততর এবং সেজন্য তাঁরা চেষ্টা করছেন যে কি করে তাঁদের প্রোপাগ্যাণ্ডা এবং পাবলিসিটি, কম্যুনিষ্ট প্রোপাগ্যাণ্ডা এবং পাবলিসিটির চেয়ে উচ্চতর করতে পারেন। কিন্তু আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে প্রাগৈতিহাসিক চিন্তাধারার মধ্যে আমাদের প্রোপাগ্যাণ্ডা এবং পাবলিসিটি আবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ এখানে শুধু দেখা যায় যে মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে আমাদের অজয়বাবুর ঝুড়ি মাথায় করা ফটো নেওয়া হয়, বা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কার সঙ্গে কথা বলছেন বা কোন বড় লোকের সঙ্গে তাঁর ছবি নেওয়া হয়, বা আমাদের মাননীয়া রেনুকা রায় মহাশয়ার কাপড় বিলি করবার একটা ফটো নেওয়া, এই দিয়েই প্রোপাগ্যাণ্ডা এবং পাবলিসিটির কাজ শেষ করা হচ্ছে। কিন্তু এইভাবে এই জিনিস চলতে পারে না। আবার লেখাও দেখতে পাওয়া যায় যে তাতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় লিখেছেন, না হয় আমাদের প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় লিখেছেন, না হয়, আমাদের ক্যাবিনেটের মন্ত্রীমহাশয় লিখেছেন, না হয়, এইরকম বড় বড় লোকেরা বা কর্মচারীরা লিখেছেন, এইভাবে তাঁরা কাজ শেষ করছেন, কিন্তু এর দ্বারা কিছুতেই চলবে না। (এ ভয়েসঃ আপনিও লিখুন) আমি বলছি যে আমার লিখলেও হবে না, আরও একটু নিম্নস্তরের দিকে যেতে হবে। অর্থাৎ আমার কথা হচ্ছে, যে এঁরা যদি নিজেদের কথাই নিজেরা লেখেন তাহলে তার দ্বারা কোন বিশেষ ফল-লাভ করতে পারবেন না। যদি সত্যি সত্যি প্রোপাগ্যাণ্ডার দ্বারা কিছু করতে চান তাহলে অন্য ভাবে করতে হবে। প্রোপাগ্যাণ্ডা মানে নিশ্চয় নিজে যে কাজ করছেন তার সমর্থনে ঘোষণা করা এবং অন্য লোকে যাতে তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় তারজন্য চেষ্টা করাও বটে এবং তাঁরা যে ঠিক কাজ করছেন এই কথাটাও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। কারণ জনসাধারণের কাছ থেকে সেই স্বীকৃতি দরকার। কাজে কাজেই এদের মতাবলম্বী যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা জনসাধারণের একজন সেই জনসাধারণকে দিয়ে লিখিয়ে তাঁদের সম্মতি নিলেই তার দ্বারা কিছু কাজ হতে পারে। কিন্তু এঁরা লিখলে, যেমন নিজের ক্ষেত্রে নিজের গুণ গাইলে, তার দ্বারা যে-কোন ফল হয় না তেমনি কিছু হবে। এই কথাটা যদি তাঁরা আজও না বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে, বড় বড় মাথাতে, বড় বড় বুদ্ধিতে যে সকল সময়ে কাজ হয় না। এই গেল আমার প্রোপাগ্যাণ্ডা এবং পাবলিসিটির সম্বন্ধে কথা।

[5-20—5-30 p.m.]

অন্য একটা কথা যেটা আমি বরাবরই বলে থাকি এবং আগে থাকতে বললেই হয় ত ঠিক হ'ত, কিন্তু সেই সময় সুযোগ হয় নি ব'লেই এখন বলছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আমি যে কথা বলেছিলাম, যে-কোন কারণেই হোক, যে-কোন চাপে পড়েই হোক সেই সব তিনি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ পথের পাঁচালী সিনেমা করে ওঁরা দেখছেন যে খুবই লাভবান হয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই যে লাভ এই লাভটাও নিশ্চিত লাভ নয়। এই পথে চললে চলবে না, এর চেয়ে আর একটা ভাল পথ রয়েছে এবং সেটার সম্বন্ধে আমি বারবার বলেছি এবং এবারও বলছি। অর্থাৎ বাংলাদেশে যে-সব ছবি জনপ্রিয় হয়েছে সেই সব ছবিকে যদি তাঁরা হিন্দী ভার্সানএ করেন এবং তার দ্বারা যদি টাকা আনবার চেষ্টা করেন তাহলে অন্যান্য প্রদেশে আমাদের ছবি জনপ্রিয় হবে এবং সেই সঙ্গে সত্যিকারের অর্থাগমের পথও খুলে যাবে। কারণ বাংলার সারকিট অত্যন্ত ছোট এবং এই সারকিটটা ছোট হওয়ায়

নিজেরা প্রোডাকসান করতে গিয়ে এক্সপেরিমেন্টএর ক্ষেত্রে কোন ছবি যদি হিট পিকচার না হয় তাহলে আমাদের সরকারকে বহু লোকসানের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। এইজন্যই আমার মনে হয় যে জনপ্রিয় চিত্রকে নিয়ে যদি তাঁরা হিন্দী ভারসান করেন এবং এই সুযোগের দ্বারা অন্য প্রদেশ থেকে টাকা আনবার চেষ্টা করেন তা হ'লে অনেক সুফল তাঁরা অর্জন করতে পারেন। এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আর একটা কথা আমার বলবার ইচ্ছা হচ্ছে, এই যে মফঃস্বলে ৮ আনা পর্যন্ত টিকিটের উপর থেকে এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স তাঁরা বন্ধ করে দিন। এই এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স যদি তাঁরা বন্ধ করে না দেন তাহলে আমার মনে হয় যে সেখানকার সিনেমাগুলি বাঁচবে না এবং এই সঙ্গে গভর্ণমেন্টের প্রোপাগান্ডা এবং পাবলিসিটিতে যে টাকা খরচ করছেন তার কিছু টাকা ঐসব মফঃস্বলের সিনেমা হাউসে ছবি দেখানোর জন্য তাদের সাবসিডিয়ারি গ্রান্ট দিন। আমার মনে হয় যে প্রোপাগান্ডা এবং পাবলিসিটিতে যে টাকা তাঁরা খরচ করেন তার কিছুটা অংশ যদি এই বাবদে খরচ হয় তাহলে ভাল হবে। এবং এটাও যদি সত্যি হয় যে, সিনেমা, কুইকেস্ট মেডিসিন তাহলে তাদের উচিত সেই কুইকেস্ট মেডিসিনএর সুযোগ নিয়ে প্রোপাগান্ডা এবং পাবলিসিটি করে দেখবেন যে মফঃস্বলেতে যে কথা প্রেরণ করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছেন সেইভাবে অনেক তাড়াতাড়ি তাদের কাছে কথা গিয়ে পৌঁছবে।

আর একটা কথা হচ্ছে যে যেদিন ডাঃ রায় শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে গিয়েছিলেন সে সময় নাকি কতকগুলি লোক তাঁকে ধরেছিল, ধাক্কা দিয়েছিল এবং এই খবর আমরা খবরের কাগজের মাধ্যমে পেলাম। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব হ'ল? কারণ এক যদি সেখানে পুলিশ একেবারে না যেত তাহলে বুঝতাম যে পুলিশ যায় নি, উনি জনপ্রিয় লোক ওখানে গেছেন এবং কোথা থেকে একটা কিছু গোলমালে একটা কাণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু সেখানে পুলিশ মোতায়েন থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সেই অপদার্থ পুলিশ কারা? যারা চীফ মিনিষ্টার যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ডিউ প্রটেকশন দেবার জন্য যেতে পারে না এবং তাঁকে রক্ষা করবার জন্য ব্যবস্থা করতে পারে না? তাহলে এইরকম অপদার্থ পুলিশ কেন যে তিনি সহ্য করছেন সে কথা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

Sj. Gangapada Kuar: মাননীয় স্পীকারমহাশয়, শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও অপচয়, এই দুটি প্রধানতম শত্রু ব'লে মনে করি; অথচ কিনা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুশাসনে এই দুটো শত্রুর শক্তি দিনের পর দিন বৃদ্ধি হচ্ছে। উপর তলায় কিভাবে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে বহু বক্তা বলে গিয়েছেন। নীচের দিকে যে-সমস্ত ছোট ছোট কর্মচারী রয়েছে, তাদের মধ্যেও এইরকম সব দুর্নীতি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, এবং বিশেষ করে যে-সমস্ত বিভাগের উপর দুর্নীতি দমনের বা শান্তি স্থাপনের ভার দেওয়া রয়েছে, সেই সমস্ত বিভাগের মধ্যে এইসব দুর্নীতি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

আজকের দিনে আমরা গ্রামাঞ্চলের অবস্থা যা জানি, তা থেকে এ-কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সেখানে, গ্রামের ভিতর আজকের দিনে কোন প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, সাধারণ মানুষের উপর হ'লে, তারা স্থানীয় পুলিশ অফিসারকে সে সমস্ত জানাতে ভয় পায়। কারণ, তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, যে, কোন অন্যায় প্রতিকারের জন্য যদি তাদের পুলিশের কাছে দ্বারস্থ হ'তে হয়, তাহলে সেই অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া ত দূরের কথা, উপরন্তু তাদের নানা রকম দুর্ভোগ, হয়রানী ভোগ করতে হয়।

[5-30—5-55 p.m.]

আজকের দিনে কোন রকম অন্যায়, অত্যাচার কোন সাধারণ মানুষের উপর হ'লে এবং তা সাধারণ পুলিশ অফিসারকে জানিয়ে দেওয়া গেলে, আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কোন অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য যদি পুলিশের দ্বারস্থ হ'তে হয় তাহলে অন্যায়ের ত প্রতিকার

হয়ই না বরং উল্টো নানা রকম হয়রানী ও দুর্ভোগ ভুগতে হয়। থানা পুলিশের যে সমস্ত কীর্তিকলাপ তাতে আমরা প্রত্যেকে জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, সারা বাংলাদেশে প্রায় শতকরা ৯৯টা ক্ষেত্রে থানা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যেতে পারে।

(A VOICE FROM THE CONGRESS BENCHES.)

পুলিশ বাজেট ত পরে আসছে) আমি সামান্য কটা কথা বলছি, এবং বলছি এইজন্য যে এমন অনেক কেস হয়েছে যেখানে সি.আই.ডি. দিয়ে অভিযোগের তদন্ত করতে দেওয়া হয়েছে, সেখানেও সেই সমস্ত অফিসার পর্যন্ত পুলিশের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে এবং তার কোন প্রতিকার হয় নাই। এইজন্য মন্ত্রীমহাশয়কে বলব তিনি কাল বলেছেন যে তাঁর সরকার দুর্নীতি দমনের জন্য সাধ্যমতন চেষ্টা করছেন, এবং তিনি দুর্নীতি দমন করবেন। কিন্তু এটা এমন একটা জিনিস যা নাকি নিজেদের আচরণের মাধ্যমে করতে হবে। উপরস্থ কর্মচারী যারা তাদের সততা ও সাধুতা দ্বারাই কেবল এ-সমস্ত করা সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা শুনি যারা নিম্নপদস্থ কর্মচারী তারা কম বেতন পায়, সেইজন্য তাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে তারা দুর্নীতির আশ্রয় নেয়; কিন্তু আদর্শ সরকারের উচিত হবে যাতে সমস্ত কর্মচারীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া, যাতে ওজুহাত হিসেবেও ঐসব দুর্নীতির আশ্রয় না নিতে পারে।

তারপর, আর একটা কথা, কাল উনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে বলেছেন, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম বাংলায় এই ব্যয় অনেক কম।

[At this stage the blue light was lit.]

সভাপাল মহাশয়, আমাকে ক'মিনিট সময় দিয়েছেন?

Mr. Speaker:

৫ মিনিট।

Sj. Gangapada Kuar:

আচ্ছা, তাহলে আমি সংক্ষেপ করছি। যা বলছিলাম, আমরা দেখতে পাই বৃটিশ আমলের যে-সমস্ত হেড সেই সমস্ত হেড আজকের দিনেও রয়েছে। এতে ব্যয় বহুল্য হচ্ছে। আমরা ব'লে আসছি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল উঠিয়ে দেবার জন্য, কেন না তার বাবদ যে খরচ সেটা সমস্তই অপ্রয়োজনীয় খরচ, এই কারণেই সেটা উঠিয়ে দেওয়া উচিত। সেদিকে কোন ব্যবস্থা সরকারকে করতে দেখি না। দ্বিধা-বিভক্ত বাংলাদেশের বহু সমস্যা রয়েছে, সেই সব সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক খরচ কমানো দরকার। যে-সমস্ত প্রদেশে বহু কোটি টাকা খরচ হয়, লোক সংখ্যা বেশী, আয়তন বেশী, সেখানে যেভাবে কম লোকের দ্বারা কম খরচে কাজ চলছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানে তার বিপরীত আচরণ করছেন। উত্তর প্রদেশ ভারতের সবচেয়ে বড় প্রদেশ, সেখানে দশজন মন্ত্রী ও দশজন উপ-মন্ত্রী রয়েছেন। বোম্বেতে ৯ জন মন্ত্রী ৩ জন উপ-মন্ত্রী। বিহারে ৩ জন মন্ত্রী ও ৩ জন উপ-মন্ত্রী, এবং ৩ জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী দিয়েই তাঁরা কাজ চালাচ্ছেন, আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এখানে ১৩ জন মন্ত্রী এবং বহুসংখ্যক উপ-মন্ত্রী। আমরা যদি বুঝতাম এর দ্বারা বিভিন্ন বিভাগের কর্মতৎপরতা বেড়ে গিয়েছে দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দশা কমাতে পেরেছেন তা হ'লে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু আমাকে দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে, বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীদের কাছে বিভিন্ন প্রকারের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে চিঠিপত্র লিখে তার কোন জবাব পর্যন্ত পাওয়া যায় না। একমাত্র ডাঃ রায় আর দু-একজন মন্ত্রীর কথা বলতে পারি, তাঁরা সময় মতন চিঠিপত্রের জবাব দেন। কিন্তু অন্যান্য অনেক মন্ত্রী আছেন যাঁরা চিঠিপত্রের জবাব দেওয়াটার প্রয়োজন আছে, মনে করেন না। এই ত অবস্থা।

[At this stage the House was adjourned four 15 minutes.]

[After adjournment.]

[5-55—6-5 p.m.]

Sj. Bankim Mukherjee:

ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতে ফাইনান্স মিনিস্টার মহাশয় কতকগুলি নূতন যুক্তির অবতারণা করে এই দাবিটা পেশ করেছেন, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যেমন যেমন আয় বাড়ছে, রেভিনিউ বাড়ছে, সেই পরিমাণে জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের খরচও যদি বেড়ে যায়, তাহলে পর আশ্চর্যের কিছু নেই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি দেখিয়েছেন, আনুপাতিক হিসাব ধরলে পরে জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের খরচ বছরের পর বছর কমে আসছে। অর্থাৎ রেভিনিউএর সঙ্গে আনুপাতিক তুলনা করলে দেখা যাবে অনুপাতে খরচ কমে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি একথা বলেন নি যে, গত ৬ বৎসরে মোট জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের খরচ বেড়ে গেল ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। বড় সোজা নয়। অর্থাৎ, সেইটাকে জাস্টিফাই করবার জন্য বললেন কি না, বিভিন্ন ব্যাপারে যখন খরচ বেড়েছে, তখন জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনেও বাড়বে। এটা ত আমার বুদ্ধির অগম্য। অবশ্য বাজেট এমনভাবে তৈরি হয় যে, যাঁরা ঐ রাইটার্স বিল্ডিংসএ থাকেন না তাঁদের পক্ষে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বে পৌঁছানো অসম্ভব এবং জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা কেন বেড়ে যাবে তা ত বুঝতে পারি না। যখন ডেভেলপমেন্ট প্রভৃতি কাজের জন্য খরচ বাড়ে, তখন প্রত্যেক গ্রাণ্টটাতেই দেখতে পাই এস্টাবলিশমেন্ট ব'লে আলাদা আছে। সেটা কি ঘরভাড়া মাত্র, না, তার মধ্যে অফিসার প্রভৃতিও আছে। গভর্নমেন্ট যত লোক নিযুক্ত করেন সেসব কি জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গ্রাণ্টের মধ্যে এসে গিয়েছে? তা যদি হ'ত তা হ'লে না হয় উপলব্ধি করতে পারতাম যে, যেখানে যত কর্মচারী নিয়োগ সে সবই জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভিতর পড়ে, যত রেভিনিউ বাড়বে, যত এক্সপেনডিচার বাড়বে, তত অফিসার বাড়বে এবং জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিম্যাণ্ডও বাড়বে। কিন্তু প্রতি ডিম্যাণ্ড-এ ডেভালপমেণ্ট, সিভিল ওয়ার্কস, রিফ্যুজি রিহ্যাবিলিটেশন প্রভৃতি প্রত্যেকটিতে দেখতে পাই যে, সেখানে অফিসারস নিযুক্ত হচ্ছেন এবং তাঁরাও আলাদা আলাদা ক'রে ডিম্যাণ্ড ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে দু খাতে নেবেন বলুন -একটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বলে বা খরচ বেশি হচ্ছে বলে সেই খাতে একবার নেওয়া হবে এবং আর একবার জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএও নেওয়া হবে। অর্থাৎ আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে, আপনারা এই 'কস্ট'এ ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়েছেন। কিন্তু এরপরেও উনি বলতে চান যে, 'টপ-হেভি' নয়। টপ-হেভি ক'রে উনি দেখিয়েছেন, যে ঐ টাকাটা সমানভাবে ভেতর বিতরণ করে দেওয়া হল জানি না এই অপূর্ব সোশ্যালিজমএর ধারণা উনি কোথায় পেয়েছেন। ওঁর পূর্বে একজন বিখ্যাত ধনী রথচাইল্ড একবার প্যারিসে একটা সোস্যালিস্ট মিটিংএ গিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে একজন নেতাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে, দেখ আমার এই টাকা সবটা ফ্রান্সের ৫ কোটি লোককে ভাগ করে দিলে ৫ ফ্রাংক করে এক একজন পায় এবং এই নাও তোমার প্রাপ্য হিসাবে তোমাকে ৫ ফ্র্যাঙ্ক দিলাম আর বাকি লোককে পাঠিয়ে দাও। এটা হচ্ছে ক্যারিকেচার অফ সোস্যালিজম -সমস্ত লোককে এইরকমভাবে টাকা বিতরণ করে ভাগ করে দেওয়া। অতএব প্রশ্ন হচ্ছে যে সেখানে কংগ্রেস থেকে বলা হচ্ছে যে, সোস্যালিজমএর দিকে যাওয়া হবে এবং তাতে করে বিভিন্ন যে আয় আছে তার ভেতরকার তারতম্য কমিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এই টাকাটা ভাগ করে দিলে এক পয়সা কি দু পয়সা বাড়বে তা নয়, আসল হচ্ছে যে, যদি সেখান থেকে এক কোটি টাকাও বাঁচে তা হলে সেটাকে অন্য ব্যাপারে খরচা করে আমাদের আয় বাড়াতে পারি। অতএব সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমি অল্প সময়ের ভেতরেই বলব গভর্ণর, সিভিল সেক্রেটারিয়েট, বোর্ড অফ রেভিনিউ, কম্যুনিটি প্রজেক্ট প্রভৃতিতে এইরকমভাবে জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ অফিসারদের টপ ধরলে পর দেখতে পাই ৬৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এবং পার্লামেন্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য ৩৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। অর্থাৎ এই যে ১ কোটি ২ লক্ষ, মানে ৩২ পারসেন্ট, জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর টোটাল এক্সপেনডিচারএর তিন ভাগের এক ভাগ গভর্ণর প্রভৃতি বড় বড় অফিসারদের জন্য খরচা হচ্ছে। অতএব এটাকে যদি আমি অসমীচীন না বলি, তাহলে কাকে বলব। কজন লোক এবং সেটা ভাগ করলে কতজনে কত পায় সেটা বড় কথা নয়—এর সমষ্টটার আমাদের উপর কতটা ডিমরালাইজিং এফেক্ট হয়। অথচ তলার দিককার এমপ্লইদের মাইনে বাড়াবার কথা বললেই অর্থাভাব হওয়াটাও ঠিক নয়। এ ছাড়া তাঁর ঐ বাজেটের ভেতরে

কতকগুলি জিনিস যা আমরা লক্ষ্য করতে পাই কিন্তু সেটা বুঝতে পারি না যে, গেজেটেড অফিসাররা বা সেক্রেটারীরা ট্রাভেলিং এক্সপেন্সেসটাকে আলাদা করে দেখান না কেন। অর্থাৎ কে কিরকমভাবে জিনিসটা নিচ্ছেন তা আমরা বুঝতে পারি না—মিনিস্টার প্রভৃতিদেরও ঐরকম আলাদা করে দেখানটাও আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি।

যাই হোক, এই ডিমান্ড পেশ করবার সময় তিনি যে নূতন যুক্তি নিয়ে এসেছেন তার সম্বন্ধেই বললাম এবং আমার কাট মোশানের সঙ্গে এর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই বলে এর বিশেষ ডিটেলস আমি দিতে পারলাম না। এই বাজেট আলোচনার ভেতরেতে সবচেয়ে যেটা প্রধান সেটা হচ্ছে যে, ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারীদের আলোচনা থেকে নিয়েছি কথাটা প্রতিদিন শুনতে শুনতে আমার মনে হয় যে, জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর চেয়ে গর্হিত নিন্দা আর কিছুই হতে পারে না। পার্লামেন্টে গভর্নমেন্টের নীতি এইসমস্তের উপরে হবে, ডিপার্ট-মেন্টাল সেক্রেটারীদের উপরে নয় এবং তাদের টেনে আনবার প্রয়োজন কি আছে বুঝি না। অর্থাৎ সেখানে যদি বলা হয় যে, 'অপোজিশন'রা অত্যন্ত অন্যায় করে ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারীদের টেনে নিয়ে আসছে তাহলেও বলা ভুল হবে—এইরকমভাবেই জেনারেল এ্যাড-মিনিস্ট্রেশনকে গভর্নমেন্ট নিয়ে আসছেন। আজকে যে ডিপার্টমেন্ট ডিমরালাইজ তাকে টেরোরাইজ করে একটা এমন জায়গা নেওয়া হচ্ছে যে, যেখানে ডিপার্টমেন্টের সাধুতার প্রয়োজন, তা নেই। পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান জিনিস হচ্ছে সিভিল সেক্রেটারিয়েটকে ইন্ডিপেন্ডেন্স দেওয়া, কিন্তু আমাদের মহামানব প্রধানমন্ত্রীর দাপটের চোটে রাইটার্স বিল্ডিংসএর প্রতিটি উন্নতমস্তক আজ অবনত। এর ফলে ডিপার্টমেন্টের ভেতরে কোন উন্নতমস্তক নেই এবং কারুর সাহস নেই যে, সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলে—এতে ডিপার্টমেন্টের পতন, গভর্নমেন্টের পতন। অথচ বার বার আমরা শুনতে পাই যে, গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর দাঁড়ান এই উপদেশ। কিন্তু এই দেশে গণতন্ত্র এখনও জন্মায় নি, এই দেশের গণতন্ত্রের ভিৎ ভাল করে পাকা হয় নি এবং অতীব যত্নের সহিত লালনপালন করতে হবে। কিন্তু সেখানে যদি একজন অটোক্র্যাট এসে প্রত্যেকটা বিষয়ে এইরকমভাবে দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় তাহলে সেখানে গণতন্ত্রের বিকাশ হয় না। সেই হিসেবে আমি দেখতে পাই যে, এখানে গণতন্ত্রকে 'নার্চার' করার প্রয়োজন হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে যে, কয়েক বৎসর পূর্বে একজন কংগ্রেসের নেতা পূর্বতন একজন চীফ সেক্রেটারীকে অনেক লোকের সামনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনাদের ডিপার্টমেন্টের বড় বদনাম হয় কেন? তাতে তিনি বলেন যে, যখন কংগ্রেস আসেন তখন আমরা মনে করেছিলাম যে, এরা অযোগ্য লোক বটে, তবে অসাধু নয় এবং তার ফলে টপ টু বটম আমরা সবাই একটু আতঙ্কিত ছিলাম যে, আমাদের পুরানো রাস্তা বদলাতে হবে, কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখলাম যে, এ'রা শুধু অযোগ্য নয়, অসাধুও বটে। আমি অবশ্য নাম করছি না যে, কংগ্রেসের কোন নেতাকে বলা হয়েছিল, তবে তিনি বিখ্যাত এবং ডাঃ রায়ের পরিচিত যদি সত্যই এইদিকে ভাল করবার তাঁর ইচ্ছা থাকে তাহলে নাম বলা যেতে পারে। একজন পূর্বতন সেক্রেটারী ৫।৬ বছর পূর্বে কোন এক জায়গায় বলেছিলেন, কিন্তু এই ৭ বছরের ভেতরে আমরা দেখি না যে, ডিপার্টমেন্টকে তার পায়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিটি সেক্রেটারী এবং ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীদের বলা যে, তুমি তোমার কক্ষের ভেতরে তোমার নিয়মপদ্ধতি মাফিক কাজ করবে, এমন কি কোন মিনিস্টারের দাপটেও তুমি দমে যাবে না—এটাই হওয়া উচিত, কিন্তু তার উল্টোটাই এখানে হয়ে থাকে। এর ফলেই ডিপার্টমেন্ট জনসাধারণের কাছে প্রিয় হয় না, জনসাধারণের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই, জনসাধারণের সহযোগিতা তারা আকাঙ্খা করে না এবং কোন প্রকারে তাদের হুকুম তামিল করা চাই। সেই হুকুম তামিল যে যে করে ডাঃ রায় তাদের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাদের উন্নতি করে দেন। এর ফলেতে যে অধঃপতন ঘটছে এমন ২।১টা ইনস্টান্সও আমি দিচ্ছি এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কতদূর গেছে তাও আমার কাট মোশন সম্পর্কে আছে বলে আমাকে একটুখানি ঘুরিয়ে বলতে হচ্ছে। কয়েকমাস পূর্বে মুসলিম জনসাধারণের ভেতরে একটা প্রচন্ড বিক্ষোভ চলেছিল এবং বেসমস্ত মুসলিম নেতা আগে লীগে ছিলেন বর্তমানে কংগ্রেসে আছেন তাঁরাই এইসব করেছিলেন। এর জন্য এন্টালি অঞ্চলে কিছু কিছু গোলমালও হয় এবং এই গোলমাল হবার পর আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, ব্যাপারটা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক নয়। আপনারা সবাই জানেন যে, উত্তরপ্রদেশের কোন এক কাগজে

এমন একটা কুকুরের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল যাতে করে সারা ভারতবর্ষের মুসলিম বিক্ষুব্ধ হয়ে যায়। উত্তরপ্রদেশ এ্যাসেম্বলির কম্যুনিস্ট সদস্য এই সম্বন্ধে একটা এ্যাডজর্নমেন্ট মোশন নিয়ে আসাতে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী শ্রীসম্পূর্ণানন্দ তার উত্তর দেওয়াতে খানিকটা বিক্ষোভ কমে যায়। কিন্তু এখানকার মুসলিম জনসাধারণ এবং তাদের নেতাদের কাছে গিয়ে আমরা জানতে পারলাম যে, এটা বারবার ঘটে, হঠাৎ নয় এবং বর্তমানে যে আইন আছে তাতে করে যথেষ্ট তার ডেটারেন্ট পানিশমেন্ট হয় না। যদি বিখ্যাত লোকেদের সম্পর্কে সেই আইনকে বদলান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতেন এবং তাদের আশ্বাস দিতেন তাহলে আন্দোলন থেমে যেত—এটা কি হোম ডিপার্টমেন্টের কাজ নয়? আমরা কোথায় কি করি না করি তার সন্ধান আছে অথচ সারা পশ্চিমবঙ্গে এতবড় যে একটা আন্দোলন হয়ে গেল তার সঙ্গে এদের কোন যোগাযোগ নেই এবং তাদের সন্তুষ্ট করবার কোন চেষ্টা নেই। এটার কারণ হল এই যে, এইভাবে রাইটার্স বিল্ডিংস আলাদা থাকলে এই জিনিস হয় না।

তারপর এই মনোভাব এটা সোভিয়েট নেতাদের আগমনের সময়ও ঠিক তাই দেখা গেল। ডাঃ রায় বললেন যে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, কিন্তু চোর থাকতেই বুদ্ধি বাড়তে পারত যদি আমাদের সঙ্গে কিছুটা সহযোগিতা থাকত। ময়দানে কোন লোক উপদ্রব কিছু করে নি শুধু বাহিরের লোকের সামনে নিজেদের ভাল করে দেখাবার জন্যে। এতবড় একটা ব্যাপারে একটা ডবল লাইন মাইক কি থাকতে পারত না, সমস্ত চৌরঙ্গী রোডের ওপর পর্যন্ত যাতে সব লোক ভাল শুনতে পেত, তা না থাকাতে কেউ শুনতে পায় নি। যখন লিডাররা আসছিলেন তখন যদি বরাবর মাইকএর এ্যারেঞ্জমেন্ট থাকত, অর্থাৎ যদি বলা হত যে, এই এই জায়গা দিয়ে যাচ্ছেন তাহলে লোকে আরও খানিকটা শান্ত হয়ে থাকত এবং যদি জনসাধারণের সহযোগিতা থাকত তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে, কোথায় কোথায় গণ্ডগোল হচ্ছে। যাই হোক, ডাঃ অতীন বসু মহাশয় এখানে ডেকোরেশনএর ব্যাপারে একটা জিনিস বলেছেন। অবশ্য আমি ডেকোরেশনএর ব্যাপারে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, আলোর সেডগুলি কি চমৎকার, এইরকম অপূর্ব কারুকার্য আমি কখনও দেখিনি। অর্থাৎ যত ধাঙড়ের ঝুড়ি নিয়ে উল্টে তাতে বাতি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কি ভাগ্য যে, বুলগানিন-ক্রুশ্চেভের দৃষ্টি তাতে পড়ে নি। কিন্তু সোভিয়েটের আর যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের শোন দৃষ্টি এগুলিতে নিশ্চয় পড়েছে এবং তাঁরা ভেবেছেন যে, বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের এটা কি একটা অপূর্ব নমুনা। আমি বলছিলাম যে, এটা আর কিছু নয়, কেবলমাত্র ডাঃ রায়ের হোম ডিপার্টমেন্টের যা কিছু কদর্যতা তার সমস্ত ঝুড়ি চাপা দেবার জন্যেই এই প্রদীপগুলিকে চারিদিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

[6-5—6-15 p.m.]

ডাঃ রায় হোম ডিপার্টমেন্টএর যা কিছু কদর্য সবই ঝুড়ি চাপা দেবার ব্যবস্থা করে দেন। অবশ্য পরে জানতে পেরেছিলাম যে এর কারণ আছে। কারণ হচ্ছে কনট্রাক্টর হচ্ছে কংগ্রেস সেক্রেটারীর এক আত্মীয়। তারপর আমরা যা দেখি গভর্নমেন্টএর কাজ হচ্ছে কি? সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কাজ একটা পলিটিক্যাল পার্টির কার্যে, ডাঃ রায়ের কার্যে লাগান, এটা অত্যন্ত অ-গণতান্ত্রিক, এতে সরকারকে সমস্ত লোকচক্ষে হেয় করা হয়। সিভিল সার্ভেন্টদের যে ভাবে কাজে লাগান হচ্ছে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এ কি কথা? এস-ডি-ও সার্কেল অফিসার ঘুরে বেড়াচ্ছেন একে বলছেন, ওকে বলছেন, মিটিংএ যাবেন না ঐ এ্যান্টি-মার্জার মিটিংএ যাবেন না, এইভাবে যদি জনসাধারণের মতকে পরিচালিত করা হয় তাহলে কোথায় থাকছে গণতন্ত্র? কি ধরণের গণতান্ত্রিক মহিমা এর মধ্যে ফুটে উঠছে? মন্ত্রীরা কি করছে? এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সরকারী টাকায়, জনসাধারণের টাকায়। পাবলিকএর টাকায় অথচ সেখানে গিয়ে তারা পার্টির নীতি প্রচার করেন, বামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। সম্প্রতি একজন মন্ত্রী মেদিনীপুর থেকে ঘুরে এসেছেন, তখনও বুলগানিন-ক্রুশ্চেভ চলে যান নি, সেই মিটিংএ গিয়ে শুধু বামপন্থী-দেরই নয়, এ্যান্টি-সোভিয়েট প্রচারকার্য আরম্ভ করে দিলেন। যে সোভিয়েট আমাদের ফ্রেন্ডলি নেশন—তার বিরুদ্ধে কি রকম প্রচার মন্ত্রীরা করেন দেখুন। এ ছাড়া তিনি কোন কিছু শেখেন না কিনা? [এ ভয়েস: বড্ড জ্বালা ধরিয়েছে বুঝি!] তাঁর জিভে এত ধার নেই যে, আমাদের জ্বালা ধরাতে পারে বরং মুখোমুখি কোন মিটিংএ যদি আসেন তাহলে তাঁর মাথা পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিতে পারি। যাই হোক, এই রকম আচরণ করেন মন্ত্রীমহাশয়রা নিজে।

তারপর গভর্নমেন্টএর কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখবার, জানবার নন-অফিসিয়াল বিশেষ করে অপোজিশন পার্টির তেমন সুযোগ নাই। কিছুদিন পূর্বে দামোদর ভ্যালি প্রজেক্ট দেখবার জন্য যে ব্যবস্থা হল তাতে একটা পার্টি গেল আর একটা গেল না। গড়বেতায় ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে একটি সরকারী প্রদর্শনী হয়, এই প্রদর্শনীর জন্য যে কমিটি হয় তাতে কোন লোকাল এম-এল-এ-কে নেওয়া হল না। ঐ প্রদর্শনীর জন্য প্রদর্শনী কমিটির সম্পাদক স্থানীয় সার্কল অফিসার প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডএর নিকট হতে ১০০ টাকা নেয়। ঐ টাকা বেআইনীভাবে আদায় করা হয়েছে। এই প্রদর্শনী প্রথমে কৃষি-প্রদর্শনী হিসাবে প্রচার করা হয়, পরে সেটা ভুলে শুধু গড়বেতা প্রদর্শনী ব'লে প্রচার করা হয়। শুধুমাত্র নাচ-গান-থিয়েটার ছাড়া কিছুই করা হয় নি।

গ্রেগরি গোমেস, শ্রীরামপুরের এস-ডি-ও। এই ভদ্রলোক দ্বিতীয়বার শ্রীরামপুরে এস-ডি-ও হয়ে এসেছেন, ইতিপূর্বে শ্রীরামপুর ও আরামবাগে এস-ডি-ও ছিলেন।

এই ভদ্রলোক রামপুরহাটে এস-ডি-ও থাকাকালীন তৎকালীন ডি-এম, আর এন ব্যানার্জির বাড়ি সার্চ করে চোরাকারবারের সন্ধানে, তখন বিপদ হ'লে খাদ্যমন্ত্রী পি সি সেন এ'কে বাঁচিয়ে দেন, সেই থেকে খাদ্যমন্ত্রীর অনুগত হিসাবে হুগলি জেলাতেই আছেন।

গতবারে শ্রীরামপুরে থাকাকালীন প্রফুল্ল সেন বেগমপুর গ্রামে গেলে চাষীরা কৃষ্ণ পতাকা দেখালে গোমেশ তাদের মধ্যে পঞ্চু ঘোষের দাঁত ভেঙে দেয়, সি-পি-আইর অফিসএ ঢুকে কর্মীদের মারপিট করে এর বিরুদ্ধে কেস করতে চাইলে সরকার পারমিশন দেয় না। এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টএর রিপোর্ট যে কি হল তা জানি না। কিন্তু তাকে আবার ক্যানিং এবং ভাঙ্গরের কংগ্রেসী নেতারা তদ্বির করে এনেছেন। এই কংগ্রেসী নেতাদের এইরকমভাবে ডিপার্টমেন্টএর ভিতরে ঘোরা, চেষ্টা করা, তদ্বির করা, এর চেয়ে আনডেমোক্র্যাটিক এ্যান্ড ডিমরালাইজিং জিনিস আর কিছু হতে পারে না। আলিপুরের এক এস-ডি-ও ভদ্রলোক তাঁর একটা সিনেমা তোলার সখ হয়। এই ফিল্মটার নামকরণ হয়েছে "চোর", বোধ হয় তাঁর আত্মজীবনী এটা হবে, ঠিক জানি না। তিনি করলেন কি, এর টাকা তোলার জন্য ফিসারির মালিকদের কাছে গেলেন কিরকমভাবে টাকা নিলেন, না তাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি ধানের জমি নষ্ট করার কেস ছিল। প্রত্যেকের ১০ হাজার টাকার জামিন ছিল। তিনি তাদের ছেড়ে দিয়েছেন বোধ হয় কিছু টাকা পেয়ে। এই ভদ্রলোক খুব ধুরন্ধর ব্যক্তি। খিদিরপুরে পদ্মপুকুরে শ্বশুরের নামে বেনামীতে বাড়ি করেছেন। দুই শালাকে বিলাত থেকে ঘুরিয়ে এনেছেন। দুই মেয়ের বিয়েতে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। এখানে কি এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ঘুমিয়ে আছে? এইভাবে সমস্ত এ্যাডমিনিস্ট্রেশন করাপটেড হচ্ছে এবং সারা বাংলায় এটা ছড়িয়ে পড়েছে। কংগ্রেস পার্টির সবচেয়ে বড় দোষ হল এই সমস্ত অসাধু কর্মচারীদের সঙ্গে নেতারা বেশী দহরম মহরম করেন। আমি শুধু একটা কথা বললাম, সব বললে মহাভারত হয়ে যাবে। এরা প্রতি মুহূর্তে এইসব অসাধু কর্মচারীদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন। এবং অফিসাররাও রেজিস্ট করতে পারেন না। যার ফলে কংগ্রেসের সেই আগেকার সাধুতা ও সুনাম থাকছে না। এই পরিবর্তন হয়ত কিছুদিন যাবৎ রাখতে পারা যেতে পারে, কিন্তু আমরা সব সময় দাবী করি যে, ডিপার্টমেন্টকে অর্থাৎ সিভিল সার্ভিসকে রাজনীতির মধ্যে টেনে না আনা উচিত। তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে এবং সোজা মেরুদণ্ড নিয়ে কাজ করতে দেওয়া উচিত। যার ফলে যখন যে পার্টি পাওয়ারএ আসুক তাঁরা তাঁদের কক্ষের মধ্যে থাকবেন এবং নিশ্চিন্তভাবে তাঁরা কাজ করে যাবেন। কেউ তাঁদের ইন্টারফিয়ার করবেন না। দেশের যাতে মঙ্গল হবে আমরা তা চাই। ডাঃ রায় ৬ নিজের হাতে সব নিয়ে বসে আছেন। শুধু নিজের পোর্টফোলিও নয়, সমস্ত পোর্টফোলিও সমস্ত রাইটার্স বিল্ডিংসকে তাঁর কুক্ষিগত করে রেখেছেন। এই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁর মুখের গণতন্ত্রের বুলি বাংলাদেশ বুঝতে পারে না। জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর সবচেয়ে বড় কনডেমনেশন এইটা। এবং এর জন্য যে ডিম্যান্ড তার আমি বিরোধিতা করি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I have listened with great care to all the speeches that were delivered on the other side of the House.

Before I go further let me tell my friends that I have no financial arrangement or connection with any management of any industry. (Sj. JYOTI BASU : It is *benami*.) It is a lie, if I may use that expression. It is absolutely untrue for the very simple reason that I get no return from any of these concerns. I take interest in these concerns as much as I take interest in other concerns because I think they are good for the country as a whole. That is my first proposition. The way in which my friends talked reminded me of the street urchins on a *Holi* day. They throw water and mud thinking that some will stay.

Sir, let me try and answer some of the things that have been put forward by my friends opposite. They have been surprised to find that in the next year's budget the emoluments of the Governor have gone up from Rs. 6,000 to Rs. 26,000. The reason is quite simple. Sir, in the provision of the Schedule to the Constitution a Governor is entitled to get Rs. 5,500. My Governor, be it said to his credit, although he has been a lifelong professor, has given up his salary amounting to Rs. 5,000. So he is getting only Rs. 500 a month. Great credit to him. I admire him for that. Every attempt has been made in this House to decry such a great man. He has taken only Rs. 500 a month, but next year his term expires. We do not know who is going to be the next Governor and therefore we have to provide for the remainder of this period at the rate of Rs. 5,500, whereas the period that he will be there he will be going on charging Rs. 500 a month. That is the first item.

Now, I will take up the individual cases before I go to the general proposition It has been said, what about the Food Department employees? Sir, I have here the latest figures of the Food Department employees, and, as this matter has come up before us many times, I think, I had better give the members a complete picture The total number of employees were 11,261 in the superior grade and 6,839 in the inferior grade 18,000. The total number which was declared surplus was 13,666, leaving about 4,437 who will remain in the Food Department because Food Department has still to control the accounts, etc , etc. Of the other 13,667, the total number that has been absorbed in one department or the other is 10,523. 496 appointments are to be made among the inferior posts with the result that there will be left only 1,182 persons to be absorbed, but all these men are still borne on our books. My friends are surprised why does the Civil Administration budget increase. We have got to provide for these people. Just now we had a question as to why payment is not made to those from whom land has been taken The answer I gave was that we have appointed more men to see that land acquisition proceedings are carried on quickly in the interest of the people Naturally, the men will have to be borne under some item or other their pay has to be paid from some fund or other. If you look at the Civil Administration budget, you will find that there is a provision for Refugee Rehabilitation. The arrangement with the Government of India is that the office expenditure of this department will have to be shared half by the Government of West Bengal and half by the Government of India. Similarly, there are other departments where we get mass grants from the Government of India, but we have got to provide salaries for the other half of the grant which has to be met by us. Where am I to put them? Mr. Bankim Mukherji was saying, these items should have gone to the development item of this budget.

[6-15—6-25 p.m.]

But there are some secretarial appointments which have to be made, and these would not have been made but for the fact that we have got to go in for new projects. Take, for instance, the Land Revenue Department.

We have to employ eight or ten Collectors in order that the compensation portion of our Act may be given effect to and quickly we might be able to pay compensation to the people. Where am I to put this item of expenditure? It must be under "General Administration". There is no other head. Therefore, it is no use your saying there are increases in the Budget which make it topheavy. When I made a remark in my opening *speech* I meant this: as you are increasing your activities—and these activities are represented by the figure of expenditure—it is essential that there should be people who would look after the items of expenditure. Therefore, Sir, this is the explanation that I gave.

The other question that has been asked is about the temporary lower division assistants. It is said three hundred have been absorbed. It is not correct. These men were appointed—some before partition or independence and some afterwards also. Their total number was one thousand. The Government gave an opportunity to everyone who has done more than five years of service, whatever their qualifications, to be absorbed in the permanent departments. We could thus take in quite a large number of them. The remainder were asked to appear before the Public Services Commission, because they had not done five years service. The Public Services Commission lowered their pass marks from 40 to 30. Three chances were given to these men. Either they refused to appear at the examination or they were found to be incompetent. Even so we carried on their burden. That is how the "General Administration" budget goes on increasing. We carried on their burden until the new Pay and Accounts Office which has just been opened and we could transfer a certain number of them to that Department. We gave this assurance that if any particular persons find that their emoluments are less than what they were getting before their transfers, they would get that amount as personal allowance. As it happened, the salaries that these men were getting were in the scale of Rs. 80 to 180, and they have been taken in, in the Pay and Accounts Office on a scale of salary of Rs. 100 - 200. The reason why they have been sent in is that we found that they would not sit for the examination and yet we did not want to discharge them I believe there are only now about 100 or 120 cases which have not been disposed of. We offered them comparable salaries and posts in the Directorate or in the Districts, but they did not want to go. Probably there may be some who felt that perhaps their going out to the District might upset their economic condition, because they had been here for a certain number of years and they had arranged to live here on some basis or other, and the removal of one of the members of that family outside might disrupt that particular arrangement. We are trying to find out other avenues of appointments for these men.

My friend Shri Jyoti Basu has said that I have appealed to the editors of newspapers and said

আমাকে তোমরা বাঁচাও।

Bidhan Chandra Roy does not ask for anybody's protection in that manner. When I think a particular matter needed further discussion and it was necessary that I should call the editors, I called not merely the newspaper men but I called the artistes, I called the authors, I called the principals of colleges, I called different groups of students of different colleges, the post-graduate students because it is obvious, and I have stated it over and over and over again that it is not a question of autocracy; it is not a question of dictatorship. Some ideas come to some people. Different ideas come to some other people. The only thing is to put them before the public. Public may laugh. Some of my friends may laugh. But as I

have said "he laughs best who laughs last". The more I hear that these men are so ticklish over the merger question, the more I am convinced that after all I have given the correct lead to Bengal.

I now go on to other questions. He has talked about an officer, an honorary Magistrate and has said that this is the way how corruption can be prevented. Shri Gunendra Nath Mukherji was an honorary Magistrate exercising first class powers at Alipore, 24-Parganas. He was prosecuted on a charge of taking illegal gratification from a party in a case which was tried by him. He was convicted by the 24-Parganas Special Court and sentenced to undergo rigorous imprisonment for six months and to pay a fine of Rs. 3,000, in default to undergo rigorous imprisonment for a further period of two months under section 161, I.P.C. He was further convicted and sentenced to undergo rigorous imprisonment for six months under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act. The fact that we prosecuted one of our men shows that we are anxious to remove corruption amongst our people. He appealed to the High Court; the appeal was dismissed. His defence was something which we could not accept as correct. Shri Mukherji was an honorary Magistrate for about 17 years and was vested with first class powers for his good work. During the long period of his office, there was never any complaint against him except the allegation referred to above which led to his conviction. As soon as the allegation came to notice, he was removed from judicial powers, and he ceased to be a Magistrate. He is an old man and has suffered considerably both socially and financially due to his prosecution. In view of these circumstances, since an imprisonment is not obligatory under either of the sections under which he was convicted, an alternative fine of additional Rs. 2,000 as an additional punishment was meted out by Government, and the Government felt that the ends of justice would be met by converting the sentence of imprisonment into a total fine of Rs. 5,000. It was not a case where this gentleman was likely to commit an error again, because he was removed from magistracy. Every sentence must be not merely penal but also corrective, and I believe that the ends of justice would be met by this.

The other question that has been asked, namely, that taxi permits are being given by me is entirely mistaken. There are 4,887 applications for baby taxi permits which were received by R.T.A., Calcutta, between the 5th July, 1955 and 31st December, 1955, for 150 permits, the issue of which was sanctioned by Government during the same period. All these 4,887 applications were scrutinised personally by the R.T.A. himself who is the senior officer of the rank of a Secretary to Government.

[6-25—6-35 p.m.]

Approximately 500 applicants were selected after preliminary scrutiny for interview all of whom were interviewed by the R.T.A. personnel. After considering the particulars of these candidates who were interviewed 148 permits have so far been issued by the R.T.A. The guiding considerations have been, ability and willingness to take taxi driving as a career by driving the taxis themselves, possession of a driving license and the applicant should be an educated unemployed youth. Sir, it is true that many applicants came to me from various people both from the side of the Opposition as well as from the Congress and other groups and what I do I send them over to the R.T.A. it was for them to decide who is to be given or who is not to be given a permit.

The next question that has been put is about Nemai Mitra's case [Noise]. Abuses are no argument. I may tell you that when you are deprived of an argument you abuse your opponents. With regard to the

other question about what has happened in the Burn Co., it is an interesting study and I think I will give the members of the House some inkling of what has happened. Sir, this is a case of detention of a man called Tewari for preventing disturbances in the industrial area for which a secret circular was issued. Two out of the five grounds are the subject matter of a specific case now pending. Biswanath Tewari was one of the principal accused in the Nemai Mitra murder case in which two bombs were thrown on the 23rd February on the office of the Burn Sramik Union. My friend Sj. Jyoti Basu came to me in order to find out what steps we were taking with regard to the incident that has happened. It seems to me in that area there are two unions one is called the Burnpur Sramik Union and the other is Burnpur Labour Union. One is controlled by the Communist and the other by Sj. Sibnath Banerjee. On the 23rd November, 1955, two bombs were thrown on the office of the Burnpur Sramik Union resulting in the death of Nemai Mitra, General Secretary of that Union. Earlier the same day Biswanath Tewary and other members hatched a plan inside the factory to do away with the active members of the Burn Sramik Union. Biswanath Tewary then went on hiding. Then he surrendered to the court on the 20th February, 1956. After his arrest the S.D.O. was moved for cancellation of the bail order in the murder case and his bail order was cancelled on the same day. On the 21st February, 1956, Biswanath Tewary was served with a detention order. My friend Sj. Sibnath Banerjee wrote to me a letter in which he mentioned the fact that the fury of the Communist band of workers fell on Biswanath, the Vice President and other members of the Burn Labour Union of which he happened to be the President. It was suggested by him that the supporters of the Communist union have out of malice produced evidence in favour of Tewary being arrested and most of his supporters—Sj. Sibnath Banerjee complained—have left his union out of fear of the Communist violence. Therefore, Sir, when such matters come before us we have got to think clearly as to whether the person about whom statements have been made is a really guilty person, as in this case we had evidence that this person was not a safe person to be left alone. He was arrested under the P. D. Act.

Sir, the next question I want to refer is with regard to certain points mentioned by my friend Sj. Sudhir Roy Choudhuri. He says that S. P. Sinha, the Administrator of the Habra colony is a brother-in-law of Mr. A. D. Khan. It is true, but he was appointed before Mr. Khan took up the post of Relief Commissioner. He was appointed by Shri H. Banerjee, the then Commisisoner. I have got reports as to what happened with regard to the rice deal about which Sj. Roy Choudhuri waxed eloquent. It seems that there was an order placed on the 25th January, 1956, for the supply of 20 thousand maunds of rice by Sibana Co., at the rate of 15-12-9 per maund. He failed to execute the contract by 31st March and the next lowest tender of Natowar Traders was accepted at the rate of 16-8-9 to supply it on the 20th February. They also failed to supply 12 thousand maunds within the stipulated time—20th February—but was allowed time up to 10th March to complete the supply. Therefore fresh tenders were again called for for the next period—March to May—at the rate of 15 thousand per month. The tenders were opened up to 22nd February, 1956 and were placed before the Purchase Board on the 29th February, 1956. The Board did not find the quality of sample to be of the market standard for the price quoted and having regard to the fact that the market was likely to fall after March as in normal years, it was decided to discharge the tender and call for fresh quotation. In the meantime ad hoc purchases were to be made for supply up to the end of March as the stock fell short as a result of withdrawal of export restriction

by the Government. Therefore we had to purchase 6,000 maunds rice from Guha Rice Mill at the rate of 17-6 per maund and another 2,000 maunds from Nilmony Dutt at the rate of 17/8. Sir, that finishes this Sinha case.

As regards Tincori Mitra, our Chief Engineer in the Department of Works and Buildings, some members have commented as to why we have three Chief Engineers. Sir, if you are doing work of a particular type, for instance, building schools in the village areas, building health clinics in the different area, erecting new buildings for the various relief departments obviously we have got to have more Chief Engineers. My friend Sj. Sudhir Chandra Roy Choudhuri has uttered his name with a certain amount of punctuation as being in charge of this department. When the Government of India offered to give us a little over two crores of rupees for the low income group housing, it was necessary not to keep back this offer but to give effect to it as quickly as possible and as Sj. Tincowri Mitra was available we took him up.

[6-35—6-45 p.m.]

There is no difficulty at all because departments have to be opened if you want new work to be done. Lt.-General Chakravarti is a retired Director-General, Armed Forces, Medical Service. He had still two years to go but on my intervention the Defence Department allowed him to come here. He is a man of remarkable ability and administrative experience. Dr. D. M. Sen was selected by the Delhi Public Service Commission. My friend Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri waxed eloquent and said "Show me any rule by which any appointment in the Government of State should not go to the Public Service Commission". I will throw at his face the particular point that all the I.A.S. officers and all the I.P.S. officers are selected by the Central Public Service Commission. They are never required to appear before the Provincial Service Commission. Mr. Majumdar was temporarily appointed as Assistant Inspector-General of Prisons. The Public Service Commission was several times asked to recruit for the post but the Public Service Commission could not find any suitable candidate. The Public Service Commission agreed to Mr. Majumdar continuing for six months until a suitable candidate is found. He has been a lawyer-magistrate; he acted as Deputy Magistrate as well as a District Magistrate, and as such he has some experience of Jail work.

A point has been raised by somebody that Mr. S. N. Ray, Chief Secretary, and Mrs. Ray both are drawing house rent allowance. If that is the type of truth that we are going to purvey and want to impress the people with I am very sorry for those people. Mr. S. N. Ray has not drawn any house rent allowance since 1946. Mrs. Ray naturally is entitled to her rent because she is a Minister. Therefore, it is not enough for you to throw mud; you must know what you are doing. You must be capable of defending your action.

My friend Dr. Atin Bose has asked me what is the best method of getting us to understand the difficulties of the lower paid officers. I will give him a straight method. In spite of all that I have heard here that I am a dictator, that I want to curb everybody's democratic instinct, I am prepared to say that I am the one man who goes to the Secretariat the

earliest and leaves the Secretariat at the latest opportunity. Therefore if Dr. Atin Bose or any gentleman wants to represent the case of any person, he is entitled to go to the particular Department and if that Department does not give him the satisfaction, as Finance Minister and not as Chief Minister I have to listen to such suggestions as they can make.

I have said all that I need to say. They were talking at random about the Electricity Board. That Board is constituted under the Central Electricity Act. It has nothing to do with our Provincial Government except that we follow the lines given by the Central Act. So far as the Corporation is concerned, the matter is not a live one because we have not yet taken up any one from the Corporation directly.

I do not think that I need delay the discussion any further. I oppose all the cut motions and support my original motion.

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, may I have answer about the circulation of the official circular of merger and about the complaints about the Publicity Department?

Mr. Speaker: I put all the cut motions except those that have been transferred to other Heads, en bloc, to vote.

The motion of Sj. Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Biren Banerjee that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Amulya Charan Dal that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Amulya Ratan Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Atindra Nath Bose that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Bankim Mukherji that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Biren Banerjee that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhananjoy Kar that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dharani Dhar Sarkar that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangapada Kuar that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haripada Baguli that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Janardan Sahu that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Jatish Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Kanai Lal Bhowmick that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Krishna Chandra Satpathi that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Lalit Kumar Sinha that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Saha that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Saha that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Saha that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Saha that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Madan Mohon Saha that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Biren Banerjee that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,18,64,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mrigendra Bhattacharjya that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Dalui that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Ghosh that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narendra Nath Das that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration". be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Probodh Dutt that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Probodh Dutt that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Choudhury that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Das that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Das that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Surendra Nath Pramanik that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Tarapada Bandopadhyay that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 3,18,34,000 for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 3,18,34,000 be granted for expenditure under Grant No. 13, Major Head "25—General Administration" was then put and a division taken with the following result:—

AYES—142.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Prafulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindaban
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni

Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Khatick, Sj. Pulin Behary
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Platel, Mr. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

NOES—45.

Baruli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath

Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohan
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 142 and the Noes 45, the motion was carried.

[6-45—6-55 p.m.]

Major Head: 29—Police.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 7,15,32,000 be granted for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29- Police".

Sir, this is also one of the subjects in which everybody waxes eloquent because everybody has to come in touch with the police at some time or other and therefore either they talk from their impressions or the circumstances under which they have met the police. But do what you will, there is hardly any civilised government where there is no police. It is an indispensable part of the administration everywhere in the world. The achievement of the branches of the police is to be seen in the following manner:

It is gratifying to note that the number of cases of dacoity, robbery, burglary and theft came down in 1955. The cognisable crime figures also showed a decrease. These improvements are mainly due to the intensive vigilance over bad characters, extensive car patrols and sustained drives against rowdy elements. There is not a single case of armed robbery or dacoity in Calcutta in 1955. With the derationing of rice and virtual removal of control over rationed foodgrains from July 1954, the Enforcement Branch found time to devote their attention in two directions. They had been converted as an anti-rowdy section from the 12th of July, 1954 in Calcutta and from September 1954 in the mofussil. The activities of this section have been widely appreciated. In Calcutta as many as 14,655 rowdy elements were dealt with by the Enforcement Branch during the year. This Branch also rounded up a large number of so called vagrants. In the districts as many as 9,746 anti-rowdy drives were undertaken and 9,517 rowdies, 2,805 criminals and 3,446 odd vagrants were prosecuted. With a view to taking up legal work and helping the police in the investigation of crimes in a more scientific manner the forensic science laboratory has been set up and experts trained up in the police force in forensic work. In order to improve the standard of investigation Government have established a Detective Training College in the Police Training College in Barrackpore. At that college there is joint training given to the subordinate ranks of the police force both those belonging to Calcutta and those belonging to the districts. The working of the traffic police has been very satisfactory in 1955 regarding the control of traffic on the streets. One welcome result of the traffic regulation has been that people themselves have begun to understand the value of queuing and the value of remaining in a line, not merely pedestrains but also car drivers. It is a very healthy sign. A steady improvement was maintained throughout

the year although the number of fast moving vehicles increased and traffic conditions continue to be as difficult as before. The Traffic Training School continues to extend training not only to officers and men of the Calcutta Police, but during 1955 officers and men from all States in India arrived here for instruction. Members will recall that 3 superior officers of the Calcutta police had been sent last year and the year before to the Metropoliton Police Force in London for training particularly in traffic work. Special efforts are also made by the traffic police to educate the pedestrians and school-going children in safety first measures. Relentless efforts are being made to effect further improvement. Police were able to get greater co-operation from the public through the good office of the Special Constabulary organisation and the vigilance parties in Calcutta. The village resistance parties in the mofussil have done commendable work. The Special Constabulary organisation in Calcutta consists of 129 officers of command and 803 rank and file. The number of vigilance parties on the 31st December 1955 is 64 which includes 2,636 persons. Besides performing patrol duties with the police, the vigilance parties in several instances assisted the police in arresting persons while committing or about to commit crimes. The number of village resistance groups is 36,213 in the districts which consist of 12,67,461 members. They succeeded in arresting 47 dacoits, some of them with firearms.

During the visit of Their Excellencies Mr. Bulganin and Mr. Khrushchev towards the latter part of 1955 the Police had to work untiringly during all hours of the day and night under heavy strain in order to make their visit a success. There can be no greater tribute to the police force than that given by the Prime Minister which reads as follows: "I should like to express my deep appreciation of the way in which the various functions were organised by the authorities here, the Bengal Government, the Calcutta City authorities and the police force. This has been an extraordinarily fine example of co-operation between the authorities, the police and the Government. It is because of this co-operation that everything passed off so successfully. Calcutta has done something which is unique and it is not likely to be repeated anywhere else in the world."

The details of the minor heads which constitute the Police Budget are before the House. The actuals for the years 1949-50 up to 1954-55 together with the revised budget for 1955-56 and the budget for 1956-57 are shown therein. It will be seen that the police expenditure in the budget for 1956-57 amounts to Rs. 7,15,32,000 as against Rs. 6,91,40,000 in 1955-56. This increase is mainly due to the fact that in this year we have got to give full effect to the increase in the salary promised to the constables, the sepoys, the sub-inspectors and the assistant sub-inspectors of the police force, and it so happens that according to rules if the salary is below Rs. 50 there is a particular dearness allowance; if it is above Rs. 50 the dearness allowance increases. Therefore, we have provided for many of the members of the police force a larger dearness allowance. Also in many cases we have given a house rent because until we are able to build houses for them, which I think is desirable, it is necessary to give them some house rent.

[6-55—7-5 p.m.]

Police expenditure in West Bengal is justified mainly by the peculiar problems of the State arising out of partition which made the State responsible for a very long boundary. This State also had to take extra precautions against communal troubles as also against disturbances created by subversive elements. Consequent on partition, particularly as a result of the large-scale disturbances in 1950 in East Bengal, there was

a large influx of refugee population from East Bengal and this created new problems of law and order added considerably by the lawless elements within the State.

The Government of India's policy is that the State Government should be self-sufficient in the matter of police resources as they might not be able to meet the likely requisition from the State Government for military forces in normal times and such forces could not be sent except by special arrangements for aid to civil power. This again has led to increase in the police expenditure. But if you look at the Blue Book you will find, as I have found out myself, that the actual strength of the police force has not been increased within the last two or three years. It is only that the salary, dearness allowance and rent have increased enormously and that has added to the increase in the total sum.

West Bengal is a frontier State with its specific border problems. There have been, although people do not hear about them, armed incursions and we have got to protect 800 miles of border by putting in police pickets across the border. The men across the border are generally well equipped with modern weapons. Our armed forces also therefore had to be strengthened so far as their arms are concerned. A wireless network has to be set up and modern weapons provided for the purpose of defending the borders against these frequent raids.

The members of the lower ranks of the police force, as you are aware, have since the end of 1953 been placing their grievances before the Government to enhance their salaries and emoluments and certain increased amenities for them. We have, as I have said just now, increased the scales of pay and allowances of the police force and we compared our salaries for the constables and sepoys with those of other States and after consideration we have increased the emoluments of the police force.

Sir, this practically sums up what I have to say with regard to this budget. I shall hear the observations from the members of the legislature before I answer to the various points raised.

Mr. Speaker: I take it that all cut motions are moved.

Sj. Amarendra Nath Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Police to prevent anti-social crimes in Calcutta.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Police to prevent street accidents in Calcutta.

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the anti-people policy pursued by the Police.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Police to check the activity of anti-social elements in Calcutta.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100.

I move this in order to raise a discussion about Police atrocities in connection with Trade Union, Kisan, refugee and other democratic movements in West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about heavy expenses in administration and corruption in the Police Department.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the occasional harassment caused by the Police on the refugees of Ranaghat Coopers' Camp especially on the members of Coopers' Camp Bastuhara Samity.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about the general policy of Police administration in the State.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about the inefficiency of the Police Department to check and detect crimes

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about the anti-social and anti-national activities of the Police Department.

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a a discussion about oppression and corruption in the department.

Sj. Balailal Das Mahapatra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

সরকারী নীতিই পুলিস বিভাগে বিজাতীয় মনোভাব সৃষ্টির মূলে দায়ী।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

পুলিস বিভাগের বেপরওয়া ঘুষ গ্রহণ, জনসাধারণের প্রতি দুর্ব্যবহার, অবিচার, অত্যাচার এবং নানা দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ দমনে সরকারের শোচনীয় ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কাঁথি মহকুমার ব্যাপক খুনজখম, চুরি, ডাকাতি, সিঁদ প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজ দমনে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কাঁথি মহকুমার পুলিস কর্মচারী সম্পর্কে, বিশেষতঃ রামনগর থানার পুলিস কর্মচারী সম্পর্কে ঘুষ গ্রহণ, বিভিন্ন প্রকারের দুর্নীতিপরায়ণতা, জুয়ার আড্ডার সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা,

জনসাধারণকে উৎপীড়ন বা হয়রানি প্রভৃতি যেসকল গুরুতর অভিযোগ দীর্ঘ দিন হইতে বর্ধিত হইতেছে তৎপ্রতি সরকারের নিদারুণ অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

রামনগর থানার অন্তর্গত সেরপুর গ্রামের দীর্ঘ দিনের কুখ্যাত জুয়াড়ী প্রসন্ন দাসের সহিত রামনগর পুলিসের যোগাযোগ, জুয়ার প্রতিবাদকারী গ্রামবাসিগণকে জব্দ ও বিপন্ন করিবার জন্য পুলিসের সহিত যোগসাজসে উক্ত জুয়াড়ী কর্তৃক ২৫এ এপ্রিল ১৯৫৫ তারিখে সকাল ৯ ঘটিকায় নিজ গৃহে অগ্নিসংযোগ, উক্ত জুয়াড়ীর পৃষ্ঠপোষক রামনগর থানার পুলিসবাহিনী কর্তৃক ২৫এ এপ্রিল ১৯৫৫ তারিখে বেলা ৩ ঘটিকায় গৃহে অগ্নিসংযোগের তথাকথিত অভিযোগে পূর্ব ব্যবস্থামত সেরপুর গ্রামের নিরীহ অধিবাসী, পথচারী, আগন্তুকের উপর অমানুষিক অত্যাচার, গ্রামে লুটতরাজ, সন্ত্রাসের সঞ্চার এবং জনসাধারণের দাবীতে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তথাকথিত বিচার বিভাগীয় তদন্তের নামে চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে বিকৃত বা চাপা দেওয়ার অপচেষ্টা, গৃহে অগ্নিসংযোগের গুরুতর অভিযোগ সহ বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত সকল ব্যক্তির মেদিনীপুরের দায়রা জজ ও জুরী কর্তৃক নির্দোষ প্রমাণে মুক্তিলাভ, উক্ত দিন থানাকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া একজন জুয়াড়ীর সাহায্যের জন্য সমস্ত পুলিস অফিসার ও সিপাহীদের লাঠি, বন্দুক সহ সেরপুর গ্রামে অভিযান প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য, সন্ত্রাস, অসন্তোষ, বিক্ষোভ এমনকি সরকারের প্রতি ঘৃণা ও অবিশ্বাস সঞ্চার করিলেও জনসাধারণের পুনঃ পুনঃ দাবীতে রামনগর থানার পুলিস অফিসার শ্রীভবতোষ সৎপথী (দারোগা), শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় (জমাদার), শ্রীরমণীমোহন সেনগুপ্ত (জমাদার) এবং ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সিপাহীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকারের শোচনীয় দুর্বলতা, অক্ষমতা ও উপেক্ষা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

কাঁথি-দীঘা ও কাঁথি-দেউলী বাস রুটের সমস্ত বাসগুলিতে রামনগর থানার পুলিসগণকে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করিবার বাধ্যবাধকতামূলক ব্যবস্থার প্রতিকার করিতে সরকারী অক্ষমতা।

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure to pay proper attention to innumerable court strictures against the police and take adequate measures.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বার্নপুর, কুলটী, কয়লা খনি অঞ্চল, হিন্দুস্থান পিলকিংটন প্রভৃতিতে পুলিসের আচরণ সম্পর্কে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে পুলিসের হামলা সম্পর্কে।

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুণ্ডাদমনে অকৃতকার্যতা এবং পুলিস বিভাগের পরোক্ষ সাহায্য।

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16. Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সাধারণ নীতি, বর্ধমান জেলার রায়না পুলিস থানাকে রায়নার থানা গৃহের জন্য সরকারের অধিকৃত উপযুক্ত স্থান থাকা সত্ত্বেও রায়না হইতে শ্যামসুন্দর গ্রামে লোকালয়ের বাহিরে ভাড়া দিয়া থানা অপসারণ করায় সরকারী অর্থের অপব্যয় এবং জনসাধারণের অসুবিধা।

Sj. Dhananjoy Kar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পুলিসের দুর্নীতি—বিশেষ করিয়া দুর্নীতি-দমন বিভাগের (এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট) কর্মচারিগণের ঘুষ লওয়া বন্ধ করার জন্য নূতন এই বিভাগের সৃষ্টি করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Dharani Dhar Sarkar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মালদহ জেলার গ্রাম ও শহর অঞ্চলে চুরি ও ডাকাতির সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে এইরূপ সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ দমন করিতে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবাংলার মফঃস্বল থানাগুলিতে পুলিস কর্মচারিগণ ঘুষ ও যথেচ্ছাচারমূলক দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপ করিতেছে। গরীব জনসাধারণের বেশির ভাগ নালিশ, এমনকি পুলিস কেস হওয়া সত্ত্বেও তাহা গ্রহণ না করিয়া তাহাদের নিজের দায়িত্বে কোর্টে কেস করার জন্য ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এরূপ দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপ বন্ধ করিতে সরকারী অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পুলিস বিভাগ হইতে চৌকিদার ও দফাদারদের বেতন দিবার দাবী।

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to revoke the order necessitating Police permission for use of loud-speakers in public places in Calcutta for purposes of holding public meetings.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the inefficiency of, and corruption within the Police Department.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure by the Government to check the unscrupulous use by the Police of the Security Act.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to decrease the expenditure on Police in West Bengal.

Sj. Gangapada Kuar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the total failure on the part of the Government to wipe out widespread and ever-increasing practice of bribery and corruption in the Police Department which has been especially entrusted with this noble and responsible task.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the police to check effectively the ever-growing cases of murder at Ballichak and different other places of Debra police-station in the district of Midnapore.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the immediate need of taking appropriate steps against the Officer-in-charge, Keshpore, Midnapore, who, apart from his harsh and unsocial dealings with the public, ready response to illegal gratification and inefficiency in checking crimes in the area, has since the date of his appointment there, been helping the unscrupulous jotdars in the crime of evicting innocent bargadars under them.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure on the part of the police to check effectively the street robbery at the Bhagabanbasan bridge under union No. 9, police-station Debra, Midnapore, where this crime has for long been perpetrated, without any check.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the need of extending full co-operation by the police to the Village Resistance Groups and properly equipping them with necessary weapons so that those organisations may carry out their tasks safely and effectively.

Sj. Haripada Baguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs 100. I move this in order to raise a discussion about

সুন্দরবন অঞ্চলের নদীপথে বন বিভাগের কর্মচারিগণের জীবন রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

দুর্গাদি নদী ও সুন্দরবনের অন্যান্য নদীতে নরহত্যা সহ নৌকায় ডাকাতি ইত্যাদি অত্যাচারের হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিতে সরকারের অক্ষমতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

সাগর থানার মধ্যস্থলে থানা কার্যালয় স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা।

Sj. Haripada Baguli: Sir. I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ইংরেজ রাজত্বের সময় তাহাদের সুবিধার জন্য সাগর থানার একপ্রান্তে নদীতীরে লোকালয়বর্জিত স্থানে থানাগৃহ নির্মিত হইয়াছিল। অধিবাসীগণের সুবিধার জন্য থানার মধ্যস্থলে থানা কার্যালয় স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ডায়মণ্ডহারবার শহরে কোন যাত্রীনিবাস না থাকায় লোকে বাধ্য হইয়া পতিতা স্ত্রীলোকগণের দ্বারা পরিচালিত যাত্রীনিবাসে থাকিতে বাধ্য হয়। এইসকল যাত্রীনিবাস বন্ধ করা ও স্ত্রীলোকগণকে অন্যত্র অপসারণের প্রয়োজনীয়তা।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বসিরহাট মহকুমায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য পুলিস ও শাসন কর্তৃপক্ষের চরম ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about anti-people policy pursued by the Police in the district of 24-Parganas.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

হাড়োয়া, সন্দেশখালি ও হাসনাবাদ প্রভৃতি থানার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ মানুষের উপর জুলুম ও অত্যাচার।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of police to effectively deal with (1) theft of hospital medicines, (2) corruption in Blood Bank, and (3) detection of unwarranted telephone exchange.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Police actions tantamounting to siding with Congress Party and workers in election affairs.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Police harassment and stricture passed by trying Magistrate at Chandernagore and elsewhere.

Sj. Janardan Sahu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the urgency of engaging renowned social workers to give information about the activities of police in villages and take immediate measures on receipt of information against police for drawing good faith on our National Government.

Dr. Jatish Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

আত্মসর্বস্ব, অপরিণামদর্শী, দুর্নীতিপরায়ণ, শিক্ষাভাব, শাসনাভাব, উৎকোচগ্রাহী অর্থবল।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about ever-increasing cost in Police administration.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the Government not taking any action against certain sections of the Traffic Police of Calcutta against whom charges of corruption and inefficiency were reported.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the partiality of the police in dealing with Wimco Match Factory workers' cases and Howrah Burn Co., workers' cases.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the mismanagement and misuse of Police under the Government.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the mal-administration and corruption in the department with particular reference to the district of Howrah.

Sj. Kanailal Bhowmick: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলায় ও সারা পশ্চিমবাংলায় কৃষক-আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিসকে জোতদার ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করা হইতেছে। থানায় কৃষকদের ডায়েরী ঠিকমত গ্রহণ করা হয় না, অভিযোগের তদন্ত হয় না, জোতদার, জমিদার অপরাধী হইলে তদন্তকার্যে গাফিলতি

ও পক্ষপাতিত্ব করা হয়। পুলিস বিভাগে ঘুষ ও দুর্নীতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জোতদার, জমিদারেরা তাঁদের প্রজাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ডায়েরী করিলেও পুলিস তৎক্ষণাৎ কেস দায়ের করে ও কৃষকদের হয়রাণ করার চেষ্টা করে। এই বিভাগের উন্নতি ও সংস্কার করিতে সরকার আদৌ সচেতন নয়।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকার বিরোধীদলের কার্যকলাপ লক্ষ্য রাখার জন্য, এমনকি বিরোধী পক্ষীয় আইন সভার সদস্যদের গতিবিধি নজর রাখার জন্য গোয়েন্দা বিভাগ বৃটিশ আমলের পদ্ধতিই অনুসরণ করিতেছে এতটুকুও রদবদল হয় নাই। এই গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির উপর অন্যায় ও অবৈধ হস্তক্ষেপ করিতে সরকার কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলায় ভগবানপুর, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল, ময়না, ডেবরা, সদর, প্রভৃতি থানায় কৃষকদের কেস ডায়েরী গ্রহণ করিতে সরকার গাফিলতি করে, অথচ জোতদার, জমিদারদের মিথ্যা ডায়েরীর উপর ভিত্তি করিয়াই কৃষকদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়। এই সমস্ত দুর্নীতি বন্ধ করিতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলায় টেস্ট রিলিফ ও রিলিফের কাজে গত বছর যে ব্যাপক দুর্নীতি চলিয়াছে, সে সম্পর্কে দুর্নীতি-দমন বিভাগ কোন প্রতিকার করিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

গত ২৪এ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ তারিখে খড়্গপুর শহরে একদল গুণ্ডা একটি শোভাযাত্রাকে আক্রমণ করে এবং কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়। এ বিষয় পুলিস কর্তৃপক্ষের নজরে আনা সত্ত্বেও এই গুণ্ডাদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে টালবাহনা করা হইতেছে। এই ধরণের দুর্নীতি ও অবিচার বন্ধ করার জন্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সমস্ত সরকারী ও বে-সরকারী চাকুরিয়াদের রাজনৈতিক মতামত ও রাজনৈতিক সংযোগ লক্ষ্য করার কাজে এই বিভাগকে সরকার ব্যবহার করেন, ফলে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কুচিত করা হইতেছে, এবং অকারণে জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার করা হইতেছে, সরকার সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানায় এক ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে বন্দুকের গুলিতে মারা যায়। অথচ এ বিষয়ে স্থানীয় পুলিস প্রথমদিকে আদৌ গুরুত্ব দেয় নি। এমনভাবে তদন্ত কার্য পরিচালনা করা হইয়াছে যে অপরাধী বে-কসুর খালাস পাইয়া গিয়াছে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

দুর্নীতি-দমন বিভাগ দুর্নীতি-দমন প্রতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হইয়াছে। এই বিভাগই দুর্নীতির প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ঘুষ ও পক্ষপাতিত্ব ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই বিভাগটিকেও সরকার দলীয় স্বার্থে পুরাপুরি ব্যবহার করিতেছেন।

Dr. Krishna Chandra Satpathi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুর, নারায়ণগড় ও কোলাঘাট থানায় কয়েকটি অস্বাভাবিক ডাকাতি সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হওয়ায় বিশেষ তদন্তের প্রয়োজন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পুলিস বিভাগে প্রকৃত কাজে নিযুক্ত কর্মচারী অপেক্ষা তত্ত্বাবধায়ক কর্তা ব্যক্তিগণের [illegible] বাড়াবাড়ি।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পুলিস হাজতের অব্যবস্থার প্রতিকার।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পল্লী-অঞ্চলে থানাগুলিতে কনস্টেবলের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অল্পতাহেতু শান্তি রক্ষায় অন্তরায়।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পুলিস প্রহরী নিয়োগে অব্যবস্থা ও সরকারী অপচয়।

Sj. Lalit Kumar Sinha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ভাগচাষীদের উচ্ছেদের কাজে জোতদারের সহিত পুলিসের সহযোগিতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বিরোধী রাজনৈতিক দলের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা হয় অথচ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের লোকেরা যখন রিলিফ, টেস্ট রিলিফের দ্রব্য আত্মসাৎ করে সেদিকে গোয়েন্দা পুলিসের ঔদাসীন্য।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বড় বড় পুলিস অফিসারদের বেতন কমান এবং কম বেতনের পুলিস কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করিতে সরকারের অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গত বৎসর টেস্ট রিলিফের চাউল বেপরোয়া চুরি হইয়াছে—উহা ধরিতে কানিং থানায় পুলিসের অবহেলা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

ক্যানিং থানার থানাগৃহ নির্মাণে সরকারের অবহেলা।

Sj. Madan Mohon Khan: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about Special Police of Midnapore.

Sj. Madan Mohon Saha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সরকারবিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপে চরম বাধা সৃষ্টি করার জন্য সরকার নানাভাবে আই.বি. পুলিশ ব্যবহার করিতেছেন এবং জনসাধারণের মনে সব সময়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ অফিসার ও পুলিশের ঘুষ খাওয়া বন্ধ করায় সরকারের অক্ষমতা।

Sjkta. Mani Kuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the police atrocities in connection with the trade union, kisan, refugee and other democratic movements in West Bengal.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about Government's failure to establish a police-station at Kasba-Tiljala Ward No. 76.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs 100 I move this in order to raise a discussion about

জমিদারের স্বার্থে হুগলী জেলার বিভিন্ন থানা অঞ্চলে পুলিশ জুলুম।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

ভদ্রকালি মহিলা উদ্বাস্তু ক্যাম্পে পুলিশ জুলুম।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

হুগলী জেলার আকুনি-ইছপসর ইউনিয়নে হাওড়া জেলার পুলিশ কর্তৃক কৃষক সমিতির কর্মীদের উপর জুলুম।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

হুগলী জেলার আকুনি-ইছপসর ইউনিয়নে ও মনোহরপুর ইউনিয়নে কৃষকদের উপর পুলিশ জুলুম।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

হিন্দ মোটর, লছমী নারায়ণ জুট মিলের শ্রমিকদের উপর পুলিশ জুলুম।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

হুগলী জেলার লরী ও ট্যাক্সী ড্রাইভারদের উপর পুলিশ জুলুম।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

সিপাহী পুলিশদের উপর উপরতলার অফিসারদের হীন ব্যবহার।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 I move this in order to raise a discussion about

দাসপুর থানায় এ বৎসর অনেকগুলি খুন হয়েছে। এ সমস্ত খুন কেস অনুসন্ধানে পুলিশ শোচনীয় ব্যর্থতা দেখিয়েছেন।

Sj. Nagendra Dalui: Sir, I beg to move that the demand of Rs 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

বড় বড় অফিসারদের মাহিনা কমাইয়া সাধারণ পুলিশের বাঁচার মত নিম্নতম বেতন বাড়াইতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

পশ্চিম বাংলার পুলিশ অফিসার ও পুলিশের ঘুষ খাওয়া বন্ধ করায় সরকারের অক্ষমতা।

Sj. Narendra Nath Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs 100 I move this in order to raise a discussion about the inefficiency and corruption of the Police Officers.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about murders in Arambagh subdivision.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about dacoity in Arambagh subdivision.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the prevailing corruption among the Thana Officers.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the present defective system of recording F.I.R. in the police-stations.

Sj. Nripendra Gopal Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about general policy, and particularly about rural police activities.

Sj. Probodh Dutt: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about its policy, and about corruption and bribe.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to reduce the expense of Police Department than previous years.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the Government to check corruption in the Police Department.

Sj. Raipada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the police to check corruption in the State.

Sj. Rakhahari Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the duties of the Court Inspectors and Court Sub-Inspectors of Police attached to Moffussil courts to conduct State prosecution.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the measures adopted by the police against the people.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the corruption and nepotism prevailing in the Police Department in granting licenses and permits for taxis and lorries.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy and practice of the department.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion abcut

গড়বেতা থানার ৪নং ইউনিয়নের শ্যামনগর, ফুলবেড়া, প্রভৃতি গ্রামের কিছু গরীব লোককে কিছুকাল পূর্বে পুলিশ একটি ডাকাতি মোকর্দমায় জড়ায়, পরে তাহারা বেকসুর মুক্তি পায়। কিন্তু তাহাদিগকে বর্তমানে দাগী আসামী বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাত্রে বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য করা হয় এবং প্রতিদিন পুলিশ রাত্রিকালে গিয়া তাহাদের ডাকাডাকি করে। এইভাবে তাহাদের সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকারকে বে-আইনীভাবে হরণ করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, এইসব লোকেরা পূর্বে কোনপ্রকার দোষে দুষ্ট নহে। অবিলম্বে এইসব বে-আইনী ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গড়বেতা থানার পুলিশ গ্রামাঞ্চলে বহু কৃষককে স্থানীয় জোতদার ও জমিদারদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া নানা মিথ্যা জড়াইয়া, দীর্ঘদিন যাবৎ কোর্টে কোন রিপোর্ট দাখিল করে না। ফলে কৃষকেরা ২ মাস পর্যন্ত হাজতে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, পুলিশ কোন ফাইনাল রিপোর্ট দিতে অক্ষম হয়, পরে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে কৃষকরা ২ মাস পর্যন্ত জেল হাজতে আটক থাকার পর মুক্তি পায়। কিছুদিন পূর্বে গড়বেতা থানার ২৪নং ইউনিয়নের গোলকদের আয়মা গ্রামে কেঁচকাপুরের কংগ্রেসী জমিদার রামমনোহর সিংয়ের প্ররোচনায় ঐরূপ একটি কেস হয়। ঐরূপ কেস আরও বহু আছে। এইরূপ পুলিশী আচরণ সরকারী নীতির ব্যর্থতা প্রকাশ করে। অবিলম্বে এইসব ঘটনার তদন্ত হইয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

জমিদারী ক্রয় আইন পাস হওয়ার পর হইতে গ্রামাঞ্চলে গরীব চাষী, সাঁজা, ভাগ, উটবন্দী প্রভৃতি চাষীদের উপর জমিদার ও জোতদারদের যে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার চলে তাহার বিরুদ্ধে ঐ কৃষকেরা মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় পুলিশের নিকট যখন কোন ডায়ারি করিতে যায় তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই থানার পুলিশ গরীবদের কোন ডায়ারি লইতে অস্বীকার করে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জোতদার ও জমিদারদের স্বার্থেই বে-আইনীভাবে সাহায্য করে। ইহা সরকারী নীতির সম্পূর্ণ ব্যর্থতা, অবিলম্বে সমস্ত ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা লইতে হইবে।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

গত প্রায় ২ বছর যাবৎ গড়বেতা থানার ওড়গোন্দা গ্রামের গরীব কৃষক জনসাধারণের বিরুদ্ধে স্থানীয় ব্যক্তি শ্রীমদন সিংহ, যিনি একজন কংগ্রেসকর্মী বলিয়া পরিচিত, গড়বেতা থানার পুলিশের সাহায্যে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে প্রায় ৯টি পুলিশ বাদী কেস করিয়াছে। একটি কেস

ব্যতীত সমস্ত কেসেই গ্রামবাসীরা মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের কোন কেসই পুলিশ লইতেছে না। মদন সিংহের প্রত্যেকটি দায়ের করা কেস গড়বেতা পুলিশ নিজেদের হাতে লয়। ইহা একপ্রকার ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছে। যেসমস্ত সরকার পক্ষের সাক্ষীদের লইয়া যাওয়া হয়, তাহার দায়িত্ব থাকে মদন সিংয়ের উপর, ঐ সমস্ত সাক্ষীরা তাহাদের খরচের যে টাকা সরকারী দপ্তর হইতে পায়, সেই টাকার অতি সামান্য ভাগ সাক্ষীদের দেওয়া হয় এবং বেশীর ভাগ টাকা মদন সিং ও পুলিশ ভাগ করিয়া লয়, এইভাবে টাকা রোজগারের একটা পন্থা আবিষ্কার করা হইয়াছে এবং অন্যদিকে গ্রামবাসীদের মিথ্যাভাবে দিনের পর দিন হায়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত করানো হইতেছে। এই বিষয়ে পূর্বেই সরকারকে জানান হইয়াছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করায়, সরকারী কাজ ও নীতির ব্যর্থতাই প্রকাশ পায়। অবিলম্বে ইহার তদন্ত করিতে হইবে ও সুব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about policy, police atrocites on the bargadars of Sundarban, and corruption in the Traffic Police Department.

Sj. Subodh Choudhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the failure of the police to give adequate protection from the hands of the robbers of the Khayadihi Union, police-station Katwa, district Burdwan.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the role of the police to create communal tension in police-station Mangolecot during last Durga Puja.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the behaviour and attitude of the police towards the villagers and their way to extortion of bribes from them.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা থানার অন্তর্গত আকড়া রেল স্টেশনের নিকট একটি মোসলেম যুবক আহত হয় এবং তাহার মৃত্যু ঘটে। মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা ও জনসাধারণ অভিযোগ করেন যে, ঐ মৃত ব্যক্তিটিকে হত্যা করিয়া কবর দেওয়া হইয়াছে। অতএব ময়না তদন্ত করা হউক। কিন্তু পুলিশের ষড়যন্ত্রে ময়না তদন্তে সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা অঞ্চলে ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জুয়া চলিতেছে। এই জুয়া বন্ধ করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা অঞ্চলে ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চুরি হইতেছে। ইহা বন্ধ করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about

মহেশতলা থানার পুলিশের উৎকোচ গ্রহণের বিরুদ্ধে জেলা শাসকের নিকট অভিযোগ করিয়া ২০।২৫টি সাক্ষ্যপ্রমাণাদি দেওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্কে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about failure of the Police to check anti-social crimes, which have increased in Calcutta during the recent period.

Sj. Surendra Nath Pramanik: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the bribery and corruption in the department with special reference to Narayangarh police-station of Midnapore.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the policy of the Government to turn the State into a Police State, and about the activities of Police in Howrah, since 1947.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the police strike in 1955.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the poor pay-scale for sub-inspectors and assistant sub-inspectors and constables.

Sir, I also beg to move that the demand of Rs. 7,15,32,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100. I move this in order to raise a discussion about the large scale corruption in the department.

[7-5—7-15 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি পুলিস বাজেটে একটা জিনিস পরিষ্কার করতে চাই যেটা বাজেটের মূল বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম এবং অর্থমন্ত্রী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, পুলিশের উপর খরচ বেড়ে গেছে এবং তার কারণ যা দেখাবার চেষ্টা হয়েছে তা অন্যায় বলে আমি মনে করি। এর প্রয়োজনীয়তা কিছু আছে বলে আমার বিশ্বাস নাই।

৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ২ হাজার টাকা—এটা তিনি সরাসরি খরচ করছেন পুলিশের উপর এবং এটা যদি ধরি তাহ'লে দেখতে পাব, গত বছরের থেকে এবার আরও ১ কোটি ৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা বাড়িয়েছেন এই গরীব সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশে। যদিও সেখানে রেফিউজি এসেছে, তার জন্য খরচ করতে পারেন, এইসব দেখিয়ে তিনি পুলিশের জন্য বাড়াচ্ছেন। আমি বলেছিলাম, ঐ যে ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩ হাজার টাকা যেটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি চার্জেস—ফুড বেগুলি কম টাকায় পুলিস এবং অন্যান্য কর্মচারীদের দিয়েছেন সেটা ধরে তিনি বললেন, আগেকার এ্যাডজাস্টমেন্ট। এই এ্যাডজাস্টমেন্টই হোক আর যাই হোক, টাকা তো আপনাদের খরচ হচ্ছে। তা করতে হবে—এ সোজা কথা, সহজ বুদ্ধিতে বুঝি। আর এক্সট্রা পুলিশ ফোর্স বলতে যেটা আছে তাতে ৩৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এই সমস্ত মিলিয়ে ১০ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা সরকার পুলিশ খাতে খরচ করছেন। অথচ কম করে দেখিয়েছেন। এইভাবে দেখালে আপনাদের মুস্কিল হবে। আসলে এইসব টাকা পুলিস বাবদে তাঁরা খরচ করছেন এবং গরীব বাংলাদেশে আমি মনে করি এটা ঘোরতর অন্যায়।

তারপর এর কারণ যা দেখালেন আমাদের অর্থমন্ত্রী, তা পুরান কথা। সেই ৮ বছর আগে যা বলেছিলেন বর্ডার স্টেট, অনেক সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা—অনেক কথা। এই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আর এখানে এখন নাই, সেই ১৯৫০ সালে হয়ে গেছে। তারপরও খরচ কমে নাই। পুরান কথা বারবার বলা হচ্ছে। ঐ ইংরেজ আমলের কথা বলে কেন আমাদের পুলিসের টাকা বেড়ে যাবে? এইভাবে পুলিসের জন্য খরচ করা উচিত নয়। আসল কথা পুলিস ব্যবহৃত হচ্ছে কেন? আমরা শুনলাম পুলিশ তো সব দেশে থাকবে। উনি বললেন—Everybody waxes eloquent when he talks about the police.

এবং তারপর বললেন—পুলিস ইজ ইনডিসপেন্সিবল। এই কথা নিয়ে কেউ আলোচনা করছে না, প্রলাপ বকেও কোন লাভ নাই। আমরা জানি পুলিশ প্রয়োজন। একথা আরও বেশি করে জানি স্বাধীন গভর্নমেন্টে কেন পুলিশ প্রয়োজন! উনি বলেছেন—ডাকাতি কমেছে, চুরি কমেছে। নিশ্চয়ই চুরি-ডাকাতি কমার প্রয়োজন আছে। ডাকাতি-চুরি বেশি আছে বলে যে-কোন সরকারই থাকুক তাদের কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু দুঃখের কথা আমাদের দেশে অন্যায়ভাবে পুলিস ব্যবহৃত হয় আমরা দেখেছি, ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট, গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রভৃতি দাবাবার জন্য, এগুলিকে ধ্বংস করবার জন্য কিছুটা বা বাধা দেবার জন্য। সেখানে করাপশনসএর কথা আগে বলেছিলাম; যখন এখানে নন-অফিসিয়াল প্রস্তাব আলোচনা হয়েছিল তখন সুধীর রায়চৌধুরী মহাশয় অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে সেসব দেখিয়েছিলেন। যুগান্তরে বেরিয়েছিল সত্যেন মুখার্জি ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ যেকথা বলেছিলেন সেগুলি কি ফাঁকি(?) হয়ে গেল? তা সত্ত্বেও বিধানবাবু উত্তর দেবেন না। আজ আমরা তার উত্তর চাই, সেই ট্রাফিক পুলিশের কি হ'ল? সত্যেন মুখার্জি এনকোয়ারি করতে গিয়ে নিজে যেসব আবিষ্কার করলেন, তার কি হল? টেলিফোনের কি সব ধরা পড়ল কিছুদিন আগে, হঠাৎ কি হয়ে কোথায় চলে গেল আমরা তার কিছুই দেখছি না, সব মিসিং। মেডিসিনও চুরি হয়, খবরের কাগজে দেখি। কোথায়ও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—প্রসিড করা গেল না। আর যদি বা কোর্টে পাঠান হ'ল, দেখা গেল তিন-চার মাস পরে জেল থেকে ছাড়া পেল। তাতে বিধানবাবু বলবেন—আমি কি করব? ও তো কোর্টের কাজ। আসল কথা ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট হ'ল ঘুষ নেবার জায়গা। ভাল ভাল লাইন করেছেন, রাস্তায় চলতে ভাল হয়—এসব ব্যবস্থা আমরা সমর্থন করছি। তাতে এ্যাক্সিডেন্ট অনেক কমে গেছে, খুব ভাল কাজ হয়েছে। আসল কথা, উত্তর তো বিধানবাবু দেবেন না—যেমন আগের ডিবেটএ দেখেছি।

তিনি স্পষ্ট করে বলবেন—কি সাজা দেওয়া হয়েছে এই ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টএর ব্যাপারে যেটা সত্যেন মুখার্জি এনকোয়ারি করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সেখানে ঘুষ নেবার জন্য অনর্থক লোককে হয়রানি করা হয়। আজ আর তার পুনরাবৃত্তি করছি না। কারণ সুধীরবাবু সেই নন-অফিসিয়াল প্রস্তাবের আলোচনায় সমস্ত কথা আপনার কাছে বলেছিলেন। সেদিন সময় ছিল না বলে উত্তর দেন নাই। আজকে সেই উত্তর দেবেন—এটা আমরা চাচ্ছি।

একথা আগেই বলা হয়েছে—লোকে থানায় থানায় ডায়েরী করতে গেলে তাকে বলা হয়, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাও, তা না হলে ডায়েরী করবো না। অন্ততঃ একটা দুটা দাও। এইরকম ব্যাপার প্রত্যেক থানায় চলেছে। একথা তিনি যে জানেন না, তা নয়। শুধু রাইটার্স বিল্ডিংসএ বসে থাকব, তোমরা কেস এনে দাও—এ কথা বললেই হবে না। আপনারা খুঁজে বার করবেন। আপনার ডেপুটি মিনিস্টারদের পাঠাবেন দেখতে। কোথায় কি হচ্ছে তাঁরা ঘুরে ফিরে দেখে এসে আপনাকে জানিয়ে দেবেন। আমরা কি পুলিস? আপনারা তো সবই জানেন। আমরা বিশ্বাস করি আপনার অজানাতে এই সমস্ত জিনিস হচ্ছে। কিন্তু এই করাপশন বন্ধ করবার জন্য কোন কিছু তাঁরা করছেন না। লরীওয়ালা, গাড়ীওয়ালার কাছ থেকে পয়সা নেওয়া—দু আনা, চার আনা, এক টাকা করে বাঁধা আছে। কিভাবে হয়? এটা একটা পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। এইসব কথা সম্বন্ধে তো আমরা কিছু শুনি না। জে, সি, গুপ্ত থেকে আরম্ভ করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এই কথা বলবেন ছোট ছোট কর্মচারী কনস্টেবলরা হয়ত একটু-আধটু ঘুষ নিতে পারে; কিন্তু বড় বড় অফিসাররা ঘুষ নেয় না। সত্যেন মুখার্জি কি ঘুষ নেন? আমি জানি না, না জেনে বলব না। এটুকু আমি দেখেছি, ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টকে খর্ব করবার জন্য পুলিশ ব্যবহৃত হয়। আমরা দেখেছি, মেটিয়াবুরুজ এলাকায়, পোর্ট এলাকায়, এইসমস্ত কারখানার এলাকায় ২৪-পরগনা, হাওড়ার সমস্ত জায়গায় যেখানে পুলিশের সঙ্গে মালিকের যোগাযোগ আছে আমি বিশ্বাস করি। সেখানে পুলিশকে মাসে মাসে টাকা দেওয়া হয়। এখানে বোধ করি হয়ত বলবেন না, কংগ্রেস মেম্বার যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন করেন তাঁদের বাইরে জিজ্ঞাসা করলে এর সত্যতা জানা যেতে পারে কিভাবে মালিকদের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে, তা তাঁরা জানাতে পারেন। এটা খোঁজ করে দেখার প্রয়োজন আছে। একজন অফিসার-ইন-চার্জ মেটিয়াবুরুজ থানায় সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন, কেশোরামের কারখানা সেখানে। ওখান থেকে ইনডাইরেক্ট খবর আমরা পাই। সেখানে দেখেছি মালিকেরা ডাকে কি রকম তাড়াতাড়ি পুলিশ চলে আসে এবং ওয়ার্কারদের ঠেঙ্গাতে আরম্ভ করে। কিন্তু যখন গুণ্ডারা ট্রেড ইউনিয়ন ওয়ার্কারদের উপর আক্রমণ করে তখন কেন ডেকে পাওয়া যায় না, আর পেলেও কোন এ্যাকশন তারা নেয় না। বারে বারে ডায়েরী করতে করতে হয়রাণ হয়ে যায়। পুলিশ ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলেন, আপনারা যদি মেজরিটি হবেন, তাহলে মারপিট করেন কেন? আপনাদের লজ্জা করে না, আপনারা সেখানে মার খেয়ে এসেছেন? মেটিয়াবুরুজের পুলিশ অফিসারের কাছে শুনেছি, পোর্ট এরিয়ার পুলিস অফিসারের কাছে শুনেছি,বার্নপুরের পুলিশ অফিসারের কাছে শুনেছি, প্রত্যেক জায়গায় এইরকম হচ্ছে। যে সমস্ত ইংরেজ ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ইত্যাদি ছিলেন, তাঁরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেছেন, তা নয়। আমার এ রকম জানা আছে, তাঁরা আবার রিটায়ার্ড লাইফএ লেবার অফিসার হয়ে [illegible] সাহেব কারখানায় বসে আছেন। এই রকম দামা লরিতে একজন আছেন। আমি জানি [illegible] তিনি ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ বা এই রকম কোন পদে ছিলেন। তারপর শুনেছি [illegible] এণ্ড কোংতে আর একজন আছেন রবার্টসন বলে। তিনিও পুলিসে চাকরী করতেন। বার্ন [illegible] এণ্ড কোংতে নাকি এইরকম পাঁচ ছয় জন লেবার অফিসার আছেন। এঁদের অনেকদিন আগেই [illegible] করে এখান থেকে বার করে দেওয়া উচিত ছিল। যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করেছিল, আজ তারা ইংরেজের কারখানায় লেবার অফিসার হয়ে বসে আছে আমাদের [illegible] শেষ করে দেবার জন্য। যদিও জানি, শেষে আমাদের মু[illegible]ও তাঁদের সমর্থন করবেন।

[7-15—7-25 p.m.]

তারপর আমি আপনাদের বলব যে, দেখুন, পোর্ট এলাকায় সেখানে যদি গুণ্ডা থাকে আপনারা যদি মনে করেন কোন ওয়ার্কার গুণ্ডা আছে, আপনারা তাদের সাজা দেন না, আপনারা কোন [illegible] প্রমাণ করতে পারেন না। আপনারা বলেন পুলিশ এত তৎপর কিন্তু একটা ক্রাইমও

ডিটেকশন করেন না যে, কি হয়েছে। তারপরে ট্রেড ইউনিয়নের যারা বিরোধী তাদের পি, ডি, এ্যাক্টে জেলে পাঠিয়ে দিলেন। এই কাজ করে বসে আছেন। এতই যদি পুলিশ তৎপর হন তা হলে প্রমাণ করেন না কেন? তা হলে বুঝি প্রমাণ হয়েছে যে, কতগুলি গুণ্ডা—যে-কোন ইউনি[redacted]েম গুণ্ডা থাকলে তা জানা যাক। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ ছাড়া আপনারা কংগ্রেসের লোক যেখানে আছেন তাঁদের বিনা বিচারে আটক করেন না। [জনৈক সদস্যঃ এরকম গুণ্ডা আছে?] কংগ্রেসের যদি গুণ্ডা থাকে তা হলে সেটা অন্যায়, কারণ, আপনাদের হাতেই রাজত্ব, আপনাদের আবার গুণ্ডার কি দরকার? পুলিশ ত আপনাদেরই হাতে আছে, গুণ্ডার প্রয়োজন নাই। এখন আমি দুই একটা বিশেষ ঘটনা আপনার কাছে বলব, কিন্তু সেটা বলার আগে একটা কথা ব'লে নিই যেটা জেনারাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আসে। আমি একটা কথা বলেছি—গুণেন্দ্রনাথ মুখার্জি, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট সম্বন্ধে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, তিনি তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন; কেননা, তিনি ১৭ বছর চাকরী করেছেন, বড় দুঃখ পেয়েছেন, বড়লোকের বাড়ীর ছেলে, বড় ব্যথা লাগে এখানে। কিন্তু গরীবের মেয়েলোক যারা চাল বিক্রি করত তাদের শিশু কোলে ক'রে তাদের যখন প্রেসিডেন্সি জেলে, দমদম জেলে পাঠাতেন তখন ত ব্যথা লাগত না। এ সমস্ত এর পূর্বে আমরা শুনি নি যখন ২৪-পরগনার হাড়োয়াঁর কৃষক মেয়েরা অভাবের তাড়নায় কলিকাতায় চাল বিক্রি করতে আসত। আমরা জানি না কত ছাত্র, কত যুবক বিনা বিচারে আজও জেলে আটক আছে, কত মানুষ, কত শ্রমিক চা-বাগানের জেলে আজও আছে। কই, তারাও ত পূর্বে কখন জেল খাটে নি। তারা ১৭।১৮।২০।৩০ বছর কুলির কাজ করেছে। তাদের জন্য ত দরদ হয় না, ব্যথা লাগে না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুধু চোর কতকগুলি, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট আর 'বড়লা, টাটার দলের যারা অন্যায় করে তাদের ছেড়ে দেন, তাদের জন্য তাঁর ব্যথা লাগে এজন্য যে, তাঁদের সঙ্গে চা খান। গতবারেও এইভাবে অভিযোগ এসেছে এবং আপনার বলা উচিত ছিল কতবার তিনি ধরা পড়েছেন, কতবার ঘুষ খেয়েছেন। তা যদি করতেন, তবে বোঝা যেত। হয় নি কেন? আপনার সঙ্গে ভাগ বাটোয়ারা কিছু হয়েছে নাকি? ঢনঢনিয়া ব'লে মাড়োয়ারী হাইকোর্টে দু' দুবার অভিযুক্ত—তাকে মিনিস্টার অব জাস্টিস নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার কেস উঠিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেন। আমি জানি, যার পয়সা আছে তার জন্য 'চ্যারিটি' হয়, 'চ্যারিটি' না করলে তাদের ছাড়তে পারেন না। সেইজন্যই সন্দেহ হয় যে, আর কি এর পিছনে আছে; আমরা তা জানলে নিঃসন্দেহ হই। আপনি জোর গলায় বলেন, 'আমার ব্যবসা নয়, আমি কি টাকা খাই? তোমরা আমাকে অপদস্থ কর। আমরা অপদস্থ করার কথা বলি না, আপনার জেল আজ ভরে গিয়েছে। আজ ৬০ জনকে ধরা হয়েছে। ৭০ বছরের বৃদ্ধাকেও জেলে পাঠিয়েছেন বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে গিয়েছে ব'লে। ৫০০, ৭০০, এক হাজার লোক—কতজনকে জেলে পাঠাবেন? তাদের পিষে মারতে দরদ হয় না, কিন্তু যে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটকে এগজেমপ্লারি পানিসমেন্ট দেওয়া উচিত ছিল তাকে ছেড়ে দিলেন, তার জন্য দরদ হল ব'লে। তার পরে আপনি বলেছেন ইনোসেন্ট একেবারে সিজার্স ওয়াইফএর মত, আপনি কিছুই জানেন না। তার পর আপনি বলেন ট্যাক্সির জন্য আমার কাছে অনেকের কাছ থেকে রেকমেন্ডেশন আসে, আমি পাঠিয়ে দিই। এই যদি ঠিক হয় ভাল, আপনার দিকে কোন কিছু আমি বলছি না, আর আর-টি-এ যেসব খারাপ লোককে দেয় তাও আমি বলি না, কিন্তু আপনার কাছে কোন স্টেটমেন্ট নাই। আপনি আমাদের কাছে দিতে পারেন না যে, কত হাজার লোক পেলে? তা দিতে পারলে আমরা বুঝতাম। আপনি একটা কথা বললেন—খুব ভাল লাগল যে, ট্যাক্সি ড্রাইভিং এ্যাজ এ কেরিয়ার যারা নেবে এগুলির জন্য পুলিশ থেকে পারমিশনএর ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভাল কথা। আপনি যাদের জন্য করেছেন তারা যদি পায় তাহলে কিছু বলবার ছিল না। কারণ, আমি জানি একটা ছোট ট্যাক্সি হ'লে ২টা ৩টা পরিবারের চলে যেতে পারে; কিন্তু সেখানে আমার কাছে অনেক খবর এসেছে—এগুলি কি সত্য? এগুলি কি মিথ্যা? এ কোথা থেকে বুঝব? আপনি যদি সমস্ত পাবলিকের কাছে পাবলিশ ক'রে না দেন যে, বাস্তবিক এই লোকের এই অবস্থা, সেইজন্য তাকে আমরা দিয়েছি,—এইরকম একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দেন যে, এতে কোন বেনামদার নাই, তাহলে কারও কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, কোন মিনিস্টারের আত্মীয় কোন ট্যাক্সি পায় নি? আমি বলি, তাও অন্যায় হবে না যদি সে গরীব হয়। কিন্তু এগুলো যদি পরিষ্কার থাকত তাহলে

বুঝতাম যে, সব ঠিক আছে। কিন্তু তা ত নয়। আপনি আপনার দলের লোককে দেন। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভিং এ্যাজ এ কেরিয়ার—এরকম কটা লোক চালাচ্ছে? আমি জানি, একটি বড়লোক—তার নাম করব না—কারও অপকার করতে চাই না—কিন্তু তাঁর কাছে যখন শুনলাম তিনি ট্যাক্সি পেয়েছেন, মস্ত বড় লোক, তাঁর কলিকাতায় বাড়ি আছে আমার বাড়ির কাছে, তাঁকে আমি বললাম, আপনি ছোট ট্যাক্সি পেয়েছেন, আপনার ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে আছে, এতবড় বাড়ি, আপনি পেলেন কেন? আপনি আরও তার উপর চাকরি করেন। তিনি বললেন, 'আমার অনেকগুলো মেয়ে আছে কিনা, বিয়ে দিতে হবে, সেইজন্য ডাঃ রায়কে ব'লে একটা ট্যাক্সি পেয়েছি'।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ট্যাক্সি নম্বর কত আমাকে বলবেন।

If you give me the name I promise I shall cancel the license.

Sj. Jyoti Basu:

এইরকম খোঁজ করলে আপনি দেখবেন। আপনি সত্যেন মুখুজ্জেকে এত অনেস্ট মনে করেন কিন্তু তাঁর নিজের আত্মীয়স্বজন কোন ট্যাক্সি পায় নি? অবশ্য আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। তবে এইমাত্র একটা খবর পেলাম যে, টি মেনন, যিনি আগে গুর্খা লীগের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন, এখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, তিনি নাকি এইরকম পারমিট পেয়েছেন ছোট ট্যাক্সি নয় —আর সেই লোকেরা যে ট্যাক্সি চালায় তাও নয়। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হলে তারা পায় কেন? দলবাহাদুর ছত্রী—আর একজন জেনারেল সেক্রেটারী ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটির তিনিও ঐভাবে ওখানে পারমিট পেয়েছেন, এ খবর আমরা জানতে পেরেছি। আর ওখানকার একজন মেম্বার, আমি শুনতে পাই একটা 'ট্রাক'এর পারমিট পেয়েছেন। এর বিরুদ্ধে তারা ওখানে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তারা এটা অন্যায় বলেই মনে করে। এইভাবে কি পার্টি রাখবেন? এইভাবে কি 'রুলিং পার্টি' হয়ে আপনারা শাসন করবেন সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী? এইভাবের আদর্শ রেখে চলবেন? আপনারা কি এইরকম উদাহরণ দেশের সামনে রাখবেন? যত আপনারা করাপ্ট হবেন তত শীঘ্র আপনারা শেষ হবেন।

তারপরে আপনারা কিরকম অন্যায় কথা বলছেন। নিমাই মিত্র কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বর, তাকে খুন করা হল। শিবনাথবাবু আপনার কাছে কি চিঠি লিখেছেন তা জানা যায় নি। কিন্তু আপনি এমনভাবে বললেন যে দুটো ইউনিয়ন সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে বিরোধের ফলে একজন একটা বম্ব ফেলে এবং একটি লোক মারা যায়। আমরা জানতে চেয়েছি নিমাই মিত্রের ব্যাপারে সে কেসের কি হবে না হবে তা বলতে চাই না—কিন্তু আপনাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়েছে, এক মাস আগে থেকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ, সমস্ত ঘটনা তাঁরা জানেন, তাঁদেরও বলা হয়েছিল যে এইভাবে ষড়যন্ত্র করছে যে, সেখানে খুন-খারাপি করবে এবং যে করবে সে কোন ইউনিয়নের মেম্বর নয় সে কোম্পানির দালাল—বার্ন কোম্পানির। তার পরে সেই লোক যখন ফিরে এল, বেল নিয়ে, তখন কোম্পানি থেকে তাকে কারখানায় সাদরে নিয়ে নিলে। এইভাবে যদি কোন লোক অভিযুক্ত হয় এবং দেখা গেছে সে ট্রেড ইউনিয়নের মেম্বর নয় এবং তার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ থাকলে সে কি করে কারখানায় ঢুকতে পারে? কাজেই এই জিনিসটা বোঝা যায়। এই যে শিবনাথবাবুর সঙ্গে বিবাদ সে অন্য ভাবের জিনিস। এখানে এই ভদ্রলোকের নাম এনে আমি বলছি শিবনাথবাবুর কথা এনে অন্যায় করেছেন। তিনি হয়ত বিরোধীপক্ষ হতে পারেন এই পর্যন্ত।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি বলেছিলাম—সেইটার জন্য ডিফিকাল্টি কতখানি হয়।

Sj. Jyoti Basu:

আমি বুঝি না আপনাকে? আমি জানি—অনেকদিন ধরেই জানি। নিজেদের দোষ-ত্রুটি চাপবার জন্য আপনি এই কথা ব'লে গেছেন। আমরা জানতে চাই, কেন আপনার পুলিশ ওখানে কোন স্টেপ নেয় নি? তাকে প্রথমে বেইলএ ছাড়বার আগে কোন চেষ্টা বা কোন ব্যবস্থা কেন করে নি?

[At this stage the blue light was lit.]

আরও কিছু টাইম লাগবে। এই ধরনের জিনিস আরও দেখাচ্ছি। ললিত সিংহ, এম-এল-এ —তাঁর যে কেস আপনিই ডিল করেছিলেন—সেটা এই হাউসে বলেছি। তিনি হাউসে আসছিলেন, ক্যানিং থানার কোন জায়গার জোতদারের লোকেরা তাঁকে আটক করে। এসমস্ত ঘটনা আপনি জানেন; তিনি মিটিং করতে গিয়েছিলেন; কিন্তু মিটিং করতে গেলে আটক হয় কি করে? আমরা ত মিটিং করতে গেলে দেখি আগে থাকতে পুলিশ গিয়ে সেখানে বসে থাকে; আর সেখানে তাঁকে আটকে রাখা হল, সারাদিন একজন লোকের বাড়িতে। তারপর যখন মেসেজ গেল, তখন খবর এল যে, হ্যাঁ, রাত্রিবেলা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

[7-25—7-35 p.m.]

তারপর সেখান থেকে মেসেজ পাঠালেন। তারপর সেখান থেকে খবর এল অধিক রাত্রে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এইগুলি হতে পারে এবং দিনদুপুরে এই জিনিস হয়। আপনার পুলিস যদি তৎপর হত, যদি তারা মালিকের লোক না হত, যদি তারা এরকম ব্যবহার না করত, তাহলে তারা এসব জিনিস সাহস করে করতে পারত না। এবং মামলা-টামলা যা হবে—তা আমার জানা আছে—তাতে বিশেষ কিছু হবে না। ঠিক সেইভাবে আমি আজ আপনাকে বলব, আপনার পুলিস ও ম্যাজিস্ট্রেট, বার্নপুর এলাকায়, চিত্তরঞ্জন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে রেখেছে। সেখানে আপনাদের গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন ছাড়া—এমন কি একটা কংগ্রেস ইউনিয়ন পর্যন্ত করতে দেননি সেখানে এতদিন। এ অবস্থা সেখানে ছিল। সেখানে আমরা দেখছি যে, তাহের হোসেন তিনি হচ্ছেন সেখানকার ইউনাইটেড আয়রন স্টীল ওয়ার্কসএর জেনারাল সেক্রেটারী এবং এস এ ডাঙ্গে তার প্রেসিডেন্ট। আর কোন উপায় না পেয়ে, কেননা আপনারা জানেন যে, ২২ হাজার শ্রমিকের মধ্যে বার্নপুর, কুলটিতে ১৫ হাজারের মত শ্রমিক এদের মেম্বার। এ কথা আপনার জানা উচিত এবং আপনার লোকদের জানা উচিত যে, ১০ থেকে ১১ হাজার টাকা প্রতি মাসে এরা ইউনিয়এর চাঁদা ওঠায়। কোন উপায় না পেয়ে যখন তাহের হোসেন কলিকাতায় এসে সংযুক্তির বিরুদ্ধে একটা বক্তৃতা দিয়ে গেলেন ট্রেড ইউনিয়নএর তরফ থেকে এবং তাদের ইউনিয়ন সংযুক্তির বিরুদ্ধে একটা প্রস্তাব পাশ করল যখন পরে তিনি কলকাতায় রওয়ানা হচ্ছিলেন—হাইকোর্টএ একটা মামলা ছিল—ট্রাইব্যুনালএর একটা মামলা ছিল, এবং সেই ব্যাপারে তাঁকে টেলিগ্রাম করা হয় আসবার জন্য—যখন তিনি গাড়িতে উঠছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁকে আটক করলেন নিবর্তনমূলক আটক আইনে, পি ডি এ্যাক্টএ—বিনা বিচারে তাঁকে আটক করলেন। এইভাবে আপনারা সেই ইউনিয়নকে ধ্বংস করে দিতে চান, আপনার পুলিস তাকে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে এবং জন ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সেখানে বসাতে চাচ্ছেন। এই হচ্ছে আপনার পুলিস এবং এইভাবে আপনারা পুলিস ব্যবহার করেন। আমি জানি, হোম সেক্রেটারী এবং আপনি মিলে অনেক অনাচার, অনেক মিথ্যা চার্জ ফ্রেম করেন—আমি জানি কিভাবে আমাকে পি ডি এ্যাক্টএ আটকে রাখা হয়েছিল—আমি নিজে ভুক্তভোগী। তাই এটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার। এই তাহের হোসেন, তিনি বড় নেতা—সমস্ত বার্নপুর ও কুলটির শ্রমিকদের তিনি একজন অবিসংবাদিত নেতা, আপনারা জানেন, যার কথায় সেখানকার হাজার হাজার মানুষ উঠে বসে, সেখানে একটা অরাজকতা আপনারা সৃষ্টি করছেন। এইভাবে দেশ-গঠনমূলক কাজ করা চলে না। এবং তার জন্য আপনারা শুধু চান, কংগ্রেস ইউনিয়ন বেঁচে থাকুক, দালাল ইউনিয়ন বেঁচে থাকুক, আর কিছু চান না। কারণ আপনি ত স্যার বীরেন মুখার্জির কথায় চালিত হন, যেমন বিড়লার কথায় চালিত হন। এইজন্য তাঁদের হুকুম আপনি পালন করেন তাদের চাকরের মত। এই আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী। তারপর আমরা শুনলাম যে, সেখানে আপনারা একটা টেরর রেইনএর সৃষ্টি করেছেন। আর্মড পুলিশ সেখানে গিয়েছে কি কারণে! কোন মিটিং সেখানে ছিল না—কোন গোলমাল ছিল না। আপনারা দেখলেন, আর কোন উপায় নেই। এরা যখন সংযুক্তির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছে তখন এ ছাড়া সংযুক্তি পাশ করাবার আর কোন উপায় নেই। কারণ, হয়ত আপনারা ভেবেছিলেন যদি আপনি সেই বিল আনেন তাহলে সমস্ত বার্নপুর স্তব্ধ হবে। জেনারাল স্ট্রাইক হবে, কোন কাজকর্ম হবে না; হাজার হাজার মানুষ আইন অমান্যের জন্য এগিয়ে যাবে। একথা আপনি জানেন এবং সেটাকে রোধ করবার জন্য আপনি ও আপনার পুলিশ ব্যবস্থা করছেন। আমরাও এটা জানি। আমার শেষ কথা হচ্ছে যে, আমরা দেখি

যেসমস্ত জায়গায় যে-কোন অভিযোগ যদি কোন কমিউনিস্টএর বিরুদ্ধে বা বামপন্থী দলের বিরুদ্ধে হয়—তাহলে আপনার পুলিশ কি রকম তৎপর হয়ে ওঠে। এইটা আমরা দেখি। আর আপনার কাছে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম এবং আপনিও চিঠি লিখেছিলেন—তাতে আপনি বলেছিলেন—ট্রামএর ব্যাপার নিয়ে তিন বৎসর আগে—একপয়সা ভাড়া বাড়ানোর ব্যাপারে কতকগুলি ছেলের বিরুদ্ধে কেস হচ্ছে। আমরা জানতাম না। হঠাৎ আমাদের নোটিসএ এল—আমি বললাম এইগুলি আপনি উইথড্র করে নিন। তখন আপনিও কথা দিয়েছিলেন যে, এই সব কেস আর আপনি প্রসিড করবেন না। কিন্তু তারপরে বললেন যে, কোর্টএ এসব কেস এতদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে যে, এখন আমি আর কিছু করতে পারি না। আমি মনে করলাম—সত্যই বুঝি তাই। আপনি কোর্টের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চান না। কিন্তু তার পর আমার মনে হয়—অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটএর ব্যাপারে আপনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। কাজেই যুক্তিতর্ক কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। সেইজন্য আমরা কথা বললেই আপনি মনে করেন এরা স্টাট আর্চিনস—এই সমস্ত কথা বললেও এরা বুঝতে পারে না। আপনি মনে করছেন যে, আপনি খুব বড় মর্যাদা নিয়ে চলছেন, কিন্তু আপনার মর্যাদার কি কিছু আছে? এইভাবে যদি আপনি ব্যবহার করেন, তাহলে সাধারণ মানুষকে আপনি কি বলবেন? এই একটি খবর—এই অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটএর একটি কেস—এইটেই যথেষ্ট হবে যে, বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী, হোম মিনিস্টার, কোন পথে চলেছেন, কার দালালি করছেন, কার এজেন্সি করছেন বাংলাদেশের মানুষ এটা বুঝতে পারবে—আমি এটা আশা করি।

[7-35—7-45 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এই পুলিসের ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে যে টাকা মঞ্জুরি চাওয়া হয়েছে—সে সম্পর্কে আমি এটা বলব যে, বৃটিশ আমলে পুলিশের যে খরচ ছিল, মাথা-ভারী ছিল এবং দুর্নীতি ছিল, তার থেকে এই কংগ্রেস শাসনে আরও মাথা-ভারী এবং আরও দুর্নীতি-পূর্ণ হয়েছে। একটা শাসনের মূল মাপকাঠি হচ্ছে পুলিশের ব্যয়। এই পুলিশের ব্যয় বৃদ্ধি শাসনের শোচনীয় ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। এখানে কয়েকটা তথ্য দিতে চাই। অবিভক্ত বাংলা যখন ছিল যখন যুদ্ধ ছিল, কন্ট্রোল ছিল, সেই সময় দেখতে পাচ্ছি ১৯৪০ সালে খরচ হয়েছিল ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। ১৯৪১-৪২ সালে খরচ হয়েছিল ২ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে খরচ হল ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। অবিভক্ত বাংলায় পুলিসের খরচ যা ছিল আর আমাদের এই বিভক্ত বাংলায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পুলিশের খরচ বাড়িয়েই যাচ্ছেন প্রতি বছর বাড়ান হচ্ছে এবং কেন বাড়ছে, যে একটা খামখেয়ালি যুক্তি দ্বারা আমাদের বুঝাবার চেষ্টা করছেন। এতে আমরা দেখছি যে, অবিভক্ত বাংলায় যে খরচ হত—এখন এই ½ বাংলায় তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ করছেন এবং এটা বাড়িয়ে বাড়িয়ে এই বৎসর ৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা চেয়েছেন। যেখানে অবিভক্ত বাংলায় আড়াই কোটি টাকা খরচ হত তখন এ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল ছিল, যুদ্ধ ছিল, তা থাকা সত্ত্বেও সেই টাকায় পুলিসের খরচ চলেছে। আর আজ এই ½ বাংলায় খরচ করে আসছেন প্রথমে ৪ কোটি টাকা তারপর সেটাকে বাড়িয়ে ৬ কোটি টাকা এই বৎসরে ৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং যত যুক্তিই দেখান না কেন কোন যুক্তিই গ্রাহ্য হতে পারে না। বৃটিশ শাসন অপেক্ষা কংগ্রেস শাসনে মাথাভারী এবং পুলিশের খরচ বেশি করে দিয়েছেন একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আজকে অন্য প্রদেশের কথা বলি—উড়িষ্যা, বিহার ও আসাম এই তিনটি প্রতিবেশী প্রদেশ। এই তিনটি প্রদেশে যে খরচ হচ্ছে, পশ্চিম বাংলায় তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হচ্ছে। উড়িষ্যায় দেখছি—৬০ হাজার ১০৬ বর্গমাইল এবং পশ্চিম বাংলায় হচ্ছে ৩১,৭৫৫ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা ১ কোটি ৪৬ লক্ষ। পুলিশের ব্যয় হচ্ছে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৪০ হাজার। অর্থাৎ মাথাপিছু এক টাকা খরচ হচ্ছে। বিহারে খরচ হচ্ছে—৭০ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা হচ্ছে ৪ কোটি ২ লক্ষ ৫৫ হাজার। পুলিস খাতে ব্যয়—১৯৫৫-৫৬ সালে হয়েছিল ৪ কোটি ২৮ লক্ষ ২৮৬, অর্থাৎ মাথাপিছু ১৲ থেকে ১।৴৹। আসামে দেখতে পাচ্ছি—তার এলাকা হচ্ছে ৮৫ হাজার ১২ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা হচ্ছে—১ কোটি ৯০ লক্ষ ৪০ হাজার, সেখানে খরচ হচ্ছে ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। এখানে মাথাপিছু ১৸৹ খরচ হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী

মহাশয় বলেছিলেন যে, সীমান্ত অঞ্চল রক্ষা করবার জন্য বেশি খরচ পুলিশ খাতে ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু আসামের সীমান্ত অঞ্চল বড় কম নয়। তার এলাকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩ গুণ। সুতরাং তিনগুণ তার এলাকার সীমারেখা যা পশ্চিমবঙ্গে আছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক সীমারেখা আসামের রয়েছে এবং সে থাকা সত্ত্বেও সেখানে পুলিশের খরচ হয় ১৮৶০ মাথাপিছু, আর এখানে পশ্চিমবঙ্গ খরচ করছে ৩ টাকা মাথাপিছু। সুতরাং আজ যেরূপ মাথাভারি শাসন দেখছি তাতে বৃটিশ আমল থেকেও বেশি মারাত্মক বলে মনে হচ্ছে। পুলিশ বিভাগে পল্লীঅঞ্চলে বিশেষ করে দুর্নীতি পুরাদমে চলেছে এবং পূর্বের তুলনায় ১০০ গুণ বেড়ে গেছে বললেও মনে হয়। পুলিশ কর্মচারীরা একেবারে দিনকে রাত, রাতকে দিন করছে। সেখানে টাকা নিয়ে দুষ্কৃতকারীকে, অপরাধীকে ছেড়ে দিচ্ছে আর যারা নিরপরাধী তাদের সাজা দিচ্ছে, তাদের হয়রাণির একশেষ করছে। তাদের বাধা দিবার কোন উপায় নাই। যদি পল্লীঅঞ্চলে একবার যান তা হলে সেখানে গিয়ে দেখবেন সেখানে পুলিশ কিভাবে টাকা লুট করছে, খুন-জখম রাহাজানি কিরকম চলছে, সেখানে একেবারে ঘুষের রাজত্ব চলছে। সেই ঘুষ ধরবার জন্য এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ আছে, তাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন। আমরা যেখানে যাই, কি জিলা অফিস, কি মহকুমা অফিস, তাতে যে কর্মচারী আছে আমরা দেখতে পাই যে, পুলিশের ভিতর ঘুষ কিছুমাত্র কমে নি, শতগুণ বেড়ে গেছে। আমি অনেক কেস দিয়েছি, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এসেছে, এসে বলেছে, নিশ্চয়ই ধরে দেব সুধীরবাবু, তারপর দেখেছি, তারা সব কেস ফাঁসিয়ে চলে গেছে, বিশেষ কিছুই হয় নি। বিশেষ করে আমি মেদিনীপুরের টেস্ট রিলিফএর কথাই বলব, সেদিন খাদ্যমন্ত্রীমহাশয় বললেন ৭২টি কেস দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পুলিশ কি তাদের ধরতে পেরেছে? কোথাও কোন দণ্ড দিতে পারে নি। টেস্ট রিলিফএর ব্যাপারে প্রচুর চুরি হয়েছে, দুর্নীতি চলেছে, কোথায় ছিল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ? কে না জানে এ্যাটেস্টেশন ক্যাম্পগুলিতে কি চলেছে? সেখানে যে কি ঘুষ চলেছে একেবারে ঘুষের বিরাট ব্যবস্থা হয়েছে। যে যে ক্যাম্প আছে, তার এক আধটা ছাড়া সবগুলিতে প্রচুর ঘুষ চলছে এবং সমস্ত অদলবদল করে দিচ্ছে টাকার গুণে, অফিসার কর্মচারী তারা দিনকে রাত রাতকে দিন করে দিচ্ছে। আমার বাড়ির সামনের একটি ঘটনাই জানাই। সেখানে একটা রাস্তা ১২ হাত রাস্তা ছিল, একদিন দেখা গেল গোপনে সেটা কেটে ব্যক্তিগত জায়গার সামিল করে দিয়েছে। ধরা পড়ল, আমাদের রিপোর্টএ কিছুই হল না, কেন সেই অফিসারকে সরান হল না? সেই অফিসারএর কিছুই করা হয় নি। আমাদের থানায় নাচিন্দা বলে একটা অফিস আছে, সেখান থেকে গুরুতর অভিযোগ এসেছে - সরকারী কাগজপত্র যা খাসমহলে আছে তাতে নানারকমভাবে দুর্নীতি করা হচ্ছে। অথচ এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ আছে, সংবাদপত্রে কত রিপোর্ট করা হয়েছে, কিছুই হয় নি। এ্যাটেস্টেশন ক্যাম্পএ যে ঘুষের কারবার চলেছে জেলা অফিসার থেকে সকলকেই জানান হয়েছে, একজনেরও দণ্ড হয় নি। একজনকেও ধরবার চেষ্টা হয় নি, কোথাও কিছু করতে পেরেছেন, কোথাও কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এটা কি বলতে পারেন? এমন কি যাদের ধরেছেন, যাদের বিরুদ্ধে টেস্ট রিলিফের অভিযোগ উঠেছিল, তাদেরও দণ্ড দিতে পারেন নি। দুর্নীতির এত প্রসার, এত ব্যাপক হওয়ার জন্য এই মন্ত্রী-উপমন্ত্রীরাই বেশি দায়ী। আমরা দেখেছি, তারা সফরে যান কোন কিছু উদ্বোধন করেন কিসের উদ্বোধন? হয়ত প্রদর্শনী, না হয় আলোক-কেন্দ্র, আর না হয় অতিথিকেন্দ্র, তাঁরা যান জিপ নিয়ে। পুলিশ স্টেশনএ গিয়ে কখনও কি কোন সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়েছেন? সেখানে ডায়েরি করতে গিয়ে লোক যে সেখানে কি করে নির্যাতিত হয়, সে সম্বন্ধে পুলিশ স্টেশনে কি কখনও কোন মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়েছেন? আমি জিজ্ঞাসা করি, পুলিশ স্টেশনে সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়েছেন ক'জন মন্ত্রী? খাদ্যমন্ত্রী কিদোয়াই সাহেব যেমন গোপনে ছদ্মবেশে গিয়ে লোকের কষ্ট অসুবিধা দেখবার চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের যে এতগুলি মন্ত্রী উপমন্ত্রী রয়েছেন তাঁরা যদি তেমনভাবে পুলিশদের উপর নজর রাখবার চেষ্টা করতেন, তাহলে তারা অনেক সংযত থাকত। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে গিয়ে যদি বলি অমুক পুলিশ অফিসার ঘুষ নেয়, উনিও বলেন, ও খুব ভাল অফিসার এই বলে তাকে সার্টিফিকেট দেন, ফলে সে আস্কারা পেয়ে যায়। মন্ত্রীদের কাছ থেকে যেখানে আস্কারা পায়, সেখানে দুর্নীতিমুক্ত তারা হতে পারে না। দুর্বল সরকার

দুর্বল গভর্নমেন্ট শাসন চালাতে পারে না, পুলিশ তাদের শাসনের মূল ভিত্তি। এই পুলিশ যতদিন পর্যন্ত দুর্নীতিমুক্ত না হবে ততদিন দেশের সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা আসতে পারে না। এই আমার বক্তব্য।

[7-45—7-55 p.m.]

Sj. Rakhahari Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের পক্ষের অনেক মাননীয় সদস্য গভর্নমেন্টএর পুলিশ বাজেটের অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছু বেশি খরচ হওয়ার জন্য আপত্তি তুলেছেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজকে ডাঃ রায়ের গভর্নমেন্ট এবং তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করছে পুলিশের উপর। তাই পুলিশের জন্য অতিরিক্ত খরচ. এ খরচ পুলিশের কল্যাণের জন্য নয়। এটা আসলে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির যে প্রশ্ন দেশের সামনে উনি এনেছেন তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে বিক্ষোভ তা প্রশমিত করার জন্য অতিরিক্ত পুলিশের খরচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা পরিষ্কার বুঝা যায়। ঘুষের কথা অনেকেই বলেছেন, কিন্তু বলে কি হবে? যে দেশের সরকার ঘুষ নিয়ে আসামীকে ছেড়ে দেয়, সেখানে পুলিশের ঘুষ নেওয়ার কথা বলা পুলিশকে সম্মানিত করা। পুলিশের বিরুদ্ধে সরকার কোন সময়েই যেতে চান না। কোন পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উর্দ্ধতন কর্মচারীদের কাছে আনলে, সেই পুলিশ অফিসারের প্রমোশন হয়ে যায় ; এটাই চিরন্তন নীতি। কংগ্রেস সরকারের, নাম করব না, কারণ নাম করলে দেখব তার প্রমোশন হয়েছে বরং প্রশংসা করে দেব, তাতে হয়ত কিছু এ্যাকশন হতে পারে। ডাঃ রায় বলেছেন বাংলাদেশের ডাকাতি কমে গিয়েছে ; সেখানে আমি বলব, পুলিশের সংখ্যা কমানো উচিত ছিল কিন্তু আসলে তা নয়। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সালে একটা বাহবা নেবার জন্য একটা নো ক্রাইম ক্যাম্পেন চালানো হয়েছিল। ডাকাতি এফ. আর. ও লেখা হ'ল চুরি বলে। কোথাও চুরি হলে লেখা হল অন্যভাবে। এইভাবে বাহবা নেবার জন্য ইচ্ছা করে কম দেখানো হয়েছিল। এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট একটা আছে, কিন্তু তাদের যে ঠিক কি কাজ এবং সেই কাজের ফলটা যে কি তা পরিষ্কার আমরা বুঝি না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে, ভেজাল ধরলেন, তেল ধরলেন কিন্তু পরিণতি যে কি হ'ল তা দেখতে পেলাম না। মাননীয় জ্যোতিবাবু কলকাতায় থাকেন আমাদের চেয়ে তিনি ভাল করেই জানেন এইসব ব্যাপার। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটদের দুর্নীতির কথা গত ২ বছর যাবৎ আমি বার বার বলেছি, বলেছিলাম এদের পোস্ট তুলে দেওয়া হোক, অথচ তিনি গত বছর তাদের অজস্র প্রশংসা করলেন। এই এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টএর যা কাজ এ্যান্টি বার্উডিক্রম, এর প্রধান কথা কিজনা রাউডিজম, আর একটা হল স্ট্যান্ডার্ড অফ ইনভেস্টিগেশন। এঁরা বলেন যে, স্ট্যানডার্ড অফ ইনভেস্টিগেশন খুব ইমপ্রুভ করেছে। আমি যতদূর জানি আগেকার দিনে যে স্ট্যানডার্ড অফ ইনভেস্টিগেশন ছিল, নূতন যাঁরা এসেছেন তাদের সেরকম ক্ষমতা নেই কিম্বা নলেজ নেই। আমি একথা বলি না, নূতন সকলেই খারাপ, অনেক ডাইরেক্ট রিক্রুটেড যেসমস্ত সদ্বংশের ছেলেরা সাব ইন্সপেক্টর হয়েছে, তাদের মধ্যে ভাল টাইপ আছে কিন্তু তাদের ট্রেনিং কিছুই হচ্ছে না। ব্যবহারজীবি হিসাবে আমি বলতে পারি এদের ভাল করে ট্রেনিং দেওয়া দরকার। তা ছাড়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, বাংলাদেশের সীমানা বাংলা বিভাগের পর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাই পুলিশ কিছু বাড়াতে হবে কিন্তু আমরা বলেছি, পশ্চিমবাংলার পূর্ব সীমান্ত সেটাও ভারতবর্ষেরই সীমানা, সুতরাং সেটা রক্ষার দায়িত্ব শুধু বাংলাদেশের কেন হবে, ভারত সরকারের সেটা নেওয়া উচিত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেটা দাবী করা উচিত। তাঁরা পয়সা খরচ করছেন, কিন্তু পশ্চিমবাংলার পূর্ব সীমান্ত বছরে ৫০।৬০ বার নয়, হাজার বার আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশের লোক পাকিস্তান পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তারা গবাদি পশু কেড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু আমাদের সরকার চুপ করে বসে থাকেন। এঁরা থানা পুলিশ, জেনারেল পুলিশ, স্পেশ্যাল এনফোর্সমেন্ট এবং রেলওয়ে এই ৪ ভাগে পুলিশকে ভাগ করেছেন। থানা পুলিশের কাছে ত লোকে ভয়ে যায় না। সেখানে আবার এমনভাবে রেকর্ডিং করে দিচ্ছেন যে, লোকের অভিযোগ সত্য হলেও আদালতে গিয়ে তার কেসএর সর্বনাশ হয়ে যায়। রেকর্ডিংএর উপর সমস্ত কিছু নির্ভর করে অথচ সেটা পুলিশ খেয়াল খুসীমত লিখে দেয়। আসামীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে আসামীর

পক্ষেই লিখে দিলেন। ফলে সত্য ঘটনা নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রকৃত অপরাধী সাজা পায় না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, অভিযোগ কেন করা হয় না। আমি নিজে অভিযোগ করে কিছুই ফল পাই নি। আজকে নর্থ ক্যালকাটা এর ডি সি যিনি বাঁকুড়ায় এস পি ছিলেন, গত বছর তাঁর সামনে বলেছিলাম ছাতনা থানায় কিছু পুলিশ কর্মচারী অমুকের কাছ থেকে একশ' টাকা ঘুষ নেবার ব্যবস্থা করেছে। তিনি বললেন যে, তাহলে আপনি একশ' টাকা দিন, সই করে দিচ্ছি। আমি বললাম, আচ্ছা, দিচ্ছি। তিনি তখন বললেন, আজকে ত হবে না, আজকে আমার একটু অসুবিধা আছে, কিন্তু ইতিমধ্যে থানায় খবর এসে গেল যে, এনফোর্সমেন্টএর লোক এসেছে। সুতরাং সব ফাঁক। তাই বলছি যারা চোর ধরবার মালিক তারা যদি নিজেরা চোর হয় তাহলে সেই সরকারের সহযোগিতা পাবেন কি করে? সহযোগিতা চাইবেন কি করে, তার বিপদ আছে। পুলিশকে ভাল করতে হলে [illegible] উচিত পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া। দুর্ভাগ্যের কথা, যদি কোন অপরাধী কংগ্রেস পক্ষের কোন ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন হন, তাহলে তার কোন সাজা হয় না। একজন কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তিনি একটি ঘৃণ্য অপরাধ করলেন কিন্তু বাঁকুড়া কোতয়ালী থানার লোক বললেন যে, তার বিরুদ্ধে চার্জ সিট দিতে পারি না, কারণ পুলিশসাহেব তা চান না। সুতরাং পুলিশ যদি এইভাবে চলে এবং কংগ্রেসের পক্ষের সদস্যদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তা হলে দেশের অনাচার দুর্নীতি কোনদিন বন্ধ হবে না এবং দেশকে আরও অতল জলে ডুবিয়ে দেবেন।

Sj. Bankim Mukherjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পুলিশ সম্বন্ধে আমরা কয়েকটা যা বড় বড় ঘটনা আধুনিককালে দেখতে পেয়েছি, তাতে মনে হয়েছিল যে, পুলিশের কর্মিৎকর্মতা বেড়ে গিয়েছে। তার মধ্যে যেমন একটা হচ্ছে স্পিউরিয়াস ড্রাগস সম্বন্ধে, এই নিয়ে সারা কলকাতাব্যাপী আলোড়ন করে বহু লোককে ধরা। দ্বিতীয় হচ্ছে, হাসপাতাল থেকে ঔষধ চুরি এবং তাতে অনেক লোক ধরা পড়ল। তৃতীয় হচ্ছে, সম্প্রতি সারা কলকাতা যা জানে না, সেই খবরটা বাইরে পৌঁছিয়ে সারা বিশ্বকে আলোড়িত করেছে যে, একটা অবৈধ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, একেবারে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে মাত্র একশ গজের মধ্যে বেশ বহুদিন থেকে চলে আসছে; এবং সেই সমস্ত আসামীরাও ধরা পড়ে। কিন্তু তারপর আর আমরা কিছু জানতে পারি নি অর্থাৎ কেস চলে কিনা, সে সম্পর্কে আর কোন স্টেপ নেওয়া হয় কিনা, কিছুই জানা গেল না। স্পিউরিয়াস ড্রাগস সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি খবর পেলাম। শুনলাম হাসপাতাল থেকে এত টাকার ঔষধ চুরি গেল, তারপর তারও আর কোন খবর পেলাম না। সুতরাং যদি এ থেকে বোঝা যায় যে, এই সমস্ত ব্যাপারে আর কিছুই হয় নি, তাহলে তার চেয়ে পুলিশের অক্ষমতা আর কিছুর প্রমাণ করে না। আর যদি মনে করতে হয় যে, পুলিশ সেখানে খুব ক্ষমতাসম্পন্ন, তারা সব ঠিক করেছে, তাহলে পর এই গভর্নমেন্ট এবং তার এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর পক্ষে নিন্দার কথা ছাড়া আর কিছু নেই। অর্থাৎ এখানে কিছু উপরকার প্রভাব ও চাপ চলছে, যার জন্য এই কেস-গুলি চলল না। সর্বশেষে এই যে প্রাইভেট এক্সচেঞ্জ—সেটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার; যেখানে ফটকাবাজারী মহলে কাজ চলছিল, সেখানকার কারও নাম পর্যন্ত বেরুল না খবরের কাগজে যে, কারা এই মহাত্মা ব্যক্তি ধরা পড়ল। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে, খবরের কাগজের উপরও তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। এবং তাদের জামিনে ছাড়াবার জন্য রাত্রি ১২টা, ১টা পর্যন্ত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লালবাজারে হাজির ছিলেন, এই সব ভদ্রলোকদেরও নাম বের হয় নি। শুনেছি, নাকি আমাদের একজন এক্স-মেয়রও ছিলেন। এখন শোনা যায় যে, এই কেসের আসামীরা কংগ্রেস ইলেকশন ফান্ডএ বড় রকম কিছু টাকা দিয়েছেন।

(MEMBER FROM GOVERNMENT BENCHES: Question.)

কোয়েশ্চেন তো আমরাও করি। সুতরাং আশা করি যে, এইরকম যেন না হয়। হাসপাতালে ঔষধ চুরি হবার পর, আর স্পিউরিয়াস ড্রাগস ধরা পড়বার পর, এগুলি আর অবিশ্বাস হচ্ছে না। তারপর ডাঃ রায় বলে থাকেন, তাঁর কাছে সংবাদ পাঠাতে, তিনি তা পেলে পর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। গতবার তিনি একথা বলেছিলেন যে, পুলিশ সম্বন্ধে যদি আমাকে জানিয়ে

দেওয়া হয়, তাহলে কাজ হয়। আমি একটা বিষয় খবর পেলাম যে, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীটে কয়েকজন ছোকরা আছে, যারা অনেক পাড়াতে ঘুরে ঘুরে বদমাইসী করে বেড়ায়, যার জন্য স্কুলের মেয়েদের সেই পথ দিয়ে যাওয়া দুরূহ।

(The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY: Address?)

সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট। তাদের সম্বন্ধে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই রেজিস্ট্রি করা চিঠি পাঠাবার পরও আপনার শ্রী সুবিখ্যাত এস এন মুখার্জি, যিনি একজন অনেস্ট অফিসার বলে খ্যাত, সেই ডেপুটি কমিশনার, এ্যান্টি-রাউডির কাছে যাবার পর প্রথম তিনি একটু অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলেন; তারপর আর কিছুই হয় নি। তিনি রেজিস্টার্ড লেটার দেবার পর, তার কোন এ্যাকনলেজমেন্ট পর্যন্ত পান নি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মত আর ১৩।১৪ জন বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই পত্রের সিগনেটরিস ছিলেন; তাঁরা দুঃখ করেছেন যে, এই রকম কমপ্লেন্ট রাউডিজম সম্বন্ধে করা হয়,

"But no action or only half hearted action is taken by the police. What happens is that rowdies feel encouraged to commit various anti-social acts".

এবং ফলে হয় কি? আরও তাদের ইনস্টিগেট করে দেওয়া হয়। তারা ভাবে কেমন বেটারা পুলিশের কাছে নালিশ করতে গিয়েছিল, কি হল? আশ্চর্যের বিষয়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কাছে আমাদের বন্ধু, বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী প্রভাত গাঙ্গুলী মহাশয় গিয়েছিলেন এবং বলেন যে, এই সমস্ত ছেলেরা কিছু কিছু কংগ্রেস ইলেকশনএ সাহায্য করে থাকে, সুতরাং এদের পিছনে লাগবেন না। তিনিও তাতে রাজী হলেন। তাই এবার আমরা ঠিক করেছি যে, পুলিশের বাজেটের মধ্যে কাট মোশনএ এই ব্যাপারটা এবং কোর্ট থেকে যেসমস্ত স্ট্রিকচার্স দেওয়া হয়েছে সেগুলোও থাক। এই বিষয়গুলি আমাদের কাট মোশনএ আছে। কাজেই আমি আশা করি, প্রধানমন্ত্রী মহাশয় অপ্রস্তুত হয়ে আসবেন না। আমাদের কাট মোশন অত্যন্ত স্পেসিফিক, কোর্ট থেকে যেসমস্ত স্ট্রিকচার্স দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে।

(The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY:

কত নম্বর?) ১৬নং থেকে ২০ নম্বরের মধ্যে। যদি তিনি অপ্রস্তুত হয়ে আসেন তাহলে বুঝতে হবে ব্যাপারটা এমন যে, তাঁকে অপ্রস্তুত করে রেখেছে কোর্ট জাজমেন্ট। এটা কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য নয়, তাঁদেরই নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের বক্তব্য যা অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছে। পাছে আবার কি হয়, তাই অন্য খবরের কাগজ থেকে সংগ্রহ করি নি; একেবারে অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছি, কারণ অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্টারএর বিরুদ্ধে কিছু যাবে না। আমার আশংকা, এইগুলি বলবার পর যাদের সম্বন্ধে স্ট্রিকচার হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যেন কিছু না যায়। হয়ত এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্ট খুঁজে খুঁজে ঐ সব ম্যাজিস্ট্রেট, এস ডি ও-র কাছে যাবেন এবং বলবেন, কেন আপনারা এই রকম লেখেন? এবং তার জন্য যেন তাঁদের উপর কিছু না হয়ে যায়। পুলিশএর এগেনস্টএ স্ট্রিকচার এসেছে তাঁদের জাজমেন্টএ এবং সেটা খবরের কাগজে বেরিয়েছে। কাজেই আমি আশা করি তাঁর ডিপার্টমেন্ট এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। আমি কিছু কিছু তথ্য দিচ্ছি, কারণ এতবড় ফিরিস্তি পড়বার হয়ত সময় হবে না। আমি শুধু নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী, এই তিনটা মাসের ফিরিস্তি দিচ্ছি। প্রতি সপ্তাহে এই রকম একটা, দুটো স্ট্রিকচার, যা খবরের কাগজে বেরোয়; এ ছাড়া আরও বহু স্ট্রিকচার আছে যা খবরে কাগজে বের হয় না। যেমন, একজন স্কুল বয়কে 'ভাটনগর' কোর্ট থেকে ধরা হল। প্রথমে তার বিরুদ্ধে চার্জ এনে বলা হ'ল যে, সে বই চুরি করেছে, কিন্তু তা কোর্টের সামনে পুলিশ প্রমাণ করতে পারল না। তখন তাকে সেই কোর্টের মধ্যেই আবার ধরা হ'ল এবং তিন-চার মাস পূর্বে যে নেকলেস চুরি গিয়েছিল, সেই চুরির বিরুদ্ধে তাকে অভিযুক্ত করা হল। প্রায় চার মাস আগের চুরির ব্যাপার, তাকে সেই কেসের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হল। কি অদ্ভুত এনকোয়ারী! নেকলেস যদি চুরিই হয়ে থাকে, তা হলে আগে কেন তাকে এই চুরির জন্য ধরা হয় নি? এখানে কোর্ট বলছেন—

"It was curious that the accused who had been discharged in a previous case was arrested again being pounced upon by the Detective Department's staff inside the court premises."

এবং তিনি শেষ পর্যন্ত বলছেন—

"He was a son of a very respectable gentleman of the town, had been hunted by the Beniapukur police for reasons best known to them and beaten in the police lock-up by adoption of fabrics by no means honourable to the officers of the Calcutta police. The court wonders how could the Detective Department recover a gold necklace said to have been snatched away by the accused who was a co-tenant of the complainant on July 20th by effecting arrest on October 18th last."

১৮ই অক্টোবর তাকে কোর্টের মধ্যে ধরা হল এই বলে যে, ২০এ জুলাই তারিখে সে নাকি ঐ নেকলেস চুরি করেছিল। সেটা এখন কি করে রিকভার হল? শেষ পর্যন্ত কোর্ট বলছে—

"The Magistrate recorded that the court was helpless in the matter of affording relief to the citizens against whom police was determined to take proposed action."

এর চেয়ে বেশি কনডেমনেশন কোন গভর্নমেন্টেরই হতে পারে না। একজন ম্যাজিস্ট্রেট বলছেন, দি কোর্ট ফিলস হেল্‌পলেস—কারও উপর যদি পুলিশের ক্রোধ এসে যায় তাহলে তাকে প্রোটেক্ট বা রক্ষা করার ব্যাপারে "দি কোর্ট ফিলস হেল্‌পলেস"। আমার মনে হয় এই একটা প্যারাগ্রাফই গভর্নমেন্টকে কনডেম করবার পক্ষে যথেষ্ট। যদি কোর্ট মনে করেন যে,

"The court feels helpless to protect a person".

তার চেয়ে আর বড় কনডেমনেশন কিছু হতে পারে না। (শ্রীযুত জ্যোতি বসু: তিনিও কি আমাদের স্পীকারের মত হেল্‌পলেস?) তারপর তাঁদের ল্যামেন্টেবল ল্যাক অফ ডিউটি কি রকম দেখুন।

(The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY:

এগুলি কোন্ কাট মোশনএ আছে?) আমার কাট মোশন হচ্ছে—ভেরিয়াস স্ট্রিকচার্স বাই দি কোর্ট।

"There has been a lamentable lack of duty on the side of the prosecuting investigating officer. A.S.I., in my opinion, should be held personally responsible for the failure of the prosecution case. He should be dealt with departmentally."

[7-55—8-5 p.m.]

ব্যাপার হল কিনা—এক ভদ্রলোক খড়দহে এক জুয়েলারের কাছে গহনা গড়াতে দিলেন এবং কিছু গহনা বাঁধা রেখে টাকাও নিয়েছিলেন, কিন্তু তা মেরে দিলেন। তারপর যখন এর বিরুদ্ধে কেস আসে তখন আই, ও পার্টির কাছ থেকে ৫০০ টাকার একটা এবং হাজার টাকার একটা একাউন্ট বুক এবং রসিদ প্রভৃতি চেয়ে নিয়ে কোর্টে দেয়। কিন্তু তারপর সেই ভদ্রলোকের আসল দলিলখানি তারা হারিয়ে ফেলে, তা আর পাওয়া গেল না, তখন—

"I.O. said that he had made over all this to the A.S.I. in charge of Khardah P.S. He could not give the name of the A.S.I. who was in charge of the malkhana between June 1951 and April 1952. He was called as a witness but he also could not say whether he got these books and papers without looking into the Malkhana Register. I do not know why the Malkhana Register was not consulted before coming to dispose of the produce later on."

তখন দেখা গেল পুলিশ হেল্‌প না করার ফলে ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোকের কেসটা ডিসমিস করতে বাধ্য হলেন এবং তাঁর টাকাগুলিও আর পাওয়া গেল না।

তারপরে কলকাতা পুলিশের এ্যান্টি-রাউডি সেকসন যিনি চালনা করেন, তিনি হচ্ছেন সুবিখ্যাত এস এন মুখার্জি। তিনি এই এ্যান্টি-রাউডি সেকসনএর এ্যাকশন করলেন কিনা—একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে বললেন যে, 'তিনি তাঁর পাশের বাড়ির লোকদের পক্ষে ইমেন্স ট্রাবল সৃষ্টি করছেন। এই কেসটা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী জি সি চ্যাটার্জির কোর্টে

যায়; এস কে মুখার্জি, যিনি হলেন গিয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ইন্টার প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, তাঁর বিরুদ্ধে এই কেস। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল যে, তিনি তাঁর কোইয়ার্ড টেন্যান্টদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন। মানে অপর ভদ্রলোকের সঙ্গে পুলিশের বেশ জানা শোনা, সেইজন্যে এই এস কে মুখার্জির বিরুদ্ধে ঐ চার্জ এনে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এ্যাকিউজ্‌ড হিসেবে পাঠানো হল। কিন্তু তাতে ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন—

"I wish that the anti-rowdy section of the Enforcement Branch of the Police would engage their time to real rowdies, which would really benefit the honest and peace-loving citizens of Calcutta and which would really be appreciated by them, instead of busying themselves unnecessarily over petty private squabbles or party, which should profitably be left to the parties to fight out themselves in court."

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এইরকমভাবে এ্যান্টি-রাউডি সেকসন ভদ্রলোকদের উপর অথবা নানা-রকমভাবে নির্যাতন করে।

তারপর রাজাকাটরাতে একটা কেস হয়েছিল। সেখানে কিছু সুপুরি আনছিল দেখে একজন কনস্টেবল গিয়ে একটি ভদ্রলোককে ধরলে, ধরার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটা হৈ হৈ ব্যাপার লাগিয়ে দিলে। তারপর তাঁর এগেনস্টএ চার্জ দিয়ে দিল যে, সে ভদ্রলোক ইললিগ্যাল এইড ইত্যাদি করেছে। সেই ব্যাপারে ডিফেন্স প্লীডার প্লীড করলেন—

"Defence case pleaded that the police had no right to interfere with the loading and unloading of goods". In course of the judgment the Magistrate observed: "With regard to constable Rambachan Singh growing suspicious and demanding challan of betelnuts and asking to stop loading and unloading of goods I must say that the constable was not authorised under the law to make such demands as he did."

অর্থাৎ কিছু পরিমাণে সুপুরি সেখানে গঙ্গার ধারে বোট থেকে নাবানো হচ্ছিল, ওরা ভাবলে খুব অন্যায় একটা কিছু হচ্ছে। শেষটায় যখন সন্দেহ এল এ চার্জ না টিকতে পারে তখন আনলফুল এ্যাসেম্বলি ও তার আনুষঙ্গিক—ইট-পাটকেল ছোঁড়া প্রভৃতি ঐ চার্জের সঙ্গে জুড়ে দিলে

"The Magistrate further observed indicating that the accused formed into an unlawful assembly with the common object of assaulting the police. There was no reliable evidence. The evidence regarding their throwing brickbats was very contradictory, and the prosecution has failed to prove the case beyond all reasonable doubt, and the accused were found not guilty."

চার্জে বলেছে ইট-পাটকেল পুলিশের প্রতি ছুঁড়েছে, কিন্তু দেখা গেছে যে, পুলিশের কোথাও কোন হার্ট হয় নাই। এ কেসেও এ্যাকিউজ্‌ড ডিসচার্জ্‌ড হয়ে গেল।

তারপর পুলিশ যে থানায় নিয়ে গিয়ে লোকজনকে পেটায় সে সম্পর্কে বহু কেস আছে। লোককে থানায় নিয়ে গিয়ে অন্যায় রকম মারপিট করার একটা কেসের সম্পর্কে শৈলেশ্বর মোল্লার থানায় যেতেই তাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়াতে শৈলেশ্বর ব্যানার্জি—

attached to the Jorabagan P.S. was prosecuted for abuse and assault at the thana.

পুলিশ লোককে অন্যায় করে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে যে মারপিট করে তার দৃষ্টান্ত আমার কাছে ৪।৫টি রয়েছে। এইরকম মারপিট করার জন্য একজন কনস্টেবলের অপরাধ প্রমাণ হয়ে তাকে ফাইন করা হয়, কারণ

"The boatman Nur Ahmed alleged that on April 28 last he was taking his tea in a stall in Armenianghat when the two constables arrested him for nothing, led him out of the shop and demanded Rs. 10 for his release."

এইরকমভাবে নুরুল আমেদকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে মারধোর করেছিল বলে সেই কনস্টেবলের যে ফাইন হল এই রকমের এ্যাসাল্টএর দৃষ্টান্ত পুলিশের বিরুদ্ধে অনেকগুলি রয়েছে। যেমন—

"It was alleged that on the morning of November 1, S.I. Ghose who came to enquire about the complaint arrested Rashmoni, Rasomoy, his wife, son, daughter, and others totalling fourteen, and while they were being taken to the thana the arrested persons were assaulted by the other accused persons at the instigation of a police officer. Some of them were released in the thana, while others were released by the Magistrate on the next day. Promode Nath Roy of Faridpur formerly lived in his house."

তার পরে আর একজন, ইনি হলেন—প্রমোদনাথ রায়

of Faridpur, formerly lived in his house,

এবং

the dispute was over land

বলে তাঁকে ধরা হল এবং সেই ভদ্রলোকের পার্টির কমপ্লেনান্টদের পুলিশ অফিসাররা ধরে নিয়ে যাচ্ছেন মারধোর করতে করতে, এতে করে কিরকমভাবে যে পুলিশ অফিসাররা অন্য পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তারই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটে।

"Kalyan Dutt, officer-in-charge of Hare Street P.S. and sergeant Dhar of the same police-station. The first accused Kalyan Dutt is alleged to have entered the shop, caught hold of the complainant by the neck and started abusing him."

রাধাবাজার স্ট্রীটে একটা ঘড়ির দোকানে সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে আপনার বোধ হয় তা স্মরণ আছে, এই ঘটনার কথা কিছুদিন আগে কাগজেও বেরিয়েছে। আমার সময় সংক্ষেপ বলে আমি মাত্র এগুলি মেনশন করতে পারছি, ডিটেইল দিতে যাচ্ছি না। এইসব ব্যাপারে কেবলমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের স্ট্রিকচার্স পড়লেই আপনারা বুঝতে পারিবেন, কি সব সাংঘাতিক ব্যাপার পুলিশের দ্বারা ঘটছে। একটা ব্যাপারে—

G. N. Pal Chowdhury, Presidency Magistrate, Northern Division,

লিখেছেন—

"Immediate action was needed. The removal of T.P. constable Lachmi Narayan Tewari for the fabrication of a false story against the accused by the department in order to maintain the standard of the police force and that a copy of the judgment be forwarded to the Deputy Commissioner concerned."

ইনি বলেছিলেন যে, এঁকে সোডা ওয়াটারের বোতল দিয়ে মেরেছে, এইরকমের আরও যেসমস্ত ঘটনার কথা তিনি বলেছেন, বিচারে দেখা গেল, সেসমস্ত ঘটনাই মিথ্যা। কিন্তু কোর্ট থেকে এই যেসমস্ত স্ট্রিকচার দেওয়া হয় তাতে ও'রা কি করেন জানি না। আবার এই রকমের আর একটা কেস হয়েছিল, তাতে

charge of kidnapping formed

হয়, সে কেসটাতে ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন—

"The investigating officer in this case had made a perfunctory investigation for which it has terminated into a discharge of the accused."

কেন পারফাংকটারি ইনভেস্টিগেশন করা হয়, এরকম করার কি কারণ থাকতে পারে? সম্প্রতি এখানে একটা প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল—আরামবাগ থানার এক মাসের ভিতর তিনটে মার্ডার হল, কিন্তু তাতে কারও কোন সাজা হল না। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন—স্পেশাল স্টেপএর আর

কি নেবার আছে!! এক মাসের ভিতর একটা জায়গায় তিনটে খুন হল, পুলিশ যদি সেখানে কিছু করতে না পারে, বা তার আর কিছু করবার নাই থাকে, তাহলে অন্ততঃ সেই পুলিশ অফিসারএর বিরুদ্ধে একটা কিছু সাজা নেওয়া ত উচিত ছিল। আমরা আশ্চর্য হয়েছিলাম মন্ত্রীমহাশয়ের উত্তরে যে, আর কিছু করবার নাই!!

আর একটা কেস সেটা হচ্ছে, পুলিশরা নিজেরাই স্মাগলিং করেছিল। হলিশায়ার, আর্থার, আলমেডি প্রভৃতির সঙ্গে গারবেকার নামে একজন পুলিশ সার্জেন্ট সেদিন একটা সুটকেস নিয়ে আসছিল, তাদের দেখে সন্দেহ হওয়াতে,

They were challenged by the Customs officer.

তখন সার্জেন্টটি বললেন, এতে অর্থাৎ ঐ সুটকেসটিতে কিছু নেই, মাত্র দু' বোতল মদ আছে। কিন্তু ঐ কাস্টমস অফিসারএর কাছে আগে থেকেই খবর এসে গিয়েছিল যে, ওর ভিতর Rs. 18,161 worth of diamonds and Indian coins Rs. 365 আছে। ঐ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে ঐ ক্যাপ্টেনের ভাব ছিল।

[8-5—8-12 p.m.]

একটা অদ্ভুত রকমের ব্যাপার হচ্ছে—প্রক্লেমেশন দিয়ে order against the girl for non-appearance in the court despite warrant—

এক ভদ্রলোক—তিনি যোগেন সেন—তাঁকে ২ শ' টাকায় রিলিজ করা হয়েছিল এবং তাঁর স্ত্রীর, সুলেখা সেনেরও আসার কথা ছিল—

but she did not appear even after warrant of arrest being issued against her on the previous day.

ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, এই যোগেন সেনের পুত্র পরেশ সেন—ইনি হচ্ছেন Sub-Inspector of Lalbazar, son of the accused,

যোগেন সেন। তিনি জুতো কিনে দাম দেন নি।

The Magistrate considered the gravity of the offence that the complainant would be assaulted if he demanded his due money for the price of shoes supplied on credit to Paresh.

এইজন্য তাকে ধরে পেটান টেটান এবং এমন কি তিনি তার ভগ্নীর নাম শুদ্ধ জড়িত করেছেন। তাঁরা কোর্টে হাজির হলেন না। তাঁর এগেনস্টএ প্রক্লেমেশন দিত হল।

Alleged causing hurt for exhorting confession. Chief Presidency Magistrate এ'র কোর্টে, অশোক মুখার্জি এ্যান্ড টু কনস্টেবলস্—এখানেও বলা হচ্ছে যে, কমপ্লেন্যান্ট আসছিল কাজ করে, ডক থেকে—তাকে ধরে মারপিট করা হয় এবং বলা হয় যে, ব্যাটা তুই গোডাউন ভেঙ্গে মালপত্র চুরি করিস কিন্তু

hearing adjourned till January 20 for appearance of the accused persons to court.

সেও মারপিটের কেস করে। এই দুটো কেসই চলছে অবশ্য। মারপিটের কেসও ম্যাজিস্ট্রেট প্রাইমাফেসি করেছেন এবং তিনি অবজার্ভ করেছেন যে, এইরকম method of extortion for confession করা ঠিক নয়। কিছুটা এলিমেন্টারি সাইকো-এনালিসিস করা উচিত। করপোরেশন অথ-রিটি ও পুলিশ নিয়ে নিচ্ছেন—ফাইন টাইন তাঁরাই করছেন। সেটা সুদীর্ঘ—বলা সম্ভব হবে না। তারপর ম্যাজিস্ট্রেট এ্যাডভাইস দিচ্ছেন—

Be a little more humane.

এখানে ব্যাপার হচ্ছে কি—না, কোন কিছু হলে পরেই মাস্তার ও ফকিরা বলে ২টি ছেলে আছে —তাদের ধরে নিয়ে আসা হয় এবং ইনভেস্টিগেশন ইত্যাদি হয়। তারা কোর্টএ যায় এবং দিন সাতেক পরে আবার ছাড়া পায়—এবং এই চলেছে। তাদের সম্বন্ধে কোর্ট বলেছেন—

Magistrate observed: As there was no case against this accused as wel as Mandar and Fakira the curtain should drop here so far as this case an the suspects are concerned.

Magistrate further observed: that if the investigating officer had som experience in police work and method of investigation. The court could not compliment him.

The Magistrate added—

এই দ্‌ুইজন

are the pet boys of the Burrabazar, Jorasanka P.S. and whenever there is a theft or snatch or robbery case the local police invariably pounced on them and make a show of investigation and ultimately recommend their discharge.

আমি গতবারেও বলেছি—এর কোন উপায় নেই।

This is a deplorable state of affairs.

এবার হচ্ছে স্টেট বাস ড্রাইভার ডিসচার্জ্ড—এটা হয়েছিল কি? না, একটা ডবল ডেকার স্টেট বাস যাচ্ছিল এবং সেখান দিয়ে একটা সাইক্লিস্ট পাস করে। তখন রেড লাইট দেওয়া ছিল এবং তার পরই গ্রীন লাইট খ্‌ুলে দেওয়া হয়। বাসটা স্টার্ট করে এবং সাইক্লিস্টও যাচ্ছিল। এদের ধাক্কা লেগে সাইক্লিস্ট সেখানে ইনজিওর্ড হয় এবং এই ইনজিওর্ড হবার পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সে মারা যায়। ট্র্যাফিক প্‌ুলিশ সেখানে ছিল—

naturally Traffic Police, State Bus driver

এর বির্‌ুদ্ধে প্রসিডিং করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেসটা টেঁকে না।

The Presidency Magistrate said what was more unfortunate was that

এখানে তিনি বলেছেন যে, ওখানে তার দোষ ছিল না। সাইক্লিস্ট হঠাৎ স্টার্ট করে এবং তার জাজমেন্ট ওয়াজ রং—কারণ—

he turned towards the bus with his cycle without the slightest hint of the approaching accident.

কাজেই তার কোন দোষ নেই।

He pulled up the bus by applying brake এবং he saw the bus

কাজেই তার কোন দোষ নেই

he was therefore of the opinion that the accused did not commit any offence.

এবং তার দোষ কাটানর জন্য স্টেট বাসএর উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়। তারপরও আর একটি আছে—

Proceeding the Magistrate said what was more unfortunate was that such an accident could happen in spite of the traffic constable having been posted at the junction.

সেটা প্‌ুলিশের ব্যাঁপার হয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ব্যাপার। তিনি আবার চোরের মায়ের বড় গলা বলে সবচেয়ে বেশি চেঁচান।

After all, Magistrate observed, that the traffic police constable was not so alert and watchful as he should have been.

ইজন্য স্টেট বাস ড্রাইভারএর উপর দোষ চাপায়। এখানে ফাদার্স স্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স সম্বন্ধে বলছি—

speaking about the unsympathetic conduct of the hospital authorities the Magistrate said "Before he closed he would like to point out another pathetic fact brought to his notice by the unfortunate father of the deceased Narendranath".

এবং এই হচ্ছে সব চেয়ে আয়রনি অব ফেট—শেষ পর্যন্ত পুলিশ মিনিস্টার করলেন কি।

Transport Bus driver versus Traffic Police

এর যদি ব্যাপার হয় তাহলে তিনি কাকে ডিফেন্ড করবেন? ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার তাঁর বাস ড্রাইভারকে ডিফেন্ড করবেন—না, পুলিশ মিনিস্টার তাঁর ট্রাফিক পুলিশকে ডিফেন্ড করবেন। এই হচ্ছে—আয়রনি—যেটা ডাঃ রায় করে গেছেন—যেহেতু অনেক পোর্ট ফোলিও তিনি সংগ্রহ করে থাকেন।

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9-30 a.m. tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 8-12 p.m. till 9-30 a.m. on Saturday, the 10th March, 1956, at the Assembly Buildings, Calcutta.

Index to the
West Bengal Legislative Assembly Proceedings

(Official Report)

Vol. XIV—No. 2—Fourteenth Session (February-March), 1956

(The 24th, 25th, 27th, 28th, 29th, February and 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th, 7th, 8th, and 9th March, 1956)

[(Q.) Stands for questions.]

Abandonment

Of the officially announced procession of Russian dignitaries, through the streets of Calcutta on the day of their arrival (Q.) p. 500.

Accidents

In fireworks factories in Budge Budge and Mahestalla police-stations: (Q.) p. 110.

Acquisition

Of lands from Garia to Baruipur for rehabilitation purpose: (Q.) p. 593.

Adjournment motion

Notice of an—: p. 59.

Admission

Of Harijan students in Jhargram Technical Training Centre: (Q.) p. 593.

Appointment

Of Shri D. M. Sen as Secretary, Education Department: (Q.) p. 50.

Of the Administrator for Durgapur Coke Oven Plant: (Q.) p. 116

Arrest

Of Sj. Jyotish Joarder, M.L.A.: p. 11.

B. T. Colleges

In West Bengal (Q.) p. 54.

Baguli, Sj. Haripada

Demands for Grants—

40—Agriculture p. 424.

37—Education p. 663.

25—General Administration: p. 799.

38—Medical. pp. 519-20.

13—Other Taxes and Duties: p. 383.

29—Police: p. 893.

41—Veterinary: pp. 480, 485-86.

Preservation of protective tanks, etc., in order to relieve the flood-affected people of Sagore police-station, 24-Parganas: (Q.) p. 407.

Representation against the staff of the Kulpi Attestation Camp: (Q.) p. 591.

Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Demand for Grant—
37—Education: pp. 715-18.

Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Demands for Grants—
40—Agriculture: pp. 433, 452-53.
42—Co-operation: p. 358.
37—Education: p. 685.
25—General Administration: pp. 811, 854-56.
38—Medical and 39—Public Health: pp. 531, 580-82.
39—Public Health: p. 545.
41—Veterinary: p. 483.
General Discussion of the Budget: pp. 140-44.
Point of Privilege: pp. 25-26.

Banerjee, Sj. Biren
Demands for Grants—
37—Education: pp. 657, 751.
25—General Administration: p. 796.
29—Police: p. 892.
Orphan Muslim girls, Muslim girls without guardians and Muslim girls rescued by Police: (Q.) p. 412.
The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 258-59, 285, 305, 335-37.

Banerjee, Dr. Srikumar
General Discussion of the Budget. pp. 176-78.
The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956· pp. 3, 5.

Banerjee, Sj. Subodh
Acquisition of lands from Garia to Baruipur for rehabilitation purpose (Q.) p. 593.
Appointment of the Administrator for Durgapur Coke Oven Plant: (Q.) p. 116.
Demands for Grants—
40—Agriculture: pp. 432, 442-45.
37—Education. p. 683.
25—General Administration: p. 808.
38—Medical and Public Health: pp. 530, 553-56.
13—Other Taxes and Duties. pp. 385, 388-90.
29—Police· p. 902
39—Public Health p. 543.
General Discussion of the Budget pp. 119-26.
Invitation of Calcutta Pressmen to accompany Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev on their visit to Sindhiri: (Q.) p. 507.
Lathi charge by police on demonstrators before Sovabazar Rajbati, Calcutta: (Q.) p. 707.
Point of privilege. pp. 22-24.
Transfer of Gazetted Forest Officers: (Q.) p. 406.
The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 259, 263, 278, 283-85, 298-99, 301.

Bankura Sammilani Hospital
And opening of a new Medical College at Bankura town: (Q.) p. 106.

Basu, Sj. Ajit Kumar
Demand for Grant—
37—Education: p. 653.

Basu, Sj. Amarendra Nath

Demands for Grants—

37—Education: pp. 653, 732-33.

25—General Administration: p. 794.

13—Other Taxes and Duties: pp. 382, 395.

29—Police: p. 889.

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 326-27.

Basu, Sj. Hemanta Kumar

Refugee families returned from Islampur Camps of Purnea district: (Q.) p. 589.

Basu, Dr. Jatindra Nath

Demand for Grant—

37—Education. pp. 731-32.

Basu, Sj. Jyoti

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 425.

42—Co-operation: p. 356.

25—General Administration: pp. 800, 811-17.

38—Medical: p. 521.

29—Police. pp 895, 904-909.

39—Public Health p. 535.

41—Veterinary: p. 480

Facility for the opposition to speak over the All-India Radio: p. 509.

General Discussion of the Budget: pp. 65-79.

Notice of an adjournment motion. p. 59.

Point of Privilege pp. 11-13, 18, 31, 34, 36.

Basu, the Hon'ble Satyendra Kumar

Preservation of protective tanks, etc., in order to relieve the flood-affected people of Sagore police-station, 24-Parganas: (Q.) p. 407.

Representation against the staff of the Kulpi Attestation Camp: (Q.) p. 592.

Ring wells and masonry wells within Nayabasan Khasmahal Estates: (Q.) p. 170

Settlement of char land of the Damodar river near Champadanga, Hooghly district (Q.) p. 407.

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 1-2, 9, 256-57, 264-66, 275, 279-283, 285, 287, 289, 290, 293, 299, 300, 305-306, 311, 345-51.

Bera, Sj. Sasabindu

Demands for Grants—

40—Agriculture. p. 432.

42—Co-operation. pp. 358, 368-69.

37—Education pp. 681, 704-706.

25—General Administration: p. 807.

38—Medical and 39—Public Health pp. 529, 542, 577-78.

9—Stamps p 377

41—Veterinary: p. 483.

General Discussion of the Budget: pp. 213-16.

Bhandari, Sj. Sudhir Chandra

Demands for Grants—

40—Agriculture: pp. 455-56.

42—Co-operation. pp. 369-70.

37—Education: p. 684.

Bhandari, Sj. Sudhir Chandra—*concld.*
25—General Administration: p. 808.
38—Medical: p. 530.
13—Other Taxes and Duties: p. 384.
29—Police: p. 902.
39—Public Health: p. 544.
41—Veterinary: p. 483.

Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Demand for Grant—
37—Education: p. 698.
General Discussion of the Budget: pp. 201-204.

Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
B. T. Colleges in West Bengal: (Q.) p. 54.
Conversion of High Schools into Technical Schools in Midnapore district: (Q.) p. 58.
Demands for Grants—
40—Agriculture: pp. 434-35.
37—Education: p. 677.
25—General Administration: p. 804.
38—Medical: p. 525.
29—Police: p. 899.
39—Public Health: p. 539.
9—Stamps: p. 377.
41—Veterinary: p. 482.

Bhattacharya, Dr. Kanailal
Demands for Grants—
40—Agriculture: pp. 425, 437-38.
37—Education: pp. 666-68.
25—General Administration: pp. 801, 858-59
38—Medical and 39—Public Health pp. 521, 566-67.
13—Other Taxes and Duties: p. 383.
29—Police: p. 895.
39—Public Health: p. 536.
General Discussion of the Budget: pp. 87-88.
Payment of dearness allowance at increased rate to primary school teachers of all categories including those of Municipal Primary Schools: (Q.) p. 46.
Point of Privilege: pp. 18, 31.
Primary schools and pay-scales of primary school teachers in Mekligunge subdivision of Cooch Behar: (Q.) p. 52.
The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 258, 259, 260, 274-75, 275, 278, 281-82, 292, 301, 302-303, 324-26.

Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Building grant to Danton High School, Midnapore: (Q.) p. 172.
Demands for Grants—
40—Agriculture: p. 425.
37—Education: p. 667.
25—General Administration: p. 801.
38—Medical: pp. 521-22.
13—Other Taxes and Duties: p. 383.
29—Police: p. 896.

Bhowmick, Sj. Kamal Lal—concld.

39—Public Health: p. 536.

41—Veterinary: p. 480.

Discharge notice on some primary school teachers of Midnapore District School Board: (Q.) p. 822.

Discharge of some primary school teachers of Midnapore District School Board: (Q.) p. 158.

Health Centres in Midnapore district: (Q.) p. 833.

Provincialisation of Midnapore College and establishment of a Women's College at Midnapore: (Q.) p. 164.

Bill(s)

The West Bengal Panchayat—, 1955: p. 9.

The West Bengal Premises Tenancy—, 1956: pp. 1-9, 253-312, 313-52.

Bose, Dr. Atindra Nath

Abandonment of the officially announced procession of Russian dignitaries through the streets of Calcutta on the day of their arrival. (Q.) p. 500.

Demands for Grants—

40—Agriculture p. 419.

37—Education: pp. 651, 85-92.

25—General Administration: p. 794

29—Police: p. 890.

General Discussion of the Budget pp. 134-38.

Point of Privilege p. 21.

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 313-14.

Bose, the Hon'ble Pannalal

Appointment of Shri D. M. Sen as Secretary, Education Department: (Q.) p. 51.

B. T. Colleges in West Bengal (Q.) p. 54.

Conversion of high schools into technical schools in Midnapore district: (Q.) p. 59.

Demand for Grant—

37—Education pp. 651-53.

Discharge notice on some primary school teachers of Midnapore District School Board: (Q.) p. 822.

Grants to Netaji Mahavidyalaya, Arambagh: (Q.) p. 409.

High English schools under Multi-purpose Scheme in Bankura district: (Q.) p. 58.

Increase of literacy under Social (Adult) Education Scheme: (Q.) p. 57.

Introduction of compulsory primary education in rural areas: (Q.) p. 56.

Magrahat High School, 24-Parganas: (Q.) p. 155.

Matriculate teachers of recognised high schools appearing at the School Final Examination in 1955 (Q.) p. 46.

Orphan Muslim girls, Muslim girls without guardian and Muslim girls rescued by Police (Q.) p. 412

Payment of dearness allowance at increased rate to primary school teachers of all categories including those of Municipal Primary Schools: (Q.) p. 47.

Primary schools and pay-scales of primary school teachers in Mekligunge subdivision of Cooch Behar: (Q.) p. 52.

Sanskrit College at Contai. (Q.) p. 53.

Building grant

To Danton High School, Midnapore: (Q.) p. 172.

Cattle-purchase loan

In Bankura district during 1955-56: (Q.) p. 828.

Chakraberty, Sj. Ambica

Demands for Grants—
37—Education: p. 653.
38—Medical: p. 514.
39—Public Health: p. 531.
Point of Privilege: pp. 29, 35, 36.
The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 259, 262, 285, 338-40.

Chatterjee, Sj. Haripada

Appointment of Shri D. M. Sen as Secretary, Education Department: (Q.) p. 50.
Demands for Grants—
37—Education: pp. 664, 695-97.
38—Medical: p. 520.
General Discussion of the Budget: pp. 178-84.
Point of Privilege: pp. 18, 28.

Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar—

Demands for Grants—
37—Education: p. 665.
25—General Administration: p. 800.
38—Medical and 39—Public Health: pp. 520, 546-52.
29—Police: p. 894.
39—Public Health: p. 535.
Increase of literacy under Social (Adult) Education Scheme: (Q.) p. 57.
Point of Privilege: p. 20.
The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 288, 292, 328-30.

Chatterjee, Sj. Rakhahari

Demands for Grants—
40—Agriculture: p. 430.
42—Co-operation: pp. 370-71.
37—Education: pp. 681, 735-37.
25—General Administration: p. 807.
38—Medical: p. 528.
13—Other Taxes and Duties: pp. 384, 387-88.
29—Police: pp. 900, 911-12.
39—Public Health: p. 541.
General Discussion of the Budget: pp. 228-32.
The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 331-32.

Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar

Demands for Grants—
40—Agriculture: p. 425.
37—Education: p. 666.
25—General Administration: pp. 800, 845-47.
38—Medical and 39—Public Health: pp. 521, 570-71.
39—Public Health: p. 535.
9—Stamps: pp. 377, 378.
General Discussion of the Budget: pp. 84-87.
Point of Privilege: p. 30.
The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 259, 262-64, 275-77, 288, 80
304, 322-23.

Cheudhury, Sj. Subodh

Cattle-purchase loan in Bankura district during 1955-56: (Q.) p. 928.

Demands for Grants—

40—Agriculture: pp. 432, 446-47.

37—Education: pp. 684, 729-31.

25—General Administration: pp. 807, 849-51.

39—Public Health: pp. 543-44.

Distress in Bankura district due to failure of crops: (Q.) p. 404.

Erection of a memorial for poet Kashiram Das: (Q.) p. 819.

Terms and conditions of service of special cadre teachers: (Q.) p. 165.

Chowdhury, Sj. Benoy Krishna

Demands for Grants—

40—Agriculture. p 420.

42—Co-operation. p. 355

37—Education: p. 657.

25—General Administration: p. 796.

38—Medical: p. 516.

29—Police p. 891.

39—Public Health. p. 533.

Conversion

Of high schools into technical schools in Midnapore district: (Q.) p 5c.

Corruptions

In test relief work in Midnapore district (Q.) p. 93.

Dal, Sj. Amulya Charan

Demands for Grants—

40—Agriculture: p 419.

37—Education pp. 653, 719.

38—Medical. p. 514.

Dalui, Sj. Nagendra

Demands for Grants—

40—Agriculture pp. 429, 433, 442.

37—Education. p. 678.

25—General Administration: p. 805.

38—Medical p. 525.

29—Police p. 899

39—Public Health: p. 542.

Das, Sj. Jogendra Narayan

General Discussion of the Budget: pp. 225-26.

Irrigated areas under Mor Project. (Q.) p. 173.

Tour programme of Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev: (Q.) p. 93.

Das, Sj. Natendra Nath

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 429.

37—Education p. 679.

25—General Administration: p. 806.

38—Medical and 39—Public Health: pp. 527, 567-69.

29—Police: p. 899.

39—Public Health: p. 540.

Das, Sj. Natendra Nath—concld.
9—Stamps: pp. 377, 378-80.
41—Veterinary: p. 482.
General Discussion of the Budget: pp. 146-51.
Pressure of patients in the Contai Subdivisional Hospital: (Q.) p. 102.
Sanskrit College at Contai: (Q.) p. 53.

Das, Sj. Raipada
Demands for Grants—
40—Agriculture: p. 430.
37—Education: pp. 681, 751-52.
38—Medical and 39—Public Health: pp. 528, 571-72.
29—Police: p. 900.
39—Public Health: p. 540.
General Discussion of the Budget: pp. 144-45.
Stoppage of filtered water-supply in Ward No. 10, Calcutta Corporation: (Q.) p. 497.
The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 254, 327-28.

Das, Sj. Sudhir Chandra
Corruptions in test relief work in Midnapore district: (Q.) p. 93.
Demands for Grants—
40—Agriculture: p. 433.
42—Co-operation: pp. 358-64.
37—Education: p. 684.
25—General Administration: p. 810.
38—Medical: p. 530.
13—Other Taxes and Duties: p. 384.
29—Police: pp. 909-11.
39—Public Health: p. 545.
Health Centres in Contai subdivision: (Q.) p. 107.
Magra Basin, Contai: (Q.) p. 595.
Sinking of tube-wells by Government in the flood and epidemic-affected areas of Contai subdivision: (Q.) p. 94.

Das Gupta, the Hon'ble Khagendra Nath
Payment of compensation for the lands acquired for Burdwan-Arambagh Road: (Q.) p. 819.

Demands for Grants
40—Agriculture: pp. 413-79.
42—Co-operation: pp. 353-76.
37—Education: pp. 651-706, 715-90.
25—General Administration: pp. 790-818, 837-87.
38—Medical and 39—Public Health: pp. 510-88, 599-651.
13—Other Taxes and Duties: pp. 381-402.
29—Police: pp. 887-89.
9—Stamps: pp. 376-81.
41—Veterinary: pp. 479-96.

Dey, Sj. Haridas
General Discussion of the Budget: pp. 145-46.

Dey, Sj. Tarapada

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 433.

42—Co-operation: pp. 358, 364.

37—Education: p. 685.

25—General Administration. p. 811.

38—Medical: p. 531.

38—Medical and 39—Public Health: pp. 606-607.

29—Police: p. 903.

39—Public Health. p. 545.

Repairs to the damaged bridge over the canal between South Jharpardah and North Jharpardah, Howrah district. (Q.) p. 596.

Dhar, the Hon'ble Jiban Ratan

Accidents in fireworks factories in Budge Budge and Mahestalla police-stations: (Q.) p. 110.

Digging

Of wells in Narayangarh and Keshiari police-stations for Scheduled Castes and Tribes: (Q.) p. 171.

Discharge notice

On some primary school teachers of Midnapore District School Board: (Q.) p. 822.

Discharge

Of some primary school teachers of Midnapore District School Board: (Q.) p. 158.

Distress

In Bankura district due to failure of crops: (Q.) p. 404.

Division(s): pp. 3, 257-58, 266-74, 280-81, 286, 290, 295-98, 308-10, 351-52, 375-76, 472-79, 495-96, 628-39, 647-51, 776, 885-87.

Dutt, Dr. Beni Chandra

Demand for Grant—

38—Medical and 39—Public Health: pp. 560-63.

Dutt, Sj. Probodh

Bankura Sammilani Hospital and opening of a new Medical College at Bankura town. (Q.) p. 106.

Demands for Grants—

40—Agriculture. p. 430.

37—Education p. 680.

38—Medical and 39—Public Health: pp. 527, 588.

13—Other Taxes and Duties: p. 384

29—Police p. 900.

39—Public Health p. 540.

41—Veterinary: p. 482.

General Discussion of the Budget: pp. 195-96.

Grant-in-aid to the Bankura Sammilani Hospital: (Q.) p. 105.

Scheme for supplying tiffin to the students of primary schools or of primary sections of secondary schools: (Q.) p 163.

Dutta Gupta, Sjkta. Mira

Demand for Grant—

38—Medical and 39—Public Health: pp. 572-73.

General Discussion of the Budget: pp. 184-87.

Erection

Of a memorial for poet Kashiram Das: (Q.) p. 819.

Facility

For the opposition to speak over the All-India Radio: p. 509.

G. V. Mavalankar

Obituary reference to the death of—: p. 37.

General Discussion of the Budget: pp. 65-91, 119-53, 176-219, 221-53.

Ghosal, Sj. Hemanta Kumar

Demands for Grants—

37—Education: p. 665.

29—Police: p. 894.

41—Veterinary: pp. 489-90.

General Discussion of the Budget: pp. 187-91.

Point of Privilege: p. 28.

Special Police camps in 24-Parganas district: (Q.) p. 502.

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 293, 344.

Ghose, Sj. Bibhuti Bhushan

Accidents in fireworks factories in Budge Budge and Mahestalla police-stations: (Q.) p. 110.

Demands for Grants

40—Agriculture: pp. 434, 448-49.

37—Education: p. 685.

25—General Administration: pp. 811, 847-49.

38—Medical: p. 531.

13—Other Taxes and Duties: p. 382.

29—Police: p. 903.

39—Public Health: p. 545.

41—Veterinary: p. 483.

General Discussion of the Budget: pp. 196-99.

Point of Privilege: pp. 18-19.

Ghose, Sj. Khitish Chandra

General Discussion of the Budget. p. 151.

Ghosh, Sj. Amulya Ratan

Demands for Grants—

40—Agriculture. pp. 419, 447-48.

37—Education: pp. 654, 722-23.

25—General Administration: p. 794.

38—Medical and 39—Public Health: pp. 514, 584-86.

39—Public Health: p. 531.

High English Schools under Multipurpose Scheme in Bankura district: (Q.) p. 57.

Ghosh, Sj. Ganesh

Demands for Grants—

37—Education: pp. 659-61, 692-95.

25—General Administration: p. 798.

38—Medical: pp. 517-18.

13—Other Taxes and Duties: p. 383.

29—Police: p. 892.

39—Public Health: pp. 533-35.

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 255-56, 258-59, 260-62, 282, 287, 311, 314-20.

INDEX

Ghosh, Dr. Jatish

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 425.

42—Co-operation: p. 356.

37—Education: p. 666.

25—General Administration: p. 800.

38—Medical and 39—Public Health: pp. 520, 586 etc.

29—Police: p. 895

39—Public Health: p. 536.

41—Veterinary: p. 480.

Point of Privilege: p. 60.

Ghosh, Sj. Narendra Nath

Demands for Grants—

40—Agriculture: pp. 429, 454-55.

37—Education: pp. 678, 724-25.

25—General Administration: p. 808.

38—Medical and Public Health: pp. 527, 552-53.

39—Public Health: p. 540.

Number of murders in Arambagh Subdivision during the last six months of 1955: (Q.) p. 115.

Payment of compensation for the lands acquired for Burdwan-Arambagh Road: (Q.) p. 819.

Goswamy, Sj. Bijoy Gopal

Demands for Grants—

42—Co-operation: pp. 366-67.

41—Veterinary: p. 489

Grant-in-aid

To the Bankura Sammilani Hospital: (Q.) p. 105.

Grants

To Midnapore District Board: (Q.) p. 827.

To Netaji Mahavidyalaya, Arambagh: (Q.) p. 408

Gupta, Sj. Jogesh Chandra

General Discussion of the Budget: pp. 226-28.

Haldar, Sj. Nalini Kanta

Demands for Grants—

40—Agriculture: pp. 429, 450-51.

37—Education: pp. 678, 727-29.

39—Public Health: p. 539.

41—Veterinary: p. 482.

Hazra, Sj. Monoranjan

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 428.

37—Education: pp. 675-77.

25—General Administration: p. 808

38—Medical: p. 524.

13—Other Taxes and Duties: pp. 384, 393-94.

29—Police: p. 898.

39—Public Health: p. 538.

41—Veterinary: pp. 481, 483-85.

Hazra, Sj. Manoranjan—*concld.*
Visit to Calcutta of Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev: (Q.) p. 498.

Health Centres
In Contai Subdivision: (Q.) p. 107.
In Midnapore district: (Q.) p. 833.

High English Schools
Under Multipurpose Scheme in Bankura district: (Q.) p. 57

Hindi
Rendering of the speech of Mr. Khrushchev at Maidan meeting: (Q.) p. 39.

Increase
Of literacy under Social (Adult) Education Scheme: (Q.) p. 57.

Insufficient number
Of questions: p. 713.

Introduction
Of compulsory primary education in rural areas: (Q.) p. 56.

Invitees
To the State Reception given to Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev: (Q. p. 41.

Invitation
Of Calcutta Pressmen to accompany Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev on thei visit to Sindhiri": (Q.) p. 507.

Irrigated areas
Under Mor Project: (Q.) p. 173.

Jalan, the Hon'ble Iswar Das
Grants to Midnapore District Board: (Q.) p. 827.
Stoppage of filtered water-supply in Ward No. 10, Calcutta Corporation: (Q. p. 497.
The West Bengal Panchayat Bill, 1955: p. 9.

Joarder, Sj. Jyotish
Demands for Grants—
40—Agriculture: p. 425.
37—Education: p. 666.
39—Public Health: p. 535.

Kar, Sj. Dhananjoy
Admission of Harijan students in Jhargram, Technical Training Centre: (Q p. 593.
Demands for Grants—
40—Agriculture: pp. 421, 438-42.
42—Co-operation: p. 356.
37—Education: p. 658.
25—General Administration: p. 797.
38—Medical and 39—Public Health: pp. 516, 602-603.
13—Other Taxes and Duties: p. 382.
29—Police: p. 892.
39—Public Health: p. 533.
41—Veterinary: p. 479.
Ring-wells and masonry wells within Nayabasan Khasmahal Estates: (Q.) p. 17l

INDEX

Khan, Sj. Madan Mohan

Demands for Grants—

37—Education: pp. 744-45.

38—Medical and 39—Public Health. pp. 523-24, 599-600.

13—Other Taxes and Duties. pp. 390-91.

29—Police p. 898.

39—Public Health p. 537.

41—Veterinary. pp. 486-87.

Midnapore College and proposal for conversion thereof to Rural University: p. 156.

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956. pp. 340-41.

Kuar, Sj. Gangapada

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 423

42—Co-operation p. 356.

37—Education p. 662.

25—General Administration pp. 798, 861-62.

38—Medical pp. 518-19

38—Medical and 39 Public Health. pp. 607-609.

13—Other Taxes and Duties p. 383.

29—Police p. 893

39 Public Health p. 535

9—Stamps p. 377

41—Veterinary p. 480.

Grants to Midnapore District Board: (Q.) p. 827.

Matriculate teachers of recognised high schools appearing at the School Fini Examination in 1955 (Q.) p. 46.

athi charge

By police on demonstrators before Sovabazar Rajbati, Calcutta: (Q.) p

eave

Of absence of Sj. Hemanta Kumar Basu p. 119.

lagra Basin, Contai: (Q.) p. 595.

lagrahat High School, 24-Parganas: (Q.) p. 155.

lahapatra, Sj. Balailal Das

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 419.

42—Co-operation. p. 355.

37—Education: pp. 654-56.

25—General Administration: p. 795.

38—Medical and 39—Public Health. pp. 514-15, 556-60.

29—Police. p. 890.

39—Public Health: pp. 531-32.

9—Stamps: pp. 377-78.

41—Veterinary. p. 479.

laity, Sj. Subodh Chandra

Demand for Grant—

37—Education: pp. 702-703.

lajhi, Sj. Nishapati

General Discussion of the Budget: pp. 197-98.

Mandal, Sj. Annada Prasad

General Discussion of the Budget: pp. 232-33.

Matriculate teachers

Of recognised high schools appearing at the School Final Examination in 1955: (Q.) p. 46.

Message from the Governor: p. 510.

Midnapore College

And proposal for conversion thereof to Rural University: (Q.) p. 156.

Migration

Of Indian Muslims to East Pakistan from April, 1954 to March, 1955: (Q.) p. 507.

Mitra, Sj. Nripendra Gopal

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 429.

42—Co-operation: p. 357.

37—Education: p. 680.

25—General Administration: pp. 859-61.

38—Medical: p. 527.

29—Police: p. 900.

13—Other Taxes and Duties: p. 384.

General Discussion of the Budget: pp. 199-201.

On a point of privilege: p. 20.

Mojumdar, Sj. Jagannath

General Discussion of the Budget: pp. 138-40.

Mondal, Sj. Bijoy Bhusan

Demand for Grant—

38—Medical and 39—Public Health: pp. 605-606

Mukharji, the Hon'ble Dr. Amulyadhan

Bankura Sammilani Hospital and opening of a new Medical College at Banku town: (Q.) p. 107.

Demand for Grant—

38—Medical and 39—Public Health pp. 510-14, 611-16.

Grant-in-aid to the Bankura Sammilani Hospital: (Q.) p. 105.

Health ntres in Contai subdivision: (Q.) p. 107.

Health ntres in Midnapore district: (Q.) p. 833.

Pressur patients in the Contai Subdivisional Hospital: (Q.) p. 102.

Sagore t Hospital at Kamarhati, 24-Parganas. (Q.) p. 118.

Sinking tube-wells by Government in the flood and epidemic-affected areas Cont ubdivision: (Q.) p. 95.

Tube-w and public health activities in Malda district: (Q.) p. 100.

X-Ray mination charges of private patients at State Hospitals in Calcutta an Stat naged hospitals outside Calcutta: (Q.) p. 831.

herjee Ananda Gopal

or Grants—

25—Gen cation: pp. 737-42.

38—Medi ical and 39—Public Health: pp. 603-605.

13—Other **Kali**

29—Police scussion of the budget: pp. 221-25.

39—Public **Sambhu Char**

42—Vet d for Grant—

Ring-well Agriculture: pp. 445-46.

est Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 323-24.

…ji, the Hon'ble Ajoy Kumar

Irrigated areas under Mor Project: (Q.) p. 173.

Magra Basin, Contai: (Q.) p. 595.

Repairs to the damaged bridge over the canal between South Jharpardah and North Jharpardah, Howrah district: (Q.) p. 596.

…rji, Sj. Bankim

Demands for Grants—

40—Agriculture p. 419.

42—Co-operation p. 355.

37—Education p. 656

25—General Administration pp. 796, 863-66.

38—Medical. p. 515.

13—Other Taxes and Duties pp. 382, 385-87.

29—Police pp. 891, 912-19

39—Public Health p. 533.

41—Veterinary p. 479.

General discussion of the budget pp. 237-43

On the adjournment motion p. 59.

On a point of privilege pp. 13-16.

…herji, Sj. Dhirendra Narayan

Demand for Grant—

38—Medical and 39—Public Health pp. 609-11.

…khopadhyay, Sjkta. Purabi

Building grant to Danton High School, Midnapore (Q.) p. 172.

Demand for Grant

37—Education pp. 753-58.

Discharge of some primary school teachers of Midnapore District School Board: (Q.) p. 158

Erection of a memorial for poet Kashiram Das. (Q.) p. 819.

Midnapore College and proposal for conversion thereof to Rural University: (Q.) p. 156.

Provincialisation of Midnapore College and establishment of a Women's College at Midnapore (Q.) p. 164.

Scheme for supplying tiffin to the students of primary schools or of primary sections of secondary schools (Q.) p. 163.

Terms and conditions of service of special cadre teachers: (Q.) p. 166.

…ullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar

Demand for Grant—

25—General Administration pp. 810, 856-57.

Invitees to the State reception given to Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev: (Q.) p. 41.

…warka, Sj. Basant Lall

General discussion of the budget: pp. 211-13.

…ar, Sj. Gangadhar

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 422.

37—Education: p. 661.

38—Medical and 39—Public Health: pp. 518, 583-84.

39—Public Health: p. 535

Naskar, the Hon'ble Hemchandra

Transfer of Gazetted Forest Officers: (Q.) p. 406.

Non-official resolutions: p. 1.

Number

Of murders in Arambagh subdivision during the last six months of 1955: p. 115.

Obituary reference

To the death of G. V. Mavalankar: pp. 37-38.

Orphan

Muslim girls, Muslim girls without guardians and Muslim girls rescued by P (Q.) p. 412.

Panda, Sj. Rameswar

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 430.

39—Public Health: p. 541.

9—Stamps: p. 377.

41—Veterinary: p. 482.

General discussion of the budget. pp. 218-19.

Panja, the Hon'ble Jadabendra

Admission of Harijan students in Jhargram Technical Training Centre p. 594.

Paul, Sj. Suresh Chandra

Demand for Grant—

38—Medical and 39—Public Health. pp. 582-83.

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 341-43.

Payment

Of dearness allowance at increased rate to primary school teachers of all categ including those of Municipal Primary Schools: (Q.) p. 46.

Of compensation for the lands acquired for Burdwan-Arambagh Road: (Q.) p.

Poddar, Sj. Anandilal

General discussion of the budget: pp. 191-95.

Point of Privilege: pp. 11-36, 60.

Pramanick, Sj. Surendra Nath

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 433.

37—Education: pp. 685, 719-21.

25—General Administration: p. 811.

38—Medical: p. 531.

29—Police: p. 903.

39—Public Health: p. 545.

41—Veterinary: p. 483.

Digging of wells in Narayangarh and Keshiari police-stations for Scheduled and Tribes: (Q.) p. 171.

General discussion of the budget: pp. 233-34.

Realisation of agricultural loans in Midnapore district: (Q.) p. 405.

...ation

...f protective tanks, etc., in order to relieve the flood-affected people of Sagore police-station, 24-Parganas: (Q.) p. 407.

...ure

...f patients in the Contai Subdivisional Hospital: (Q.) p. 102.

...ry schools

...nd pay-scales of primary school teachers in Mekligunge subdivision of Cooch Behar (Q.) p. 52

...ncialisation

...f Midnapore College, and establishment of a women's college at Midnapore: (Q.) p. 164.

...stions

Abandonment of the officially announced procession of Russian dignitaries through the streets of Calcutta on the day of their arrival p. 500.

Acquisition of lands from Garia to Baruipur for rehabilitation purpose p. 593.

Accidents in fireworks factories in Budge Budge and Mahestalla police-stations: p. 110.

Admission of Harijan students in Jhargram Technical Training Centre: p. 593.

Appointment of the Administrator for Durgapur Coke oven plant. p. 116

Appointment of Shri D. M. Sen as Secretary, Education Department p. 50.

B. T. Colleges in West Bengal p. 54.

Bankura Sammilani Hospital and opening of a new Medical College at Bankura town p. 106

Building grant to Danton High School, Midnapore p. 172.

Cattle purchase loan in Bankura district during 1955-56 p. 828

Conversion of high schools into technical schools in Midnapore district: p. 58.

Corruptions in test relief work in Midnapore district. p. 93.

Digging of wells in Narayangarh and Keshiari police-stations for Scheduled Castes and Tribes p. 171

Discharge of some primary school teachers of Midnapore District School Board: p. 158

Discharge notice on some primary school teachers of Midnapore District School Board p. 822.

Distress in Bankura district due to failure of crops p. 404.

Erection of a memorial for poet Kashiram Das p. 819.

Grant in aid to the Bankura Sammilani Hospital p. 105.

Grants to Midnapore District Board p. 827.

Grants to Netaji Mahavidyalaya, Arambagh p. 408.

Health Centres in Contai subdivision p. 107.

Health Centres in Midnapore district p. 833.

Hindi rendering of the speech of Mr. Khrushchev at Maidan meeting: p. 39.

High English schools under Multipurpose Scheme in Bankura district: p. 57.

Increase of literacy under Social (Adult) Education Scheme: p. 57.

Introduction of compulsory Primary Education in rural areas. p. 56.

Invitation of Calcutta Pressmen to accompany Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev on their visit to Sindhri. p. 507.

Invitees to the State Reception given to Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev: p. 41.

Irrigated areas under Mor Project: p. 173.

Lathi charge by police on demonstrators before Sovabazar Rajbati, Calcutta: p. 707.

Magra Basin, Contai: p. 595.

Magrahat High School, 24-Parganas: p. 155.

Matriculate teachers of recognised high schools appearing at the School Final Examination in 1955: p. 46.

Midnapore College and proposal for conversion thereof to Rural University: p. 1

Migration of Indian Muslims to **East Pakistan from April, 1954 to March, 19**
p. 507.

Number of murders in **Arambagh subdivision during the last six months of 19**
p. 115.

Orphan Muslim girls, Muslim girls **without guardians and Muslim girls rescued,**
police: p. 412.

Payment of dearness allowance at increased rate to primary school teachers of categories including those of Municipal Primary Schools: p. 46.

Payment of compensation for the lands acquired for Burdwan-Arambagh Ro
p. 819.

Provincialisation of Midnapore College, and establishment of a women's college Midnapore: p. 164.

Preservation of protective tanks, etc., in order to relieve the flood-affected peo
of Sagore police-station, 24-Parganas: p. 407.

Primary schools and pay-scales of primary school teachers in Mekligunge subd
sion of Cooch Behar: p. 52.

Realisation of agricultural loans in Midnapore district: p. 405.

Recommendations contained in the report of the Rural Credit Survey conducted
Reserve Bank of India: p. 413.

Refugee families returned from Islampur Camps of Purnea district: p. 589.

Refund of collective fines realised in connection with "Quit India" movement 1942: p. 506.

Repairs to the damaged bridge over the canal between South Jharpardah and No
Jharpardah, Howrah district. p. 596.

Representation against the staff of the Kulpi Attestation Camp: p. 591.

Ring wells and masonry wells within Nayabasan Khasmahal Estates· p. 170.

Road construction under Test Relief Scheme in Malda district in 1954-55: p. 403

Sagore Dutt Hospital at Kamarhati, 24-Parganas: p. 118.

Sanskrit College at Contai p. 53.

Scheme for supplying tiffin to the students of primary schools or of primary secti
of secondary schools· p. 163.

Settlement of char land of the Damodar river near Champadanga, Hooghly distri
p. 407.

Sinking of tube-wells by Government in the flood and epidemic-affected areas
Contai subdivision: p. 94.

Special Police Camps in 24-Parganas district: p. 502.

Stoppage of filtered water-supply in Ward No. 10 of Calcutta Corporation: p. 497

Terms and conditions of service of Special Cadre Teachers: p. 165.

Transfer of Gazette Forest Officers: p. 406.

Transport of Gurkha soldiers in State buses: p. 504.

Tour programme of Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev: p. 93.

Tube-wells and public health activities in Malda district: p. 99.

Pressure of patients in the Contai Subdivisional Hospital: p. 102.

Vagrants' Home at Golapbag and Rajbati, Burdwan: p. 409.

Visit to Calcutta of Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev: p. 498.

X-Ray examination charges of private patients at State hospitals in Calcutta
State managed hospitals outside Calcutta: p. 831.

Rafiuddin Ahmed, the Hon'ble Dr.

Demands for Grants—

40—Agriculture: pp. 413-19, 456-59.

41—Veterinary. pp. 479, 490-92.

Cattle-purchase loan in Bankura district during 1955-56: (Q.) p. 898.

Sir, Narayan Chandra

Demands for Grants—

38—Medical and 39—Public Health· pp. 526, 563-66.

13—Other Taxes and Duties: pp. 384, 391-93.

General discussion of the budget: pp. 128-32.

Hindi rendering of the speech of Mr. Khrushchev at Maidan meeting: (Q.) p. 89.

Sagore Dutt Hospital at Kamarhati, 24-Parganas: (Q.) p. 118.

Transport of Gurkha soldiers in State buses: (Q.) p. 504.

X-Ray examination charges of private patients at State hospitals in Calcutta and State managed hospitals outside Calcutta (Q.) p. 831

the Hon'ble Renuka

Acquisition of lands from Garia to Baruipur for rehabilitation purpose: (Q.) p. 593.

Refugee families returned from Islampur Camps of Purnea district: (Q.) p. 589.

Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra

Demands for Grants—

25—General Administration: pp. 837-45.

General discussion of the budget· pp. 79-84.

On a point of privilege. pp. 26-27, 34, 35.

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956 pp. 254-55, 277-78, 288, 289, 301, 303-304, 311, 320-22.

lection

Of agricultural loans in Midnapore district: (Q.) p. 405.

commendations

Contained in the report of the Rural Credit Survey conducted by Reserve Bank of India (Q.) p. 413.

fugee families

Returned from Islampur Camps of Purnea district (Q.) p. 589.

fund

Of collective fines realised in connection with "Quit India" movement of 1942: (Q.) p. 506.

pairs

To the damaged bridge over the canal between South Jharpardah and North Jharpardah, Howrah district (Q.) p. 596.

presentation

Against the staff of the Kulpi Attestation Camp (Q.) p. 591.

ng wells

And masonry wells within Nayabasan Khasmahal Estates (Q.) p. 170.

ad construction

Under Test Relief Scheme in Malda district in 1954-55. (Q.) p. 403.

y, the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Abandonment of the officially announced procession of Russian dignitaries through the streets of Calcutta on the day of their arrival (Q.) p. 500.

Appointment of the Administrator for Durgapur Coke Oven Plant. (Q.) p. 116.

Demands for Grants—

25—General Administration pp. 790-94, 866-72.

29—Police: pp. 887-89.

13—Other Taxes and Duties: pp. 381-82, 395-400.

9—Stamps. pp. 376, 380-81.

Facility for the opposition to speak over the All-India Radio: p. 509.

Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra—*concld.*

General discussion of the budget: pp. 245-53.

Hindi rendering of the speech of Mr. Khrushchev at maidan meeting: (Q.) p

Invitees to the State Reception given to Marshal Bulganin and Mr. Khrush (Q.) p. 41.

Lathi charge by police on demonstrators before Sovabazar Rajbati, Calcutta: pp. 707-709.

Migration of Indian Muslims to East Pakistan from April, 1954 to March, (Q.) p. 507.

Number of murders in Arambagh subdivision during the last six months of (Q.) p. 115.

Refund of collective fines realised in connection with "Quit India" movemen 1942: (Q.) p. 506.

Reply on the enquiry regarding Second Five-Year Plan: p. 64.

Special Police Camps in 24-Parganas district: (Q.) p. 502.

Statement on the motion of Sj. Jyoti Basu, M.L.A.: p. 63.

Tour programme of Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev: (Q.) p. 93.

Visit to Calcutta of Marshal Bulganin and Mr. Khrushchev: (Q.) p. 498.

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 7, 8.

Roy, Sj. Bijoyendu Narayan

General discussion of the budget: pp. 132-34.

Roy, Sj. Biren

On a point of privilege: p. 30.

Roy, Sj. Jyotish Chandra

Demands for Grants—

38—Medical: p. 521.

38—Medical and 39—Public Health pp. 600-601.

39—Public Health: p. 536.

Recommendations contained in the report of the Rural Credit Survey conducted Reserve Bank of India: (Q.) p. 413.

Roy, the Hon'ble Radhagobinda

Digging of wells in Narayangarh and Keshiari police-stations for Scheduled Cas and Tribes: (Q.) p. 171.

Roy, Sj. Saroj

Demands for Grants—

40—Agriculture: pp. 430-32

37—Education: p. 682.

25—General Administration: p. 807

38—Medical: p. 529.

29—Police: p. 901.

39—Public Health. pp. 541, 542, 543.

13—Other Taxes and Duties: pp. 394-95.

41—Veterinary: pp. 482, 87-88.

On a point of privilege: p. 28.

The West Bengal Premises Tenancy [illegible]: pp. 343-44.

question of privilege: p. 789

Dutt Hospital

Kamarhati, 24-Parganas: (Q.) p. 118.

Sj. Madan Mohan

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 427.

42—Co-operation: p. 357.

37—Education: pp. 721-22.

25—General Administration: p. 803.

38—Medical: p. 524.

29—Police: p. 898.

39—Public Health: p. 537.

41—Veterinary: p. 481.

Grants to Netaji Mahavidyalaya, Arambagh: (Q.) p. 408.

Dr. Saurendra Nath

Demands for Grants—

38—Medical and 39—Public Health: pp. 530, 578-80.

39—Public Health: p. 542.

Re settlement of char land of the Damodar river near Champadanga, Hooghly district: (Q.) p. 407.

Sj. Janardan

Demands for Grants—

40—Agriculture: p. 425

37—Education: pp. 699-702

25—General Administration: p. 800.

29—Police: p. 895

41—Veterinary: pp. 88-89.

General discussion of the budget: pp. 88-91.

Migration of Indian Muslims to East Pakistan from April, 1954 to March, 1955: (Q.) p. 507

Re

Krit College

at Contai: (Q.) p. 53.

Rar, Sj. Dharani Dhar

Demands for Grants—

40—Agriculture: pp. 421, 453-54.

37—Education: p. 658.

25—General Administration: p. 797.

38—Medical: p. 517

13—Other Taxes and Duties: p. 383.

29—Police: p. 892.

39—Public Health: p. 533.

41—Veterinary: p. 479.

Road construction under Test Relief Scheme in Malda district in 1954-55: (Q.) p. 403.

Tube-wells and public health activities in Malda district: (Q.) p. 99.

Dr. Krishna Chandra

Demands for Grants—

40—Agriculture: pp. 426, 435-37.

42—Co-operation: pp. 356, 365-66.

37—Education: pp. 669-71.

Satpathi, Dr. Krishna Chandra—*concld.*

25—General Administration: pp. 892, 857-55.

38—Medical and 39—Public Health: pp. 522-23, 575-77.

13—Other Taxes and Duties: p. 383.

29—Police: p. 897.

39—Public Health: p. 537.

41—Veterinary: p. 481.

General discussion of the budget: pp. 234-35.

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 337-38.

Scheme

For supplying tiffin to the students of primary schools or of prima... secondary schools: (Q.) p. 163.

Second Five-Year Plan

Enquiry regarding the date of discussion on—: p. 64.

Sen, Sj. Bijesh Chandra

General discussion of the budget: pp. 243-45.

Sen, Sjkta. Mani Kuntala

Demands for Grants—

37—Education: p. 674.

38—Medical and 39—Public Health: pp. 524, 573-75.

29—Police: p. 897.

39—Public Health: p. 538.

Sen, Sj. Narendra Nath

The West Bengal Premises Tenancy Bill, 1956: pp. 332-35.

Sen, the Hon'ble Prafulla Chandra

Corruptions in test relief work in Midnapore district. (Q.) p. 93.

Demand for Grant—

42—Co-operation: pp. 353-55, 371-73.

Distress in Bankura district due to failure of crops: (Q.) p. 405.

Realisation of agricultural loans in Midnapore district: (Q.) p. 406.

Recommendations contained in the report of the Rural Credit Survey conduct... Reserve Bank of India: (Q.) p. 413.

Road construction under Test Relief Scheme in Malda district in 1954-55: p. 403.

Vagrants' Home at Golapbag and Rajbati, Burdwan: (Q.) p. 409.

Sen, Sj. Priya Ranjan

Demand for Grant—

37—Education: pp. 733-34.

Sen, Dr. Ranendra Nath

Demands for Grants—

25—General Administration: p. 807.

29—Police: p. 900.

Enquiry regarding Second Five-Year Plan: p. 64.

General discussion of the budget: pp. 204-12.

Sen Gupta, the Hon'ble Gopika Bilas

Invitation of Calcutta Pressmen to acc[illegible] Bulganin Mr. Khrushchev on [illegible] visit to Sindhri: (Q.) p[illegible]

On a point of privilege: p. 82.

Transport of Gurkha soldiers in State buses: (Q.)